BLANK PAGE(S)
DOUBLE COLOUR

Tight Binding
BRITTLE PAGES.

কায়স্থ-পত্রিকা

(মাসিক পত্রিকা)

১৩০৯ বঙ্গাব্দে সমারব্ধ।

নবপর্য্যায় নবম খণ্ড

১৩২৫

৮৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—:০:—

৪৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, মিত্র প্রেসে

শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

কায়স্থ-পত্রিকা।

সপ্তদশ বর্ষের সূচী-পত্র।

	বন্ধ	লেখক
১।	অতীত (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম
২।	অমন্ত্র (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম
৩।	অনন্তগতি (পদ্য)	শ্রীঅমিয়বালা বসু
৪।	অনুভূতি (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম
৫।	অসবর্ণ-বিবাহ	শ্রীসুকুমার গুহ
৬।	অসভ্য-বিবাহ	শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়
৭।	আগমনী (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন
৮।	আত্ম-বিস্মৃত জাতি (গল্প)	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন
৯।	আবাহন (পদ্য)	শ্রীবিজয়গোপাল বসু
১০।	আশা (পদ্য)	শ্রীবিজয়গোপাল বসু
১১।	আসক্তির শেষ (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন
১২।	একটি নূতন কথা	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী
১৩।	ঐশ্বর্য্য (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম
১৪।	কবিগোবিন্দচন্দ্র দাস	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ
১৫।	কভু নয় কভু নয় (পদ্য)	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ
১৬।	কার্য্য-বিবরণী	... ...
১৭।	কালীপ্রসন্ন বাবুর পক্ষপাত	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ
১৮।	কায়স্থ-সঙ্গীত (পদ্য)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়
১৯।	কায়স্থ শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি	শ্রীতারকনাথ দেব
২০।	কায়স্থের বর্ণ বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র	শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ বসু বি-এ
২১।	কায়স্থ বনাম বঙ্কিমচন্দ্র	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার
২২।	কায়স্থ-গীতি (পদ্য)	শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী
২৩।	কায়স্থ উপেক্ষিত কেন	শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ

১।	কালিদাস ও ভবভূতি	শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ	২০, ৭১, ১৫১, ২৩০, ৩১০, ৩৬১, ৪১১
১।	কুসুম (পদ্য)	শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম	৫৫
১।	গৌড়-কাহিনী	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, বি, এল্,	৮৬, ৩০, ৮২, ১৩৫, ১৪১, ১০৮, ২৮২, ৩০৪, ৩৫৮, ৪০৫, ৪৪২, ৪৮৫, ৫২৯
পৃষ্ঠ ১।	চক্রপাণির জাতিনাশ	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্	১২৪
৩০৩।	চন্দনধেনু	শ্রীতারকনাথ দেব	৩৩১
২৯৯।	জাগরণ (পদ্য)	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়	৪৩১
২৮৬।	জাগিয়া করিব কি ?	শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ	৬৬
৬৫।	ধর্ম্মতত্ত্ব	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	২০২, ২৪৬, ২৮৮, ৩১২
৫১৭।	ধেনোপীতাম্বর	শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর	১৪৬
৫৪২।	নববর্ষ (পদ্য)	শ্রীবিজয়গোপাল বসু	১
২৬৩।	নিঃক্ষত্রিয়	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৪৪৬
২৩৬	পণ্ডিতের মন্তব্যে প্রশ্নোদয়	শ্রীতারকনাথ দেব	২৭৩
২৭৩	প্রভেদ (পদ্য)	শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী	২৯৮
১২৭	প্রবেদন	শ্রীগোপালচন্দ্র বাচস্পতি	৩১৮
২২৩	ফতেয়াবাদ আক্রমণ	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৪৫৩
৫৪৬	বউকথাকও (পদ্য)	শ্রীঅমিয়বালা বসু	১৩৩
৩৫৮	বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	৩৩৮
৩৮৭	বঙ্গসমাজের 'দাস' 'দাশ' ও 'শর্ম্মন্' শব্দের ব্যবহার	শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র	১৪০, ১৭৭, ২৭৭, ৩৫২, ৪৩৩, ৪৮০, ৫৩৫
৫০৬			
/০			
৫৫৪	বঙ্গসমাজে চন্দ্রদ্বীপের প্রভাব	শ্রীকালীচরণ বসু	৩৭৯
৩৫১	বঙ্গে ব্রাহ্মণ	শ্রীবিনোদবিহারী রায়	২, ১২৭
৪১, ৯৬	বরপণ নিবারণের একটি প্রস্তাব	শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ	১৭২
২৮৬	বাজু-সমাজ	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ মজুমদার	৪৭৩
২১৫	বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ	শ্রীব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী	৪৫৮, ৪৮৯
১৪৫	বৃষোৎসর্গ	শ্রীতারকনাথ দেব	১০৫
৩৭৫	ব্রাহ্মণ সম্পাদকের গাত্রদাহ	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৫২৫
	ভগবানে মন নিবদ্ধ রাখিবার উপায়	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু বেদান্তরত্ন	৫৫০

৫০।	ভূলুয়ার শূর-রাজবং	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ
৫১।	মনের গতি (পদ্য)	শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষ
৫২।	মন্দিরে (পদ্য)	শ্রীবিজয়গোপাল বসু
৫৩।	মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ	শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত
৫৪।	রায় শ্রীশচন্দ্রবসু বাহাদুর (পদ্য)	শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী
৫৫।	শক্তি পূজা ও সাকারোপাসনা	শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন
৫৬।	শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা	শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ
৫৭।	শ্যামা-রূপ-রহস্য	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্
৫৮।	সঞ্চিত ধন কিরূপে জন্মণের সাহায্য করে	
৫৯।	সত্য-নিষ্ঠা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ
৬০।	সন্ধ্যা (পদ্য)	শ্রীবিজয়গোপাল বসু
৬১।	সভার নিয়মাবলী	
৬২।	সমাজ ও সমাজিক	শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ
৬৩।	সমালোচনা	৫৭, ১১৯, ২১২, ৩৮৮, ৪৩০, ৪৬৫
৬৪।	সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৭, ১২১, ১৬৫, ২১৩, ২৬২, ৩০০, ৩৪৪, ৪৬৬, ৫০৮, ৫৫৬
৬৫।	স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পদ্য)	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ
৬৬।	ক্ষত্র-নারী (পদ্য)	শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী

শ্রীজয় গোপাল নন্দী। কোন্নগর।
২০।৪।৩৫

কায়স্থ-পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

নববর্ষ।

ঘুচিল মোদের দুঃখ দৈন্য
ঘুচিল মোদের মনঃক্লেশ ;
তব আগমনে এ ধরণী
ধরিল এক নূতন বেশ।
বিহঙ্গ সব নূতন স্বরে
গাইতেছে তব আগমনী ;
তাদের মধুর কোলাহলে
পূর্ণ হইল এই ধরণী।
মোরা সবাই নূতন আশা
পোষিতেছি মোদের হৃদয়ে ;
কতই হর্ষ কতই সুখ
দিলে তুমি হেথা ছড়াইয়ে।

সারাটী বছর এমি সবে
পারি যেন কাটাইতে মোরা ;
বিভু পদে মতিটী রাখিয়া
হই যেন মোরা আত্মহারা।

শ্রীবিজয়গোপাল বসুবর্ম্মা।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ।

(৫)

(৪) আদিশূর কোথায় পঞ্চ ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিয়াছিলেন ?

আদিশূরের রাজধানী ও ব্রাহ্মণ স্থাপন সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়—

(১) সম্বন্ধ-নির্ণয়কার স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সংগৃহী পাতড়া হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ্য করিবারে প্রচার।
চুনি চুনি দেয় গ্রাম যাহা হয় সার ॥

অতএব জানা যাইতেছে, আদিশূর ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রচার জন্য রাঢ়দেশে পঞ্চব্রাহ্মণকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) মালদহের অন্তর্গত গৌড়ে আদিশূরের রাজধানী ছিল। তিনি তথা পঞ্চব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৩) বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে আদিশূরের রাজধানী ছিল তথায় তিনি পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। এখানে ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদ-লব্ধ-জীবন ইতিহাস প্রসিদ্ধ গজারি বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। সমাগত ব্রাহ্মণগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং অশ্বারূঢ় দেখিয়া, ব্রাহ্মণের চিহ্ন কিছুই নাই ভাবিয়া আদিশূর ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন নাই। তাই ইঁহারা আশীর্ব্বাদের জল নিকটস্থিত মল্লকাষ্ঠদ্বয়ের উপর নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই কাষ্ঠ দুইটী জীবিত হয়। গত বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনে রামপালে আদিশূরের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি, আদিশূর যদি ব্রাহ্মণ আনিয়া থাকেন তবে ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে

অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে আনিয়াছিলেন। প্রথমে দেখা যাউক বাস্তবিক ঐ সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল, এবং ব্রাহ্মণ আনয়ন করা আবশ্যক ছিল কি না ?

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ভারতবর্ষ মধ্যে বেহার ও বঙ্গদেশেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বেশী ছিল। বৌদ্ধ-বিহার হইতেই মগধ প্রদেশ বিহার বা বেহার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধদেবের জন্ম স্থান বেহার প্রদেশ হইতে বহু উত্তরে অযোধ্যারও উত্তরে ; কিন্তু তাঁহার লীলাস্থান হইয়াছিল এই বেহার এবং বঙ্গদেশ।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥" ৪।৭

হে ভারত ! যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়েই আমি আত্মসৃজন করি।

ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইলেন কেন ? ভারত-যুদ্ধের পর ভারতের বড়ই দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন বঙ্গদেশের যে অবস্থা হইয়াছে, তখন ভারতে বিশেষতঃ মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মের বড়ই অবনতি ঘটিয়া ছিল। কঠিন হিন্দু শাস্ত্রের পার নাই। সেই শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা স্থির করা কঠিন। একদিকে বেদ, একদিকে উপনিষদ্ আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিল। আর্য্যসন্তানগণ ঘোর ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। ক্রমে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইল। সাধারণ লোকের'ত কথাই নাই, পণ্ডিতগণও ঈশ্বরে আস্থাশূন্য হইতে লাগিলেন। যে মুষ্টিমেয় লোক আস্তিক থাকিলেন, তাঁহারাও নিজ মত সমর্থন করিতে অপারক হইলেন, নাস্তিকতার প্রবলস্রোতে আস্তিকতা ভাসিয়া গেল, ঈশ্বরে অনিবিষ্ট নানাপথগামীগণের বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখা বিশিষ্টবৎ হইল (গীতা ২।৪১) লোকের মন হইতে ঈশ্বরভীতি অন্তর্হিত হইল। তখন—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৪।৮

সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃত বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বর বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

তিনি দেখিলেন, বেদ সম্বন্ধে গীতার (২।৪২-৪৫) উক্তির কুব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়া বেদের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে

সকলেই সন্দিহান। ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোককে বুঝাইতে গেলে একটা বিষম গণ্ডগোল হইয়া পড়িবে, তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে, তাই তিনি ঈশ্বর অস্তি কি নাস্তি তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। কেবল গীতোক্ত কর্ম্মের দিকে লোকের মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ২।৪৭

"তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কর্ম্মফলে কখনই নহে। কর্ম্মফলের নিমিত্ত কর্ম্ম করিও না অথচ কর্ম্মহীনও থাকিও না।"

এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া বুদ্ধদেব জাতি নির্ব্বিশেষে কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঈশ্বর বিষয়ক কোন তর্ক নাই, জাতিভেদ নাই, কর্ম্মভেদ নাই, সুতরাং সকলেই তাঁহার উপদেশ সহজে বুঝিতে পারিল এবং সাদরে গ্রহণ করিল, কর্ম্মের স্রোত বহিতে লাগিল। লোকের সুবিধার জন্য সুদীর্ঘপথ প্রস্তুত হইতে লাগিল। পিপাসিতের সুবিধার জন্য সেই পথের স্থানে স্থানে কূপ, সরোবর খনিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে বুভুক্ষিতের সুবিধার জন্য সত্রাব্রত স্থাপিত হইল। চিকিৎসার জন্য স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া দলে দলে ধন্বন্তরি (চিকিৎসক) হইয়া ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কর্ম্মে ব্যস্ত হইল। সমাজে একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। কলি তাড়িত হইয়া এক মুহূর্ত্তে সত্যযুগ আসিয়া পড়িল। কর্ম্ম করিবার জন্য লোকসমূহ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কর্ম্ম কর্ম্ম রব পড়িয়া গেল। যুদ্ধ বিগ্রহ কমিয়া গেল। নিষ্কাম কর্ম্ম-স্রোতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ভাসিয়া গেল।

কিন্তু উত্তেজনার পরেই অবসাদ স্বাভাবিক। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অবসাদ আসিল। লোকের মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে আত্মনিয়োগ করায় এবং কর্ম্মযোগের দিকে দৃষ্টি না থাকায় ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ভাব লোকের মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। ঈশ্বর-ভীতি লোকের মন হইতে চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং পাপ-পুণ্যের স্মৃতিও বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাই তাহাদের মনে তখন উদয় হইল, পথ প্রস্তুত না করায় লোকের চলিবার অসুবিধা হইবে; আমার তাহাতে ক্ষতি কি? লোকে জল খাইতে পাইবে না বলিয়া আমি কেন কূপ খনন করিব? লোকে স্নান পান করিতে পাইবে না বলিয়া আমি কেন সরোবর খনন করাইব? পথিক ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে

বলিয়া আমি কেন অনর্থক সদাব্রত স্থাপন করিব? বিনা চিকিৎসায় লোক কষ্ট পাইবে—মারা যাইবে তাহাতে আমার মাথার ব্যথা কেন? আমি কেন বিনা পয়সায় লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়াইব? এইভাবে লোকের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ধর্ম্মভয় না থাকায় দেশে যথেচ্ছাচারিতার স্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। স্বার্থপরতা মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিল। ইহাই মাৎস্য-ন্যায় প্রচলিত হইবার কারণ। এই সময়ই দেশে মাৎস্য-ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এই সময়ই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে লোকের আস্থা না থাকায় ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ করিতেন না, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এই দুঃসময়ে এক একজন বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী বীর এদেশে আসিয়া মাৎস্য-ন্যায় (জোর যার মুলুক তার) বলে দেশ অধিকার করিয়া রাজা হইতেন, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের স্রোত দেশে বহাইয়া দিতেন।

আদিত্যশূর বা আদিশূর সেই ধরণের একজন। জানিনা ইনি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। ইতিহাস নাই, সুতরাং জানিবার উপায় নাই। জনশ্রুতি দ্বারা ধ্রুবানন্দ মিশ্র জানিয়াছিলেন।—

"আগমৎ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপং বলাৎ ॥*

শূরবংশীয়গণ কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী দরদদেশ (বর্ত্তমান দর্দিস্থান) হইতে গৌড়ে আগমন করেন।" কুলশাস্ত্র এক্ষণে বিশ্বাস যোগ্য না হইলেও সকল ঐতিহাসিক ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও, আমরা বিশ্বাস যোগ্য বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই প্রবল অবিরোধী জনশ্রুতি ত্যাগ করিতে পারি না। তাই স্বীকার করিলাম, শূরবংশ সম্ভবতঃ দরদদেশ বা দর্দিস্থান হইতেই আসিয়া থাকিবেন। কোথায় আসিলেন? উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"রাঢ়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর ধাম ॥
আদর করিয়া আনে ঋষি পঞ্চজন।
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র করিল গমন ॥†
(শ্যামদাসী ডাক

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় উক্ত পঞ্চ বীজী পুরুষের নাম থাকিলেও ব্রাহ্মণ পঞ্চকের নাম নাই।

---

* গৌড়ের ইতিহাস ৬৯ পৃষ্ঠা।
† রাজন্যকান্ত ১২৫ পৃষ্ঠা।

সম্বন্ধ-নির্ণয়কার একটি প্রবল জনশ্রুতিঘটিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

পূর্ব্বভূপ আদিশূর আনে পঞ্চজন।
দেন তিনি পঞ্চগ্রাম যার যাতে মন॥
হরিকোটি ছান্দড়ে পঞ্চকোটি যে ভট্টে।
কামকোটি দক্ষে কঙ্কগ্রাম হর্ষে অট্টে।
বেদগর্ভে বটগ্রাম রাজা দিল বাসে।
পুত্রে ছাপান্ন গ্রাম রাজার অভিলাষে॥
রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ্য করিবারে প্রচার।
চুনি চুনি দেয় গ্রাম যাহা হয় সার॥ *

হরিমিশ্র, এড়ুমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণ সকলেই এক বাক্যে লিখিয়াছেন, আদিশূর কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কামঠী, বা কামকোটি, ব্রহ্মপুরী, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পঞ্চগ্রাম দান করিয়াছিলেন—

কামঠী ব্রহ্মপুরী চ হরিকোট স্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম এষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥†

(এড়ুমিশ্র ও হরিমিশ্র)

অতএব সম্ভবতঃ আদিশূর বা আদিত্যশূর প্রথমতঃ রাঢ়দেশেই আসিয়াছিলেন এবং সেখানেই পঞ্চব্রাহ্মণকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

অনুমান ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জয়ন্তকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকিবেন।

বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে—‡

---

* সম্বন্ধ নির্ণয় ৫৭৯ পৃষ্ঠা (দ্বিতীয় সংস্করণ।

† বঙ্গের জাতির ইতিহাস ১ম ভাগ ১১২ পৃষ্ঠা।

‡ তে পঞ্চ বিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্বদেশ গমোনৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চ তেন পূজিতা গতা যথাদেশমিতাশ্বযানৈঃ॥
গৌড়ং গতা মাগধবর্ত্মনা কোঽপ্যযাজ্যযাজ্যং কৃতবন্ত এ চ।
যদীচ্ছতাস্মাকমুপক্তি ভোজ্যং তদা কুরুধ্বং খলু পাপনিষ্কৃতিং॥
দেশীয়ানাং বচঃ শ্রুত্বা তে চ তেজস্বিনো দ্বিজাঃ।
বেদ বেদাঙ্গবেত্তৃণাং পাপস্পর্শো ন মাদৃশাং॥
নাপি কিঞ্চিৎ করিষ্যামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজাবয়ং।
তদা মহান্ বিরোধো ঽভূদিতি তেষাং পরস্পরং॥
যেন প্রস্থাপিতাঃ পূর্ব্বং কান্যকুব্জাধিপেন চ।
ব্রাহ্মণানাং বিরোধেতু সোঽপিনোবাচ কিঞ্চ ন॥

ততস্তেজস্বিনো ক্রুদ্ধা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ।
পুনর্গতা গৌড়দেশমাদিশূর নৃপান্তিকং॥
বিনয়াবনতোভূত্বা পৃচ্ছদ্রাজা কৃতাঞ্জলিঃ।
পুনরাগমনং যদ্ধি মন্যে ভাগ্যোদয়ং মম॥
যদত্র কারণং কিঞ্চিৎ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ং।
রাজ্ঞা তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা ভট্টনারায়ণস্তদা॥
অবোচৎ সর্ব্ববৃত্তান্তং দেশানুচরিতঞ্চ যৎ।
তব যজ্ঞার্থমাগত্য স্বদেশে বস্তুমক্ষমাঃ॥
কান্যকুব্জাধিপতিনা বয়ং সংপ্রোষিতাঃ পুরা।
ন কিঞ্চিৎ কুরুতে সোঽপি মত্বা ব্রাহ্মণ কণ্টকং॥
ততো রাজা সুসম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চ দিনান্তরে।
গত্বা স ব্রাহ্মণোদ্দেশং কৃতাঞ্জলিরভাষত॥
গঙ্গায়ানাতিদূরেঽস্মিন্ প্রদেশে বহুধান্যকে।
বসন্ত বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্যসন্নিভাঃ॥
নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাসপ্তশতি দ্বিজা।
রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয়সন্নিধৌ॥
নিবাসঃ রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ॥
সদৃশান্ জনয়ামাসুস্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ।
তেজস্বিনো গুণবতোদীপোদীপস্তরাৎ যথা॥
ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্।
পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়া কান্যকুব্জ নিবাসিনঃ॥
জ্যেষ্ঠ্যাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈঃ।
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ॥
নভুক্তং ন গৃহীতং তদন্নং দানঞ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ।
ততোঽবমানীতা বিপ্রাঃ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ॥
আগতা গৌড়দেশেঽস্মিন্নুপায়মুপলক্ষিতাঃ।
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তুং প্রার্থিতাস্তথা॥
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জনৈঃ।
বাচো নিসম্য নৃপতেরূচুস্তে দ্বিজসত্তমাঃ॥
বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্র ভ্রাতৃভিঃ সহ।
শ্রুত্বৈতন্নৃপতিঃ প্রাহঃ রাজধানীসমীপতঃ॥
বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ।
গ্রামাংস্তত্র প্রদাস্যামি শস্যাযুক্তান্ মনোহরান্॥
ততস্তেঽবসংস্তত্র পুত্রদারাদিতির্যুতাঃ।
বৈমাত্রভ্রাতরস্তেষাং রাঢ়দেশ নিবাসিনঃ॥
মাতুলাশ্রয়বাসাশ্চ মাতুলাশ্রয় বর্দ্ধিতাঃ।
মাতুলৈরুপনীতাস্তু ছান্দোগা অভবন্তথা॥
সুনীতাশ্চৈব বিদ্বাংসঃ গৌড়রাজনমস্কৃতাঃ।
রাঢ়ায়াং সুখমাসীরন্ পুত্রদারাদিতির্যুতাঃ॥
সাপত্নবিদ্বেষবশাৎ পরস্পরং নৈকত্র বসো ন চ ভক্ষ্য ভোজ্যং।
বিভাগমাসাদ্য তথা বিবর্দ্ধিতাঃ পুত্রাদিভির্ঋদ্ধমুতা যথার্ষয়ঃ॥"

"ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগ মগধ দেশের মধ্য দিয়া গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং আদিশূরের যজ্ঞ সম্প করিয়াছিলেন, তজ্জন্য দেশীয় ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন, যদি আমাদের সহি আহার বিহার করিতে চাও তবে প্রায়শ্চিত্ত কর। ইহা শুনিয়া ভট্ট নারায় প্রমুখ বিপ্রগণ কহিলেন, আমরা বেদ বেদাঙ্গবেত্তা, আমাদিগকে পাপ স্প করে নাই; আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিব না। ইহাতে বিরোধ উপস্থিত হয় কান্যকুব্জাধিপতি এই বিবাদের কিছুই মীমাংসা করিয়া দেন না। তাহাতে ভট্টনারায়ণ প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা ক্রোধ পূর্ব্বক পুনরায় গৌড়দেশে আদিশূরের সমীপে উপস্থিত হন। গৌড়াধিপতি আদিশূর মঙ্গল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, আমা ভাগ্যবশতই আপনাদের পুনরাগমন হইয়াছে। কি নিমিত্ত আপনাদের পুনরাগমন হইল? ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, হে রাজন্! আপনার যজ্ঞের নিমিত্ত আগমন করাতে এখন আমরা স্বদেশে বাস করিতে অসক্ত হইয়াছি। কান্যকুব্জাধিপতি যিনি আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করেন, তিনিও ব্রাহ্মণ কণ্টক জ্ঞান করিয়া কিছুই করিলেন না। ইহা বলিয়া দেশের সকল কথা বর্ণন করিলেন। আদিশূর কহিলেন, গঙ্গার অনতিদূরে বহুধান্য যুক্ত দেশে আপনারা বসতি করুন। ভট্ট নারায়ণ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ ধনধান্যশালী রাঢ়দেশে বসতি করিলেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। যেমন দীপ হইতে প্রবর্ত্তিত দীপ কোন প্রভেদ থাকে না, ভট্ট নারায়ণ প্রভৃতি ও সপ্তশতী কন্যাতে তদ্রূপ প্রভেদ শূন্য আত্মসদৃশ পুত্র কন্যা উৎপাদন করিলেন।

ক্রমে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির অভাব হইলে বান্যকুব্জ দেশবাসী পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যে পুত্রেরা তাহাদের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। কিন্তু গ্রামবাসী ব্রাহ্মণের তাহাদের দান গ্রহণ কি অন্নভোজন না করাতে তাহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া গৌড়ে আসিলেন। আদিশূর নৃপতি আগত বিপ্রবৃন্দকে রাঢ়দেশ বসতি করার উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্রগণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের সহিত রাঢ়দেশে বসতি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাহাতে গৌড়পতি কহিলেন, রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রাখ্য দেশে আপনারা বসতি করুন। তথায় সম্পূর্ণ মনোহর গ্রাম প্রদান করিব। তাহাতে ব্রাহ্মণগণ বরেন্দ্রদেশে বসতি করিলেন। রাঢ়দেশ-বাসী তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ মাতুলাশ্রয়ে বাস এবং মাতুল কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া তাহাদের দ্বারা উপনীত হন। তাহাতেই সকলে সামবেদী হইলেন এবং সকলেই নীতিপরায়ণ ও বিদ্বান্ বলিয়া গৌড়াধিপের আদরণীয় হইয়া রাঢ় দেশে

স্ত্রী পুত্রাদির সহ বসবাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার সন্তানেরা যেমন এক পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ ইঁহারাও সাপত্ন্যদ্বেষ হেতু বিভক্ত হইয়া পরস্পর একত্র বাস করেন নাই, ভক্ষ্য ভোজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকার এই বিবরণ কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। এবিষয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও পাওয়া যায় না। তবে উক্ত বর্ণনা হইতে এই ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় যে—

যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ পঞ্চ কায়স্থসহ রাঢ়দেশে যজ্ঞ সম্পাদন জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সপরিবারে আসিয়াছিলেন না। সুতরাং যজ্ঞান্তে স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়াই সম্ভব। তাঁহাদের সঙ্গে যে কায়স্থপঞ্চক আসিয়াছিলেন তাঁহারাও অবশ্যই সেই সঙ্গে ফিরিয়া গিয়া থাকিবেন। দেশে গেলে ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদের জ্ঞাতিগণ গ্রহণ না করাই সম্ভব। কারণ

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥" (দেবল)

"তীর্থযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদিদেশে কোন আর্য্য সন্তান যাইতে পারিবে না—গেলে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।"

সুতরাং দেশের লোকে এই স্মার্ত্ত বচন অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে গ্রহণ করিব না একথা বলা অসম্ভব নহে। নিজেকে কেহ পতিত মনে করেন না, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত করিতে অপমান বোধ হওয়া স্বাভাবিক। এজন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করাও অসম্ভব নহে। তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পুনরায় রাঢ়দেশে ফিরিয়া আসিলেন। পতিত মনে করিয়া হয়ত কাহারই স্ত্রী সঙ্গে আইসেন নাই, অথবা স্ত্রী আসিয়াছিলেন।

কে আসিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। হরিমিশ্র বলিয়াছেন—

"কোলাঞ্চদেশতঃ পঞ্চবিপ্রজ্ঞানতপোযুতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥
ক্ষিতীশমেধাতিথিশ্চ বীতরাগসুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ স চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে॥"

"মহারাজ আদিশূর কোলাঞ্চ দেশ হইতে জ্ঞানতপোযুত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি নামক পাঁচজন ব্রাহ্মণকে সপত্নীক আনয়ন করিয়াছিলেন।"

বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—

"শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোহি ছান্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকগোত্রেচ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ শাণ্ডিল্যগোত্রজ কবি ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রজ দক্ষ, বাৎস্য গোত্রজ ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রজ হর্ষ এবং সাবর্ণিক গোত্রজ বেদগর্ভ এই পঞ্চজন আদিশূরের সভায় আগমন করিয়াছিলেন।

আবার বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণের মতে—

"নারায়ণাখ্যো যস্তেষাং শাণ্ডিল্য গোত্র এব সঃ।
রাজাজ্ঞয়া সমায়াতঃ গ্রামতো জম্বুচত্বরাৎ॥
ধরাধরো বাৎস্যগোত্রস্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়ম্।
সুষেণঃ কাশ্যপো জ্ঞেয় কোলাঞ্চাৎ ত্বরয়া গতঃ॥
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজগোত্র উড়ম্বর্য্যত্তথা।
পরাশরস্তু সাবর্ণো মদ্রগ্রামাৎ সমাগতঃ॥"

শাণ্ডিল্যগোত্রজ নারায়ণ জম্বুচত্বর গ্রাম হইতে, বাৎস্যগোত্রজ ধরাধর তাড়িত গ্রাম হইতে, কাশ্যপ গোত্রজ সুষেণ কোলাঞ্চ হইতে, ভরদ্বাজ গোত্রজ গৌতম ঔড়ম্বর গ্রাম হইতে এবং সাবর্ণ গোত্রজ পরাশর মদ্র গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন।

এই তিনটী মতের সামঞ্জস্য করিতে হইলে শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ এবং নারায়ণ, ভরদ্বাজ গোত্রজ মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ এবং গৌতম, কাশ্যপ গোত্রজ বীতরাগের পুত্র দক্ষ এবং সুষেণ, বাৎস্যগোত্রজ সুধানিধির পুত্র ছান্দড় ও ধরাধর এবং সাবর্ণ গোত্রজ সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ ও পরাশর এইরূপ ধরিতে হয়।

সম্ভবতঃ প্রথমে যজ্ঞার্থে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি এবং সৌভরি কুলগ্রন্থ লিখিত "বসুকর্ম্মাঙ্ক" শাকে অর্থাৎ ৬৬৮ শক বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে রাঢ়দেশে আগমন করেন। যজ্ঞান্তে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া যান, তথাকার সমাজে তাঁহারা গৃহীত না হওয়ায় কতকদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া রাঢ়দেশে বাস করেন। পুত্রগণ মধ্যে ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ, মেধাতিথির পুত্র শ্রীহর্ষ, বীতরাগের পুত্র দক্ষ, সুধানিধির পুত্র ছান্দড় এবং সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ পিতার সহিত রাঢ়দেশে আগমন করিয়াছিলেন।

তৎপরে সম্ভবতঃ ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আদিশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে ক্ষিতীশাদির মৃত্যু সংবাদ দেশে গেলে পুত্রগণ শ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সমাজের কেহ দান গ্রহণ বা ভোজন করিয়াছিলেন না। সেই মনঃকষ্টে তাঁহারা এই দেশে আসিয়া থাকিবেন। হয়ত রাঢ়ে আসিয়া শুনিলেন ঐ দেশে বৌদ্ধরাজা রাজত্ব করিতেছেন, আদিশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজা হইয়াছেন; তখন তাঁহারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গমন করত অদিত্যশূর বা আদিশূরের আশ্রয়ে বাস করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে স্থান দিলেন। পৌণ্ড্রদেশ তখন বরেন্দ্র নামে কথিত হইত, তাই মূল পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে বংশ রাঢ়দেশে ছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ী নামে কথিত হইলেন, যাঁহারা বরেন্দ্রে থাকিলেন তাঁহারা বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন। অতএব রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ যে এক পিতার সন্তান, এই জনশ্রুতি অসম্ভব বোধ হয় না।

যে পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত প্রবল এবং অবিরোধী জনশ্রুতির সাহায্যে এরূপ অনুমান করিতে কোন বাধা দেখা যায় না।

"আদিশূর গৌড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন," "ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন" ইত্যাদি উক্তি শুনিয়া অনেকে অনুমান করেন যে বরেন্দ্রের রাজধানী গৌড় সেই পুরাতন কাল হইতেই আছে। এ অনুমান ঠিক নহে। মগধরাজ্যই ঐ সময় গৌড় নামে খ্যাত ছিল। পৌণ্ড্রদেশ সেই গৌড় রাজ্যভুক্ত ছিল এবং এই অংশের নাম পাল হইতে সেন বংশের রাজত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত তাম্রশাসনে "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি" দেখা যায়। সম্ভবতঃ জয়ন্তকে জয় করিয়া আদিশূর পঞ্চগৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন।

বিক্রমপুরে আদিশূরের রাজত্ব করিবার কোন প্রমাণ নাই। তথায় তাঁহার পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার কোন হেতু দেখা যায় না।

বৈদিক কুলপঞ্জিকায় দেখিতে পাই, রাজা শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে পঞ্চব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। আমরা সকল মত সমন্বয় করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিলাম—

বৈদিক সমাজের সাধারণ বিশ্বাস যে শুনকগোত্রীয় যশোধর মিশ্র রাজা শ্যামলবর্ম্মার সময় সর্ব্ব প্রথম এ দেশে আগমন করেন। কিন্তু হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন দেখিলে এ কথা ঠিক থাকে না। তাহাতে বাৎস্য গোত্রীয় কৃষ্ণধর মিশ্রের প্রথম অস্তিত্ব জানা যায়। রাঘবেন্দ্র কবিশেখর গৌতম গোত্রীয়। তিনি আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে নিজ বংশের যে বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় গৌতম গোত্রজ গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্রই সর্ব্ব প্রথমে রাজা হরিবর্ম্মার রাজত্ব সময়ে এ দেশে আসিয়াছিলেন এই তিন মতের সমন্বয় করিতে হইলে, তাম্রশাসনের প্রমাণের উপরেই

অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের প্রমাণ জনশ্রুতিমূলক এবং তাম্রশাসনের প্রমাণের বিরোধী। তিনি জনশ্রুতিতে যাহা শুনিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন।

রাজা হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনে দেখা যায় তিনি বাৎস্য গোত্রজ শ্রীদেবভট্টের প্রপৌত্র, বেদগর্ভ শর্ম্মার পৌত্র পদ্মনাভ ভট্টের পুত্রকে ভূমিদান করিয়াছিলেন এই দানগৃহীতার নাম চক্রধর মিশ্র কি কৃষ্ণধর মিশ্র তাহা ঠিক পাঠ করা যায় নাই তাম্রশাসন খানির পৃষ্ঠক্ষয় হইয়া লেখাগুলি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই তাম্রশাসনখানি দেখিয়াছেন, কিন্তু পাঠোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। যাহা হউক আমরা কৃষ্ণধর মিশ্রই লিখিলাম। তিনিই প্রথম আগমন করিয়া থাকিবেন, অথবা তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ কেহ আসিয়া থাকিতেও পারেন। কোনটি ঠিক তাহা বলা কঠিন। তবে রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের গ্রন্থে লিখিত আছে, কান্যকুব্জ প্রদেশ যবন কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে, তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায় সুলতান মামুদ ৯৪২ শক বা ১০২০ খৃষ্টাব্দে কনোজ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণধর মিশ্র পলায়ন করিয়া থাকিলে বঙ্গদেশে আসিতে হয়ত তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। রাঘবেন্দ্রকবিশেখরের বর্ণনা অনুসারে অনুমান করা যাইতে পারে কৃষ্ণধর মিশ্র নানাদেশ ঘুরিতে ঘুরিতে হরিবর্ম্মার ৪২ বৎসর রাজ্যাঙ্কের সময় কোন "সার" নামক গ্রামে সম্ভবতঃ বেঙ্গনিসার গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট তাম্রশাসন লিখিত ভূমিদান গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। শাসনখানি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে দান করা হয় নাই। পুণ্যদিনে অর্থাৎ শুভদিনে ভগবান্ কৃষ্ণধরবিগ্রহ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মাতা পিতা পুত্র ও নিজের পুণ্যবৃদ্ধি জন্য রাজা এই শাসন দান করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণধরবিগ্রহ সম্ভবতঃ কৃষ্ণধর মিশ্রের সঙ্গীয় তাঁহার পৈত্রিক বিগ্রহদেব হইবেন। ইহাতেই বোধ হয় এই সময় বাৎস্য গোত্রজ কৃষ্ণধর মিশ্র কৃষ্ণধরবিগ্রহদেবসহ বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং তথায় বাস করত পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের বীজ স্বরূপ হইয়াছিলেন। তৎপরে হয় ত ইনি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের লিখিত মত কান্যকুব্জ হইতে শুনকগোত্রীয় যশোধর মিশ্রকে আনিয়া থাকিবেন। অথবা ঈশ্বর বৈদিককৃত কুলপঞ্জিকার লিখিত মত রাজা শ্যামলবর্ম্মা তাঁহাকে স্বীয় শ্বশুরের নিকট হইতে বিবাহ সময়ে আনিয়াই থাকিবেন। ফলকথা শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনে যশোধর মিশ্রের নাম দেখিয়া জানা যাইতেছে যে, তিনি শ্যামলবর্ম্মার

সময় ছিলেন। এই তাম্রশাসনে আরও জানা যায় যে, রাজা শকুন-পতন-দোষ নিবারণ জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈদিক-কুলপঞ্জিকামতে এই যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ রাজা আরও চারিজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনাইয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দেশে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশ বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কেন দূরদেশ হইতে চারিজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে ঐ সময়ের বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মাধিকারী পণ্ডিত হলায়ুধ শর্ম্মা তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থে লিখিয়াছেন—*

* "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনেতি তদিথং সরহস্য ইত্যনেন কৃৎস্ন এব বেদো ব্রাহ্মণেনার্থতো গ্রন্থতশ্চাধ্যেতব্য ইতি স্থিতে বেদাধ্যয়নবেদার্থজ্ঞানমন্তরেণ গার্হস্থ্যাশ্রমাধিকার এব ন স্যাৎ, তদনধিকারে চ সকল কর্ম্মানধিকার এব।

যতঃ— "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

ইতি বদতা মনুনা বেদোঽধ্যেতব্য ইত্যনেন বেদার্থজ্ঞানপরাঙ্মুখব্রাহ্মণস্য শূদ্রত্বমেব প্রতিপাদিতং। অত্র চ কলৌ আয়ুঃ প্রজ্ঞোৎসাহশক্ত্যাদীনামল্পত্বাৎ তৎকেবলা পাশ্চাত্যাদিভি বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেব বেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসাদ্বারেণ যচ্চেতি কর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রার্থকবেদার্থজ্ঞানং। মন্ত্রার্থজ্ঞানস্যৈব চ প্রয়োজনং। যতস্তৎপরিজ্ঞান এব শুভফলং তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে। তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"যস্তু জানাতি তত্ত্বেন আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবতম্।
বিনয়োগং ব্রাহ্মণঞ্চ মন্ত্রার্থজ্ঞানকর্ম্ম চ॥
একৈকস্যা ঋচঃ সোঽতিবন্দ্যোঽনিধিবদ্ভেবৎ॥
দেবতায়াশ্চ সাযুজ্যং গচ্ছত্যত্র ন সংশয়ঃ॥
পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ ঋষ্যাদীন্ বেত্তি যো দ্বিজঃ।
অধিকারো ভবেৎ তস্য রহস্যাদিষু কর্ম্মসু॥
যত্নে মন্ত্রে প্রযত্নেন জ্ঞাতব্যং ব্রাহ্মণেন চ।
বিজ্ঞানে পরিপূর্ণস্তু স্বাধ্যায়ফল মশ্নুতে॥
ছন্দাংস্যন্যা তযামানি ভবন্তি ফলদান্যপি।"

তথা ব্যতিরেকে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য :—

অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাদ্ যাজনাধ্যাপনে জপং।
হোমমন্তর্জলাদীনি তেভ্যোঽল্পাল্পফলং ভবেৎ॥

† মুদিত পুস্তকে "তৎকেবল" "স্থানে" "উৎকল" পাঠ আছে, কিন্তু তিনখানি প্রাচীন হস্তলিপিতে "উৎকল" পাঠ নাই।

আপদ্যতে স্থানুগর্ত্তে স্বয়ং বাপি প্রমীয়তে।

তথা— অন্তর্জলাদিকে জপ্যেইতরেষমজানতাং।
নাধিকারোস্তি মন্ত্রণামেবং স্মৃতিনিদর্শনমিতি।

অতো বেদাধ্যয়নে বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানে হি তাৎপর্য্যং। এতৈস্তু রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈরর্থবিচা এব কেবলঃ ক্রিয়তে। এবং চোভয়োরপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব। তদ্বরং বেদৈকদেশস যথাবিধ্যধ্যয়নং কৃত্বার্থবিচারঃ ক্রিয়তে ইত্যুচিতং ভবতি। তথাচ যমঃ—

"ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।
তস্য বিপ্রস্য তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে॥
তস্মাদ্বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
একদেশোপ্যধ্যেতব্যো যদি সর্ব্বো ন শক্যতে॥"

তথা ব্যাসঃ— "অধীত্য যং কিঞ্চিদপি বেদার্থাদিগমে রতঃ।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি ধর্ম্মানুষ্ঠানবিদ্দ্বিজঃ॥

তথা— "সমুচ্চিতং স্তোকমাপি শ্রুতাধীতং বিশিষ্যতে।
চতুর্ণামপি বেদানাং কেবলাধ্যয়নাদ্দ্বিজঃ॥"

ততশ্চৈকদেশস্যাপ্যধ্যয়নেন গার্হস্থ্যাশ্রমাধিকারো ভবত্যেব। ইত্থমেকদেশাধ্যয়নে কর্ত্ত সংশয়ঃ। কিং তৃতীয়োভাগশ্চতুর্থো ভাগো বা অধ্যেতব্য উভানুষ্ঠানোচিতভাগো বা। অ যদি পাঠক্রমানুরোধেন প্রথমোভাগ একোঽধীয়তে। তদা তস্মিন্ ভাগে সন্ধ্যাস্নানাদ্যাহ্নিকগর্ভা নাদিকসংস্কারাগ্ন্যাধানাদিক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রাণাং সর্ব্বেষামসম্ভবাত্তদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতি। ত সন্ধ্যাস্নানাদ্যাহ্নিকগর্ভাধানাদিসংস্কারাগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রভাগ এবাধ্যেতু যুক্তা অন্যেবাধ্যয়নেন বেদৈকদেশাধ্যয়নং পর্য্যবস্যতি" যত্তু কেচিৎ—

"গায়ত্রীমাত্রসারোপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥"

ইতি মনুবচনদর্শনাদেকদেশশব্দেন গায়ত্রীমাত্রমেবেচ্ছন্তি। তদযুক্তং স্নানাদ্যনুষ্ঠানাসক্ত ভিজ্ঞস্য স্নানাদিধ্বেবাযোগ্যত্বাৎ তেষাং গায়ত্রীজপাধিকারিতৈব ন ভবতীতি সুদূর নিরস্তং গা মাত্রসারত্বং। গায়ত্রীমাত্রসার ইতি বচনস্য তু নিন্দিতপ্রতিগ্রহাদ্যস্য ক্রিয়ানিবৃত্তস্য স্নানসন্ধ্য নুষ্ঠানশালিনো বিজ্ঞাতার্থগায়ত্রীজপনিরতস্য নিন্দিতপ্রতিগ্রহাদ্যসৎক্রিয়াযুক্তত্রিবেদবিদ্বাহ্মণাচ্ছে প্রতিপাদনে তাৎপর্য্যং ন তু সকলবেদানুষ্ঠানরহিতস্য গায়ত্রীমাত্রসারত্বে তাৎপর্য্যমি তদেবং ব্যবস্থিতে শাস্ত্রার্থে কৃৎস্নবেদাধ্যয়নাসমর্থানাং রাঢ়ীয় বারেন্দ্রক দ্বিজাতিনাং কাণ্বশাখির সনেয়িনাং কর্ম্মানুষ্ঠানার্থং প্রাতদন্তধাবনাদিশয়নান্তাদি কগর্ভাধান দিবিবাহসংস্কারাগ্ন্যাধানাদ্যন্ত পর্য্যন্তং গার্হস্থকর্ম্মোপযুক্তমন্ত্রব্যাখ্যা প্রষ্টোতব্যা * * *

তথা কাত্যায়নঃ—

"বেদে তথার্থজ্ঞানে চ ব্রাহ্মণো যত্নবান্ ভবেৎ।
এষ ধর্ম্মাস্য সর্ব্বস্য চতুর্ব্বর্গস্য সাধকঃ॥"

তথা ব্যাসঃ—

* মুদ্রিত পুস্তকে 'অনুচিতাচার' এইরূপ পাঠ আছে।

'সরহস্য সমস্ত বেদই ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য' এই বাক্যানুসারে 'রহস্য' শব্দ থাকায় সমস্ত বেদই যে ব্রাহ্মণের অর্থানুসারে ও গ্রন্থানুসারে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বেদাধ্যয়ন বা বেদার্থজ্ঞান ব্যতীত গার্হস্থ্যাশ্রমে কখনই অধিকার হয় না। গার্হস্থ্যাশ্রমে অধিকারী না হইলে সমস্ত কর্ম্মেই অনধিকারী থাকিতে হয়; কোন কর্ম্মেই অধিকার জন্মে না। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রান্তর অধ্যয়ন করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই অতি শীঘ্র সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

'এই মনুবাক্যানুসারে বেদ অধ্যয়ন করিতেই হইবে, এই রূপ অনুশাসন দ্বারা বেদার্থ-জ্ঞানপরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণদিগের শূদ্রত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই কলিতে আয়ু, প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি হ্রাস প্রযুক্ত কেবল পাশ্চাত্যাদি ব্রাহ্মণগণই বেদাধ্যয়ন মাত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রগণ অধ্যয়ন ব্যতীত কেবল কিয়দংশ বেদার্থের কর্ম্মমীমাংসানুসারে যে ইতি কর্ত্তব্যতা বিচার মাত্র করিয়া থাকেন, তাহাতে মন্ত্রার্থ বা বেদার্থজ্ঞান কিছুই হয় না, অথচ মন্ত্রার্থজ্ঞানেরই বিশেষ প্রয়োজন। যেহেতু তৎপরিজ্ঞানেই শুভফল, আর তাহার অপরিজ্ঞানেই দোষই শুনা যায়।

'এ বিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মন্ত্রের দৈবত, আর্ষ, ছন্দ, বিনিয়োগ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রার্থজ্ঞান ও কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি গুরুবৎ পূজ্য এবং নিঃসন্দেহে তাঁহার দেবতার সাযুজ্য লাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে দ্বিজ, ঋষি প্রভৃতি অবগত, তাঁহার রহস্যাদি সমস্ত কর্ম্মেই অধিকার হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যদি প্রযত্নের সহিত প্রত্যেক মন্ত্রে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সর্ব্ববিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া তিনি স্বাধ্যায়জনিত ফল লাভ করিতে সমর্থ।

'অযাতযাম ছন্দ সকল তাঁহার পক্ষেই ফলদায়ক হয়। ইহার ব্যতিরেক বিষয়ে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—যে না জানিয়া না বুঝিয়া যাজন, অধ্যাপন, জপ, হোম, ও অন্তর্জল প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে তাহার এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ফল অতি অল্পই সংঘটিত হয় এবং সে ব্যক্তি উর্দ্ধ বা অধঃপতনে বিপন্ন হয় অথবা স্বয়ংই আত্মহত্যা করে। বচনান্তরে প্রকাশ, অন্তর্জলাদি বিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে ইতর বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অধিকার নাই। এইরূপই স্মৃতি-নিদর্শন আছে।

'সুতরাং দেখা যাইতেছে,—বেদাধ্যয়ন বিষয়ে বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানই তাৎপর্য্য।

কিন্তু এই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ কেবল অর্থবিচারই করেন। এইরূপ অর্থবিচা
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই উভয় ব্রাহ্মণেরই গ্রন্থানুসারে বেদজ্ঞান একেবারেই না
এরূপ স্থানে বেদের একদেশেরও যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া যদি অর্থবিচার ক
হয়, তবে তাহাও বরং ভাল এবং এরূপ করা অনুচিত বা অশাস্ত্রীয়ও নহে
এ সম্বন্ধে যম বলিয়াছেন, শূদ্রকে বৃষল বলা যায় না, বেদই বৃষ বলিয়া অভিহিত
যে বিপ্র সেই বেদ বা বৃষহীন হন, তিনিও বৃষল নামে খ্যাত। সুতরাং
'বৃষলত্বভীতির জন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রযত্নে যদি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিতেও না পারে
তবে অন্ততঃ একদেশেরও অধ্যয়ন করা তাঁহার পক্ষে বিধেয়। এ সম্বন্ধে স্মৃতিক
ব্যাসও বলিয়াছেন, যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াই দ্বিজ যদি বেদার্থাধিগম বি
অভিনিবিষ্ট হন, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অভিজ্ঞতা বশতঃ তাঁহার স্বর্গলোকপ্রা
ঘটে। আর চতুর্বেদের কেবল অধ্যয়ন অপেক্ষা সমুদায় অথবা অত্যল্প শ্রুতাধ্যয়ন
সমীচীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

'আর এক কথা, বেদের একদেশ অধ্যয়ন দ্বারা গার্হস্থ্যাশ্রমেও অধিকা
হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। সে অধিকার অবশ্যই ঘটে। কিন্তু এইর
একদেশ অধ্যনের কর্ত্তব্যতাবিষয়ে সংশয় হইতে পারে। সে সংশয় এই
অর্থাৎ বেদের কোন্ ভাগ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য? তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ ভাগ অথ
উভয় ভাগের অনুষ্ঠানোচিত ভাগ সকলের কোন্ ভাগ কোন্ অংশ অধ্যয়ন ক
উচিত? এ সকলের মধ্যে যদি পাঠের ক্রমানুরোধে একমাত্র প্রথম ভাগ অধ্যয়
করা যায়, তাহা হইলে সে ভাগে সন্ধ্যাস্নানাদি আহ্নিক, গর্ভাধানাদি সংস্কার
অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ডের উপযোগী সমস্ত মন্ত্রের অসদ্ভাব হওয়ায় তত্তৎ সমস্ত
অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না। সুতরাং ইহা অপেক্ষা সন্ধ্যাস্নানাদি আহ্নিক, গর্ভাধানা
সংস্কার ও অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ড এ সমুদায়ের মন্ত্রভাগই অধ্যয়ন করা যুক্তিযুক্ত
এই মন্ত্রভাগের অধ্যয়ন করিলেই বেদের একদেশ অধ্যয়নের ফল হয়। কি
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বাহ্য ও অভ্যন্তর এই উভয়বিধ শৌচ ও নিয়মাদি
সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কেবল গায়ত্রী অধ্যয়নে রত থাকিলেও তাহার ব্রাহ্মণত্বের শ্রেষ্ঠতা
হানি হয় না। আর নিয়মাদিশূন্য বিপ্র ত্রিবেদজ্ঞ হইলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভে সমর্থ
নহেন। মনুবচনেও যে একদেশ শব্দে মাত্র গায়ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশিত
হইয়াছে, ইহা অযুক্ত। স্নানাদির অনুষ্ঠান ও সন্ধ্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে
প্রথমতঃ স্নানাদিতেই অধিকার হয় না, সুতরাং গায়ত্রীজপের অধিকারিতা
একেবারেই অসম্ভব। কাজেই গায়ত্রীমাত্রসার এই যে, যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত

প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, স্নান-সন্ধ্যাদির অনুশীলনে নিরত ও অর্থজ্ঞানপূর্ব্বক গায়ত্রী জপে তৎপর, তাঁহারা নিন্দিত প্রতিগ্রহাদি অসৎ ক্রিয়ান্বিত ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন। অর্থাৎ ত্রিবেদজ্ঞ হইয়াও যিনি অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হন, সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ বেদজ্ঞ না হইয়াও মাত্র গায়ত্রী জপকারী হইলে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। উক্ত বচনের এরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, নিখিল অনুষ্ঠানবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের গায়ত্রীমাত্র থাকিলেই হইল। সুতরাং শাস্ত্রার্থের এইরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সমস্ত বেদাধ্যয়নে অসমর্থ কাণ্বশাখী ও বাজসনেয়ী রাঢ়ী ও বারেন্দ্র দ্বিজাতিগণের কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য দন্তধাবনাদি শয়নান্তাদি গর্ভাধানাদি বিবাহসংস্কার, অগ্ন্যাধানাদি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত গাহস্থ্য কর্ম্মের উপযুক্ত মন্ত্রব্যাখ্যা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, বেদে ও তাহার অর্থজ্ঞান বিষয়ে ব্রাহ্মণ যত্নবান্ হইবেন। সমস্ত ধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্গের ইহাই সাধক।

ব্যাস বলিয়াছেন—'যাহা বেদ হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহাই পরম ধর্ম্ম। আর যাহা পৌরাণিক তাহা অধম ধর্ম্ম। "বেদের একদেশও অধ্যয়ন করা উচিত" এরূপ বচনে অনুষ্ঠানোপযোগী সমস্ত বেদভাগেরই প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন—যেমন কাষ্ঠময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগ, সেইরূপ বেদানধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। এই ব্যক্তিত্রয় কেবল নামমাত্রই ধারণ করে। বাস্তবিক যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র শাস্ত্রান্তরে যত্নবান্ হয়, সে জীবিতাবস্থায়ই পুত্র পৌত্রাদিসহ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদ যাহার অনুমোদিত নহে, সে বেদাধ্যায়ীর নিকট হইতে বেদাভ্যাস না করে, সেই বেদ চৌরব্যক্তির নরকে স্থান হয়।

ব্যাস সংহিতায় ও কূর্ম্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে, যে বিপ্র বিধিবৎ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ বিচার না করে, সে সবংশে শূদ্রতুল্য হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভে বঞ্চিত হয়। পশু যেমন ভারই বহন করে, কিন্তু তাহার ফল পায় না; সেইরূপ ব্রাহ্মণকেও বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থানভিজ্ঞ হইলে তৎফলে বঞ্চিত হইতে হয়। *

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৩য় অংশ।

হলায়ুধ-বর্ণিত রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের অবস্থা যে মিথ্যা নহে তাহা উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বর্ত্তমান অবস্থাও ঐ উক্তির পোষকতাই করে। যে দেশে বেদের নাই, যে দেশে কোন বৈদিক গেলে তাঁহার বংশধরগণ বৈদিক কার্য্য করিতে পাইয়া সমস্ত ভুলিয়া যান, ইহা ত স্বাভাবিক। সুতরাং বৈদিক শ্রেণীর ন্যায় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণও বেদ ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। অতএব শ্যামলবর্ম্মার সময় প্রকৃতই বৈদিক যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ব্রাহ্মণ এদেশে ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। তাই আদিশূর যে কারণে ব্রা আনিয়াছিলেন, তাঁহার তিন শতাধিক বৎসর পরে রাজা শ্যামলবর্ম্মাকেও কারণে পশ্চিম প্রদেশ বা মধ্যদেশ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনিতে হইয়াছিল অনু করা যাইতে পারে।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর লিখিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ গঙ্গাপতি বৈষ্ণবমিশ্র শ্য বর্ম্মার রাজত্ব সময়ে প্রথম এ দেশে আইসেন। এ কথার সমর্থক কোন তাম্রশা বা শিলালিপি পাওয়া যায় নাই। আমার বোধহয়, কৃষ্ণধর মিশ্রই হরিবর্ম্মার আসিয়াছিলেন, সেই জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া রাঘবেন্দ্র স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের আগম বার্ত্তা লিখিয়া থাকিবেন। ফল কথা ৯৫৪ শক (বেদবাণাঙ্ক শাকে) বা ১০

* তথা "একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো" অত্রৈকদেশশব্দেন যাবদনুষ্ঠানোপযুক্তবেদভাগোঽপেক্ষি

মনুঃ—

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥"

তথা— "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

মনুঃ— "ব্রহ্ম যস্ত্বননুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ।
স ব্রহ্মস্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে॥"

ব্যাস-সংহিতায়াং কূর্ম্মপুরাণে চ—

যোঽধীত্য বিধিবদ্বিপ্রো বেদার্থং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রসমঃ পাত্রতাং ন প্রপদ্যতে॥
যথা পশুর্ভারবাহী ন তস্য ভজতে ফলং।
দ্বিজস্তথার্থানভিজ্ঞো ন বেদফলমশ্নুতে॥"

(ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমে এ দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আসিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন, সুতরাং তাঁহার আনীত ব্রাহ্মণগণের বিক্রমপুরে বা তন্নিকটে বাস করাই স্বাভাবিক। আদিশূর কখন বিক্রমপুরে আইসেন নাই, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণ আনয়ন কথা ঠিক নহে।

অতএব সম্ভবতঃ আদিশূর ৭৪৬ খৃষ্টাব্দের পরে রাঢ়ে এবং ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বরেন্দ্রে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজ পুরুষদিগকে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। বল্লালসেন তাঁহাদিগেরই বংশধরগণকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরে বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন সংবাদই হয়ত জনশ্রুতিযোগে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আগমন সংবাদ হইয়া পড়িয়াছে। কুলজ্ঞগণ তাহাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া থাকিবেন। গঙ্গাড়ী বৃক্ষ জীবিত হওয়া সংবাদ অতিরঞ্জিত।

ঈশ্বর বৈদিক তৎকৃত বৈদিককুলপঞ্জীকাতে লিখিয়াছেন—"ক্ষিতিপতিপুরবৃক্ষং পুষ্পিতং চাবলোক্য সপদি ললিত পত্রং" * ইত্যাদি। অর্থাৎ (ব্রাহ্মণগণ বিক্রমপুরে) "রাজপুরীর প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিলে বৃক্ষ ললিত পত্র ও ফুলে ভূষিত হইয়াছিল।" এই কথাই বাচস্পতিমিশ্র আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছেন—"তেষামাশীঃ প্রভাবাৎ ক্ষণমপি কঠিনাদঙ্কুরাণাং সমূহঃ শুষ্ক স্তম্ভাদকস্মাৎ সমজনি।" † অর্থাৎ "তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ শুষ্কমল্লকাষ্ঠ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।"

বাস্তবিক পক্ষে শুষ্ক কাষ্ঠ অঙ্কুরিত হওয়া অসম্ভব, এবং আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণও বিক্রমপুরে জান নাই। ইহা বৈদিক ব্রাহ্মণাগমন উপলক্ষে কবির বর্ণনা মাত্র।

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্ম রায়।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ৩য় অংশ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম অংশ, ১০৯ পৃষ্ঠা।

কালিদাস ও ভবভূতি।

(৩)

[কায়স্থ-পত্রিকা গত ফাল্গুন সংখ্যা ৬৫৪ পৃষ্ঠার পর]

চূড়াপীড়কপালসঙ্কুলগলন্মন্দাকিনী-বারয়ো
বিদ্যুৎপ্রায়ললাটলোচনশিখিজ্বালাবিমিশ্রত্বিষঃ।
পান্তু ত্বামকঠোরকেতকশিখাসন্দিগ্ধমুখেন্দবো
ভূতেশস্য ভুজঙ্গবল্লিবলয়স্রঙ্নদ্ধজূটাজটাঃ ॥

সম্প্রতি আমরা কবি ভবভূতির স্বরচিত গ্রন্থাবলী হইতে উপাদান সং করিয়া পাঠকগণ সমীপে উপস্থাপিত করিব। সেই সকল উপাদান হইতে কা সময়-নির্দ্দেশ-সম্বন্ধে কোন সাহায্য হয় কিনা সুধীজন তাহার বিচার করিবে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে "মহাবীরচরিত," "উত্তররাম চরিত" এবং "মাল মাধব" এই তিনখানি দৃশ্যকাব্য ব্যতিরিক্ত কবির রচিত অন্য কোন গ্রন্থ এ প পাওয়া যায় নাই। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ভবভূতিকৃত বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লো উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা :—

"নিরবদ্যানি পদ্যানি যদি নাট্যস্য কা ক্ষতিঃ।
ভিক্ষুকক্ষাবিনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ ॥"

এবং গদাধরভট্টসঙ্কলিত রসিক-জীবন গ্রন্থে নিম্নলিখিত দুইটী কবিতা উ কবির রচিত বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে, যথা :—

"অলিপটলৈরনুযাতাং সহৃদয়হৃদয়জ্বরং বিলুম্পন্তীম্।
মৃগমদপরিমললহরীং সমীর কিং পামরেষু রে
কিরসি ॥" ৩।২২।

"কিং চন্দ্রমাঃ প্রত্যুপকারলিপ্সয়া
করোতি গৌভিঃ কুমুদাববোধনম্।
স্বভাব এবোন্নতচেতসাং সতাং
পরোপকারব্যসনং হি জীবিতম্ ॥" ৩।৯৪ ॥

আধুনিক সংগ্রহ "সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার" নামক গ্রন্থে শার্ঙ্গধরপদ্ধ

কথিত * শ্লোক এবং রসিক-জীবনের কথিত প্রথম কবিতাটি † ভিন্ন আর একটি শ্লোক ভবভূতি রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু রসিক-জীবনের "কিং চন্দ্রমা" ইত্যাদি কবিতাটি উদ্ধৃত হইলেও কোন কবির নামে পরিচিত হয় নাই। রত্ন-ভাণ্ডাগারের অধিক কবিতাটি এই,—

"দৈবাদ্যদ্যপি তুল্যোঽভূদ্ভূতেশস্য পরিগ্রহঃ।
তথাপি কিং কপালানি তুলাং যান্তি কলানিধেঃ ॥ ২১৯ পৃষ্ঠা

চন্দ্রান্তোক্তয়ঃ—২য় শ্লোক।

এই কয়েকটি শ্লোক ভবভূতির রচিত কোন নাটকে নাই। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কবির রচিত আরও কাব্য ছিল, তাহা পাওয়া যায় না। আবার কাহারও কাহারও মত এই যে, এই সকল শ্লোকের রচয়িতা আমাদের কবি নহেন, পরন্তু অপর কোন ভবভূতি হইবেন। যাহা হউক, এ সকল অনুমান দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। অতঃপর তাঁহার রচিত নাটক গুলিই দেখা যাউক।

ভারতবর্ষে বহু পূর্বকাল হইতে নাটকাভিনয়ে "অভিনেত্রী" অথবা "নটী"গণ নারী ভূমিকার অভিনয় করিয়া আসিতেছে। কবি কালিদাস স্বরচিত "বিক্রমোর্বশী" নাটকে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নাট্য-সাহিত্যের জন্ম দাতা ভরতমুনিকৃত "লক্ষ্মীস্বয়ংবর" নাটকের অভিনয়কালে অপ্সরা মেনকা বারুণীর এবং উর্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালিদাসের সমুদয় নাট্য গ্রন্থেই "নটী"র স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাতন নাটকসমূহের মধ্যে "মৃচ্ছকটিক" নামক প্রকরণেও "নটী"র দ্বারা স্ত্রীচরিত্র অভিনীত হওয়ার উপদেশ আছে। এই যে নারী কর্তৃক নারীচরিত্র অভিনয়ের প্রথা ইহা ভারতে বহু পুরাতন;—এমন কি কেবল নারী-গণের দ্বারা নাটকাভিনয়ের বিবরণ রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায় ‡। অথচ সুসভ্য য়ুরোপে, তথা ইংলণ্ডে, কবিকুলশ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়রের সময়েও যে বালক

* "যদি নাট্যস্য কা ক্ষতিঃ" স্থলে যদ্যনাট্যস্য কা ক্ষতিঃ" পাঠ "রত্নভাণ্ডাগারে" পাওয়া যায়, এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

† "স্বহৃদয়হৃদয়জ্বরং" রত্নভাণ্ডাগারধৃত পাঠ।

‡ "বধূনাটকসংঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্ ॥ ১২ ॥ রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চমসর্গ। অযোধ্যা বর্ণনা। "বঙ্গবাসীর" শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ, "তাহার সর্বত্রই সীমন্তিনীদিগের নাট্যশালা ছিল।"

অভিনেতা দ্বারা স্ত্রীচরিত্র অভিনীত হইত, তাহা অভিজ্ঞজন মাত্রেরই সুবিদিত ভারতবর্ষে কালিদাসের সময়ে অথবা তৎপূর্ব্ববর্তীকালে স্ত্রীবেষধারী নটের দ্বারা অভিনয় এবং নৃত্যাদি ব্যাপার সম্পাদিত হইবার প্রমাণ অমরসিংহের বিখ্যাত কোষগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষে স্ত্রীবেষধারী নটের সংজ্ঞা "ভ্রকুংস" * অমরসিংহ যে কালিদাসের সমসাময়িক, আমরা পূর্বেই তাহার আভাস দিয়াছি।

কবি ভবভূতির নাট্যগ্রন্থগুলির আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার কোন নাটকেই "নটীর" স্থান নাই। "মহাবীরচরিত," "উত্তররাম-চরিত," এবং "মালতী-মাধব" এই তিনখানি গ্রন্থের প্রস্তাবনাতে "সূত্রধার" এবং তাঁহার সহকারী নটের উল্লেখ আছে, কিন্তু "নটীর" কোন কথা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার "মালতী-মাধব" প্রকরণের প্রস্তাবনায় সূত্রধর এবং নট কর্ত্তৃক যথাক্রমে বৃদ্ধা পরিব্রাজিকা "কামন্দকী" এবং তাঁহার শিষ্যা "অবলোকিতা" ভূমিকা অভিনীত হওয়ার কথা অতি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে; যথা

নটঃ (সূত্রধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন) সৌগত-জগৎ-প্রব্রাজিকায়াঃ কামন্দক্যাস্তু প্রথমাং ভূমিকাং ভাব এক এবাধীতে তদন্তেবাসিন্যাস্তুহমবলোকিতায়াঃ।

সূত্রধারঃ—বাঢ়ম্। এষোঽস্মি কামকী সংবৃত্তঃ।

নটঃ—অনুমপ্যবলোকিতা।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

অর্থাৎ নট সূত্রধারকে বলিতেছেন,—"আপনিই একা বৃদ্ধা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী কামন্দকীর ভূমিকা অভ্যাস করিয়াছেন এবং আমি তাঁহার শিষ্যা অবলোকিতার ভূমিকা অভ্যাস করিয়াছি।

সূত্রধার—বেশ, তাহাই হউক, আমি কামন্দকী সাজিতেছি।

নট—আমিও অবলোকিতা হইতেছি—

(এই বলিয়া উভয়ে সাজঘরে গেলেন।)

এই যে পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়,—ইহা ভবভূতির নাটকে পাইতেছি। তাঁহার নাটক তিনখানিই "ভগবান্, কালপ্রিয়নাথের যাত্রাপ্রসঙ্গে নানা দিগ্দেশাগত

* "ভ্রংকুশ্চ ভ্রকুংসশ্চ ভ্রকুংসশ্চেতি নর্ত্তকঃ।

স্ত্রীবেশধারীপুরুষো— ॥ অমরকোষ, ॥ কোলব্রুক ইহার অর্থ করিয়াছেন "A male dan in woman's apparel" Book 1, Chap I. sect vii. verse 11, Colebrooke's edition.

বাসী জনসমূহের সম্মুখে" অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ "বাক্যনিষ্যন্দ-নিষ্পেষনিকষ"—অর্থাৎ খুব সমজদার ছিলেন। অনেকের মতে উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাপ্রভাবশালী শ্রীশ্রীমহাকালই কবি-কথিত মহালাকপ্রিয়নাথ। উজ্জয়িনী বহুকাল হইতেই ভারতের বিখ্যাত এবং অত্যুত্তম নগরীগণের মধ্যে গণনীয়। সুতরাং উজ্জয়িনীনগরে শ্রীশ্রীমহাকালদেবের যাত্রা-মহোৎসবে নগরের অধিবাসিবর্গের এবং নানাদিগ্‌দেশাগত জনসংঘের সম্মুখে এই নাটকগুলির অভিনয় যে তৎকাল প্রচলিত পরিপাটী ক্রমে উত্তমরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা অনুমান করিতে কাহারই আপত্তি হইতে পারে না। এই কারণে আমাদের মনে হয়, কবি ভবভূতির সময়ে সাধারণতঃ অথবা দেব-যাত্রা প্রসঙ্গে যে সকল নাটকাদির অভিনয় হইত তাহাতে স্ত্রীলোকে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিত না,—আধুনিক "যাত্রার" মত পুরুষেরাই স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া নারীচরিত্রের অভিনয় করিত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে কবি কালিদাসের নাটকে "নটী"দিগের দ্বারা নারীচরিত্রের অভিনয় সম্পাদিত হইবার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অবস্থা হইতে উভয় কবির মধ্যে কে প্রাচীনতর, তাহার কোন মীমাংসা অথবা সিদ্ধান্ত হইতে পারে কি না,—তাহা বিবেচনার বিষয়। ভারতীয় প্রাচীন নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা উত্তমরূপে অধ্যয়ন এবং অনুশীলন করিবার সুবিধা পাইয়াছেন,—তাঁহারা এই অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা এবং বিচার করিবার অধিকারী। আমাদের তাদৃশ অধিকার না থাকায়,—পাঠকগণের সম্মুখে এই অবস্থা মাত্র উপস্থাপিত করিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ, আকর্ষণ, অনুসন্ধান ও অনুশীলন ভিক্ষা করিতেছি।

এ সম্বন্ধে একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। যেহেতু ভবভূতিপ্রণীত তিনখানি দৃশ্যকাব্যই শ্রীশ্রীমহাকালদেবের যাত্রাপ্রসঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল,—তাই এই দেবপূজাসংশ্লিষ্ট পবিত্র মহোৎসবে অপবিত্রতাময়ী "নটী" যোগদান করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, কবি ভবভূতির সময়ে সামাজিক পবিত্রতা অথবা শুচিতার কিরূপ স্তর বর্ত্তমান ছিল, তাহা আমরা জানিনা,—যে হেতু তাঁহার কাল অথবা সময়-নির্দ্ধারণই বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয়; কিন্তু কবি কালিদাসের সময়ে মহাকালমন্দিরে বেশ্যাদিগের নৃত্যগীত যে নিত্য উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাকবি কালিদাস তাঁহার অমরকাব্য "মেঘদূতে" মহাকাল-মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"পাদন্যাসক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতে
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্তন্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাশ্রবিন্দূ—
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥

পূর্ব্বমেঘ।

(১)

বারনারীগণ, আরতির কালে,
ঢুলায় রতন-খচিত চামর,
নিতম্বে মেখলা বাজে তালে তালে,
শ্রমেতে অবশ সুকুমার কর।

(২)

নখ-ব্রণাঙ্কিত তাহাদের কায়ে
পড়িলে সলিল অতি সুখকর,
ভ্রমর-গঞ্জিত অপাঙ্গ হেলায়ে
হানিবে কটাক্ষ তোমার উপর ॥*

এই বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, কালিদাসের সময়ে যাঁহারা হস্তে চামর ল মহাকালের সম্মুখে নৃত্য করিতে,—প্রত্যহ আরতীর সময়েই এইরূপ নৃত্য হইত, তাঁহাদের পবিত্রতা কিছুমাত্রও ছিল না। এরূপ চরিত্রের দেবদাসীগণের নৃত্যগীত কালিদাসের সময়ে প্রচলিত ছিল—সুতরাং তাঁহার সময়ে দেবমন্দি নটীর নৃত্যগীত অথবা নাট্যাভিনয় রুচিবিরুদ্ধ ছিল না। অথচ ভবভূতি নাটকে এ হেন নটীগণ আদৌ স্থান লাভ করে নাই;—ইহার কারণ কি বাণভট্টের সময়েও সামাজিকরুচি বিশেষ উন্নত স্তরের ছিল বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহার "কাদম্বরী" কথা গ্রন্থে রাজান্তঃপুরে বারবধূগণের অত্যন্ত সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হ এরূপ অবস্থায় ভবভূতি কালিদাসের অপেক্ষা প্রাচীন অথবা নবীন, তাহা বি বিবেচনার বিষয়, সন্দেহ নাই।

কবির ব্যবহৃত ভাষা লইয়া বিচার করা একরূপ সনাতন প্রথা বলি পারা যায়। লৌকিক গ্রন্থাবলীর কথা দূরে থাকুক, আর্ষ শাস্ত্রসমূহের ভাষা ল বিচার এবং তাহার দ্বারা শাস্ত্রগুলির বয়স নির্দ্ধারণের চেষ্টাও অনেক করিয়াছে এইরূপ বিচারের দ্বারা শ্রুতি, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রা প্রাচীনতা অথবা অর্বাচীনতার সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে,—আর এরূপ বিচার য য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুগামী এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ করি থাকেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে যাঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, যাঁহারা শব্দার্থ

* লেখক কৃত অনুবাদ, ৩৮ পৃষ্ঠা। বলা বাহুল্য যে এই কবিতা মেঘকে সম্বোধন করিয়া হইয়াছে।

পারে গমন করিতে সমর্থ, তাঁহারাও এরূপ বিচারে অধিকারী কি না সন্দেহ, আমাদের মত অজ্ঞ লোকের ত কথাই নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকে রামায়ণ এবং মহাভারত-বর্ণিত সভ্যতা এবং সামাজিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া "রায়" দিয়াছেন, অথচ রামায়ণের ভাষা অপেক্ষা মহাভারতের ভাষার জটিলতা অধিক দেখিয়া তাঁহারা নিজ মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। রামায়ণের ভাষা অতি সরল,—সেই জন্য অনেকেই রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর সময়ের রচনা বলিতে চাহেন, অথচ তন্ত্র গ্রন্থাবলীর ভাষা সেই একই কারণে অর্থাৎ অতি সরল বলিয়া, আধুনিক কালের রচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে! এইরূপ বিচারেই মহাভারত-গ্রন্থের স্তর নির্ণয় এবং প্রক্ষিপ্তবাদ প্রভৃতি মত প্রচারিত (এবং অনেকের নিকট সমাদরে গৃহীত) হইয়াছে। এইরূপ বিচারেই ভবভূতির ভাষা বাণভট্ট প্রভৃতিরও পরে রচিত বলিয়া অনুমতি হইয়াছে।

বঙ্গের বিখ্যাত "বিশ্বকোষ" এইরূপ বিচার-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিতেছেন, "ভবভূতির কাব্যে দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ তাঁহাকে বাণভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতির সমযুগবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন।"* আমরাও স্বীকার করিতেছি যে ভবভূতির নাটকগুলিতে সুদীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ আছে। তাঁহার গ্রন্থে কেবল সংস্কৃত ভাষায় নহে, প্রাকৃত ভাষায় রচিত কথোপ-কথনেও সুদীর্ঘ-সমাস প্রয়োগ ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমাস প্রয়োগ-পদ্ধতি যে কবি কালিদাসের পরবর্তী সময়ে আরব্ধ হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। মহাকবি দণ্ডীকৃত "দশকুমারচরিত," সুবন্ধু রচিত "বাসবদত্তা" এবং বাণভট্ট প্রণীত "হর্ষচরিত" এবং "কাদম্বরী" গ্রন্থে সুদীর্ঘ সমাসের ঘটা দেখিতে পাওয়া যায়। দণ্ডী এবং সুবন্ধু উভয়েই বাণভট্টের পূর্বগামী বলিয়া বোধ হয়, যে হেতু বাণভট্ট তদীয় "কাদম্বরী" কথা গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাত-শ্লোকাবলীর শেষে "অতিদ্বয়ী কথা"† লিখিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। অনেকেই মনে করেন যে তিনি "দশকুমার চরিত" এবং "বাসব-দত্তা"—অথবা "বৃহৎকথা" এবং "বাসবদত্তা" এই দুই কথাগ্রন্থকে অতিক্রম করিয়া নিজ কাদম্বরী কথাগ্রন্থ রচনা করিতেছেন,—এই কথা বলিয়াছেন।

* বিশ্বকোষ "ভবভূতি" প্রবন্ধ ২৯৭ পৃষ্ঠায়। কায়স্থ-পত্রিকা গত ফাল্গুন সংখ্যা, ৬৫২ পৃষ্ঠায় (২) চিহ্ন দিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

† "অলব্ধবৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা॥" শেষ শ্লোক।

"বৃহৎকথা" সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহিনা, যেহেতু বর্ত্তমান প্রচলিত "বৃহৎ কথা" বাণভট্টের অনেক পরে সঙ্কলিত বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। যাহা হউক, সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যে মহাকবি দণ্ডী, সুবন্ধু এবং বাণভট্ট সুযশঃ সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু তাঁহারা যে এইরূপ সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর শব্দ-সম্ভার-ভূয়িষ্ঠ পদপ্রয়োগরীতির উদ্ভাবক, তাহা কেহই বলেন না—উল্লিখিত মহাকবিত্রয় তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত গদ্যরচনা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াই নিজ নিজ কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। সর্বত্র প্রচলিত "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থ কত প্রাচীন, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। গ্রীক্ ভাষায় "ইসপের গল্প" বলিয়া যে গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, এবং যাহার ইংরাজী অনুবাদ আমাদের দেশে বালকেরা অধ্যয়ন করিতেছে,—ঐ গ্রন্থ বিষ্ণুশর্ম্মকৃত "পঞ্চতন্ত্র" গ্রন্থাবলম্বনে রচিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ঐ পঞ্চতন্ত্রের রচনারীতিও যে দীর্ঘসমাসবহুল, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন, তাই আমাদের মনে হয় যে সংস্কৃত ভাষায় গদ্য সাহিত্য রচনা উত্তমরূপে আরব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ সমস্ত পদ প্রয়োগের রীতি চলিতে থাকে, এবং ঐ রীতি লেখক এবং পাঠক উভয় সম্প্রদায়ের মনঃপূত হওয়ায় দেশে বদ্ধমূল হইয়া যায়। কেবল লৌকিক সাহিত্যে নহে, আর্ষ স্মার্ত্ত অথবা পৌরাণিক সাহিত্যেও ইহার অবাধ প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা দুই চারিটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি :—

প্রথমতঃ—কবি ভবভূতির রচনা,—"মালতী-মাধব" হইতে—

মাধব ঃ—অথ তাঃ সলীলমুত্তালকরকমলতালিকাতরলবলয়াবল্লীকমুল্লস্তকলহংসবিভ্রমাভিরামচরণসংচরণরণরণায়মানমঞ্জুমঞ্জীরণিতানুবিদ্ধমেখলাকলাপকিঙ্কিণীরণরণৎকারমুখরং প্রতিনিবৃত্তঃ 'ভর্তৃদারিকে, দিষ্ট্যাবর্ষামহে। যদত্রৈব কোঽপি কস্যা অপি বল্লভস্তিষ্ঠতি' ইতি মামঙ্গূলীদলবিলাসেনাখ্যাতবত্যঃ।

তথাচ মহাভারতে পৌষ্য পর্বাধ্যায়ে—

"তমুতঙ্কোঽনুবিবেশ তেনৈব বিলেন প্রবিশ্য চ তং নাগলোকমপর্য্যন্তমনেকবিধপ্রাসাদহর্ম্ম্যবলভীনির্যূহশতসঙ্কুলমুচ্চাবচক্রীড়াশ্চর্য্যস্থানাবকীর্ণমপশ্যৎ ॥১৩৩॥"

মহাভারত, আদিপর্ব, ৩য় অধ্যায়

তথা বিষ্ণুপুরাণে, সৌরভি উপাখ্যানে,—

"তত্র চাশেষশিল্পকল্পপ্রণেতারং ধাতারমিবান্যং বিশ্বকর্মাণমাহূয় সকলকন্যানামেকৈকস্যাঃ প্রোৎফুল্লপঙ্কজকূজৎকলহংসকারণ্ডবাদিবিহঙ্গমাভিরামজলাশয়াস্সোপধানাঃ সাবকাশাস্সাধুশয্যাপরিচ্ছদাঃ প্রাসাদাঃ ক্রিয়তামিত্যাদিদেশ ॥৯৭॥ ততোঽনবরতেন ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যচুষ্যপভোগৈরাগতানুগতভৃত্যাদীনহর্নিশমশেষগৃহেষু তাঃ ক্ষিতীশদুহিতরো ভোজয়ামাসুঃ ॥১০০॥ তাতাতিরমণীয়ঃ প্রাসাদোঽত্রাতিমনোজ্ঞমুপবনমেতে কলবাক্যবিহঙ্গমাভিরুতাঃ প্রোৎফুল্লপদ্মাকরজলাশয়াঃ মনোঽনুকূলভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনবস্ত্রভূষণাদিভোগো মৃদুনি শয়নাসনানি সর্বসম্পৎ সমেতং মে গার্হস্থ্যম্ ॥১০৪॥"

৪র্থ অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

তথা বিষ্ণুস্মৃতিতে,—

"আচার্য্যপত্নীপুত্রোপাধ্যায়মাতুলশ্বশুরশ্বশুর্য্যসহাধ্যায়িশিষ্যেষ্বতীতেষ্বেকরাত্রেণ ॥৪৩॥ ২২শ অধ্যায় ॥

"গুরুপত্নীনাং গাত্রোৎসাদনাঞ্জনকেশসংযমনপাদপ্রক্ষালনাদীনি ন কুর্য্যাৎ ॥৬॥৩২॥' ৩২ অধ্যায় ॥"

"হত্বা মূষকমার্জারনকুলমণ্ডুকডুণ্ডুভাজগরাণামন্যতমমুপোষিতঃ কৃসরান্নং ভোজয়িত্বা লোহদণ্ডং দক্ষিণাং দদ্যাৎ ॥৩১॥ ৫০ অধ্যায়।"

"কলবিঙ্কপ্লবচক্রবাকহংসরজ্জুদালসারসদাত্যূহশুকসারিকাবকবলাকাকোকিলখঞ্জরীটাশনেত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥২৯॥৫১ অধ্যায়।"

এইরূপ দীর্ঘসমাসের ঘটা মহাভারতের, বিষ্ণুপুরাণের এবং বিষ্ণুস্মৃতির গদ্যাংশে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের গদ্যাংশে যে দীর্ঘসমাসের ভূরি প্রয়োগ আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু ভাগবত-পুরাণের প্রাচীনত্বের

প্রতি অনেকের সন্দেহ থাকায়, আমরা উক্ত পুরাণ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধার ক নাই।

কবি কালিদাসের কাল যে সময়েই নির্ণীত হউক, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ এ বিষ্ণুস্মৃতির রচনা যে ঐ কালের অনেক পূর্ববর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। অ এ কথা স্বীকার্য্য যে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে রচনাকালের কোন স তারিখ যুক্ত উল্লেখ নাই। কিন্তু এদেশে, সকলে বিশ্বাস না করুণ, অনেকে বিশ্বাস করেন যে রামায়ণ, মহাভারত, মন্বাদি স্মৃতিগ্রন্থ, মৎস্য, বায়ু এ বিষ্ণুপুরাণ লৌকিক যে.কোন রচনা হইতে পুরাতন। এতদ্ব্যতীত চরকসুশ্রুতাদি আয়ুর্বেদের পুস্তকে এবং অনেকগুলি উপনিষদে দীর্ঘসমাসযুক্ত বাক্যের ভূরিপ্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও সংস্কৃত গদ্য রচনায় দীর্ঘসমাসের প্রয়োগ পাইলেই তাহাকে অভিনব সময়ের রচনা বলা কখনই সমীচীন নহে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সংস্কৃত ভাষা রচনার ন্যায় ভবভূতি প্রাকৃত ভাষা রচনাতেও অতি দীর্ঘসমাসের ব্যবহার করিয়াছেন। "মালতী-মাধবের" তৃতীয় অঙ্কে ব্যাঘ্র-ভয়ে ভীত কোন নাগরিকের উক্তি এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা,—তাই একটি মাত্র সমস্ত পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ণিঅলীলাবিলাসুব্বেলিঅবল্লহতুঙ্গলঙ্গূলবিঅড়বৈজঅন্তি-
আবিলমভামরুদ্দামসরীরসংণিবেসো"—*

এইরূপ দীর্ঘসমাসযুক্ত প্রাকৃত পদ রচনাও ভবভূতির একটি বিশেষত্ব; কিন্তু যে সকল সমালোচক এইজন্য তাঁহাকে বাণভট্ট অপেক্ষাও অর্বাচীনতর কবি বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা কি কবি রাজশেখরের রচিত নাট্যগ্রন্থাবলী দেখেন নাই? নিশ্চয়ই তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে কবি রাজশেখর তাঁহার বিখ্যাত "কর্পূরমঞ্জরী" সট্টক ও অন্যান্য নাট্যগ্রন্থে কেমন কোমল ও সরল প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন রচনা করিয়াছেন! অথচ কবি রাজশেখর যে মহাকবি ভবভূতি অপেক্ষা অনেক নূতন, তাহা তিনি নিজ প্রবন্ধকোশে ভবভূতির পরিচয় প্রসঙ্গেই বলিয়া গিয়াছেন এবং আমরা তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

সম্প্রতি জনৈক সমালোচক † বলিয়াছেন যে কবি ভবভূতি তদ্রচিত গ্রন্থের

* "নিজলীলাবিলাসোদ্বেল্লবল্লভতুঙ্গলাঙ্গূলবিকটবৈজয়ন্তিকাবিষমডামরোদ্দামশরীরসং নিবেশো"—

† "সংস্কৃত নাটকে নানান ভাষা" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম, এ রচিত। ঢাকার "প্রতিভা" ভাদ্র, ১৩২৩।

স্থান-বিশেষে নারী চরিত্রের ভূমিকায় প্রাকৃতভাষা পরিত্যাগ করিয়া "সংস্কৃতমাশ্রিত্য" কথোপকথনের রীতি প্রয়োগ করিয়াছেন,—ইহা ভবভূতির প্রাকৃতভাষা রচনায় অসামর্থ্যেরই পরিচয়। এই সমালোচক আরও বলিয়াছেন, "আলঙ্কারিকগণ এই প্রাকৃতের 'বাজার মন্দার' দিনে কবিদের শরণে আসিয়া বিধান দিয়াছেন,—

"বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা"—

অর্থাৎ এই সমালোচকের মতে আলঙ্কারিকের এই বিধান প্রাকৃত রচনার দিনেই কল্পিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় আমরা এই "রায়ে" রায় দিতে অক্ষম। সংস্কৃত ভাষার নাটকসমূহের মধ্যে "মৃচ্ছকটিক" নাটকের কবি শূদ্রকের মত নানারূপ প্রাকৃতের যথাযোগ্য ব্যবহার আর কে করিয়াছেন? তিনিও কি প্রাকৃতভাষায় কথোপকথন রচনা করিতে অসমর্থ ছিলেন? তিনিও যে নায়িকা বসন্তসেনার মুখে "বৈদগ্ধ্যার্থং" সংস্কৃত ভাষার কবিতা দিয়াছেন! অতএব প্রাকৃত কথা এই যে মহাকবিগণ আবশ্যকতানুসারে নাটকের স্থান বিশেষে প্রাকৃত ভাষা-ভাষী অথবা ভাষিণীদিগের মুখে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই, পরবর্তী যুগের আলঙ্কারিকগণ ঐ রূপ প্রয়োগের আবশ্যকতা এবং স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পূর্ণ করিয়াছেন। যেমন ভাষার সৃষ্টির পরে ব্যাকরণের সৃষ্টি, তদ্রূপ কাব্য সৃষ্টির পরেই অলঙ্কার-শাস্ত্রের সৃষ্টি। কাব্য সমালোচনা করিতে গিয়া এই মূলসূত্র ভুলিয়া বসিলে চলিবে কেন?

ফলতঃ আমরা এতাবতা যাহা দেখিলাম, তাহা হইতে বলিতে পারা যায় যে কবি ভবভূতির সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষার গদ্যময়ী রচনার রীতি হইতে তাঁহার কাল নির্দ্দেশের কোনও বিশেষ সম্ভাবনা নাই। তাঁহার পদ্যময়ী রচনাও এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সাহায্য করিবে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার শ্লোক গুলিতেও অনেক স্থলে দীর্ঘসমাস আছে, কিন্তু সেরূপ সমাসশোভিত শত শত শ্লোক মহাভারত হইতে অক্লেশেই বাছিয়া বাহির করা যাইতে পারে। রচনারীতি হইতে ভবভূতিকে কালিদাস অপেক্ষা অর্বাচীন বলা অতি-সাহসের কার্য্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অতঃপর আমরা তাঁহার গ্রন্থাবলীর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা গুলির আলোচনা করিয়া দেখিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

গৌড়-কাহিনী।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্ঘটনা।

মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন অপরাহ্ণ কালে বীরবর রুদ্রক গঙ্গা ও মহাগ সঙ্গমস্থলে শিবিরের বাহিরে একখানি সুখাসনে উপবেশন করিয়া নিবিষ্ট কি যেন চিন্তা করিতেছেন। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিজাল জলে-স্থলে-বৃক্ষ আকাশের গায়ে লোহিত রঙের আবরণ বিছাইয়া দিতেছে। সম্মুখে বিপুল সুন্ন-তরঙ্গিণী উচ্ছ্বসিত বক্ষে কল কল নাদে ছুটিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণে প্রকাণ্ড প্রান্তর দূর দুরান্তরে নীল চক্রবালরেখা স্পর্শ করিয়াছে। শি পশ্চাতেও প্রান্তর। সেই প্রান্তরে যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে—বহুসংখ্যক সৈন্য সাগরতরঙ্গরাশির ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। ঊর্দ্ধে আকাশে শুভ্র-লোহিত রঙ্গের খণ্ড খণ্ড মেঘমালা ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। মৃদু মৃদু বাতাস স্রোতঃ বহিয়া বহিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। দূরে সৈন্যেরা নানা প্রকার যুদ্ধ পরিচালনা দ্বারা রণ-দক্ষতা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সহসা একজন পর্য্যটনক্লান্ত অশ্বারোহী ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অশ্ব হইতে অব করিয়া রুদ্রককে যথারীতি অভিবাদন করিয়া, স্বীয় উষ্ণীষ মধ্য হইতে এক পত্র বাহির করিয়া, অতি সৌজন্য সহকারে তাঁহার হাতে প্রদান করিয়া এক দণ্ডায়মান হইল। রুদ্রক অশ্বারোহীর দিকে একবার তাকাইয়া পত্রখানি গ্রহ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কি, ভদ্রেশ্বর, কোথা হইতে আসিতেছ ?"

অশ্বারোহী। "প্রভু, মহাস্থান দুর্গ হইতে।"

রুদ্রক। "সামান্য কোন পদাতিক না আসিয়া তুমি আসিলে যে ?"

অশ্বা। "বিশেষ গোপনীয় ও গুরুতর সংবাদ আছে।"

রুদ্র। "কি সংবাদ ?"

"পত্রপাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।" অশ্বারোহী বিনয়ের সহিত করিল।

রুদ্রক আর বাক্যব্যয় না করিয়া অবিলম্বে পত্রখানির মোহর ভাঙ্গিয়া খু ফেলিলেন। পত্রপাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লিখা আছে—

"পিতঃ,

জ্যেষ্ঠতাত সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া দুর্গে ফিরিয়া আসিয়া

চিকিৎসকগণ বলিতেছেন, যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবননাশের আশঙ্কা। এমময় আপনার এখানে উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক কিমধিকামিতি

সেবক

শ্রীভীম।"

পত্র পাঠ করিয়া রুদ্রক স্বতই চিন্তিত হইলেন। ব্যাপারটা তাঁহার নিকট কেমন আকস্মিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নৌ-যুদ্ধে দিব্যকের দক্ষতা, যেরূপ অতুলনীয়, তাহাতে রুদ্রক বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। তাই সহসা দিব্যকের সাংঘাতিক রূপে আহত হইবার সংবাদে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট কেমন একটা প্রহেলিকাময় বলিয়া বোধ হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি নিজ চক্ষুকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। পত্রখানি পুনরায় সতর্কতার সহিত পাঠ করিলেন। তারপর আবার পাঠ করিলেন। শেষে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া পত্রবাহককে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদ্রেশ্বর, তুমি এখানে আসিবার সময়, মহারাজকে কি স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছ ?"

ভদ্রে। আজ্ঞে হাঁ।

রুদ্র। তিনি মহাস্থানে কবে আসিয়াছেন ?

ভদ্রে। গত কল্য প্রত্যুষে।

রুদ্র। তিনি কি একাকী আসিয়াছেন, না, তাঁহার সমস্ত নৌ-বল সহ ফিরিয়াছেন ?

ভদ্রে। কেবল মাত্র তিনি ও নৌবলের কতকাংশ মাত্র তাহার রক্ষিস্বরূপ ফিরিয়া আসিয়াছে।

রুদ্র। অবশিষ্ট নৌবল ও স্থলসৈন্য কোথায় ?

ভদ্রে। ঠিক জানি না।

রুদ্র। মহারাজকে কিরূপ অবস্থায় দেখিয়াছ ?

ভদ্রে। পত্রেই প্রকাশ আছে। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

রুদ্র। কিরূপে আহত হইলেন ?

ভদ্রে। ঠিক জানি না।

রুদ্র। কোন স্থানে আহত হইয়াছেন ?

ভদ্রে। বাম চক্ষুতে তীর বিদ্ধ হইয়াছিল।

রুদ্রক আর কিছু বলিলেন না। তাড়াতাড়ি একজন প্রতীহারকে ডাকিয়া

তাঁহার নিজের জন্য একটি দ্রুতগামী অশ্ব সজ্জিত করাইতে ও কয়েকজন অশ্বা
রক্ষীকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। সেনাপতি শিখিধ্বজ বসুকে ডা
তাঁহার সহিত প্রায় অর্দ্ধদণ্ড কাল আবশ্যকীয় বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। ত
ভদ্রেশ্বরকে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার আদেশ দিয়া রক্ষীগণ সহ অশ্বারোহণে তীর
মহাস্থানগড়ের অভিমুখে রওনা হইলেন। রুদ্রককে সেইরূপ সহসা তাড়া
মহাস্থানাভিমুখে যাহারা যাইতে দেখিল তাহারা বুঝিল তথা হইতে নিশ্চয়ই
নিদারুণ সংবাদ আসিয়াছে।

তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে রুদ্রক মহাস্থানদুর্গে পৌঁছিলেন। পৌঁ
দেখিলেন, দিব্যকের অবস্থা বাস্তবিকই অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। যথাকালে উপস্থিত হই
পারিয়াছেন বলিয়া রুদ্রক জগদীশ্বরের উদ্দেশ্যে শত শত প্রণিপাত করিলে
তারপর দিব্যকের সহিত যাঁহারা যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদি
নিকট বঙ্গপতির সহিত নৌযুদ্ধের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। কি
তাঁহারা দিব্যকের নেতৃত্বাধীনে গঙ্গা-লোহিত্য-সঙ্গম স্থলের নিকট পর্য্যন্ত নির্ব
গমন করিলেন, কিরূপে বঙ্গপতির বাহিনীর সহিত তাঁহাদের প্রথম সংঘর্ষ উপ
হইল, কিরূপে সমস্ত দিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হইল, সেই সকল বিষয় তিনি পু
পুঙ্খরূপে শ্রবণ করিলেন। সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধের পর অপরাহ্ণে বঙ্গপতি
বর্ম্মা যখন দেখিলেন যে, বরেন্দ্রী বাহিনীর সহিত আর অধিকক্ষণ যুদ্ধ চালাইলে
তাঁহার সমগ্র নৌবাহিনীসহ ধ্বংসমুখে পতিত হইবেন, তখন তিনি কতক
রণতরী পশ্চাদ্ভাগরক্ষার্থ নিযুক্ত রাখিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট রণতরীসহ পশ্চাদপ
করিতে আরম্ভ করিলেন। তীক্ষ্ণদর্শী সমরকুশল দিব্যক প্রতিপক্ষের সেই কৌ
বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে শত্রুর সেই পশ্চাৎরক্ষাকারী রণতরীসমূহ ভীমবেগে আ
করিলেন। শত্রুর রণতরীসমূহ সে প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করা অসম্ভব দে
সম্মুখ যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল, কিন্তু ব্যূ
করিল না। তখন স্বয়ং মহারাজ সেই ব্যূহ ভেদ করিতে সবেগে অগ্রসর হইলে
সর্ব্বাগ্রে মহারাজের নৌকা—পঞ্চাশ জন রণদক্ষ নাবিক তাহা সুকৌশলে পরিচা
করিতে লাগিল। তাঁহার দক্ষিণে বামে পশ্চাতে সুদক্ষ নাবিকগণ-চালিত
সংখ্যক নৌকা তাঁহার সাহায্যার্থ দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। মহারাজ তাঁ
নৌকার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া স্বপক্ষীয় নৌসেনানী ও সৈন্যগণকে প্র
আক্রমণ দ্বারা শত্রুব্যূহ ভেদ করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁ
উৎসাহ ও বীরত্বপূর্ণ কাব্য ও কার্য্য ব্যর্থ হইল না—তাঁহাদের প্রচণ্ড স

আক্রমণে শত্রুর পশ্চাৎরক্ষী নৌবাহিনীর ব্যূহ অচিরাৎ ভেদ হইল—তাঁহাদের ভীষণ আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুর সেই নৌবাহিনী চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতে লাগিল এবং তাহাদের অধিকাংশ রণতরী নাবিকসহ জলমগ্ন হইয়া গেল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীবক্ষ প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দিব্যকের বাহিনী তখনও নিরস্ত হইল না। শত্রুগণকে পলায়নপর ও ছিন্ন-ভিন্ন দেখিয়া তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সহসা শত্রুর একখানি রণতরী পশ্চাতে ফিরিয়া দিব্যকের রণতরীখানিকে বেগে আক্রমণ করিল। দিব্যকের নৌকা তৎক্ষণাৎ সেই আক্রমণকারী নৌকার উপর আপতিত হইয়া নাবিকগণসহ নৌকাখানিকে জলমগ্ন করিয়া ফেলিল, কিন্তু শত্রুনিক্ষিপ্ত একটি তীক্ষ্ণ শায়ক দ্বারা বাম চক্ষুতে গুরুতর আহত হইয়া দিব্যক চৈতন্যশূন্য অবস্থায় স্বীয় তরণীর উপরিভাগে পতিত হইলেন। দিব্যকের এই আকস্মিক বিপদে তাঁহার সমস্ত নৌবাহিনী মুহূর্ত্ত মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সহসা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও যুদ্ধের কলরব থামিয়া গেল। কয়েকজন সেনানী দ্রুতগতি দিব্যকের নৌকায় আসিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন। তখন তাঁহারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ করিয়া, কতকগুলি রণতরী শত্রুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য নিযুক্ত রাখিয়া, অবশিষ্ট তরীগুলি লইয়া ধীরে ধীরে তীরে শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। শিবিরে পৌঁছিবার পর শল্য-চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু হইতে শরের তীক্ষ্ণ ফলক বাহির করান হইল বটে; কিন্তু চিকিৎসক যখন আঘাত সাংঘাতিক বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, তখন সকলে পরামর্শ করিয়া নৌবাহিনীর কতকাংশ যুদ্ধার্থ তথায় রাখিয়া অপরাংশ সহ দিব্যককে মহাস্থানে প্রেরণ করিলেন। সেই মরণাপন্ন অবস্থায় তিনি মহাস্থানের দুর্গে আনীত হইয়াছেন এবং তৎপর রুদ্রকের নিকট সংবাদ পাঠান হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত অবগত হইয়া রুদ্রক সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। দিব্যকের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া তাঁহার জীবনের যে আর আশা নাই, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। একমাত্র ভগবান্ ভরসা ব্যতীত উপায়ান্তর রহিল না।

ক্রমে দেখিতে দেখিতে সে দিন কাটিয়া গেল—তারপর দিনও কোনরূপে কাটিয়া তৃতীয় দিন প্রাতঃকাল হইতে রোগীর অবস্থা প্রকৃতই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল এই দিনই তাঁহার শেষ দিন। সকলের চিত্তই আজ বিষাদগ্রস্ত।

এদিকে এই বিপদের মধ্যে অপরাহ্ণ সংবাদ আসিল, বিজয়রাজ সহস্র উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গেশ্বরীতে পদার্পণ করিয়াছেন এবং নিদ্রাবলী বিষয়ের বহু অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ঠিক সেই দিন সন্ধ্যাকালে বীরবর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

বিপদের পর বিপদে রাজপুরী ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরী আজ বিষাদিতা—ভী সন্ত্রস্তা। কিন্তু হায়! বিপদ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। সে নি নিষ্ঠুর—নির্ম্মম। তাহার সময় অসময় জ্ঞান নাই। যখন সে আগমন তখন সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় একটির পর একটি দ্রুতবেগে আসিয়া জীবন-তটে আঘাত করে—তারপর আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয়। কখন আঘাত সাঙ্ঘাতিক হয়—কখনও বা কেবল সাময়িক চিহ্ন অঙ্কিত ক চলিয়া যায়। কিন্তু পাঠক! বিপদের আগমন সব সময় পূর্ব্বে অনুমান যায় না।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা

ভুলুয়ার শূর-রাজবংশ।

বিখ্যাত দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম শূরবংশীয় রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সাধারণে সুপরিচিত। তিনি অধুনা নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতী ভুলুয়া বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য সামান্য গৃহস্থের জন্ম গ্রহণ করত স্বীয় ক্ষমতায় রাজ্যাধিকারী হন নাই অথবা ভূলুয়া রাজ্যের করেন নাই। তিনি রাজবংশে, রাজার ঔরসে, রাণীর গর্ভে কর্ম্মফলে জন্ম করিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভূলুয়া রাজ্যের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও আয়তন বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া প্র ক্ষমতাদৃপ্ত রাজগণের প্রতিদ্বন্দ্বি রূপে গণ্য হইয়াছিল,—ভারতে সুপরিজ্ঞাত ছিল সন্দেহ নাই। ভূলুয়া-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ বিশ্বম্ভর শূর।

ভূলুয়া রাজবংশের বংশাবলী দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়াও যায়, বিশ্বম্ভর রাজা আদিশূরের বংশধর। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে এইরূপ লিখিত আছে—"রাঢ়ে প্রথম মুসলমান আক্রমণ-কালে আমরা বিশ্বম্ভর শূর নামে আদিশূর বংশীয় এক রাজার নাম প্রাপ্ত হই। তাঁহাকে একজন প্রবল স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার না করিলেও একজন প্রধান সামন্ত নৃপতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভূলুয়ার ইতিহাসে ও বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকায় এই বিশ্বম্ভরশূরের পরিচয় আছে। ইত্যাদি।" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, প্রথম অংশ, ১৪৬ পৃষ্ঠা।)

নোয়াখালী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় "ভূলুয়া" প্রবন্ধের লেখক বিশ্বম্ভরশূরকে আদিশূরের বংশধর বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারেন নাই। তবে তিনি বিশ্বম্ভরকে মিথিলা-নিবাসী শূর-রাজবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় বা অন্য জাতীয় (?) বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। এই লেখক বৈদ্যজাতীয়। উক্ত পত্রিকায় "ভূলুয়ার বারাহী" প্রবন্ধের ব্রাহ্মণ লেখক মহোদয় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন—"মুসলমান কর্ত্তৃক মগধ-বিজয়ের সমকালে বাৎস্য গোত্রীয় বিশ্বম্ভর শূর নামক জনৈক রাজকুমার ২০০ জলযান ও বহু পরিবার ও সৈন্যসামন্ত সহ পূর্ব্বাভিমুখে পলায়ন করিয়া চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে শিবদর্শনে উপস্থিত হন।" বিশ্বম্ভর আদিশূর বংশীয় হউন বা না হউন তিনি যে ক্ষত্রিয় ও রাজকুল সম্ভূত ইহা দুইজন ভিন্ন জাতীয় লেখক প্রতিপন্ন করিলেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের নাম 'ভূলুয়া' হওয়ার গল্প অতি সুন্দর। "চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনানন্তর গৃহ প্রত্যাগমনকালে দিঙ্‌মণ্ডল কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন থাকায় নাবিকগণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নীত হয়; তথায় একটি দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া নাবিকগণ পোতসমূহ দ্বীপের নিকট সংলগ্ন করে। রাত্রিকালে বিশ্বম্ভরের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়, যে তাঁহারই অর্ণবপোতের দক্ষিণ পার্শ্বে বারাহী দেবী জলমগ্না আছেন; সমুদ্র হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক যথাবিধি বারাহী দেবীর অর্চ্চনা করিলে সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বম্ভরশূরের রাজ্য লাভ হইবে।" স্বপ্নাদিষ্ট বিশ্বম্ভর শূর বারাহী দেবীকে সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করেন। কথিত আছে, ঐ দিবস নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন থাকায় বারাহীদেবীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া সংস্থাপিত করা হয়। দেবীর প্রীত্যর্থ ছাগ বলিদান কালেও দিগ্‌ভ্রম বশতঃ ছাগ পশ্চিমাভিমুখে সংস্থাপিত হয়, পরে সূর্য্যোদয়ে সকলেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া "ভূল হুয়া, ভূল হুয়া" বলিয়া উঠেন। এই "ভূল হুয়া' শব্দ হইতেই 'ভূলুয়া' নামের উৎপত্তি। কালক্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত

রাজ্যও 'ভূলুয়া রাজ্য' অভিধা লাভ করিয়াছে।" ভূলুয়া রাজ্যের সীমা এই —ফেণী নদীর পশ্চিম, মেঘনা নদীর পূর্ব্ব, মেহারের দক্ষিণ এবং বঙ্গোপসাগ উত্তর। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডই ভূলুয়া নামে পরিচিত। আইন-ই-আকব "ভূলুয়া" 'বালা জোয়ার' নামে অভিহিত ছিল। ইহার বার্ষিক রাজস্ব ৩৩২ টাকা ছিল। বিশ্বম্ভরশূর নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজধানী কল্যাণপুরে স্থা করেন।

রাজা বিশ্বম্ভরের পুত্র রাজা গণপতি। গণপতির পুত্র রাজা শূরানন্দ বিশ্বম্ভর ও গণপতি স্বাধীন রাজা ছিলেন। শূরানন্দ খাঁ সর্ব্বপ্রথমে মুসল সম্রাটের সামন্ত নৃপতি রূপে গৃহীত হন। শূরানন্দ খাঁর তিন পুত্র—দেবানন্দ শ্রীরাম খাঁ ও বিদ্যানন্দ খাঁ। পিতার মৃত্যুর পরে মধ্যম পুত্র শ্রীরাম খাঁ রাজ্য কার লাভ করেন। এই রাজা শ্রীরামখাঁর পুত্র রাজা কবিচন্দ্র খাঁ। র কবিচন্দ্র খাঁ এ অঞ্চলের কায়স্থ-সমাজের সমাজপতি হইয়াছিলেন। ভূলুয়ার শূর কবিচন্দ্র খাঁ কায়স্থ কুলীনগণের সহিত ভোজ্যান্নতা সংস্থাপন মানসে চন্দ্রদ্বীপ পতির নিকট আবেদন করেন। তাঁহার আবেদনে চন্দ্রদ্বীপাধিপতির আদে কুলীনগণ ভূলুয়া-রাজ-ভবনে পদার্পণ করেন। কায়স্থ-সমাজের কুলীনগণ ভূল শূররাজ-বংশের অন্ন গ্রহণ করায় শূরবংশ কায়স্থসমাজে উচ্চ স্থান লাভ করে কবিচন্দ্র খাঁর পুত্র রাজা রাজবল্লভশূর। রাজা রাজবল্লভের পুত্র মহারাজ ল মাণিক্য শূর। তিনি অসাধারণ বীর পুরুষ ছিলেন, তাঁহার সময়ে ভুলুয়া সমৃদ্ধ বহু ব্রাহ্মণকায়স্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তিনি গাভার প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের পরমা ঘোষের সহিত এক তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণমাণিক্য শুধু বীর জন্য বিখ্যাত নহেন—তিনি একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত বিখ্য "বিজয়কাব্য" অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার রাজত্বকালে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন শাস্ত্রালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বিশ্বাস করেন, চন্দ্রদ্বীপরাজের হস্তে নিহত হন। কেহ কেহবা বলেন—আরাকান রাজের স রণে তাঁহার দেহাত্যয় ঘটে। মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্যের পরে শূরবংশে তেমন বীর ও অসামান্য প্রতিভার খনি কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। মাণিক্যের পরলোকগমনের পরে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা উদয়মাণিক্য আরা রাজের অনুগ্রহে ভূলুয়ার রাজা হন। কিন্তু অচিরেই মোগল বাদশাহের কো পতিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন এবং গঞ্জালেস কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। মো

প্রতিনিধি লক্ষ্মণমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়মাণিক্যকে ভূলুয়ার সিংহাসন প্রদান করেন। বিজয়মাণিক্যের পুত্র রুদ্রমাণিক্য রুদ্রমাণিক্যের। পত্নী রাণী শশীমুখী স্বনামধন্য নারী। তাঁহার সদনুষ্ঠানপ্রিয়তা ভূলুয়ারাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছে। রাজা বিশ্বম্ভরশূরের অধস্তন পুরুষেরা এখনও তাঁহার বীর রক্তের ধারা, ভূলুয়া রাজ্যের স্থানে স্থানে বাস করিয়া ধমনীতে প্রবহমান রাখিয়াছেন; বংশের গৌরবের স্মৃতি এখনও তাঁহাদের হৃদয়ে জাগ্রত রহিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ভূলুয়া রাজ্য আজ তাঁহাদের কর্ম্মফলে হস্তস্খলিত হইয়া যেন বিত্ত ও প্রভুত্বের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! সর্ব্বধ্বংসী কালের ইহাই পরিণাম!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সমাজ ও সামাজিক।

বৈশিষ্ট্যের সমীকরণতাই হিন্দু সমাজের প্রধান লক্ষণ ও বিশেষত্ব। সমাজ মাত্রই ধর্ম্মমূলক এবং সেই সমাজ সেই পরিমাণে সম্পূর্ণতাভিমুখে অগ্রসর যাহাতে যে পরিমাণে বিভিন্ন ধারণশক্তি সম্পন্ন লোকের আশ্রয় আছে। প্রকৃতিগত বা সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যের প্রাবল্য ও পরস্পরবিরোধী ভাবসমাবেশসত্ত্বেও যে সমাজে মূল উদ্দেশ্য অভিন্ন থাকা নিবন্ধন বৈষম্যে সাম্যভাব সুদৃঢ়রূপে সন্নিবদ্ধ, সেই সমাজই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহাই স্থায়িভাবে তিষ্ঠিতে পারে, তাহাই সনাতন। ঘাত প্রতিঘাত, অন্তর্ব্বিপ্লব বহির্ব্বিপ্লব কিছুতেই তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারে না অথবা অতর্কিত ভাবে অত্যুগ্র সাময়িক আঘাতে মুহ্যমান পরিদৃষ্ট হইলেও অচিরেই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আদর্শ স্বরূপে আমাদের হিন্দু সমাজই উল্লেখ যোগ্য; বৈষম্যে সমতা বৈশিষ্ট্যের সমীকরণ ইহাতে যেরূপ সসৌষ্ঠবে প্রতিফলিত জগতের অন্য কোথাও কোনও সমাজে এরূপ আছে কি না সন্দেহ। আচণ্ডাল বিভিন্ন আখ্যাযুক্ত জাতিসমূহের সমাবেশ ইহাতে অতি সুন্দররূপে, পরস্পর অবিরোধভাবে সন্নিবদ্ধ। মহামহীরুহ আপাদ-মস্তক-পত্র-পল্লব শোভাসম্পদ

সম্পন্ন বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা দ্বারা সুশোভিত হইয়া সগর্ব্বে স্বস্থান অধিকার ক
সুদৃঢ়ভাবে অবস্থিত। যুগ যুগান্তরের কত বাধা কত বিঘ্ন ইহার বিনাশ
অতীতের বিশালগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু ইহার শোভা-সম্পদের বিন্দুমা
অঙ্গহানী করিতে সমর্থ হয় নাই। স্থির ধীর অটল হিমাদ্রিবৎ সগর্ব্বে মস্তক
ভলিত করিয়া এই বিরাটকায় হিন্দু-সমাজ স্বগৌরবচ্ছটা চতুর্দ্দিকে বিক
করত ভিন্নধর্ম্মের গৌরব ক্ষুণ্ণ করণপ্রয়াসী কত কত পূর্ণ প্রকটিত পরশ্রীকা
দৃষ্টির লক্ষ্যীভূত হইয়াও অক্ষুণ্ণ সম্পদ-গৌরব ও সুপ্রতিভাত বৈশিষ্ট্য সাধা
চক্ষুর গোচরীভূত করিয়া স্বকীয় সম্পূর্ণত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে।

এই সম্পদ্-গৌরব, এই স্থিতি স্থাপকতা, এই প্রবল সংঘর্ষণশীল
হিন্দু-সমাজ কোথা হইতে পাইল? এতদুত্তরে প্রধান কারণ স্বরূপে
নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, প্রাচ্যের যাহা অনন্যসুলভ স্পর্দ্ধার বিষয় এ
বিশেষত্ব, সেই ত্যাগই ইহার মূল মন্ত্র। 'ত্যাগের' উপরই হিন্দু-সমাজ প্রতিষ্ঠি
প্রতীচ্যের আদর্শে, পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সংশ্রবের ফলে যদিও ভোগৈক অবলম্বনী
নীতি হিন্দু-সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং বহুদিন ধরিয়া বিভিন্ন আকা
আবির্ভূতা হইয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা উদ্দেশে প্রয়াস পাইয়া আসিতেছে; আপা
মনোরম শ্রুতিমধুর "মানব মাত্রেই একপর্য্যায়ভুক্ত কোনও ভেদ
ইত্যাদি কুযুক্তি দ্বারা বা "ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং তদন্তর্গত বহুসংখ্যক জা
সমূহের সৃষ্টি অতীত যুগের স্বার্থান্ধ স্বেচ্ছার প্রবল উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কি
নয়" ইত্যাদি কূটনীতি আশ্রয় করিয়া হিন্দু-সমাজকে কিয়ৎ পরিমাণে স্খ
শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছে। তথাপি প্রত্যক্ষফলদর্শী, বহু যুগের সাধনা
ইহার যে মূলমন্ত্র 'ত্যাগ' তাহা হইতে হিন্দু-সমাজকে বিচ্যুত করিতে কখ
সমর্থ হয় নাই, কখনও হইবে না।

বঙ্গদেশ প্রধানতঃ ভাবপ্রবণ। পরিণাম বিরস হইলেও আপাতমনো
কারুণিক রাজ্যে বিচরণপ্রয়াস বঙ্গদেশবাসীর মার্জ্জিতা বুদ্ধির অপপ্র
এবং অসংযত ব্যবহারের কুদৃষ্টান্ত হইলেও একান্ত স্বাভাবিক। তজ্জন্যই
হয় সামাজিক বিশৃঙ্খলতা, ভ্রষ্টাচরিতা, সমাজ-শাসনে উপেক্ষা বঙ্গদেশে যত
ভারতের অন্যান্য অংশে সেরূপ নয়। এই অসংখ্য ভাবরাজ্যে বিচরণপ্র
ফলেই বাহ্য চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর আচারানুষ্ঠানা
আত্মোৎসর্গ পক্ষে বঙ্গবাসী এতদূর অগ্রসর হইয়াছে—তাই আজ পদে পদে প্রতা
অনুক্ষণ বিপর্য্যস্ত হইয়াও বঙ্গবাসী বুঝিতে পারিতেছে না তাহার স্বরূপ

কি তাহার গ্রহণীয়, কি তাহার বর্জ্জনীয়! তাই আজ বঙ্গীয় সমাজে বর্ণাশ্রম কেবল নাম মাত্রে পর্য্যবসিত। 'আশ্রম' দূরের কথা কে কোন বর্ণান্তর্গত তাহাও নির্ণয় করা আজ বঙ্গীয় সমাজে এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়াছে।

মহাভারতীয় যুগ হইতে ভারতে স্বকর্ম্ম-ব্যভিচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই কুফলে আজ কলিযুগে হিন্দু-সমাজ এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কুক্ষণে আচার্য্য দ্রোণ প্রমুখ দেবোপম ব্রাহ্মণ সন্তানগণ স্ববর্ণানুমোদিত বৃত্তি পরিহারপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই যে হিন্দু-সমাজে কর্ম্মবিপর্য্যয় আরম্ভ হইয়াছে, আর তাহার পূর্ণ নিরাকরণ হইল না। দ্বাপরে যাহা প্রারব্ধ কলিতে তাহা পূর্ণ প্রকটিত। মস্তিষ্ক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহার কুফল সমাজ-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রসারিত হইবেই। যে দিন হইতে ত্যাগের পূর্ণ দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ জীবনে ভোগ বিলাস আশ্রয় পাইয়াছে, সেই দিন হইতেই হিন্দু সমাজ ব্যভিচারদুষ্ট। ভোগলিপ্সার প্রবল প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত, বৈশ্যোচিত অথবা অবনতির অধস্তন স্তরে অবনমন হেতু হেয় শূদ্রোচিত কর্ম্মেও আপনাকে নিয়োজিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না; তাই আজ ব্রাহ্মণের জাতিসমূহের মধ্যেও এত কর্ম্মগত বিশৃঙ্খলতা—কর্ম্ম দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় না কোন্ জাতি কোন্ বর্ণান্তর্গত। তাঁহারা যদি মালাকারে সুশোভিতোপবীত-বিশিষ্ট না হইতেন তাহা হইলে কেবল কর্ম্ম দৃষ্টে ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিবারও কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। (ইহাই কি কোন কোন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় কায়স্থজাতির উপনয়ন-সংস্কারে আপত্তির অন্যতম কারণ?) হিন্দু সমাজে ত্রিবর্ণের সেবা-কার্য্যই যদি শূদ্রত্বের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে কোনও জাতিই শূদ্রত্বাপবাদের বাহিরে বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। অতীত গৌরবের সুখস্মৃতি বা চিরাচরিত সংস্কার বশে হিন্দুর দেব ও পিতৃকার্য্যোদ্দেশে যদি ব্রাহ্মণনিয়োগ ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অবস্থাও আজ তদিতর জাতীয়গণের ন্যায় হইত কি না সন্দেহ! মস্তিষ্ক ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও হিন্দুসমাজ মস্তিষ্ককে মস্তিষ্ক বলিয়াই মানিয়া আসিতেছে; তাহারই সুফলে আজ একান্ত শূদ্রাচারসম্পন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত এবং এই একটি বর্ণ সর্ব্বোচ্চবর্ণ স্থির আছে বলিয়াই আশা করা যায় অপরাপর বর্ণনির্ণয় কষ্টসাধ্য হইলেও অসাধ্য নয়।

সমাজের বিশৃঙ্খলতা, এই দীন ভাব, একই সময়ে বা একই কারণে সংঘটিত হয় নাই। মোহ এবং ভোগলিপ্সাই ইহার প্রধান কারণ। যুগ যুগান্তর হইতে

এই বর্ণবিপ্লব-সংঘটনকারী তীব্র বিষ একান্ত অতর্কিত ভাবে সমাজ শরীরে প্রবে
ধিকার লাভ করিয়া প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পরিব্যপ্ত এবং তন্নিবন্ধন কর্ম্মধি
ঘটাইয়া বর্ণবিপ্লবে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু নেশা-ঘোরের স্থায়িত্বেরও এ
নির্দ্দিষ্ট সময় আছে; যাহার অবসানে মানুষ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারি
তদপনোদনে যত্নবান্ হয়। নেশাঘোরে অবসাদগ্রস্ত হিন্দুসমাজে
বোধ হয় সেই শুভ অবসর সমুপস্থিত। তাই আজ হিন্দুসমাজ সেই
ভাবে, সেই ভোগৈক-অবলম্বনীয় দুর্গতির অনুসরণে আর শান্তি পাইবে
না। তাই আজ প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ জড়ভাব পরিহারপূর্ব্বক স্ব
নির্ণয়ে এবং তদনুরূপ আচারগ্রহণে একান্ত সমুৎসুক। ইহার সুফ
হিন্দুসমাজ যে অচিরেই সদাচারনিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্র
হইবে ইহা মনে করিয়া কোন্ হিন্দু-হৃদয় পুলকে প্রফুল্লিত না হয়? ত
ইহাতে বাধা বিঘ্নও অনেক, কিন্তু বিনা বাধায় অতি অল্পায়াসে কে
শুভ কার্য্য কোন্ কালে সুসম্পাদিত হইয়াছে? যে কার্য্যে যত বাধা বিঘ্ন
কার্য্যের শুভফল তত গৌরবব্যঞ্জক।

যদি হিন্দু সমাজ বলিয়া কোন একটা কিছু মানিয়া লইতে হয়। তাহা হ
তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের সমাবেশও মানিয়া লই
হইবে। হিন্দু সমাজ থাকিলেই তাহাতে বর্ণ চতুষ্টয়ও আছে, তদন্যথায় মাত্র ব্রাহ্মণ
শূদ্র এই দুই বর্ণ লইয়া হিন্দু সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। যদিও বর্ণানুযায়ী কর্ম্মতা
ও অপর বর্ণের কর্ম্মগ্রহণ ফলে কোন্ জাতি কোন্ বর্ণান্তর্গত ইহা নির্ণয় সহজস
নয়, তাহা হইলেও প্রত্যেক জাতির পূর্ব্ব ইতিহাস তাহার পূর্ব্বাপর সামাজি
প্রতিপত্তি প্রভৃতির সম্যক্ পর্য্যালোচনা এবং তাহার ফলে যে জাতি যে ব
অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে প্রমাণবাহুল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা
সেই বর্ণে পুনঃ প্রবেশাধিকার প্রদানপূর্ব্বক আচারভ্রষ্ট নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হি
সমাজকে পূর্ব্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত সমীচীন এবং হিন্দু নামে গৌরবা
ভবকারী প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতৎপক্ষে সাধারণের সমবে
চেষ্টার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অযথা অসূয়ার বশবর্ত্তী হইয়া জাতি
বিশেষ-জাতি বিশেষের স্বরূপনির্ণয় এবং স্ববর্ণে পুনঃ প্রতিষ্ঠা পক্ষে প্রতিপক্ষতা
সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের অকল্যাণ সাধনে কৃতসঙ্কল্প। এ
পক্ষে দুইটী ধ্রুব সত্যের প্রতি আস্থা রাখিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। প্র
সমাজের অংশীভূত বিভিন্ন বিভাগের ব্যষ্টিগত স্ফুরণেই সমষ্টিভাবে সমগ্র সমাজে

উন্নতি; দ্বিতীয় জাতি বিশেষের সহিত জাতি বিশেষের মূলতঃ কোন বিদ্বেষ থাকিতে পারে না—একের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় অন্যের প্রতিষ্ঠার কোন প্রকার হানি হইবার বস্তুতঃ কোন কারণ থাকিতে পারে না;—পরন্তু ইহার ফলে প্রত্যেক জাতীয়কেই স্বজাতির দুর্দ্দশা মোচন চেষ্টার অবসর প্রদান করে। জ্যেষ্ঠাদি ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি ভ্রাতা একে অন্যের সম্মানার্হ বা স্নেহাস্পদ এই স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধের কোন প্রকার ব্যতিক্রম অসম্ভব, সুতরাং জাতি বিশেষের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির বলে ক্ষত্রিয়াচার বা বৈশ্যাচার গ্রহণে বা তন্নিম্ন বর্ণের হৃত গৌরব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই সুতরাং এতৎ সংস্থাপন চেষ্টায় পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব সমাবেশ একান্ত অসঙ্গত—নিতান্ত অনুদারতার পরিচায়ক। উদারতা হিন্দুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বৈষম্যে সমতা হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব। ইহারই সুফলে ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণও সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসীন থাকিয়াও অন্যের দ্বেষার্হ নহেন, শূদ্র নিম্নে থাকিয়াও অপর ত্রিবর্ণের কাহারও অবজ্ঞার পাত্র নহেন, তবে যে আমরা অধিকাংশ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই, তাহা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থকতা এবং হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বা অসারতার পরিচায়ক সুতরাং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য তখনই পালন করা হইবে যখন আমরা জাতিগত বিদ্বেষ দূরে রাখিয়া নিজ নিজ জাতির বর্ণ নির্ণয় এবং তদনুরূপ আচার গ্রহণ ও বিপরীত ভ্রষ্টাচার পরিহার পূর্ব্বক স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে পুনরায় সদাচার ও সদনুষ্ঠান রূপ অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে সক্ষম হইব—জগৎকে আবার দেখাইতে সমর্থ হইব, উচ্চ নীচ ভেদে বিভিন্ন জাতি বর্ণে বিভক্ত হইয়াও হিন্দু সমাজ কেমন সদাচারনিষ্ঠ, কেমন উদার, কেমন বৈষম্যে সাম্য ভাবের উচ্চ আদর্শ।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা।

কায়স্থ-শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি।

শাস্ত্রোক্ত বিধানে পিতৃ কর্ম্মকেই শ্রাদ্ধ বলা যায়। পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধা-সহকারে যে অন্নাদি দান করা হয় তাহাকেই শ্রাদ্ধ কহে। সুসংস্কৃত ব্যঞ্জন, দধি দুগ্ধ, ঘৃত, এই সমস্ত দ্রব্য শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃগণকে প্রদান করা যায়, এই হেতু ঐ কর্ম্মকে শ্রাদ্ধ কহে—

"সংস্কৃত ব্যঞ্জন ঢ্যাঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥"

শ্রাদ্ধ দ্বাদশ বিধি। ১। নিত্য, ২। নৈমিত্তিক, ৩। কাম্য, ৪। বৃদ্ধি, ৫। স
৬। পার্ব্বণ, ৭। গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ, ৮। শুদ্ধ্যর্থক, ৯। কর্ম্মাঙ্গ, ১০। দৈবিক, ১১। য
১২। পুষ্ট্যর্থ। প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহার নাম নিত্য। একোদ্দিষ্ট শ্র
নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ বলে। কামনা করিয়া অভিপ্রেত সিদ্ধির জন্য যে শ্রাদ্ধ করা
তাহার নাম কাম্য। বিবাহাদি কর্ম্মকালে কৃত শ্রাদ্ধকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কহে।
পর এক বৎসর পূর্ণ হইলে পিতৃ পিণ্ডের সহিত প্রেত পিণ্ডের মিশ্রীকর
শ্রাদ্ধকেই সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ বলা যায়। অমাবস্যা অথবা পর্ব্বদিন কৃত শ্রাদ্ধে
পার্ব্বণশ্রাদ্ধ। বহু বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্পৎ সুখ কামনায় পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ গোষ্ঠীতে
শ্রাদ্ধ করা যায়। তাহাকে গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ কহে।

শুদ্ধ্যর্থশ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণভোজনের নাম শুদ্ধ্যর্থক শ্রাদ্ধ। নিষেক
সীমন্তোন্নয়নে ও পুংসবনে কৃতশ্রাদ্ধকে কর্ম্মাঙ্গশ্রাদ্ধ কহে। দেবতার উ
শ্রাদ্ধের নাম দৈবিক শ্রাদ্ধ। দেশান্তরে গমন কালে ঘৃত দ্বারা কৃতশ্রাদ্ধকে ঘা
শ্রাদ্ধ কহে। অর্থোপচয় ও শরীরোপচয়ের জন্য যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহার
পুষ্ট্যর্থ শ্রাদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বৃহস্পতির মতে শ্রাদ্ধ পঞ্চবিধ, যথা—১।
২। নৈমিত্তিক, ৩। কাম্য, ৪। বৃদ্ধি, ৫। পার্ব্বণশ্রাদ্ধ। এবং মৎস্য পুরাণে
শ্রাদ্ধ ত্রিবিধ—১। নিত্য, ২। নৈমিত্তিক, ৩। কাম্য।

আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে অগ্রে অশৌচাদির বিষয় কিছু
আবশ্যক। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে, চতুর্থাদি লেপভাগী, পিত্রাদি পিণ্ড
সপ্তম পিণ্ডদ, এবং সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্তকে সপিণ্ড কহে। তৎপর চতুর্দ্দশ পুরুষ
সমানোদক, তদন্তর পুরুষের নাম—স্মৃতি পর্য্যন্ত সাকুল্য এবং তৎপরে গোত্রজ
মাত্র।

সপিণ্ডের জনন মরণে পূর্ণাশৌচ, সমানোদকের জনন মরণে ত্রি
ও সাকুল্যের জনন মরণে একরাত্র অশৌচ হয়; গোত্রজের জনন মরণে
মাত্রেই শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যাশৌচ নিরূপণে ভগবান মনু বলিয়াছেন;—

"শুদ্ধ্যেৎ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"

বিপ্রজাতির দশদিনে, ক্ষত্রিয়ের (কায়স্থের) দ্বাদশদিনে, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিনে, এবং শূদ্র জাতির একমাসে পূর্ণাশৌচ হয়।

কন্যা পুত্র জনেন মাতার অশৌচ নিরূপণ—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা পুত্র প্রসবান্তে বিংশতি দিন এবং কন্যা প্রসবান্তে এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিবে। অশৌচান্তে স্নান করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মে অধিকারিণী হইবে। এতৎসম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণীক্ষত্রিয়বৈশ্যা প্রসূতাদশভির্দিনৈঃ।
গতৈঃ শূদ্রা তু সংস্পৃশ্যা ত্রয়োদশভিরেব চ॥"

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, এবং বৈশ্যার পুত্র কন্যা জন্মিলে দশদিন আস্পৃশ্যত্ব থাকে, কিন্তু শূদ্রানীর ত্রিয়োদশ দিবস আস্পৃশ্য থাকে।

পূরক পিণ্ডদান বিধি—যে ব্যক্তি মৃতের অগ্নি সৎকার করিবে, সে সগোত্র বা অসগোত্র হউক, পুরুষ বা স্ত্রী হউক, প্রেতের উদ্দেশে পূরকপিণ্ড প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি মৃতের অগ্নি সৎকার করিয়াছিল, সে যদি অক্ষম হয়, কিম্বা ঘটনাক্রমে অন্য স্থানে চলিয়া যায়, বা তাহার মৃত্যু হয়, তাহার অভাবে মৃত ব্যক্তির পুত্রাদিরা পূরকপিণ্ড দান করিবে। অশৌচের প্রথম দিন হইতে নবম দিন পর্য্যন্ত নয়টী পিণ্ড দিবে। অশৌচান্ত দিনে অবশিষ্ট একটি পিণ্ড দিবে। প্রত্যহ পিণ্ডদান করিতে না পারিলে অশৌচান্ত দিনেই দশ পিণ্ড দিবে। সদ্যঃশৌচ ও একাহাশৌচে এক দিনেই দশপিণ্ড দিবে।

পূরক পিণ্ডদানের নিয়ম—দুইমুষ্টি তণ্ডুল লইয়া তাহা দুইবার ধৌত করিয়া ঈশান কোণে মৃত্তিকা পাত্রে উত্তমরূপে পাক করিবে। পরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ, চতুর্দ্দিকে এক হস্ত পরিমিত একটি মৃত্তিকার বেদী প্রস্তুত করিবে। ঐ বেদীর দক্ষিণদিক নিম্ন করিয়া তদুপরি নৈঋত ক্রমে চারিকোণ রেখা করত কুশাস্তরণ ও তদুপরি তিল বিকীরণ পূর্ব্বক প্রাচনীবীতী হইয়া বাম জানু ভূমিতে পাতিয়া, দক্ষিণ হস্তে কুশ লইয়া, সেই কুশ দ্বারা জলগ্রহণ করিয়া ঐ বেদীতে জলের ছিটা দিবে, তৎপরে সতিল জল লইয়া বলিবে—

"অমুকগোত্রে প্রেত অমুক দেববর্ম্মণঃ এতদবনেনিক্ষঃ"

পরে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া আচমন পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতী হইয়া বামজানু ভূমিতে পাতিয়া, তিল, মধু ও ঘৃতসংযুক্ত (বিল্ব বা বদরী প্রমাণ) তপ্ত পিণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্ন মন্ত্রে কুশোপরি দিবে। "অদ্যেতাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্যামুক

দেববর্ম্মণঃ এতত্তে প্রথমং পিণ্ডং পুরকং "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাদি তীর্থান্যেতানিপুণ্যানিপ্রথমপুরকপিণ্ডদানকালে ভবন্তিহ।

"ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদ মেধ্যমস্তবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবামরা।
রক্ষাংসি যক্ষাঃ স পিশাচ সঙ্ঘাসুতাময়া যাতুধানাশ্চসর্ব্বে॥"

এই মন্ত্রে নৈঋতকোণের দ্বারেতে পূর্ব্বাদিক্রমে উত্তরাগ্র মণ্ডল করিয়া "ওঁঅপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ। ওঁ নিহন্মিসর্ব্বমিত্যাদিনা।" মন্ত্রে কুশদ্বয় দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া বাম হস্তে ঐ মণ্ডল ধারণ করিয়া বলিবে "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রপ্রেতামুকদেববর্ম্মণ্নেতবনেনিক্ষ্তুভ্যমুপতিষ্ঠতাম্।" অভ্যুক্ষণ করিয়া তুলসী দূরে ফেলিয়া দিবে, এবং ঐ রেখার উপরে সমূলবঃ।" পরে পিণ্ডোপরি বাস ঊর্ণাতন্তু (মেষরোম প্রস্তুত কাপড় বা কম্বলের কতকাংশ আস্তরণ করিবে। "ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদীষদ।" মন্ত্রে এই আবছিন্ন করিয়া দিবে) বামহস্তে পিণ্ড ধারণ অর্থাৎ স্পর্শ করিয়া বলিবে—বিষ্ণুরোম্ কুশোপরি তিল ছড়াইয়া দিবে। পরে তিল, মধু, ঘৃতযুক্ত পিণ্ডগ্রহণ কঅমুকগোত্রপ্রেতামুকদেববর্ম্মণ্নেতত্তে ঊর্ণাতন্তু ময়ং বাস উপতিষ্ঠতাম্। ওঁ ঊর্জ্জং "মধুবাতা" মন্ত্র পড়িবে। মধুবাতা মন্ত্র যথা—"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিবহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়োকীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে প্রেতমিতি" তিল মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ॥ মধুদ্যৌরস্তু অঞ্জলিজল পিণ্ডের উপরি দিবে। পরে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিবে। পিতা॥ মধুমান্নো বনস্পতির্মধু মাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ॥" "ওঁ মধু পিণ্ড সংখ্যায় মাটীর পাত্রে জল রাখিয়া ও অন্য পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া তাহা বাম হস্তে মধু ওঁ মধু এই মন্ত্রপাঠ করিয়া বলিবে—বিষ্ণুরোমত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য করিয়া বলিবে "ওঁ নীরায় নমঃ। ওঁ ক্ষীরায় নমঃ।" বলিয়া পূজা করিয়া "বিষ্ণুরোম্ দেববর্ম্মণঃ এতৎ প্রথমপিণ্ডং শিরঃ পুরকমুপতিষ্ঠতাম্।" এই মন্ত্রে পিতৃ-ওঁঅমুকগোত্রপ্রেতামুকদেববর্ম্মণ্নেতত্তে স্নানার্থং নীরমুপতিষ্ঠতাম্। "ওঁ স্নাহি" আস্তীর্ণ কুশোপরি পিণ্ড দান করিবে।

বাক্য বলিবে। পরে "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রপ্রেতামুকদেববর্ম্মণ্নেতত্তেপানার্থং ক্ষীর-

দ্বিতীয় পিণ্ডে বলিতে হইবে, "এতদ্দ্বিতীয়পিণ্ডং কর্ণাক্ষিনাসাপুরকমুপতিষ্ঠতাম্। "ওঁ পিব" বাক্য বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে "ওঁ শ্মশানানলদগ্ধোঽসি তৃতীয় পিণ্ডে বলিবে "এতত্তৃতীয়পিণ্ডং গলাংশভূজবক্ষঃ পূরকম্। চতুর্থ পিণ্ডে পরিত্যক্তোঽসিবান্ধবৈঃ। ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি ইদং পিব। ওঁ আকাশস্থো বলিবে "এতচ্চতুর্থপিণ্ডং নাভিলিঙ্গগুদ পূরকম্। পঞ্চম পিণ্ডে বলিবে—"নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ। অতস্নাত্বা ইদংপীত্বা স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব।" এই মন্ত্র পঞ্চমপিণ্ডং জানুজঙ্ঘাপাদ পূরকম্। ষষ্ঠ পিণ্ডে বলিবে "এতদষ্টম পিণ্ডং দন্তপাঠ করিয়া পরে "কাকবলি" পাঠ করিবে—"এতৎ পাদ্যং ওঁ যমদ্বারাবস্থিত নানা পূরকম্। সপ্তম পিণ্ডে বলিবে "এতৎ সপ্তমপিণ্ডং নাড়ী পূরকম্। অষ্টম পিদিগ্‌দেশীয়বায়সেভ্যোনমঃ।" বলিয়া পূজা করিবে। পরে বামহস্তে অন্ন ধরিয়া বলিবে— বলিবে "এতদষ্টমপিণ্ডং দন্তরোম পূরকম্॥ নবম পিণ্ডে বলিবে "এতন্নবমপি "অমুকগোত্রস্যপ্রেতাস্যামুকবর্ম্মণ তৃপ্তর্থং যমদ্বারাবস্থিত নানাদিগ্‌দেশীয় বায়সেভ্য- বীর্য্য পূরকম্। দশম পিণ্ডে বলিবে "এতদনামপিণ্ডং পূর্ণতোতৃপ্ততাক্ষু দ্বিপএষ বলির্নমঃ। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে "ওঁ কাক ত্বং যমদূতোঽসি গৃহান্ পূরকমিতি।"

বলিমুত্তমম্। যমলোকগতং প্রেতঃ ত্বয়াপ্যায়িতুমর্হসি। ওঁ কাকায় কাকপুরুষায় নায়সায় মহাত্মনে! অত্রপিণ্ডং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি॥"

প্রত্যেক পিণ্ডদানই প্রথম পিণ্ডদানের মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া পিণ্ড কালে দ্বিতীয় হইতে দশম পিণ্ডের জন্য বিশেষ মন্ত্রগুলি বলিয়া পিণ্ডদান করি

অনন্তর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে—ওঁমত্যেতাদি অমুকগোত্রস্যপ্রেত-

পরে পিণ্ডান্তে পিণ্ড শেষ করিতে হইবে যথা—

স্যামুকদেববর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ প্রথমপূরকপিণ্ডদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদামি।"

কৃতাঞ্জলী হইয়া বলিবে—"ওঁ অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথা ভাগ মাবৃষায়স্ব উত্তর মুখ হইয়া বলিবে—"নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শর্ঋতবেচ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরে-ভ্যশ্চ দিভসেভ্যো নমো নমঃ। ওঁ ষড়ভ্যঋতুভ্যো নমঃ।" শ্বাসরোধ করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া বলিবে—ওঁ অমীমদ প্রেতো যথাভাগ মাবৃষায়িষ্ট।" পরে পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন জল লইয়া বলিবে—"বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেববর্ম্মণ্নেতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যমুপতিষ্ঠতাম্, এতত্তে প্রত্যবনেজনম্।" বলিয়া ঐ জল পিণ্ডের উপরে দিবে। পরে পিণ্ড উপরি ষড়ঞ্জলি মন্ত্র পড়িবে। ওঁ নমো বঃ প্রেতাঃ শুষায় নমো বঃ প্রেতাস্তপসে নমো বঃ প্রেতা যজ্ঞীবং নমো বঃ প্রেতা রসায় নমো বঃ প্রেতা ঘোরায় মন্যবে। ওঁ স্বধায়ৈঃ প্রেতা নমো

করিয়া, আচমন করিয়া জলে হাত দিয়া "কৃতৈতৎ পূরকপিণ্ডদান কর্ম্মাহি
বলিয়া হাতের জল ত্যাগ করিবে।

বিষ্ণুস্মরণান্তে পিণ্ডগুলি জলে দিয়া স্নানাদি করিবে। পরে গৃহে গমন পূ
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নীর ক্ষীরাদি দিবে। অনুপনীত বালক ও অবিবাহিত কন্যা
পূরকপিণ্ড দান করে, তাহা হইলে তাহারা কুশের উপর পিণ্ড দান করিবে
সধবা স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধ কার্য্যে কুশ, কাশ, এবং তিল ব্যবহার করিবে না।
কাশ এবং তিল স্থলে যব ব্যবহার করিবে।

অশৌচান্তদিনে (দ্বাদশদিনে) মৃতের পুত্রগণ ও জ্ঞাতিবর্গ গঙ্গাতটে
নদীকুলে, বা পুষ্করিণীর নিকট যাইয়া ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিয়া স্নান
শুদ্ধ হইবে। পুত্রগণ বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ও উ
জলাদি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে যাইবে। গৃহেও সমস্ত বিছানা কাপড় ইত্যা
শান্তিজলের ছিটা দিবে। রমনীগণও যথা নিয়মে নখাদি কর্ত্তন করিয়া খই
সারাদি দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া স্নানান্তে শান্তি জলাদি লইয়া শুদ্ধ হইবে।

শান্তিমন্ত্র—"ওঁ ঋচং বাচং প্র পদ্যে মনো যজুঃ প্র পদ্যে সাম প্রাণং প্র পদ্যে
শ্রোত্রং প্র পদ্যে। বাগোজঃ সহৌজো ময়িপ্রাণাপানৌ যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো
মনসো বাতিতৃণং বৃহস্পতির্মে দধাতু। শন্নো ভবতু ভুবনস্যযস্পতিঃ॥ ওঁ স্বস্তি
ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি
বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ কুশাতে তিল, তুলসী ও জল
এই মন্ত্রে শান্তি জল করিবে।

অশৌচের পরদিন, ত্রয়োদশদিনে ক্ষত্রিয় (উপবীতী কায়স্থ) স্নান ক
বাহন ও অস্ত্রস্পর্শপূর্ব্বক চতুর্দ্দাশান্তি, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান, ও
করিয়া আদ্যশ্রাদ্ধ, ষোড়শদান, বৈতরণী, দাম্পত্যবরণ, বৃষোৎসর্গ ইত্যাদি
সমাধা করিবে। ষোড়শদানে অক্ষম হইলে সাধ্যানুসারে অন্ন, জল, বস্ত্র
করিবে। আদ্যশ্রাদ্ধে বৃষ উৎসর্গ ইত্যাদি করিতে না পারিলে সাধ্যানুসারে "
কাঞ্চন" করিবে অর্থাৎ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবে। পতিপুত্রবতী
"চন্দনধেনু" দান করিবে। প্রেতশ্রাদ্ধ হেতু কিছু দগ্ধমীন আবশ্যক হয়।
সংগ্রহ পূর্ব্বক অন্নাদি পাক করিয়া লইয়া কার্য্যারম্ভ করিবে।

চতুর্দ্দাশান্তি।—স্নানান্তে প্রদীপ জ্বালিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বসিবে; পরে আচমন ক
গায়ত্রী পাঠার্থ ধ্যান করিবে। "ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রীরবিমণ্ডলমধ্যস্থাকৃষ্ণবর্ণাচতু
ত্রিনেত্রাশঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা, যুবতীগরুড়ারূঢ়াবৈষ্ণবী। বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্বে

দাহৃতাধ্যেয়া" পাঠ করিয়া চারিটী জলপূর্ণ পাত্রের প্রথম পাত্রে হাত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ হোতারং রত্নধাতমম্॥" এই মন্ত্র পাঠ করত পুনরায় গায়ত্রী পাঠ করিবে। ইহাই প্রথমা শান্তি। দ্বিতীয় জলপূর্ণ পাত্রে হাত দিয়া গায়ত্রী পাঠ করত "ওঁইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরায় গায়ত্রী পড়িবে। ইহাই দ্বিতীয়া শান্তি॥ পরে তৃতীয় জলপূর্ণপাত্রে হাত দিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে "ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানোহব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি"॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, আবার গায়ত্রী পাঠ করিবে, ইহাই তৃতীয়া শান্তি। অনন্তর চতুর্থপাত্রে হাত দিয়া গায়ত্রী পাঠ করিয়া "ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোর স্রবন্তু নঃ॥" এই মন্ত্র পড়িবে ও আবার ব্রহ্মগায়ত্রী পাঠ করিবে। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

পরে বামদেব্য গান করিবে। যাহারা গান করিতে অশক্ত, তাহাদিগকে "বামদেব্য" ঋক্ তিনবার পাঠ করিতে হইবে। "মহাবামদেব্যঋষিঃ বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতীসদাবৃধঃ সখা। কয়া শচীষ্টয়াবৃতা॥ ওঁ কস্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎস্যদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ওঁ অভী ষূণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্ শতং ভবা স্যূতভি॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ দ্যৌঃ শান্তি-রন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ-আপঃ শান্তিঃ ওষধয়ঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ॥—

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত অশৌচের পর দ্বিতীয় দিনে স্নান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্বর্ণ দান-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব শর্ম্মণঃ এতদশৌচ কালোৎপন্নপঞ্চসূনা জনিত পাপক্ষয়কামঃ ইদং কাঞ্চনং বা কাঞ্চন মূল্যং (কাঞ্চনান্বিত ভোজ্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথা সম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে॥ পরে কুশ, তিল, জল পরিত্যাগে দক্ষিণান্ত করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য "ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রাহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। এষোঽর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া জলাঞ্জলি দিবে।

সঙ্কল্প—কোশাতে জল লইয়া মূল ও অগ্রদেশের সহিত তিনটী কুশ, ফল, পুষ্প, ও তিল লইয়া সঙ্কল্প করিতে হইবে। উত্তর মুখ হইয়া সঙ্কল্প করিয়া পাত্রস্থ জল ঈশান কোণে কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর-মুদেতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥"

শ্রাদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই ষোড়শ দানাদি করিবে। ষোড়শদানের দ্রব্য- ২। আসন, ৩। জল (জল পূর্ণ ঘড়া বা ঘটী,) ৪। বস্ত্র, ৫। দীপ (পিলসুজ অন্ন (থালে করিয়া আতপ চাউল ও মিষ্টান্নাদি উপকরণ,) ৭। তাম্বুল (রেকাদিতে তাম্বুল) ৮। ছত্র, ৯। গন্ধ (পিত্তল পাত্রে) ১০। মাল্য, (মাল্য জন্য রেকাবি) ১১। ফল (নারিকেল) ১২। শয্যা, ১৩। পাদুকা, ১৪। (বা তন্মূল্য তিন কাহণ বা এক কাহণ কড়ি) ১৫। স্বর্ণ, ১৬। রৌপ্য।

ভূমিদান। কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া আচমন "ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কার অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স ভ্যন্তরে শুচিঃ ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁপুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥ আচমন করজোড়ে বলিবে "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা, প্রভাসপুষ্করাণিচ তির্থা পুণ্যানি দানকালে ভবন্তিহ" ইহা পাঠ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্প ওঁ সাচ্ছাদ প্রিয়দত্তায়ৈ এতস্তু বৈ নমঃ" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প জলের দ্বারা তিনবার ভূমিকে করিবে। পরে "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া করিয়া বামহস্তে ভূমি ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্ত সজল কোষার মধ্যে "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রস্যপ্রেতা দেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক গোত্রস্য প্রেতাস্যামুকদেববর্ম্মণঃ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গকাম ইমাং সাচ্ছাদনাং প্রিয়দত্তাং ভূমিং বিষ্ণুদেবতাকাং য গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়হং দদানি ॥" বলিয়া দানীয় দ্রব্যে জলের ছিটা দিয়া করিবে।

অদ্যেত্যাদি হইতে দ্বিতীয়েঽহ্নিপর্য্যন্ত বাক্যাংশ সর্ব্বত্রই উচ্চারিত হইবে।

দক্ষিণা।—প্রথমতঃ গন্ধ পুষ্প দ্বারা দক্ষিণা দ্রব্য অর্চ্চনা "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতাস্যামুকদেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গকামনয়া, কৃতৈতৎ সাচ্ছাদনৈতদ্ ভূমিদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং মিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়হং দদানি।" বলিয়া দ্রব্য উৎসর্গ করিবে।

আসন দান।—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনদর্ভাসনায় নমঃ"। বলিয়া আসন তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ উত্তনাঙ্গিরসে নমঃ"। এবং "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। বলিয়া পূজা করত নিম্নলিখিত রূপ বাক্য করিয়া আসন উৎসর্গ করিবে। যথা 'অদ্যেত্যাদি অমুক-গোত্রস্য প্রেতাস্যামুকদেববর্ম্মণঃ স্বর্গকামঃ ইদং সাচ্ছাদন দর্ভাসনম্ উত্তানাঙ্গিরো দৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" ॥

দক্ষিণা।—প্রথমতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা দক্ষিণাদ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতাস্যামুকদেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি ষষ্টিবর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গ-কামনয়া কৃতৈতৎ সাচ্ছাদন দার্ব্বাসনদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" বলিয়া দক্ষিণা দ্রব্য উৎসর্গ করিবে।

জল দান।—একটি ঘটীতে বা ঘড়াতে জল লইয়া "এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদন তৈজসাধার জলায় নমঃ। বলিয়া তিনবার জলের অর্চ্চনা করিয়া বরুণাধিপতিকে ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া নিম্ন বাক্যে উৎসর্গ করিবে "অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেববর্ম্মণঃ স্বর্গকামঃ ইদং সাচ্ছাদন তৈজসাধারজলং বরুণ-দৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" বলিয়া দানীয় দ্রব্য উৎসর্গ করিবে।

দক্ষিণান্ত।—প্রথমতঃ দক্ষিণা দ্রব্য গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতাস্যামুকদেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি ষষ্টিবর্ষ সহস্রাবিচ্ছিন্ন স্বর্গকামনয়া, কৃতৈতৎ সাচ্ছাদনতৈজসাধারজলদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি"। বলিয়া দক্ষিণা দ্রব্য উৎসর্গ করিবে।

বস্ত্রদান।—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদন বস্ত্রায় নমঃ"। বলিয়া বস্ত্র অর্চ্চনা করত অধিপতি বৃহস্পতি ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া নিম্নবাক্যে উৎসর্গ করিতে হইবে। "অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতাস্যামুক দেববর্ম্ম : স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদনং বস্ত্রং বৃহস্পতিদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়হং দদানি।

দক্ষিণা পূর্ব্ববৎ সমস্ত "অদ্যেত্যাদিকৃতৈতৎ সাচ্ছাদন বস্ত্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং ইত্যাদি—

দীপদান।—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদন তৈজাসাধার দীপায় নমঃ"। বলিয়া

দীপের অর্চ্চনা করত অধিপতি বিষ্ণু ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া নিম্নবাক্যে উৎসর্গ করিবে। "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র ইত্যাদি স্বর্গকাম ইদং তৈজসাধার দীপ বিষ্ণুদৈবতং ইত্যাদি মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

দক্ষিণা "অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদন তৈজসাধার দীপদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতা ইত্যাদি—

অন্নদান। থালার উপর চাউল বা অন্ন, রাখিয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত মন্ত্র বলি "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদন তৈজসাধারান্নায় নমঃ" বলিয়া অন্নের অর্চ্চনা ক অধিপতি প্রজাপতি ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া নিম্নবাক্যে উৎসর্গ করি যথা "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতাস্যামুকদেববর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছা তৈজসাধারান্নং প্রজাপতি দৈবতং" ইত্যাদি মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

দক্ষিণা—অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদন তৈজসাধারান্নদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতা ইত্যাদি।—

তাম্বুল দান।—এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদন তৈজসাধারতাম্বুলায়নমঃ" বলি তাম্বুলের অর্চ্চনা করিয়া অধিপতি বৃহস্পতি ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের পূজা করি নিম্নবাক্যে উৎসর্গ করিবে। "অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতাস্যামুকদেববর্ম্ম স্বর্গকাম ইদং সাচ্ছাদন তৈজসাধারতাম্বুলং বৃহস্পতিদৈবতং" ইত্যাদি মন্ত্রে উৎ করিবে দক্ষিণা "অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদান তৈজসাধার তাম্বুলদান ক সাঙ্গতার্থং" ইত্যাদি—

ছত্রদান, গন্ধ, মাল্য, ফল, পাদুকা, শয্যা দান।—ছত্র (অধিপতি উত্তনাঙ্গি দেবতা) গন্ধ অধিপতি গন্ধব্যদেবমাল্য (অধিপতি বনস্পতি দেবতা) ফল (অধি প্রজাপতি দেবতা) পাদুকা ও শয্যা (অধিপতি উত্তনাঙ্গিরস দেবতা) পূর্ব্বোল্লি রূপ বাক্য বলিয়া উৎসর্গ করিয়া পূর্ব্বমত দক্ষিণান্ত করিবে।

গোদান।—ধেনু আত্ম সম্মুখে আনায়ন করত, "ওঁ মা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং দেবহৃদিস্থিতা। ধেনুরূপেণ সাদেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥ ওঁ দেবস্থা যাচ রু শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥ ওঁ বিষ্ণো র্বক্ষনি যা লক্ষ্মীধর্নদস্য চ। যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং সা ধেনুর্ব্বদাস্তমে। ওঁ চতুর্ম্মু যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা যা চ বিভাবসোঃ॥ চন্দ্রার্কশক্র লক্ষ্মী র্যা ধেনু রূপাস্তু॥ সা শ্রি স্বধাত্বং পিতৃ সজ্ঞানাং স্বাহাহব্য ভূজো যতঃ। সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছ ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বদেবী ময়ীস্তথা॥ সর্ব্বলোক নিমিত্তায় সর্ব্বলোক

স্থিরম্। প্রযচ্ছামি মহাভাগা মক্ষয়ায় শুভায় তাম্॥" ইহা পাঠ করিয়া "এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ সাচ্ছান ধেনবে নমঃ।" বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্ববৎ অধিপতি রুদ্র ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া নিম্নবাক্যে উৎসর্গ করিবে। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতাস্যামুকদেববর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইমাং সাচ্ছদনাং ধেনুং রুদ্রদেবতাকাং" ইত্যাদি মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

দক্ষিণা।—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদন ধেনুদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং" ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণান্ত করিবে। যদি ধেনুদান না হইয়া তন্মূল্য দান হইয়া থাকে তাহা হইলে সর্ব্বত্রই ধেনুদান স্থলে গোমূল্যের উল্লেখ করিতে হইবে। (গোমূল্যের অধিপতি দেবতা বিষ্ণু)

কাঞ্চন ও রজত দান।—কাঞ্চন (অধিপতি অগ্নি) রজত (অধিপতি চন্দ্র) পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ অর্চ্চনা ও বাক্য বলিয়া দান ও দক্ষিণান্ত করিতে প্রত্যেক দ্রব্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিপতি দেবতার উল্লেখ না করিয়া একমাত্র অধিপতি বিষ্ণু বলিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়।

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণে ও বৈগুণ্য সমাধান করিবে।

বৈতরণী।—মনুষ্যের আসন্ন মৃত্যু সময়ে প্রাণ বিয়োগের পূর্ব্বে নরক নিবৃত্তির জন্য বৈতরণী করিতে হয়। রুগ্ন ব্যক্তি যদি অসমর্থতা হেতু স্বয়ং বৈতরণী করিতে না পারে, তবে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপে তাহার পুত্রাদি বৈতরণী করিতে পারে। যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে বৈতরণী করা না যায় তবে আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে বৈতরণী করিবে। সবৎসা কৃষ্ণবর্ণা গাভী দানকে বৈতরণী কহে। সবৎসা কৃষ্ণাবর্ণা বা অন্য বর্ণের গাভী দানে অসক্ত ব্যক্তি একটি মাত্র গাভী দান করিলেও হইতে পারে। গাভী দানে অশক্ত হইলে গোমূল্য এক কাহণ কড়ি বা তাহার মূল্য চারি আনা উৎসর্গ করিবে।

বৈতরণীতে স বৎসাধেনু দান করিবার সময়, স্বর্ণ শৃঙ্গ, রজত, খুর, কাংস্য ক্রোড়, তাম্রপৃষ্ঠ ও বস্ত্র, মাল্য এবং সিন্দূরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া উৎসর্গ করিবে।

উৎসর্গ বাক্য যথা "ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেববর্ম্মা সর্ব্বপাপ বিমুক্তি পূর্ব্বক যমদ্বারাবস্থিত বৈতরণীনদী সুখসন্তরণকামঃ ইমাং সবস্ত্রাং সালঙ্কৃতাং কৃষ্ণাং গাং গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে"। যদি গাভীর অভাবে মূল্য উৎসর্গ করিতে হয়, তবে কৃষ্ণগবী মূল্যান্ এককার্ষাপণী

বরাটকান্" এইরূপ বলিবে। উৎসর্গান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। "
মহাঘোরে তৃপ্তা বৈতরণী নদী। তাস্ত তত্ত্ব দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ
মৃত ব্যক্তির বৈতরণী করিতে "শ্রী" স্থলে প্রেত বলিতে হইবে। দক্ষিণাদা
মন্ত্র যথা "ওঁ অস্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুক (বা প্রেতামুক) দেববর্ম্ম
দ্বারা বস্থিত তপ্ত বৈতরণীনদী সুখসন্তরণকামনয়া কৃতৈতৎ কৃষ্ণ গবীদান
প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদ
গো মূল্য দান হইলে "কৃষ্ণগবী মূল্যদান কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং" বলিয়া দ
করিবে।

আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ।—আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে ক্ষৌর ক
সমাপনান্তে পরদিনে (অর্থাৎ অশৌচান্তদ্বিতীয় দিনে) সূর্য্যোদয়ের পর অবগা
স্নান, "ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে-সিন্ধু-কাবেরি জলেঽ
সন্নিধিং কুরু॥" বলিয়া তীর্থাবাহণ মন্ত্রে স্নান করিয়া আচমনাদি করিবে-
বিষ্ণুং, ওঁ বিষ্ণুং, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ। দি
চক্ষুরাততম্॥ ওঁ সর্ব্বমঙ্গলে মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং। নারায়ণং নম
সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥ ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা। যঃ স্ম
পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরে শুচিঃ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষ
পরে সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া দক্ষিণামুখী দর্ভাসনে উপবেশন ক
প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া বাস্তুপুরুষ ও যজ্ঞেশ্বররের পূজা করিবে। পর
ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ভূমির মূল্য দিবে। অথবা "ইদমন্নমেতৎ ভূ
পিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে। যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন, তিনি
কুশাদি এবং অন্নাদি প্রস্তুত করিবেন। বাস্তুপুরুষাদির জন্য অন্ন এক পাত্রে চারি
ও অন্য পাত্রে দুইটী পিণ্ডের জন্য এবং অপর পাত্রে ব্রাহ্মণের জন্য শেষ উপ
সংযুক্ত অন্ন রাখিয়া হস্তের নিকট রাখিবে; দগ্ধ আমিষও রাখিতে হইবে।

পরে দাক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী হইয়া ও পতিত বাম বাহু হইয়া তিলা
দক্ষিণাগ্রৈকদর্ভযুক্তাসনে কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া আসন, ছত্র, পা
জল, দীপ ও শয্যা প্রভৃতি দান করিবে। আসনার্থ পিঁড়ি, ছত্র, খড়ম বা পা
পিলসুজ থালাসহ প্রদীপ ও ভোজনার্থ অন্নপাত্র এবং সোপকরণ শয্যা
করিবে।

ভোজ্য উৎসর্গ।—অদ্যামুকেমাসি অমুকপক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগো
পিতরমুক দেববর্ম্মণ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতরমুক

বর্ম্মণোঽক্ষয় স্বর্গকাম ইদং স ঘৃতোপকরণান্নভোজ্য মর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" ভোজ্যের উপর জলের ছিটা দিবে।

ভোজ্য দক্ষিণা।—"অস্তেতাদি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতরমুক দেববর্ম্মণঃ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধবাসরে কৃতৈতৎ সোপকরণ ভোজ্যদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রানাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।" দক্ষিণা দ্রব্যের উপর জলের ছিটা দিবে।

পরে বাস্তুপুরুষ ও যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। এবং ব্রাহ্মণের স্নান ও পূজা করিয়া অনুজ্ঞা করিবে।

বাস্তুপুরুষের পূজা।—গন্ধ পুতুল লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায়নমঃ॥" বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা "ওঁ বাস্তুরাপনমস্তুভ্য পরমস্থানদায়ক। সর্ব্বভূত জিতস্তঞ্চ বাস্তুরাজনমোঽস্তুতে॥

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর পূজা।—গন্ধ পুষ্প লইয়া "এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুবেনমঃ।" অর্চ্চনা করিবে। পরে ব্রাহ্মণের স্নান ও পূজা করিয়া অনুজ্ঞা লইবে। অদ্যামুকেমাসি অমুকেপক্ষেঽমুকতিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্যামুক দেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুক দেববর্ম্মণঃ আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণোঽহং করিষ্যে।"

আসনার্থ পিঁড়ি ধরিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুক দেববর্ম্মন্নেতত্তে আ সনং স্বধা" মন্ত্র বলিয়া উৎসর্গ করিয়া মন্ত্র পড়িবে॥ ওঁ অত্রাসনে দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো বিশ্রাম্যতাং দ্বিজবর্য্যনুগ্রহায় প্রদানয়েত্বাসনং গৃহ্ণ পূতং জ্ঞানাগ্নিপূতেন করেণবিপ্র।

ছত্র লইয়া—"ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেববর্ম্মন্নেতত্তে ছত্রং স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিবে।

পাদুকা (খড়ম) লইয়া—"ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেববর্ম্মন্নেতত্তে পাদুকা যুগলং স্বধা" উৎসর্গ পূর্ব্বক পরবর্ত্তী মন্ত্র পড়িবে ওঁ সন্তপ্তবালুকাং ভূমি মবি কণ্টকিতাং তথা। সন্তারয়তি দুর্গানি প্রেতং দদদুপানহৌ।

পরে "তৎসবিতুর্বারণ্যাদি" গায়ত্রী পড়িয়া মৃত্তিকা ও জল দিয়া শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য সকল ধৌত করিয়া দর্ভাসনাদি দিবে। পরে অর্ঘ দান করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে আবাহন করিবে। "ওঁ ইহলোকং পরিত্যজ্য গতোঽসি পরমাং গতিম্॥

পরে বস্ত্রোপরিস্থিত গন্ধাদি লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেব
তানি তে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, তৈজসাধার দীপাচ্ছদানানি স্বধা" এই
উৎসর্গ করিবে। এবং নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য ব্রা
উৎসর্গ করিবে।

"ওঁ সর্ব্বঃ সুগন্ধ এবায়ং শীতলং সুমনোহরঃ। ময়ানিবেদিতোভক্ত্যা গন্ধ
প্রতিগৃহ্যতাম্" ॥ "এষতে গন্ধঃ" বলিয়া গন্ধ দিবে। "ওঁ শ্রিয়াদেব্যা সমা
দেবৈশ্চশিরসাধৃতম্। ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্॥" "এতত্তে পু
"ওঁ বনস্পতিরসোদিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বগন্ধানাং ধূপো
প্রতিগৃহ্যতাম্" "এষতে ধূপঃ॥" "ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপ
সবাহ্যাভ্যন্তর জ্যোতিঃ দ্বীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।" "এষতে তৈজসাধারদী
এইরূপ বস্ত্র লইয়া "এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া দিবে। পরে "এতত্তে তৈজসা
ন্নং সোপকরণং তৈজসাধারজলং (বা গঙ্গা জলং) স্বধা মন্ত্রে অন্ন দিবে।
শয্যা ধরিয়া "ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেববর্ম্মন্নেতা তে সোপকরণ শয্যা
বলিয়া উৎসর্গ করিবে।

পরে কুশ ও তিল জল গ্রহণ করত "বিষ্ণুরোম অস্তেত্যাদি অমুক গো
প্রেতস্য অমুক দেববর্ম্মণঃ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং কর্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণমহং নিম
বলিয়া নিমন্ত্রণ করিবে পুরোহিত "ওঁ নিমন্ত্রণ প্রসন্নোঽস্মি" এই বলিবেন।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ আক্রোধনৈ" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া "ওঁ স্বা
ভবতাম্" এই প্রশ্ন করিবে। পরে পুরোহিত "ওঁ সুস্বাগতং" ইহা বলিলে ব্রা
পুনর্ব্বার অর্থ প্রদান করিয়া আসন ধারণ করত "ওঁ সিদ্ধমিদন্নাসনমত্রাস্যতাং"
বলিলে পুরোহিত "ওঁ অস্যেতাং" বলিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল
করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ দেবতাভ্য" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

আসন ধারণ করিয়া "তৎসবিতুঃ" গায়ত্রী পাঠ করত ব্রাহ্মণে জল গণ্ডুষ দিয়া
পত্রসহ মোটক গ্রহণ করিয়া অনুজ্ঞা করিবে। যথা "ওঁ অস্তেত্যাদি অমুকগো
প্রেতস্য অমুকদেববর্ম্মণঃ আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং দর্ভময়ং ব্রাহ্মণোঽহং করি
বলিয়া অনুজ্ঞা লইলে পুরোহিত "ওঁ করুষ্ব" এই কথা বলিবেন।

পরে গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক "ওঁ দেবতাভ্যং পিতৃতাভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এ
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈঃ নিত্য মেব ভবন্ত্বিতি"। সমন্ত্র তিনবার ঐ জল সমুদয়

ছিটাইয়া "ওঁ রক্ষোঘ্ন মুদকমসি যজ্ঞ রক্ষাং কুরুষ্ব" এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের শীর
স্থানীয় পাত্রে জল রাখিবে ও ব্রাহ্মণকে জল দিবে।

আসন দান।—ব্রাহ্মণের আসনস্থ মোটক অন্নারব্ধ বামহস্ত দ্বারা নিম্নলিখিত
মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। "ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেববর্ম্মন্নেতত্তে দর্ভময়ং স্বধা"
ওঁ অপসদা সুরা রক্ষাংশি বেদীষদঃ"। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের আসনে তিল
ছড়াইয়া দিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা।

কুসুম।

কে তুমি গো, হাসিছ নীরবে চিরদিন এ বিশ্ব-ভবনে,
জুড়াইতে জগতের জ্বালা, দুঃখ দৈন্য পরম যতনে!
নির্ম্মল নলিন নেত্রপাতে দূর করি বিশ্বের বেদনা,
জাগাইছ মর্ম্মের মাঝারে অভিরাম প্রেমের চেতনা।
বিধাতার স্নেহ মূর্ত্তিমান, তোমার ও সৌন্দর্য্য সরল,—
সুনির্ম্মল পরিমল বাসে ত্রিভুবন পুলক-চঞ্চল!
সকরুণ মধুরিমা মাখা প্রীতিপূর্ণ তব চারুদল
পড়ে যবে নয়নে আমার, ফুটে উঠে মানস-কমল।

আত্মহারা তোমারে হেরিয়া বড় সাধ জাগে মোর মনে—
তব পূত সৌরভ হইয়া ফিরি সুখে, পবনে পবনে !
প্রকৃতির উদার ভবনে বিতরিছ সৌগন্ধ্য-সম্ভার ;
নাহি চাহ' কোন প্রতিদান, নাহি জানো ক্রূর লোকাচার !
সুন্দর মধুরতর রূপে বিকসিয়া রাখিয়াছ হাসি ;—
তোমারে ত পরসিতে নারে, জগতের পাপ তাপ রাশি !

বভু হাস' আপন গরবে বিলাসীর প্রমোদ কাননে,
ঢাল নিজ নিরমল বিভা, রূপসীর নয়নে আননে।
অথবা সে বনান্তের কোলে নিদারুণ গহন নির্জ্জনে
রহ' জাগি' করুণার মত নিশিদিন আপনার মনে।
হেরিতে ওচারু রূপরাশি, কেহ হায় ফিরিয়া না চায়,—
পরিপূর্ণ নীরব সঙ্গীতে ঝরে'পড়' ধরণীর পায় !

কোন শ্যাম পল্লীর হৃদয়ে, কলস্বনা তটিনীর তীরে,
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায় স্নেহ-নীড়, চিরশান্ত সুস্নিগ্ধ কুটিরে—
অনুপম কোমলতাময়ী, অপরাহ্নে যবে পল্লীবালা
শিরীষ-কুসুম সুকুমার-করে গাঁথি' মল্লিকার মালা,
প্রিয়তম প্রেম দেবতার গলে দেয় প্রীতি-উপহার,
তখন কি উল্লাস আবেশে হয় তব পুলক সঞ্চার !
রে কুসুম ! সার্থক তখন হয় তব সৌরভ-বিকাশ,
দম্পতির মর্ম্মমাঝে খেলে অতুলন বিভব-বিলাস !

অতি দূর দ্বাপরের দিনে আনন্দ-মন্দির বৃন্দাবনে
কত সুখে হ'তে বিকশিত, পুঞ্জে পুঞ্জে নিকুঞ্জ কাননে !
মধুময়ী যমুনার কূলে মধুমাসে গোপবালা দলে
দিত ফুল্ল তমালের তলে গুঞ্জামালা মাধবের গলে !

উথলিত লহরে শ্রীহরির বাঁশরীর তান,
কালিন্দীর নীল বারি রাশি, প্রেমানন্দে বহিত উজান !
ত্রিদিবের নন্দন-উদ্যানে মন্দগতি মন্দাকিনী তীরে
পারিজাত-পরিমল কভু বিতরণ কর' ধীরে ধীরে !
যুগে যুগে জগতের মাঝে চিরপ্রীতি করিছ প্রচার,
তোমার মহিমা-নিমগন সুবিশাল এ বিশ্বসংসার !
সুপবিত্র মধুর সুন্দর, তোমা বিনা কিছু নাহি আর।
প্রাণারাম দেবতার পদে ভকতির শুভ উপচার ! !

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

সমালোচনা।

বাসুকীকুল গাঁথা। ৺মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মঘিয়া হইতে প্রকাশিত। ডিমাই ১২ পেজী, ১১ ফর্ম্মা, ১৩২ পৃষ্ঠা ; মূল্য ।৷০ আনা মাত্র। "বাসুকীকুল গাঁথা" দক্ষিণ রাঢ়ী সমাজের রায়েরকাঠির সুপ্রসিদ্ধ সেন-রাজবংশের চরিতাখ্যান বর্ণিত। এই পুস্তকে দক্ষিণ রাঢ়ী অনেক প্রসিদ্ধ কুলীন এবং বঙ্গজকায়স্থগণের কতিপয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয় আছে, সুতরাং পুস্তকখানি উভয় সমাজেরই জ্ঞাতব্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহাধিবেশন ঃ—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন ঢাকা নগরীতে হইবে, ইহা একরূপ স্থির ছিল। কিন্তু নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে তথায় হইল না। এজন্য আমাদের অনুরোধে চট্টগ্রামের উপবীতি কায়স্থগণের পুরগামী বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস বর্ম্মা ও প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় সর্ব্ব প্রথম অগ্রণী হইয়া স্থানীয় কায়স্থবৃন্দের মত লইয়া শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ,

মহাশয়কে এখানে প্রেরণ করত সভার ব্যয়ের একটি আনুমানিক পরিমাণ ও
প্রণালী সঙ্কলন করেন। বিপিন বাবু এখানে আসিলে, তাঁহার স্বজাতিপ্রী
ও সম্মেলনে আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার
বি-এল্ এবং পূর্ব্বোক্ত উমেশবাবুকে সভা আহ্বানের জন্য অনুরোধ করা
অন্যদিকে মহাধিবেশন যাহাতে চট্টগ্রামে হয়, তাহার অনুমতি প্রদানের জন্য চট্ট
বিভাগের মানীয় কমিশনার স্বজাতি বৎসল শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা, আই-সি-এ
সি-আই-ই, মহোদয়কেও অনুরোধ করিয়া পত্র লেখা হয়। আমাদের অনুরো
ও কমিশনার মহোদয়ের আনুকূল্যে চট্টগ্রামে কায়স্থ-সম্মেলন করা স্থির হই
সভার দিন ১৬ই ও ১৭ই চৈত্র, শনি ও রবিবার, স্থির করিয়া যথারীতি নিমন্ত্রণপ
প্রেরণ করা হয়। সভায় প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি এবং চট্টগ্রামের প্রায় আটশ
কায়স্থ সন্তান যোগদান করেন। কায়স্থ-সভা হইতে এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থা
হইতে প্রায় বিংশতি জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রতিনিধিগণের মধ্যে হাবড়ার শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঘোষ (অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী
ম্যাজিষ্ট্রেট), কলিকাতার বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী
বসু, বিশ্বকোষ-সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, মতিহারী
শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, টাকী সৈদপুরের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু বর্ম্মা, নদীয়া
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা, ডাঃ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বিশ্বাস বর্ম্মা, রাজসাহী হইতে
শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা, দিনাজপু
হইতে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার (উকিল) ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন (উকিল
রংপুর হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ রায়, ময়মনসিংহের উকিলসরকার শ্রীযুক্ত সারদাচর
ঘোষ বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়, বি-এল্ (সম্পাদক, চারুমিহির), ঢাক
হইতে শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার বসু বর্ম্মা, বি-এল্, ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত লালবিহা
ঘোষ, "ফরিদপুর আর্য্য-কায়স্থ সভার" প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা, কুমি
হইতে আবগারীসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এ
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রায়, চাঁদপুর হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বর্ম্মা (উকিল
এবং নোয়াখালির ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্‌জজ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে, আই-সি-এস, এতদ্ভি
মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের সহিত বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ ও ইদিলপুরের অনেক
প্রসিদ্ধ স্থানের কুলীন উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এবং রাজকর্ম্মচারী, পূর্ব্ববঙ্গ-শাখা
সভার সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বর্ম্মরায়, কায়স্থ-সভার সম্পাদক
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত

উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী, প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা উপস্থিত হন। স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্যে মাননীয় কমিশনার মহোদয় স্বয়ং, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায়, এম্-এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দাস, উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, বি-এল্, শ্রীযুক্ত রঞ্জনলাল সেন, বি-এল্, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্, পাটালিকোটার জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র ঘোষ, জমিদার, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মিত্র, জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ গুহ, সি-আই-ডি সবইনেস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসু, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু, শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বল, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত (মোক্তার,) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস, বি-এল্, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি-এ, শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত নাজির, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটক, এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার গাঙ্গুলী, জ্যোতিঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, বৈদ্যগণের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের উকিল রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি-এল, প্রমুখ ৩।৪ জন উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক পণ্ডিতগণের মধ্যে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, কায়স্থ-সভার অন্যতম কেন্দ্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, এবং স্থানীয় অধ্যাপকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র তর্কপঞ্চানন, শরচ্চন্দ্র তর্কতীর্থ, হরশঙ্কর স্মৃতিরত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কালীকুমার বিদ্যারত্ন, কালীকান্ত শিরোমণি, রামকৃষ্ণ স্মৃতিরত্ন, প্রসন্নকুমার তর্করত্ন, শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ, কৃপানাথ বিদ্যানিধি, অখিলচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ও শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ, জগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভা 'কিরণচন্দ্র ইনিষ্টিটিউসনে' হইয়াছিল। প্রথম দিন বেলা ১টার সময় "ডব্‌ল্‌মুরিং বান্ধব সমিতি" ঐক্যতান বাদন দ্বারা সকলকে আহ্বান করেন। তৎপর সুকবি শ্রীযুক্ত জীবিন্দ্রকুমার দত্ত রচিত একটি আহ্বান সঙ্গীত উক্ত সমিতি কর্ত্তৃক গীত হয়। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় কমিশনার মহোদয়কে সংস্কৃত ভাষায় দ্ব্যর্থযুক্ত শ্লোকে আশীর্ব্বাদ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ তিনটী শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, সভার উদ্বোধনার্থ একটি সুচিন্তিত, দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। ইহার পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার আবাহন প্রবন্ধ পাঠ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্য শেষ হইলে মাননীয়

সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথরায় বর্ম্ম বাহাদুর তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ অভি
পাঠ করেন। সভাপতি মহোদয়ের এই অভিভাষণ শুনিয়াই অনেকে উপনয়ন
আগ্রহ প্রকাশ করেন। সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে সম্পাদক শ্রী
শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় ষোড়শতম বর্ষের সম্পাদকীয় কার্য্য-বিবরণ পাঠ করে
শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, গিরিশচন্দ্র বসু, কৃষ্ণচরণ মজুমদার এবং প্রাচ্যবি
মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু উহা সমর্থন করেন।

অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহোদয় রাজরাজেশ্বর ভারতসম্রাট পঞ্চমজ
বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয় কামনা করিয়া তৎসাহায্যার্থ কায়স্থ যুবকগণকে সৈন্যদলে প্র
করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন।

তৃতীয় প্রস্তাবে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎবাবু কতিপয় কায়স্থ মহাত্মাকে সভায় ম
করার জন্য প্রস্তাব করেন এবং তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রস্তাব উপস্থিত করে
তিনি ও পরে অনেকে বক্তৃতা করেন; তন্মধ্যে প্রচারকসরলবাবু বেশ উত্তেজনা
বক্তৃতা করেন। এ দিন এই পর্য্যন্ত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। পরদিন সভা
বিংশতিজন কায়স্থ সন্তানের ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন হয়। এবং প্রায় দেড়
সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। এ দিন একটি গানের পর বিক্রমপুরের পণ্ডিত শ্রী
মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থ ও শূদ্রের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে শা
যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেকেরই শূদ্রত্বের প্রতি একটা ঘৃণা উপস্থি
হয়। ইঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, ভারতীয় কায়স্থগণের সমান সদাচার ও স
কায়স্থ শ্রেণী চতুষ্টয়ের একত্রী করণ, বিবাহাদি সামাজিক কর্ম্মে ব্যয়সঙ্কোচের প্রস্
গৃহীত হয়। তদনন্তর চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে কতক টা
সংগৃহীত হয় ও কেহ কেহ প্রতিশ্রুতি করেন। যথাস্থানে তাহার বিস্তা
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। অতঃপর উচ্চশিক্ষা, সমুদ্র যাত্রার প্রস্তাব গৃহীত হই
মাননীয় বিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা মহোদয় আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রস্
উত্থাপন করেন।

সন ১৩২৫ সালের জন্য কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় সভাপতি, টা
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ধনাধ্যক্ষ, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ
এবং শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

এবার চট্টগ্রাম অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ম্মকর্ত্তৃবৃন্দের আদর আপ্যায়নে,
ব্যবহারে এবং তদুপরি রসনা তৃপ্তিকর ভোজ্যোপকরণে অভ্যাগতবৃন্দ যে প্র

আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহাদিগকে নিয়ত আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান ভিন্ন আর কি প্রতিদান করিতে পারি?

কায়স্থ-লেপ্টনাণ্ট :—

কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের বারেন্দ্র সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি-এ, কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতরক্ষী সেনাদলে নাম লিখাইয়া "বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনী"তে যোগদান করেন। সম্প্রতি ইনি সামরিক শিক্ষা শেষ করিয়া রংপুরের রংরুট সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সম্প্রতি অবৈতনিক দ্বিতীয় লেপ্টনাণ্ট করিয়াছেন। সমর বিভাগে ইহাই কমিশনড্ র‍্যাংক্। নলিনী বাবুর এই সামরিক পদোন্নতিতে আমরা সুখী হইয়াছি। তিনি আমাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন।

প্রাপ্তি স্বীকার :—

প্রচার ভাণ্ডার। গত ১৫শ বার্ষিক অধিবেশনে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সভার উদ্দেশ্য প্রচারের সাহায্যার্থ ১০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি করেন। গত ৭ই চৈত্র তাঁহার ঐ দান প্রাপ্ত হইয়া আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পালবর্ম্মা, সাং বোয়ালি (ঢাকা) ১৲ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস, চট্টগ্রাম সদরঘাট ৫৲ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, সাং মতীহারী ২৲ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, (মোক্তার, চট্টগ্রাম,) ২৲ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, (ভেলানগর, ত্রিপুরা) ১৲ রেবতীমোহন চৌধুরী ২৲, নূতনচন্দ্র চৌধুরী (পটিয়া) ২৲ মহেন্দ্রলাল সরকার (সাং চক্রশালা) ১৲ রজনীরঞ্জন চৌধুরী (সানধপুর) ১৲ দুর্গাকান্ত কাননগো, ২৲ রামকুমার চৌধুরী, ॥০ শশিকুমুদ বিশ্বাস, ॥০ শ্রীযুক্তা কুসুমেশ্বরী ধর, (সারাধলা, চট্টগ্রাম,) ১৲ রাজচন্দ্র দত্ত, ২৲ রসিকচন্দ্র দত্ত (সাং ডবল্‌মুরিং), ২৲ কামিনীকুমার চৌধুরী, ২৲ নগেন্দ্রকুমার রক্ষিত ।০, গনেশচন্দ্র ঘোষ, (সাং পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ) ২৲ চন্দ্রকুমার গুহ, ১৲ কবিরাজ সুরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ১৲ জনৈক ভদ্রলোক ।০ মোট ৩০৷৷০ নগত আদায় হইয়াছে। ত্রিপুরা পূরণ নিবাসিনী শ্রীযুক্তা পরমেশ্বরী দেবী ২৲ টাকা তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার পাঠাইয়াছেন। ইহা ছাড়া ১৬৩।০ টাকার প্রতিশ্রুত পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে, ডবল্‌মুরিং নিবাসী কায়স্থ-সভার পুরাতন সভ্য শ্রীযুক্ত রাইমোহন মিত্র, ত্রিপুরা চাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, চট্টগ্রামের কবিরাজ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু কাননগো ইঁহারা মাসিক ২৲ হিসাবে প্রত্যেকে বার্ষিক ২৪৲ টাকা, কায়স্থ-সভায়

অন্যতম পুরাতন সভ্য ব্যাণ্ডেল রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত বার্ষিক
ঢাকা বোয়ালী নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পালবর্ম্মা বার্ষিক ৩৲ পাথরঘাটার শ্র
যোগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বার্ষিক ২৲ টাকা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই
প্রতিশ্রুতকারি মহাত্মাগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাইমোহন মিত্র বৈশাখ মাসে
পাঠাইয়াছেন। দাতৃবর্গ আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

প্রচার বিবরণ ঃ—

১৮ই, ১৯শে, ২০শে, ২৫শে ও ২৭শে চৈত্র তারিখ ক্রমে ডবলমুরি থিয়ে
হলে, মিউনিসিপাল গার্ডেনের সমীপবর্ত্তী ময়দানে, Conference Hall এ,
পটীয়া এই চা'র স্থানে চারিদিন কায়স্থ-সভা হয়। ঐ সমস্ত সভাতে প্রচা
শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা অনেকে
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উক্ত সভা চতুষ্টয়ে বিরুদ্ধ দলের অধিকাংশ কায়
উপস্থিত ছিলেন।

২৫ শে তারিখের সভাতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ উকিল মহাশয়ের প্রস্তা
মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু
গভর্ণমেণ্ট পেন্‌সনার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভাতে শ্রী
অন্নদাচরণ সেন শ্রীযুক্ত কমল কুমার ঘোষ ও আরও অনেক কায়স্থ (যাহা
কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন না) উপস্থিত ছিলেন।

১৯শে চৈত্র তারিখের সভাতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র গুহ উকিল, শ্রীযুক্ত যোগে
চন্দ্র উকিল ও অন্যান্য অনেক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। এই সভাতে পণ্ডি
শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। ২৭শে তারিখের সভাতে প
কালীকান্ত শিরোমণি মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। উপরিউক্ত স
সভাই সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। মহিলাগণের স্বতন্ত্র আসনের বন্দোবস্ত থাকায় ১
ও ২৫শে তারিখের সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মহিলাও উপস্থিত ছিলেন
চট্টগ্রামবাসী কায়স্থগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের লুপ্ত, সুপ্ত ও জাগ্রত কীর্ত্তি কলা
স্মরণ করিয়া হিংসা দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক স্বজাতির মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন হওয়া একা
বাঞ্ছানীয়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্বেষ ও বৃথাগর্ব্বের ভাব এখন
পোষণ করিতেছেন।

উপনয়ন ঃ—

১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৪। জেলা নদীয়া, গোস্বামীদুর্গাপুর নিবাসী শ্রীযু
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে সুরেন্দ্রবাবু স্বয়ং এবং জহুরিলা

সরকার যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রীসূত্র গ্রহণ করেন। উভয়ই দক্ষিণ রাঢ়ী, পুরোহিত ছিলেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। উদ্যোগী সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মেলনীর কর্ত্তৃপক্ষ।

১৩ই চৈত্র, ১৩২৪। জেলা নদীয়া, সোমেশপুর-কায়স্থ-সম্মিলনীর প্রতিনিয়ত চেষ্টায় এবং ক্ষাত্রশোণিতোদ্ভূত কায়স্থ কুলগৌরব কতিপয় মহাত্মার অদম্য আগ্রহাতিশয্যে, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নিয়ত নিগ্রহপরায়ণ ধুশুস্ত গ্রামের নিম্নলিখিত দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সন্তানগণ স্বীয় জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে স্ব স্ব কুলপুরোহিত দ্বারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধরণীধর দাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস, মধুসূদন দাস, বাবুরাম দাস, নিত্যানন্দ দাস, গৌরচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র চাকী, শৈলেন্দ্রনাথ চাকী, প্রভাসচন্দ্র চাকী, ক্ষীরোদভূষণ চাকী, বিজয়চন্দ্র দাস, মাখনলাল পালিত।

আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"স্থানীয় তালুকদার শ্রীযুক্ত দীননাথ নন্দী মহাশয় এই গ্রামে উপনয়ন সংস্কার আরম্ভ হওয়াবধি জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত। তাঁহার বিশেষ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সত্বেও গ্রামের অনেক দরিদ্র কায়স্থ সন্তান, যাঁহারা বুঝিয়াছেন, কায়স্থ শূদ্র নয়, তাঁহারা সর্ব্বস্বপণ করিয়াও সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন; ফলে তাঁহাদের উপর পথে ঘাটে, আদালতে নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের গ্রামে বাস অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নন্দীমহাশয়ের নিজ তালুকভুক্ত সিংহাড়িয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বসু গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন; কিন্তু সাবিত্রী গ্রহণ অপরাধে তাঁহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে। তিনি এখন পথের ভিখারি। এই নৃত্যগোপালবাবু ভিক্ষা বৃত্তির দ্বারা উপস্থিত কেন্দ্রের অধিকাংশ ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সুষুপ্ত কায়স্থ-সমাজকে এই সকল উৎপীড়িত দরিদ্র স্বজাতির উদ্ধার কল্পে চক্ষুরুন্মীলন করা কর্ত্তব্য।"

গত ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৪। ফরিদপুর-প্রচার সমিতির উদ্যোগে ও সম্পূর্ণ ব্যয়ে কৃপানাথ লেনে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস মহাশয়ের ভবনে নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের কার্য্য সুসম্পন্ন করণার্থ মোচনা নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা ও কেদারনাথ দেববর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র দত্ত বর্ম্মা প্রভৃতি মহাশয়গণ যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ভগবান ইঁহাদের মঙ্গল করুন। উপবীতী গণের নাম—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোকানাথ বসু, দুর্গাচরণ ভদ্র, হরিমোহন দাস, বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস, দিগিন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নিবারণচন্দ্র দাস, কেদারনাথ

দাস সর্ব্ব সাং বোর্ণি; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃতলাল বিশ্বাস সাং নয়া
হরেন্দ্রমোহন দে সাং ইশিবপুর, শ্রীযুক্ত সীতানাথ কর সাং রাঘদী, শরচ্চন্দ্র
সাং ঘারুয়া, দেবেন্দ্রচন্দ্র দেব সাং বাজিৎপুর, অক্ষয়কুমার রাহা, রাজকুমার
সাং সদরদী, বসন্তকুমার সেন সাং মাইজপাড়া, পূর্ণচন্দ্র সোম সাং তুজারপুর, মনে
দত্ত সাং কলাগাছিয়া বাজিৎপুর, সতীশচন্দ্র দেব সাং বগাইল।

১৭ই চৈত্র ১৩২৪, চট্টল কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। নিম্নলিখিত দক্ষিণ
কায়স্থ বৃন্দ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করেন।

শ্রীযুত রামতারণ নন্দী, নায়েব, জমিদার ষ্টেট, সাকীন জঙ্গল খাইন, বি
চৌধুরী, নগেন্দ্র লাল চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী, সাং দক্ষিণভুষি, নগেন্দ্র
চৌধুরী মোক্তার, রতনীকুমার বিশ্বাস মোক্তার, গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস পেস্কার, সাং চল
দেবেন্দ্র লাল দাস, গোবিন্দচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র চৌধুরী, সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, র
রঞ্জন কানুনগো সাং ধলঘাট, রোহিনীরঞ্জন দত্ত সাং ছনহরা, ধীরেন্দ্র লাল চৌ
ভগবতীপ্রসন্ন চৌধুরী, হরি কৃষ্ণ চৌধুরী, উপেন্দ্রলাল চৌধুরী সাং কধুরখিল
বঙ্গজ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়, পুলিন বিহারি রায় সাং বসন্তপুর, নোয়াখালী

১৮ই চৈত্র ১৩২৪, চট্টল কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ
ব্রজেন্দ্র নাথ নন্দী, যোগেশচন্দ্র দাস সাং কাঞ্চনা, নূতনচন্দ্র দাস সাং
হীরেন্দ্রচন্দ্র দাস সাং ধলঘাট।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৪। কাদিরপুর নদীয়া। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষদ
রাঢ়ীর কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত অশ্বিনিকুমার ঘোষ, দক্ষিণ রাঢ়ী।

বিবাহ।

২৪শে ফাল্গুন ১৩২৪। কাদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
পুত্র শ্রীমান্ অশ্বিনী কুমার ঘোষ বর্ম্মার সহিত এতমামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদার
বসু (অনুপবীতী) মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মায়াবিনীর বিবাহ ক্ষত্রিয় প
অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কেদার বাবু অনুপবীতী হইলেও শূদ্রাচারের পক্ষ
নহেন। এই বিবাহে বরপক্ষই যাবতীয় ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ২৩ শে ফাল্গুন ১৩২৪। যশোহর ধোপাদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত যদে
মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর শুভ-বিবাহ শকুড়িয়া
নিবাসী ৺বসন্তকুমার দত্ত বর্ম্মার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান বিজয় কুমার দত্ত বর্ম্মার স
ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই

কায়স্থ-পত্রিকা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

অনুভূতি।

(১)

হে মোর মানস, জাগরে ধীরে!
মোহ ঘুম তোর ভাঙ্গিল কি রে?
সঞ্চিত যত স্মৃতির রতন,
আজি সেই ব্রত কর সমাপন
আঁখির নীরে।
জাগরে ধীরে!

(২)

তরুণ-অরুণ কিরণ—রাশি
তোমার আলয়ে পড়িছে আসি!
এখনো কি তোর রুদ্ধ দুয়ার?
এখনো বাহিছ সুপ্তি-পাথার!
স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিশ্ব-শোভার
মহিমা রাশি
পড়িছে আসি!

(৩)

ভেঙ্গে গেল ঘুম,—নীরব ধ্যান !
উলসি' বিলসি' নাচিল প্রাণ।
হেরিনু সহসা চক্ষু মেলিয়া,
উৎসব রোল বিশ্ব ব্যাপিয়া,—
আলোকে বাতাসে চলে'ছে ভাসিয়া
সুরভি ঘ্রাণ।—
নাচিল প্রাণ !

(৪)

অনুভব রাশি উঠিল জাগি'—
নব অনুরাগ কাহার লাগি ?—
নদী গেয়ে যায় মৃদু কলতান,
ভেসে আসে বায়ে বিহগের গান ;
জাগিল অলস তনু মনঃপ্রাণ
করুণা মাগি'—
কাহার লাগি' ! !

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুমু

জাগিয়া করিব কি ?

বিগত ২৪শে চৈত্রের দৈনিক 'নায়ক' পত্রে প্রকাশিত "হীরেন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হীরেন্দ্রনাথ-লিখিত পত্রখানি প্রত্যক্ষভাবে নায়ক-সম্পাদ তথা বঙ্গসন্তানগণের উদ্দেশে লিখিত হইলেও ইহাতে হীরেন বাবু পরোক্ষ স্বজাতির বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। হীরেন বাবু বঙ্গমা সুসন্তান, ত্বদীয় গৌরবে বঙ্গসন্তান মাত্রেই গৌরবান্বিত মনে করিলেও, আমাদেরই কায়স্থ মাত্রেরই, বিশেষভাবে গৌরব অনুভব করিবার কথা। বর্ত্তমান শি সমাজে হীরেনবাবু সর্ব্ব বিষয়েই উচ্চ আদর্শ, সুতরাং তাঁহার লেখনী-মুখে বিনি

ভাব বিকাশ সকলেরই অনুধাবনীয় ও অনুকরণীয়। আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি কেহ উক্ত পত্রখানি পাঠ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া উক্ত পত্রখানি পাঠান্তে যাহা মুখ্যতঃ জাতীয় শিক্ষা উপলক্ষে লিখিত তাহা কিরূপ গৌণভাবে আমাদেরই বর্ত্তমান অবস্থা বিবৃত করিতেছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে সচেষ্ট হউন, ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও প্রার্থনা।

বিগত চৈত্রের প্রারম্ভে 'প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় হিসাবে শিক্ষা দান বিষয়ে একান্ত অনুপযোগী' ইহা শ্রদ্ধেয় নায়ক সম্পাদক প্রভৃতি বঙ্গনেতৃগণ বঙ্গবাসীর বোধগম্য করাইতে চেষ্টা করিলেও আশানুরূপ সুফলের বিশেষ সম্ভাবনা না দেখিয়া পরন্তু জাতীয় শিক্ষা বলিয়া, বর্ত্তমানে যাহা প্রচারিত তাহা মূল উদ্দেশ্য পরিহার পূর্ব্বক পূর্ব্বাগত শিক্ষারই পুনঃ সংস্করণরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে দেখিয়া, এবং এতৎপক্ষে স্বদেশবাসীগণের চেষ্টার মৌখিক বা লেখনীমুখে প্রকাশিত বাগ্‌বিন্যাস ব্যতীত আন্তরিকতার কোনও আভাসই না পাইয়া, আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "জাগিয়া করিব কি ?" এই আক্ষেপোক্তির সমাধান স্বরূপ হীরেনবাবুর উক্ত পত্রখানি লিখিত।

নায়ক-সম্পাদকের আক্ষেপোক্তি এবং তদুত্তরে হীরেনবাবুর বক্তব্য পাঠান্তে অভিনিবেশ সহকারে বঙ্গীয় কায়স্থজাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্বতই উপলব্ধি হইবে যে, উভয়ে যেন আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াই আমাদিগের শিক্ষার্থ, নিজ নিজ লেখনীর পরিচালনা করিয়াছেন—আমাদিগের জাতীয়ত্ব সংরক্ষণ পক্ষে সেই অনুষ্ঠান সত্ত্বেও স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য, সেই সুখ শয়নের ব্যাঘাতের ভয়ে, আক্ষেপোক্তি বা প্রলাপোক্তি 'জাগিয়া করিব কি ?' সেই ভোগ বিলাসের বিক্ষুব্ধি আশঙ্কা, অমূলক স্বার্থসিদ্ধির কাল্পনিক বিভীষিকা, সদাচারের আপাত অরমণীয় দৃষ্টি কঠোর-অভ্যাস-মধুর-সুসংযমাদির পরিধি মধ্যে সন্নিবেশ নিবন্ধন লালসা পুষ্ট জীবনের সুখ বিলাসের কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি সম্ভাবনা, স্বজাতীয়গণ, স্ববংশীয়গণ, স্বভ্রাতৃগণ অযথা লাঞ্ছিত, অবনমিত, পদদলিত পরিদৃষ্ট হইলেও নিজের বর্ত্তমানে সেরূপ কোনও মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিবার আশঙ্কার অভাব নিবন্ধন নিজের ক্ষুদ্র শক্তির বাহিরে দৃষ্টি সঞ্চালনে একান্ত অনিচ্ছা, এ সমস্তই হীরেনবাবুর পত্রে প্রতিভাত এবং বুঝিয়া, মিলাইয়া পাঠ করিতে পারিলে উহাতে রোগনির্ণয় এবং তৎপ্রতিকার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা উভয়েই সুস্পষ্ট রূপে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

জাতীয় শিক্ষার দিকে আজ আমাদের বাঙ্গালীজাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

আজ বাঙ্গালীজাতি বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে শিক্ষা তাহারা পাইয়া আসি তাহা তাহাদের জাতীয়তা স্ফুরণে তাহাদের মনুষ্যত্ব সংস্থাপনে একান্ত অনুপ যেহেতু এই শিক্ষার ফলে মায়কের ভাষায় কেবল দুই শ্রেণীর জীব হইতেছে ;—এক গোলাম, অন্য গুণ্ডা। সমষ্টিভাবে সম্যক্ বাঙ্গালীজাতির পক্ষে প্রযোজ্য, ব্যষ্টিভাবে তাহাই বিভিন্ন জাতি সমূহের পক্ষে প্রয়োগ করা যাইতে পা এক পক্ষে যেমন অর্থকরী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালী জাতীয় জীবন সংরক্ষ পরিবর্দ্ধনোপযোগী আচার, অনুষ্ঠান ও তন্মূলক সংযমাদি বিস্মৃত হইয়া এ গোলামীই জীবনের সার উদ্দেশ্য করিয়া অধঃপতনের দিকে শনৈঃ শনৈঃ হইতেছে। গোলামী যাহার জুটিতেছে না, যে স্বজাতীয় বৃত্তি বা কায়িক প সাধ্য কোন প্রকার বৃত্তি অবলম্বনে যুগ-মাহাত্ম্যে হেয় বলিয়া বিবেচিত হ তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, অভাব নিবন্ধন অসন্তোষের এবং হতাশের চর গুণ্ডাভাবে পরিণত হইতেছে ; অন্য পক্ষে সেইরূপ সমাজের বিভিন্ন শাখা বহুকালাগত ধর্ম্মবিপ্লব ও কর্ম্মবিপ্লবের ফলে স্বস্ব বর্ণোচিত আচারানুষ্ঠা পরিবর্জ্জন নিবন্ধন একটা কিম্ভূত কিমাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অর্থই হ জীবনের সার। যিনি জন্মফলে বা কর্ম্মফলে কমলার আশ্রয় লাভ করিতে হইয়াছেন, তিনি ভাবিতেছেন, আচার অনুষ্ঠান আবার কি, জাতিই বা কি, ঐ ভাবিয়া সুখস্বপ্নের ব্যাঘাতোৎপাদন করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা। আবার যিনি ল কৃপা লাভে বঞ্চিত তিনি স্বজাতিপক্ষে গুণ্ডায় পরিণত হইতেছেন। অর্থ প্রসূত চিত্ত সঙ্কীর্ণতা প্রভাবে ভাবিতেছেন, আচার অনুষ্ঠান আবার কি, আবার উচ্চ নীচতর কি, অর্থার্জ্জনই জীবনের সার, যে কোন উপায়ে অর্থ করিতে পারিলেই হইল। এমন কোনও হীন বৃত্তি নাই যাহা এই শে দিগের অনবলম্বনীয় ! হায় ! জাতিবর্ণ সম্মত আচার জনিত শুভফল সংযম সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, ভাই যদি ভাইকে দেখে, বড় যদি ছোটর ঘোর রাখে তাহা হইলে এই হীন ভাব, এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য সমাজে কি তিষ্ঠিতে পা কিন্তু সে আচারে আগ্রহ, সংযমে প্রয়াস হিন্দুসমাজ হইতে বহুদিন অন্তর্হিত হইয় আবার কি তাহা ফিরিয়া আসিবে ?

হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধহয় নেশার ঘোর একটু কমিয়া রোগের তীব্রতা যখন একটু মন্দীভূত হইয়াছে ; তখন ধ্বংসাবশ্যম্ভাবী পুনরাক্রম অবকাশ না দিয়া বা স্বভাব বশেই আরোগ্য লাভ নিশ্চিত এরূপ না ভাবিয়া প্রয়োগে যত্নবান হওয়াই কর্ত্তব্য। তমোভাব প্রণোদিত জাতিগত বিদ্বেষ

আশ্রয় না লইয়া যাহাতে গতি উন্নতিমার্গাভিমুখী হয়। এই শুভ মুহূর্ত্তে তৎপ্রতি সকলেরই—বিশেষতঃ যাহাদিগকে দশে মানে, দশে চিনে তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং নিতান্ত সমীচীন। ব্রাহ্মণগণের কি কর্ত্তব্য তাঁহারাই অবধারণ করুন। তবে তাঁহাদিগকে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে,তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত অযথা অশুদ্ধ তাঁহাদিগকে কলুষিত করিবে মাত্র। আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের উদ্দেশে আমার বক্তব্য এই যে যখন বর্ণোচিত আচারাদি পরিহার রূপ কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্তের ফলে আমরা নিতান্ত হীনদশা প্রাপ্ত, তখন এই অশেষ দোষের আকর কদাচারপুষ্ট তমোভাবের আমূল সংশোধন ভিন্ন আমাদের জাতির কি ভরসা আছে ?" বহুকাল যাবত বর্ণগত আচার পরিহার হেতু ক্রমাবনতির ফলে একান্ত হীন ভাবাপন্ন কায়স্থজাতিকে আজ চিনিতে পারা যায় না, ইহা কোন্ বর্ণান্তর্গত। রাজা গণেশ, রাজা প্রতাপাদিত্যের স্বজাতি আজ হৃতজাতীয় গৌরব! ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ কেশব-ছত্রী, রঘুনাথগোস্বামীর জাতি আজ শূদ্রাখ্যা প্রাপ্ত! ইহা অপেক্ষা মহান্ দুর্ভাগ্য আর কায়স্থ নামধারীর পক্ষে কি হইতে পারে ? হায়! ব্রাহ্মণ তুমিও গুরু হইয়াও আজ পূর্ব্বসঙ্গী শিষ্য কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থনে সঙ্কোচ বোধ করিতেছ ? কিন্তু ভুলিয়া যাও কেন যে, যিনি সমসাময়িক শাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, যাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রব্যাখ্যা তাৎকালীন পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল, সেই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনেতিহাসেও কায়স্থের দ্বিজত্ব সুপ্রমাণিত, কায়স্থ রঘুনাথ দাসের প্রতি নারায়ণ শিলা পূজার আদেশ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমুখ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছিল, ভুলিয়া যাও কেন, আচারভ্রষ্ট একান্ত শূদ্র ভাবাপন্ন অবস্থাতেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব, দ্বিজত্ব, পণ্ডিতাগ্র-গণ্য, বঙ্গগৌরব বাচস্পতি, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কর্ত্তৃক সুস্পষ্ট ভাষায় সমর্থিত। ভুলিয়া যাও কেন, তুমি হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয়, হিন্দু সমাজের নিয়ামক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের গুরু, আমাদের পরিচালক, আমাদিগকে সংযত করা কদাচার দুষ্ট আমাদিগকে সুসংস্কৃত করিয়া বর্ণোচিত আচার গ্রহণে সহায়তা করা তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়, তোমাদের দোষ দেওয়া বৃথা, আমরা নিজেরাই যখন এখনও বুঝিতে পারিতেছিনা। আমরা স্বরূপতঃ কি, যখন বর্ণোচিত গুণ চাপিয়া রাখিয়া 'তৃনাদপি সুনীচেন'মন্ত্রে দীক্ষা নিবন্ধন বিভিন্ন বর্ণ গুণ লাভ প্রয়াসে গৃহীত 'দাসা'খ্যা পরিহারে এখনও ইতস্ততঃ করিতেছি, মুখে এখনও 'জাগিয়া করিব কি' এই একই প্রলাপোক্তি, তখন অন্যকে দোষ দেই কেন !

কিন্তু চাকা ঘুরিয়াছে। বর্ত্তমান যুগ সংস্কারের যুগ, জাতীয় জাগরণের
তাই আজ সর্ব্ব সমাজই ভোগ সুখ লালসা প্রণোদিত অশেষ দোষের আকর
বাদ প্রসূত, আচার বিহীন বা মিশ্রাচার দুষ্ট বর্ত্তমান জীবন পরিহারেচ্ছায়
সন্ধানে ব্যাপৃত। যে এই স্রোতের অনুকূলে সাগ্রহে ভাসিতে পারিবে সেই
পাইবে, প্রতিকূলাচরণে ধ্বংস অনিবার্য্য। পূরতঃ অবস্থিত হইলেও আ
অভাবে, স্বার্থান্ধতার ও আরাম লোলুপতার তীব্র মোহ জনিত জড়ত্ব প্রভাবে
গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে পশ্চাদনুসরণকারীগণকে পুরোভাগে যাইবার
পথ ছাড়িয়া দিতেই হইবে—তৃতীয় পন্থা নাই। হয় নিজের কি ছিল, কোন
তুমি পুরোভাগে স্থান পাইয়াছিলে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া পুনর্ব্বার আ
করিয়া লও, ত্যক্তাচার সাগ্রহে ভক্তিভাবে পুনঃ গ্রহণ করিয়া দৃঢ়ভাবে
সগৌরবে অবস্থান করিবার সামর্থ্য লাভ কর, না হয় পশ্চাদনুসরণকারী
শ্রেষ্টত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে পুরোভাগ অধিকারে সুযোগ দিয়া তদা
নির্জ্জীব অবস্থায় ভারাক্রান্ত জীব বহন করিয়া নিজেকে কৃতার্থম্মন্য মনে কর।

কায়স্থ ভ্রাতৃগণ ভুলিতে পারিবে কি, কোন্ দিন যে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্ম
জাতি সমূহের মধ্যে তোমাদের জাতিই আবহমানকাল সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগ
হইয়া আসিতেছে? বহু শতাব্দী হইতে উদ্যম বিহীন অলস জীবনের অবশ্যম্ভাবী
সুবিধাবাদের অবধি প্রচলনে কর্ম্মবিপ্লব হেতু সকলেই একাচারী এবং আপ
দৃষ্টিতে এক বর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও এখনও পর্য্যন্ত তোমাদের স্বা
তোমাদের শ্রেষ্টত্ব পূর্ণভাবেই স্বীকৃত আছে। কিন্তু সে সম্মান, সে শ্রেষ্ঠত্ব তো
অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে কি? আজ নব যুগে জাতীয় জাগরণের শুভ মুহূর্ত্তে ব্রাহ্ম
প্রত্যেক জাতিই উদ্বোধিত স্ব স্ব বর্ণ নির্ণয়ে একান্ত আগ্রহান্বিত। শূদ্র ব
পরিগণিত হইলেও নিজ নিজ আচার ব্যবহারে উহার অসমীচীনতা পরিদৃষ্টে
শূদ্রাখ্যা তৎপ্রতি আরোপিত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বিবেচনায় বৈশ্যাদিবর্ণ
কিনা তদনুসন্ধানে প্রত্যেক জাতিই একান্ত যত্নবান এবং শাস্ত্রে তদনুকূল
প্রমাণ পাইলে তদাখ্যা ও তদাচার গ্রহণে সমবেতভাবে সচেষ্ট। এই বর্ণ নি
প্রচেষ্টা এবং শূদ্রাচার পরিবর্জ্জন করিয়া প্রমাণ লব্ধ নির্ণীত বর্ণানুযায়ী আচার
গ্রহণ পূর্ব্বক জাতীয় উন্নতি বিধানে কৃতসঙ্কল্প হও। বিশেষভাবে প্রমা
পুরাণেতিহাস সম্মত, একাখ্যাযুক্ত বিভিন্ন প্রদেশীয় জাতীয়গণ কর্ত্তৃক সম্মুখ
একান্ত গ্রহণীয় লুপ্তাচারানুষ্ঠানাদির পুনঃ গ্রহণে আমাদের এখনও ঔদাসীন্য প্র
কি শোভা পায়? কিন্তু হায়! বিগত কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গ কায়স্থ

তিলক, অক্লান্ত কর্ম্মী, স্বজাতিগত প্রাণ স্বর্গীয় সারদাচরণ প্রমুখ মহাজনদিগের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সুপরিচালিত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা প্রচারিত এবং সন্দেহ নিরসন কল্পে অকাট্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বলিত পুস্তকাদি প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও ক্ষত্রিয়াচার সর্ব্বজন গৃহীত নয় কেন? এখনও নায়কগণের, যাঁহাদিগকে 'দশে মানে দশে চিনে', যাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অন্যে অনুকরণ করিবে এরূপ সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মুখে সময় সময় হতাশের আক্ষেপোক্তি 'জাগিয়া করিব কি' আনন্দ উচ্ছ্বাস শুনিতে পাই না কেন? জাগিয়া করিবে কি তাহার উত্তর হীরেন বাবুই জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে দিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতেই বলি "দেশের (জাতীয়) নায়কগণ যাঁহারা সন্তোষকে এখনও সার করিতে পারেন নাই এরূপ নায়কগণ জাগরিত হউন। আমাদের (অনুষ্ঠিত, একান্ত গ্রহণীয় বলিয়া পরিগণিত এবং সুপ্রমাণিত) কার্য্যে যোগ দিন, আমাদের সদুপদেশ দিন, উৎসাহিত করুন!" জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে, ভগবদ্দত্ত নিজ নিজ নায়কত্ব রক্ষা করিতে, সত্যের মহিমা প্রচার করিতে, আত্ম নিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হউন।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষবর্ম্মা।

কালিদাস ও ভবভূতি।

(৪)

[কায়স্থ পত্রিকা, ২৯ পৃষ্ঠার পর]

কবি কালিদাস এবং ভবভূতি উভয়েই ত্রেতাবতার রঘুবংশাবতংসমর্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। কালিদাস "রঘুবংশ" কাব্যে এবং ভবভূতি "মহাবীর চরিত" এবং উত্তররাম চরিত" নাটক দ্বয়ে রাম চরিত্রের চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন। একই বিষয় লইয়া দুইজন বিভিন্ন সময়ের কবি ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনা করিলে, পূর্বাগামী কবির গ্রন্থ হইতে অনেক ভাব পরগামী কবির গ্রন্থে প্রায়ই আসিয়া থাকে,—এমন কি লেখকের অজ্ঞাতেও অনেক ভাব তাঁহার রচিত পুস্তকে প্রবেশ করিয়া থাকে। পৃথিবীর সর্বদেশের

সাহিত্যেই এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই সাধারণ নিয়মের উপর করিয়া কোন কোন সমালোচক ভবভূতির নাটকে কালিদাসের কাব্যের ছায়া দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এইবার তাঁহাদে উক্তির সারবত্তা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

পূর্ব্বতর কবির রচনা এবং ভাবের ছায়া যে পরবর্ত্তী কবির গ্রন্থে স্পষ্ট যায়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। এ সম্বন্ধে কবি কালিদাসের "রঘুবংশ" কবি কুমারদাসের "জানকী হরণ" প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাঁহারা এই উভয় কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে কবি কুমারদাস কি চমৎকার নিজ রচিত কাব্যে কবি কালিদাসের অনুকরণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অনু করিয়া কাব্য রচনা, অথচ সেই কাব্যে রচয়িতার স্বীয় প্রতিভার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি একমাত্র "জানকীহরণের" কবি কুমারদাসের রচনায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভবভূতির নাটকে "রঘুবংশের" কবির রচনার কিরূপ আভাস পাওয়া যায়, দেখিতে গেলে প্রথমে নাটক গুলির বস্তু সমাবেশ অর্থাৎ গল্পাংশ সম্বন্ধে বিবে করিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা "মহাবীর চরিতের" কথাই বলিতেছি।

"মহাবীর চরিত" নাটকে, সপ্ত অঙ্কে, শ্রীরামচন্দ্রের লীলার প্রথমাংশ বি হইয়াছে। ঋষিরাজ বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পাদন করিবার অভি অযোধ্যা হইতে মহারাজ দশরথের অনুজ্ঞাক্রমে নবীন ব্রহ্মচারী রাম লক্ষ্ম আশ্রমে আনিয়াছেন,—এই দৃশ্য প্রথম অঙ্কে অবতারিত হইয়াছে। তাহার যজ্ঞরক্ষা, তাড়কাবধ, জনকপুরে বিবাহ, পরশুরামের পরাজয়, যৌবরাজ্যে অভি সূচনা, বনবাস, সীতাহরণ, বালিবধ, লঙ্কাভিযান, রাবণবধ এবং রাম-সী অযোধ্যাগমন পর্য্যন্ত এই বিষয় গুলি নাটকে দেখান হইয়াছে এবং আমরা সংক্ষে ঐ সকল বিষয় পাঠকগণের নিকটে নিবেদন করিতেছি—

১। প্রস্তাবনা,—(১) বিশ্বামিত্র ঋষি স্বয়ং অযোধ্যায় গিয়া রাম লক্ষ্মণ আশ্রমে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে রামচন্দ্র জনক-দুহিতা সীতা বিবাহ করিবেন।

(২) বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে রাজর্ষি জনক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তি স্বয়ং যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় আসিতে না পারিয়া ভ্রাতা কুশধ্বজকে সীতা ও উর্মিলা কন্যা দুইটীর সহিত নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রের আশ্রমে পাঠাইয়াছেন।

(৩) কুশধ্বজ সীতা ও উর্মিলার সহিত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এ

তাঁহার সহিত রাম লক্ষ্মণের পরিচয় হইল এবং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী সীতা ও উর্মিলার পরিচয় দিলেন।

(৪) গৌতম-ভার্যা অহল্যা দেবরাজ ইন্দ্রের ধর্ষণাহেতু পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ "অন্ধতামিস্র" অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রের তেজে তিনি সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দিব্য তেজোময়ী অবস্থায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।*

(৫) কুশধ্বজ মনে মনে ভাবিলেন, যদি জনক সীতার বিবাহে হরধনুর্ভঙ্গ রূপ দারুণ পণ না রাখিতেন, তাহা হইলে এমন সুন্দর পুণ্যতেজোময় রামচন্দ্রের সহিত সীতার বিবাহ দিলে বেশ হইত।

(৬) এমন সময়ে রাবণপুরোহিত "সর্বমায়" নামক বৃদ্ধরাক্ষস সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাবণ জনক তনয়া সীতার পাণিগ্রহণ প্রার্থী, আমি তজ্জন্য মিথিলা গিয়াছিলাম; কিন্তু জনক এখন যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাই তিনি এ সম্বন্ধে কোন উত্তর দিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য বিশ্বামিত্র ও কুশধ্বজের নিকট আসিয়াছি।"

(৭) রাম লক্ষ্মণ এবং সীতা ও উর্মিলা পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া "চক্ষুপ্রীতি" লাভ করিলেন। †

(৮) রাবণ সীতাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী,—এই বিষয় লইয়া রাম লক্ষ্মণের কথোপকথন। রাম রাবণের বীর্য্য, পরাক্রমের এবং শ্রেষ্ঠতার বিষয় লক্ষ্মণকে বলিলেন।

(৯) "সর্বমায়" রাবণ-পুরোহিত রাবণের নানা গুণ বর্ণনা করিয়া সীতার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া উচিত—এই প্রস্তাব করিলেন।

(১০) এই সময় আশ্রমে তাড়কার আগমন এবং উৎপাত। রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাড়কাকে বধ করিলেন। "সর্বমায়" তাড়কার বিনাশ দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু প্রতীকার-শক্তি না থাকায় কিছু করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার উত্থাপিত সীতা-বিবাহ-প্রস্তাবের উত্তর চাহিলেন; বিশ্বামিত্র বলিলেন, "জনক কন্যার পিতা, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা,—তিনি

* "অন্ধতামিস্র" পরদারগমন (স্ত্রীর পক্ষে পরপুরুষগমন) পাপের শাস্তির জন্য কাষ্ঠ পাষাণাদিরূপ মোহাচ্ছন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্তি। এইরূপ অবস্থায় চেতনা এবং বেদনা বোধ নষ্ট হইয়া যায়।

† "আদরাদ্ বীক্ষণং যত্তচ্চক্ষুঃ প্রীতির্ভবেত্তু সা।" দ্বাদশ শৃঙ্গার অবস্থার প্রথম অবস্থা। পূর্ব্বরাগের প্রথম লক্ষণ।

সব জানেন, কুশধ্বজ কনিষ্ঠ, তিনি বলিবেন ?" রাক্ষস "সর্বমায়" বলিলে "ওদিক জনক বলিলেন, 'কৌশিক (বিশ্বামিত্র) এবং কুশধ্বজ জানে,—এ ঠেলাঠেলি ?"

(১১) এই অবসরে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে দিব্যাস্ত্র সমুদয় প্রদান করিলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সমুদয় অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কুশধ্বজ বলিলেন, "ভগ যদি আমরা এরূপ গুণবান্ ও বীর্য্যবান্ জামাতা না পাই,—তাহা হইলে আমা ভাগ্য মন্দ—" বিশ্বামিত্র উত্তর দিলেন,—"আপনি এখনও সন্দেহ করিতেছেন ?" অর্থাৎ রামচন্দ্রের সহিত সীতার বিবাহ'ত নিশ্চিত।

(১২) বিশ্বামিত্রের প্রভাবে জনক-গৃহস্থিত হরধনু আপনি উপস্থিত হ এবং রামচন্দ্র সেই ধনুতে গুণ দিয়া টানিতে গেলেন এবং ধনু ভাঙ্গিয়া গে "সর্ব্বমায়" রাক্ষস বিস্মিত হইলেন, কুশধ্বজ আহ্লাদে উন্মত্ত প্রায় হইয়া রাম কোলে করিবেন না পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না তিনি সীতার সহিত রামের এবং উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ-সম্বন্ধ পা করিলেন। সীতা এবং উর্ম্মিলা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। বিশ্বামিত্র ভরত শত্রু সহিত কুশধ্বজ দুহিতা মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহের প্রস্তাব করিলেন অযোধ্যা হইতে ভরত শত্রুঘ্নের সহিত রাজা দশরথ এবং তাঁহার পুরোহিত বসিষ্ঠ আনিবার জন্য পুত্র শুনঃশেফকে পাঠাইলেন। রাক্ষস "সর্বমায়" এই সব দেখি রুষ্ট হইলেন এবং "রাবণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় ভবিষ্যতে ভাল হইবে না ইত্যাকার ভয় দেখাইলেন।

(১৩) এই সময়ে সুবাহু এবং মারীচের উৎপাত। উহাদিগকে বধ করি জন্য বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে আদেশ দিলেন। "সর্বমায়" রাক্ষস বিফল প্রযত্ন হই "যাই, মাল্যবান্‌কে সমস্ত নিবেদন করি"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।)

২। দ্বিতীয় অঙ্ক। (১) বিষ্কম্ভক *। রাবণের মাতামহ এবং প্রধান অমা মাল্যবান্ রামচন্দ্রের বীর্য্য ও পরাক্রমের সম্বন্ধে "সর্বমায়" রাক্ষসের মুখে যু শুনিয়াছেন, তাহাতে রাবণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন,

* নাটকের দুই অঙ্কে কথিত পাত্রদিগের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ের সংযোগ রাখিবার উদ্দে প্রযোজ্য দৃশ্য বিশেষ।

"বৃত্তযতির্ব্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষেপার্থস্তু বিষ্কম্ভো মধ্যপাত্র প্রয়োজিতঃ॥"

এমন সময়ে তাঁহার সহকারিণী সূর্পণখা (রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী) উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলেন যে, মিথিলায় বিবাহ ব্যাপার নির্বিঘ্নে সুসমাহিত হইয়াছে। মাতামহ এবং দৌহিত্রীতে (এই উভয় মন্ত্রী) মিলিয়া রাম লক্ষ্মণের বিনাশের নিমিত্ত অনেক পরামর্শ এবং ষড়যন্ত্র স্থির করিলেন,—অবশেষে রাম শিবধনু ভাঙ্গিয়াছেন, এই কথা বলিয়া রামের বিরুদ্ধে শিব-শিষ্য চিরন্তন ক্ষত্রিয়-শত্রু পরশুরামকে উত্তেজিত এবং উত্থিত করাই স্থির হইল। সূর্পণখা অবশ্য চিন্তিত রহিলেন,—'যদি পরশুরাম রামের হস্তে পরাস্ত হন, তাহা হইলে ব্যাপার আরও কঠিন হইবে'—মাল্যবান্—ভাবিলেন,—"আচ্ছা দেখা যাইবে,—পরশুরাম পরাস্ত হইবেন, এরূপ'ত বোধ হয় না।' (বিষ্কম্ভক শেষ)।

(২) পরশুরাম উল্লিখিত প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহার গুরু শিবের ধনুর্ভঙ্গকারী (সুতরাং অবমাননাকারী) রামচন্দ্রকে বিনাশ করার জন্য মিথিলায় উপস্থিত হইয়াছেন,—এবং তাঁহার আগমনে মিথিলানগরের প্রজাগণ সকলেই শঙ্কিত হইয়াছেন,—রামচন্দ্র তখন কন্যান্তঃপুরে সীতা এবং তাঁহার সখীগণের সহিত আলাপ করিতে ছিলেন।

(২) পরশুরাম কোন সংবাদ না দিয়াই কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, রামচন্দ্র তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন,—সীতা অত্যন্ত ভীতা হইলেন। পরশুরামের সহিত রামের কথোপকথন। উভয়ের বীরত্ব মিশ্রিত সৌজন্য প্রকাশ।

(৩) জনক এবং শতানন্দের কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ। জনক বলিলেন,—"যদি পরশুরাম আমার গৃহে অতিথি রূপে আসিয়া থাকেন, তিনি ঋষি,—আমি পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিব এবং পরে মধুপর্ক অর্পণ করিব,—কিন্তু যদি তিনি রামের শত্রুরূপে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে এরূপ অভদ্র ব্যবহারের জন্য ধনুই উপযুক্ত অভ্যর্থনা—অর্থাৎ তাঁহাকে বধ করাই সঙ্গত।"

(৪) রাম ও পরশুরামের পরস্পর বীর্য্যব্যঞ্জক কথোপকথন,—এবং যখন উভয়ে হাতাহাতি হইবার উপক্রম, তখন কঞ্চুকী আসিয়া জনককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাজন্ দেবীগণ রামের বিবাহ-মঙ্গল-বলয় খুলিয়া দিবার জন্য (হাতের সূতা খোলা) প্রস্তুত হইয়াছেন,—বরকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিন"—তখন রাম পরশু-রামের অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে গেলেন। পরশুরাম বলিলেন,—"আচ্ছা যাও, লোকধর্ম করিয়া ফেল,—বন্ধু বান্ধবে তোমাকে শেষ দেখা দেখিয়া লউক। কিন্তু

বেশী বিলম্ব করিও না,—আমি বনবাসী, বহুক্ষণ লোকালয়ে থাকিব না,—ফল খাইতে চাই।”

(দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।)

৩। তৃতীয় অঙ্ক। (এই অঙ্কে দ্বিতীয় অঙ্কেরই পরবর্ত্তী ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং বিষ্কম্ভকের আবশ্যকতা হয় নাই।)

(১) বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরশুরামকে অনেক বিনয় করিয়া শিষ্টাচার রক্ষা করিতে বলিলেন,—কিন্তু পরশুরাম অচল,—অটল,—তিনি বলিলেন, “রামকে ধ্বংস করিবেনই ;”—তখন জনক পুরোহিত শতানন্দ বড় রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, তিনি থাকিতে কার সাধ্য যে তাঁহার যজমানের জামাতার কেশস্পর্শ করে। শতানন্দের সহিত পরশুরামের খুব বাগ্‌যুদ্ধ হইয়া গেল, শতানন্দ শাপ দিবার জন্য জল লইলেন, দশরথ ও বসিষ্ঠ থামাইয়া দিলেন,—জনক খুব রাগিয়া গেলেন। পরশুরাম সকলের সঙ্গেই স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন, জনক ধনু লইতে গেলেন, দশরথ তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন,—বলিলেন, “আহা বামুনকে ক্ষমা করুন,—” অবশেষে দশরথের সঙ্গে পরশুরাম স্পর্দ্ধা করায় দশরথ বলিলেন, “দুর্দ্দান্তদিগের দমন ক্ষত্রিয়ের কাজ,—তুমি দুর্দান্ত, তোমার শাসন আমরাই করিব,—বামুন আবার অস্ত্র শস্ত্রের কি বুঝে ?”—পরশুরাম তেলে বেগুণে জ্বলিয়া গেলেন, তখন বসিষ্ঠকে অবমান করিয়া ফেলিলেন,—বিশ্বামিত্র নিজমূর্ত্তি ধরিলেন,—তখন বিশ্বামিত্রে পরশুরামে মারামারি হয় আর কি,—এমন সময়ে রাম আসিয়া উপস্থিত,—তখন উভয় রামে শক্তি পরীক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে গেলেন,—

(তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।)

৪। চতুর্থ অঙ্ক। (১) বিষ্কম্ভক। (মাল্যবান্ এবং সূর্পণখার কথোপকথন। মাল্যবান্ সূর্পণখাকে বলিতেছেন যে রামের প্রভাব এবং বীর্যবল দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। পরশুরাম'ত রামের নিকট পরাজিত হইলেন,—এখন উপায় কি ? তাহার পর মাল্যবান্ বলিলেন, “আমি দূত মুখে অবগত হইলাম যে, ভরত মাতা কৈকেয়ী নিজ সখী মন্থরাকে কোন সংবাদ সহ অযোধ্যা হইতে মিথিলায় রাজা দশরথের নিকট পাঠাইয়াছেন এবং মন্থরা সম্প্রতি মিথিলার উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তুমি মায়াবলে মন্থরার দেহে প্রবেশ করিয়া আমার উপদেশ মত কার্য্য করিবে,—” এই বলিয়া পরামর্শ সূর্পণখার কানে কানে বলিয়া দিলেন।

পরামর্শ এই হইল যে, মন্থরা শরীরে আবির্ভূত হইয়া সূর্পণখা রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কৈকেয়ীর দ্বারা লিখিত ও স্বাক্ষরিত বলিয়া একখানি জাল চিঠি রামচন্দ্রকে দিবে এবং বলিবে ‘রাম তোমার মধ্যমা মাতা এই বিষয়ে তোমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তুমি নিজে রাজাকে এ সম্বন্ধে উপরোধ করিবে”—এই জাল চিঠিতে দশরথ কর্ত্তৃক কৈকেয়ীকে দুইটী বর প্রদান এবং তাহার এক বরে রামের লক্ষ্মণ এবং সীতার সহিত বনগমন ও দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনার কথা থাকিবে।

এই ষড়যন্ত্রে স্থির হইল যে রামচন্দ্রকে ভুলাইয়া বিন্ধ্যারণ্যে ও দণ্ডকাকানন দেশে লইয়া যাইতে হইবে, তথায় বনবাসী রামকে বিরাধ দনুকবন্ধ প্রভৃতি রাক্ষস অক্লেশেই বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে, রাবণ ও সীতাকে লইতে পারিবেন। সূর্পণখার সন্দেহ হইল, রাবণ সীতা হরণ করিলে রামের সহিত বিবাদ আরও বাড়িবে এবং শেষে অমঙ্গল হইবে। মাল্যবান্ সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, সীতা অপহৃতা হইলে রাম-সীতা বিরহে এবং লজ্জায় হয়ত মরিয়া যাইবেন, আর যদি না মরেন পরে রাবণসখা বালীর দ্বারা তাঁহার বধ সাধন করা সুসাধ্য হইবে। আর এই প্রসঙ্গে আরও পরামর্শ স্থির হইল যে বিভীষণের সহিন রাবণের ভেদ হওয়া সম্ভব, তজ্জন্য যাহাতে বিভীষণ খর-দূষণ ত্রিশিরার সাহায্য না পায় সে জন্য খরদূষণ ত্রিশিরাকে লঙ্কা হইতে জনস্থানে পাঠাইয়া কৌশলক্রমে রামের দ্বারা তাহাদের বধ সাধন করিতে হইবে। যদি বিভীষণ এই পরামর্শ বুঝিতে পারিয়া নিজে পলায়ন করেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ব মিত্র সুগ্রীবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। বালী যখন রাবণের পক্ষে, তখন বালী নিশ্চয়ই রাবণের হিতার্থ বিভীষণকেও বিনাশ করিবেন। আর যদিই বা রাম বালীকে বধ করিয়া শেষে বিভীষণের সহিত মিলিত হন এবং তাহার ফলে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের ধ্বংস হয়, তবু বিভীষণ রাক্ষসকুলে “বাতি দিতে” থাকিবে। এই প্রকার বহুদূর প্রসারী গভীর পরামর্শ করার পর উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(২) মিথিলার রাজ ভবনে দশরথ, জনক, বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের পরস্পর কুটুম্বিতা ও ভদ্রতা সূচক মিষ্টালাপের আদান প্রদান চলিতে লাগিল এবং অবশেষে রাম ও পরশুরাম প্রবেশ করিলেন। পরশুরাম নিজ শৌর্যবীর্যের গর্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সত্ত্বস্বভাব ব্রাহ্মণ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাঁহার পরাজয়কে অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বসিষ্ঠকে ও বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করিলেন, সকলে সন্তোষ লাভ করিলেন। জনক ও পরশুরামের যথোচিত সৎকার করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের সহিত আশ্রমে চলিয়া গেলেন—কিছু পরে পরশুরামও

চলিয়া গেলেন। যাইবার অগ্রে রামকে বলিলেন, "বৎস, দণ্ডকারণ্যে মুনিদের প্রতি রাক্ষসেরা বড় অত্যাচার করে, আমিই তাহাদের সেই অত্যাচার নিবারণ করিতাম,—এক্ষণে আমার ধনু এবং এই রাক্ষস-শাসন-ভার তোমাকেই দিলাম।"

(৩) ভার্গব রাম চলিয়া গেলে রামচন্দ্র ভাবিতেছেন, তিনি অযোধ্যা হইতে কেমন করিয়া দক্ষিণাপথে রাক্ষস-দমন করিবেন, —এমন সময়ে লক্ষ্মণ মন্থরাকে লইয়া প্রবেশ করিল। সূর্পণখা মন্থরার শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র নাই, তাহার মায়া কেহই বুঝিবে না, বড় সুবিধা হইয়াছে। রামচন্দ্রের রূপ দর্শনে কিন্তু "চিরকালবৈধব্যদুঃখপ্রমুক্ষিত সংসারসৌখ্য" * হৃদয়ে বিক্ষোভ উপস্থিত হইল।

(৩) সূর্পণখা পূর্বের পরামর্শ মত বলিল, "বৎস, তোমার মধ্যমা মাতা বলিয়াছেন, 'পুত্র, পূর্বে রাজা আমাকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি সে দুইটী এখন চাহিতেছি,—তুমি আমার দূতের কাজ কর' এই বলিয়া সেই জাল পত্রখানি দিল। লক্ষ্মণ পত্র পড়িলেন। উহাতে লেখা আছে "রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত জটাচীর পরিয়া চৌদ্দ বৎসরের জন্য দণ্ডকারণ্যে যাউক, এবং ভরত অযোধ্যার রাজা হউক।"

(৪) এই সংবাদে রাম পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তাঁহার মনোভিলাষিত কার্যই হইয়াছে, তিনি ত রাক্ষস দমনের জন্য দণ্ডকারণ্যে যাইবার সুবিধা খুঁজিতেছিলেন,—তাহা আসিল, ভালই হইল। তিনি মন্থরাকে বলিলেন, "আর্যে মন্থরে, এই আমি মধ্যমা মাতার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য চলিলাম।" সূর্পণখা অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, "সংসার দেবতার চরণে আমার শত শত প্রণাম,—যে সংসারে এরূপ কল্পাদপ—এরূপ উদরচেতা মহাপুরুষ—উৎপন্ন হয়!"

(৫) এই সময়ে ভরত এবং তাঁহার মাতুল যুধাজিৎ দশরথের নিকট বসিয়া বলিলেন, "প্রজাগণ এক বাক্যে অনুরোধ করিতেছে যে, রামচন্দ্রকে যেন রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়,—আপনি তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করুন!" দশরথ জনক বলিলেন, "সখে জনক, প্রজারা এইরূপ অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এখানে নাই—" জনক উত্তর দিলেন,—"এই শুভকর্ম তাঁহাদিগের পরোক্ষ হইলেও তাঁহাদের আনন্দ হইবে,—আর বাসিষ্ঠ পুত্র বামদেব রহিয়াছেন তিনিও ত মন্ত্রজ্ঞ দক্ষ পুরোহিত—"। এই ব্যাপারে দশরথ অতিমাত্র আহ্লাদিত

* বহুকাল বিধবা হওয়ার জন্য সেই দুঃখে সকল প্রকার সংসার সুখে বঞ্চিত তাঁহার হৃদয়

হইয়া বলিলেন,—"তবে এখনই পরশুরামের পরাজয় উৎসবের সহিত রামের রাজ্যাভিষেক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হউক;—কে কোথায় প্রার্থী আছ,—আইস,—যে যাহা চাহিবে, তাহাই দিব।"

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং দশরথকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি প্রার্থী" দশরথ জিজ্ঞাসা করিলে, রাম বলিলেন,—"মধ্যমা মাতাকে আপনি যে বর দুইটী দিতে চাহিয়া ছিলেন,—তাঁহার হইয়া আমি সেই দুইটী বর প্রার্থনা করিতেছি।" "দশরথ বলিলেন,—" রঘুবংশের রাজারা সকলেই সত্যপরায়ণ, তবে আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি তাহাতে সন্দেহ কেন? আর তুমি যখন দৌত্যে আসিয়াছ,—তখন আমি আমার প্রাণ দিতেও কাতর নই।" তখন রামের আজ্ঞামত লক্ষ্মণ সূর্পণখার প্রদত্ত জাল চিঠি পড়িয়া রাজাকে শুনাইলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল, রাজা মূর্চ্ছা গেলেন।

রামচন্দ্র সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত বনগমন করিলেন,-ভরত মাতুল যুধাজিতের পরামর্শ মত রামের সুবর্ণ উপানহ যুগল চাহিয়া লইলেন।

(চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত)

৫। পঞ্চম অঙ্ক। (১) বিষ্কম্ভক। স্থান মলয় কন্দর, সম্পতি এবং জটায়ুর কথোপকথন। রামের পিতৃ-বিয়োগ, রাম কর্ত্তৃক বিরাধ রাক্ষস বধ, রাম লক্ষ্মণের চিত্রকূট পর্বত পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চবটীতে বাস, তথায় সূর্পণখা কর্ত্তৃক রামের নিকট প্রণয় ভিক্ষা, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাহার নাসাকর্ণচ্ছেদ, রামের হস্তে খরদূষণ ত্রিশিরা এবং চতুর্দ্দশ সহস্র ও চতুর্দ্দশ সংখ্যক রাক্ষসের বিনাশ প্রভৃতি বিবরণ এই বিষ্কম্ভকে প্রকাশিত হইয়াছে। পরে জটায়ু জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পাতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিতে আসিতে আকাশ হইতে দেখিতে পাইলেন যে, রাম বিচিত্র একটি মৃগের অনুসরণ করিতেছেন, লক্ষ্মণও সেই দিকে যাইতেছেন, একজন সন্ন্যাসী রামের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিতেছেন—পরে দেখিলেন সেই সন্ন্যাসী আর কেহ নহে স্বয়ং রাবণ পুষ্পকরথে সীতাকে তুলিয়া লইয়া কোথায় পলাইতেছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া রাবণকে ঐ পাপকার্য হইতে বিরত হইতে বলিলেন, কিন্তু রাবণ সে কথা শুনিল না দেখিয়া তাহাকে শাস্তিদিবার জন্য দ্রুতবেগে চলিলেন। (বিষ্কম্ভক সমাপ্ত)।

(২) রাম লক্ষ্মণ সীতার শোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন,—পথে রাবণের সহিত যুদ্ধে সাংঘাতিক রূপে আহত পক্ষিরাজ জটায়ু তাঁহাদিগকে—'রাবণ

তোমার সীতা এবং আমার প্রাণ উভয় হরণ করিয়াছে—এইমাত্র বলিয়া প্রা
করিয়াছে,—এইরূপে সীতার অন্বেষণে আরও দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লা
তাহার পরে দনু-কবন্ধ নামক রাক্ষসের বধ এবং মুক্তি। মতঙ্গাশ্রম নি
শবর তাপসী শ্রমণার সহিত সাক্ষাৎ। শ্রমণা বলিল যে সে রাবণানুজ বি
নিকট হইতে পত্র লইয়া আসিয়াছে এবং খর দূষণাদির বধের পর কোনও
লঙ্কা হইতে পলাইয়া বিভীষণ ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের নিকট আছেন।
বিভীষণের পত্র পাঠ করিলেন, তাহাতে বিভীষণের রামের নিকট আত্মসম
আশ্রয় ভিক্ষার নিবেদন আছে। রাম বিভীষণকে "প্রিয়সুহৃদ্" এবং "ল
শব্দের দ্বারা অভিহিত করিলেন। শ্রমণার নিকট রামচন্দ্র সংবাদ পাইলে
ঋষ্যমূকে সুগ্রীবাদি বানরের নিকট সীতার আভরণ কয়েকখানি আছে।
হনূমান এবং অন্যান্য বানর বীরগণের বীরত্বের পরিচয় দিল। এই অবসরে
কবন্ধের মুক্ত আত্মা বলিয়া দিল যে মাল্যবান্ দক্ষিণাপথের অরণ্যে রাক্ষসদি
রামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে এবং তাঁহাদিগের বিনাশ সাধনভার বা
বালীর প্রতি অর্পণ করিয়াছে। শ্রমণার নিকট রাম লক্ষ্মণ রাবণের সহিত
মিত্রতার কারণ শুনিলেন।

(৩) ক্রমশঃ রাম লক্ষ্মণ শ্রমণার সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকট উপ
হইলেন। এ দিকে বালী মাল্যবানের অনুরোধে এবং রাবণের সখিত্বের নি
অনিচ্ছার সহিত মর্য্যাদার জন্য রামকে বধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। রা
সহিত বালীর সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই মহাবীর, উভয়ে উভয়ের দর্শনে প্রীতি
করিলেন, পরস্পরের অনেক সাধু আলাপ হইল, পরিশেষে অগত্যা উভয়ে দ্ব
হইল। বালী আহত অবস্থায় সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা করাইয়া দিলে
বন্ধুর জন্য বন্ধুকে কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে
রাম ও সুগ্রীব মতঙ্গমুনির হোমাগ্নির সম্মুখে পরস্পর অভিন্ন হৃদয়ে বন্ধুত্বের প্রতি
গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে মহাবীর বালী উপস্থিত বানরবীরদিগকে ভবি
রামরাবণ যুদ্ধে ইতি কর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক পরলোকে প্র
করিলেন। (পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।)

৬। ষষ্ঠ অঙ্ক। (১) বিষ্কম্ভক। মাল্যবান্ রাবণের ভাগ্য-বিপর্য্যয় চি
করিতেছেন,—বালীর বিনাশ বৃত্তান্ত ভাবিয়া বিস্মিত এবং ভীত হইতেছেন, এ
চরমুখে সংবাদ পাইয়াছেন যে বানরদল সীতান্বেষণে নানাদিকে ধাবিত হইয়াছে
এজন্য নানা দুর্ভাবনায় তিনি কাতর, এমন সময়ে কে যেন বলিল যে এক বা

লঙ্কা প্রবেশ করিয়া অগ্নি প্রদান করিয়াছে। ঠিক এই সময়ে ভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ত্রিজটা রাক্ষসী প্রবেশ করিল এবং "এক ক্ষুদ্র দেহ বানর লঙ্কায় আসিয়া সীতার সহিত কথোপকথন করিবার পর সমস্ত নগর পোড়াইয়া অনেক রাক্ষসসহ রাজকুমার অক্ষকে মারিয়া ফেলিয়াছে,"—এই অশুভ সংবাদ প্রদান করিল। মাল্যবান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব কত?" ত্রিজটা বলিল, "এই মাত্র চারিমাস হইয়াছে"। মাল্যবান্ ভাবিলেন,—বিভীষণ একপ্রকার ভালই করিয়াছে,—যদি তাহার প্রাণ বাঁচে, তবু'ত বংশরক্ষা হয়।—পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাবণ যুদ্ধের কি উদ্যোগ করিতেছেন?" ত্রিজটা বলিল,—"কনিষ্ঠ মাতামহ,—সে কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তিনি উচ্চ প্রাসাদে বসিয়া সেই রাক্ষসকুলের সর্ব্বনাশরূপা সীতার নিবাস অশোক বনের দিকে দিবারাত্র এক দৃষ্টে দেখিতেছেন;—সম্প্রতি দেবী মন্দোদরী নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছেন। (বিষ্কম্ভক সমাপ্ত)

(২) মন্দোদরী রাবণকে উপস্থিত বিপদের সংবাদ দিলেন;—রাবণ মূঢ়ের ন্যায় বসিয়াছিলেন, সীতার চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তাই তাঁহার ছিল না। মন্দোদরী অনেক চেষ্টার পর রাবণকে উদ্বোধিত করিলেন। রামরাবণের যুদ্ধ এবং রাবণ বধ এই অঙ্কে সমাপ্ত।

৭। সপ্তম অঙ্ক। (১) বিষ্কম্ভক লঙ্কার অধিদেবতা এবং অলঙ্কার অধিদেবতা দুই দেবীর কথোপকথনে রামের চরিত্র প্রশংসা।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, বিভীষণ এবং সুগ্রীবাদির সহিত পুষ্পক রথারোহণে অযোধ্যা আসিলেন। পথের বর্ণনায় এই অঙ্ক পরিপূর্ণ। অযোধ্যায় উপস্থিত হওয়ার পর সকলের সহিত পুনর্মিলন এবং রামের রাজ্যাভিষেক।

সম্পূর্ণ সপ্তম অঙ্ক।

মহাবীর চরিত সম্পূর্ণ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

গৌড়-কাহিনী।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত ধনাগার।

পাঠক, আবার সেই "হলদি লোকনাথের" মন্দির। ফাল্গুন মাস। সূর্য্যাস্তের কিয়ৎকাল পরে মন্দির প্রাঙ্গণে দুই ব্যক্তি কতকগুলি অশ্বতর সহ অবি সন্তর্পনে উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী অপরে যোদ্ধ মন্দিরটি স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণটিও অত্যন্ত জঙ্গলাকী হইয়া গিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, বহুদিন যাবৎ এখানে মানব সমাগ হয় নাই। কৃষ্ণপক্ষের রজনী ঘোর অন্ধকারময়া। চতুর্দ্দিকস্থ কাননভূ সেই অন্ধকার-সমুদ্রে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণ মধ্যেও অন্ধকার ক নহে। সেই আগন্তুকদ্বয় সেই অন্ধকার মধ্যে বিশেষ সাবধানে পাদক্ষেপ করি মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং শীঘ্রই দ্বারদেশে উপনীত হইলেন মন্দিরের কপাট অবরুদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে তাহা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক উ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে যিনি সন্ন্যাসী বেশধারী, তি তাঁহার সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "কেদারেশ্বর আর বি প্রয়োজন কি? শীঘ্র আলো জ্বালাও।"

পাঠক, বুঝিয়াছেন—আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে যিনি যোদ্ধাবেশধারী তিনি কেদারেশ্বর, এবং সন্ন্যাসী বেশধারী, স্বয়ং লোকনাথ স্বামী।

আলো জ্বালিবার উপকরণ কেদারেশ্বরের সঙ্গেই ছিল। দ্বিরুক্তি না করি তিনি সন্ন্যাসীর আদেশ মত অবিলম্বে আলো প্রজ্বলিত করিলেন। তারপর সে আলোক সাহায্যে, যে স্থানে পরলোকগত মহাস্থবির অশ্বঘোষ মস্তক রক্ষা করি শয়ন করিতেন, সেই স্থান হইতে তাঁহারা কৌশলে কয়েকখানি প্রস্তরখণ্ড অপসারি করিলেন। প্রস্তরখণ্ডগুলি অপসারিত করিবার পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন নিম্নে একটি প্রকাণ্ড গহ্বর। তাঁহারা আরও দেখিতে পাইলেন, গহ্বরে অবত করিবার নিমিত্ত এক পার্শ্বে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান প্রস্তুত আছে। তাঁহারা সেই সোপান অবলম্বনে সেই প্রজ্বলিত আলোকের সাহায্যে সেই গহ্বর অবতরণ করিতে লাগিলেন। গহ্বরের তলদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন গহ্ব

একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মাত্র। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে জিনিস পত্র কিছুমাত্র নাই। পূর্ব্বদিকে একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—দেয়ালের গায়ে একটি ক্ষুদ্র রুদ্ধদ্বার বর্ত্তমান। তাঁহারা সেই দ্বারে পুনঃ পুনঃ সজোরে আঘাত করায় দ্বারটি সশব্দে খুলিয়া গেল। তাঁহারা আলোক সাহায্যে সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে আর একটি প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠটি সুবৃহৎ হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতেও কোন প্রকার দ্রব্যাদি ছিল না। এ প্রকোষ্ঠেও কিছুমাত্র জিনিসপত্র দেখিতে না পাইয়া কেদারেশ্বর ও লোকনাথস্বামী উভয়েই মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তিত ভাবে দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য মৃত মহাস্থবিরের ত্যক্ত ভূর্জ্জপত্রে লিখিত লিপিখানি অমূলক বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল—ভূর্জ্জপত্র লিপিতে যে বহুধনের উল্লেখ আছে তাহা কাল্পনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তারপর পুনরায় তাঁহারা আলোক সাহায্যে সেই সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠের দেওয়াল গুলি হস্তদ্বারা বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রকোষ্ঠের নৈঋৎ কোণে একটি স্থান রুদ্ধদ্বারের ন্যায় বোধ হইল। সেই স্থানে সজোরে করাঘাত করিবামাত্র একখণ্ড প্রস্তর কপাট সহসা সরিয়া গেল এবং সত্যসত্যই তথায় একটি ক্ষুদ্র দ্বারের আবির্ভাব হইল। এই ব্যাপারে তাঁহাদের মনোমধ্যে আশার আলোক পুনরায় প্রজ্বলিত হইল। সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়াইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সেই দ্বারমুখ হইতে কতকগুলি প্রস্তরসোপান নিম্নাভিমুখে গমন করিয়াছে। তখন তাঁহারা কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে সোপান সাহায্যে প্রজ্বলিত আলোক হস্তে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন। অবতরণ শেষ হইলে দেখিতে পাইলেন এখানেও একটি নাতি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ বর্ত্তমান। প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে একটি দণ্ডায়মান বিকটাকার দৈত্যমূর্ত্তি—উচ্চতায় প্রায় সপ্তহস্ত, এবং কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। মূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে একটি সুবৃহৎ কাষ্ঠাধার; নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, আধারের উপরিভাগে স্তরে স্তরে ধুলি রাশি জমাট বাঁধিয়াছে। ধুলি অপসারিত করিয়া দেখিলেন, আধারটি একটি প্রকাণ্ড সিন্ধুক, লৌহকীলক দ্বারা অতি সাবধানে ও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ—সহজে উন্মোচন করিবার উপায় নাই। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন সিন্ধুকের উপরিভাগে পালরাজবংশের লাঞ্ছন মুদ্রিত। অতঃপর সন্ন্যাসী কেদারেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস, বোধহয় আমাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছে—বোধহয় এই সিন্ধুকেই ভূর্জ্জপত্র লিখিত ধনরত্ন নিহিত আছে।

কেদারেশ্বর। "প্রভুর অনুমান সম্ভবতঃ সত্য। কিন্তু এত বড় সিন্ধুক অপসারিত করা যাইবে কিরূপে?"

সন্ন্যাসী। "সিন্দুক অপসারিত করা অসম্ভব। ইহা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতে হইবে।"

কেদারেশ্বর। "উদ্ঘাটন করিতে পারিলে অবশ্যই সুবিধা হয়। কিন্তু উদ্ঘাটনই বা কিরূপে করা যায়?"

সন্ন্যাসী। "আমিও তাহাই ভাবিতেছি।"

কেদারেশ্বর। "স্থবিরের দেহ সৎকারের সময় একখানি কুঠার দ্বারা চিতাকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কুঠারখানি বোধ হয় মন্দিরের মধ্যেই আছে!"

সন্ন্যাসী। "ঠিক বলিয়াছ। তুমি শীঘ্র সেই কুঠারখানি লইয়া আইস।"

কেদারেশ্বর আর কিছু না বলিয়া, সন্ন্যাসীকে তথায় রাখিয়া সোপান সাহায্যে পুনরায় উপরে উঠিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপরিস্থ সোপান তলে পদার্পণ করিবামাত্র পদ নিম্নে একটি দীপ্তিশালী পদার্থের দিকে তাঁহার দৃষ্টি সহসা আকৃষ্ট হইল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন, সেই সমুজ্জ্বল পদার্থ হইতে স্তিমিত কিরণ নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত আলোক বিস্তার করিতেছে। সহসা তাঁহার খদ্যোৎ বলিয়া ভ্রম হইল। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ঐ সমুজ্জ্বল পদার্থটি একটি ক্ষুদ্র হীরক খণ্ড, সেই প্রস্তর সোপানের মধ্যগত একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের সহিত সম্বদ্ধ। হীরক খণ্ডের উপরে চাপ দেওয়া মাত্র সেই হীরক সম্বদ্ধ প্রস্তরখানি নড়িয়া উঠিল। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কেদারেশ্বর এক পার্শ্বে সরিয়া সবলে যেমন চাপ প্রদান করিলেন অমনি সেই প্রস্তরখণ্ড নিম্নাভিমুখে ঝুলিয়া পড়িল এবং তথায় একটি গুপ্তদ্বার প্রকাশিত হইল। সেই দ্বারপথে অন্ধকারে যতদূর অনুমান করিতে পারিলেন তাহাতে বোধ হইল, সেইস্থান হইতে নিম্নদিকে অপর একটি সোপানাবলি গমন করিয়াছে। কেদারেশ্বরের কৌতুহল হইল যে সেই সোপানাবলি কোথায় গিয়াছে একবার জানিয়া আইসেন। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসীর আনন্দ মনে করিয়া কৌতুহল দমন করিয়া, কুঠার সংগ্রহের নিমিত্ত তাড়াতাড়ি মন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে মন্দিরাভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্দিরাভ্যন্তরে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার কর্ণে দূরাগত অস্পষ্ট পদ শব্দ ধ্বনিত হইল। বিস্মিত হইয়া মন্দিরের কপাট উন্মুক্ত করিয়া সেই শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন কিয়দ্দূরে কতকগুলি লোক কথাবার্ত্তা কহিতেছে। মন্দিরের বাহিরে আসিবামাত্র বুঝিলেন, যে গৃহে তাঁহার ইতঃপূর্ব্বে একবার নিশা যাপন করিয়াছিলেন, সেই গৃহাভ্যন্তর হইতেই মানব স্বর নিসৃত স্বর ও মৃদু আলোক রশ্মি আসিতেছে। রাত্রিকালে সেই গৃহে সহসা লোক

সমাগমের কারণ বুঝিতে না পারিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে, মন্দির দ্বার বাহির হইতে অবরুদ্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সেই গৃহের সন্নিকটে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের আড়ালে দণ্ডায়মান হইলেন। তথা হইতে পরিষ্কার শুনিতে পাইলেন—একজন লোক অপর কতকগুলি লোককে বলিতেছেন "আমাদিগকে আজই এখান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে হইবে। নতুবা বিপদের সম্ভাবনা।"

দ্বিতীয়। "ঠিক বলিয়াছ। আমাদের আর এখানে দলবদ্ধ হইয়া থাকা উচিত নহে। রাজার গুপ্তচরেরা সন্ধান পাইলে আমাদের আর রক্ষা থাকিবে না"

তৃতীয়। "কিন্তু, লুণ্ঠিত অর্থ গুলির কি করা হইবে?"

চতুর্থ। "কেন? এগুলিকে দীর্ঘীকার পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রোথিত করিয়া আপততঃ সরিয়া পড়াই সঙ্গত।"

কেদারেশ্বর বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের কথিত "লুণ্ঠিত অর্থের" কোন মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিলেন না। তবে অনুমানে বুঝিলেন যে কথোপকথনকারীগণ একদল দস্যু তাহারা কোন ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে—আর ধৃত হইবার আশঙ্কায় এস্থান হইতে কোন নিরাপদ স্থানে প্রস্থান করিবার পরামর্শ করিতেছে।

কেদারেশ্বর যখন মনে মনে ঐরূপ আন্দোলন করিতেছিলেন—তখন অপর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল "আমিতো পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাপ্রভাবশীল ভীমের যেরূপ কঠোর শাসন-ব্যবস্থা, তাহাতে রাজকীয় অর্থ লুণ্ঠন করা উচিত নহে—তোমরা তখন আমার কথায় কিছুতেই কর্ণপাত করিলে না।"

অতঃপর আমাদের পূর্ব্ব কথিত প্রথম বক্তা বলিলেন—"যাহা হইবার হইয়াছে—ঐ বিষয়ে বৃথা তর্কবিতর্কে লাভ নাই। আপাততঃ অর্থগুলি দীর্ঘীকার পাহাড়ে প্রোথিত করিয়া দল ভাঙ্গিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যাই। তাহা হইলেই আমরা নিরাপদ।"

কেদারেশ্বর বৃক্ষের অন্তরাল হইতে লক্ষ্য করিলেন—দস্যুদল আর কোন কথা না বলিয়া কতকগুলি ধাতুপাত্র লইয়া দির্ঘীকার পাহাড়ের দিকে প্রস্থান করিল। তিনি সহজেই বুঝিলেন ঐ ধাতুপাত্র গুলিই লুণ্ঠিত অর্থ দ্বারা পূর্ণ। দস্যুগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাইবার পর, কেদারেশ্বর ধীরে ধীরে পুনরায় মন্দিরাভিমুখে চিন্তাকুলিতচিত্তে গমন করিলেন এবং কিয়ৎকাল মধ্যেই মন্দিরাভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর ভিতর হইতে মন্দির কপাট দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করিয়া ভূপতিত কুঠারখানি গ্রহণ পূর্ব্বক যে স্থানে সন্ন্যাসীকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তথায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কেদারেশ্বরের বিলম্ব দেখিয়াও বিলম্বের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু যখন ফিরিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তখন সন্ন্যাসী অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন। হৃষ্টান্তঃকরণে কেদারেশ্বরকে সেই কক্ষস্থ সিন্ধুকটি উদ্ঘাটন করিতে করিলেন।

"প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া কেদারেশ্বর কুঠার সাহায্যে মধ্যেই সেই সুবৃহৎ সিন্ধুকটি উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু উদ্ঘাটিত পর তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন, সিন্ধুক মধ্যে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত ধন রত্ন নাই—কেবলমাত্র বহু সংখ্যক দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত গ্রন্থ পুঞ্জীকৃতভাবে রহিয়াছে তাঁহারা আরও দেখিলেন, গ্রন্থগুলির অধিকাংশই মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র।

তাঁহারা গ্রন্থগুলি স্থান চ্যুত না করিয়া সিন্ধুকটি পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিয়া তারপর কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কেদারেশ্বর বর্ণিত হারক-রশ্মি-প্রদর্শিত পথে অনাগত পূর্ব্ব কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন প্রকোষ্ঠটি অন্যান্য প্রকোষ্ঠ অপেক্ষা আয়তনে বহু গুণে বৃহৎ—প্রকোষ্ঠ তলটি সুগভীর—সোপানাবলী বহিয়া আসিয়া পরি সমাপ্ত হইয়াছে। সবিস্ময়ে দেখিলেন, প্রকোষ্ঠের একধারে সারি কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠাধার পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে হইয়া গণিয়া দেখিলেন আধারগুলি সংখ্যায় দ্বাদশটী। এই সিন্ধুক গুলির উর্দ্ধ ভাগেও ধুলিস্তর লাগিয়া গিয়াছে—এবং চতুষ্পার্শ্বে মাকড়সার জাল দ্বারা আবৃত হইয়াছে। ধুলিরাশি ও জালগুলি অপসারিত করিয়া দেখিলেন—ইহাদের উর্দ্ধ ভাগেও পালরাজ-বংশের মুদ্রা অঙ্কিত। কেদারেশ্বর হস্তস্থিত কুঠার সাহায্যে অল্পক্ষণ মধ্যেই সিন্ধুকগুলি উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহারা সবিস্ময় ও আহ্লাদে দেখিলেন—অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যরাশি সেই সিন্ধুক সমূহে নিহিত প্রথম সিন্ধুক চতুষ্টয়ে রত্নরাশি—বহুমূল্য-অসংখ্য-বহু-বিচিত্র ও স্তূপাকার হারক, মণি, মাণিক্য, পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত, চুণী, পান্না প্রভৃতি শত শত অগণিত রত্নের সমুজ্জ্বল আলোক সম্পাতে ভাস্বর, জ্যোতিষ্ময় ও মনোহর। পরে সিন্ধুক চতুষ্টয়ে অদ্ভুত কারুকার্য্যময় অলঙ্কার রাশি রাশি, সুবর্ণ নির্ম্মিত তৈজস থালা, বাটি, ঘটি ইত্যাদি সমস্ত গুলি দীপ্তিশালী ও বিবিধ। সর্ব্বপশ্চাদ্বর্ত্তী সিন্ধুক চতুষ্টয়ে বহু সংখ্যক থলিয়া সুবর্ণ মুদ্রায় পরিপূর্ণ। কেদারেশ্বর বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। একত্র এত ঐশ্বর্য্য—এত ধন রত্নের সমাবেশ তিনি পূর্ব্বে কখন

দর্শন করেন নাই! হৃষ্টচিত্ত তাঁহারা উভয়ে টাকার থলিয়া গুলি ও মণিময় অলঙ্কারাদি সিন্ধুক সমূহ হইতে ধীরে ধীরে একে একে উঠাইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন। তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। চারিদিকের সর্ব্বপ্রকার শব্দ থামিয়া গিয়াছে। তাঁহারা মন্দিরের বাহিরে আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন, দস্যুদল প্রস্থান করিয়াছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া উভয়ে, দস্যুগণকে যে অট্টালিকা মধ্যে কেদারেশ্বর কথপোকথন করিতে শুনিয়াছিলেন। সেই অট্টালিকা মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র প্রদীপের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেই কক্ষের একপার্শ্বে একখানি লিপির ন্যায় পদার্থ ভূপতিত রহিয়াছে। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কেদারেশ্বর সেই পদার্থটি তুলিয়া লইলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহা একখানি লিপিই বটে, এবং সেই লিপির আবরণের উপরিভাগে ভীমরাজের মুদ্রা অঙ্কিত আছে। তখন কেদারেশ্বর অবিলম্বে সেই লিপিখানি উত্তোলিত করিয়া ফেলিলেন এবং পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহা বীরবর ভীম কর্ত্তৃক সেনাপতি রত্নবসুর বরাবর লিখিত। জননায়ক দিব্যকের মৃত্যুর পূর্ব্বে বীরবর রুদ্রক যখন মহাস্থানগড়ে চলিয়া আইসেন তৎকালে তিনি সেনাপতি রত্নবসুকেই বিজয়রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তদবধি বিজয় রাজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন। রাজা ভীমের পূর্ব্বোক্ত পত্রখানি এইরূপ লিখিত আছে—

"সেনাপতি শ্রীরত্নবসু সমীপে—

এইমাত্র আপনার পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন, রাজা শূরপাল পরলোকগমন করিয়াছেন এবং তৎস্থলে কুমার রামপালদেব নিজকে গৌড় বঙ্গের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আপনি আশঙ্কা করিয়াছেন যে, শীঘ্রই রাজা রামপালদেবের অধীনে বহু সংখ্যক সামন্ত ও স্বয়ং অঙ্গাধিপ মহনদেব তাঁহাদের সমগ্র বাহিনী লইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া বিজয়রাজের সহিত নিদ্রাবলী বিষয়ে মিলিত হইবার সম্ভাবনা। কুমার রামপালদেব যদি সত্য সত্যই ঐরূপ বাহিনী সংগঠন করিতে সমর্থ হন এবং তাহা সহকারে বিজয়রাজের সেনাদলের সহিত মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে সে বেগ প্রতিহত করা যে কঠিন হইবে তাহা সহজেই বোধগম্য। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। আমাদের সৈন্যদল ও নৌবাহিনী প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তাহারা বিজয়রাজকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিবে। আমিও ঐ সঙ্গে যাত্রা করিব। বিজয়রাজের সৈন্য ও নৌবাহিনী মুষ্টিমেয়। কুমার রামপাল

দেব সদল বলে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে বিজয়রাজের সৈন্যদল ও নৌবাহিনীর ধ্বংস সাধন করিতেই হইবে। আপনি লিখিয়াছেন বিজয়রাজের সেনাদল যুদ্ধে অনেক স্থলে পরাস্ত হইয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত সইয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতেছে—ইহা অতি সুসংবাদ। যেরূপেই হউক রামপালদেবের বাহিনীর আগমনের পূর্ব্বেই নিদ্রাবলী রাজ্য ও মহানন্দার সঙ্গম স্থল পর্য্যন্ত সমস্ত নদীর জলপথ আমাদিগকে হস্তগত করিতেই হইবে। আমাদিগের বিরাট বাহিনীর পথে তাহা কষ্টসাধ্য হইবে না। আপনি নির্ভীক হৃদয়ে প্রস্তুত থাকিবেন। আবশ্যকীয় অর্থ প্রেরিত হইল। প্রাপ্তি সংবাদ নিবেদন। ইতি।

সমাদেশকস্য শ্রীভীমদাশস্য।"

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইলে তাহারা সমস্ত বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ আকস্মিক ও অচিন্ত্যনীয় ভাবে পত্রখানি তাঁহাদের হস্তগত হওয়ায় তাঁহারা মনে মনে ভগবানকে অগণ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন বিধাতার মঙ্গলময় হস্ত স্বেচ্ছায় তাঁহাদিগের নিকট সেই লিপি খানি বহন করিয়া আনিয়াছে। তাঁহারা বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে কিয়ৎকাল তথায় বসিয়া রহিলেন। তৎপর, তাঁহাদের বিস্ময় কিঞ্চিৎ উপশমিত হইলে, তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া সেই অট্টালিকা হইতে বহির্গত হইলেন এবং দস্যুগণ লুণ্ঠিত ধন প্রোথিত করিবার অভিপ্রায়ে যে দিকে গমন করিয়াছিল সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে জন প্রাণী নাই। গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোক হস্তে তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী দীর্ঘীকার পাহাড়ে জঙ্গলাভ্যন্তরে একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তথায় সদ্য খননের চিহ্ন পরিষ্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে। মৃত্তিকা অপসারিত করিবামাত্র কতকগুলি তাম্রনির্ম্মিত বৃহৎ ঘড়া বাহির হইয়া পড়িল। দেখিলেন ঘড়াগুলি সুবর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ। তখন সেই ঘড়াগুলি একে একে উত্তোলন করত ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণে বহন করিয়া লইয়া আসিলেন। তৎপর মন্দিরের তলদেশস্থ রত্নরাজি তথা হইতে মন্দিরাভ্যন্তরে আনীত ধন রত্নাদিও ক্রমে ক্রমে প্রাঙ্গণে আনয়ন করিলেন। অবশেষে সমাহৃত সমুদয় ধনরাশি একে একে অশ্বতরগণের পৃষ্ঠে সজ্জিত করত মন্দির দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া নীরবে নিকটবর্ত্তী নদীতটাভিমুখে গমন করিলেন।

নদীতীরে তাঁহারা যখন উপস্থিত হইলেন, তখন রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। উপরে নক্ষত্র-খচিত অনন্ত নীলাকাশ—হাস্যময় ও নির্ম্মল। নিম্নে তরঙ্গায়িত নদীবক্ষ—দিগন্তপ্রসারী—উদ্বেগহীন ও ক্রীড়াশীল। চতুর্দ্দিকে কানন

ভূমি নীরব নিস্তব্ধ; কেদারেশ্বর ও লোকনাথস্বামী তাড়াতাড়ি সমাহৃত অর্থরাশি নদীবক্ষস্থ তরণীতে ক্রমে ক্রমে স্থাপিত করিলেন। পরমুহূর্ত্তেই তরণী সবেগে তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল।

আজ এতক্ষণে উৎসাহে, আশায় কেদারেশ্বরের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। তাঁহার সমস্ত দেহ দিয়া যেন দ্রুতবেগে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তাঁহাদের চেষ্টা আশাতীত সাফল্যে বিমণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার অন্তঃকরণে বিমল আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভগবানের অসীম অনুগ্রহে অদ্য তাঁহারা যুদ্ধ সম্বন্ধে যে গোপনীয় তথ্য আকস্মিকভাবে অবগত হইলেন, এবং যেরূপ আশাতীত ধনরাশি হস্তগত করিতে সক্ষম হইলেন, তাহাতে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করিতে তাঁহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

শব্দশক্তি-প্রকাশিকা।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারপরিচয়।

কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
জগদীশস্য সর্ব্বস্বং শব্দশক্তি-প্রকাশিকা।

মহাকবি কালিদাসের অক্ষয়কীর্ত্তি যেমন অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক, তদ্রূপ মহামতি জগদীশতর্কালঙ্কারের অক্ষয়কীর্ত্তি "শব্দশক্তি-প্রকাশিকা"। এইরূপ একটি উদ্ভট কবিতা পণ্ডিতসমাজে প্রসিদ্ধ আছে।

বস্তুতঃ, নব্যনৈয়ায়িকগণের মধ্যে প্রায় শেষ অথচ সর্ব্বোত্তম পণ্ডিত মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার কীর্ত্তি অতুলনীয় বলিলেই হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলি সর্ব্বাংশে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এমন পণ্ডিত, আজ জগতে অতি বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শব্দশক্তি-প্রকাশিকা জগদীশের স্বরচিত গ্রন্থ, ইহা কোন গ্রন্থের টীকা নহে। টীকা লিখিয়া যদ্যপি অনেকে আরও উচ্চপদবী লাভ করিয়াছেন, কিন্তু স্বরচিত গ্রন্থদ্বারা এত উচ্চস্থান লাভ, আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

শব্দশক্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থে ব্যাকরণ শাস্ত্রখানি ন্যায়ের সাহায্যে প্রোজ্জ্বলি করা হইয়াছে, ন্যায়ের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ব্যাকরণোক্ত লক্ষণ ও নিয়মাদিকে পরিমার্জি করা হইয়াছে। পদ, পদার্থ, বাক্য ও বাক্যার্থ হইতে কিরূপ শাব্দ জ্ঞান হ তাহা এই গ্রন্থে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এমন আর কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই এই শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া যিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাঁহ সংস্কৃতভাষায় নিরতিশয় প্রগাঢ় অধিকার জন্মে। অল্প দিন হইল এই গ্রন্থখা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দুরধিগম্যতাপ্রযুক্ত ইহার মধ্যে প্রবেশলাভে অনেকেই বঞ্চিত আছেন। সাধারণ এই অভাব উপলব্ধি করিয়া আমরা তাহার যথাসাধ্য অপনয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।

জগদীশ কে, কোথায় কবে আবির্ভূত, তাহা আজ প্রায় সকলেরই বিদি আছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকেও আজ তাঁহার জীবনী স্থান পাইয়াছে। তথা এস্থলে দুই একটি কথা বলিলে বাহুল্য হইবে না। জগদীশ, খৃষ্ট ষোড়শ শতা নবদ্বীপ নগরীতে পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের মিশ্রবংশে যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগী ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পাঁচ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি তাঁহাদের ম তৃতীয়। পঞ্চম বর্ষে পিতৃহীন হইয়া জগদীশ স্বীয় অগ্রজ ষষ্ঠিদাসের গলগ্রহ হন অযত্নপালিত হইয়া জগদীশ ক্রমে ভীষণ দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিলেন। এইরূপে অষ্টা বর্ষে উপনীত হইলে জগদীশ একদিন পক্ষিশাবক আহরণার্থ তালবৃক্ষোপ উঠিলেন। তালকোটরস্থ পক্ষিনীড় হইতে এক ভীষণ সর্প তৎক্ষণাৎ জগদীশ দংশনে উদ্যত হইল। তিনি কৌশলে সাপুড়ের ন্যায় তাহার ফণা ধরিয়া ফে লেন; সর্পও তাঁহার বাহু বেষ্টন করিতে লাগিল। এইরূপে নিরুপায় হইয়া জগদী অসাধারণ সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে তালবৃন্তের তীক্ষ্ণধারে সর্পকে খণ্ড খ করিয়া, বৃক্ষ হইতে রক্তাক্ত কলেবরে অবতরণ করিলেন। নিকটে এক সন্ন্যাসী ইহা দেখিলেন। তিনি জগদীশের পরিচয় লাভ করিয়া তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার প্রস্তাব করিলেন—জগদীশও সম্মত হইলেন। সন্ন্যাসীর কৃপায় জগদীশে মোহান্ধকার বিদূরিত হইল। তিনি বাণীর অসামান্য কৃপাপাত্র হইলেন। সন্ন্যাসী নিকট কিঞ্চিৎ উপদেশ লাভের পর জগদীশ, পুনরায় ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশে নিকট অধ্যয়ন করেন এবং 'তর্কালঙ্কার' উপাধি পান। তাঁহার দুই পুত্র—রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর, তাঁহারাও পরম পণ্ডিত হন। জগদীশ নব্যন্যায়শাস্ত্রেরও টীকাদি রচনা করেন।

গ্রন্থরচনা-প্রতিজ্ঞা।

তর্কং তন্ত্রঞ্চ বিদুষা বিদুষাং তোষ-কারিকা।
ক্রিয়তে জগদীশেন শব্দশক্তি-প্রকাশিকা ॥১॥

অন্বয়—তর্কং তন্ত্রং চ বিদুষা জগদীশেন, বিদুষাং তোষকারিকা শব্দশক্তি-প্রকাশিকা ক্রিয়তে ॥১॥

অনুবাদ—তর্ক ও সিদ্ধান্তাভিজ্ঞ জগদীশ, বিদ্বজ্জনের তোষকারিকা শব্দশক্তি প্রকাশিকা রচনা করিতেছেন।

তাৎপর্য্য—তর্ক বলিতে এস্থলে আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষ বুঝিতে হইবে। তন্ত্র শব্দের অর্থ—উত্তর অর্থাৎ সিদ্ধান্ত; অথবা তর্কশব্দের অর্থ—ন্যায়শাস্ত্র এবং তন্ত্র শব্দের অর্থ—ব্যাকরণশাস্ত্র। এই দুইটী বিষয়ে জগদীশ অসাধারণ ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে 'তর্কং তন্ত্রং চ বিদুষা' বলা হইয়াছে। এই বিশেষণ দুইটীর উদ্দেশ্য,—এই গ্রন্থের প্রামাণ্যের সূচনা করা। সুতরাং, গ্রন্থাধ্যয়নে শিষ্যের প্রবৃত্তি হইবে। গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতাবিষয়ে সংশয় থাকিলে গ্রন্থপাঠে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, এই জন্যই গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার উল্লেখ করিলেন।

'বিদুষাং তোষকারিকা' বলায় এই গ্রন্থের প্রয়োজন কি, তাহা বলা হইল। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থের প্রয়োজন না বলিলে গ্রন্থের ন্যূনতা হয়, অর্থাৎ গ্রন্থাধ্যয়নে লোকের প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্য, এখানে যাঁহারা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা প্রেক্ষাবান্ অর্থাৎ জ্ঞানীব্যক্তি। জ্ঞানীব্যক্তি যে গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত না হন, সেই গ্রন্থ গ্রন্থই নহে, এজন্য 'বিদুষাং তোষকারিকা' বলা হইল। তাহার পর এই জ্ঞানীব্যক্তিও সাধারণ জ্ঞানী নহেন, ইঁহারা মুমুক্ষু; সুতরাং এই 'বিদ্বস্' শব্দে মুমুক্ষুকেই বুঝিতে হইবে। 'তোষ' শব্দেরও অর্থ সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা এই শাস্ত্রের অধিকারীর লক্ষণ বলা হইল। 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' শব্দের অর্থ—শব্দের যে শক্তি, অর্থাৎ বোধসামর্থ্য, তাহার প্রকাশক। এতদ্দ্বারা এই শাস্ত্রের বিষয় ও সম্বন্ধ কথিত হইল বুঝিতে হইবে।

গ্রন্থের প্রামাণ্য ও প্রয়োজনকথন যে কারণে আবশ্যক, সেই কারণেই গ্রন্থের অধিকারী, বিষয় আর সম্বন্ধকথনও উচিত। এই জন্য গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞাবাক্যের মধ্যে কৌশলে তাহাই বলিলেন।

টীকা। গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায় সমুচিতাং শব্দময়ীং দেবতাং গ্রন্থকৃৎ স্তৌতি স্ম—

অনুবাদ—গ্রন্থের আরম্ভকার্য্যে গ্রন্থকার বিঘ্নবিনাশার্থ যথোপযুক্ত শব্দময়ী দেবতার স্মরণ করিতেছেন।

তাৎপর্য্য—'গ্রন্থারম্ভ' শব্দের অর্থ—গ্রন্থের আরম্ভ। গ্রন্থশব্দের অর্থ আনুপূর্ব্বী বা পারম্পর্য্যবিশিষ্ট বাক্যসমূহ। 'আনুপূর্ব্বী' শব্দের অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণবিশিষ্ট চরণবর্ণত্ব। 'আরম্ভ' শব্দের অর্থ—আদ্যকৃতি, অর্থাৎ প্রথম প্রযত্ন।

'বিঘ্নবিঘাতায়' শব্দের অর্থ—বিঘ্নবিনাশের জন্য। সুতরাং, এতদ্দ্বারা বুঝা গেল মঙ্গলাচরণের ফল—বিঘ্ননাশ অর্থাৎ দুরদৃষ্টধ্বংস। গ্রন্থসমাপ্তি, মঙ্গলাচরণের ফল নহে। গ্রন্থসমাপ্তি, ইহার ফল হইলে দুরদৃষ্টধ্বংসকে 'দ্বার' অর্থাৎ'ব্যাপার' বলিতে হয়, অতএব গৌরব হয়। এজন্য বিঘ্নধ্বংসই এই মঙ্গলাচরণের ফল। 'সমাপ্তি' বুদ্ধি ও প্রতিভাদির ফল। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ মুক্তাবলী অথবা তত্ত্ব চিন্তামণির মঙ্গলবাদে তত্তৎ গ্রন্থরচয়িতা বিষদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

মঙ্গলাচরণম্।

অনুভবহেতুঃ সকলে সদ্যঃ সমুপাসিতা মনুজে।
সাকাংক্ষাসন্না চ স্বার্থে যোগ্যা সরস্বতী দেবী ॥২॥

অন্বয়—সাকাংক্ষা আসন্না স্বার্থে যোগ্যা চ সরস্বতীদেবী সমুপাসিতা (সতী) সকলে মনুজে সদ্যঃ অনুভবহেতুঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—দয়ার্দ্র হৃদয়া নিকটবর্ত্তিনী এবং উপাসকের অভিলষিত (বস্তু) প্রদানে সমর্থা সরস্বতীদেবী সম্যক্ উপাসিতা হইলে সকল ব্যক্তিরই পক্ষে অনুভবের হেতু হন।

অথবা ভাষা যদি আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি এবং নিজ অর্থে যোগ্যতাযুক্ত হইয়া সম্যক্ উপাসিতা অর্থাৎ উচ্চারিত হয়, তবে তাহা সকল ব্যক্তিরই সদ্য অনুভবের হেতু হয়।

তাৎপর্য্য—এস্থলে 'সাকাঙ্ক্ষ'পদের অর্থ—আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট। 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দের অর্থ—যে পদটি ব্যতীত বাক্যের অর্থবোধ হয় না, সেই পদবত্তা।

বাক্যে এই আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে অর্থাৎ বাক্যটি সাকাঙ্ক্ষ না হইলে শাব্দবোধ হয় না। যেমন "রামো গচ্ছতি হসতি চ" এই বাক্যে চ পদটি না থাকিলে 'রামো গচ্ছতি হসতি' এই মাত্র বলিলে ঐ 'চ' পদরূপ আকাংক্ষা না থাকায় এই বাক্যের অর্থবোধ হয় না। এজন্য 'সাকাংক্ষা' এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। নব্যগণ আনুপূর্ব্বীকেও আকাংক্ষা বলিয়া থাকেন। 'আনুপূর্ব্বী'র অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণবিশিষ্ট চরমবর্ণত্ব। ইহার জ্ঞান শাব্দবোধে কারণ হয়।

'আসন্না' পদের অর্থ—আসত্তিবিশিষ্ট। 'আসত্তি' পদের অর্থ—সান্নিধ্য। ইহার জ্ঞান শাব্দবোধের কারণ হয়। যেহেতু "পর্ব্বত অগ্নিমান্ এবং দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তি, আহার করিয়াছে" এইরূপ তাৎপর্য্যে যদি কেহ বলে "গিরির্ভুক্তম্ অগ্নিমান্ দেবদত্তেন" অর্থাৎ 'পর্ব্বত খাইয়াছে, অগ্নিমান্ দেবদত্ত কর্ত্তৃক' এরূপ হইলে শাব্দবোধ হয় না। কারণ 'গিরি' ও 'অগ্নিমান্' এবং 'ভুক্তং' ও 'দেবদত্তেন' এই সকল পদের নৈকট্য নাই। এজন্য 'আসন্না' বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। 'স্বার্থে যোগ্যা' অর্থ—নিজের অর্থে যোগ্যতাবিশিষ্টা। 'যোগ্যতা' শব্দের অর্থ—যে পদার্থে যে পদার্থের অন্বয় করিতে হইবে, সেই পদার্থে সেই পদার্থবত্তা। ইহার জ্ঞানও শাব্দবোধের হেতু, কারণ, 'অগ্নিনা সিঞ্চতি' বলিলে অগ্নির দ্বারা সেচন করিতেছে বুঝায়। কিন্তু, সেচন পদার্থে বহ্নিকরণকত্ব নাই, অর্থাৎ বহ্নির দ্বারা সেচন ক্রিয়া সম্ভব নহে, এজন্য সৎ শাব্দবোধও হয় না। সুতরাং 'স্বার্থে যোগ্যা' এই পদটিকে সরস্বতীরূপ বাক্যের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য এই আসত্তি ও যোগ্যতার ভ্রম থাকিলেও শাব্দবোধ হয়; যেমন শ্লোক মধ্যে ঘটিয়া থাকে অথবা উহ্য স্থলে হইয়া থাকে ইত্যাদি। এখানে কিন্তু যথার্থ অনুভবের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং ওরূপ আশঙ্কার অবসর নাই।

যাহা হউক এই শ্লোকটির দ্বারা এক সরস্বতী দেবীর ও বাক্যরূপ শব্দ প্রমাণের স্তুতি করা হইল।

এখন দেখা যাউক বৃত্তি মধ্যে গ্রন্থকার ইহার তাৎপর্য্য কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন—

"ইতরা তাবৎ দেবতা সম্যক্ উপাসিতা অপি উপাসকেন সাকাংক্ষা, সাকাংক্ষাপি বা ন আসন্না, আসন্নাপি বা ন স্বস্য উপাসিতুঃ অভিলষিতার্থে যোগ্যা, যোগ্যাপি বা ন সমস্তোপাসকে অনুভবস্য জনিকা, জনিকাপি বা ন সদ্যঃ কিন্তু কালক্রমেণ এব, সরস্বতী তু দেবী সকলমনুজে এব সাকাংক্ষা আসন্না যোগ্যা চ উপাসিতা সতী সদ্য এব অনুভবং তনুতে অতঃ দেবতান্তরম্ অপেক্ষ্য উৎকর্ষবতী ইয়ম্ অবশ্যম্ উপাস্যা ইতি অত্র তাৎপর্য্যম্।"

অনুবাদ—অন্যদেবতা সম্যক্ উপাসিতা হইলে উপাসকে সাকাঙ্ক্ষ হন না, অর্থাৎ দয়ার্দ্রহৃদয় হন না, আর্দ্রহৃদয়া হইলেও আসন্না হন না,অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিনী হন্ না, নিকটবর্ত্তী হইলেও নিজ উপাসকের অভিলষিত বিষয়ে যোগ্যা হন না—অভীষ্ট দানে সমর্থা হন না, অভীষ্টদানে সমর্থা হইলেও সমস্ত উপাসকের অনুভবের কারণ হন

না, অনুভবের কারণ হইলেও সদ্য অনুভবের কারণ হন না, কিন্তু কালক্রমে অনুভবের কারণ হন, কিন্তু আর্দ্রহৃদয়া নিকটবর্ত্তিনী—অভীষ্টদানে সমর্থা সরস্বতী দেবী তিনি উপাসিতা হইলে সকল মনুষ্যেই সদ্য অনুভবের বিষয় হয়। এজন্য অন্য দেবতার অপেক্ষা উৎকর্ষবতী এই দেবতাকে উপাসনা করা উচিত।

দ্বিতীয় শ্লোকের এই বৃত্তি ও অনুবাদ উহা দেবতাপক্ষের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে। বাক্য বা ভাষাপক্ষে ইহার বৃত্তি এইরূপ—

"অথ শব্দো যদি স্বার্থস্য অনুভবে ভবেৎ হেতুঃ, প্রাত্যক্ষিকে এব উপনয়িনি তত্র ন আকাঙ্ক্ষাদ্যুপযোগঃ, তদ্‌ভিন্নেচেৎ আনুমানিকে এব, ন চ তত্র সদ্যঃ সাকাঙ্ক্ষত্বাদি ধীমাত্রেণ ব্যাপ্তিবুদ্ধ্যাদেঃ অপি অধিকস্য অপেক্ষণাৎ ইত্যাশঙ্কাম্ অপনেতুং অন্বয়বোধনামকম্ অনুভবান্তরং দর্শয়তি।"

অনুবাদ—আচ্ছা, শব্দ, যদি নিজ অর্থের অনুভবের হেতু হয়, তবে পদার্থোপস্থিতিরূপ উপনয়াত্মক সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই হেতু হয়, কিন্তু তাহাতে আকাঙ্ক্ষাদির উপযোগিতা নাই, সুতরাং সাকাঙ্ক্ষা আসন্না ও স্বার্থে যোগ্যা এই বিশেষণগুলি অসঙ্গত হয়—কারিকার্থ সঙ্গতি হয় না; আর যদি আনুমানিক জ্ঞানেরপ্রতি শব্দ 'হেতু' হয়, তাহা হইলে সদ্য সদ্যই আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞান মাত্রে আনুমানিক জ্ঞান হয় না; কারণ তদতিরিক্ত ব্যাপ্তি জ্ঞানেরও অপেক্ষা থাকে (সুতরাং উক্ত কারিকার্থটিতে সদ্য পদ থাকায় অসঙ্গত হয়)। এই আপত্তি অপনোদন করিবার জন্য অন্বয় বোধ অর্থাৎ শাব্দবোধ নামক অনুভবান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।

তাৎপর্য্য—মঙ্গলাচরণ শ্লোকের সরস্বতী পক্ষে অর্থ বর্ণন করিয়া গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের আবশ্যকতা প্রদর্শন করা হইল। এইবার বাক্য পক্ষের অর্থ প্রদর্শন দ্বারা এই বাক্যার্থ সংক্রান্ত যাবৎ বিষয়ের আলোচনার সূচনা করা হইতেছে। বাহুল্য এই আলোচনাতেই এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা হইবে।

সরস্বতী দেবীর স্তুতিকালে যেমন অন্য দেবতার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তদ্রূপ শব্দকে একটি প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সূচনা করা হইয়াছে। চক্ষুরাদি বিষয় সন্নিকৃষ্ট হইলে যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে যেমন অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হয়, সাদৃশ্য জ্ঞান হইলে যেমন উপমিত্যাত্মক জ্ঞান হয়, তদ্রূপ শব্দ শ্রুত হইলে একটি জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুমিতি ও উপমিতি নামক জ্ঞান হইতে পৃথক্।

কেহ কেহ বলেন, শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয় তাহাতে বিশেষ্য বিশেষণের জ্ঞান হয়। না, কেবল পদার্থোপস্থিতি মাত্র হয়? পদার্থ সমূহ মধ্যে যে পরস্পরের সম্বন্ধ থাকে, শব্দ হইতে সেই সম্বন্ধের জ্ঞান হয় না। আবার কেহ বলেন, শব্দ হইতে পদার্থ সম্বন্ধেরও জ্ঞান হয় অর্থাৎ শব্দটি বিশিষ্ট অনুভবের হেতু হয়। এইরূপ মতভেদ থাকায় গ্রন্থকার "শব্দ যদি নিজ অর্থের অনুভবে হেতু হয়" এই বাক্যান্তর্গত "যদি" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ যদি কোনরূপ অনুভবের হেতু হয়, তাহা হইলে সেই অনুভবটি কিরূপ, ইহা প্রদর্শন উপলক্ষে ইহার পৃথক্ প্রামাণ্যের সূচনা করিতেছেন এবং এই সূচনার কালে গ্রন্থকার নিজ কারিকার সাকাঙ্ক্ষা, আসন্না, যোগ্যা ও সদ্যঃ পদের উপযোগিতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি যেমন ষড়্‌বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষ এবং ত্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে জন্মে, তদ্রূপ শব্দও পদার্থোপস্থিতিরূপ উপনয়াত্মক একরূপ সন্নিকর্ষ বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উৎপাদন করে। এইরূপ যদি বলা যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতার উপযোগিতা থাকে না, আর তাহার ফলে কারিকার সাকাঙ্ক্ষা, আসন্না এবং স্বার্থে যোগ্যাপদের উপযোগিতা থাকে না। অতএব, যেহেতু শাব্দজ্ঞানে এই সকলের উপযোগিতা আছে, সেই হেতু ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত হইতে পারে না।

শাব্দজ্ঞান যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে তাহার একটি হেতু আছে। তাহা এই—যদি বল পদার্থোপস্থিতিরূপ উপনয়াত্মক সন্নিকর্ষ বলে যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষই হউক না কেন?

তাহার উত্তর এই যে, তাহা হইলে "গৌরস্তি" ইত্যাদি শব্দ জন্য অস্তিতারান্ গৌঃ" যেমন হয়, তদ্রূপ "গবীয়ম্ অস্তিত্বম্" এরূপ জ্ঞান কেন হয় না? এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। অতএব শাব্দবোধকে পৃথক্ প্রমাণ বলা উচিত।

কিন্তু তাহা হইলেও অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানে ইহাদের সার্থকতা থাকে। কারণ, অনুমিতিতে হেতুর জ্ঞান আবশ্যক হয় বলিয়া আকাঙ্ক্ষা, সান্নিধ্য ও যোগ্যতা জ্ঞান সকলই প্রয়োজন হয়। অতএব শাব্দজ্ঞানের সহিত আনুমানিক জ্ঞানের পার্থক্য থাকে না। তজ্জন্য গ্রন্থকার 'সদ্যঃ' পদটি দিয়া আনুমানিক জ্ঞানের সহিত শব্দ জ্ঞানের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন; কারণ আনুমানিক জ্ঞানে ব্যাপ্তিজ্ঞানের আনুকূল্য আবশ্যক হয়। পদ শ্রবণ মাত্র পদার্থোপস্থিতিরূপ উপনয়াত্মক সন্নিকর্ষ বলেই অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হয় না, ব্যাপ্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার "সদ্যঃ অনুভব হেতুঃ" এইরূপ পদ যোজনা করিয়াছেন। অতএব কারিকা-

মধ্যস্থ উক্ত আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও স্বার্থে যোগ্যতা এবং সন্তঃ পদ দ্বারা গ্রন্থকা
শাব্দবোধের পৃথক্ প্রামাণ্য সূচিত করিলেন, বুঝিতে হইবে। এইবার গ্রন্থকা
পদের পৃথক্ প্রামাণ্য প্রদর্শন করিবার জন্য তৃতীয় কারিকা রচনা করিতেছেন—

(ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ।

কায়স্থ শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৫৫ পৃষ্ঠার পর)

অর্ঘ্য ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ডোঙ্গাটি ধৌত করিয়া দক্ষিণাগ্র একটি কুশার উপ
রাখিয়া "ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবী" এই মন্ত্রে একটি প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্রকুশ ম
ব্যতিরেকে কাটিয়া "ওঁ বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতমসি" এই মন্ত্রে জল দ্বারা ধৌত ও কুশাটি
দক্ষিণাগ্র করিয়া ঐ ডোঙ্গাতে রাখিবে। পরে "ওঁ শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে" মন্ত্র
উহার উপর একটু জল দিবে। এবং "তিলোঽসি সোমদৈবত্যো গোসবো দেব
নির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধায়া পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা॥ এই ম
তিল দিয়া অমন্ত্রক গন্ধ পুষ্প দূর্ব্বা তুলসী ও আতব চাউল দ্বারা অর্ঘ্য দিবে
একগাছা কুশ দ্বারা "ওঁ অচ্ছিদ্র মিদমর্ঘ্য পাত্রমস্তু" (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) বলি
অর্ঘ্য ঢাকিয়া ঐ কুশ আপনার বামদিকে ছড়াইবে "ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্রং স্ব
অর্ঘ্যপাত্র হইতে দক্ষিণাগ্র পবিত্র ব্রাহ্মণকে দিয়া অন্য স্থান হইতে "জলান্তরং
বলিয়া জল ও "পুষ্পান্তরং" বলিয়া পুষ্প ব্রাহ্মণকে দিবে। "এতে গন্ধপুষ্পে
শিরঃ প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রেভ্যোনমঃ" বলিয়া একটি গন্ধ পুষ্প দিবে। এবং বাম হ
অন্নপাত্র উঠাইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঢাকিয়া "ওঁ যা দিব্যা আপঃ পরমা সম্বভূবুর্য
অন্তরিক্ষা উত পার্থিবীর্য্যাহিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ সং শ্যোনাং সুহব
ভবন্তু" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূমি সংলগ্ন করত অন্বারব্ধ বাম হস্ত দিয়া ধরিয়া "ও
অমুকগোত্র পিতরমুক দেববর্ম্মন্নেতত্তে অর্ঘ্যং স্বধা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উৎসর্গ
করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্যদান করিবে।

অর্ঘ্য পাত্রের বস্ত্রের উপর তুলসী করিয়া চন্দন ও পুষ্প রাখিয়া ঐ বস্ত্র লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক দেববর্ম্মন্নেতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাচ্ছদনানি স্বধা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে "এষতে গন্ধঃ এতত্তে পুষ্পং, এষতে ধূপঃ, এষতে দীপঃ, এতত্তে আচ্ছাদনং বলিয়া এক একটি করিয়া ব্রাহ্মণকে দিবে। "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেববর্ম্মন্নেতত্তে যজ্ঞোপবীতার্থ সূত্রং স্বধা" বলিয়া যজ্ঞোপবীত দিবে। পরে ঘৃত, তিল ও তুলসীযুক্ত জলপাত্র ব্রাহ্মণের দক্ষিণ দিকে রাখিবে।

অন্নদান—ব্রাহ্মণের নিকটে কুশাদি সরাইয়া, জল ছিটাইয়া জল দ্বারা নৈর্ঋত কোণ হইতে বামাবর্ত্তে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া, তাহার উপর অন্নপাত্র—রাখিয়া অন্ন, ব্যঞ্জন, ঘৃত, ও পায়সাদি বাম হস্ত সংযুক্ত দক্ষিণ হস্ত দিয়া পরিবেশন করিয়া, অন্নের উপর ঊর্দ্ধ মুখ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যভাগ পরবর্ত্তী মন্ত্রে রাখিবে "ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষ" অথবা "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুরে ইদং হবিঃ। ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ" এই মন্ত্রে অন্নে তিল দিবে॥

পরে মধু দিয়া, গায়ত্রী পাঠ এবং ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতিঃর্মধুমাং অস্তু সূর্য্য মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ॥ ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অন্নে জলের ছিটা দিয়া, ব্রাহ্মণকে জল দিয়া, তিল তুলসী, মোটক যুক্ত অন্নপাত্র ধারণ করিয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক দেববর্ম্মন্নেতত্তেঽন্নং সোপকরণং সতিলোদকং স্বধা" (বা সতিলগঙ্গোদকং স্বধা) এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

পরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিবে "ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথা সুখং বাগ্‌যতঃ স্বদ।"

পরে আবার 'গায়ত্রী' ও 'মধুবাতা' মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ব্রাহ্মণকে একটু জল দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পরবর্ত্তী মন্ত্র পড়িবে "ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ তৎসর্ব্বমিদমচ্ছিদ্রমস্তু"॥

গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য"। ইত্যাদি যুয়ং তেভ্যো বদীদত" পর্য্যন্ত মন্ত্র পড়িয়া "ওঁ বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদা-তি। ভার্য্যাং তথা দরিদ্রশ্চ দুষ্করো দার সংগ্রহঃ॥" এই শ্রাব্য মন্ত্র পড়িবে। এবং অবশিষ্ট সঘৃত অন্ন গুলি লইয়া দধি মধু ও ঘৃতাদি মাখিয়া রাখিবে।

ব্রাহ্মণের বাম দিকে কতকগুলি কুশা ছড়াইয়া ইহাতে পিতৃতীর্থক্রমে এক একটু জলের ছিটা দিয়া তিল তুলসী মোটক যুক্ত একটি পিণ্ড লইয়া বাম হস্তে জ পাত্র লইয়া ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দত্তে তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাংগতিম্॥ ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা, ন বন্ধুর্নৈ বান্নসিদ্ধি তথান্নমস্তি॥ তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবিদত্তমেতৎপ্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥" এই ম পাঠ করিয়া সজল পিণ্ড পিতৃতীর্থ দ্বারা ঐ কুশার উপর দিবে। পরে 'গয়াগদা হরি' বলিয়া পিণ্ড একটু চাপিয়া দিবে ও হস্তধৌত করিবে।

পিণ্ডদান—আচমন করিয়া, দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণকে জল দিবে। পরে গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পড়িবে।

ওঁ শেষমন্নং ক্ব দেয়ং ? (জিজ্ঞাসা করিবে) "ওঁ ইষ্টায়দীয়তাম্॥ (প্রত্যুত্তর) পিণ্ডদাননহং করিষ্যে" ? ওঁ করুষ। (প্রতিবাক্য) পরে ব্রাহ্মণের অন্ন পাত্রের সম্মুখে স্থান পরিষ্কার করিয়া "নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেদ্ধতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরদানবাময়া রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচসঙ্ঘা হতাময়া যাতুধানাশ্চ সর্ব্বে॥" এই মন্ত্রে নৈর্ঋত কোণ হইতে বামাবর্ত্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া "ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ পুনশ্চ "ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং" এই মন্ত্র পড়িয়া সাগ্র কুশাদ্বয় দিয়া মণ্ডলের মধ্যে দক্ষিণাগ্র একটি রেখা টানিবে। পরে কুশাদ্বয় উত্তর দিকে ছড়াইবে।

তৎপরে এই মণ্ডলের উপর কতকগুলি দক্ষিণাগ্র কুশা বিস্তার করিয়া জলে ছিটা দিয়া দেবতাভ্যঃ মন্ত্র তিনবার পড়িবে।

ওঁ ব্রহি পিতঃ সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিনৈভিঃ দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণে ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছ॥

এই মন্ত্রে কুশার উপর তিল দিয়া, ঐ কুশা বাম হাত দিয়া ধরিয়া "ওঁ অমুক গোত্র পিতরমুক দেববর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব স্বধা" এই মন্ত্র পড়িয়া জলের ছি দিবে।

পরে "মধুবাতা ঋতায়তে" এবং "অক্ষন্নমীমদন্ত হব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভ নবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজান্বিন্দ্র তে হরী" মন্ত্রদ্বয় পড়িয়া ঘৃত ও মধুযুক্ত পি তিল, তুলসী ও মোটক দিয়া পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে লইয়া, অন্বারব্ধ বাম হাত দিয়া জল পাত্র লইয়া "ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক দেববর্ম্মন্নেষ তে সতিলোদক পিণ্ডঃ স্বধা মন্ত্রে সেই কুশার উপর পিতৃতীর্থ দিয়া পিণ্ডদান করত জল দিবে। অবশি অন্নগুলি পিণ্ডের চারিদিকে ছড়াইয়া আস্তৃত কুশমূল দিয়া অমন্ত্রক বাঁকাই পিণ্ডের দিবে।

পরে হরি স্মরণ ও জল স্পর্শ করিয়া পিণ্ডপাত্রে জল দান করত "ওঁ অমুক-গোত্র পিতরমুক দেববর্ম্মন্নবনি নিক্ষ্ব স্বধা" এই মন্ত্রে অন্নপাত্র ধৌত ও জল পিণ্ডের উপর দিবে।

পরে রুদ্ধশ্বাস হইয়া পিতৃদেবের তেজময় মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মস্তকোপরি বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করাইতে করাইতে উত্তর মুখ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাট করিবে।

ওঁ অত্র পিতর্মাদয়স্ব যথা ভাগমাবৃষায়স্ব।
ওঁ অমীমদৎ পিতা যথাভাগ সা বৃষায়িষ্ট॥

পরে পিতৃ প্রণাম "ওঁ নমস্তে পিতঃ পিতর্নমস্তে গৃহান্নঃ পিতর্দ্দেহি, সদস্তে পিতৃর্দ্দেশ্য।"

তৎপরে একটু সূত্র লইয়া—"ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিয়া অন্বারব্ধ হস্ত দ্বারা ধরিয়া এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে—"ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক দেববর্ম্মন্নেতত্তে বাসঃ স্বধা॥

তৎপরে পুষ্প ও তাম্বুল দ্বারা পিণ্ড পূজা করিয়া "বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমোনমঃ॥ বর্ষাভ্যশ্চ শরৎ সঙ্গ ঋতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাস-সংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমোনমঃ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে "ওঁ সুস্থ প্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া মাটিতে জল দিবে। (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) "ওঁ শিবা আপঃ সন্তু॥ ব্রাহ্মণকে জল দিবে। (ওঁ সন্তু" প্রতিবাক্য) ওঁ অক্ষতঞ্চাবিষ্টঞ্চাস্তু (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য) দূর্ব্বা ও তণ্ডুল দিবে। পরে তিল, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত জল লইয়া অমুক গোত্রস্থ পিতরমুক দেববর্ম্মণঃ কৃতেঽস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্ন-পানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্ (ওঁ উপতিষ্ঠাতং প্রতিবাক্য) ওঁ অঘোরঃ পিতাস্তু" (ওঁ অস্তু) ওঁ গোত্র ন বর্দ্ধতাম্" (ওঁ বর্দ্ধতাং) পিণ্ডের উপর দুইটী কুশ দিয়া " ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বাধা স্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্॥" মন্ত্রে জলাঞ্জলি দ্বারা পিণ্ডোপরি তর্পন করিবে।

দক্ষিণান্ত—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্থ পিতরমুক দেববর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ আদ্যৈকোদিষ্ট শ্রাদ্ধ কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা-মিদং রজত মর্চ্চিতং (কিম্বা রজত মূল্যং হরিতকী ফল মর্চ্চিতং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধ মিদং সদক্ষিণ-মস্তু (ওঁ অস্তু প্রতিবাক্য বলিবে)

পরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দক্ষিণ দিক দেখিয়া বং যাচ্ঞা করিবে মন্ত্র যথা "ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে একটি ফুল আঘ্রাণ করিয়া মস্তকে দিবে।

পরে "ওঁ দেবতাভ্যঃ" মন্ত্র তিনবার পড়িয়া "ওঁ অভিরমাতাং ক্ষমস্ব" (।) "অভিরতোঽস্মি" প্রতিবাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণকে জল দান করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগস্যাদে মে দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাম্পিতা মাতরা চ মা সোমে অ মৃত ত্বেন গম্যাৎ"॥ এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করি জল দিয়া "ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহিপরমন্তপঃ। পিতরিপ্রীতিমাপন্ন প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥ "পিতৃ চরণেভ্যঃ নমঃ" বলিয়া পিতৃ প্রণাম করিবে।

"যস্যশ্রাদ্ধং কৃতং তস্য অক্ষয়ায়ৈতৃপ্তয়ে পাত্রীয়াম্নং জলে ('গঙ্গায়' গঙ্গাজলে) সমর্পয়ামি. পিণ্ডমপি জলে সমর্পয়ামি" বলিয়া দুই স্থানের অন্ন লইয়া নিকটস্থ জলে দিবে। ওঁ মহাবামদেব্যঋষি" শান্তি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ খুলি হস্তধৌত করিয়া দীপাচ্ছাদন অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিয়া "প্রীয়ত পুণ্ডরীকাক্ষ" মন্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। 'এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণয়ে অর্পিতম বলিয়া জল দিবে। পরে অবশিষ্টদ্রব্য অর্দ্ধগ্রাস মাত্র ভোজন করিবে।

হেম গর্ভতিল দান বা তিল কাঞ্চন দান শ্রাদ্ধ—একটি তাম্র টাটের উপর তাম্র থালার উপর তিল রাখিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, "ওঁ সবস্ত্র তাম্রাধা হেমগর্ভ তিলেভ্যোনমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্প দিয়া তিলের পূজা করিবে "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণুবেনমঃ" এই মন্ত্রে বিষ্ণু পূজা করিবে। পরে এত সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ, এই বলিয়া ব্রাহ্মণের উদ্দেশে গন্ধ পুষ্প দিবে, পরে বা হস্তে তিল স্পর্শ ও দক্ষিণ হস্তে কুশত্রয়ে তিল জল গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত ম উৎসর্গ করিবে। ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেববর্ম্মণোঽশৌচা দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেববর্ম্মণঃ এতত্তিল ম সংখ্যক বর্ষাবধি স্বর্গাধিকরণক মোদমানত্বকামঃ এতান্ সবস্ত্র তাম্রাধার হেমগর্ভতিলান্ শ্রী দেবতাকান্ অর্চ্চিতান্ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। পরে "বি দেহোদ্ভবাঃ পুণ্যাস্তিলাঃ পাপপ্রনাশকাঃ। প্রেত স্বর্গং প্রযচ্ছতু সংসারার্ণব তারকাঃ"। এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ থাকিলে "অমুক গোত্র অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং দদানি।" এই বলিয়া কুশ ও তিল তাঁহার হাতে দিবে। গৃহীতা এক মুষ্টি তিল লইয়া "স্বস্তি" বলিবেন। গায়ত্রীও প করিয়া বলিবেন, "এতে সবস্ত্র তাম্রাধার হেমগর্ভতিলাঃ বিষ্ণুদেবতাকাঃ" পরে বা

স্তুতি পাঠ করিয়া পর মন্ত্রে দক্ষিণা প্রদান করিবে। কামস্তুতি মন্ত্র যথা—"ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামোদাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামৈতত্তে" ওঁ দ্যোস্ত্বা দদাতু, পৃথিবীস্ত্বা প্রতিগৃহ্লাতু॥ দক্ষিণাবাক্য—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি ষষ্টিবর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্র তাম্রাধার হেমগর্ভ তিলদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা মিদং কাঞ্চনং (বা কাঞ্চন মূল্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি" বলিয়া দক্ষিণা দ্রব্যের উপর জলের ছিটা দিবে।

দান সাগর বা দম্পতীবরণ শ্রাদ্ধ—

১। স্বর্ণ নির্ম্মিত দম্পতি প্রতিমা। ২। গরদের ধুতি, চাদর ও গরদের সাটী, ৩। সাজখাট, ৪। স্বর্ণের অঙ্গুরী, ৫। অলঙ্কার যথা শক্তি, ৬। দান সামগ্রী, দক্ষিণা। দানসাগরে এই সমস্ত দ্রব্যের আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণ কন্যা সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ সুপাত্রের সহিত বরণ করা যায়, তাহা হইলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

দানের বিবরণ ও দ্রব্য—

১। ভূমি, ২। আসন, ৩। জল, ৪। বস্ত্র, ৫। দীপ, ৬। অন্ন, ৭। তাম্বুল, ৮। ছত্র, ৯। গন্ধ, ১০। মাল্য, ১১। ফল, ১২। পাদুকা, ১৩। শয্যা, ১৪। ধেনু, ১৫। স্বর্ণ, ১৬। রৌপ্য এই ষোড়শ দ্রব্য দান করিতে হইবে।

প্রথমতঃ আচমন করিয়া, "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্কাণিচ তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দান কালে ভবন্ত্বিহ"॥ ইহা পাঠ করিয়া ভূমির অর্চ্চনা করিবে। যথা "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদন তৈজসাধার সশস্য প্রিয়দত্তভূমিভ্যো নমঃ," বলিয়া তিনবার অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্ণুবে নমঃ," এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎ সম্প্রদান ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ" বলিয়া পূজা করত, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পাঠ করিবে, ওঁ পৃথিবী বৈষ্ণবী প্রোক্তা পৃথিবী বিষ্ণুপূজিতা পৃথিব্যাস্তু প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ॥"

পরে কুশ জল দ্বারা ভূমি প্রোক্ষণ করিয়া বাম হস্ত দ্বারা অর্চ্চিত দ্রব্য ধারণ করত, দক্ষিণ হস্তে কুশ তিল যুক্ত জল গ্রহণ পূর্ব্বক "বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি, অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেববর্ম্মণঃ স্বর্গকামস্তাঃ সাচ্ছাদন স-

শস্য প্রিয়দত্তাভূমীঃ বিষ্ণু দেবতাকাং যথাসম্ভব গোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো
দদানি।" বলিয়া দক্ষিণ হস্তস্থ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

দক্ষিণা—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুক দেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্বিতীয়ং
ষষ্টিবর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গকামনয়া কৃতৈতৎ সাচ্ছাদন প্রিয়দত্ত ভূমিদানকর্ম্মণ
সাঙ্গতার্থং দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্যং তান্ কপর্দ্দকান্ যথাসম্ভব গোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো
ঽহংদদানি॥ পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

আসন—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদন দর্ভাসনেভ্যো নমঃ," বলিয়া অর্চ্চনা
করত, পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—
"ওঁ আসনং সর্ব্ব লোকানাং পরমং সুখসাধনং। তাম্রং রৌপ্যং কাঞ্চনঞ্চ শ্রেষ্ঠ
শ্রেষ্ঠতরং শুভং" পরে বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবে। অদ্যেত্যাদি—ইমানি
সাচ্ছাদন দর্ভাসনানি বিষ্ণু দৈবতানি যথাসম্ভব গোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽহং
দদানি।" অতপর পূর্ব্ব লিখিত রূপ দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

সমস্ত দ্রব্যই পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া উৎসর্গ করিবে, অর্চ্চনায় এবং উৎসর্গ
বাক্যে দানীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ ব্যতীত আর সমস্তই এক প্রকার, এ জন্য ঐ
সকল আর এখানে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইল না। কেবল প্রত্যেক দ্রব্য
উৎসর্গের পূর্ব্বে সেই সেই দ্রব্য সম্বন্ধে যে প্রার্থনা মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়, তাহাই
লিখিত হইল। যথা—

জল—ওঁ পানীয়ং প্রাণিনঃ প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্যপ্রদানেন বরুণ প্রীয়তাং মম॥
বস্ত্র—ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাং যৎ পিধানকং।
পাবনং পরমং লোকে শোধনং বসনং মহৎ॥
দীপ—ওঁ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদো নিত্যং অন্ধকার বিভেদকঃ।
তস্মাদ্দীপশ্চ ভগবান্ প্রিয়তাং মে হুতাশনঃ॥
অন্ন—ওঁ অন্নে প্রতিষ্ঠিতা দেবা অন্নমোজস্করং পরং।
তস্মাদন্ন প্রদানেন প্রীয়তাং মে প্রজাপতিঃ॥
তাম্বুল—ওঁ রসাঢ্যং সর্ব্বলোকানাং মাঙ্গল্যং সুখ সাধনং।
তাম্বূলং দেবতানাঞ্চ পরমং প্রীতি কারকং॥
ছত্র—ওঁ যমদগ্নি প্রদানার্থং সূর্য্যেণৈব বিনির্ম্মিতং।
ঘর্ম্ম-বর্ষা-তপ-ক্লেশ-নাশনং ছত্র মুত্তমং॥

গন্ধ—ওঁ গন্ধো দুর্গন্ধতরণো মাঙ্গল্যঞ্চ মহাত্মনাং।
দেবতাণাং প্রিয়ো যস্মাত্তস্মাৎ গন্ধঃ প্রসীদতু॥
মাল্য—ওঁ দেবৈর্যস্মাচ্ছিরোধার্য্যংব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ।
লক্ষ্মীর্ব্বসতি পুষ্পেষু লক্ষ্মীর্ব্বসতি পুষ্করে॥
ফল—ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং পঞ্চভূতানি নির্ম্মমে।
এতানি ফলরূপেণ প্রাণিনাং প্রাণধরাণিহি॥
শয্যা—ওঁ যস্মাৎ শয্যা শয়নীয়ং কেশবস্য শিবস্যচ।
শয্যাঃ সমাপ্য পুণ্যাস্তু শয্যায়ৈ জন্ম জন্মনি॥
পাদুকা—ওঁ পাদুকে সর্ব্বলোকানাং পাদসম্বাহনায়চ।
দেবানাং প্রীণনার্থায় বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতা॥
গো—ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবেষ্ববস্থিতা।
ধেনু রূপেণ সা দেবী মমশান্তিং প্রযচ্ছতু॥
ওঁ দেবস্থা যা চ রুদ্রাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া।
ধেনু রূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু॥
ওঁ বিষ্ণুর্ব্বক্ষসি যা লক্ষ্মীর্ধনদস চ॥
যা লক্ষ্মী লোকপালানাং সা ধেনুর্ব্বরদাস্তু মে॥
ওঁ চতুর্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ স্বাহাযাচ বিভাবসোঃ।
চন্দ্রার্কশক্রশক্তি র্যা ধেনুরূপাস্তু সা প্রিয়ে॥
ওঁ স্বধা ত্বং পিতৃ মুখ্যানাং স্বাহা ক্রতুভুজাং যতঃ।
সর্ব্বপাপহরা ধেনুস্তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছমে॥
সর্ব্বদেব ময়ীং দেবীং সর্ব্বদেবী ময়ীং তথা॥
সর্ব্বলোক নিমিত্তায় সর্ব্বপাপ ক্ষয়ায়চ।
সর্ব্বধর্ম্মপ্রদাং নিত্যাং সর্ব্বলোকনমস্কৃতাং॥
প্রযচ্ছামি মহাভাগামক্ষয়ায় শুভায়তাং॥
কাঞ্চন—ওঁ সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণাপরং
এতৎ পবিত্রং পরমমেতৎস্বস্তয়নং বৃহৎ।
হিরণ্যং সর্ব্ব সর্ব্বস্থং হেম বীজং বিভাবসোঃ
অনন্ত পুণ্যং ফলদং তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছতু॥
রজত—ওঁ দর্শনং বল্লভং যস্মাৎ মুনীনাঞ্চ সদাপ্রিয়ং॥
তস্মাৎ রজতদানেন প্রিয়ন্তাং পিতরো মম॥

ইহার পরে বিশিষ্টরূপে ভোজ্যদান করিবে। ষোড়শ দানের পর বিলক্ষণ শয্যাদান করিবে।

বিলক্ষণা শয্যা দান বিধি—

প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ দম্পতিকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া "এতৎ পাদ্য দ্বিজ দম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং নমঃ। এই ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদন ফলবস্ত্র সমন্বিত কাঞ্চনপুরুষযুত বিলক্ষণশয্যায়ৈ নমঃ, বলিয়া তিনবার শয্যার অর্চ্চনা করত, বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে অমুক গোত্রাভ্যাং শ্রীঅমুকীদেবীং অমুক দেবশর্ম্মাভ্যাং দ্বিজদম্পতিভ্যাং, যুবাভ্যাং নমঃ। বলিয়া দ্বিজ দম্পত্তির অর্চ্চনা করিবে, পরে নিম্নলিখিত রূপ বাক্য বলিয়া শয্যা উৎসর্গ করিবে। যথা—

অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুক দেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেববর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইমামর্চ্চিতাং বিষ্ণুদেবতাকাং সাচ্ছাদন ফল-বস্ত্র-সমন্বিত কাঞ্চনপুরুষযুত বিলক্ষণ শয্যাং অমুক গোত্রাভ্যাং দ্বিজদম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং অহং সম্প্রদদে।

পরে দক্ষিণান্ত করিবে। অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদন ফল-বস্ত্র-সমন্বিত কাঞ্চনপুরুষযুত বিলক্ষণশয্যা দানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং কাঞ্চনমূল্য নিষ্ক রজত খণ্ডং অমুক গোত্রাভ্যাং শ্রীঅমুকীদেবী অমুকদেব শর্ম্মভ্যাং দ্বিজদম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং অহং সম্প্রদদে।

অতঃপর দ্বিজ দম্পতি শয্যায় আরোহণ করিবেন; পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিবে।

দ্বিজ দম্পতির নাম গোত্র ইত্যাদি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা।

বৃষোৎসর্গ।

আদ্যশ্রাদ্ধের দিনে, অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে, বৃষোৎসর্গ করিবে। যদি কোন কারণে আদ্যশ্রাদ্ধ দিনে বৃষোৎসর্গ করিতে না পারা যায়, তবে ত্রিপক্ষে কি ষষ্ঠ মাসিকের সময়, অথবা সপিণ্ডীকরণ কালে বৃষোৎসর্গ করা যাইতে পারে। প্রেত-বৃষোৎসর্গে মলমাসাদি অকাল প্রতিবন্ধকতা নাই।

কাম্যবৃষোৎসর্গ অকালে নিষিদ্ধ। আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা, রেবতী নক্ষত্রান্বিতা আশ্বিনী-পূর্ণিমা, অয়ণ, বিষুব সংক্রান্তি চতুষ্টয়, ফাল্গুনী-অষ্টকাতিথি এবং চন্দ্র সূর্য্যের উপরাগকাল অর্থাৎ গ্রহণ কাল, এই সকল সময়ে দেবোদ্দেশে পিতৃলোকের স্বর্গোদ্দেশ্যে কাম্য-বৃষোৎসর্গ করিতে হয়। কাম্য-বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়।

সগোত্র বা ভিন্ন গোত্র স্ত্রী বা পুরুষ যে ব্যক্তির মরণে অশৌচ হয়, সেই প্রেতেরই স্বর্গোদ্দেশে বৃষোৎসর্গ করিতে হয়। পতি পুত্রবতী স্ত্রীর স্বর্গার্থ চন্দন-ধেনু দান করিবে। বৃষোৎসর্গ না করিলে প্রেতত্ব দূর হয় না সুতরাং চন্দন-ধেনু স্থলে অন্য দ্বারাও বৃষোৎসর্গ সম্পাদন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

অবিকৃতাঙ্গ এবং সজীব বৎসা দুগ্ধবতীর এক বা দুই বর্ণ বিশিষ্ট বলিষ্ঠ বৎসকেই বৃষ নির্ব্বাচন করিবে।

বৃষের অগ্রে রক্তবর্ণের বৎসতরী, উভয় পার্শ্বে শ্বেত কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণের এবং পশ্চাদ্দিকে কৃষ্ণবর্ণের বৎসতরী এইরূপ বৎসতরী চারিটী হওয়া উচিত। তদ্রূপ না পাইলে একটিতেও কার্য্য সিদ্ধি হয়।

বেদী—শ্রাদ্ধকর্ত্তার হস্তের চতুর্হস্ত দীর্ঘ ও চতুর্হস্ত প্রস্থ, এক হস্ত উচ্চ প্রস্তুত করিয়া গোময় দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিবে। বেদীর উপরিভাগে নারিকেলাদির পত্রশাখা দ্বারা মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। ঐ মণ্ডপের উপরে বিচিত্র নব বস্ত্রাদি আচ্ছাদন করিয়া দিবে। এবং উহার উপর একটি চুণ দ্বারা রং করা হাঁড়ি দ্বারা চাপা দিবে।

বেদীর পূর্ব্বপার্শ্বে পঞ্চ শস্য বিক্ষিপ্ত, ফল পল্লবযুক্ত দধ্যক্ষত, বস্ত্র ও সিন্দুরাদি ভূষিত পঞ্চঘট সংস্থাপন করিবে। উহার ঈশান কোণে পঞ্চপল্লব ও ফলাদি সমন্বিত যুগ্মবস্ত্রাচ্ছাদিত শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিয়া ঘট সমীপে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল (অসমর্থ পক্ষে অষ্টদলপদ্ম) নির্ম্মাণ করিয়া উহার উপর তাম্রাদি পাত্রাধারে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রতিমা, অভাবে (শালগ্রাম শিলা) রাখিতে হয়।

সমিধ্।—অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থূল, প্রাদেশ পরিমিত দীর্ঘ শাখাশূন্য ও ত্বক্ সমন্বিত, এবং একটি পত্র বিশিষ্ট ও কীটাদি বিহীন সমিধ্ প্রশস্ত।

কাংস্য-পাত্রে, অভাবে মেটে নূতন মালসা বা সরাতে অগ্নি স্থাপন করিবে। বস্ত্র বা সূর্প অর্থাৎ কুলা বা কেবল হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বহ্নি প্রজ্জ্বালন করিবে না। মৃণ্ময়ী, বা তাম্রময়ী চরুস্থালীই প্রশস্ত। তণ্ডুল—দেবতার জন্য বারত্রয় মন্ত্রে বারদ্বয়, এবং পিতৃলোকের জন্য একবার ধৌত করিবে।

যূপের লক্ষণ।

"চতুর্হস্তো ভবেদ্ যূপো যজ্ঞ বৃক্ষ সমুদ্ভবঃ।
বর্ত্তূলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্ত্তব্যো বৃষমৌলিকঃ॥

বৃষালঙ্কার যথা—সুবর্ণশৃঙ্গ ২। রজতখুর ৪। তাম্র পৃষ্ঠ ১। কাংস্য ঘো ১। দর্পন, ১। লৌহ ঘণ্টা, ১। চামর, ১। লৌহ নূপুর।

বৎসতরীর অলঙ্কার যথা—মালা, চিরুণী, কাজল-লতা, ঝাঁপি। ঘুন্সী ঘো ক্ষুদ্র দর্পন।

বৃষোৎসর্গ প্রয়োগ—

বেদি শোধন—

ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদ্যম্।
ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হির্যা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্॥
যূপেন যূপ আপ্যায়তাং প্রণীতোঽগ্নি-রগ্নিনা।

এই মন্ত্র দ্বারা বেদিতে কুশ বারি প্রক্ষেপ করিবে।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্নানান্তে জলাশয় বা বেদির নিকটে পূর্ব্বাভিমুখে আসীন হইয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—বেদী-সন্নিধানে কুশ, তিল জলাদি লইয়া উত্তর মুখ হইয়া বীরাসনে উপবেশন করত সঙ্কল্প করিবেন যথ—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেববর্ম্মণঃ প্রেতলোক বিমুক্তার্থং স্বর্গলোক গমনকামঃ সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ বৃষোৎসর্গমহং করিষ্যামি।

"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর-মুদেতিদৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্প মস্তু॥"

স্বস্তি বাচন—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ

বৃষোৎসর্গ কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" ইহা তিনবার পাঠ করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ও নিজে হস্তস্থিত আতব চাউল পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিবেন, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ বৃষোৎসর্গ কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" ইহা তিনবার পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ আতব তণ্ডুল বিকীর্ণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণসহ তিনবার পাঠ করিবে—ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ বৃষোৎসর্গ কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু" ইহা পূর্ব্ববৎ তিনবার পাঠ করিবেন, পরে ব্রাহ্মণ সহ হস্তস্থিত চাউল বিকীর্ণ করিতে করিতে পাঠ করিবে—ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।

পরে নিম্নলিখিত স্বস্তিবাচন পাঠ করিবে।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধ শ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষাবিশ্বদেবাঃ। স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, ওঁ প্রিয়ণা ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে, ওঁ নিধিনান্তা নিধিপতিং হবামহে বসো মম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। আতব তণ্ডুল নিক্ষেপ করত নিম্নে মন্ত্র বলিবে—ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধে ভূতান্যহক্ষপা। পবনোদিক্‌পতি ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ ব্রহ্মং শাসনমাস্তায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্। ওঁ তৎসৎ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।" পরে "ওঁ সোমং রাজানং বরুণ মগ্নিমন্বারম্ভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রাহ্মণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥ (মহাভারত নামোচ্চারণ, ও বিরাট পর্ব্ব পাঠের সঙ্কল্পেও স্বস্তিবাচন পৃথক করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পুরোহিতগণ, "কর্ত্তব্যেষ্বেষু কর্ম্মসু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" ইত্যাদি ক্রমে সকল ক্রিয়ার একত্র স্বস্তিবাচন করিয়া থাকেন।)

পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কুশ তিলাদি লইয়া "অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্যামুক দেববর্ম্মণোঽশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি ষষ্টিবর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গকামনয়ার্থে যৎ সঙ্কল্পিত সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ বৃষোৎসর্গাদি হোমীয় হবি রক্ষণ কামো দশধা মহাভারত নামোচ্চারণ মহং করিষ্যে" সঙ্কল্পান্তে দশবার "মহাভারত" এই কথা উচ্চারণ করিবে। পুনর্ব্বার শ্রাদ্ধকর্ত্তা কুশ তিলাদি লইয়া অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য প্রেতাস্যামুক দেববর্ম্মণোঽশৌচান্তে দ্বিতীয়াঽহ্নি ষষ্টিবর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গ কামনয়ার্থ যৎ সঙ্কল্পিত সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ বৃষোৎসর্গাদি হোমীয় হবিরক্ষয়ত্বকামঃ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্য

মহাভারত অন্তর্গত জন্মেজয় উবাচ—ওঁ কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্ব-পিতামহাঃ ইত্যাদি নগরং মৎস্য রাজস্য শুশুভে ভারতবর্ষ ইত্যন্তং বিরাটপর্ব্ব পাঠনামহং করিষ্যামি কতিপয় শ্লোক পাঠে" জন্মেজয় উবাচ—কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্ব পিতামহাঃ ইত্যাদি বিরাট পর্ব্বীয় কতিপয় শ্লোক পাঠনামহং করিষ্যামি" পরে বরণ—পূর্ব্বক শ্রাদ্ধকর্ত্তা উত্তরাভিমুখ ব্রহ্মাকে বলিবেন "সাধু ভাবাস্তাম্" ব্রহ্মা বলিলেন "সাধ্বহমাসে" শ্রাদ্ধকর্ত্তা বলিবেন "অর্চ্চয়িস্যামো ভবন্তম্" ব্রহ্মা বলিলেন "অর্চ্চয়" শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণকে গন্ধপুষ্প বস্ত্র দিয়া দূর্ব্বা, তণ্ডুল দ্বারা ব্রহ্মার বাহুদেশ ধরিয়া বলিবেন— "অস্মেত্যাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেববর্ম্মণোঽহশৌচান্তদ্বিতীয়েঽহ্নি যৎ সঙ্কল্পিত সোপকরণ বৃৎসতরী চতুষ্ঠয় সহিত সোপকরণ বৃষোৎসর্গাঙ্গহোম কর্ম্মণি ব্রহ্মত্ব করণায় অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে"। ব্রহ্মা "বৃতোঽস্মি" শ্রাদ্ধকর্ত্তা যথা—বিহিতং ব্রহ্ম কর্ম্মকুরু" ব্রহ্মা, "যথাজ্ঞা করবাণি" এই নিয়মে অন্যান্য বরণ করিবে।

"হোত্রাদিকর্ম্মকরণায়" "তন্ত্রধারক কর্ম্মকরণায়" "সদস্যকর্ম্ম করণায়" শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্যবহার অনুসারে সঙ্কল্পিত ব্যক্তিগণকে যথা নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ায় বাচনিক নিয়োগ করিবেন।

পরে হোতা আপন আসনে বসিয়া পঞ্চগব্য শোধন করিবেন। যথা গায়ত্রী পড়িয়া গোমূত্র ১। "ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং" বা "ওঁ গাবশ্চিদস্যা" গোময়। ২। "ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে" বা "ওঁ গব্যোমুনো" মন্ত্রে দুগ্ধ। ৩। "ওঁ দধিক্রাবো" মন্ত্রে দধি। ৪। "ওঁ ঘৃতবতী" মন্ত্রে ঘৃত। ৫। "ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তমাদধে" বা ওঁ দ্যৌরাপঃ কনিক্রদাং সিন্ধোরাপ মরুতো মাদয়াস্তাং ধর্ম্মপ্যোধি" শেষোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য কুশপরি দিয়া, পঞ্চপর্ব্ব একত্র করিয়া ত্রিপত্রাগ্র দ্বারা লইয়া বেদী অভ্যুক্ষণ করিবে। মন্ত্র যথা "ওঁ বেদ্যাবেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ং। যূপেন যূপ আপ্যায়তাং প্রণীতেঽগ্নি রগ্নিণা ॥"

তদপরে "মহীত্রিণামবরস্ত ধুক্ষং" ইত্যাদি মন্ত্রে ঘট রাখিবে। ঘটের বিস্তার ষট্ ত্রিংশৎ অঙ্গুলি, উচ্চ ষোড়শ অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুলি, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশ পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত ঘট হইবে। ঘট সুদৃশ্য ও অক্ষত হওয়া আবশ্যক। মৃত্তিকা নির্ম্মিত ঘট সর্ব্বকার্য্যেই প্রশস্ত। সুলক্ষণ ঘটে ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, সিন্দূর ও চন্দনাদি দিয়া পাঠ করিবে।

ভূমি—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বস্য ভুবনস্য ধাত্রীং পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ।

ধান্য—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞম্।

ঘট—ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যাত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরূর্জ্জনিবর্ত্তয়স্ব।
সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারাঃ পয়স্বতীঃ পুনামাবিশতাদ্রয়ি ॥

জল—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভঃ সর্জ্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋতসদ।
স্থসি বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনী মাসীদ ॥

পল্লব—ওঁ ধন্বনা গাধন্বনাজিঞ্জয়েম ধন্বনাতীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃশত্রোরপকামং কৃণোতুধন্বমাসর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম ॥

ফল—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।
বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চ ত্বংহসঃ ॥

সিন্দুর—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেঽশূন্যানোবাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তিজহবা।
ঘৃতস্য ধারা অরুষোহন বাজীকাষ্ঠাভিন্দন্মুর্ম্মিভিঃ পিলুমানঃ ॥

দূর্ব্বা—ওঁ কাণ্ডাৎকাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষস্পরি ॥
এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ ॥

পুষ্প—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বেনক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তং।
ইষ্ণন্নিষাণামুম্মইশাণ সর্ব্বলোকম্মইশাণ।

গন্ধ—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টং করিষিনীম্।
ঈশ্বরীং সর্ব্ব ভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥

বস্ত্র—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।
তং ধরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥

স্থিরী করণ—

ওঁ স্থিরোভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ স্তমগ্নে পুরীষবাহন ॥
ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেব সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগনৈঃ সহ ॥

পরে গায়ত্রী পাঠ করিবে।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো। যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্" ॥

সামান্য অর্ঘ্য—ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।

"ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।

তদপরে 'ফট্' এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া পরে ত্রিপদীকায় [illegible] স্থাপন করিবে। "ওঁ" এই মন্ত্রে সেই পাত্র জলে পূর্ণ করিয়া পূজা করিবে। মন্ত্র যথা "মং বহ্নিমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ" "অং সূর্য্য মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ।"

তৎপরে পাত্রস্থ জল ত্রিভাগ করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ও দূর্ব্বা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করত, অমুদ্রা দ্বারা সেই জলে তীর্থ সকলের আবাহন করিবে। "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

তৎপরে "ওঁ" এই মন্ত্র অর্ঘ্যপাত্রের উপর দশবার জপ করিয়া সেই জলের [illegible] নিজ মস্তকে ও উপকরণে দিবে, তৎপরে ন্যাসাদি করিবে। তৎপরে পঞ্চোপচার বা দশোপচারে ঘটে আবাহন করিয়া গণেশাদির অর্চ্চনা করিবে। মনের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা এবং অঙ্গুলির যোগে কিম্বা সমস্ত গ্রন্থি দ্বারা ন্যাস করা যায়। আবাহনের বিশেষ নিয়ম এই যে, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সুষুম্নাপথে স্বস্থান হইতে তেজ আনায়ন করত নাসারন্ধ্র পথে নির্গত করিয়া করস্থিত পুষ্প সঞ্চয়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক আবাহন করিবে। পরে গণেশাদির পূজা করিবে। গণেশ, দুর্গা, [illegible] সূর্য্য, অগ্নি, কেশব, নবগ্রহ, ও ইন্দ্রাদি দিকপালকে পূজা করিবে। গণেশ পূজা "এষঃ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্প ওঁ গণেশায় নমঃ। এষঃ [illegible] ওঁ গণেশায় নমঃ। এষঃ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ। ইদং সঘৃতসোপকরণমান্নং ভোজ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ।"

এইরূপে প্রত্যেককে পূজা করিয়া পরে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে "ওঁ বিষ্ণু শারদচন্দ্রকোটি সদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদাসম্ভোজং দধতং সিতাব্জ নিলয়ং কাল জলম্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদ হারকুণ্ডল মহামৌলিং স্ফুরৎ কঙ্কণং শ্রীবৎসাঙ্কমুরঃ কৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈরস্তুতম্" বিষ্ণুর পূজা ষোড়শোপচারে করিয়া "ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে লক্ষ্মী ও রুদ্রের পূর্ব্বমত ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিবে।

রুদ্রের ধ্যান—ওঁ মুক্তাপীতপয়োদ মৌক্তিক জবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমিন্দু মুকটং পূর্ণেন্দু কোটিপ্রভম্॥ শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহ নান্নাগেন্দ্র ঘণ্টাঙ্কুশা পাশং ভীতি হরং দধান মমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে।

হোমাদি।—পূজা দ্রব্যাদি অপসারণ করত অগ্নি স্থাপন জন্য স্থণ্ডিল করিয়া রেখা করণ, উৎকর নিরসন, কাংস্যপাত্র বা নূতন শরাস্থিত অগ্নি হইতে ক্রব্যাদংশ ত্যাগ, অগ্নি স্থাপন এবং "অগ্নে ত্বং সাহসনামাসি" নামকরণ ও আবাহনাদি পূর্ব্বক সমিধ্ চড়াইয়া ব্রহ্ম স্থাপন করিবে।

চরুপাক। অগ্নির উত্তরে চরুপাত্র স্রুক্ স্রুবে মোক্ষণ ঘৃতপাত্র, সমিধ্, এবং দক্ষিণ পশ্চিমে উদূখল, মুষল ও সূপাদি সংগ্রহ করিয়া সংগৃত জল দ্বারা ধৌত তণ্ডুল প্রত্যেকের জন্য এক এক কোষার্দ্ধ প্রমাণ উদূখলে লইয়া পরমন্ত্রে যথাক্রমে অবঘাত করিবে। "ওঁ অগ্নয়ে ত্বা পুষ্টং নির্ব্বপামি" (১) "ওঁ পুষ্ণে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" (২) "ওঁ ইন্দ্রায়ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" (৩) ওঁ ঈশ্বরায় ত্বা জুষ্টং নির্ব্বাপামি। (৪) বিনা মন্ত্রে আর দুই কোষার্দ্ধ প্রমাণ তণ্ডুল ও পূর্ব্বের ন্যায় অবঘাত করিবে। পরে সূর্পদ্বারা তিনবার প্রস্ফোটন করিয়া, তিনবার ধুইয়া উত্তরাগ্র পবিত্র ও দুগ্ধ সম্মিলিত চরুস্থালীতে ঐ তণ্ডুলে কিঞ্চিৎ জল দিয়া পাক করিবে। দক্ষিণাবর্ত্তে অবঘণ্টন দ্বারা পাক সমাপ্ত হইলে জ্বলন্ত কাষ্ঠের আলোক দ্বারা স্থালীমধ্য দেখিয়া উহাতে ঘৃতধারা দিয়া অগ্নির উত্তরে কুশার উপর রাখিয়া পুনরায় স্থালীমধ্যে দেখিয়া ঘৃত ধারা দিবে, পরে ভূমি জপ, ভূমি মার্জ্জন, দশদিকে তণ্ডুল ক্ষেপ, ঘৃত সংস্কার, [illegible] পুষ্পাঞ্জলি ক্ষেপ, এবং বিরূপাক্ষ জপান্তাকুশণ্ডিকা সমাধা করিতে হয়।

পরে প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে ঘৃত ম্রক্ষিত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া কুশি দ্বারা চারিবার ঘৃত বিন্দু লইয়া, "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির উপর উত্তর ভাগে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃত ধারা দিবে। পুনরায় কুশি দিয়া ঘৃত বিন্দু চতুষ্টয় লইয়া "ওঁ সোমায় স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ ভাগে পূর্ব্বাভিমুখে ঘৃতধারা দিবে॥ (ভৃগুগোত্র ভার্গব প্রবর যজমান সম্বন্ধে ঘৃতবিন্দু চারিবার স্থলে পাঁচবার লইতে হয়)

চরুহোম।—প্রথমে কুশিতে ঘৃত বিন্দু দিয়া চরু মধ্যে ঘৃত দিয়া মোক্ষণ দ্বারা ঐ ঘৃত মিশ্রিত অন্ন লইয়া কুশিতে রাখিবে। পরে স্থালীমধ্যে যে স্থান হইতে চরু লওয়া হইয়াছে, তথায় ঘৃত দিয়া কুশির উপরিস্থিত চরুর উপর ঘৃত দিবে। এইরূপ চারিবার করিবে।

হোমমন্ত্র যথা—(১) "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" (২) (পূর্ব্বক্রমে ঘৃত ও চরু লইয়া) ওঁ পুষ্ণে স্বাহা" (৩) ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা (৪) ওঁ ঈশ্বরায় স্বাহা" এই চারিটী চরুহোম করিয়া পরে কুশিতে কেবল ঘৃত বিন্দু চারিবার (ভৃগুগোত্রের পাঁচবার) লইয়া ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্য ব্রাহ্মণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা॥

পুনরায় পূর্ব্বমত কুশিতে চারিবার করিয়া ঘৃত লইয়া প্রত্যেক মন্ত্রে হোম ক
যথা—"ওঁ শুক্রং তেঽন্যদ যজতেঽন্যদ্বিষ্ণুরূপেঽহনী দ্যৌরিবাসি" (১) বিশ্বাহি
অবনিস্বধাবন্ ভদ্রাতে পুষনিহরাতিরস্তু স্বাহা" (২) "ওঁ ইন্দ্রা পর্ব্বতা বৃহতা র
বামীবর্ষ (মারীবিষং) আবহতং সুধীরাঃ" (৩) "বীতীহব্যান্যধ্বরেষু দেবা ব
র্থা গীর্ভিরিড়য়া মদন্ত স্বাহা" (৪) ওঁ আবোরাজানধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্য
রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরাতনয়িত্বোরচিত্তাদ্ধিরণ্য রূপমবসে কৃণুধ্বং স্বাহা"। (৫)

পরে কুশিতে একবার ঘৃত বিন্দু দিয়া, মোক্ষণ দ্বারা স্থালীর ঈশান কোণ হ
প্রচুর চরু লইয়া কুশিতে রাখিয়া উহার উপর ঘৃত স্রুবদ্বয় দিয়া "ওঁ অগ্নয়েস্বিষ্টি
স্বাহা" মন্ত্রে অগ্নির ঈশান কোণে হোম করিবে।

তৎপরে প্রাদেশ পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া, ঘৃত
মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। যথা "প্রজাপতি ঋষির্গায়িত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেব
মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা" প্রজাপতিঋষি রুঞ্চিক ছন্দোবায়ুর্দেব
মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ
সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা"। এই প্রকৃত কর্ম্ম
হোম শেষ হইলে অগ্নিতে সমিধ্ দিয়া মোক্ষণ অগ্নিতে ফেলিবে।

প্রকৃত কর্ম্ম।—বৎসতরী চতুষ্টয় (অক্ষম পক্ষে একটি বৎসতরীও দিতে পারে
সহিত বৃষকে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্নির নিকট আনিয়া বৃষের দক্ষিণপাদের মূলদে
দণ্ডোৎপল,(কুঙ্কুম অভাবে হরিদ্রা) লইয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে।
যথা—"ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো গোধুমানোঽশ্বেষুরীরিষঃ। বীরান্মানে
রুদ্রভ্যমিনো বধীহবিশ্মন্তঃ সদনি ত্বা হবামহে" ॥ পরে বৃষের বামপদে মূলে পূর্ব্ব
হরিদ্রা দ্বারা চক্রাকার অঙ্কিত করিবে। মন্ত্র যথা "ওঁ বৃষাহ্যসিভানুনাদ্যুমন্তং
হবামহে পরমানঃ স্বর্দৃশম্"।

পরে, উত্তপ্ত লৌহ দিয়া হরিদ্রাঙ্কিত ত্রিশূল ও চক্র চিহ্ন গো পালক
পরিষ্কার করিয়া অঙ্কিত করাইবে। যজমান বেদীর ঈশান কোণ নিকটে
প্রমাণ গর্ত্তের চারিদিকে চারি উপযূপ কাষ্ঠিকা দিয়া যূপকে রোপণ করিবে।
কলসস্থ সর্ব্বৌষধি জলে ধৌত করিয়া বৃষকে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ
বৃষা বিরাজতি। ওঁ য এক ইদ্বিদয়তে (ইত্যুদয়তে) বসু মর্ত্ত্যায় দাশুষে। ঈশানো
প্রতিষ্কৃত ইন্দ্রোঽঙ্গঃ।

পরে সর্ব্বৌষধি জল দ্বারা বৎসতরীকে অমন্ত্রক স্নান করাইবে। পরে শুষ্ক
যুগ্ম দ্বারা বৃষকে আবৃত করিয়া সালঙ্কৃত বৃষ নিকটে শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ সত্যমিথ্যা বৃষেদসি বৃষজূতির্নোঽব্রতঃ। বৃষাহ্যুগ্র শৃণ্বিষে পরাবতি
বৃষো অর্বাবতিশ্রুতঃ॥ ওঁ বৃষা সোমদ্যুমাং অসি বৃষা দেবো বৃষব্রতং। বৃষাধর্ম্মাণি
দধিসে॥

বৃষকে একবার অগ্নি বেষ্টন করাইবে, এবং ঐ বৃষের পশ্চাৎ লোহিত বর্ণের
বৎসতরীটিকেও বেষ্টন করাইবে, এবং নিম্নলিখিত নামাষ্টক দ্বারা গোদিগকে
সম্বোধন করিবে।

ওঁ কাম্যাসি প্রিয়াসি হব্যাসি ইত্যাদি রম্ভাসি, সবস্বত্যসি মহ্যসি বি শ্রুতিরসি॥

প্রদক্ষিণীকৃত ও বৃষাভরণ সমন্বিত বৃষকে যূপে পূর্ব্বাভিমুখে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন
করিবে। বৎসতরীকে যূপ সংলগ্ন উপযূপে বন্ধন করিতে হয়। অনন্তর মাল্যাভরণ
যুক্ত বৎসতরী সহিত বৃষকে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। যথা "এতৎপাদ্যং
সোপকরণ বৎসতরী সহিত সোপকরণ বৃষায় নমঃ।—অর্চ্চনান্তে বৃষকর্ণে মন্ত্রপাঠ
করিবে যথা "ওঁ বৃষোঽসি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদং প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি ত্বা মহংভব্যা
স মাং রক্ষতু সর্ব্বদা। হে বৎসতর্য্যো বো যুষ্মাকং এনং যুবানং পতিং স্বামিনং
দদানি ত্যজামিত্যক্তুং প্রার্থয়ামি তেন বৃষেণ প্রিয়েণ সহক্রীড়ন্তীঃ খেলন্ত্যঃ সুভগা
লোকস্য প্রিয়াশ্চ রথ (তৃণানি ভক্ষয়থ) প্রথম। হে বৎসতর্য্যো যুয়োমপিমানঃ
নাস্মৎ স্বত্ববিষয়া ভবিষ্যৎ কিন্তু ময়াত্যক্তব্যা বয়ং বৃষ্যষ বৎসতরীণাঞ্চ ত্যাগেন
রায়স্পোষেণ ধন সমৃদ্ধ্যা সাপ্তজনুষাসপ্তজন্ম ব্যাপকেন ইষা অন্নেন চ অস্মদেব ইষ্টা
ভবেম।

উক্ত মন্ত্রের ঋষ্যাদি ও অর্থ বোধ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে যথা "এনং যুবান
মিত্যস্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিস্ত্বষ্টুপ্ছন্দো গাবো দেবতা বৃষোৎসর্গে বিনিয়োগঃ। ওঁ এনং
যুবানং পতিং বো দদানি তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ মানঃ সাপ্তজনুষা সুভগা রায়-
স্পোষেণ সমিষা মদেব॥

তৎপরে, যজমান কুশ, তিল, গন্ধ, পুষ্পাদিযুক্ত জলপাত্রে হস্ত রাখিয়া বৃষ
সম্পৃষ্ট বস্ত্র বাম হস্তে ধরিয়া বৃষ উৎসর্গ করিবে যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি
অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেববর্ম্মণোঽশৌচান্তা-
দ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক গোত্রস্য প্রেতস্যামুক দেববর্ম্মণঃ প্রেতলোক বিমুক্তত্ব স্বর্গলোক
গমনকাম এনং রুদ্রদৈবতং সোপকরণ বৎসতরীচতুষ্টয়সহিত সোপকরণ বৃষমহ-
মুৎসৃজামি।

পরে স্নাতা, শৌষ্ণী, প্রভৃতি রৌদ্রী সংহিতাদি মন্ত্রবিশেষ যথাক্রমে বৃষকে
শ্রবণ করাইবে।

স্নাতা যথা ওঁ উপত্বা জাময়োগিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বাজো
অস্থিরম্ ।১

শৌক্ষী যথা—ওঁ পরাবয়া পবস্বৈনাম্বসুনিমাংশ্চত্বম্ ইন্দ্রো সরমি প্রধন্বন্। ব্রহ্ম
যস্য বাতো ন জুতিং পুরুষমেধাশ্চিত্তকরণে বন্ধনঃ ॥২

পাত্নং যথা—ওঁ প্রসম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ। নরং নৃষ
মং হিষ্ঠম্ ॥৩

বার্ষাহব্যং যথা—ওঁ অচিক্রদদ্বৃষা হরির্মহান্মিত্রন দর্শতঃ। সং সূর্য্যে
রোচতে ॥৪

সোমঃ পৌষং যথা—ওঁ সোমঃ পুষা চিচেত তর্ব্বিখেষাঃ সুক্ষিতীনাম্। দেব
রথ্যোর্হিতাঃ ॥৫।

গবাংব্রত যথা—ওঁ তে মন্বত প্রথমং নাম ধেনোস্ত্রিঃ সপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দ
তাজ জানতীরভ্যনূষতব্রা আবির্ভুবদরুণীর্যশসা গোঃ ।৬

সাম যথা—ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতা
রত্নধাতমম্ ।৭।

রুদ্রাধ্যায় ঋক্ চতুষ্টয় যথা—ওঁ আ বো রাজানমধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যয
রোদস্যোঃ। অগ্নিং পুরাতনয়িত্নোরচিত্তাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃণুধ্বম্ ।৮

ওঁ তদ্বো ত্বগায় সুতে সচা পুরুহূতায় সনে। শং যদ্গবেনশাকিনে ॥৯

ওঁ মুর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজ
তিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ। ১০ অধিপতে মিত্রপতে ক্ষত্রপ
স্বঃ পতে ধনপতে নমঃ। ১১।

বামদেব্য যথা—ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ-ভুবদূতী: সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠ
বৃতা ॥ ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসু।
ওঁ অভী ষু ণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম্। শতং ভবাঃস্যূতিভিঃ ॥ ওঁ স্বস্তি
ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তিনঃ পূষাবিশ্ববেদাঃ স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো
বৃহস্পতির্দধাতু ।১৫

"ওঁ যথেষ্ঠং মুখ্যং পর্য্যট" এই মন্ত্রে বৎসতরী চারিটীর সহিত বৃষকে যূপ হইতে
মোচন করিয়া ঈশান দিকে কিঞ্চিৎ সঞ্চালন করিবে।

যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে, "ওঁ ন খাদেঃ পরশস্যানি। না এষাং
গভিনীঞ্চ গমে।

পরে বৃষকে বেষ্টন করিয়া অর্থাৎ প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া মৎস্য পুরাণো

বলিবে। "ওঁ ধর্ম্মোঽসি ত্বং চতুষ্পাদং চতস্র স্তে প্রিয়াস্তিস্রাঃ। চতুর্ণাং
পোষণার্থায় ময়োৎসৃষ্টা ত্বয়া সহ। দেবানাঞ্চ পিতৃনাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ যোষিতঃ।
সুতানাং তৃপ্তিজননাস্ত্বয়া সার্দ্ধং ব্রজন্ত্বিমাঃ। নমো ব্রহ্মণ্য দেবেশ পিতৃ ভূতর্ষি পোষক।
ত্বয়ি মুক্তেঽক্ষয়ালোকা মম সন্তুনিরাময়াঃ। মামে ঋণাদস্ত দৈবোঽথ পৈত্রো
ভৌতোঽথ মানুষঃ। ধর্ম্মস্তং তৎপ্রপন্নস্য যা গতিঃ মাস্তু মেঽক্ষয়া ॥ যৎকিঞ্চিৎ
দুষ্কৃতং কর্ম্ম লোভ মোহ কৃতং ভবেৎ। তস্মাদুদ্ধৃত্য দেবেশ! পিতুঃ, স্বর্গং
প্রযচ্ছমে। যাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সন্তবন্তি চ ॥ তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে
বাসোঽস্তু মে পিতুঃ ॥ পরে ভবিষ্যপুরাণীয় মন্ত্র "পুণ্যক্ষয়াদীহা গত্য পিতামে সর্ব্ব-
ধর্ম্মবিৎ ॥ দশজন্মনি বিপ্রত্বং প্রাপ্য শ্রৌত ক্রিয়ারতঃ। ততো প্রক্ষীণ কর্ম্মসৌ
মোক্ষমাপ্নোত্ব সংশয়ম্ ॥—

পরে আচার বশতঃ প্রাচীনাবীত উত্তরীয় বিহীন ও পতিত বামজানু ও দক্ষিণ
মুখ হইয়া কুশময় মোটক ও তিল সংযুক্ত বৃষপুচ্ছ সম্পৃষ্ট জল তাম্রাদি গাত্রে লইয়া,
দক্ষিণাগ্র কুশত্রয়ের উপর এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা বিষ্ণুরোঁ
অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেববর্ম্মণং বৃষপুচ্ছ সহিত সতিলোদকং (বা সতিল
গন্ধোদকং) তর্পয়ামি।

পরে বিপরীত উত্তরীয় ধারণ করিয়া নিম্ন মন্ত্রে ঐ জল দ্বারা তিনবার তর্পণ
করিবে, যথা—ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বন্ধুভ্যশ্চাপিতৃপ্তয়ে। মাতৃ পক্ষাশ্চ যে
কেচিৎ যে চান্যেপিতৃপক্ষজাঃ। গুরুশ্বশুর বন্ধুনাং যে কুলেষু সমুদ্ভবা ॥ যে প্রেত
ভাবমাপন্না যে চান্যে শ্রাদ্ধবর্জ্জিতাঃ। বৃষোৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতি
মুত্তমাম্ ॥

উদীচ্যকর্ম্ম—প্রকৃত কর্ম্ম বৃষোৎসর্গ শেষ হইলে, হোতা অগ্নিতে অমন্ত্রক সমিধ্
দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া উদীচ্য কর্ম্ম করিবে। সঙ্কল্প যথা—কুশ, তিলাদি-
যুক্ত জলে হস্ত রাখিয়া অদ্যেত্যাদি অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক
দেববর্ম্মণঃ সঙ্কল্পিত সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ বৃষোৎসর্গাঙ্গহোম
কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমায় ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত
হোমমহং করিষ্যামি"।

কৃতাঞ্জলি হইয়া "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" বিধুনামাগ্নে ইহা গচ্ছইহা গচ্ছ" ইত্যাদি
ক্রমে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পরে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে
হোম করিবে যথা—

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে

বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষি রুষ্ণিকৃছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিভিহি প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ সূর্য্যো-দেবতা মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষি বৃহতিচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।

অতঃপর পূর্ব্ববৎ সমিধ্ ছড়াইয়া মহাব্যাহৃতি হোম করত নবগ্রহ হোম করিয়া, দশদিকপাল-হোম ও প্রত্যক্ষ দেবতা-হোম শেষ করিয়া, জলাঞ্জলি দ্বারা অগ্নি পর্য্যক্ষণ ও উদকাঞ্জলি শেষ এবং দর্ভপুটিকা হোম পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ করিবে।

নবগ্রহ হোম যথা—

১। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা॥

২। ওঁ ইদং দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠায় মহতে জান-রাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইম-মমুষ্য-পুত্র মমুষ্যৈ পুত্র মস্যৈ বিশে॥

৩। ওঁ অগ্নি মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা।

৪। ওঁ উদ্ বধ্যস্বাগ্নে প্রতি জাগৃহিত্ব মিষ্টপূর্ত্তে সংসৃজেথামযঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত॥

৫। ওঁ বৃহস্পতে অতি যদর্য্যো অর্হাদ্দ্যুমদ্ বি ভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়ং চ্ছবস ঋত-প্রজাত তদস্মাসুদ্রবিণং ধেহিচিত্রং॥ স্বাহা॥

৬। ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষত্রংপয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্র-মন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োহমৃত মধু॥ স্বাহা॥

৭। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তুনঃ স্বাহা॥

৮। ওঁ কাণ্ডাৎ-কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা॥

৯। ওঁ কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুষদ্ভিঃরজায়থা স্বাহা।

ইন্দ্রাদি দশদিক্ পালের হোম।

ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ নৈর্ঋতায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম।

ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা, ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা, ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, ও মনসায়ৈ স্বাহা, ও গঙ্গায়ৈ স্বাহা।

অনন্তর ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে দিয়া জানুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করত অগ্নি পর্য্যক্ষণ করিবে। যথা—

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নি পর্য্যক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুত যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞং যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচয়ঃ সদতু॥

উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলাঞ্জলি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিবেষ্টন করিবে। পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবে।

প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ ওঁ অদিতে অনু মংস্থাঃ।

উক্ত মন্ত্রে স্থণ্ডিলের দক্ষিণে নৈর্ঋত কোণ হইতে অগ্নি কোন পর্য্যন্ত গৃহীত জলাঞ্জলির ধারা দিবে। পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিবে।

প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ ওঁ অনুমতে অনু মংস্থাঃ।

উক্ত মন্ত্রে স্থণ্ডিলের পশ্চিমে নৈর্ঋত কোণ হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত গৃহীত জলাঞ্জলির ধারা দিয়া পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিবে।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যনু মংস্থাঃ।

উক্ত মন্ত্র গৃহীত জলাঞ্জলির দ্বারা স্থণ্ডিলের উত্তরে বায়ু কোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত জলধারা দিবে, অনন্তর দর্ভজুটিকা হোম করিবে। তদর্থে কতিপয় প্রাদেশ প্রমাণ আস্তরণ কুশা লইয়া উভয় হস্তে চিতভাবে মুষ্টিদ্বারা উহা গ্রহণ করিয়া নিম্ন মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। এবং ঐ কুশাগুলির অগ্র, মধ্য, ও মূল তিন স্থানে ঘৃত লাগাইবে।

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়ুর্দ্দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্রুং রিহানা ব্যন্তবয়ঃ॥

অতঃপর ঐ সমুদয়ে কুশা বাম হস্তে ধরিয়া জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করত নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত কুশাগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষি রনুষ্টুপছন্দো রুদ্রদেবতা দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতি রুদ্রস্ত্বণ্ডিচরোবৃষা। পশূনাস্মাকং মা হিংসীরেত দস্ত হুতং তব স্বাহা—

পূর্ণাহুতি—ওঁ অগ্নেত্বং মৃড়ামামাসি। অগ্নির নাম করণ, আবাহন ও পূজা

করত যজমান কর্ত্তৃক অন্বারব্ধ হস্ত দ্বারা বাহুমূল সংস্পৃষ্ট হোতা ফল তাম্বূল প্রচুর ঘৃত লইয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্ব্বিরাট গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি চরমস্মৈ দদাতি বসবো যশসা তামি লোকে স্বাহা।

পূর্ণপাত্র দক্ষিণা—ব্রাহ্মণকে দিয়া "ব্রাহ্মণ ক্ষমস্ব" জলদ্বারা ব্রহ্মা বিসর্জ্জন বহ্নিতে জলদিয়া "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ, পৃথিত্বং শীতলাভব" মন্ত্রে দুগ্ধাদিস্থাণ্ডিলে ঈশান কোণে দিবে। তৎপরে হুতশেষ দ্বারা তিলক দিয়া শান্তিদান করিবে।

বরণ দক্ষিণান্ত।—যজমান মুদ্রাদি অর্চ্চনা পূর্ব্বক অন্তেত্যাদি অশৌচান্তাদ্বিতীয়ে হ্যহ্নি কৃতৈতৎ মৎসঙ্কল্পিত সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত সোপকরণ বৃষোৎসর্গা হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মা কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণা মেতৎ কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ড মর্চ্চিত শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণেতুভ্যমহং সম্প্রদদামি। পরে "হোত্রাদি কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং" ক্রমে তন্ত্রধারক, সদস্য সম্প্রদানক দক্ষিণা দিবে "হোতা প্রভৃতি ওঁ স্বস্তি" বলিয়া দক্ষিণা লইবেন। পরে বিরাট ও মহাব্যাহৃতি জপের দক্ষিণান্ত করিবে।

পরে মূল দক্ষিণা—"অন্তেত্যাদিকৃতৈতৎমৎসঙ্কল্পিত সোপকরণ বৎসতরী চতুষ্টয় সহিত বৃষোৎসর্গ কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণা মেতৎ কাঞ্চনমূল্যং রজত খণ্ড মর্চ্চিত শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুক গোত্রায় অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণে তুভ্য মহং সম্প্রদদানি।

যজমান নিম্নবাক্য গুলি ব্রাহ্মণকে শুনাইবেন। যথা অস্মিন্ কর্ম্মণি যৎ কিঞ্চিন্ময়োৎসৃষ্টঞ্চ নির্জ্জনে তৎকশ্চিদন্যোন্যনয়েদ বিভাজ্যঞ্চ যথাক্রমম্। নবাহং নচ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ ক্বচিৎ।

অচ্ছিদ্রাব ধারণ—দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রদীপ আচ্ছাদন করিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া জল হাতে দিয়া "কৃতৈতৎ বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া জল ত্যাগ করিবে।

তৎপরে বৈগুণ্য সাধন যথা—বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেববর্ম্মা কৃতৈতৎ বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে" এই বলিয়া ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্" ॥ মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ বিষ্ণু" দশবার জপ করিবে।

পরে ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরোহরিঃ। তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং

প্রীণিতে প্রীণিতাং জগৎ। ময়া যদিদং শ্রাদ্ধ কর্ম্মকৃতং তৎসর্ব্বং ভগবদ বিষ্ণু চরণে সমর্পিতমস্তু॥

শ্রাদ্ধদিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ বিহীন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী, ও জিতেন্দ্রিয়, নিরহঙ্কার, সহিষ্ণু, সর্ব্বভূত হিতৈষী, মিত্রতাপরায়ণ, লোভহীন, পবিত্র বিদ্বান্ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণ, লজ্জাশীল, যিনি চারিবেদ, ও সমুদায় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন। যিনি ষড়বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, যিনি অগ্নিহোত্র ব্রত পরায়ণ গ্রামবাসী, চৌর্য্যব্রতবিহীন অতিথি সৎকারজ্ঞ, ত্রিকালী, সাবিত্রী জপ পরায়ণ, ভিক্ষাজীবী ক্রিয়াবান অহিংস্র অন্নদোষী, অদাম্ভিক শুভকর্ম্ম পরাঙ্মুখ শাস্ত্রজ্ঞান সৎব্যবহার সচ্চরিত্র সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে হইবে।

যে ব্রাহ্মণ কৃতবিদ্য হইয়াও পতিত হন, জড়, উন্মত্ত, কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত, ক্লীব, যক্ষ্মা রোগী, অপসার রোগ গ্রস্থ, অন্ধ, চিকিৎসক, দেবল, বৃথা নিয়মধারী, মদ্য বিক্রয়ী, ক্রীড়া, পরায়ণ, গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, বৃথাভাষী, যোদ্ধা, শূদ্রযাজী, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রদান, শূদ্রাপতি, নীচগামী বেতন ভুক অধ্যাপক, ও শিষ্য, স্মৃতি ও বেদোক্ত কর্ম্ম বর্জ্জিত, মৃতনির্য্যাতক, তস্কর, চোর, জালিয়াত, অজ্ঞাত কুলশীল, গ্রামনী পুত্রিকা পুত্র, গণকর্ত্তা, কুসীদজীবী, স্ত্রীজীবী, (মোসাহেব) বিদুষক ইত্যাদি ও সন্ধ্যা বন্দনা আদি বিহীন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধেকর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিবে না।

কুলার্ণব তন্ত্রে ও তন্ত্রসারে লিখিত আছে।

"দীক্ষা হীনান্ পশূন্ যস্তু ভোজয়েদ্বা সমন্দিরে॥"

স যাতি পরমেশানি নরকানেন বিংশতিম্॥

দীক্ষাহীন ব্রাহ্মণ পশুকে যে ব্যক্তি স্বীয়গৃহে ভোজন করায় সে এক বিংশতি নরক ভোগ করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা।

সমালোচনা।

আর্য্য-বিভূতি। সম্পাদক—শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক এবং সহকারী সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলদার এম্-এ। ২০৫ পুরাতন চিনাবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীসত্যরঞ্জন সিংহ

কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রয়েল ৮ পেজি ৮ ফর্ম্মা, ভাল আইভরি কাগজে মুদ্রিত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

আর্য্য-বিভূতির এই দ্বিতীয় উপক্রম, এইবার বৈশাখ মাস হইতে নূতন বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। বিনিময়ে আমরা প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি। এই সংখ্যায় অনেকগুলি বিষয় গদ্য ও পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেনগুপ্ত লিখিত 'বিশ্বমাতৃকা' পদ্যটি ভাব-গাম্ভীর্য্য পূর্ণ। সম্পাদক লিখিত 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' সমাজ-ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব-সম্বলিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব লিখিত 'প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ ও প্রতীচ্যের জড়বাদ' জড়তাবর্জ্জিত সারগর্ভ দার্শনিক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ লিখিত 'মহাবোধি মন্দির' ও উত্তর রঘুবংশ' ক্রমিক প্রবন্ধ, অনেক ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ, সহকারী সম্পাদক লিখিত 'কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নূতনত্ববিহীন। 'নিষ্কৃতি' গল্পটি বিশেষত্ববর্জ্জিত; 'অলঙ্কারের ব্যবস্থা' বেশ ঐতিহাসিক; শ্রীমতী অমিয়বালা বসু লিখিত 'আর্য্যরমণীর কর্ত্তব্য' সুপাঠ্য। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ভাগ)। উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ। শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত। মূল্য ২, টাকা। রয়েল ৮ পেজী ২৯ ফর্ম্মা, সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের ভাষার ঝঙ্কার শুধু যে বাঙ্গলায় নিবদ্ধ নহে, সংস্কৃতও তাঁহার নিজ মাতৃভাষাবৎ ঝঙ্কারময়ী এই গ্রন্থে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। যদিও তাঁহার সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য কি তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে কৃতশ্রমের দাবীতে আমরা এক মত নহি তথাপি তাঁহার সংস্কৃত লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। বিদ্যারত্ন মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সের এই উদ্যমেও তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। তিনি তাঁহার গভীর গবেষণাকে সুপথে পরিচালিত করুন, তাহাতে সমাজের কল্যাণ হইবে।

জ্যোতিঃ। 'জ্যোতিঃ' চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত অন্যতম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। উহার বয়সও নেহাত কম নহে, অবস্থাও অবহেলা করা যাইতে পারে না। কিন্তু সময় সময় উহাতে যে দুই একটি অপ্রীতিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সে সকল তাহার প্রবীণতার পরিচায়ক নহে, পরন্তু সমাজের গ্লানিকর। বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ক্ষত্রিত্বের দাবী' নামে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে ফটিকছড়ির দাসেদের প্রতি বিদ্রূপ করা হইয়াছে, এইরূপ লেখা সমাজ ক্ষুব্ধ হইবে নাকি?

সাময়িক প্রসঙ্গ।

উপনয়ন :—

১লা বৈশাখ, ১৩২৫। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্ম মহোদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র (দ)শ্রীমান রবীন্দ্রকুমার দেব এবং এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক স্বর্গীয় চারুচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ গুণেন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার মিত্র এবং জেলা ঢাকা রাঢ়ীতভোগ-নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু ও রমেশচন্দ্র বসু যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করেন।

২রা বৈশাখ, ১৩২৫। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। কোন্নগরের (দ)শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ মিত্র যথারীতি বৈদিক সংস্কার অন্তে সাবিত্রীসহ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন।

২রা বৈশাখ ১৩২৫। এলাহাবাদ কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত প্রবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থগণ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন। উপবীত গ্রহণকারিগণের নাম যথা—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র, মহীন্দ্রনাথ মিত্র, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, অশ্বিনীকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, নন্দলাল মিত্র, মনোহর লাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র বসু এম-বি, দুর্গাচরণ দে, চারুচন্দ্র নন্দী, হরিভজন ঘোষ, নন্দলাল দে বি-এ, ননীলাল দে, মণিলাল দে, বিনোদবিহারী দে, নৃত্যলাল দে, পূর্ণচন্দ্র সিংহ এই আঠার জন। এই কেন্দ্রের উদ্যোগী কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মিত্রবর্ম্মা, তাঁহার পত্র পাইয়া কানপুর হইতে স্বজাতির নিত্য শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষবর্ম্মা বঙ্গদেশীয় জনৈক ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হন এবং তিনিই যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সকলকে উপবীতী করেন। উপনয়ন অন্তে এই কেন্দ্রের সমক্ষে যোগেন্দ্রবাবু সকলকেই স্বজাতীয় কার্য্যে উদ্বোধিত করেন এবং যাহাতে জাতীয় সভার শক্তি বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। পরন্তু তিনি ইহাও বলেন—যতদিন তাঁহার দেহ প্রাণ থাকিবে, ততদিন তিনি স্বজাতীয় সভার কল্যাণার্থ সতত যত্নবান্ থাকিয়া শত সংখ্যক সভ্য করিয়া দিয়া সভার শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। আমরা যোগেন্দ্রবাবুর এই স্বজাতির কল্যাণকর প্রস্তাবে ধন্যবাদের সহিত অনুমোদন করিয়া প্রত্যেক সভ্যের সহানুভূতি কামনা করিতেছি। বৃদ্ধ পার্ব্বতীবাবুর উৎসাহ এবং যোগেন্দ্রবাবুর স্বজাতি প্রীতিতে আমরা উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২রা বৈশাখ, ১৩২৫। ময়মনসিংহ। কুমিল্লার অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ কাশীচ্ছ গ্রাম-নিবাসী ডেঃ ম্যাঃ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ এম এ, ন্যায়বাগীশ তাঁহার কর্ম্মস্থল ময়মনসিংহে স্বীয় পুত্র চতুষ্টয়সহ এবং ব্যারিষ্টার মিঃ নাগ মহোদয়কে লইয়া যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী ও যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এইবার ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ এম্-এ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে জাতীয় সংস্কার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইহাঁদের খুল্লতাত স্বর্গীয় বৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নব্যভারতে বহু প্রবন্ধে প্রতিবাদন করিয়া গিয়াছেন। এতদিনে তাঁহার শ্রম সার্থক হইল!

৮ই বৈশাখ, ১৩২৫। চট্টগ্রাম পটীয়া। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত নূতনচন্দ্র দেব চৌধুরী স্বীয় পুত্র শ্রীমান্ মোহিনীমোহন দেব চৌধুরীর সহিত নিজ বাসাবাটীতে কুল-পুরোহিত দ্বারা যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন। এই কেন্দ্রে স্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঘনরাম ন্যায়রত্ন, কালীকুমার তর্কভূষণ, রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি আরও প্রায় ৩০ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন।

৯ই বৈশাখ, ১৩২৫। চট্টগ্রাম-পাথরঘাটা কেন্দ্র। ধলঘাট-নিবাসী পেন্সন-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রকুমার দাস বি-এল, দুর্গেশচন্দ্র দাস, রমেশচন্দ্র দাস, এবং বারিগ্রামের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, মোক্তার, যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে আচার্য্য শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক সাবিত্রী ও যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন।

৯ই বৈশাখ, ১৩২৫। চট্টগ্রাম-পাথরঘাটা শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র। কচুয়াই নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দাস এল্-এম্-এস্, মহিমচন্দ্র দাস বি-এল, হরিপ্রসন্ন দাস, প্রিয়ব্রত দাস, সুব্রত দাস, দেবব্রত দাস, জ্ঞানদারঞ্জন দাস, শচীন্দ্রলাল দাস, যোগেন্দ্রলাল দাস, নলিনীকান্ত দাস এবং কাঞ্চনা নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস, যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে পূর্ব্বোক্ত বেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ শর্ম্মা কর্ত্তৃক উপনয়ন গ্রহণ করেন।

৯ই বৈশাখ, ১৩২৫। চট্টগ্রাম-জোয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রক্ষিত বি-এল্ যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে আচার্য্য শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উপনয়ন গ্রহণ করেন।

৯ই বৈশাখ, ১৩২৫। চট্টগ্রাম-কচুয়াই নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল দাস উকিল মহাশয়ের বাসার কেন্দ্রে তিনি স্বয়ং এবং কাঞ্চনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার

ঘোষ এম-এ, বি-এল, দীনবন্ধু ঘোষ, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য ও ত্রিপুরা-লাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

১০ই বৈশাখ, ১৩২৫। চট্টগ্রাম। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ উকিল মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র। কাঞ্চনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত ও নলিনীরঞ্জন ঘোষ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-সূত্র গ্রহণ করেন।

১১ই বৈশাখ, ১৩২৫। চট্টগ্রাম-গৈরালা শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বিশ্বাস ও হৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন কর্ত্তৃক উপবীত গ্রহণ করেন। এই সভায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন।

২৮শে বৈশাখ, ১৩২৫। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। বর্দ্ধমান-নাকুরিয়া নিবাসী উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মিত্র মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-সূত্র গ্রহণ করেন।

২৯শে বৈশাখ, ১৩২৫। মুর্শিদাবাদ-নিমতিতা নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন চৌধুরী তাঁহার দুই পুত্রের উপনয়নকাল উপস্থিত হওয়ায় যথারীতি সাবিত্রী সংস্কার করাইয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

(ক্ষত্রিয়াচারে)

২০শে বৈশাখ, ১৩২৫। হুগলী-ঘরগোহালী নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাসুদেব ঘোষ বর্ম্মার সহিত শিকদারবাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মার প্রথম কন্যা শ্রীমতী ভগবতীবালা দেবীর শুভ পরিণয়ে কুশণ্ডিকা হয়।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৫। মুর্শিদাবাদ-যজান নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রবর্ম্মার সহিত, বহড়ান নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস মহাশয়ের কন্যার সহিত শুভ বিবাহে কুশণ্ডিকা হয়।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৫। ঢাকা-ধুলসুরা নিবাসী, মোক্তার স্বর্গীয় রসিকলাল রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত, কায়স্থ-সভার সভ্য ঢাকা-জয়পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের শুভপরিণয়ে কুশণ্ডিকা হয়।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৫। গ্রে ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী ইলাবতার, হাবড়া-রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কানাইলাল দত্তের সহিত শুভপরিণয়ে কুশণ্ডিকা হয়।

নিম্নলিখিত বিবাহে দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায় নাই।

১৩ই বৈশাখ, ১৩২৫। ভবানীপুর-তেলিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমারের সহিত, সুঁড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের কন্যার শুভপরিণয়ে।

১৩ই বৈশাখ, ১৩২৫। নন্দন-বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী প্রমিলাবালার বিডন-ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কাশীশ্বর দত্তের সহিত শুভপরিণয়ে।

১৩ই বৈশাখ, ১৩২৫। চেৎলা নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ তারাপদের সহিত কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মধ্যম কন্যা শ্রীমতী উমারাণীর শুভপরিণয়ে।

১৩ই বৈশাখ, ১৩২৫। কম্বুলিটোলা নিবাসী ৺নবীনচন্দ্র কর মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ভূদেবচন্দ্র করের সহিত মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রথম কন্যার শুভোদ্বাহে।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৫। শ্যামপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু বি-এল মহাশয়ের পুত্রের সহিত, পটুয়াটোলা নিবাসী এ্যাটর্ণি ৺অভয়চরণ ঘোষ মহাশয়ের পৌত্রীর শুভ বিবাহে।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৫। কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্ রায়পুকুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত, ভবানীপুর নীলকুঠীনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের শুভপরিণয়ে।

নিম্নলিখিত বিবাহে দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায়।

৯ই বৈশাখ, ১৩২৫। ভবানীপুর-শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী শৈবলিনীর সহিত চক্‌মানিকনিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিজয়মাধব মিত্রের শুভপরিণয়ে।

৯ই বৈশাখ, ১৩২৫। বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মিত্রের কনিষ্ঠকন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীর সহিত চুণাপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিলকুমারের শুভপরিণয়ে।

১০ই বৈশাখ, ১৩২৫। নবীনচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্রের সহিত গুয়াবাগান-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুষমার শুভপরিণয়ে।

১০ই বৈশাখ, ১৩২৫। জয়মিত্রের ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুহ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুধীরচরণের শুভবিবাহে।

১৩ই বৈশাখ, ১৩২৫। দর্জ্জিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথের সহিত, বসুমতীসম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী আভার শুভপরিণয়ে।

উদ্ধৃত বিবাহ গুলির দাবী দাওয়ার কথা হয় নাই, এবং কয়েকটিতে দাবী দাওয়ার কথা হইয়াছে। দাবীর কথা হয় নাই, ইহা বড় আনন্দের সংবাদ। কিন্তু ইঁহারা সকলেই কি দেশের আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অমিতব্যয়ে কুণ্ঠিত ছিলেন? সকল বরকর্ত্তাই কি আড়ম্বরপূর্ণ দানসামগ্রী লইব না, বিপুল যৌতুক গ্রহণ করিতে দিব না, রাজসিক অনুষ্ঠানে বিরত থাকিব এই প্রকার সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন? কন্যাকর্ত্তার আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন? না "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই ন্যায়ে যেমন পর্ব্বতে ধূম দর্শনে তথায় অগ্নি আছে, ইহা স্থির বুঝিতে হয়, সেইপ্রকার ধনবানের বাটীর কন্যা বিবাহ করিলে যে তৎসহ প্রচুর যৌতুক আপনা হইতেই আসিবে, সুতরাং তথায় আর দাবী করিয়া প্রভূয়ঃ স্বার্থের স্বল্পতাসাধন করি কেন, এই নীতির অনুসরণ করিয়া মৌনব্রতী? এখন ইহাই চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা দাবী দাওয়া করেন বা পণ স্বরূপ পাত্রীর বয়সের সম-সংখ্যক ব্যাঙ্কের চেক চাহিয়া লন, তাঁহারা যে সমাজের নিতান্তই কৃপার পাত্র, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সেই সকল শিক্ষিতাভিমানী বরকর্ত্তাগণ যে শুধু অর্থনীতির একদেশ অধ্যয়ন করিয়াছেন, অপরাংশে কৃতবিদ্য হইতে পারেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য! সমাজ তাঁহাদিগকে পুনরায় শিক্ষার্থ গুরুগৃহে পাঠাইলেই দেশের মঙ্গল।

ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ ঃ—

বিগত ৬ই বৈশাখ, ১৩২৫। ফরিদপুর জিলান্তর্গত বাইসরসী গ্রাম নিবাসী, তাহার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়োচিত রীতি অনুসারে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে বাইসরসী, আটরসী, চারিরসী, সতররসী, শ্যামপুর, বিলভরা, শৌলডুবী, গৌরচর, মাঝকান্দি, ঢেউখালী, ব্রাহ্মণদী, খাটরা, ভদ্রকান্দা, নওপাড়া, খালিয়া, কারকুপুর, সদরদী, সেখেরকান্দী, সাকরাইল, হোসেনপুর, ইশিবপুর,

বান্ধক-দৌলতপুর, আর্য্যদত্তপাড়া, দোলকুণ্ডী, মোচনা, কেন্দুয়া, ডাঙ্গারপাড়া, সরিপাবাদ প্রভৃতি গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ অধিক চারিশত স্বজাতি সোৎসাহে সহিত যোগদান করিয়া দ্বিজ কায়স্থ-সমাজের একতা বর্দ্ধিত করেন।

ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ এতৎপ্রদেশে এই প্রথম। তজ্জন্য ইহা পণ্ড করিবার নিমিত্ত কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নানা প্রকার অভাবনীয় প্রতিবন্ধকতা আসিয়া জুটে, ইহা দ্বারা বিশেষভাবে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" কথার সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। "যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়" এই সার সত্যবাক্য অবলম্বন করিয়া যোগেশবাবু স্বীয় কর্ত্তব্যানুরোধে কার্য্যে অগ্রসর হন। ইঁহার পুরোহিত মাঝকান্দি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তী কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌরোহিত্য করিবেন এমত প্রতিশ্রুত থাকিয়া—কতিপয় ভেদনীতিবিশারদ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ষড়যন্ত্র কার্য্যকালে পশ্চাৎপদ হন। পরে কায়স্থ-সমাজের প্রকৃত হিতৈষী আচার্য্যপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বীয় ঔদার্য্য গুণে পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কায়স্থ-সমাজ এজন্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কোটালিপাড়ার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বান্ধব-দৌলতপুর নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত নীলকান্ত ও অনাথবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ কতিপয় ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের আনুসঙ্গিক কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। সদিচ্ছার পূর্ণকারী শ্রীভগবান্ সুশৃঙ্খলার সহিত এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যোগেশ বাবুর মহতী কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় রাখিলেন। এই মহাত্মার সৎসাহস ও ক্ষাত্রবর্ণোচিত আদর্শ কার্য্য অনুকরণীয়, এজন্য ইনি কায়স্থ-সমাজের নিকট চির ধন্যবাদার্হ।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৫। মুর্শিদাবাদ-নিমতিতার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বর্ম্মচৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে তদীয়া পত্নী ত্রয়োদশাহে পতির আদ্যকৃত্য সম্পন্ন করেন।

২৮শে বৈশাখ, ১৩২৫। বর্দ্ধমান নাকুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর প্রসাদ মিত্রবর্ম্ম তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

১৬শ বার্ষিক নবমাধিবেশন, ১৯শে ফাল্গুন, রবিবার।
অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময়।
৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু (সভাপতির আসনে)
(রা) „ রাধাকান্ত সরকার বর্ম্ম-কবিভূষণ।
(দ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(উ) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী।
(ম) „ মহেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মরায়।
(ম) „ মণীন্দ্রমোহন বসুবর্ম্মা।
(দ) „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
(ম) „ মহেন্দ্রনারায়ণ দেবভাবসাগর।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা। } সম্পাদক।
(ন) „ নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা। }
(দ) „ ফণীভূষণ মিত্র, (সাধারণ সভ্য)
(ব) „ মধুসূদন সরকার বর্ম্মা (লেখক সভ্য)।

বর্ত্তমান বর্ষের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্প্রতি কোন পারিবারিক শোক প্রাপ্ত হওয়ায় এবং বারেন্দ্র সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা অনিবার্য্যকারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভার অধিকাংশ সভ্যের মতে মত দিয়া পত্র লেখেন। সভাপতি বা সহঃসভাপতিগণের মধ্যে অন্য কেহ উপস্থিত না হওয়ায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথম প্রস্তাব। মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার একনিষ্ঠ নিত্যশুভানুধ্যায়ী বরিশাল কলসকাঠী নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের দেহত্যাগের সংবাদ কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় সভায় প্রকাশ করিলে উপস্থিত সদস্য মহাশয়গণ সকলেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ব্রাহ্মণোচিত ঔদার্য্য, একনিষ্ঠতা, প্রলোভন পরাঙ্মুখতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, তাঁহার অভাবে যে কায়স্থ-সভার ক্ষতি হইল ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া শোক প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভার এই সমবেদনা জানান স্থির হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন শাখা-সভা ও সভ্য নির্ব্বাচন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সভা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার শাখা-সভা রূপে গৃহীত এবং কতিপয় মহাত্মা সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শাখাসভা :—

১। "চট্টল কায়স্থ-সভা" এই সভার সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী (কর্ম্মাধ্যক্ষ)

সভ্য :—

১। (দ) শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দাস উকিল, চাঁদপুর, ত্রিপুরা জেলা।
২। (দ) " যোগেন্দ্রনাথ বসু, সাং সুরা, বেলেঘাটা।
৩। (দ) " ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত ৩নং ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা।
ইহাঁদের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ (প্রচারক)।
৪। (উ) " কুমার মণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, জমিদার বাঁশবেড়িয়া, হুগলি জেলা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী (কর্ম্মাধ্যক্ষ)
৫। (ব) " জগদীশচন্দ্র গুহ, সাং ময়মনসিংহ।
৬। " দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার, কলিকাতা হাইকোর্ট।
সাং রামকান্ত বসুর লেন, বাগবাজার।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদক)

তৃতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও দি
নির্দ্ধারণ। চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস মহাশ
টেলিগ্রাম ও পত্রের মর্ম্ম সভায় প্রকাশ করিয়া সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন
"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন এবার গুড্‌ফ্রাইডের
চট্টগ্রামে আহূত হইল।" এতৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতি
আগামী ১৬ই ও ১৭ই চৈত্র শনি ও রবিবারে চট্টগ্রামেই ষোড়শ বার্ষিক অধি
করা স্থির হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) প্রচারকের ছুটি। সম্পাদক
বাবু প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুনরায় একমাস ছুটীর আ
জানাইলে রায় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্র
তাঁহার আবেদনের তারিখ গত ১৩ই ফাল্গুন হইতে বিনা বেতনে এক মাসের
মঞ্জুর হইল

(খ) সভ্যের নাম পরিহার। নিম্নলিখিত সভ্যগণ বিশেষ তাগিদেও
চাঁদার টাকা না দেওয়ায় তাঁহাদের নাম সভ্যের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইল
(বা) ডাক্তার হরেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্ম সরকার, মুন্‌সীপাড়া, দিনাজপুর।
(দ) শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস, সাং কুষ্ঠিয়া বাজার, নদীয়া জেলা।
(উ) ডাক্তার মধুসূদন ঘোষ, সাং গুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলা

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র
শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা
সভাপতি।
১০।১২।২৪

কায়স্থ-পত্রিকা।

আষাঢ়, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

আশা।

পেরেছ মানব তুমি সাগর বাঁধিতে,
পেরেছ মানব তুমি হিমাদ্রি লঙ্ঘিতে,
পেরেছ মানব তুমি অসাধ্য সাধিতে,
পেরেছ কি নর তুমি আশাকে জিনিতে ?

শ্রীবিজয়গোপাল বসুবর্ম্মা।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ।

(৬)

সংক্ষিপ্ত সার।

এ পর্য্যন্ত যতদূর আলোচনা করা হইল, তাহাতে জানা গেল—

(১) আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা সপ্তশতী নামে কথিত হইয়াছেন। তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন।

(২) আদিত্যশূর বা আদিশূর সম্ভবতঃ ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খৃ অব্দে রাঢ়দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। কুলগ্রন্থে এই সময়ের উল্লেখ বিশেষ ভাবে দেখা যায়, তাহাতেই অনুমান হয় যে, এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনা হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ "বেদকরন্ধ্রষট্‌কশাকে, বেদবাণাঙ্গশাকে এবং বেদবাণাহিমে শাকে" অর্থাৎ ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে রাঢ়দেশে আদিত্যশূর বা আদিশূরের রাজত্ব আরম্ভ হইয়া থাকিবে। আইন-ই-আকবরির কোন কোন হস্তলিপিতে ইনি "আদিৎশূর" এবং কোন কোন হস্তলিপিতে "আদশূর নামে লিখিত হইয়াছেন।*

(৩) বসুধর্ম্মাঙ্গকে শাকে অর্থাৎ ৬৬৮ শক বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে আদিত্যশূর বা আদিশূর যজ্ঞার্থে রাঢ়দেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিয়া থাকিবেন। যজ্ঞান্তে ঐ ব্রাহ্মণগণ দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

(৪) ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ দেশে গিয়া সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হন নাই। হয়ত সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার আশায় তাঁহারা বহুদিন কান্যকুব্জে থাকিয়া যখন দেখিলেন, সমাজ তাঁহাদিগকে নিতান্তই গ্রহণ করিল না,—কান্যকুব্জ-রাজ তাঁহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিলেন না, তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া সম্ভবতঃ এক একটি পুত্র সহ এ দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাঢ়দেশে বাস করিয়া থাকিবেন।

(৫) উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অপর যে পুত্রগণ দেশে ছিলেন, তাঁহারাও সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় অধিক দিন তথায় থাকিতে পারিলেন না। অনুমান ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বাধ্য হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তখন আদিত্যশূর বা আদিশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেছিলেন শুনিয়া তাঁহারা তথায় তাঁহার নিকট আসিয়া থাকিবেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশিত বরেন্দ্রদেশে বাস করিয়া থাকিবেন।

(৬) ৮০৪ শক বা ৮৮২ খৃষ্টাব্দে অথবা ৮১৪ শক বা ৮৯২ খৃষ্টাব্দে কোন ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিবার প্রমাণ নাই। আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সহ যে পঞ্চ কায়স্থ আসিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে, তাঁহারা সম্ভবতঃ পঞ্চ ব্রাহ্মণ সহ দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পরে ঐ ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহাদের সহিত কোন কায়স্থের আগমন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই, তাহাতেই বোধ হয় তাঁহারা তখন বঙ্গদেশে আইসেন নাই। ব্রাহ্মণগণ সপুত্রক আসিয়াছিলেন। অনুমান হয় উক্ত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণও বঙ্গগমনজনিত পাপে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড ১৩৯ পৃষ্ঠা।

সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া অধিক দিন দেশে থাকিতে পারেন নাই। ঘৃণিত ও সমাজচ্যুত হইয়া দেশে বাস করা অপেক্ষা তাহারা বঙ্গদেশে আসিয়া, বাস করাই শ্রেয় জ্ঞান করিয়া, ৮৮২ খৃষ্টাব্দে বীজপুরুষগণের স্মৃতি লইয়া, এখানে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন। ফলকথা যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে অনুমান হয় বঙ্গদেশীয় কোন কায়স্থই উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণদিগের সহিত আসিয়া এখানে বাস করেন নাই। কেহ ৮৮২ খৃষ্টাব্দে, কেহ বা ৮৯২ খৃষ্টাব্দে, কেহ বা তৎপরে আসিয়া থাকিবেন। সুতরাং বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের বীজপুরুষদিগকে আমরা ব্রাহ্মণগণের দাস হইয়া বঙ্গে আগমনজনিত অপবাদ হইতে অনায়াসেই নিষ্কৃতি দিতে পারি।

বেদবাণাঙ্কশাকে অর্থাৎ ৯৫৪ শক বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ কোন বৈদিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন নাই। ইহা "বেদবাণাঙ্গ" শাকের ভ্রমাত্মক পাঠ। হরিবর্ম্ম রাজা তাঁহার ৪২ রাজ্যাঙ্কে কৃষ্ণধর মিশ্রকে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদান করিয়াছেন। ১০২৯ হইতে ১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হরিবর্ম্ম রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার ৪২ রাজ্যাঙ্ক অর্থাৎ ১০৭০ খৃষ্টাব্দ তাহার রাজত্বের শেষ বৎসর আমরা ধরিয়াছি। সম্ভবতঃ এই ১০৭০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কৃষ্ণধর মিশ্র বঙ্গদেশে আসিয়া থাকিবেন। বোধ হয় ইনিই প্রথমাগত বৈদিক ব্রাহ্মণ। গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্র এই সময় আসিয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই।

(৮) "কন্যাগততুলাঙ্কমঙ্কে গুরু পূর্ণদিশে" অর্থাৎ ৯৯৪ শক বা ১০৭২ খৃষ্টাব্দে শ্যামলবর্ম্মা রাজা হইয়া থাকিবেন। ইহা কোন ব্রাহ্মণ আগমনকাল বলিয়া বোধ হয় না।

(৯) নবনবত্যধিকনবশতী শকাব্দে অর্থাৎ ৯৯৯ শক বা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্যামলবর্ম্মা কনৌজ-রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া থাকিবেন। ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুল-পঞ্জিকার লিখিত মত এই সময় শ্যামলবর্ম্মা সহ যশোধর মিশ্রের আগমন অসম্ভব নহে।

(১০) ইহার দুই তিন বৎসর পরে "শাকেন্দুশূন্যখবিধৌ শকাব্দে" অর্থাৎ ১০০১ শক বা ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে অথবা "যুগাম্বরাকাশবিধৌ শকাব্দে" অর্থাৎ ১০০২ শক বা ১০৮০ খৃষ্টাব্দে শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক শকুন-পতনজনিত দোষনিবারণ জন্য যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ আনীত ও

স্থাপিত হইয়া থাকিবেন। পরবর্ত্তী কালে আরও অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া পূর্ব্বক এক সমাজভুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মরায়।

৺মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ।

মহাত্মা ষষ্ঠীচরণ খৃষ্টীয় ১৮৩৬ অব্দে চট্টগ্রাম জেলাস্থিত পটীয়া থানার অন্তঃপাতী সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালিদাস। জাতিতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মাণিকরাম রায় দেবমজুমদার ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী চিত্রপুর গ্রাম হইতে নবাব আলি মহাম্মদ খাঁ নেজামতের সঙ্গে দেওয়ানী কার্য্যোপলক্ষে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। চন্দননগর হইতে উক্ত মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক পুরোহিত, মদন নামক জনৈক পরামাণিক ও জয়গোপাল নামক জনৈক ভৃত্য আসিয়াছিল। মাণিকরাম কার্য্যদক্ষতাগুণে নবাব মহোদয় হইতে চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার অন্তঃপাতী খাগরিয়া গ্রাম জায়গীর এবং 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন।

ষষ্ঠীচরণের ব্যবসা ছিল কবিরাজী। তাঁহাদের কুলজী দৃষ্টে জানা যায় কবিরাজ মহাশয়ের ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষ কবিরাজী ব্যবসা করিতেন। তিনি প্রথমতঃ চট্টগ্রামে কবিরাজী ব্যবসা করিয়া ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। তৎপর তীর্থপরিদর্শনে বাহির হইয়া ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করেন। তীর্থপরিভ্রমণকালে, তিনি আগরতলা, বর্দ্ধমান, হায়দরাবাদ, মহিসুর, যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজ্যের রাজন্যবর্গের গৃহচিকিৎসকের কার্য্য করেন। অবশেষে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মহারাজের গুরুদেব রঘুনাথ পণ্ডিতের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাজগুরুর নিকট শুনিতে পাইলেন যে কাশ্মীররাজ্যের নরপতি ৺রণবীর সিংহের পত্নী কঠিন অশ্মরী রোগে পীড়িতা। তাঁহার চিকিৎসার জন্য তখনকার প্রধান প্রধান বহু দেশীয় ও বিদেশীয় ডাক্তার ও কবিরাজমহোদয়গণকে এক্ষে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সকলেই অকৃতকার্য্য হন। সর্ব্বশেষে সকলে "আশা নাই" বলাতে, রাণীর চিকিৎসার ভার ষষ্ঠীচরণ কবিরাজের উপ

ন্যস্ত হয়। তিনি একসপ্তাহ কাল চিকিৎসা করিয়া রোগিণীকে ভাল করেন। ইহাতে কবিরাজ মহাশয়ের যশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। মহারাজ, তদীয় মহিষী এবং যুবরাজ তিনজনেই কবিরাজ মহাশয়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তিনখানি স্বর্ণনির্ম্মিত ইষ্টক উপহার প্রদান করেন। ইষ্টকত্রয়ে কবিরাজ মহাশয়ের কৃতিত্বের কথা আছে। মহারাজ, যুবরাজ এবং রাণীমাতার নামও তদুপরি খোদিত আছে। কলিকাতা নগরীতেও তিনি অনেক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি মহাত্মা সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পত্নী বহু দিন রোগে ভুগিতেছিলেন। কলিকাতার তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান ডাক্তার এবং কবিরাজগণ তদীয় পত্নীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারেন নাই। সর্ব্বশেষে চিকিৎসার ভার ষষ্ঠীচরণ কবিরজের উপর পড়িল। তিনি এক সপ্তাহ কাল চিকিৎসা করিয়া রোগিণীকে ভাল করেন এবং যশঃ লাভ করেন। তিনি কিছু কাল কলিকাতা নগরীতে বিনাপয়সায় চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক বিশিষ্ট কবিরাজেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তৎপর তাঁহারা সকলে তাঁহাকে টাকা লইয়া চিকিৎসা করিতে অথবা সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তিনিও তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র কাশ্মীরে চলিয়া গেলেন।

তিনি কাশ্মীর মহারাজ রণবীর সিংহের গৃহচিকিৎসক ও নর্ম্মসচিব ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীদরবার উপলক্ষে তিনি মহারাজ রণবীর সিংহের (Aide-de-Camp) অর্থাৎ নর্ম্মসচিব হইয়া দিল্লীতে গিয়াছিলেন এবং প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম কালেক্টরীতে যখন নিলাম ডাকিতে যান তৎকালে তদানীন্তন কালেক্টর সেনসন্ সাহেব তাঁহাকে এক সঙ্গে এজলাসে স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে চেয়ার দিয়াছিলেন। এতাদৃশ সম্মান চট্টগ্রামে আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই।

ষষ্ঠীচরণ বহু অর্থ ব্যয়ে পঞ্চাগ্নিযাগ সমাপন করিয়া বহু সহস্র ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র, মগ এবং মুসলমানকে অকাতরে অন্নদান করেন। দেশীয় লোকেরা বলেন যে এরূপ জাক জমকপূর্ণ পঞ্চাগ্নি যাগের কথা তাঁহারা কখনও শুনেন নাই। তিনি স্বীয় নামে দীর্ঘিকা খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, স্বীয় জননীর নামে রাস্তা নির্ম্মাণ, স্বীয় গ্রামে নিজ নামে "ষষ্ঠীগঞ্জ" নামে হাটস্থাপন, চট্টগ্রামস্থ বাঁশখালী থানার অন্তর্গত চাঁদপুরে স্বীয় নামে হাট স্থাপন, চট্টগ্রাম সহরে শ্রীশ্রীচট্টেশ্বরীর বর্ত্তমান ইষ্টক নির্ম্মিত

মন্দির নির্ম্মাণ, স্বীয় মাতাপিতার চিতার উপর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা, ইষ্টদেবের চিতার উপর শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা, পঞ্চদেবতার মন্দির নির্ম্মাণ, সুচক্রদণ্ডীগ্রামে একটি নিম্নপ্রাইমেরীস্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয়, এবং একটি মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন, ভূস্বর্গ কাশ্মীরে "সরকারী দাবাইখানা" নামে একটি ঔষধালয় স্থাপন এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার দান ও অনুপম ভ্রাতৃবাৎসল্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি এবম্বিধ অনেক লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এত দান করিয়াও তিনি মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া যান। কবিরাজ মহাশয় ৫৪ বৎসর বয়সে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তিনি তিনবার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম সুরূপা, দ্বিতীয়া পত্নীর নাম কাশীশ্বরী, এবং তৃতীয়া পত্নীর নাম বিশ্বেশ্বরী। তাঁহার তৃতীয়া পত্নী পশ্চিম বাঙ্গালার মাইনগর সমাজের জয়গোপাল বসুর কন্যা। জয়গোপাল যমুনাকেনাল আফিসের হেডক্লার্ক ছিলেন। তৎপূর্ব্বে আর কোনও চট্টগ্রামবাসী পশ্চিম বাঙ্গলার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। কবিরাজ মহাশয়ের তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র শ্রীমান্ হরিরঞ্জন মজুমদার ভিষগাচার্য্য উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় এম্, এ, পাশ করিয়া এবং বহুদিন বারাণসীধামে কবিরাজী শিক্ষা করিয়া কলিকাতা নগরীতে কবিরাজী ব্যবসা করিতেছেন। হরিরঞ্জন যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ম্যালেরিয়া কমিশনের সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বিশিষ্ট ডাক্তার ব্যতীত কোন কবিরাজ এপদে নির্ব্বাচিত হয়েন নাই। ইনিই সর্ব্বপ্রথম দেশীয় বিশেষজ্ঞ কবিরাজ স্বরূপ এপদে নির্ব্বাচিত হইয়া জন্মভূমির গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

[কবিরাজ ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়ের বিষয়ে কয়েকটী কথা, সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক জানাইয়াছেন যে, কবিরাজ মহাশয় বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন—যথা,(১) শনিচরিত্র, (২) শুকাখ্যানলহরী, (৩) ভদী বিদ্যানিধিসং (৪) সীতারামসম্মিলন, ও (৫) শ্যামাসংগীত।

শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত।

বউ-কথা-কও।

কে তুমি বিহগ বর, বলনা আমায়,
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে সুধাধারা বিলাইয়ে,
দিবানিশি এক সুরে গাইয়া বেড়াও।
নাহি শ্রান্তি নাহি ক্লান্তি, কার্য্যেতে নাহিক ভ্রান্তি
কেবল করিছ গানে সুধাবরিষণ।
"এমন আপন ভোলা এমন পরাণ খোলা"
মরতে মানুষে হায় দেখিনি কখন।
না হ'তে হিমের শেষ, ধরিয়া মোহন বেশ
তুমি এসে গাও পাখী সেই এক গান।
যদিও পুরাণো গীতি তবু মনে পাই প্রীতি
তবুও কি ভাবে যেন কেড়ে লয় প্রাণ!
মধুর বসন্ত এলে সাজে ধরা ফল ফুলে
নূতন ভাবেতে হয় প্রকৃতি মগন।
ঠিক সেই মধু মাসে তুমি দেখা দাও এসে
সঙ্গীতে মানব চিতে জাগাও চেতন।
বাধা বিঘ্ন নাহি মেনে নিয়ত আপন মনে
গাইছ একই সুরে সেই একই গান,
বরষার বারিপাতে, কুলিশ করকাঘাতে
নাহিক ভ্রূক্ষেপ তুমি এমনি মহান্!
তুমি ত একই সুরে, দিবায় নিশায় ভোরে
গাও পাখী সুধামাখা গান অতুলন
কিন্তু তা বিভিন্ন স্থানে, প্রবেশি' বিভিন্ন কাণে
ক'রেছে কতই গল্প গাথার সৃজন!
কেহ বলে পুরাকালে বসিয়া কদম্ব ডালে
হেরেছিলে তুমি হরি-বাঁশরী হরণ;
চিন্তাকুল কৃষ্ণে ডাকি বলে'ছিলে দূরে থাকি
"রাধিকার কেশে বাঁশী র'য়েছে গোপন!"
সেই হ'তে কৃষ্ণ বরে যুগ যুগান্তর ধ'রে
শুনাইছ ঘরে ঘরে রাধাকৃষ্ণ কথা,
তোমার ললিত গানে, নরনারী জনে জনে
লভে শান্তি মনে জাগে সে পুরাণো গাথা।

আরেক করুণ গাঁথা, এ দেশের কথা তথা
যুগ যুগান্তর হ'তে আছে প্রচারিত—
সে দুখ কাহিনী শুনে ব্যথা উপজয়ে মনে
পূত ভ্রাতৃপ্রেমে তাহা র'য়েছে পূরিত!
সে বহু বৎসর আগে, কোন পুরাতন যুগে
ছিল দু'টী ভাই বোন নাহি জানি নাম
একবৃন্তে যেন দু'টী, কুসুম আছিল ফুটি,
সরল পবিত্র তাহা নয়নাভিরাম!
কালক্রমে অবশেষে ভগিনীর দূরদেশে
হইল বিবাহ এক সুকুমার বরে;
কয়মাস হ'ল গত, ক্রমে বর্ষা উপস্থিত
আনিতে গেলেন ভাই প্রিয় ভগিনীরে!
শিবিকায় আরোহিয়া ভ্রাতায় সঙ্গেতে নিয়া
বালিকা চ'লেছে পথে দু'পাশে কানন;
হঠাৎ দুখের কথা,— এক ব্যাঘ্র এসে তথা
বিনাশি' ভ্রাতায় হায় হ'ল অদর্শন!
ভগিনী ভাইয়ের তরে অনেক বিলাপ ক'রে
অবশেষে সেই স্থানে ত্যজিল পরাণ;
পাখীর মূরতি ধ'রে বাঙ্গলার প্রতি ঘরে
শুনাইছ সেই হ'তে নিজ দুখ গান!
আবার অন্যত্র শুনি, করিয়া ললিত ধ্বনি
ভাঙ্গিছ নিয়ত তুমি বধূদের মান।
এই লয় মম মনে, যে যা ভাবে তাই শুনে
তুমি কিন্তু গাও পাখী সেই একই গান!
রে পাখি একই গানে কত ভাব তুল মনে
সামান্যা রমণী আমি বুঝিতে না পারি
কেহ কাঁদে, কেহ হাসে, কেহ প্রেমনীরে ভাসে
কেহ পুলকিত তোমা দরশন করি!
বিভুর মহিমা শুধু তোমাতে নেহারি!

শ্রীমতী অমিয়বালা

গৌড়-কাহিনী।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগ।

অতি অল্পকাল মধ্যেই দেখিতে দেখিতে বরেন্দ্রীর রাজসিংহাসনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। দিব্যকের পরলোকগমনের পর তাঁহার ভ্রাতা রুদ্রক বরেন্দ্রীর নায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি নায়কত্ব লাভ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে এক সঙ্গে বঙ্গ ও রাঢ়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালন করা অসম্ভব। তখন বঙ্গরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া রাঢ়ের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করা যুক্তি সঙ্গত বোধ করিলেন। বঙ্গরাজের সহিত শীঘ্রই সন্ধি স্থাপিত হইল এবং বঙ্গের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রীর যে নৌবাহিনী তখনও যুদ্ধ করিতেছিল এবং যে সকল সৈন্য স্থলপথে বঙ্গরাজের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইল। অতঃপর বীরবর রুদ্রক বিজয়রাজের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন, বিশেষতঃ ভ্রাতৃবিয়োগ শোকে, এবং বিজয়রাজ কর্ত্তৃক তাঁহার সৈন্যগণের পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার মন ও দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধের নব আয়োজন শেষ হইতে না হইতেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

অতঃপর বরেন্দ্রীর প্রজাবর্গ যুবক ভীমকে বরেন্দ্রীর নায়ক পদে বরণ করিয়া লইয়াছে। তাঁহার অভিষেকের পর হইতে বরেন্দ্রীতে আবার নবোদ্যোগে যুদ্ধ-সজ্জা আরম্ভ হইয়াছে। বরেন্দ্র-রাজ্য-শত্রু মুক্ত করিবার জন্য দেশের সর্ব্বত্র বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ভীমের অসাধারণ সাহস, অপূর্ব্ব বীরত্ব, দুর্দ্দমনীয় তেজস্বিতা ও প্রশংসনীয় লোকপ্রীতি তাঁহাকে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার আহ্বানে শত শত বরেন্দ্র-যুবক আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহার পতাকা মূলে আসিয়া সমবেত হইতেছে।

পাঠক, কৈবর্ত্তপতি ভীমের কীর্ত্তিকাহিনী কালপ্রভাবে নানা প্রকার অলৌকিক জনপ্রবাদের সৃষ্টি করিয়া তাহাই জন সমাজে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্য ক্রমে কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত "রামচরিতম্" কাব্য অবিকৃত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাই আমরা এতদিন পর ভীমের প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছি। কবিবর সন্ধ্যাকর ভীম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বহুতর রত্নরাজির আশ্রয়ে সরস্বতীও স্বয়ং লক্ষ্মী হইয়া যাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে

পরাজিত শত্রুলব্ধ শ্রেষ্ঠ অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ পর্য্যন্ত যাঁহার অধীন হইয়াছিল—
রাজাকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ্ লাভ করিয়াছিল - সজ্জনগণও যাঁহার অ
দানে কল্যাণভূমি লাভ করিয়াছিলেন—যাঁহার কল্পতরুর ন্যায় স্বভাবের
যাচকগণ অস্খলিত পদে জগতে বাস করিয়াছিল—ভবানীর সহিত সর্পালঙ্কৃত
চন্দ্রশেখর মহাদেব যাঁহার পাপ বিদূরিত করিয়া বিরাজিত ছিলেন—যিনি অ
কীর্ত্তিদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডলের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং যিনি ধ
মার্গে উৎসাহিত হইয়া মহাশয় পদবী লাভ করিয়াছিলেন।" বাস্তবিক, তৎকা
ভীমের নানা সদ্‌গুণরাজি তাঁহাকে সমগ্র বরেন্দ্রমণ্ডলে বরণীয় ক
তুলিয়াছিল।

বরেন্দ্রীর নায়কত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভীম বুঝিতে পারিলেন যে তাঁ
চতুর্দ্দিকে বিপদ্ সমূহ ঘনাইয়া আসিতেছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভীত হইল
না। বয়সে যুবক হইলেও তিনি যেরূপ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান ক
লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার শত্রুগণও বুঝিতে পারিল যে ভীমকে পরাজিত ক
নিতান্ত সহজসাধ্য হইবে না। ভীমের সুহৃদ্ হরিও এই সময় ভীমের দক্ষিণ হ
ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা বিপুল উদ্যমে একটি বিরাট বাহি
সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু এদিকে রামপালদেবের পরমায়
অসাধারণ নীতিজ্ঞ শিবরাজও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনিও একে একে
মগধ ও উৎকল পরিভ্রমণ করিয়া তথাকার মহাসামন্তগণকে রামপালদেবের পতা
মূলে একত্র করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, উ
উভয় পক্ষ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, বরেন্দ্রী অধিকার লইয়া পরস্পরের
তুমুল যুদ্ধারম্ভের আর অধিক বিলম্ব নাই।

একদিন গোবিন্দ-মণ্ডপের ঘাটের সর্ব্বোর্দ্ধ প্রস্তর-সোপানে উপবেশন করি
দুইজন যুবক কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে।
সূর্য্যদেব দৈনন্দিন কার্য্য শেষ করিয়া পশ্চিমাকাশের নিম্নে ঢলিয়া পড়িয়াছেন।
চতুর্দ্দিকে অন্ধকারের ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে আর
করিয়াছে। উপরে দেবমন্দিরের আরতির ঘণ্টা দিগন্ত কাঁপাইয়া গভীর নাদে
বাজিয়া উঠিয়াছে। নিম্নে নদীবক্ষে সলিলরাশি তরঙ্গ ভঙ্গে কল কল নাদে অবি
ছুটিয়া চলিয়াছে।

যুবক দ্বয়ের কিন্তু সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। একজন অপরকে সম্বো
করিয়া বলিতেছিলেন—

"ভাই হরি, যুদ্ধ তো দেখিতেছি অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।" যুবকের মুখ মণ্ডল
চিন্তাক্লিষ্ট ও গম্ভীর।

অপর যুবক উত্তর করিল "তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু বরেন্দ্রীবাসিগণ
তাহাদের প্রিয়তম নায়কের জন্য হৃদয়-শোণিত দানে কুণ্ঠিত হইবে না ইহা আমি
এব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।"

পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, যুবক দ্বয় আর কেহই নহেন—স্বয়ং নায়ক ভীম ও
তাঁহার সুহৃদ্ হরি।

ভীম। "কিন্তু বিপদের উপর আবার আর এক বিপদ্ উপস্থিত।"

হরি। "বিপদের উপর বিপদ্ কিরূপ?"

ভীম। "সেই কথা বলিবার জন্যই তোমাকে ডাকাইয়াছি। এই মাত্র সংবাদ
আসিয়াছে, সেনাপতি রত্নবসুর নিকট প্রেরিত অর্থাদি সমস্ত পথিমধ্যে দস্যুদল
কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে।"

হরি। "গুরুতর ব্যাপার সন্দেহ নাই। সংবাদ কে লইয়া আসিল?"

ভীম। "প্রেরিত বন্দীদল মধ্যে যাহারা রক্ষা পাইয়াছে তাহারাই।"

হরি। "সেনাপতি রত্নবসুর নিকট হইতে কোন সংবাদ আসিয়াছে?"

ভীম। "না। সেইজন্য আরও চিন্তিত হইয়াছি। অর্থাভাবে এবং আমাদিগের
নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাওয়ায় তাঁহার অবস্থা সম্ভবতঃ শোচনীয় হইয়া
উঠিয়াছে।"

হরি। "আমার মতে অবিলম্বে রত্নবসুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য
এবং তাড়াতাড়ি যুদ্ধসজ্জা শেষ করিয়া শীঘ্রই রত্নবসুর সাহায্যার্থ আমাদের রওনা
হওয়া উচিত।

ভীম। "আমিও তাহাই ভাবিতেছি। যাহা হউক, তোমার উপর ডমর
পরিদর্শনের ভার দিয়াছিলাম—তাহার কতদূর কি করিয়াছ।"

হরি। "আজ কয়েক দিবস যাবৎ ঐ কার্য্যই করিতেছি। অদ্য পরিদর্শন
শেষ হইয়াছে।"

ভীম। "কিরূপ দেখিলে?"

হরি। "ডমর দুর্ভেদ্য—সুতরাং রাজধানীও দুর্ভেদ্য।"

ভীম। "কিন্তু শত্রু যদি রাজধানী অবরোধ করিতে সমর্থ হয়?"

হরি। "তাহা হইলেও ছয়মাসের মধ্যে আমাদের খাদ্যাভাব কিম্বা পানীয়াভাব
হইবার সম্ভাবনা নাই।"

ভীম। "তার পর ?"

হরি। "তারপর আর কি ? শত্রু যদি এতদূর বল সংগ্রহ করিতে সমর্থ [illegible] যে তাহারা রাজধানী অবরোধ করিতে পারে, তাহা হইলে দুর্গ শত্রুহস্তে সমর্পণ [illegible] করিয়া আর উপায় কি ? কিন্তু শত্রু আমাদের সীমান্তভেদে সমর্থ হইলে, [illegible] রাজধানী অধিকার তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে !"

ভীম। "সুতরাং শত্রু যাহাতে কোনরূপেই সীমান্ত ভেদ করিতে সমর্থ [illegible] হয়—সর্ব্বাগ্রে সেইদিকে লক্ষ্য রাখাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।"

হরি। "তৎসম্বন্ধে কিরূপ কার্য্যপ্রণালী আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে [illegible] এক্ষণে তাহাই স্থির করুন।"

ভীম। "আমি একটা কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছি।"

হরি। তাহা বলিতে বোধ হয় মহারাজের কোন আপত্তি নাই ?

ভীম। নিশ্চয়ই না। তোমাকে এখনই তাহা বলিতেছি।

হরি। এ অনুগতের প্রতির মহারাজের অনুগ্রহ অসীম।

ভীম। কার্য্যপ্রণালীটি এই—আমি স্বয়ং আমাদের অধিকাংশ সৈন্য ও [illegible] নৌবাহিনী লইয়া রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিব। আর তুমি অবশিষ্ট সৈন্য ও করতোয়াবক্ষস্থ নৌবাহিনী লইয়া রাজধানী রক্ষা করিবে।

হরি। মহারাজের অনুগত বহু সেনানী থাকিতে মহারাজের স্বয়ং রণক্ষেত্রে গমন করিবার আবশ্যক কি ?

ভীম। যুদ্ধ যেরূপ ভীষণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে রণক্ষেত্রে আমার স্বয়ং উপস্থিত থাকাই আবশ্যক। তোমার প্রতি যে ভার দিতে চাই তৎসম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি ?

হরি। মহারাজ অনুগ্রহপূর্ব্বক যে আমার প্রতি রাজধানী রক্ষার ভার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাতে সত্য সত্যই আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।

ভীম। রামপালের পক্ষে রাঢ়, মগধ ও কলিঙ্গের প্রায় সমস্ত সামন্ত নৃপতিই যোগ দিতেছে। ইহাতেই বুঝিতে পার যুদ্ধ কিরূপ ভীষণ হইবে।

হরি। কিন্তু বরেন্দ্রীবাসিগণও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না। বরেন্দ্রীর প্রজাকুল মহারাজের কার্য্যে হৃদয় শোণিত দানে কৃতসঙ্কল্প।

ভীম। প্রিয় সুহৃদ্ ! প্রজাকুলের অভিপ্রায় আমার অবিদিত নাই। কিন্তু তথাপি মনে সন্দেহ হইতেছে, আমরা সমগ্র রাঢ়, মগধ ও কলিঙ্গের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিব কি না। শিবরাজ সত্য সত্যই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।

হরি। শুনিতেছি শিবরাজ অর্থ বলে রাঢ়, মগধ ও কলিঙ্গের সামন্তবর্গকে [illegible] করিয়াছেন। ক্রীত সামন্তবর্গের জন্য আমাদের ভীত হইবার কারণ নাই।

ভীম। সকলেই সেই কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি স্থির করিতে পারিতেছি না, শিবরাজ অথবা অঙ্গাধিপতি এত ধন কোথায় পাইলেন ?

হরি। ইহা এক রহস্য বটে। একটা গুজব উঠিয়াছে যে একজন সন্ন্যাসী নাকি মহনদেবকে প্রচুর অর্থ দিয়াছে।

ভীম। কিন্তু ঐ সব গুজব কি বিশ্বাসযোগ্য।

হরি। ঐ সব গুজব বিশ্বাসযোগ্য হউক বা নাই হউক, শিবরাজ ও রামপাল যে বিপুল বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করিয়াছেন তাহা যে অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য তাহা'ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভীম। যাহা হউক, এ সব বিষয়ে তর্ক বৃথা। যাহাতে অবিলম্বে রামপালের বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে পারি তাহার চেষ্টা করাই এখন একমাত্র কর্ত্তব্য। আমার মতে কল্য যুদ্ধযাত্রা করা উচিত, এবং আমি মনে মনে সেইরূপ সঙ্কল্পই করিয়াছি।

এই বলিয়া ভীম অদূরবর্ত্তী একজন প্রতীহারকে ডাকিয়া বলিলেন, "বীরসিংহকে ডাকিয়া আন।" এই বীরসিংহ বরেন্দ্ররাজ্যের মহাপ্রতীহার।

অবিলম্বে বীরসিংহ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরসিংহ, আমাদের বাহিনী প্রস্তুত হইয়াছে তো ?"

বীর। আজ্ঞে, হাঁ, মহারাজ ! সমস্তই আপনার আদেশ মত প্রস্তুত।

ভীম। আগামী কল্যই যুদ্ধ যাত্রা করিব। কাল্ প্রভাতেই সমস্ত বাহিনী যেন অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকে।

বীর। মহারাজ কি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিবেন ?

ভীম। হাঁ। আমি স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিব।

বীর। কত সংখ্যক কি প্রকারে সৈন্য অভিযানের জন্য আবশ্যক হইবে।

ভীম। পঞ্চাশসহস্র পদাতিক পঞ্চাশশত হস্তী, দ্বিসহস্র অশ্বারোহী আপাততঃ সঙ্গে লইব। গঙ্গাবক্ষে আমাদের যে নৌবহর আছে, তাহাও যেন প্রস্তুত থাকে।

বীর। রাজধানীতে কে থাকিবেন ?

ভীম। বন্ধু হরি রাজধানীতে থাকিয়া সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন।

বীরসিংহ অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক ধীরে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় দেবমন্দিরসমূহের আরতীসূচক ঘণ্টা নিনাদ থামিয়া গেল। জগৎ পুনরায় গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই নৈশ নীরবতার মধ্যে তিনি আরও অনেকক্ষণ গম্ভীর ভাবে তথায় বসিয়া রহিলেন। গভীর চিন্তায় তাঁহার মন আজি পরিপূর্ণ। বরেন্দ্রীতে তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পরিণাম—তাঁহার নিজের পরিণাম—তাঁহার সহকারীবর্গের পরিণাম সম্বন্ধে সহস্র সহস্র চিন্তা সহস্রধারায় তাঁহার মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। পার্শ্বে উপবিষ্ট হরির মনও আজ নিশ্চিন্ত ছিল না। সহস্র সহস্র চিন্তায় তাঁহার মনও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমে রজনী গভীর হইয়া উঠিল। অদূরে শৃগালের প্রহর ঘোষণা করিয়া থামিয়া গেল। তখন নিকটবর্ত্তী প্রতিহারকে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত করিয়া ভীম অবনত মুখে চিন্তা করিতে করিতে নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মন্দির-প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। হরিও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।

বঙ্গসমাজে 'দাস' 'দাশ' ও 'শর্ম্মন্' শব্দের ব্যবহার।

(১)

বোধ হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন, শীর্ষোক্ত শব্দত্রয় হিন্দু সাহিত্যে ও হিন্দু সমাজে আবহমান কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কোথায় উহা ব্যক্তি বিশেষের নামের উত্তর উপাধি রূপ, কোথায় উপাধির পূর্ব্বে উপপদ 'দাস', কোথায় বা আবার মুখ্যোপাধির পূর্ব্বার্দ্ধ 'দাশ' প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন,—ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা, রমেশচন্দ্র দাস বা দাশ, বামাচরণ দাস ঘোষ, গোপালচন্দ্র দাস গুপ্ত এবং সতীশচন্দ্র দাশ শর্ম্মা, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই সকল উপাধিধারিগণ সমান বর্ণ বা জাতির লোক নহে। কি উদ্দেশে ও কিরূপ ভাবে ঐ শব্দগুলি

সমাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে; তদ্ভিন্ন দেখা যায়, বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে কোন কোন জাতি মধ্যে চিরপ্রচলিত দন্ত্য-স-যুক্ত 'দাস'উপাধি অধুনা পরিবর্জ্জিত, কোথায় বা উহার পরিবর্ত্তে তালব্য 'শ' যুক্ত দাশ, অন্যত্র ঐ দাশের উত্তর আবার 'শর্ম্মা' উপাধির সংযোগে পৃথক্ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সামাজিকগণের মধ্যে কেহ কেহ যে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া এবম্ভূত চিরপ্রচলিত উপাধি পরিত্যাগ ও পরিবর্ত্তন এবং নূতন আকারের উপাধি গ্রহণ করেন, তাহা সঙ্গত ও সমীচীন কি না? এবং তদ্দ্বারা সমাজশৃঙ্খলার কোন হানি ঘটিতেছে কি না? তদ্ভিন্ন ঐরূপ আচরণ প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও শিষ্টাচারের বিরোধী বটে কি না? তত্তাবৎ বিবেচনা করিবার অভিপ্রায়ে লেখক সুধি-সমাজে বর্ত্তমান প্রবন্ধ উপস্থিত করিতেছেন, এবং আশা করেন, প্রবন্ধের বিষয়ের গুরুত্ব সমাজে উপেক্ষিত না হইতে পারে।

ইহা সকলেই জানেন, হিন্দু জাতির মধ্যে উপাধি ব্যবহারের সহিত উহার বর্ণ ও জাতিত্বের ঘনিষ্ট সম্পর্ক অবগত না হইতে পারিলে হিন্দুর উপাধি-রহস্য বুঝিবার সম্ভাবনা কাহারও নাই। সে জন্য প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ হিন্দুর বর্ণ ও জাতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা প্রয়োজন হইতেছে।

প্রাচীনতম কালীয় হিন্দু সমাজের বর্ণ ও জাতি সম্বন্ধে পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে বৈদিক সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হয়। কেননা বেদ (বিশেষতঃ ঋক্‌সংহিতা) অপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ আমাদের আর কিছু নাই। বেদ বলিতে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব, এই চারিবেদেই বুঝায়*। কোন কোন মতে প্রথমোক্ত তিন বেদই বেদ বলিয়া স্বীকৃত। † ইহা অপৌরুষেয়, ঋষিগণ তাহার মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। অন্য মতে বেদ ঋষিগণ দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ পৃথক্ পৃথক্ গ্রথিত হইয়াছে। তাহা হইলে উহাদের রচনায় পারম্পর্য্য স্বীকার করিতে হয়, বৈদিক প্রমাণ দ্বারাও এই মত সমর্থিত হইয়া থাকে। আবার পুরাণকারের মতে বেদ-চতুষ্টয় ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে যুগপৎ বিনির্গত হইয়াছে। যাহা হউক, এই বেদোৎপত্তির ক্রম বিষয়ে শাস্ত্রে যে মতদ্বৈধ আছে, তাহার মীমাংসা দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের কোন সাহায্য হইবে না। এই প্রবন্ধ আবশ্যক মত চারি বেদ হইতেই প্রমাণ আহরণ করা হইবে।

---

* গোপথব্রাহ্মণ।

† "ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজুংষি সামানি।" শতপথ-ব্রাহ্মণ ৪।৬।৭।১।
"স্ত্রিয়ামৃক্‌সামযজুষী ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।" অমর।

দেখা যায়, সকল বেদই সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ মন্ত্র ও অন্য ভাগ ব্রাহ্মণ।* যদিও কথিত আছে, ব্রাহ্মণ ভাগ মন্ত্রভোগের পরে রচিত হয়, তাহা হইলেও উভয় ভাগ যখন তুল্যরূপ সম্মানিত ও প্রামাণিকরূপ স্বীকৃত হয়, তখন আমরা ঋগ্‌বেদের মন্ত্র (সংহিতা) ও ব্রাহ্মণ ভাগকে তুল্য প্রাচীন মনে করিয়া প্রথমেই তাহা এ স্থানে অবলম্বন করিলাম।

ঋক্‌সংহিতায় প্রথম মণ্ডল হইতে ১০ম মণ্ডলের প্রথম অংশ পর্য্যন্ত নানা স্থলে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আর্য্য ও অনার্য্য শব্দে যাহা বুঝা যায়, তাহার আভাস পাঠকগণকে এস্থলে দিতেছি। বেদানুশীলনকারী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তৎসহ এ দেশীয় কোন কোন পণ্ডিতও বিবেচনা করেন, ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম নিবাস মধ্য এসিয়ার কোন এক স্থানে ছিল, তথা হইতে তাহাদের এক দল লোক বহির্গত হইয়া কতকদূর আসিয়া তন্মধ্য হইতে কতক লোক য়ুরোপাভিমুখে অভিযান করত নানা দেশে গিয়া আপনাদের বসতি স্থাপন সহ বিভিন্ন সংজ্ঞায় খ্যাত হইয়াছেন। যেমন, ইরাণীয়, গ্রীক্, লাটিন, কেল্ট, টিউটন্ ইত্যাদি। আর অন্য যে কতকগুলি লোক ভারতবর্ষাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে আবার কতক লোক পথ মধ্য হইতে পৃথক্ ভাগে পারস্য দেশাভিমুখে গিয়া আপনাদের নিবাস স্থাপন করেন, তাঁহারা পারসীক্ নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। ঐ দলের অবশিষ্ট লোকেরা ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে পঞ্জাবদেশ তৎপরে ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্ত উপনীত হইয়া তথাকার সমতল ভূমিতে আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইঁহারাই ভারতীয় আর্য্যনামে খ্যাত হন। এই কারণ ভারতের আদিম অধিবাসী মনুষ্যগণ অনার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। আর্য্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের বিশেষ সহায়তায় ঐ আদিম অধিবাসী অনার্য্যদিগের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই হেতু অনার্য্যদিগের অনেক লোক আর্য্যপরাক্রমে বিধ্বস্ত হইয়া দূরবর্ত্তী পর্ব্বত ও অরণ্যানিতে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহাদিগের বংশধরেরা অধুনা, গারো, খাসিয়া, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিতে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। আর যাহারা আর্য্যবিক্রমে পরাভূত হইয়া উহাদিগের বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক আর্য্যদাস্যতায় নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা নিকৃষ্ট এবং শূদ্র নামে আর্য্যসমাজের সংস্রবে কথঞ্চিৎ আসিলেও প্রকৃতপক্ষে আর্য্যসমাজের বহির্ভূত থাকিল।

* "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়ম্।" আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষা। ৩৮ সূত্র।

গ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয়, আর্য্যগণের নিকট যে অনার্য্যগণ এক সময়ে দস্যু, অসুর, বৃত্র (চৌর) রাক্ষস প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়াছিল, তাহাদেরই কতক লোক পরবর্ত্তীকালে কতক প্রাচীন আর্য্যসমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। ইহা বৈদিক সাহিত্যপাঠ প্রতীত হয়।* এস্থান আমরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের পোষকে কয়েকটী বৈদিক প্রমাণ আহরণ করিতেছি।

বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
ঋক্ ১।৫১।৮

অনুবাদ,—হে ইন্দ্র! কাহারা আর্য্য ও কাহারা দস্যু তাহা জান। বর্হিষ্মদ্ যজ্ঞের হিংসাকারীদিগকে শাসন করিয়া বশীভূত কর।

(২) ইন্দ্রঃ সমৎসু যজমানমার্য্যং। ঋক্ ১।১৩০।৮

অনুবাদ—ইন্দ্র যুদ্ধের সময়ে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন।

(৩) যেনেমা বিশ্বাচ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ। ২।১২।৪

অনুবাদ,—"যিনি এ সমস্ত নশ্বর বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি দাস বর্ণকে নিকৃষ্ট ও গূঢ় স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন।

(৪) হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যূন্ প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ। ৩।৩৪।৯

অনুবাদ,—(ইন্দ্র) হিরণ্ময় ধনদান করিয়াছেন; দস্যুদিগকে হত্যা করিয়া আর্য্য বর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।

(৫) যয়া দাসান্‌ব্যার্য্যাণি বৃত্রা করো বজ্রিন্ত্ সুতুকা নাহুষ্যাণি।৬।২২।১০

অনুবাদ,—হে ব্রজিন্! তুমি যে ধন দ্বারা আর্য্য-শত্রু দাস ও আর্য্য সকলকে জয় করিয়াছ।

(৬) অকর্ম্মাদস্যুরভি নো অমন্তুরন্যব্রতো অমানুষঃ।
ত্বং তস্যামিত্রহন্ বধর্দাসস্য দম্ভয়॥ ১০।২২।২৮

* পরবর্ত্তী বৈদিক কালে আর্য্যদিগের মধ্য হইতে যাহারা কার্য্যদোষে আচারভ্রষ্ট হইত, তাহারা শূদ্রত্বে অবনমিত হইত, সুতরাং তাহারাও এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইত ইহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

অনুবাদ,—আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু আছে, তাহারা যাগযজ্ঞাদি করে না, কিছু জানে না, তাহাদিগের কার্য্য স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্য মধ্যেই গণ্য নয়। হে অমিত্রহা! তুমি তাহাদিগকে বধ কর।

অপর, আমরা যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ হইতে অবগত হই যে, দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণ এবং অসুর বা অনার্য্য হইতে শূদ্র বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে ;—যথা—

দৈব্যো বৈ ব্রাহ্মণঃ অসূর্য্যো শূদ্রঃ। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ১।২।৬।৭

অর্থাৎ দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণ এবং অসুর হইতে শূদ্র জন্মলাভ করিয়াছে।

এই ব্রাহ্মণের অন্যত্র উক্ত আছে। যথা—

অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎ শূদ্রঃ। ৫।২।৩।১

অর্থাৎ অসৎ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এইরূপ বোধহয় যে, সত্বগুণ প্রধান দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণ এবং অসৎ বা তমোগুণপ্রধান অনার্য্য হইতে শূদ্র, এই দুই শ্রেণীর লোক প্রাচীন সমাজে বিদ্যমান ছিল। ঋক্‌সংহিতায় যে দুই শ্রেণীর উল্লেখ আছে, যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্ররূপে নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে। আবার বিস্ময়ের বিষয় ঐ বেদের অন্যত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের লোকের উৎপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

সর্ব্বং হেদং ব্রহ্মণা হৈব সৃষ্টং ঋচোজাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ।
যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ॥
৩।১২।৯।২

অর্থাৎ এই সমস্ত (বিশ্ব) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, ঋক্ হইতে বৈশ্যবর্ণ উৎপন্ন। আবার যজুর্ব্বেদকেও ক্ষত্রিয়ের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান বলেন। সামবেদ ব্রাহ্মণদিগের প্রসূতি অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।”—বিশ্বকোষ, জাতি শব্দ দেখ।

ঐ বেদের শতপথব্রাহ্মণের বর্ণনায় ঐ ভাব ক্রমে বিপর্য্যয় (ব্যুৎক্রমে) বর্ণিত দেখা যায়। যথা—

ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্ব্রহ্ম অজয়নত ভুব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্।
এতাবদ্বৈ ইদং সর্ব্বং যাবদ্ ব্রহ্মক্ষত্রং বিট্। ২।১।৭।১৩

অর্থাৎ ‘ভূ’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রজাপতি ব্রাহ্মণকে জন্মাইয়াছিলেন, ‘ভুব’

এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ক্ষত্রিয় এবং ‘স্বঃ’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বৈশ্য সৃষ্টি করিলেন। এক্ষণে দেখা গেল, উল্লিখিত উভয় ব্রাহ্মণ (বেদ) তিন বর্ণেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শূদ্রের উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ এই ভারতীয় আর্য্যগণ প্রথমতঃ এক বর্ণের অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণরূপেই সংজ্ঞিত ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা (অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ) কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তখনও শূদ্র আর্য্যদিগের মধ্যে স্থানলাভ করে নাই। কেন না উভয় ব্রাহ্মণেই ‘বিশ্ব’ সৃষ্টির প্রবাদ আছে, অথচ তন্মধ্যে শূদ্রের নাম তাহার অন্তর্ভূত হয় নাই। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি শূদ্র বিশ্ব (সৃষ্টি) ছাড়া জীব? তাহাত হইতেই পারে না। সম্ভবতঃ, সূক্তরচয়িতা ঋষিদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত অনার্য্য (শূদ্র বা অসুরগণ) তখনও “মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত” হইত না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

কায়স্থ-গীতি।

আমরা নহিরে ঘৃণ্য তুচ্ছ নহিরে পতিত শূদ্র,
আমরা নহিরে পথের ভিখারী, আমরা নহিরে ক্ষুদ্র ;
আমরা নহিরে আচারভ্রষ্ট—আমরা নহিরে বন্য ;
শৌর্য্যে-বীর্য্যে-জ্ঞান-গরিমায় করেছি ভারত ধন্য।

মোদের রসনা বেদ বেদান্ত ঘোষিছে এখন সর্ব্বে,
মোদের কাব্য স্বরগের সুধা দানিছে মানব গর্ব্বে ;
নাশি’ছে মোদের বাক্য মহান্ ধরার কলুষ ঘৃণ্য,
মনীষার জ্যোতি দানি’মোরা করেছি ভারত ধন্য।

বিরাট-ব্রহ্ম কায়েতে আমরা রহিনি হইয়ে গুপ্ত,
মোদের প্রাণের স্পন্দনে আজি জাগিছে সমাজ সুপ্ত,
ভোগের স্বর্ণ-মন্দিরে মোরা বরিয়ে লয়েছি দৈন্য,
ত্যাগের ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝা’য়ে করেছি ভারত ধন্য।

আমরা দিয়েছি জড়ের অসাড় অমিয়-মধুর-ভাষা,
আমরা জাগা'য়ে তুলেছি বিশ্বে নিত্য-নবীন আশা
আমরা না গণি স্তুতি উপহাস, বাধারে না করি গণ্য,
চিরকাল মোরা করেছি—এ ভারত-ভূমিরে ধন্য।

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী।

ধেনো পীতাম্বর।

'ধেনো পীতাম্বর' নাম এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রায় সকল লোকেরই পরিচিত। কাহাকে অধিক ধান্যের অধিকারী হইতে দেখিলে এখনও সাধারণ লোকে তাহাকে 'ধেনো পীতাম্বর' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, সেই 'ধেনো পীতাম্বর'যে কে, কোন্ স্থানের অধিবাসী আর তাঁহার মূল পীতাম্বর নামের পূর্ব্বে 'ধেনো' শব্দই বা কেন সংযোজিত হইয়াছে, তাহা অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। আমরা বহু অনুসন্ধানে তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এই নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

'ধেনো পীতাম্বর' কায়স্থকুল সম্ভূত—দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের 'দেব' উপাধিধারী মৌলিক শ্রেণীভুক্ত। তিনি চৌখণ্ডীর মৌদ্গাল্য গোত্রীয় শিবদাস দেবের সন্তান এবং কলিকাতা শোভাবাজারের সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ-রাজবংশের বীজ পুরুষ বিদ্বান্ দেবের অধস্তন ষষ্ঠ ও মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুরের ঊর্দ্ধতন সপ্তদশ পুরুষ। দেববংশীয়দিগের আদি বাসস্থান চৌখণ্ডী। সেখান হইতে তাঁহারা প্রথমে যশোহর জিলার অন্তর্গত বোধখানা ও তৎপরে যশোহর-খুলনার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গানন্দপুর, চণ্ডীবরপুর, ছুটীপুর, নওয়াপাড়া, রায়গ্রাম, উত্তরপাড়া, রাড়লী কা'টপাড়া প্রভৃতি নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং 'রায়', 'রায়চৌধুরী', 'নিয়োগী' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের একশাখা বোধখানা হইতে হাজিরাদি গ্রামে এবং অন্য শাখা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুড়াগাছা, আর তথা হইতে কলিকাতা আসিয়া বাস করিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্রদেব * সর্ব্বপ্রথম এই বংশকে রাজ-

* ইহার বিশেষ বিবরণ মৎ-লিখিত 'রাজারামচন্দ্রদেব' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসের 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রে সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক।

সম্মানে সম্মানিত করেন। তিনি বোধখানা হইতে বারবাজারে গিয়া এক নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা কংসনারায়ণও বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মুড়াগাছা পরগণা দেববংশের অধিকারভুক্ত হয় এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র সেখানে গিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। রাজা কংসনারায়ণ কুলীনদিগকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দর্শন করিতেন। একবার তিনি বাঙ্গালার সমস্ত প্রধান কুলীন ও কুলজ্ঞদিগকে বহুদেবভোগ্য ভোজ্য-পানীয়ে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি মোচারঘণ্টের মধ্যে বহু পাতসাহী মোহর মিশাইয়া তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিয়াছিলেন। কংসনারায়ণের মৃত্যুর কিছুকাল পরে এই বংশ হইতে রাজ-সম্মান ও রাজোপাধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে ইংরাজ শাসনকালের প্রারম্ভে নবকৃষ্ণদেব নিজের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব-গুণে, পুনরায় সেই সম্মান ও উপাধির অধিকারীহন। এখন কেবল তাহার বংশধরেরাই রাজ-সম্মান ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এই দেববংশে বহু স্বনামধন্য, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শোভাবাজার রাজবংশের বিবরণ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

উল্লিখিত উচ্চ বংশের একরূপ মূল পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেও পীতাম্বরের অবস্থা প্রথমাবস্থায় তত উৎকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি বিচক্ষণতা প্রভাবে অচিরেই তিনি দেশবাসীর লক্ষীভূত হইয়া উঠিলেন এবং বাঙ্গালা দেশের তৎকালীন মুসলমান শাসন কর্ত্তা, গৌড়ীয়পাতসাহ তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে 'খাঁ' উপাধি দিয়া, নিজের উজিরী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পীতাম্বরের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রভূত অর্থ ও বিষয় বিভব লাভ করিয়া, দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠাপন্ন ধনীলোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আবাস ভূমি বলিয়া ক্ষুদ্রগ্রাম বোধখানাও জন-সমাজে গৌরব লাভ করিল।

নবাব সরকারের উজিরী করিয়া পীতাম্বর যে বিপুল বিষয় সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বহুশত বিঘা ধানের জমি ছিল। সেই জমি হইতে যে রাশি রাশি ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহাতে তাঁহার সমস্ত আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াও, প্রতিবর্ষে বহু কাহন ধান্য উদ্বৃত্ত থাকিত। পীতাম্বর আপনার প্রাসাদোপম অট্টালিকার দক্ষিণাংশে, প্রাচীর পরিরক্ষিত এক বিশাল ভূমিখণ্ডে অসংখ্য গোলাঘর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই ধান্য রাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিতেন। যে বর্ষে ধান্যের উৎপত্তি অধিক হইত সে বর্ষে নূতন নূতন গোলাও নির্ম্মিত হইত। এইরূপ আট দশ বৎ-

সরের মধ্যে তাঁহার এত অধিক ধান্য সংগৃহীত হইল যে, দেশের লোক দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে এ অঞ্চলের কেহ কখনও এক ব্যক্তিকে এত অধিক ধান্যের অধিকারী হইতে দেখে নাই। সুতরাং দেশের আপামর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাকে 'ধানের রাজা পীতাম্বর' বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিল। ক্রমে সেই 'ধানের রাজা পীতাম্বর' নাম সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মুখে 'ধেনো পীতাম্বর' এই গ্রাম্য অভিধানে রূপান্তরিত ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। নবাবের উজির বলিয়া, উচ্চ 'খাঁ' উপাধি ভূষণে ভূষিত ছিলেন বলিয়া পীতাম্বরের যে দেশব্যাপী যশ ছিল, তাঁহার স্বগ্রাম বা তৎসন্নিহিত গ্রামবাসী বা, তাহা তাঁহার ধান্যের যশ অপেক্ষা অধিক গৌরবজনক বলিয়া বোধ করিল না! কাজেই 'উজির' বা 'খাঁ' উপাধির পরিবর্ত্তে তাঁহার 'ধেনো পীতাম্বর' নামই প্রসার ও প্রসিদ্ধি লাভ করিল। পীতাম্বরের এক অমানুষ, অদ্ভুত কার্য্য আবার সেই প্রসার প্রসিদ্ধি দেশব্যাপী করিয়া দিল।

পীতাম্বর ধান্য ধনে ধনী হইলেও বংশগৌরবে গরীয়ান্ ছিলেন না; কিন্তু কি সে গৌরব লাভ করিবেন, তজ্জন্য সতত সচেষ্ট থাকিতেন। প্রধান প্রধান কুলীনের সহিত আদান প্রদান ব্যতীত সে চেষ্টা নিরর্থক বোধে শেষে তিনি প্রভূত অর্থ উপঢৌকনদানে, শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনে এবং আনুগত্য স্বীকারে দেশের কুলীনদিগকে বাধ্য করিলেন এবং ঘোষ, বসু ও মিত্র এই তিন প্রধান বংশের তিন প্রধান কুলীন পাত্রের সহিত আপনার তিন কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। যথা সময়ে বিবাহের দিন লগ্নাদি নিরূপিত হইল। পীতাম্বর এক রাত্রে তিন কন্যার বিবাহ কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া, বরত্রয়ের সহিত কুলীন সন্তানদিগকে সসম্মানে স্বগৃহে আহ্বান করিলেন। বংশ সম্মান লাভ করিতে হইলে কুলীনের সাহচর্য্য যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, গৃহে সমাগত কুলীনদিগের, আদর আপ্যায়ন দ্বারা মনোরঞ্জন করাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। কারণ কুলীন বা কুলজ্ঞগণ কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইলে উৎকৃষ্ট ক্রিয়ার দ্বারাও সেকালে গৌরব লাভের সম্ভাবনা থাকিত না। এই কারণ পীতাম্বর কুলীনদিগের প্রীতির জন্য নানারূপ আয়োজন করিলেন, তাঁহাদিগের সুখসাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধনের ও সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত নানাপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। কোনও দিকে, কোনও বিষয়ে সামান্য একটু ত্রুটিও তিনি থাকিতে দিলেন না। কেবল একটি বিষয়ে তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নদীতীর হইতে তাঁহার গৃহে আসিবার যে প্রায় ক্রোশ পরিমিত একমাত্র পথ, তাহার অবস্থা ভাল ছিল না। সেবারকার অতিরিক্ত বর্ষায় তাহার প্রায় সমস্ত স্থলই জলমগ্ন

কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছিল; কুলীনেরা সেই দুর্গমপথ অতিবাহন করিয়া কিরূপে তাঁহার গৃহে আসিবেন, তাহাই তাঁহার চিন্তার কারণ ছিল। বৃষ্টির প্রাচুর্য্য বশতঃ তখন পথ বাধাইয়া দিবারও কোনও উপায় ছিল না অথবা দেশে তত অধিক সংখ্যক শিবিকাও ছিল না যে তাহাদের সাহায্যে কুলীনদিগকে গৃহে আনা যাইতে পারিবে। অর্থে বা সামর্থ্যে যদি তাহার একটিও সম্ভবপর হইত, তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। কিন্তু অর্থে সামর্থ্যে'ত আর অসাধ্য সাধন হয় না। তখন অনন্যোপায় হইয়া পীতাম্বর এক অভিনব—অদ্ভুত পন্থার আশ্রয় লইলেন। তিনি করিলেন কি? না—তাঁহার সেই অপরিমিত সঞ্চিত ধান্যের সাহায্যে, সেই দীর্ঘ দুর্গমপথের সংস্কার সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যেমন সঙ্কল্প, অমনই কার্য্যারম্ভ। তাঁহার আদেশে শত শত শ্রমজীবী তৎক্ষণাৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইল—তাঁহার গোলাবাড়ী হইতে ধান্য বহিয়া আনিয়া রাস্তার সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই রাশি রাশি ধান্যে পরিপূর্ণ বৃহৎ গোলাকার ঘরগুলি একে একে নিঃশেষিত ধান্যশূন্য হইল, আর তদ্দ্বারা সেই কর্দ্দমাক্ত, জল প্লাবিত দীর্ঘপথ সুন্দর ভাবে বাধান হইয়া গেল! ধান্যে রাস্তার মধ্যস্থ কয়েকটী খালের জলস্রোত নিরুদ্ধ হইল ধান্যে কর্দ্দম ও জল নিবারিত হইল এবং নদীতীর হইতে তাঁহার গৃহ পর্য্যন্ত এক সুপ্রশস্ত, সমতল, দীর্ঘ ধান্যের পথ সংরচিত হইল!! পীতাম্বরের ধান্যের পথ দেখিয়া দেশের লোক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাঁহারা শতমুখে যত্রতত্র তাঁহার গুণ কীর্ত্তন ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেশময় ধন্য ধন্য রব উঠিল। পীতাম্বরের 'ধেনো পীতাম্বর' নাম আজ অন্বর্থ হইল।

ধান্যে পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া পীতাম্বরদেব চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, আবার উত্তর কালে তাঁহারই অনুসরণ করিয়া আর একব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণনগরের ব্রাহ্মণ রাজা মটুকরায়। মটুকরায় 'কড়ির জাঙ্গাল' প্রস্তুত করিয়াছিলেন—রাশি রাশি কড়ি স্তূপীকৃত করিয়া হরিহর নদের উপরে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মটুকরায়ের সেই 'কড়ির জাঙ্গাল' এখন নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, পীতাম্বরের ধান্যের পথও লোপ পাইয়াছে কিন্তু উভয়ের কীর্ত্তি কথা লোকে বিস্মৃত হয় নাই—বিশেষতঃ 'ধেনো পীতাম্বর' এই নাম উচ্চারণ মাত্রেই, পীতাম্বরের সেই অদ্ভুত পথের কথা লোকের স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু পীতাম্বরের গুণ পক্ষপাতী কুলীনগণ, গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট বলিয়া, তখন 'ধেনো' উপাধির অনুমোদন করেন নাই—তাঁহারা উহারই অনুরূপ আর এক উপাধি ভূষণে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। সে উপাধি 'ধেনো" হইতে বহুগুণে গৌরবাত্মক হইলেও দেশের লোকে তাহা গ্রহণ করে নাই।

অতঃপর কুলীনেরা যখন বরত্রয়কে অগ্রে লইয়া নৌকা হইতে পীতাম্বরের নে
ধান্য রচিত পথে অবতরণ করিলেন, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।
বোধখানার সেই দুর্গমপথের কথা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের বিদিত ছিল। তাঁহার
এইরূপ ধারণা করিয়াছিলেন, মহাবিভবশালী পীতাম্বর কুলীনদিগের সুখসুবিধা
জন্য যখন জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতেছেন, তখন বর্ষাকাল হইলেও সেই পথে
সম্বন্ধে অবশ্যই তিনি কোনও সুবিধা করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে নিরবচ্ছি
ধান্যের দ্বারা পথ বাধাইয়া দিবেন তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে
নাই। কুলীনদিগের আনন্দের সীমা রহিল না কিন্তু তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিলে
না—পীতাম্বরের সেই অসম্ভব, অদ্ভুত কার্য্যে তাঁহারা কি অসুখী হইয়াছেন, তা
তখন ঘুণাক্ষরেও কাহাকে জানিতে দিলেন না। অবশেষে তিনি বিবাহ অন্তে, প্রভাতে
পীতাম্বরের প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত কুলীন মৌলিকদিগকে লইয়া এক বিরাট সভা
অধিবেশন করিলেন। সেই সভায় পীতাম্বরের কুলীন-প্রীতি ও তজ্জন্য তাঁহাকে কিরূপ
ভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কুলীনগণের আলোচনা হইল।
পরিশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত হইল, তাহাতে তিনি গোষ্ঠীপতিস্বরূপ বং
গৌরব লাভ করিলেন আর তাঁহার গ্রাম্য উপাধি 'ধোনা পীতাম্বর' 'ধন্য পীতাম্ব
এই অভিনব গৌরবাত্মক উপাধিতে পরিবর্ত্তিত হইল। কুলীনেরা সমাজ-সমীকরণ
সভায় পীতাম্বরকে মাল্যচন্দন প্রাপ্তির উচ্চ সম্মান অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবা
দিলেন। সেই ধন্যবাদের কথা চিরদিনই যাহাতে সকল লোকের স্মরণ থাকে
তজ্জন্য তাঁহার নামের পূর্ব্বে, 'ধেনো' শব্দ উঠাইয়া, 'ধন্য' শব্দ সংযোজিত করিলেন।
পীতাম্বর সেই দিন হইতে'ধন্য পীতাম্বর'নামে মৌলিক সমাজের শিরোমণি—গোষ্ঠীপতি
রূপে পরিগণিত ও সাধারণের সম্মান ভাজন হইলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও
সেই উচ্চ সম্মানের অধিকারী—দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের বরণীয় হইয়া আসিতেছেন।

কুলীনদিগের প্রদত্ত সেই 'ধন্য' উপাধি বিশেষ সম্মানর্হ হইলেও দেশে
সাধারণ লোকে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা পীতাম্বরকে
পূর্ব্ববৎ সেই "ধেনোপীতাম্বর" নামেই সম্মানিত করিতে থাকিল। কুলগ্রন্থে 'ধন্য
পীতাম্বর' নাম জ্বলদক্ষরে বিলিখিত থাকিল বটে কিন্তু লোকের মুখে মুখে 'ধেনো
পীতাম্বর' নামই দেশবিশ্রুত হইয়া পড়িল এবং তাহাই এখন তাঁহার ও তদ্বংশী
।দগের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

কালিদাস ও ভবভূতি।

(৫)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৮১ পৃষ্ঠা হইতে।]

গত প্রস্তাবে "মহাবীর চরিত" নাটকের আখ্যানবস্তুর যে সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কবি ভবভূতি মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণকে মূল অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলেও অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্রতাচরণ করিয়াছেন। রাক্ষস-রাজ রাবণের মাতামহ ও প্রধানামাত্য মাল্যবান্ এবং রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্পণখার ষড়যন্ত্র ভবভূতির নূতন সৃষ্টি এবং রামের সর্ব্বপ্রকার বিপদই এই ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কবি ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম হইতেই রাবণ রামের প্রতি বিরূপ ছিলেন, পরে তাঁহার নিজের প্রার্থিতা সীতাকে রামচন্দ্র লাভ করায় তাঁহার প্রতি রাবণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল এবং মাল্যবান্ রামকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় শত্রু পরশুরামকে উত্তেজিত ও উত্থিত করিলেন। পরশুরাম রামের নিকট পরাস্ত হইলে মাল্যবান্ রামকে সীতার সহিত কোনও ক্রমে দক্ষিণাপথে লইয়া গিয়া রাক্ষসদিগের দ্বারা তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে এবং রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণের সুবিধা করিয়া দিতে ষড়যন্ত্র করিলেন। ঐ ষড়যন্ত্রের ফলে শূর্পণখা মায়াবলে মন্থরার দেহে আবিষ্ট হইয়া কৈকেয়ীর নামে লিখিত "জাল চিঠি" রামকে দিলেন;—মাল্যবানের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ঐ ষড়যন্ত্রের ফলেই বানররাজ বালী রামকে মারিতে গিয়া নিজে নিহত হইলেন। খরদূষণাদির বধও ঐ জটিল ষড়যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইল। এই বিশাল, গভীর—কুটিল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি কবির নিজস্ব—ইহার দ্বারা রাজকন্যা এবং সম্রাট্ মহিষী ভরত-মাতা কৈকেয়ীর কলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছে। মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম আদর্শবীর রামচন্দ্রের দ্বারা অন্তরাল হইতে সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত মহাবীর বালীর বধসাধনের অপবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে এরূপ কোন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ নাই,—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কবি কালিদাস তাঁহার "রঘুবংশ" কাব্যের একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সর্গে "মহাবীর চরিত" নাটকের আখ্যানবস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে নাটকোচিত ঘটনাসন্নিবেশ কৌশল অবতারিত করিবার কোনও আবশ্যকতা না থাকায় তিনি প্রায়ই মহর্ষি বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভবভূতি এবং কালিদাস এই উভয় কবির রচনায় যে সকল সাধারণ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, আমরা তাহার

অতঃপর কুলীনেরা যখন বরত্রয়কে অগ্রে লইয়া নৌকা হইতে পীতাম্বরের সেই ধান্য রচিত পথে অবতরণ করিলেন, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বোধখানার সেই দুর্গমপথের কথা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের বিদিত ছিল। তাঁহারা এইরূপ ধারণা করিয়াছিলেন, মহাবিভবশালী পীতাম্বর কুলীনদিগের সুখসুবিধার জন্য যখন জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতেছেন, তখন বর্ষাকাল হইলেও সেই পথের সম্বন্ধে অবশ্যই তিনি কোনও সুবিধা করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন ধান্যের দ্বারা পথ বাধাইয়া দিবেন তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। কুলীনদিগের আনন্দের সীমা রহিল না কিন্তু তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিলেন না—পীতাম্বরের সেই অসম্ভব, অদ্ভুত কার্য্যে তাঁহারা কি অসুখী হইয়াছেন, তাহা তখন ঘুণাক্ষরেও কাহাকে জানিতে দিলেন না। অবশেষে তিনি বিবাহ অন্তে, প্রভাতে পীতাম্বরের প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত কুলীন মৌলিকদিগকে লইয়া এক বিরাট সভায় অধিবেশন করিলেন। সেই সভায় পীতাম্বরের কুলীন-প্রীতি ও তজ্জন্য তাঁহাকে কিরূপ ভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কুলীনগণের আলোচনা হইল। পরিশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে সিদ্ধান্ত হইল, তাহাতে তিনি গোষ্ঠীপতিস্বরূপ বংশ-গৌরব লাভ করিলেন আর তাঁহার গ্রাম্য উপাধি 'ধোনা পীতাম্বর' 'ধন্য পীতাম্বর' এই অভিনব গৌরবাত্মক উপাধিতে পরিবর্ত্তিত হইল। কুলীনেরা সমাজ-সমীকরণ সভায় পীতাম্বরকে মাল্যচন্দন প্রাপ্তির উচ্চ সম্মান অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। সেই ধন্যবাদের কথা চিরদিনই যাহাতে সকল লোকের স্মরণ থাকে, তজ্জন্য তাঁহার নামের পূর্ব্বে, 'ধেনো' শব্দ উঠাইয়া, 'ধন্য' শব্দ সংযোজিত করিলেন। পীতাম্বর সেই দিন হইতে 'ধন্য পীতাম্বর' নামে মৌলিক সমাজের শিরোমণি—গোষ্ঠীপতি রূপে পরিগণিত ও সাধারণের সম্মান ভাজন হইলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও সেই উচ্চ সম্মানের অধিকারী—দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের বরণীয় হইয়া আসিতেছেন।

কুলীনদিগের প্রদত্ত সেই 'ধন্য' উপাধি বিশেষ সম্মানর্হ হইলেও দেশের সাধারণ লোকে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা পীতাম্বরকে পূর্ব্ববৎ সেই "ধেনোপীতাম্বর" নামেই সম্মানিত করিতে থাকিল। কুলগ্রন্থে 'ধন্য পীতাম্বর' নাম জ্বলদক্ষরে বিলিখিত থাকিল বটে কিন্তু লোকের মুখে মুখে 'ধেনো পীতাম্বর' নামই দেশবিশ্রুত হইয়া পড়িল এবং তাহাই এখন তাঁহার ও তদ্বংশীয়দিগের গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

কালিদাস ও ভবভূতি।

(৫)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৮১ পৃষ্ঠা হইতে।]

গত প্রস্তাবে "মহাবীর চরিত" নাটকের আখ্যানবস্তুর যে সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কবি ভবভূতি মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণকে মূল অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলেও অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্রতাচরণ করিয়াছেন। রাক্ষস-রাজ রাবণের মাতামহ ও প্রধানামাত্য মাল্যবান্ এবং রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্পণখার ষড়যন্ত্র ভবভূতির নূতন সৃষ্টি এবং রামের সর্ব্বপ্রকার বিপদই এই ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কবি ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম হইতেই রাবণ রামের প্রতি বিরূপ ছিলেন, পরে তাঁহার নিজের প্রার্থিতা সীতাকে রামচন্দ্র লাভ করায় তাঁহার প্রতি রাবণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল এবং মাল্যবান্ রামকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় শত্রু পরশুরামকে উত্তেজিত ও উত্থিত করিলেন। পরশুরাম রামের নিকট পরাস্ত হইলে মাল্যবান্ রামকে সীতার সহিত কোনও ক্রমে দক্ষিণাপথে লইয়া গিয়া রাক্ষসদিগের দ্বারা তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে এবং রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণের সুবিধা করিয়া দিতে ষড়যন্ত্র করিলেন। ঐ ষড়যন্ত্রের ফলে শূর্পণখা মায়াবলে মন্থরার দেহে আবিষ্ট হইয়া কৈকেয়ীর নামে লিখিত "জাল চিঠি" রামকে দিলেন;—মাল্যবানের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। ঐ ষড়যন্ত্রের ফলেই বানররাজ বালী রামকে মারিতে গিয়া নিজে নিহত হইলেন। খরদূষণাদির বধও ঐ জটিল ষড়যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইল। এই বিশাল, গভীর—কুটিল ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি কবির নিজস্ব—ইহার দ্বারা রাজকন্যা এবং সম্রাট্ মহিষী ভরত-মাতা কৈকেয়ীর কলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছে। মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম আদর্শবীর রামচন্দ্রের দ্বারা অন্তরাল হইতে সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত মহাবীর বালীর বধসাধনের অপবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে এরূপ কোন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ নাই,—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কবি কালিদাস তাঁহার "রঘুবংশ" কাব্যের একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সর্গে "মহাবীর চরিত" নাটকের আখ্যানবস্তুর বর্ণনা করিয়াছেন। এই কাব্যে নাটকোচিত ঘটনাসন্নিবেশ কৌশল অবতারিত করিবার কোনও আবশ্যকতা না থাকায় তিনি প্রায়ই মহর্ষি বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভবভূতি এবং কালিদাস এই উভয় কবির রচনায় যে সকল সাধারণ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, আমরা তাহার

তুলনা করিবার জন্য "মহাবীর-চরিত" এবং "রঘুবংশ" হইতে সেই সেই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই তুলনা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কেহ অন্যতর কবির নিকট ঋণী কি না। তুলনার সুবিধার নিমিত্ত আবশ্যকতানুসারে রামায়ণ বর্ণিত ঘটনারও উল্লেখ থাকিবে।

১। অহল্যার শাপমোচন।—"মহাবীর-চরিতে" প্রথমাঙ্কে।—বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রমে রাম-লক্ষ্মণ আসিবার পর, রাজর্ষি জনকের ভ্রাতা সাংকাশ্য-রাজ কুশধ্বজ ভ্রাতুষ্পুত্রী সীতা এবং ঊর্মিলাকে লইয়া বিশ্বামিত্রের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছেন, কুশধ্বজ রামলক্ষ্মণের পরিচয় লইয়াছেন, বিশ্বামিত্রের সহিত রাজার আলাপ চলিতেছে, এমন সময়ে নেপথ্য হইতে "জয় জয় জগৎপতে রামচন্দ্র" এই কথা শ্রুত হইল, সকলে আশ্চর্য্যের সহিত দেখিতে লাগিলেন।—কুশধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্, এই দেবী আবার কে?—বিশ্বামিত্র অহল্যার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "অহল্যার সেই পাপের নিমিত্ত তাঁহার শরীর অন্ধতামিশ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি অদ্য রামভদ্রের তেজে সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।" সুতরাং বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমে রামচন্দ্রের প্রভাবে অহল্যা শাপমুক্ত হইলেন।

কালিদাসের রঘুবংশে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলাগনরে যাইতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে রামের চরণরেণু স্পর্শে পতিশাপে "শিলাময়ী" গৌতমবধূ অহল্যা মুক্তি এবং নিজ সুন্দর রূপ লাভ করেন,—যথা

প্রত্যপদ্যত চিরায় যৎপুনশ্চারু গৌতমবধূঃ শিলাময়ী।
স্বং বপুঃ স কিল কিল্বিষচ্ছিদাং রামপাদরজসামনুগ্রহঃ ॥৩৪॥"
একাদশ সর্গে।

"পতিশাপে বহুকাল অহল্যাসুন্দরী
শিলারূপে ছিলা পড়ি; আজি ভাগ্যবশে
উঠিলা ভুবন-লোভা নিজরূপ ধরি
রামের কলুষহর চরণ পরশে ॥৩৪॥" ৺নবীনচন্দ্র দাস কৃত অনুবাদ।

বাল্মীকি রামায়ণে অহল্যার উদ্ধার মিথিলার পথেই ঘটিয়া ছিল; কিন্তু রামায়ণে অহল্যার "শিলাময়ী" হইবার এবং রামের চরণ রেণুস্পর্শ তাঁহার মনুষ্য দেহ ও সুন্দর রূপ প্রাপ্তির কথা নাই। রামায়ণে যাহা আছে, তাহার সহিত ভবভূতি কথিত আখ্যানের বরং মিল আছে। বিশ্বামিত্র অহল্যা এবং ইন্দ্র সংক্রান্ত গল্প বলিয়া রামকে বলিলেন,—

"তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিনীম্" ॥১১॥

তখন রামচন্দ্র আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং—

"দদর্শ চ মবাভাগাং তপসাদ্যোতিতপ্রভাম্।
* * * *
সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব হ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্রামস্য দর্শনম্ ॥১৬॥
* * * *
রাঘবৌ তু তদাতস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা ॥১৮॥"
আদিকাণ্ড, ৪৯শ সর্গ।

এখানে দেখা যায়, রামের দ্বারা অহল্যাকে চরণ-রেণু দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি নিজেই অহল্যার পদ বন্দনা করিয়াছেন।

মিথিলায় রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্র আসিলেন। ইহার বর্ণনা উপলক্ষে রঘুবংশের কবি লিখিয়াছেন,—

"রাঘবান্বিতমুপস্থিতং মুনিং তং নিশম্য জনকো জনেশ্বরঃ।
অর্থকামসহিতং সপর্যয়া দেহবদ্ধমিব ধর্মমভ্যগাৎ ॥৩২॥"
একাদশ সর্গ।

"আসিলা লক্ষ্মণ রাম সহ ঋষিবর,
মূর্ত্তিমান্ ধর্ম যেন অর্থ কাম সনে;
শুনি হরষিত চিত্ত মিথিলা ঈশ্বর
অগ্রসরি লইলেন পূজিয়া যতনে ॥৩৫॥" ৺নবীনচন্দ্র দাস কৃত অনুবাদ।

সিদ্ধাশ্রমে, ঋষি বিশ্বামিত্রের সহিত রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া রাজা কুশধ্বজ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"ভগবন্, কৌ ত্বামনুগতাবেতৌ ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারিণৌ?
প্রতাপবিক্রমৌ ধর্মং পুরস্কৃত্যেদ্গতাবিব ॥"২২॥ প্রথম অঙ্কে
মহাবীর চরিত।

কে ইহারা, ভগবন্, সঙ্গে আপনার
দু'টী নব ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয় কুমার?
প্রতাপ, বিক্রম যেন—হেন মনে লয়—
অগ্রে ল'য়ে ধর্মদেবে হ'য়েছে উদয় ॥২২॥ লেখক কৃত অনুবাদ।

বিশ্বামিত্রের সহিত রাম লক্ষ্মণ উপস্থিত। কালিদাস বলিতেছেন, "অর্থ ও কামের সহিত যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম।" ভবভূতি বলিতেছেন, "প্রতাপ এবং বিক্রম যেন ধর্মকে অগ্রে করিয়া আসিয়া উদয় হইলেন।" উভয় কবিই বিশ্বামিত্রের সহিত ধর্মের উপমা দিয়াছেন; কালিদাস রাম লক্ষ্মণকে অর্থ এবং কামের সহিত এবং ভবভূতি তাঁহাদিগকে প্রতাপ এবং বিক্রমের সহিত উপমিত করিয়াছেন।

২। তাড়কাবধ।

মহাবীর চরিতে,—এই স্থানে, অর্থাৎ সিদ্ধাশ্রমে, কুশধ্বজ বিশ্বামিত্রের সহিত রাম লক্ষ্মণের পরিচয় এবং তাঁহাদের গুণাবলী সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সীতার সহিত রাবণের বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া রাবণ পুরোহিত "সর্বময়ে" নামক রাক্ষস আসিলেন। তিনি সদর্পে কুশধ্বজ এবং বিশ্বামিত্রের নিকট রাবণের বিবাহ প্রস্তাব জানাইলেন, বিশ্বামিত্র বলিলেন যে কন্যার পিতা জনকই ঐ প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারেন। এই সময়ে সিদ্ধাশ্রমে তাড়কার আগমন এবং তাহার দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের উপর উৎপাত আরম্ভ।

বিশ্বামিত্র (রামের চিবুকে হাত দিয়া সস্নেহে বলিলেন) "বৎস, হন্যতামিয়ম্।" রাম উত্তর দিলেন, "ভগবন্, স্ত্রী খল্বিয়ম্।" (ক)

উর্মিলা। সুদং অজ্জাএ? (শ্রুতমার্থয়া?)

সীতা। (সবিস্ময়ানুরাগম্) অণ্ণদোমুহো এব্ব সে চিত্তভেদো। (অন্যতোমুখ এবাস্য চিত্তভেদঃ।)

কুশধ্বজ। সাধু। সত্যমৈক্ষ্বাকো রামভদ্রঃ।

সর্বমায় রাক্ষস। (স্বগতম্) অয়ং স রামো দাশরথিঃ, য এষ

উত্তালতাড়কোৎপাতদর্শনেঽপ্যপ্রকম্পিতঃ।
নিযুক্তস্তৎপ্রমাথায় স্ত্রৈণেন বিচিকিৎসতি ॥৩৭॥

বিশ্বামিত্র। ত্বরস্ব বৎস, কিং ন পশ্যসি ব্রাহ্মণ জনস্য সংঘাতমৃত্যুমগ্রতঃ?

রাম। এবং ভগবন্তো জানন্তি।

সর্বদোষানভিষ্বঙ্গাদাম্নায়সমতাং গতাঃ।

(ক) বিশ্বামিত্র। বৎস, ইহাকে (তাড়কাকে) মারিয়া ফেল। রাম। ভগবন্, এ [illegible] নারী।

যুষ্মাকমভ্যুপগমাঃ প্রমাণং পুণ্যপাপয়োঃ ॥৩৮॥ (খ)

(ইতি নিষ্ক্রান্তঃ।)

"রঘুবংশ" কাব্যে এবং রামায়ণে এই তাড়কা-বধ ব্যাপার অযোধ্যা হইতে সিদ্ধাশ্রমের পথে আসিবার সময় ঘটিয়াছিল। "মহাবীর-চরিতের" রাম তাড়কা-বধের নিমিত্ত গুরু বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারেন নাই,—"স্ত্রী-বধ কেমন করিয়া করিব?" ইত্যাকার সংশয় তাঁহার মনে আসিয়াছিল; পরে গুরুর আজ্ঞা বেদের অনুশাসনের মত অলংঘ্য বুঝিয়া তাড়কাবধ করিয়াছিলেন। "রঘুবংশের রামের মনে কিন্তু এরূপ কোন বিচিকিৎসা হয় নাই; তিনি গুরুর আজ্ঞারও অপেক্ষা করেন নাই,—

"উদ্যতৈকভূজযষ্টিমায়তীং শ্রোণিলম্বিপুরুষাস্ত্রমেখলাম্।
তাং বিলোক্য বনিতাবধে ঘৃণাং পত্রিণাসহমুমেশ্চ রাঘবঃ ॥"১৭॥

একাদশ সর্গ।

(খ) উর্মিলা। (সীতাকে বলিতেছেন) দিদি, শুন্‌লে?

সীতা। বিস্ময় ও অনুরাগের সহিত উর্মিলাকে বলিতেছেন।) দেখিতেছন না, উহার মনের গতি অন্য প্রকার?

(অর্থাৎ তাড়কা নারী, এ জন্য তাঁহাকে উনি মারিতে চাহেন না?

কুশধ্বজ। সাধু। রামচন্দ্র ইক্ষ্বাকুবংশাতবংস সত্যই বটে।

(স্ত্রী হত্যা করিতে ইচ্ছুক নহেন।

সর্বমায় রাক্ষস। (স্বগত) এই সেই দশরথ পুত্র রাম? ইনি—

ভয়ঙ্করী তাড়কার উৎপাত দর্শনে,
অবিচল স্থিরমূর্ত্তি ভয় নাই মনে!
গুরু আজ্ঞা বধিবারে, তবুও অন্তরে
ইতস্তত করিছেন নারীবধ তরে! ৩৭। লেখককৃত অনুবাদ।

বিশ্বামিত্র। বৎস, শীঘ্র যাও, দেখিতেছনা,—সকল ব্রাহ্মণের এককালে যে মৃত্যু উপস্থিত হইল?

রাম। ভগবান্‌ই এ বিষয় জানেন,—

সর্বদোষ লেশশূন্য পবিত্র মহান্।
আপনার অনুমতি বেদের সমান।
পাপপুণ্য বিচারের পরম প্রমাণ ॥৩৮॥ লেখককৃত অনুবাদ।

(এই বলিয়া তাড়কাকে মারিতে গেলেন।)

"ভুজদণ্ড তুলি উর্দ্ধে আসে নিশাচরী,
কটিতে মেখলা রূপে নর অন্ত্র পরি,
হেরি নারী বধে ঘৃণা করি বিসর্জ্জন
ছাড়িলেন তীক্ষ্ণশর কৌশল্যা নন্দন ।১৭॥" ৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

কালিদাসের রাম তাড়কাকে উর্দ্ধভুজে আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়াই—তাঁহার প্রতি শর ত্যাগ করিলেন,—এবং শর ত্যাগের সহিত স্ত্রী-বধে ঘৃণাও পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ভবভূতির রাম এ সম্বন্ধে বাল্মীকির রামের অনুরূপ। বাল্মীকির রামও স্ত্রী-বধের নিমিত্ত সংশয়াপন্ন? হৃদয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন, অবশেষে গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন, যথা :—

বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন,—

"ন হি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্য্যা নরোত্তম।
চাতুর্বর্ণ্যহিতার্থং হি কর্ত্তব্যং রাজসূনুনা ॥১৭॥"

তারপর স্ত্রী-বধের নজীর দিলেন,—

"শ্রূয়তে হি পুরা শক্রো বিরোচনসুতাং নৃপ।
পৃথিবীং হন্তুমিচ্ছন্তীং মন্থরামভ্যসূদয়ৎ ॥ ২০ ॥
বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা।
অনিদ্রং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষূদিতা ॥২১॥
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভি রাজপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।
অধর্মসহিতানার্য্যো হতাঃ পুরুষসত্তমৈঃ।
তস্মাদেনাং ঘৃণাং ত্যক্ত্বা জহি মচ্ছাসনান্নৃপ ॥২২॥"
আদিকাণ্ড ২৫ সর্গ।

এই উপদেশের পর বাল্মীকির রাম অগত্যা তাড়কাবধ করিয়া ছিলেন।

৩। ধনুর্ভঙ্গ। (মহাবীর চরিতে)

সিদ্ধাশ্রমে রামচন্দ্রকে দেখিয়া জনকভ্রাতা কুজধ্বজের মনে হইল,—

"রামায় পুণ্যমহসে সদৃশায় সীতা
দত্তেব দাশরথিচন্দ্রমসেঽভবিষ্যৎ।
আরোপণেন পণমপ্রতিকার্যমার্য
স্ত্রৈয়ম্বকস্য ধনুষো যদি নাকরিষ্যৎ ॥২৭॥"
প্রথম অঙ্ক, মহাবীর-চরিত।

দশরথ সুতরাম সীতাযোগ্য বর,
পুণ্যতেজোময় যেন পূর্ণ শশধর।
করিতাম তাঁর করে সীতা সমর্পণ,
না রহিত যদি হায় ধনুর্ভঙ্গপণ ॥ লেখককৃত অনুবাদ।

ইহার পরে বিশ্বামিত্রের প্রভাবে জনকগৃহ হইতে শৈবধনু আপনি সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাম ঐ ধনুতে গুণযোজনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া কুশধ্বজ ভাবিতেছেন,

"শুশ্রূষারঃ কলভেন যদ্বদচলে বৎসেন দোর্দণ্ডক—
স্তস্মিন্নাহিত এব—
গর্জিত গুণং কৃষ্টং চ—
(সাদ্ভুতম্) ভগ্নং চ তৎ ।৩৭"
মহাবীর চরিত, প্রথম অঙ্ক।

ক্ষুদ্রতার শুণ্ড দিয়া করভ যেমন,
মহামহীধর শৃঙ্গ করে আকর্ষণ,
শ্রীরাম তেমনি তাঁর বাহুখানি দিয়া
সুবিশাল শিবধনু ধরিলেন গিয়া—
ওই যে দিলেন গুণ, উঠিল টঙ্কার!
টানিতে ভাঙ্গিয়া গেল! (কিবা চমৎকার!) লেখককৃত অনুবাদ।

(রঘুবংশে) রামচন্দ্র জনকপুরে উপস্থিত হইবার পরে বিশ্বামিত্র যখন জনককে রামের শিবধনুদর্শনের অভিলাষ সম্বন্ধে জানাইলেন,—তখন কবি বলিতেছেন, জনক ভাবিতেছেন,—

"তস্যবীক্ষ্য ললিতং বপুঃ শিশোঃ পার্থিবঃ প্রথিতবংশজন্মনঃ।
স্বং বিচিন্ত্য চ ধনুর্দুরানমং পীড়িতোদুহিতৃশুল্কসংস্থয়া ॥ ৩৮॥"
"অব্রবীচ্চ ভগবন্ মতঙ্গজৈর্যদ্বৃহদ্ভিরপি কর্ম দুষ্করম্।
তত্র নাহমনুমন্তুমুৎসহে মোক্ষবৃত্তি কলভস্য চেষ্টিতম্ ॥৩৯॥"
রঘুবংশ, একাদক সর্গ।

"রঘুবংশ অবতংস মোহন মূরতি
হেরিয়া কুমারে রাজা ভাবিলা অন্তরে,
'ভাঙ্গিতে কঠিন ধনু হবে না শকতি,
করেছি দারুণ পণ দুহিতার তরে!' ॥৩৮॥

নিবেদিলা মুনিবরে মিথিলার পতি,—
'যে কাজে বিফল যত্ন মন্ত্র করিগণ,
কেমনে করভ তাহা করিবে সাধন ?
অসম্ভব কার্য্যে মম নাহি অনুমতি ॥৩৯॥" ৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

তাড়কাবধের পর "মহাবীর চরিতে" বিশ্বামিত্রের রামচন্দ্রকে দিব্যাস্ত্র প্রদান, বিশ্বামিত্রের প্রভাবে জনক-গৃহ হইতে শিবধনুর রাম সমীপে উপস্থিতি, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ধনুর্ভঙ্গ, রাজা কুশধ্বজ কর্ত্তৃক রাম এবং লক্ষ্মণকে সীতা ও উর্ম্মিলার যথাক্রমে দান, বিশ্বামিত্রের দ্বারা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চারি ভ্রাতার সহিত যথাক্রমে সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ সম্বন্ধের প্রস্তাব উত্থাপন এবং কুশধ্বজের সানন্দ অনুমোদন, সুবাহু এবং মারীচ রাক্ষসের দ্বারা সিদ্ধাশ্রমে উৎপাত, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সুবাহু বধ এবং মারীচের পরাজয়—এই পর্য্যন্ত ঘটনার পর প্রথমাঙ্ক শেষ।*

মহাবীর চরিত,—দ্বিতীয়াঙ্ক ও তৃতীয়াঙ্ক।

মহাবীর চরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক—এবং তৃতীয়াঙ্কের প্রধান ঘটনা, পরশুরামের আগমন এবং রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয়। বাল্মীকি-রামায়ণ এবং রঘুবংশে লিখিত হইয়াছে যে রাজা দশরথ জনকপুরে [illegible]গণের শুভবিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া নব বিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূগণকে লইয়া মহানন্দে অযোধ্যা ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে উৎপাত ধূমকেতুর মত পথিমধ্যে অগ্নিমূর্ত্তি বিভীষণ [illegible] পরশুরামের আবির্ভাব; এবং তাঁহাকে দেখিয়া রাজা দশরথের ভয়ে মৃতকল্প; পরে রামচন্দ্রের নিকট পরশুরামের পরাজয়। রামায়ণ এবং রঘুবংশে পরশুরামকে

* প্রথমাঙ্ক মহাবীর চরিতের সহিত মিলাইয়া যতদূর দেখা গেল, তাহাতে অহল্যার উদ্ধার এবং তারকা-বধ এই দুইটী ঘটনা ভবভূতি বাল্মীকি-রামায়ণকে অনুসরণ করিয়া রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি হয়—এবং কবি কালিদাসের বর্ণিত বিষয়ের সহিত ভবভূতির বর্ণনার বিরোধও পরিলক্ষিত হয়। তবে মহাবীর চরিতের এই অঙ্কের দ্বাবিংশতি শ্লোকের লিখিত রাম-লক্ষ্মণ এবং বিশ্বামিত্রের একত্র বর্ণনার সহিত "রঘুবংশের" একাদশ সর্গের পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকের বর্ণনার ভাবের এবং মহাবীর চরিতের সপ্তবিংশতি ও ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকের লিখিত ভাবের সহিত "রঘুবংশের" একাদশ সর্গের অষ্টাত্রিংশৎ এবং উনচত্বারিংশৎ শ্লোকের বর্ণিত ভাবের কথঞ্চিৎ ঐক্য দেখা যায়। ক্রমশঃ আরও অনুসন্ধান দ্বারা এরূপ ঐক্য পাওয়া যায় কিনা দেখিতে হইবে, এবং "মহাবীর চরিতের" সমালোচনা শেষে তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশিত হইবে। "রঘুবংশ" কাব্যের অনুবাদ পরলোকগত কবি নবীনচন্দ্র দাসের গ্রন্থ হইতে লইয়াছি। ঐ অনুবাদ ঠিক মূলানুগত না হইলেও বেশ সরল এবং ভাব প্রকাশক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

নিখিল ক্ষত্রিয়জাতির পরম ভয়াবহ শত্রুরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার নিকট দেবরাজের সমবয়সখা ও সহায় ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট্ দশরথ প্রকৃতই নিরীহ অজ-নন্দনের মত ভয়ে বেপমান ও কান্দিশীক ভাবাপন্ন! কিন্তু বীররসে পরম রসিক কবি ভবভূতি ক্ষত্রিয়বীর দশরথ, জনক এবং বেদবিৎ ক্রিয়াপারগ ব্রাহ্মণ শতানন্দে ও ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মহাবীর চরিতের এই দুই অঙ্ক প্রকৃতই বীররসের অগ্নি উদ্গারকারী অতুলনীয় জ্বালামুখ উৎস বিশেষ; ইহা পাঠ করিতে করিতে সর্ব্বশরীর উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠে! স্থানাভাবে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারিব না, সুতরাং যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবেই তুলনা ও বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, রামায়ণের কথা। তথায় পরশুরামের আগমন এইরূপ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। সম্রাট্ দশরথ পুত্র এবং পুত্রবধূগণ সমভিব্যাহারে মিথিলা হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমন করিতেছেন, হঠাৎ পথে ঘোরতর দুর্লক্ষণ উপস্থিত হইল,—মৃগপক্ষিগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল, ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাত, ভূমিকম্প ও অন্যান্য নানাপ্রকার দৈব উৎপাত উপস্থিত হইল, ঐ উৎপাতে সকলেই যেন অজ্ঞান ও মোহাচ্ছন্ন হইলেন,—কেবলমাত্র সপুত্র রাজা দশরথ, বসিষ্ঠ এবং অন্যান্য ঋষিগণ জ্ঞান ছিলেন। এরূপ সময়ে সকলে—

"দদর্শ ভীমসঙ্কাশং জটামণ্ডলধারিণম্।
ভার্গবং জামদগ্নেয়ং রাজা রাজবিমর্দনম্ ॥১৭॥
কৈলাসমিব দুর্দ্ধর্ষং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্।
জ্বলন্তমিব তেজোভির্দুর্নিরীক্ষ্যং পৃথগ্‌জনৈঃ ॥১৮॥
স্কন্ধে চাপজ্য পরশুং ধনুর্বিদ্যুদ্‌গণোপমম্।
প্রগৃহ্য শরমুগ্রঞ্চ ত্রিপুরঘ্নং যথা শিবম্ ॥১৯॥
সঙ্গতামুনয়ঃ সর্বে সঞ্জজল্পুরথো মিথঃ।
ক্বচিৎ পিতৃবধামর্ষী ক্ষত্রং নোৎসাদয়িষ্যতি ॥২১॥
এবমুক্ত্বার্ঘ্যমাদায় ভার্গবং ভীমদর্শনম্।
ঋষয়ো রাম রামেতি মধুরং বাক্যমব্রুবন্ ॥২৩॥"

আদিকাণ্ড, ৭৪ তম সর্গ,

অনুবাদ। পরে রাজা দশরথ, কৈলাসের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ,

স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান, সামান্তজনের দুর্নিরীক্ষ্য, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জটামণ্ডলধারী ও ভয়ঙ্করাকার ভৃগুনন্দন জামদগ্ন্য পরশুরামকে স্কন্ধে পরশু এবং হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসদৃশ ধনু ও একটি ভীষণ শর ধারণ করিয়া ত্রিপুরান্তক শঙ্করের ন্যায় তদভিমুখে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। সমস্ত মুনিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনি পিতৃবধ জনিত কোপে কি সমুদয় ক্ষত্রিয় নিধন করিবেন?"—এইরূপ বলাবলি করিয়া ঋষিগণ অর্ঘ্য লইয়া ভীষণ দর্শন ভার্গবকে মিষ্ট কথায় "রাম, রাম,—এই আপনার অর্ঘ্য" বলিতে লাগিলেন ইত্যাদি।

পরশুরাম ঋষিদত্ত অর্ঘ্য লইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি রামের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এই কথা বলিলে, রাজা দশরথ ("বিষণ্ণবদনো দীনঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ"—) বিষণ্ণ বদন ও কাতর চিত্ত হইয়া যোড়হাতে তাঁহার নানাপ্রকার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন,—কত কাঁদিলেন,—বলিলেন,—

"মম সর্ব বিনাশায় সম্প্রাপ্তস্ত্বং মহামুনে।
ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্বে জীবামহে বয়ম্ ॥৯॥"*

"আপনি আজ আমার সর্বনাশ করিতে উপস্থিত হইলেন,—কারণ, রাম নিহত হইলে আমরা আর কেহই'ত বাঁচিব না,—" কিন্তু পরশুরাম বৃদ্ধ রাজার কথায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ না করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং রামের বীরত্ব ও সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে নিজ হস্তের বৈষ্ণব ধনুতে গুণসংযোজন করিবার নিমিত্ত বারংবার স্পর্দ্ধাসহকারে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দাশরথি রাম ভার্গব রামের এতাদৃশ আত্মপ্রশংসা এবং স্পর্দ্ধা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি যথাসম্ভব গৌরব এবং বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন,—

"শ্রুতবানস্মি যৎ কর্ম কৃতবানসি ভার্গব।
অনুরুধ্যামহে ব্রহ্মন্ পিতুরানৃণ্যমাস্থিতঃ ॥২॥
বীর্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্ ॥৩॥"*

* ৭৫ তম সর্গ। আদিকাণ্ড।
* ৭৬ তম সর্গ, আদিকাণ্ড।

"ভার্গব, তুমি তোমার পিতার বধরূপ ঋণশোধ করিবার জন্য যে কাজ করিয়াছ বলিতেছ, তাহা আমি শুনিয়াছি এবং সহ্যও করিয়াছি; কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি যে আমাকে ক্ষত্রধর্মে অশক্ত ও হীনবীর্য ভাবিয়া আমার তেজের অবমাননা করিতেছ, তাহা আমার অসহ্য;—এক্ষণে তুমি আমার পরাক্রম দেখ।" এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভার্গব রামের সেই ধনু অবলীলাক্রমে লইয়া তাহাতে গুণসংযোজন এবং শরসংস্থান করিয়া পরশুরামকে বলিলেন, "এখন দেখিতেছ আমার এই অমোঘ শর,—বল আমি ইহার দ্বারা তোমার তপোবলার্জিত স্বর্গাদি লোক রুদ্ধ করি, না তোমার চলচ্ছক্তির লোপ করি?" হতদর্প পরশুরাম নিতান্ত লজ্জিত হইয়া রামকে বলিলেন, "তুমি যে সেই পরম পুরুষ ভগবান্, তাহা আমি চিনিয়াছি। আমি যে তোমার দ্বারা পরাজিত হইলাম, ইহাতে আমার লজ্জা নাই। আমি ভোগসুখাভিলাষী নহি, স্বর্গাদি লোকে আমার প্রয়োজন নাই,—তুমি তোমার ঐ অমোঘ শরের দ্বারা আমার স্বর্গপথ রুদ্ধ কর, কিন্তু আমার গতি শক্তির লোপ করিও না।" এই বলিয়া নিস্তেজ ও নির্বীর্য পরশুরাম নিজ আবাস স্থান মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিলেন। দশরথ এতক্ষণ যেন অজ্ঞানের মত বিমূঢ় অবস্থায় ছিলেন, রামের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি,—

"গতো রাম ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতো নৃপঃ।
পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মান মেবচ ॥ ৫॥"*

হৃষ্ট ও আনন্দে অধীর হইয়া যেন আপনাকে এবং পুত্রকে পুনর্জাত বোধ করিলেন—("আঃ! বাঁচলুম বাবা!—" বলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িলেন)। এই ঘটনার পর সকলে নির্বিঘ্নে অযোধ্যাগমন করিলেন।

রামায়ণে যেরূপ, কবি কালিদাসের "রঘুবংশে"ও প্রায় তদ্রূপ! সেই পরশুরামের ভীষণতা, উগ্রতা, স্পর্দ্ধা এবং রাজা দশরথের ভয়ে মূঢ়তা! তিনি পুত্র স্নেহে এবং পরশুরামের ভয়ে এত বিহ্বল যে তাঁহার রসনা যেন কথা বলিতে পারিতেছে না! কবির নিজ উক্তি উদ্ধৃত করাই শ্রেয়ঃ, যথা,—

"তস্য জাতু মরুতঃ প্রতীপগা বর্ত্মসু ধ্বজ তরু প্রমাথিনঃ।
চিক্লিশুর্ভূশতয়া বরুথিনীমুত্তটা ইব নদীরয়াঃ স্থলীম্ ॥৫৮॥
লক্ষ্যতে স্ম তদনন্তরং রবির্বর্দ্ধভীমপরিবেশমণ্ডলঃ।
বৈনতেয়শমিতস্যভোগিনোভোগ-বেষ্টিত ইব চ্যুতোমণিঃ ৫৯॥

* ৭৭ তম সর্গ, আদিকাণ্ড।

স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান, সামান্যজনের দুর্নিরীক্ষ্য, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জটামণ্ডলধারী ও ভয়ঙ্করাকার ভৃগুনন্দন জামদগ্ন্য পরশুরামকে স্কন্ধে পরশু এবং হস্তে বিদ্যুৎপুঞ্জসদৃশ ধনু ও একটি ভীষণ শর ধারণ করিয়া ত্রিপুরান্তক শঙ্করের ন্যায় তদভিমুখে আগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। সমস্ত মুনিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনি পিতৃবধ জনিত কোপে কি সমুদয় ক্ষত্রিয় নিধন করিবেন?"—এইরূপ বলাবলি করিয়া ঋষিগণ অর্ঘ্য লইয়া ভীষণ দর্শন ভার্গবকে মিষ্ট কথায় "রাম, রাম,—এই আপনার অর্ঘ্য" বলিতে লাগিলেন ইত্যাদি।

পরশুরাম ঋষিদত্ত অর্ঘ্য লইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্রোধের শান্তি হইল না। তিনি রামের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এই কথা বলিলে, রাজা দশরথ ("বিষণ্ণবদনো দীনঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ"—) বিষণ্ণ বদন ও কাতর-চিত্ত হইয়া যোড়হাতে তাঁহার নানাপ্রকার স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন,—কত কাঁদিলেন,—বলিলেন,—

"মম সর্ব বিনাশায় সম্প্রাপ্তস্ত্বং মহামুনে।
ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্বে জীবামহে বয়ম্ ॥৯॥"*

"আপনি আজ আমার সর্বনাশ করিতে উপস্থিত হইলেন,—কারণ, রাম নিহত হইলে আমরা আর কেহই'ত বাঁচিব না,—" কিন্তু পরশুরাম বৃদ্ধ রাজার কথায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ না করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং রামের বীরত্ব ও সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে নিজ হস্তের বৈষ্ণব ধনুতে গুণসংযোজন করিবার নিমিত্ত বারংবার স্পর্দ্ধাসহকারে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দাশরথি রাম ভার্গব রামের এতাদৃশ আত্মপ্রশংসা এবং স্পর্দ্ধা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি যথাসম্ভব গৌরব এবং বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন,—

"শ্রুতবানস্মি যৎ কর্ম কৃতবানসি ভার্গব।
অনুরুধ্যামহে ব্রহ্মন্ পিতুরানৃণ্যমাস্থিতঃ ॥২॥
বীর্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্মেণ ভার্গব।
অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্ ॥৩॥"*

* ৭৫ তম সর্গ। আদিকাণ্ড।
* ৭৬ তম সর্গ, আদিকাণ্ড।

"ভার্গব, তুমি তোমার পিতার বধরূপ ঋণশোধ করিবার জন্য যে কাজ করিয়াছ বলিতেছ, তাহা আমি শুনিয়াছি এবং সহ্যও করিয়াছি; কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি যে আমাকে ক্ষত্রধর্মে অশক্ত ও হীনবীর্য ভাবিয়া আমার তেজের অবমাননা করিতেছ, তাহা আমার অসহ্য;—এক্ষণে তুমি আমার পরাক্রম দেখ।" এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভার্গব রামের সেই ধনু অবলীলাক্রমে লইয়া তাহাতে গুণসংযোজন এবং শরসংস্থান করিয়া পরশুরামকে বলিলেন, "এখন দেখিতেছ আমার এই অমোঘ শর,—বল আমি ইহার দ্বারা তোমার তপোবলার্জিত স্বর্গাদি লোক রুদ্ধ করি, না তোমার চলচ্ছক্তির লোপ করি?" হতদর্প পরশুরাম নিতান্ত লজ্জিত হইয়া রামকে বলিলেন, "তুমি যে সেই পরম পুরুষ ভগবান্, তাহা আমি চিনিয়াছি। আমি যে তোমার দ্বারা পরাজিত হইলাম, ইহাতে আমার লজ্জা নাই। আমি ভোগসুখাভিলাষী নহি, স্বর্গাদি লোকে আমার প্রয়োজন নাই,—তুমি তোমার ঐ অমোঘ শরের দ্বারা আমার স্বর্গপথ রুদ্ধ কর, কিন্তু আমার গতি শক্তির লোপ করিও না।" এই বলিয়া নিস্তেজ ও নির্বীর্য পরশুরাম নিজ আবাস স্থান মহেন্দ্রপর্বতে গমন করিলেন। দশরথ এতক্ষণ যেন অজ্ঞানের মত বিমূঢ় অবস্থায় ছিলেন, রামের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি,—

"গতো রাম ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতো নৃপঃ।
পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মান মেবচ ॥ ৫ ॥"*

হৃষ্ট ও আনন্দে অধীর হইয়া যেন আপনাকে এবং পুত্রকে পুনর্জাত বোধ করিলেন—("আঃ! বাঁচুলুম বাবা!—" বলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িলেন)। এই ঘটনার পর সকলে নির্বিঘ্নে অযোধ্যাগমন করিলেন।

রামায়ণে যেরূপ, কবি কালিদাসের "রঘুবংশে"ও প্রায় তদ্রূপ! সেই পরশুরামের ভীষণতা, উগ্রতা, স্পর্দ্ধা এবং রাজা দশরথের ভয়ে মূঢ়তা! তিনি পুত্র স্নেহে এবং পরশুরামের ভয়ে এত বিহ্বল যে তাঁহার রসনা যেন কথা বলিতে পারিতেছে না! কবির নিজ উক্তি উদ্ধৃত করাই শ্রেয়ঃ, যথা,—

"তস্য জাতু মরুতঃ প্রতীপগা বর্ত্মসু ধ্বজ তরু প্রমাথিনঃ।
চিক্ষিপুর্ভৃশতয়া বরুথিনীমুত্তটা ইব নদীরয়াঃ স্থলীম্ ॥৫৮॥
লক্ষ্যতে স্ম তদনন্তরং রবির্বর্দ্ধভীমপরিবেশমণ্ডলঃ।
বৈনতেয়শমিতস্যভোগিনোভোগ-বেষ্টিত ইব চ্যুতোমণিঃ ৫৯॥

* ৭৭ তম সর্গ, আদিকাণ্ড।

* * * *

পিত্র্যমংশমুপবীতলক্ষণং মাতৃকং চ ধনুরূর্জিতং দধৎ।
যঃ সসোম ইব ধর্মদীধিতিঃ সদ্বিজিহ্ব ইব চন্দনদ্রুমঃ ॥৬৪॥
যেন রোষপরুষাত্মনঃ পিতুঃ শাসনে স্থিতিভিদোঽপি তস্থুষা।
বেপমানজননীশিরশ্ছিদা প্রাগজীয়ত ঘৃণা ততো মহী ॥৬৫॥
অক্ষবীজ বলয়েন নির্বভৌ দক্ষিণ শ্রবণসংস্থিতেন যঃ।
ক্ষত্রিয়ান্তকরণৈকবিংশতের্ব্যাজপূর্বগণনামিবোদ্বহন্ ॥৬৬॥
তং পিতুর্বধভবেন মন্যুনা রাজবংশনিধনায় দীক্ষিতম্।
বালসূনুরবলোক্য ভার্গবং স্বাং দশাং চ বিষসাদ
পার্থিবঃ ॥৬৭॥

নাম রাম ইতি তুল্য মাত্মজে বর্তমানমহিতে চ দারুণে।
হৃদ্যমস্য ভয়দায়ি চাভবদ্রত্নজাতমিব হারসর্পয়োঃ ॥৬৮॥
অর্ঘ্যমর্ঘ্যমিতি বাদিনং নৃপং সোঽনবেক্ষ্য ভরতাগ্রজ যতঃ।
ক্ষত্রকোপদহনার্চিষং ততঃ সংদধে দৃশমুদগ্রতারকাম্ ॥৬৯॥"

একাদশ সর্গ।

সহসা বহিল পথে বায়ু প্রতিকূল,
ধ্বজদণ্ড তরুরাজি উপাড়িয়া বলে ;
মহাঝড়ে সেনাদল হইল আকুল
প্লাবনে যেমতি ভূমি নদীস্রোতো জলে ॥৫৮॥

দেখা দিলা দিনমণি আকাশে তখনি,
ভীষণ পরিধি মাঝে রোধিত কিরণে,
বিনতানন্দন হৃত ফণীন্দ্রের মণি
শোভে যথা সে ফণীর শরীর বেষ্টনে ॥৫৯॥

* * *

পিতৃ অংশে উপবীত শোভে তার গলে,
মাতৃ অংশ তেজোরূপী করে শরাসন,
শশীসহ যেন রবি উদয় অচলে
অথবা চন্দন তরু ভুজঙ্গে ভীষণ ॥৬৪

রোষেতে কঠোর প্রাণ পিতার বচনে।
কম্পমানা জননীর মস্তক ছেদনে
জিনিলা দয়ারে যিনি, সেই ভৃগুমণি
ক্ষত্রকুল নাশি, পরে, জিনিলা ধরণী ॥৬৫॥
একবিংশ অক্ষমালা দক্ষিণ শ্রবণে
বহেন পরশুরাম, হেন লয় মনে,
রাজবংশ ধ্বংস করি একবিংশ বার।
সে সংখ্যাসূচন ছলে ধরিলা সে হার ॥৬৬॥
পিতৃবধ প্রতিশোধ লইতে যে জন
ক্ষত্রবধে সুদীক্ষিত, সেই ভৃগুবর—
হেরি তাঁরে দশরথ বিষণ্ণ অন্তরে—
নিজে বৃদ্ধ, সঙ্গে তাঁর বালপুত্রগণ ॥৬৭॥
যে মধুর রাম নাম ধরেন রাঘব,
কণ্ঠমণি প্রায় তাহা ভাবেন নৃপতি,
ধরেন যে রাম নাম দারুণ ভার্গব,
ফণিমণি প্রায় তাহা ভয়ঙ্কর অতি ॥৬৮॥
"দেহ অর্ঘ্য" বলি উচ্চে কহিলা নৃপতি,—
লক্ষ্য না করিয়া তাঁরে ভৃগুর সন্ততি—
কুমার রামের পানে ক্ষেপিলা নয়ন,—
রোষানলে দীপ্ত তারা জ্বলন্ত ভীষণ ! ॥৬৯॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

নৃপতি দশরথ "দেহ অর্ঘ্য" উচ্চৈস্বরে বলিতে পারেন নাই,—এই অনুবাদ ঠিক হয় নাই। তিনি ভয় বিহ্বল চিত্তে স্খলিত-কম্পিত কণ্ঠে—অসংলগ্ন ভাবে কেবল মাত্র "অর্ঘ্য, অর্ঘ্য" এই দুইটী কথা কোনও ক্রমে বলিতে পারিয়াছিলেন। গর্বোদ্দীপ্ত রোষান্ধ পরশুরামের কর্ণে সেই ভীতিবিহ্বল শব্দ ভাল করিয়া প্রবেশই করে নাই,—তিনি রাজাকে মূঢ়প্রায় দেখিয়া গ্রাহ্যই করিলেন না,—একেবারে রামের নিকট গিয়া তাঁহাকে বীর্যপরীক্ষা ক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন। কবি কালিদাস দশরথের ভয়ের মাত্রা রামায়ণ অপেক্ষাও অধিকতর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার দশরথ তাই একটাও কথা কি একটু কাঁদাকাটিও করিতে পারেন নাই!

পরের ঘটনা অর্থাৎ পরশুরামের দর্পচূর্ণ হওয়ার আখ্যান রামায়ণে ও রঘুবংশে একটু প্রকার। রাম পরশুরামকে পরাস্ত করিয়াছেন এবং সেই ভয়ঙ্কর শত্রু চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া, দশরথের সম্বন্ধে কবি কালিদাস বলিতেছেন,—

"তস্মিন্‌গতে বিজয়িনং পরিরভ্য রামং
স্নেহাদমন্যত পিতা পুনরেব জাতম্ ।
তস্যাভবৎ ক্ষণশুচঃ পরিতোষ লাভঃ
কক্ষাগ্নিলংঘিততরোরিব বৃষ্টিপাতঃ ॥৯২॥"

একাদশ সর্গ।

"বিজয়ী রাঘবে এবে স্নেহেতে রাজন্
আলিঙ্গিলা, গণি যেন পুনর্জন্ম তাঁর ;
ক্ষণদুঃখ পরে হ'ল সুখের সঞ্চার,
দাবদগ্ধ বৃক্ষে যেন বারি বরিষণ ॥৯২॥

৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

ইহা সেই বাল্মীকির—

"পুনর্জাতং তদামেদে পুত্রমাত্মানমেব চ" র ঠিক প্রতিধ্বনি মাত্র।

পরশুরামের সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের পিতা সেকালের ভারত সম্রাট, দেবরাজ পুরন্দরের সমর সহায়, দোর্দণ্ডপ্রতাপ দশরথের চিত্র রামায়ণ এবং রঘুবংশে নিতান্ত হীনভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ভবভূতির অঙ্কিত চিত্রে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ দেখিতে পাইব। ভবভূতি আদিরসাশ্রিত করুণ রসের অবতারণায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া সাধারণ্যে যেরূপ সুপরিচিত, বিশুদ্ধ আদিরস অথবা বীররসের চিত্রাঙ্কণে তাঁহার সেরূপ সুখ্যাতি নাই ; ইহার কারণ এই যে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ হইতে সাধারণ পাঠক পর্য্যন্ত সকলেই তৎকৃত "উত্তর-রাম-চরিত" নাটকের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত "মহাবীর চরিত" অথবা "মালতী মাধবের" সহিত তাঁহাদের তদ্রূপ প্রগাঢ় পরিচয় নাই। "মহাবীরচরিতের" ক্ষত্রিয় বীরগণের চিত্র নাই। এইবার আমরা পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত হইতেছি।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

উপনয়ন ঃ—

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। চট্টগ্রাম, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মোক্তার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে উমেশবাবু স্বয়ং এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর, কবিরাজ শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার দত্ত, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রলাল দত্ত, সতীশচন্দ্র, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ইহাঁরা যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে উমেশবাবুর গুরুপুরোহিত এবং ২০।২৫ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। বর্দ্ধমান পাইকপাড়ার অন্যতম জমিদার দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র ও সুধীরকুমার মিত্র যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫। পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার উদ্যোগে আটীর বঙ্গজ সুবিখ্যাত রক্ষিত বংশের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র কিশোর রায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তঅন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। বর্দ্ধমান পাইকপাড়ার দক্ষিণ-রাঢ়ী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মিত্র যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। চট্টগ্রাম। গৈড়ালার শ্রীযুক্ত গঙ্গাদাস বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত লালমোহন বিশ্বাস, বিনয়ভূষণ বিশ্বাস, কামাখ্যাচরণ বিশ্বাস, অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস এবং অবনীভূষণ বিশ্বাস ইঁহারা যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই কেন্দ্রের উদ্যোক্তা কায়স্থ-সভার পরম হিতৈষী সভ্য, কায়স্থবিষয়ক বিবিধ

পুস্তক রচয়িতা শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস বর্ম্ম মহাশয়কে তাঁহার এই কার্য্যে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবাহ :—

নিম্নলিখিত বিবাহে দাবীদাওয়ার কথা শুনা যায়।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। কলিকাতা ঠনঠনের শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ বসু মহাশয়ের প্রথমাকন্যা শ্রীমতী রেণুবালার মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথদেবের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ দেবের সহিত শুভ-পরিণয়ে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। গ্রেষ্ট্রীট্ নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার বাহাদুরের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র হালদারের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নিরুপমার কুমারখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের মধ্যমপুত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথের সহিত শুভ-পরিণয়ে।

নিম্নলিখিত বিবাহে দাবীদাওয়ার কথা শুনা যায় নাই :—

২০ শে বৈশাখ, ১৩২৫। কলিকাতা। শ্যামপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যার বরানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুশীলচন্দ্র, বি-এস্-সির, সহিত সুসম্পন্ন হয়। এই বিবাহে রামদাস বাবু যে প্রকার উদারতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সমাজের পক্ষে আদর্শ। তিনি দরিদ্র কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে শুধু কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই তাহা নহে অনেক প্রলোভন ছাড়িয়া এইখানে বিবাহ দেন কোনরূপ রংতামাসাদিরও অনুষ্ঠান করেন নাই। আমরা এরূপ সহৃদয় সমাজ হিতৈষী মহাত্মাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

২৮শে বৈশাখ, ১৩২৫। হুগলী জেলার অন্তর্গত আগুনসী নিবাসী হাইকোর্টের খ্যাতনামা ভূতপূর্ব্ব জজ ৺দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্রবর্ম্ম মহাশয়ের সহিত হাওড়া চাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী তিলোত্তমা দেবীর শুভ বিবাহে কন্যার পিতা, বরের মাতার নিকট স্বীয় অসমর্থতা জানাইলে, বরের জননী এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া নিজ ব্যয়ে এই বিবাহ সুসম্পন্ন করেন। বংশের গুণ বরের মাতা দেখাইয়াছেন বটে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। মুর্শিদাবাদ-হিলোড়া নিবাসী উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত ত্রিবেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মহিময় মিত্র, বি-এলের, সহিত শুভ-পরিণয়ে। রায় বাহাদুর আলো প্রভৃতি কোন প্রকার বাহুল্য ব্যয় না করিয়া সমাজে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। কোচবিহার। বিক্রমপুর হাসড়া নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরীর কোচবিহার কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন ধর, এম্-এর, সহিত শুভ-পরিণয়ে।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। রংপুর-ধরণীবাড়ী নিবাসী বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুন্সীর সহিত রাজসাহী মাঝগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ রায়ের কন্যার শুভ-পরিণয়ে।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। বাগবাজার-লক্ষ্মীনিবাসের শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুমোহনের সহিত হুগলী-দশঘরার মুখ্যকুলীন শ্রীযুক্ত কানাইলাল বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যা সুষমপ্রভার শুভ-পরিণয়ে।

ভ্রম সংশোধন।

গত জ্যৈষ্ঠমাসের কায়স্থ-পত্রিকায় (১২৫ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে যে "বসুজিদ্-বাড়ী ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ গুহ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুধীর চরণের শুভ-বিবাহ দাবী দাওয়ার কথা শুনা যায়।" বাস্তবিক এ সংবাদ ঠিক নহে। এই বিবাহে কোন প্রকার দেনা পাওনার কথা হয় নাই। কন্যাকর্ত্তা স্বেচ্ছায় যাহা দিয়াছেন, বরকর্ত্তা তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এ ছাড়া বিবাহের আনুসঙ্গিক তত্ত্বাদিতেও যথেষ্ট ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছিল।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সপ্তদশ বার্ষিক কর্ম্মচারীবর্গ ঃ—

সভাপতি ঃ—

(বা) কুমার রাধিকাভূষণ রায়, ১৫৪ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

সহঃ সভাপতি ঃ—

(উ) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিংহ, রাইপুর (বীরভূম)।

(ব) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, ৩২ নং কাঁশারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

(বা) „ ভবানীনাথ রায় বর্ম্মা, চিংলিয়া, মীরপুর (নদীয়া)।

(দ) কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩৪ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোষাধ্যক্ষ ঃ—

(ব)রায়শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কুঠিঘাটা, বরাহনগর (২৪ পরগণা)।

আয় ব্যয় পরীক্ষক ঃ—

(দ) রায় নৃত্যগোপাল বসু বাহাদুর, ৪২ নং বিডন্ রো, কলিকাতা।

(দ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্রঘোষ, ১০৩ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক ঃ—

(দ) রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, ৯ নং বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা।

(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, ৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সহঃ সম্পাদক ঃ—

(বা) লেফটন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি-এ, টেপাবাদ, রংপুর।

(ব) „ নীতীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ২৫ নং হরিশমুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

(উ) „ সজনীকান্ত সিংহ, বি-এল্, ১৭৮এ, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(দ) „ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ৪৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"পত্রিকা সম্পাদক সমিতি" ঃ—

(দ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ১৮২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(বা) „ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বরানগর ২ পরগণা।

(উ) রায় রসময় মিত্র বাহাদুর, ১২ নং চোরবাগান লেন, কলিকাতা।

(দ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন, ১৩৯কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদকদ্বয়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ ঃ—

(উত্তররাঢ়ী)

শ্রীযুক্ত গঙ্গা প্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, মতিহারী।
মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, কে-সি-আই-ই, দিনাজপুর।
„ চারুচন্দ্র সিংহ, ৮।২ নং শাখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
„ জগদীশ্বর সিংহ, বাগডাঙ্গা, কান্দী পোঃ (মুর্শিদাবাদ)।
„ তারকানাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর।
„ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্, বাঁকিপুর।
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বি-এল্, উকিল, গয়া।
মাননীয় রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা বাহাদুর, এম্-এ, বি-এল্, বাকিপুর।
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা, পোপাড়া, মুর্শিদাবাদ।
„ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র মাহাতা, (বর্দ্ধমান)।
„ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি-এল্, ১ নং করিচার্চ লেন, কলিকাতা।
„ বিপিনবিহারী ঘোষ, বি-এল্, উকিল, মালদহ।
কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, এম্-এ, দিনাজপুর।
কুমার সতীশকণ্ঠ রায় বর্ম্মা, চাঁচড়া, যশোহর।
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষমৌলিক, বি-এ, ৫৮ নং লোয়ার সার্কুলাররোড,

(দক্ষিণরাঢ়ী)— (২৪ পরগণা)।

কুমার শ্রীযুক্ত অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, ৮নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ উমেশচন্দ্র দত্ত, ফিরিঙ্গি বাজার রোড, চট্টগ্রাম।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত, ১ নং লক্ষ্মী দত্তের লেন, কলিকাতা।
মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে, সি-এস্, সি-আই-ই, বর্ম্মা, কমিশানর, চট্টগ্রাম।
„ কেদারনাথ মিত্র, ৩২ নং জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, ১৮ নং রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা।
„ চারুচন্দ্র বসু, বি-এল্, কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)।
„ দয়ালচন্দ্র বসু, ৫০ নং মির্জাপুরষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, ৯৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, ৩নং কাসুন্দিয়ারোড, হাওড়া।
„ নিবারণচন্দ্র দত্ত, ৬১নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ প্রসন্নকুমার রায় বর্ম্মা, বি-এ, কাঠালা দশাদি, (খুলনা)।
মাননীয়শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, বি-এল্, ৩৪।১ এলগিন্ রোড, ভবানীপুর।
„ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা, ৪ নং আমহষ্টরো, কলিকাতা।
„ বিজয়চন্দ্র সিংহ, ১৪৬ নং বারাণসীঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, সাং নেবুবাগান, কলিকাতা।
মাননীয়শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায়, ১নং আউটরামষ্ট্রীট, কলিকাতা।
„ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, এম্-এ, ৪ নং গোকুল মিত্রের লেন, কলিকাতা।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যালেন, কলিকাতা।

" রাজচন্দ্র দত্ত, নাজির, ব্যাণ্ডেল্ রোড, চট্টগ্রাম।
" রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ, চৌধুরী, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
" রঞ্জনলাল সেন, বি-এল্, ফিরিঙ্গিবাজার লেন্, চট্টগ্রাম।
" ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

(বঙ্গজ)

শ্রীযুক্ত অবনীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, কাশিমপুর, ঢাকা।
" কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ধাপ, রংপুর।
" কেদারনাথ দেব বর্ম্মা, ৬ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
" জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব, ৭৭ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
" চন্দ্রকুমার ঘোষ রায়, বরিশাল।
" জগচ্চন্দ্রপাল বর্ম্মা, বি-এ, ৭৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
" দুর্গাদাস রায়, বি-এল্, ময়মনসিংহ।
" মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, ভেলানগর, ভোলাঙ্গে, ত্রিপুরা।
" মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা রায়, ৭৬-২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
কবিরাজ " মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ভাবসাগর, ৭৮ নং রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
" শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, ১৮ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
" শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা, অবসর প্রাপ্ত সবজজ, ঢাকা।
মাননীয় রায় শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুর, ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ, এম্-এ, উকিল, ময়মনসিংহ।
" ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, উকিল, চট্টগ্রাম।

(বারেন্দ্র)

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার, কসুম্বা, রাজসাহী।
" গিরিশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, জমীদার, হরিপুর, রংপুর।
" ত্রৈলোক্যমোহন নন্দী, নাটোর, রাজসাহী।
" প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এল্, উকীল, বগুড়া।
রাজা " মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী, এম্-বি-ই, কাকিনা, রংপুর।
" বৃন্দাবনচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা, পয়দা পাবনা।
রায় " বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
" মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী, জমীদার, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।
" মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা, উকীল, দিনাজপুর।
" যাদবানন্দ রায় বর্ম্মা, বি-এ ঘুঘুডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।
" যোগেন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, জমীদার, মাদলা, বগুড়া।
" রাধাবল্লভ রায়, বি-এল্, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
কবিরাজ " রাধাকান্ত কবিরত্ন বর্ম্মা, সাং জয়পুর, বগুড়া।
শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় বর্ম্মা, পাবনা।
" হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম্-এ, ইন্‌স্পেক্টর্ অফ্ স্কুল, চুঁচুড়া।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

১৬শ বার্ষিক দশমাধিবেশন, ১০ই চৈত্র রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥ টায়।

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(উ) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (সভাপতির আসনে)।
(দ) " বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) " কবিরাজ রাধাকান্ত সরকার বর্ম্মা।
(ব) " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মশাস্ত্রী।
(দ) " নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী।
(ব) " জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা।
(দ) " রায় বিনোদ বিহারী বসু।
(ব) " কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মভাবসাগর।
(দ) " নিবারণচন্দ্র দত্ত।
(দ) " দয়ালচন্দ্র বসু।
(ব) " মহেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মরায়।
(ব) " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
(দ) " শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা। } সম্পাদক।
(ব) " নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা। }
(দ) " সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)।

বর্ত্তমান বর্ষের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনিবার্য্যকারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। এবং সভাপতি বা সহঃ সভাপতিগণের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হওয়ায় রায় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত গঙ্গা-প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণ পাঠ এবং ফাল্গুনমাসের সম্পূর্ণ ও চৈত্রমাসের সাপ্তাহিক সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার অন্যতম সভ্য জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত খেপুত নিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সদস্যবর্গ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সভার সমবেদনা তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে লিখা স্থির হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

(দ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, ১০৩ মসজিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
(দ) ,, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ, বি-এল্, ৩২নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
(দ) ,, রায় নৃত্যগোপাল বসু বাহাদুর, অবসর প্রাপ্ত এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্ জেনারেল, ৪২নং বিডন রো, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু।

(উ) ,, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম্-এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ, কলিকাতা।
(উ) ,, জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, এম্-এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ কলিকাতা।
(উ) ,, পশুপতিনাথ ঘোষ, বি-এ, এ্যাঃ সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার, ছাপ্‌রা (বিহার)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা।

(দ) ,, শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত, বি-এ,সলিসিটর্, ১১নং ঘোষ লেন, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা।

তৃতীয় প্রস্তাব। বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যবিবরণ ও সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান ষোড়শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও সংক্ষিপ্ত হিসাব উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে এক এক খণ্ড প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহা পাঠ করিলে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে এবং রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের অনুমোদনে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। নিয়মাবলী সংশোধন। আগামী বার্ষিক অধিবেশনে নিয়মাবলীর কতিপয় স্থল সংশোধনার্থ রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পালবর্ম্মা এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর নিয়মাবলীর ঐ সকলাংশ আগামী বার্ষিক অধিবেশনে উত্থাপনার্থ গৃহীত হইল। এই সমস্ত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) প্রচারকের বেতনের দরখাস্ত সম্বন্ধে। প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসে পীড়িত হইয়া সভার কার্য্য করিতে না পারায় স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত অন্যত্র গমন করেন। সেই সময়ের বেতন মাঘ ও ফাল্গুনমাসের অধিবেশনে দেওয়া রহিত হয়। অদ্য তাঁহার দরখাস্তানুসারে পুনরায় গত দুই মাসের অর্দ্ধেক বেতন দেওয়া মঞ্জুর হয়।

স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীবিশ্বম্ভর রায়।
সভাপতি।
২৯শে বৈশাখ, ১৩২৫।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

সপ্তদশ বার্ষিক প্রথমাধিবেশন, ২৯শে বৈশাখ, ১৩২৫, রবিবার,
অপরাহ্ণ ৫৷৷ টার সময়।
৮৭নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর (সভাপতির আসনে)
(ব) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহবর্ম্মরায়।
(দ) ,, বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
(ব) ,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।
(দ) ,, রায় বিনোদবিহারী বসু কুলরঞ্জন।
(দ) ,, কিরণচন্দ্র দত্ত।
(দ) ,, কেদারনাথ মিত্র।
(দ) ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
(দ) ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
(দ) ,, নিবারণচন্দ্র দত্ত।
(দ) ,, দয়ালচন্দ্র বসু।
(ব) ,, কেদারনাথ দেববর্ম্মা।
(দ) ,, ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা।
(ব) ,, নীতিশচন্দ্র ঘোষ, সহঃসম্পাদক।
(উ) ,, সজনীকান্ত সিংহ, ঐ
(দ) ,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। } সম্পাদক।
(দ) ,, শরৎকুমার মিত্র। }
(ব) ,, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্ম শাস্ত্রী, (কর্ম্মাধ্যক্ষ)।
(দ) ,, সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা (প্রচারক)
(দ) ,, হীরালাল মিত্রবর্ম্মা। } সাধারণ সভ্য।
(দ) ,, তারকনাথ দেববর্ম্মা। }
(দ) ,, আশুতোষ বিশ্বাস (উপস্থিত মাত্র)।

বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায়, সহঃ সম্পাদক সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা,

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, দিনাজপুরের উকিল শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মচৌধুরী, বাগেরহাটের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বর্ম্মা, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত রঞ্জনলাল সেন, বি-এল্, অনিবার্য্য কারণ ও দূরত্ব নিবন্ধন অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুপস্থিতে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় বিনোদ বিহারী বসু মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে গত চৈত্রমাসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে সর্ব্বসম্মতি উহা গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের সাময়িক উচ্চ সম্মানে আনন্দ প্রকাশ। কায়স্থ-সভার বর্ত্তমানবর্ষের বারেন্দ্র সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনী মোহন রায়চৌধুরী, বি-এ, মহাশয় ভারত-রক্ষী সৈন্যদলে Hon. 2nd Lieutenant হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। সভার এই আনন্দ বার্ত্তা তাঁহাকে জানান হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য মনোনীত হন :—

(দ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসুবর্ম্মা, ডাক্তার, আট্টারীখাট, দরং, (আসাম)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা (কর্ম্মাধ্যক্ষ)।

(দ) ,, হরিলাল শীল, ৩৬নং সবিৎগঞ্জ, এটোয়া, (ইউ, পিঃ)।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা (পত্রযোগে)।

তৃতীয় প্রস্তাব। গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। ঐ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল :—

(ক) বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত ষষ্ঠ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য (বিবাহ ব্যয় হ্রাস সম্বন্ধে) নানাস্থানে কেন্দ্র সভা গঠনের আয়োজন হউক। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে অনুরোধ করা হউক যে, তাঁহারা প্রত্যেকে অযথা বরপণ আদায়কারীগণের সংবাদ কায়স্থ-সভায় পাঠাইবার জন্য মনোযোগী হউন। এবং বরকর্ত্তাগণের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় দ্বারা যাহাতে সমাজে এই অযথা বরপণ গৃহীত হইতে না পারে তাহাতে সচেষ্ট হউন।

(খ) সপ্তম প্রস্তাব (চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে ধনসঞ্চয় সম্বন্ধে) কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি শাখা-সভা গঠিত হউক ;—

(দ) শ্রীযুক্ত রায় বিনোদ বিহারী বসু কুসরঞ্জন।
(ব) ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ।
(দ) ,, নিবারণচন্দ্র দত্ত।
(ব) ,, নীতিশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(উ) ,, সজনীকান্ত সিংহ।

(গ) অষ্টম প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল ;—রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লিখা হউক যে তিনি এই প্রস্তাবের আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যে সাহায্য প্রদানে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই সাহায্য এখন কায়স্থ-সভায় দিবার ব্যবস্থা করিলে, কায়স্থ-সভা ঐ সদুদ্দেশ্য সংসাধনে যত্নবান হইতে পারেন।

(ঘ) "সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়" সম্বন্ধে অদ্য আলোচনা স্থগিত রহিল। আগামী মাসের অধিবেশনে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

(ঙ) দশম প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল,—কায়স্থ-সভার প্রচারকগণ প্রচারকালে কায়স্থ-সভার সকল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেন প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ সম্বন্ধে সম্পাদকগণকেও সমিতি অনুরোধ করিতেছেন—তাঁহারা প্রচারকগণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া যাহাতে সুচারুরূপে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা করিবেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) বিবাহে বরপণ। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন কোন সভ্য প্রকাশ করেন যে কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ বসু মহাশয় কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে অপরিমিত বরপণ গ্রহণ করিয়া কায়স্থ-সভার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করেন। এ সম্বন্ধে কায়স্থ-সভার কি করা কর্ত্তব্য? সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—এ বিষয়ের সত্যাসত্যজানিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত অতুল্য বাবুকে পত্র লিখা হউক এবং তাহার উত্তর আসিলে আগামী মাসের অধিবেশনে যথাকর্ত্তব্য অবধারিত হইবে।

(খ) প্রবেশিকা রেহাই। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ পাল ছাত্রসভ্য বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে প্রবেশিকা ১৲ একটাকা বাদ দেওয়া হইল।

(গ) হ্যাণ্ডনোট ফেরৎ। কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী কায়স্থ-সভা হইতে হ্যাণ্ডনোট দিয়া ইতিপূর্ব্বে যে ৩০০৲ তিনশত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন, তাঁহার ঐ টাকা পরিশোধ হওয়ায় অদ্য ঐ হ্যাণ্ডনোট তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হইল।

(খ) বিনামূল্যে পত্রিকা দেওয়া সম্বন্ধে। নারিকুল "ঘোষ ফেমিলীলাইব্রেরী"তে বিনামূল্যে পত্রিকা দেওয়া সম্বন্ধে স্থির হইল—বর্ত্তমানে কাগজের দুর্ম্মূল্যতার জন্য উক্ত লাইব্রেরীর ম্যানেজারকে জানান হউক—তাঁহারা এ বৎসর মূল্য দিয়া পত্রিকা গ্রহণ করেন।

স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
সভাপতি।
২৫।২।১৩২৫

শ্রীগোবিন্দগোপাল বন্দী। কেয়ার। ৩০.৪.২৫

কায়স্থ-পত্রিকা।

শ্রাবণ, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

মনের গতি।

(১)

মন তুমি বও একটানা,
বরষার নদীমত
চল চল অবিরত,
শুন নাক জোয়ারের মানা,
মন তুমি বও একটানা।

(২)

মন তুমি বও একটানা।
ধাও সাগরের দিগে
তর তর খর বেগে,
অসীমে মিশিয়ে যেন আর ফির না,
আনাগোনায় নানা ভয়, আসল জিনিস পাবে না।
মন তুমি বও একটানা।

শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষবর্ম্মা।

বরপণ নিবারণে একটি প্রস্তাব।

কথিত আছে, "মাদাম্ ব্লাভাট্স্কীর কলিকাতায় ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম প্রচার কালে" "রাজধানী কলিকাতাকে কেন ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের প্রধান কেন্দ্র করা হইল না? এই প্রশ্নের উত্তরে জনৈক মহাপুরুষ জানাইয়াছিলেন—"Calcutta is all intellect but no heart"(কলিকাতা ধীশক্তি পুষ্ট কিন্তু, অন্তঃকরণ বিহীনা) এক পক্ষে, উক্ত স্থান সম্বন্ধে, উক্ত মহাপুরুষের উক্তি যাহা, অন্য পক্ষে, জাতি সম্বন্ধে, আমাদের প্রতিও তাহা নিঃসঙ্কোচে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রতিবাদ করে বা সত্য সংস্থাপন উদ্দেশে আমরা ধীশক্তির পরিচয় প্রদানে সততই তৎপর, এ পক্ষে কেহই অমাদের কোনরূপ ত্রুটী দেখাইতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের এই ধীশক্তির পরিচায়ক উক্তি বা উচ্ছ্বাস আন্তরিকতা প্রণোদিত কি না—হৃদয়ে আঘাতের প্রতিঘাত স্বরূপে ইহা উত্থিত কি না এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার অনেক কারণ বিদ্যমান। যদি কেহ কোন কায়স্থকে বলেন "দেখুন কায়স্থ জাতি শূদ্র, তৎক্ষণাৎ অমনি উত্তর আসিবে "বলেন কি মহাশয়! আপনার শাস্ত্র বিদ্যা ইতিহাসে জ্ঞান নাই।" ইহা বলিয়াই বিদ্যাবুদ্ধির পরিচায়ক পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি হইতে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপক শ্লোক সমূহ এবং আধুনিক যুগে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বজন বিশ্রুত পণ্ডিত সভার এ পক্ষে একই মত দেখাইবার জন্য নদীয়ার রাজ বংশের ইতিহাস "ক্ষিতীশ বংশাবলী" হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের আবৃত্তি! কিন্তু যেই মাত্র দ্বিতীয় প্রশ্ন "কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয় তবে মহাশয়কে গৃহীত ক্ষত্রিয়াচার দেখিতেছি না কেন?" অমনিই ভগ্নকণ্ঠে—জড়িত ভাষায় "তা, কি করি বলুন, একরূপ চলিয়া যাইতেছে" বলিয়া সামলাইয়া লইয়া "দেখুন আজকাল দেশের কল্যাণ কামনায় রাজনীতি চর্চ্চায় এত অধিক মনোযোগী হইতে হইয়াছে যে অন্যদিকে লক্ষ্য করিবার অবসরের একান্ত অভাব" এই নিজের প্রাধান্যপরিচায়ক অবান্তর প্রসঙ্গে আসল কথা চাপা দিবার চেষ্টা! কেহ বা হয়ত বলিয়াই বসিবেন "মহাশয়, সমুদয় হিন্দু সমাজ একান্ত দীন ভাবাপন্ন, সমগ্র সমাজের সংস্কারের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজের জাতির সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রূপ স্বার্থ পরতার পরিচয় দেই কি করিয়া?" কেহ বা হয়ত আরও অগ্রবর্ত্তী হইয়া, আরও উদারতার পরিচয় দিতে গিয়া এই মর্ম্মে একটি লেক্‌চার্ দিলেন "পৃথিবীস্থ ব্রাজিল নামক দেশ দুর্ভিক্ষগ্রস্থ, এরূপ অবস্থায় তাহার দিকে না তাকাইয়া, তাহার হইয়া না ভাবিয়া, দু'টা কথা না বলিয়া, নিজের ভাই ভগিনীকে কোথায় খাইতে পাইল না পাইল

তাহার সন্ধান রাখারূপ সক্ষমতার পরিচয় দেই কি করিয়া?" এইরূপই আজকাল নিত্য ঘটনা—ধীশক্তির পরিচায়ক, বাক্যাড়ম্বর, সর্ব্বত্র আন্তরিকতার পরিচয় ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট।

বরপণ প্রতীকার পক্ষেও ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকার আন্তরিকতা বিহীন যুক্তি তর্কাদির পুনরভিনয়। দৈনিক, সপ্তাহিক, সাময়িক পত্রিকাদিতে সুদীর্ঘ শ্রুতি-সুখকর প্রবন্ধ, সভা-সমিতিতে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা—বস্ সবই হইল! এত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ এত মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা আর কি কেহ বরপণ দিতে বা নিতে অগ্রসর হয়? কিন্তু লেখক ও বক্তা উভয়েরই মনে রাখা কর্ত্তব্য—তাঁহাদের এই সমস্ত চেষ্টায় "বা, বেশ লিখিয়াছে, বা, বেশ বলিয়াছে," এই প্রকার সংক্ষেপে সমালোচনার উদ্রেক ব্যতীত আর কোনও সুফল ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট হয়, সুতরাং যদি সমাজ-সংস্কার করিতে হয়, যদি বরপণের করাল-কবল হইতে ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রবন্ধ বক্তৃতাদির সহিত আনুষঙ্গিকরূপে যাহাতে সুবিধাবাদী সমাজকে সুবিধারই মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে কার্য্যসিদ্ধির পথে চালিত করিতে পারা যায় এরূপ অনুষ্ঠান একান্ত প্রয়োজনীয়। এই কাঞ্চন কৌলীন্যের দিনে কাঞ্চন-বাসনা-দুষ্ট দীন ভাবাপন্ন সমাজকে কোন প্রকার যুক্তি দ্বারাই কাঞ্চন-লালসা হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না। চাই কাজ, এরূপ কাজ যাহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে কাঞ্চন-লালসায় আঘাত লাগিবে না, অথচ যাহা পরোক্ষ ভাবে সম্যক্ কার্য্যকরী হইবে। সমাজ-হিতৈষি নেতৃবর্গ উদাসীন্য পরিহার পূর্ব্বক সেইরূপ কোনও কার্য্য নির্দ্ধারণে স্ব স্ব ধীশক্তির পরিচালনা করুন এবং স্বয়ং তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া অন্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হউন।

যেরূপ দিন-কাল পড়িয়াছে, তাহাতে যাহাতে অল্পায়াসে অর্থাগম সম্ভবনা এরূপ কার্য্য হইতে কাহাকেও বিরত করিতে পারিবে না, তাহা যতই সারগর্ভ প্রবন্ধ বা উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা তৎবিরুদ্ধে প্রযুক্ত হউক না কেন; আমার পুত্রের বিবাহ দিয়া কন্যাদায়গ্রস্থের নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার চেষ্টা করিব না কেন? এরূপ কার্য্য ন্যায়ানুমোদিত নহে বলিয়া কি? কিন্তু কৈ, দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও বুঝিবার কোনই কারণ পাই না যাহাতে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে ন্যায় অন্যায় বলিয়া কোন কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে? হয়ত শাস্ত্রে থাকিতে পারে "শুক্রবিক্রয় পাপ" কিন্তু শাস্ত্র মানিয়া চলিবার দিন ত'বহুদিন হইতে চলিয়া গিয়াছে বিশেষতঃ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনে যে ফল তাহাত অপ্রত্যক্ষ নিয়ামক পরজীবনের জন্য, প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া আমরা অপ্রত্যক্ষের দিকে লক্ষ্য করিতে যাই কেন? প্রত্যক্ষে

কি আমরা দেখিতে পারিতেছি না যে "উপর পাওনা" কথাটি আজ কাল যদে
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে সগৌরবে উচ্চারিত। এই "উপরিপাওনা" এবং "অসঙ্গত
উপায়ে লাভ" কি একই কথা নয়? কিন্তু এই "অসঙ্গত উপায়ে লাভ" কথাটিকে
"উপরিপাওনা" আকারে সুসংস্কৃত করিয়া ইহার সর্ব্বত্র অবাধ প্রসারে সমাজ অনু-
মোদন করিতেছেন না কি?" উপরিপাওনা-পুষ্ট ভাগ্যবান জীব সমাজে
সমাদৃত হওয়া ব্যতীতত লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এরূপ কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন
কি? ইহা আমাদের চোকের সাম্‌নে রাখিয়া বরপণরূপ উপরিপাওনা হইতে
আমাদিগকে বিরত হইতে বল কোন্ যুক্তি বলে? "শুক্র বিক্রয় কথাটি আপত্তি
হইতে পারে, কিন্তু আমরাও'ত "অসঙ্গত উপায়ে লাভ" এর স্থলে "উপরি পাওনা"
কথার প্রয়োগ প্রবর্ত্তনের ন্যায় "শুক্র বিক্রয়" এর সুসংস্করণ "বরপণ" কথার প্রয়োগ
বিধিবদ্ধ করিয়াছি।

পাঠক, বুঝিলেন'ত ব্যাপার খানা কি? "যত্র টাকা তত্র মান" হইয়াছে সমাজের
একমাত্র লক্ষ্য। মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে হইলে চাই টাকা, তাহা যে উপায়েই
উহা অর্জ্জিত হউক না কেন। আভিজাত্যের স্থান অর্থকে অধিকার করিতে দেওয়া
হইয়াছে। এরূপ স্থলে, যখন অযথাভাবে অর্থার্জ্জন একপ্রকার সর্ব্বস্থানে সর্ব্বসময়েই
অনুমোদিত, তখন "বরপণ লইওনা, ইহা অন্যায়, অসঙ্গত" এরূপ বলিলে চলিবে
কেন? শুনিবেই বা কে? এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সমান ভাবে ব্যর্থ হইবে।
তবে যে পত্রিকাদিতে দুই একটি সুদৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা
প্রবন্ধাদি পাঠের বা বক্তৃতাদি শ্রবণের সুফল ইহা কোনক্রমেই মনে করা যায় না।
এরূপ বিরল দৃষ্টান্ত, এরূপ হাজার হাজারের মধ্যে দুই একজন হৃদয়বান মহাপুরুষের
বিদ্যমানতা, পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে।

বিগত ফাল্গুন সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকাতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত
প্রভাসচন্দ্র সেন "ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় কায়স্থসমাজে এই ব্যাধি
(বরপণ) দেখা দিয়াছে," বরপণের এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু
দুঃখের বিষয় এতৎ প্রতীকারকল্পে কি আমাদের অনুষ্ঠেয়, কোনপথে চলিলে
আমরা এই নিদারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি সে বিষয়ে কোন
আলোচনাই করেন নাই। আশা করি এই একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে তাঁহাদের
সুচিন্তার ফল আমরা শীঘ্রই কায়স্থ-পত্রিকায় দেখিতে পাইব। অবশ্য ইংরাজী শিক্ষাই
যে বরপণের কারণ ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নহে, দেশ-কাল বিবেচনায় যে শিক্ষা
ভারতবর্ষের একান্ত উপযোগী বলিয়া বিবেচিত, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে চিত্তবৃত্তি

পরিস্ফুরণে একমাত্র সহায় তাহা এইরূপ ঘৃণিত দীনতার কারণ হইতে পারে না।
আজ যদি ইংরাজী শিক্ষার স্থলে অন্য কোন শিক্ষার প্রচলন থাকিত, তাহা হইলেও
সমাজের অবস্থা এইরূপই হইত, দোষ যাহা কিছু তাহা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রচারের।
দান ও গ্রহণের, ব্যবস্থা হইতে, আমরা আজ শিক্ষা দান গ্রহণ বিষয়ে দেশোপযোগী
সমাজের একান্ত অনুমোদিত ও হিতকর বিধি নিষেধাদি, আচার অনুষ্ঠানাদি, বিস্মৃত
হইয়া পরিণাম-বিরস আপাতরম্যের বাহ্য চাকচিক্যে আকৃষ্ট, আত্মহারা হইয়া
সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগী ছাত্রজীবনের পরিবর্ত্তে বিলাসী ভোগী বাবু-জীবনের সৃষ্টি করিতেছি,
তাই আজ সমাজে এত উচ্ছৃঙ্খলতা—এত অশান্তি! ছাত্র-জীবনে আজ কাল কিরূপ
ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা, কিরূপ ত্যাগ শিক্ষার ব্যবস্থা, কিরূপ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া
নিজের ও পরিজনবর্গের সন্তোষ বিধান করিবার উপযোগী হইবার ব্যবস্থা, তাহা
একবার কলিকাতাস্থ বিদেশী ছাত্রগণের আহার, বাসস্থান, চালচলন প্রভৃতির দিকে
লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। শিক্ষার ব্যয় আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ
ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে ছাত্রদিগের অভিভাবককুল সর্ব্বস্বান্ত
হইতেছেন। পুত্রাদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত শিক্ষা দান প্রভৃতিও সর্ব্ব-
সাধারণের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রবৃত্তি কিন্তু ফলাকাঙ্খা বিরহিত
নহে। লেখাপড়া শিখিয়া চাকরি করিয়া বা উকিল হইয়া দু'পয়সা আনিতে
পারিবে এই উদ্দেশ্যেই বালকদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।
কাযেই এবংপক্ষে প্রথম শুভ অবসর যাহা তাহা কেহই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত
নহেন।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, কেবল পাপের ভয় দেখাইয়া বা সমাজ ধ্বংস
হইতেছে এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া যে বরপণের কোন ও প্রতীকার হইবে ইহা
দুষ্ট কল্পনা মাত্র। সমাজ রক্ষা পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন উপায়ই কার্য্যকারী
হইবার সম্ভাবনা অত্যল্প, সমাজের প্রকৃত হিত সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে
এরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বরপণকে আক্রমণ
না করিয়া এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠন করা যায়—যাহাতে সকলেই সাগ্রহে যোগদান
করিবেন এবং যাহার ফলে ইহার অবাধগতিতে বাধা পড়িবে।

বিগত কার্ত্তিক সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় আমি এই 'পরোক্ষউপায়' স্বরূপে
একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, পুনরুক্তি দোষ দুষ্ট হইলেও, এতৎ পক্ষে
অন্য কোন প্রস্তাবের অভাবে এবং বরপণ প্রতীকার কায়স্থ সভার অন্যতম উদ্দেশ্য
বিধায়, আমি দ্বিতীয়বার উহা উপস্থিত করা সঙ্গত মনে করিতেছি। প্রার্থনা, কায়স্থ

সভা আমার এই প্রস্তাবটি আলোচনার বিষয়ীভূত করেন এবং সঙ্গত বোধ হইলে উহা গ্রহণ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়েন।

আমার প্রস্তাব—আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্বর্ণালঙ্কারের প্রচলন রহিত করিয়া পরোক্ষ ভাবে বরপণের অবাধ গতিতে বাধা দেওয়া হউক।"

সমর্থনকল্পে আমার যুক্তি এই :—আমরা দেখিয়া থাকি, বরপণ প্রধাণতঃ দুই প্রকারে গৃহীত হইয়া থাকে, (১) নগদ টাকা (২) কন্যার অলঙ্কার। কোন কোন স্থলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বরপণ স্বরূপে নগদ টাকা গ্রহণ করিয়া বরের অভিভাবকগণ কুণ্ঠিত মনে করেন এবং কন্যার অলঙ্কার দ্বারাই তাঁহাদের অর্থাগম লিপ্সা চরিতার্থ হইয়া থাকে, সুতরাং গহনার প্রচলন সমাজে রহিত হইলে বরপণরূপ ব্যাধির তীব্রতা ও অনেকটা মন্দীভূত হইবে।

কিরূপে ইহা সংশোধিত হইতে পারে? "কেহই গহনা পরিতে পারিবে না" একথা বলিলে তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় একান্ত অগ্রাহ্য, হইবে; সেজন্য আমার প্রস্তাব বিবাহ বা অন্য কোন উৎসবে সমাগত স্ত্রীলোকেরা কেহই গহনা পরিতে পারিবে না, এইরূপ নিয়ম করা হউক। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা গহনা পরিয়া থাকে অন্যকে দেখাইবার জন্য, সে অবসরের অভাব ঘটিলে স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারে আস্থা থাকিবে না, কাযেই ক্রমে উহার প্রচলন বন্ধ হইয়া যাইবে।

সমাজ ইহা গ্রহণ করিবেন কেন? বর্ত্তমানে আয় ব্যয় সমালোচনা করিয়া ইহা দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে নিজের ও পরিজনবর্গের আহার্য্য ও পরিচ্ছদাদির যথোপযুক্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা পরিবারাদির অলঙ্কার সুব্যবস্থা করিতে পারেন, এরূপ আয় সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত বিরল। সুতরাং "অলঙ্কার দিতে না পারা" ও "অলঙ্কার না পাওয়া" রূপ মর্ম্মিন্তুদ বশতঃ সমাজে অধিকাংশ স্থলে পারিবারিক অশান্তি পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের মধ্যেও এই অশান্তির অভাব লক্ষিত হয় না। ফ্যাসানের নিত্য নব পরিবর্ত্তনের অনুরূপ হইয়া চলিতে গিয়া তাঁহারাও অধিকাংশ স্থলে প্রপীড়িত। অলঙ্কার ব্যবহার রূপ ব্যাধির নিরাকরণ হইলে ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলে উপকৃত হইবেন। কাযেই পারিবারিক অশান্তি নিবারণে যাহা এতটা সহায় তাহা সমাজ গ্রহণ না করিবেন কেন?*

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষ বর্ম্মা।

* প্রবন্ধলেখকের উদ্দেশ্য সাধু—কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহের সালঙ্কৃতা কন্যাদানই বিধি। বিশেষতঃ বিবাহকালে কন্যা যৌতুক রূপে যাহা পায়, তাহাই তাহার প্রকৃত স্ত্রীধন। এ অবস্থায় কন্যাকে এককালে যৌতুক হইতে বঞ্চিত করিলে তাহার একরূপ স্ত্রীধন হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করা হইবে। সুতরাং সকল দিক্ রক্ষা করিয়া কি কর্ত্তব্য তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। কাঃ পঃ সঃ

বঙ্গসমাজে 'দাস' 'দাশ'ও 'শর্ম্মন্' শব্দের ব্যবহার।

(২)

অতঃপর আমরা আর্য্য-সমাজের চতুর্ব্বর্ণ বিভাগের কথা উল্লেখ করিতেছি। ইহা প্রথমে ঋগ্‌বেদসংহিতায় দশম মণ্ডলের শেষভাগে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এইরূপ উল্লিখিত দেখা যায়। যথা—

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্?
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা-ঊরূ পাদা উচ্যেতে?
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃকৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" ১০।১১-১২

অনুবাদ :—"পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয় খণ্ড করা হইয়াছিল? ইহার মুখ কি হইল? দুই হাত, দুই উরু, দুই চরণ কি হইল।"১১ ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।"১২ (রমেশ দত্ত)

ঋক্ সংহিতার এই ১০।৯০ সংখ্যক সূক্তটি পুরুষসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। ইহার কারণ, বোধ হয়, ইহার দেবতা পুরুষ। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, এই সূক্তটি অতীব প্রাচীনকালে রচিত হইয়া প্রাচীন ঋক্ সংহিতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা কতদূর সত্য তাহা লেখক বলিতে সাহস করেন না। তবে ইহা বলিতে বাধ্য যে, ঋক্ সংহিতায় ঐ দশম মণ্ডলের প্রথম ভাগ (২২-২৮ সূঃ) পর্য্যন্ত কেবল আর্য্য ও দস্যু বা অনার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া শেষদিকে (৯০।১১।১২) সহসা চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ যেন কেমন কেমন বোধ হয়। আর উপরে যে ঋগ্‌বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে আর্য্য-সমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে সংগঠিত হওয়ার প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে। অতএব ইহা সঙ্গত মনে করিতে হয় যে, পুরুষসূক্তের চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ বিষয়ক ঋগ্‌দ্বয় রচিত হইবার বহু পূর্ব্বেই আর্য্য-সমাজ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী কোন এককালে উহার চারি বর্ণে বিভক্তি হওয়া সম্ভব হইতে পারে। কেবল এই হেতুবাদে পূর্ব্বোক্ত কোন কোন পণ্ডিতের মতে পুরুষসূক্তের অনতি প্রাচীনত্বের যে অনুমান, তাহা সমর্থিত হইতে পারে। যাহা হউক এক্ষণে প্রাচীন হিন্দু-সমাজে কথিত (১) চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ কোন্ সময় ঘটিয়াছিল, (২) কি কারণেই বা প্রথমে এক বর্ণ (ব্রাহ্মণ) হইতে ক্রমান্বয়ে তিন এবং পশ্চাৎ চারি বর্ণ বিভাগের প্রয়োজন হইয়া-

ছিল, এবং (৩) এই বর্ণই বা বিরূপ পদার্থ তাহা পাঠক বর্গের জানিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে। অতএব এস্থলে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

(১) আর্য্য-সমাজ কোন্ সুদূরাতীতকাল হইতে প্রথমে ত্রিবর্ণ হইতে ভিন্ন বর্ণ, পরিশেষে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্তি হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। প্রাচীনতম কালে যখন পরবর্ত্তীকালের ন্যায় বর্ণের বিশেষত্ব ছিল না, তখন ব্রাহ্মণ হইতে চারিবর্ণ, কোথায় ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ, ও কোথায় দুই বর্ণ উৎপন্নের বহু মহাভারত ও পুরাণ পাঠে জানা যায়। ইহাতে অধিক করিবারও কোন হেতু নাই। তবে এরূপ বর্ণবিভাগ যে পূর্ব্বে কর্ম্ম ও ব্যক্তিগত ছিল, বংশ-পরম্পরা ছিল না তাহা প্রতীত হয়; পরে পুরুষসূক্ত প্রচারের কাল হইতে আর্য্য-সমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা উদ্ধৃত সূক্তের রূপক বর্ণনা হইতে স্পষ্ট জানা যায়। তৎপূর্ব্বে কোন্ সময়ে যে এক বর্ণের আর্য্য-সমাজ তিনবর্ণে বিভক্ত হইয়া তাহাই পুনরায় আবার কিরূপে ও কোন সময়ে সহসা যুগপৎ চতুর্ব্বর্ণে পরিণত হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে দাস বা শূদ্রগণ (অনার্য্য) পূর্ব্বে আর্য্য সমাজের বাহিরে অবস্থাপিত ছিল, তাহারা কালক্রমে সমাজভুক্ত হইলে সমাজ চতুর্ব্বর্ণে সংগঠিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। পরন্তু ইহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেন না প্রাচীন আর্য্যগণ ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ দ্বিজাতি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইবার পরে যাহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম ও আচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারাও যে চতুর্থ বর্ণে অর্থাৎ শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছিল, ইহা মন্বাদি স্মৃতি, মহাভারত ও পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, জানা যায়।* অতএব প্রাচীন শূদ্র বা চতুর্থ বর্ণ বুঝিতে হইলে হেয় বা ধর্ম্মভ্রষ্ট আর্য্য ও পরাভূত অনার্য্য এই উভয় মিশ্রিত এক শ্রেণীর মনুষ্য জাতি মনে করিতে বাধ্য হয়। পৌরাণিককালে হিন্দু-সমাজের শূদ্রজাতি যেরূপ সৎশূদ্র ও অন্ত্যজ রূপে বিভক্ত হইয়া পরিচিত হইয়াছে, প্রাচীন বৈদিক সমাজেও হয়ত শূদ্র বর্ণের মধ্যে সেইরূপ আর্য্য-অনার্য্য বংশসম্ভূত দুই প্রকার শ্রেণীভেদ বিদ্যমান থাকা অনুমিত হয়। পরন্তু এই সম্ভাব্যতার উল্লেখ ভিন্ন এস্থলে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন হইতেছে না।

উপরি উক্ত বর্ণ বিভাগের কাল সম্বন্ধে বায়ুপুরাণকার বলেন যে, ত্রেতাযুগে বর্ণ

* "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"
মনু ১০অ. ৪৩।

বিভাগের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।* পরন্তু যখন দেখা যায়, ঋগ্‌বেদীয় ও অন্যান্য গৃহ্যসূত্রে চতুর্ব্বর্ণের অনুষ্ঠেয় দশবিধ সংস্কারাদির সম্পাদন প্রণালী বিবৃত আছে, তখন পূর্ব্বোক্ত বর্ণবিভাগ প্রথা পূর্ব্ব হইতে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে গৃহ্য-সূত্রাদির প্রণয়নের প্রয়োজন আদৌ হইত না। অপিচ, যখন জানা যায়, মনু প্রণীত ধর্ম্ম সত্যযুগের লোকের উপযোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, আবার যখন উহাতে বর্ণচতুষ্টয় ও তাহাদের পরস্পর মিশ্রনোদ্ভূত বহু সঙ্কর জাতির নির্দ্দেশ, (কেবল নির্দ্দেশ মাত্র নহে) তাহাদিগের অবলম্বনীয় ধর্ম্ম ও বৃত্তিবিধানাদি সম্যক্ ব্যবস্থাপিত আছে (পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে) তখন ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন মনুসংহিতা প্রচারের বহু পূর্ব্বাবধি হিন্দু সমাজে বর্ণবিভাগ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতএব ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, বিশিষ্ট শাস্ত্র-প্রমাণে ত্রেতাযুগের পূর্ব্বেও আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ কাল এখন হইতে কেহ পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

(২) কিরূপে ও কি কারণে প্রাচীনকালে আর্য্য-সমাজে বর্ণ বিভাগ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বৈদিক-সাহিত্য অনুশীলন দ্বারা আমরা অনেকটা বুঝিতে পারি। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে প্রকাশ যে, প্রথমে আর্য্য-সমাজে এক বর্ণের লোক দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল, সে বর্ণের নাম ব্রাহ্মণ। কালে এই ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের কার্য্যে নিরত থাকিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণই থাকিলেন। যাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহাদিরূপ ক্ষাত্র-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং যাঁহারা কৃষ্যাদি কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা সামাজিকগণের পরিচর্য্যা বা অন্যান্য শিল্পাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণেরাই শূদ্ররূপে পরিণত ও প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ফলতঃ তখনও সামাজিক কার্য্যনিচয় ব্যক্তিগত অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের রুচি ও কার্য্য কুশলতার উপরে নির্ভর করিত। তৎকালে এক পরিবারের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণের, কেহ ক্ষত্রিয়ের, কেহ বৈশ্যের, কেহ বা শূদ্রের কার্য্য করিলেও তাঁহারা সমাজের মধ্যে পৃথগ্‌ভূত ছিলেন না। সে জন্য দেখা যায়, প্রাচীনতম বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের লোকেরই জন্ম গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। তৎপরবর্ত্তীকালে সমাজ-নেতৃগণ সামাজিক কার্য্য-নিচয় সেইরূপ ব্যক্তিগত ভাবে নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত মনে না করিয়া, তাহাদিগকে

* বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
সংহিতাশ্চ ততো মন্ত্রাঋষিভির্ব্রাহ্মণস্তুতে॥
বায়ুপুরাণ ৬০, ৪৭ অ।

প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভাগ পূর্ব্বক, কার্য্যকুশলতা রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যথোপযুক্ত লোক সমাজ হইতে বাছিয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা বংশানুক্রমে ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াছিলেন। এইরূপে গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা প্রাচীন সমাজে বর্ণ বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল উপলব্ধি হয়।

(৩) প্রাচীন আর্য্য-সমাজের কথিত চতুর্ব্বিধ বর্ণবিভাগের মূলে সত্য সত্যই প্রাকৃত চারি বর্ণ (colour) যে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সুপ্রমাণ হইতে পারে। প্রথমতঃ আর্য্যগণের আদি নিবাসস্থল কোন এক শীতপ্রধান দেশে ছিল, ইহা ঋক্‌বেদের বহু মন্ত্র পাঠে উপলব্ধি হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণ হইতেও পাশ্চাত্য প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মধ্য-এসিয়ার কোন এক শীতপ্রধান স্থানে মূল আর্য্যগণের আদি নিবাসভূমি ছিল। তথা হইতে যে এক দল অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতাভিমুখে আসিয়া প্রথমে পঞ্জাব প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আর্য্যাবর্ত্তে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারাই পরে ভারতীয় আর্য্য নামে প্রখ্যাত হন।* তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী বলিয়া তাঁহাদিগের গাত্রবর্ণ শুভ্র ছিল। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রাচীনতম ভারতীয় আর্য্যগণ সকলেই এক অর্থাৎ শুভ্রবর্ণের লোক ছিলেন। ইঁহারাই প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কালক্রমে ভারতের বিভিন্নদেশীয় জল বায়ু (climate)তে পুরুষানুক্রমে অবস্থিতি প্রযুক্ত এবং বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদনের ব্যপদেশে নিয়ত মৃদু প্রখর বিচিত্র তপন তাপ সংস্পর্শে সেই এক বর্ণের আর্য্য গণেরই বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল, ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে করা যাইতে পারে। কেন না দেখা যায়, কেবল এই শেষোক্ত কারণে শীতপ্রধান দেশবাসী জনগণের গাত্রবর্ণের কিয়ৎ পরিমাণে বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। যে ইউরোপীয়েরা নানা কার্য্য উপলক্ষে বহুদিন ধরিয়া ভারতের নানা স্থানে বাস করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও গাত্রবর্ণের স্বল্প বিস্তর বৈচিত্র ঘটিতে দেখা যায়। যাহা হউক, প্রাচীন আর্য্যজাতির গাত্রবর্ণের বৈচিত্র্য সংঘটন সম্বন্ধে মহাভারতকার মহর্ষি ভৃগুর মুখ দিয়া যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যদ্দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত অনুমান সমর্থিত হইতে পারে। যথা—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥১০

* সায়নাচার্য্যের মতে আর্য্যশব্দের এক অর্থ গমনকারী বা গমনশীল (travellors).

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥১১
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥১২
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধা সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃশৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥১৩
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরংগতা।"
(শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়)

অর্থাৎ "ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদয় জগতই ব্রহ্মময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসাপর লুব্ধ সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক বর্ণ লাভ করিয়াছেন।"

মহাভারতের গীতাধ্যায়ে গ্রন্থকার ভগবানের মুখে এইরূপ বলাইয়াছেন, যথা—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

ইহাতে এই প্রকাশ পায় যে, গুণ (সত্ত্ব, রজঃ তমঃ) ও কর্ম্মভেদে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতের অন্যত্র আবার ব্রাহ্মণাদির গাত্রবর্ণের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ উক্ত আছে। যথা—

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাস্তাংশ্চাপি* নির্ম্মমে ॥৪
ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাং তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥"৫
(১৮৮ অ)

অনুবাদ,—'এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বিধ মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইল। তখন ব্রাহ্মণরা শ্বেতবর্ণ (অর্থাৎ সত্ত্বগুণ) ক্ষত্রিয়েরা লোহিতবর্ণ

* টীকাকার নীলকণ্ঠ :—'বর্ণাঃ' পদের এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ;—"বর্ণাঃ সাত্ত্বিকং রাজসং তামসং মিশ্রং চেতি স্বদন্দস্বাদি সাম্যাদ্‌গুণবৃন্দং বর্ণশব্দেন উচ্যতে"।

(অর্থাৎ রজোগুণ) বৈশ্যগণ পীতবর্ণ অর্থাৎ (রজো ও তমোগুণ) এবং শূদ্রগণ কৃষ্ণবর্ণ (অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তমোগুণ) প্রাপ্ত হইল।

এইরূপ বহু প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, প্রাচীন আর্য্য-সমাজ এক জাতীয় শুভ্রবর্ণের লোকদ্বারা সংগঠিত হইলেও তাহাদিগের বিভিন্ন প্রকৃতি ও তত্তদনুরূপ বিভিন্ন কর্ম্ম সম্পাদনে নিরত থাকায় পরবর্ত্তী কালে উহারা বিভিন্ন গাত্রবর্ণ লাভ করিয়া চারি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ঐ চতুর্ব্বর্ণের লোক স্ব স্ব কর্ম্ম ও গুণের উৎকর্ষ দ্বারা এক বর্ণ হইতে বর্ণান্তর লাভ করিতে পারিত, ইহা বেদ, স্মৃতি, মহাভারত ও পুরাণে উক্ত আছে। কিন্তু পশ্চাৎ বর্ণ বিভেদ প্রথা বংশানুক্রমিক হইয়া এরূপ দৃঢ় ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখন হইতে কোনবর্ণের লোকের আর পূর্ব্বরূপ বর্ণোৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা হয় নাই। এদিকে উচ্চবর্ণের সকলেই নীচবর্ণতা অর্থাৎ শূদ্রত্ব লাভ অনায়াসেই করিতে পারিত। এখনকার সমাজেও এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

অতঃপর আমরা বর্ণ ও জাতি সম্বন্ধে বেদের পরে পূর্ব্বোক্ত সুপ্রাচীন মানব স্মৃতি অবলম্বন করিব। কেননা কথিত আছে, "বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনো স্মৃতম্। মন্বর্থা বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥" পরন্তু ক্ষোভের বিষয়, বহুকাল হইতে মনু প্রণীত ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র অপ্রাপ্য হইয়াছে। মহর্ষি মনুর ধর্ম্মোপদেশ তদীয় শিষ্যদিগের মধ্যে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ মহর্ষি ভৃগু সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন, তাহাই অধুনা মনুস্মৃতিরূপে আদৃত দেখা যায়। তদ্ভিন্ন নারদসংহিতায় মনুপদেশ সঙ্কলিত বিধায় তাহাও মনুর অভিপ্রেত এবং ভৃগুর অভাব পূরক বলিয়াও গৃহীত হইয়া থাকে। অতএব আমরা সাম্প্রতিক কালীর আর্য্য-সমাজের বর্ণ ও জাতি নির্ব্বাচন এবং তদানুসঙ্গিক উপাধি গ্রহণ বিষয়ের আলোচনায় প্রধানতঃ ভৃগু প্রোক্ত মানবসংহিতা এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজন বোধেও নারদ ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রয়োজক ঋষিবাক্যও প্রমাণরূপে আহরণ করিব।

কথিত ভৃগু-সংহিতার প্রারম্ভে ভৃগু, নারদ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া মহর্ষি মনুকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ,—

"ভগবন্! সর্ব্ব বর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ। অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নোবক্তুমর্হসি"॥

১ অ ২ শ্লোক।

অত্র মেধাতিথির ভাষ্যাংশ :—

* * * বর্ণশব্দশ্চতুর্ষ্বসু ব্রাহ্মণাদি জাতিষু বর্ত্ততে। সর্ব্বগ্রহণং শূদ্রাববোধার্থম্।

* * * অন্তরে প্রভব উৎপত্তির্যেষাং তেঽন্তরপ্রভবাঃ অনুলোম প্রতিলোম মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠক্ষত্তৃবৈদেহিকাদয়ঃ। ন হি তে মাতাপিত্রোরন্যতরয়াপি জাত্যা ব্যপদেষ্টুং যুজ্যন্তে॥ যথা রাসভাশ্বসংযোগজঃ খরো ন রাসভোনাশ্বোজাত্যন্তরমেব। ইত্যাদি।

তথা কুল্লূকের টীকাংশ :—

* ০ ০ বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ সর্ব্বে চ তে বর্ণাশ্চেতি সর্ব্ববর্ণাঃ তেষাং অন্তর প্রভাবানাঞ্চ সঙ্কীর্ণজাতীনাঞ্চাপি অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাম্ অম্বষ্ঠকরণক্ষত্তৃ প্রভৃতীনাং তেষাং ত্রিবিজাতীয় মৈথুন সম্ভবাত্তেন খরতুরগীয়সম্পর্কাৎ জাতাশ্বতরবৎ জাত্যন্তরত্বাৎবর্ণ শব্দেনাগ্রহণাৎ পৃথক্ প্রশ্ন ইত্যাদি। অর্থাৎ ভৃগ্বাদি ঋষিগণ মহর্ষি মনুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের এবং উহাদের অন্তর প্রভব অনুলোম ও প্রতিলোম জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ, ক্ষত্তৃ, করণ, বৈদেহিক প্রভৃতি সঙ্কর জাতিদিগের সমুদায় ধর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক আমাদিগকে বলুন। এই প্রশ্নের ভঙ্গী দ্বারা ইহা উপলব্ধি হয় যে, মহর্ষি মনু ধর্ম্ম বলিবার পূর্ব্বেই সমাজে বর্ণবিশুদ্ধি সম্যক্ রক্ষিত হইতে না পারিয়া বহু সঙ্কর মিশ্র বর্ণ বা জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। মনু উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলিছেন,—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥" ১০।৪

অর্থাৎ 'উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপনয়ন সংস্কার বিহীন চতুর্থ বর্ণ শূদ্র দ্বিজ নহে। বিশুদ্ধ বর্ণ মধ্যে পঞ্চম বর্ণ নাই। অর্থাৎ উক্ত চারিবর্ণ ভিন্ন সমস্ত সঙ্করজাতি।"

ইহাতে প্রতীতি হয়, বেদে যে চারি বর্ণের কথা উক্ত হইয়াছে, মনু এস্থলে তাহারই অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি ঐ সঙ্গে পঞ্চম কোন বর্ণ নাই বলায় বেদার্থকে সুদৃঢ়রূপে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। মনুর টীকাকার কুল্লূক ভট্ট মনুবচনের ব্যাখ্যায় পঞ্চম বর্ণের অবসর না থাকার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ।

* * * "পঞ্চমঃ পুন র্বর্ণোনাস্তি, সঙ্কীর্ণ জাতীনাম্বশ্বতরবৎ মাতাপিতৃজাতি ব্যতিরিক্তজাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বম্।"

অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণের অভাবহেতু চারিবর্ণের পরস্পর সংমিশ্রণে উদ্ভূতদিগের মূল চতুর্ব্বর্ণের কোন বর্ণত্বই লাভ হয় না। কেন না তাহারা মাতা পিতার বর্ণ হইতে বিভিন্ন—অশ্বতরবৎ জাত্যন্তর লাভ করে।

ইহাতে স্পষ্ট জানা যায়, ভৃগুপ্রোক্ত মানবধর্ম্ম প্রচারের বহু পূর্ব্ব হইতে বেদোক্ত চতুর্ব্বিধ বর্ণের বর্ণত্ব সমাজে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রাচীনতম বৈদিককালের ন্যায় আর্য্য জাতির মধ্যে পরস্পর অবাধযৌন-সম্বন্ধ রহিত হইয়া স্ব স্ব বর্ণত্ব রক্ষার জন্য সমান বর্ণে উহা অনুষ্ঠিত হইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ফলতঃ সামাজিকগণ সর্ব্বত্র সে নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলেন নাই, পরন্তু স্থলবিশেষে উহা ব্যভিচারিত হইয়াছিল এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ আর্য্য সমাজে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। দেখা যায়, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা এক দিকে যেরূপ চতুর্ব্বর্ণের বর্ণ বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য বহুবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে আবার সেইরূপ সমাজ রক্ষার জন্য ও অন্তঃপ্রভব জাতির অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও বৃত্ত্যাদির যথোচিত ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করেন নাই। উক্ত উভয় প্রকার কার্য্যবিধানাবলীতে ঋষিগণ তাৎকালিক সমাজকে যেরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিতে প্রযত্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের গভীর দূরদর্শিতা ধর্ম্মজ্ঞান, উদারতা এবং লোক-প্রকৃতিকে সংযমিত রাখার অতি অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন! বোধ হয় আধুনিক সুসভ্য শ্বেতবর্ণ ইউরোপীয়গণ যদি ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন, তবে তাঁহাদিগের বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষা এবং সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য আর্য্যঋষিগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। যাহা হউক, আর্য্য ঋষিরা বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার জন্য কি বি[illegible] ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া ছিলেন, তাহা এক্ষণে দেখা যাউক।

প্রথমতঃ—মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥" ১০ অ, ৫

অর্থাৎ চারি বর্ণের লোক স্ব স্ব বর্ণ হইতে (বিহিত বিবাহ বিধানে) অক্ষতযোনি মৈথুননারী গ্রহণ করিয়া তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তানেরা পিতৃবর্ণ লাভ করে।

মনু অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতম্॥"
(৩ অ, ৪)

অর্থাৎ :—দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সবর্ণভার্য্যা বিবাহ করিবে। (শ্লোকের দ্বিপদ উপলক্ষণমাত্র) বস্তুতঃ বিবাহ বিষয়ে চতুর্ব্বর্ণেরই এই সাধারণ নিয়ম বুঝিতে হইবে। সে জন্য শূদ্রের বেদাধ্যয়ন না থাকিলেও তাহার পক্ষে সবর্ণে বিবাহ বিধেয় হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মার্ত্তগণও এইরূপই বলিয়াছেন। যথা,—

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু যায়স্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু * বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১ অ, ৯০।

শাস্ত্রানুসারে বর্ণ বিশুদ্ধি রক্ষার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। এতদ্ভিন্ন বর্ণবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম (বৃত্তি) অনুসরণ করাও বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার অন্যতর উপায় অবধারিত হইয়াছিল। যদিও আপৎকালে তাহার ব্যভিচার মার্জ্জনীয় ছিল, কিন্তু আপৎকাল গত হইলে পুনরায় স্ব স্ব ধর্ম্ম ও বৃত্তিতে পুনরাবর্ত্তন বিধেয় ও প্রয়োজনীয় হইত। অনুধাবন করিলে এই বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার উপায় নিচয়ের মধ্যে শাস্ত্রকারদিগের অন্যান্য বহু সদুদ্দেশ্যও নিহিত আছে, জানা যায়। এস্থলে তাহার বিবরণ পূর্ব্বক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। সুবুদ্ধিপাঠকগণ আহর্য্যমান শাস্ত্রীয় বচন হইতে তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অন্যথাচরণে বর্ণ ভ্রষ্টতা জন্মিত। যদি বল, প্রাচীন সমাজে শাস্ত্র-প্রমাণে অসবর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণের রীতি প্রচলিত থাকার কথা'ত জানা যায়। তদুত্তরে বক্তব্য এই, প্রাগ্ বর্ণ বিভাগকাল হইতে আর্য্য-সমাজে বর্ণ নির্ব্বিশেষে স্ত্রী সংগ্রহের যে আচার প্রচলিত ছিল, তাহা অবশ্যই বর্ণবিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রশাসনে নিষিদ্ধ হইয়া যায়, ইহা অনুমেয়; তথাপি সমাজ ব্যবহারে সে নিষেধাজ্ঞা অনেক স্থলে সম্মানিত হয় নাই, সেই কারণেই কালে সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি অনিবার্য্য হইয়াছে, প্রতীতি হয়। এদিকে মন্বাদি ধর্ম্ম-প্রযোজক ঋষিগণ তাদৃশ বর্ণরক্ষণ বিরোধী আচার যতদূর সম্ভব নিষেধ ও সঙ্কোচ বিষয়ে নানাবিধ কঠোর শাসন স্থাপন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, সমাজের কতক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র এবং ধর্ম্ম ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক কর্ত্তৃক উক্ত বর্ণরক্ষণের বিধি নিষেধক নিয়ম চিরকাল উল্লঙ্ঘিত হওয়ায় হিন্দু সমাজে বহু সঙ্করবর্ণ ও জাতি উৎপাদনের স্রোত প্রবাহিত

* মানবাদি শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, প্রাচীন সমাজে আট প্রকারে বিবাহ দ্বারা পত্নী সংগ্রহ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ ঐ আট প্রকার বিবাহকে উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, তন্মধ্যে কোন্ বিবাহ কোন্ বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত এবং বিহিত অথবা নিষিদ্ধ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। নিন্দিত বিবাহ বর্ণাশুদ্ধির অন্যতর কারণ।

হইয়া আসিয়াছে। তাহাতে শাস্ত্রকারদিগের কত যে গূঢ় সদভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে নাই তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

যাহা হউক শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা ইহা প্রতীতি হয় যে, সমাজে সঙ্করবর্ণ আদৌ উৎপন্ন না হয় এবং তদ্দ্বারা চতুর্ব্বর্ণের বর্ণত্ব ও তদানুষঙ্গিক ধর্ম্ম ও নীতির ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহাই মন্বাদি শাস্ত্রকর্ত্তৃগণের অভিপ্রেত। পরন্তু সে অভিপ্রায় কার্য্যে কখন সম্যক্ পরিণত হইতে পায় নাই। মনুষ্যের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শাস্ত্র-শাসন যেরূপ অন্যান্য স্থলে ব্যভিচারিত হইয়া থাকে, স্ত্রী-সংগ্রহ ব্যাপারেও সেইরূপ শাস্ত্রীয় শাসন উল্লঙ্ঘিত হইয়াছিল এবং এখনও কতক হইতেছে দেখা যায়। সেজন্য বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি প্রাকৃতিক নিয়মে অপরিহার্য্য হইয়া আসিতেছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কালক্রমে নৈসর্গিক নিয়মে সমাজে বহু সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হওয়ায় শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ এক পক্ষে বর্ণ চতুষ্টয়ের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বর্ণত্ব ও আনুষঙ্গিক ধর্ম্ম ও আচার বৃত্তি প্রভৃতি রক্ষার উপায় অবধারণ করেন এবং অন্য পক্ষে সঙ্করবর্ণের আবির্ভাবে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ইহাদিগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম আচার বৃত্তাদি যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া সমাজ শৃঙ্খলা যথাসম্ভব সুরক্ষা করিবার জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

সঙ্কর সম্বন্ধে মনুর এইরূপ অভিপ্রায় যথা :—"যে রাজ্যে বর্ণ দূষক বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হয়, সে রাজ্য অচিরাৎ রাজ্যবাসী প্রজাবর্গের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।"* অপর, বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে গীতাকারের মতও এস্থলে প্রামাণিক বোধে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—এই বর্ণসঙ্করকুল ও কুলনাশকদিগকে নরকগামী করে, কুলনাশকদিগের পিতৃগণের পিণ্ড ও উদকক্রিয়া বিলুপ্ত হইলে তাহারা (নরকে) পতিত হইয়া থাকে। কুলক্ষয়কারী ব্যক্তিদিগের সেই বর্ণসঙ্কর দোষে জাতি ধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়।†

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

---

* "যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণ দূষকাঃ। রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি। ১০অঃ ৬১॥

† সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥৪১॥ দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চশাশ্বতাঃ॥"৪৩॥ প্রথমাধ্যায়।

বঙ্গদেশীয়

কায়স্থ-সভার নিয়মাবলী।

(১৩২৪ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত সংশোধিত)।

(ক) সভার নাম, উদ্দেশ্য ও গঠন-প্রণালী।

১। এই সভার নাম "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"।

(ক) বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা নগরীতে এই সভার কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সেই কার্য্যালয়ই "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"র প্রধান কার্য্যালয় বলিয়া গণ্য হইবে।

২। বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণীর (দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র) কায়স্থগণের মধ্যে পরস্পর প্রীতি, সহানুভূতি, সামাজিক সম্বন্ধস্থাপন ও বিবাহাদির ব্যয়সংক্ষেপকরণ এবং তাঁহাদের সকলের শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য।

৩। এই মূল সভার উদ্দেশ্যসাধন জন্য প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হইবে—

(অ) এই সভার মুখ্যপত্র (organ) স্বরূপ "কায়স্থ-পত্রিকা" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। উক্ত পত্রিকাতে সভার উদ্দেশ্যানুগত সমস্ত বিষয়ের এবং শ্রেণীচতুষ্টয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ ও কুলপ্রথাদি-ঘটিত যাবতীয় বৃত্তান্তের সম্যক্ আলোচনা থাকিবে।

(আ) শ্রেণী-চতুষ্টয়ান্তর্গত ব্যক্তিবর্গ যাহাতে স্বধর্ম্মানুগত সংস্কার, শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত অনুষ্ঠানাদি পালন করেন, তৎপক্ষে সভা যথোচিত চেষ্টা করিবেন।

(ই) শ্রেণী-চতুষ্টয়ান্তর্গত নিঃস্ব ও বিপন্ন ব্যক্তিবর্গের সাহায্যার্থ একটী স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে। উক্ত ভাণ্ডার সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী কোন ব্যাঙ্কে ধনরক্ষকের নামে জমা থাকিবে কিম্বা সেই টাকায় কোম্পানির কাগজ কেনা হইবে।

(ঈ) শ্রেণী-চতুষ্টয়ের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন ও পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধস্থাপনকল্পে সভা প্রবন্ধ-প্রকাশ, বক্তৃতাদান এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(উ) এই সভার উদ্দেশ্যসাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ইহার অনুরূপ শাখাসভা সংস্থাপিত করা হইবে এবং সেই সকল সভার উদ্দেশ্য এই সভার অনুগত হইবে।

(ঊ) শ্রেণী-চতুষ্টয়ের সাধারণ (common) আচার ব্যবহার ও সংস্কারাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যসাধনোপযোগী কর্ত্তৃত্ব সভার হস্তে থাকিবে। এই কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনভার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক নেতার (গোষ্ঠীপতি, সমাজপতি, দলপতি প্রভৃতির) উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(ঋ) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চারি শ্রেণীর কায়স্থের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এবং দল আছে, তাহার সংখ্যা ও গঠনপ্রণালী (constitution) সংগ্রহ করিয়া সভা একটী বিবরণ প্রস্তুত করিবেন।

৪। (অ) শ্রেণী-চতুষ্টয়ান্তর্গত যে সকল ব্যক্তি সভার উদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রকাশপূর্ব্বক সভার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অন্ততঃ বার্ষিক ৩৲ তিন টাকা অগ্রিম চাঁদা ও ১৲ টাকা প্রবেশিকা প্রদান করিবেন, তাঁহারা এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন। কিন্তু ৭ (আ) প্রকরণের লিখিত মত শাখা-সভার কোন সভ্য বা অপর কোন কায়স্থ বার্ষিক ১৲ এক টাকা চাঁদা ও প্রবেশিকা ১৲ টাকা দিলে মূল সভার সভ্য হইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহারা সভা হইতে প্রকাশিত কায়স্থ-পত্রিকা বিনা মূল্যে পাইবেন না। সভ্য না হইলেও ২৲ টাকা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিলে কায়স্থ-পত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। যদি কোন সভ্য ইহার অতিরিক্ত চাঁদা বা প্রবেশিকা দিতে ইচ্ছা করেন, সভা তাহাও সাদরে গ্রহণ করিবেন। বিশেষ বিশেষ স্থলে সভ্যগণের পক্ষে নির্দ্ধারিত বার্ষিক দেয় চাঁদার সমস্ত বা কিয়দংশ ছাড়িয়া (exempt) দিবার অধিকার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির থাকিবে।

(আ) যাঁহারা এককালীন ১০০৲ এক শত টাকা দান করিবেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন বিনা চাঁদায় সভ্য (life-member) থাকিবেন।

(ই) যদি কেহ চরম পত্রের (will) দ্বারা ঐরূপ ১০০৲ টাকা দান করেন, তাহা হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীর মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ (senior), তিনিই আজীবন সভ্য থাকিবেন।

(ঈ) আজীবন সভ্যের চাঁদা যাহা আদায় হইবে তাহা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকিবে। উহা ব্যয় করিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না। তাহার সুদ কায়স্থ-সভার হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

৫। সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের জন্য সভা কর্ত্তৃক সভ্যবৃন্দ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া নিয়মানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন :—

(অ) এক জন সভাপতি। ইনি পর্য্যায়ক্রমে বর্ষে বর্ষে শ্রেণী-চতুষ্টয় হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

(আ) দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণী হইতে এক এক জন সহযোগী সভাপতি বর্ষে বর্ষে নিয়োজিত হইবেন।

(ই) এক জন প্রধান সম্পাদক (secretary) ও প্রয়োজন হইলে দুই বা ততোধিক প্রধান সম্পাদক ও চারি শ্রেণী হইতে চারিজন সহযোগী (joint) সম্পাদক এবং প্রয়োজন হইলে একজন বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক নিয়োজিত হইবেন।

(ঈ) "কায়স্থ-পত্রিকা" সম্পাদন জন্য সম্পাদকীয় সমিতি গঠন অথবা সভ্যগণ হইতে এক জন প্রধান সম্পাদক (editor) ও একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। প্রয়োজন হইলে উভয় সম্পাদক একাধিক বর্ষ জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(উ) এক জন ধনরক্ষক ও দুই জন আয়-ব্যয়পরীক্ষক নিয়োজিত হইবেন। সভা ইচ্ছা করিলে একই ব্যক্তিকে প্রধান সম্পাদক ও ধনরক্ষকপদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(ঊ) সভা আবশ্যক বিবেচনা করিলে একজন সভাপণ্ডিত, প্রত্যেক শ্রেণীর এক একজন কুলাচার্য্য ও সভার প্রচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৬। (অ) বর্ষ মধ্যে কোন কর্ম্মচারীর পদ শূন্য হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সেই পদ পূর্ণ করিতে পারিবেন।

(আ) বর্ষ অতীত হওয়ার পরে, সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে। যতদিন সেই অধিবেশন না হয় ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ষের কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ কার্য্য যথানিয়মে সম্পাদন করিবেন।

(ই) সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি প্রস্তাবযোগ্য বিষয়াদি ও কর্ম্মচারি-নিয়োগাদির খসড়া প্রস্তুত করিয়া বার্ষিক সভায় উপস্থিত করিবেন।

(খ) শাখা-সভা।

শাখা সভা-স্থাপন ও তাহার সহিত মূল-সভার সম্বন্ধ বিষয়ক ব্যবস্থা।

৭। (অ) সভার উদ্দেশ্যসাধন জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থানীয় কায়স্থদিগকে লইয়া এক একটী শাখা-সভা গঠন করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে যেখানে যেখানে কায়স্থসভা গঠিত হইয়াছে, সেই সকল সভা ইচ্ছা করিলে মূল

সভার শাখারূপে গণ্য হইতে পারিবে। কায়স্থসভার উদ্দেশ্যবিরুদ্ধ কোন কার্য্য কোন শাখা-সভা হইতে সম্পাদিত হইলে, সেই শাখা-সভার সহিত সম্বন্ধ লোপ করিতে মূল সভার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এতদ্ভিন্ন শাখা-সভার গঠনপ্রণালী, কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্যাদি নির্ব্বাহ সম্বন্ধে মূল সভার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না।

(আ) ভিন্নস্থানে কোন কায়স্থ-সভা মূল সভার শাখা-সভারূপে গণ্য হইতে ইচ্ছা করিলে সেই শাখা-সভা মূল সভার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ৫৲ টাকা চাঁদা ও এক টাকা প্রবেশিকা দিতে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি শাখা-সভার অবস্থা বিবেচনায় ও বিশেষ কারণ বশতঃ নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক চাঁদা সমস্ত বা কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

(ই) মূলসভা হইতে প্রকাশিত "কায়স্থ-পত্রিকা" ও পুস্তকাদি প্রত্যেক শাখা-সভাও প্রচারকগণ এক এক খণ্ড বিনা মূল্যে পাইবেন।

(ঈ) মূল সভার সভ্য ব্যতীত কেহ শাখা সভার সম্পাদক এবং সভাপতি হইতে পারিবেন না।

৮। শাখা-সভার সভ্যগণের ও কর্ম্মচারীবর্গের একটী সম্পূর্ণ তালিকা মূল সভা থাকিবে এবং শাখা সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ বা নিয়মাবলী যখন যাহা প্রকাশিত হইবে তাহার এক এক প্রস্থ নকল শাখা-সভার সম্পাদক মূল সভায় পাঠাইয়া দিবেন।

৯। মূল সভার উদ্দেশ্যসাধনার্থ, প্রয়োজন হইলে, প্রত্যেক শাখা-সভা মূল সভার প্রতিনিধিস্বরূপ সভার মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন এবং তাঁহাদের এই চেষ্টার ফলাফল মূল সভাকে জানাইবেন।

১০। সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মানুযায়ী সকল কার্য্য সম্পাদনার্থ সম্পাদক সকল সময়েই শাখা-সভার সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন এবং শাখা-সভাগুলিও মূল সভার সম্পাদকের নিকট কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী স্মরণ রাখিয়া যথাযথ উত্তর দিবেন।

(গ) সভার অধিবেশন ও কার্য্য।

১১। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সভার বর্ষগণনা হইবে।

১২। সভার বার্ষিক অধিবেশন, চৈত্র মাসে কিংবা অন্য যে কোন সময়ে হইতে পারিবে।

১৩। (অ) প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার সভার সাধারণ অধিবেশন বা সম্মিলন হইবে। এতদ্ভিন্ন, কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অথবা অন্যূন

২০ জন সভ্য হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক পত্রদ্বারা অভিপ্রায় জানাইলে, বা সভাপতি অনুমতি করিলে, সম্পাদকের আহ্বানে, বিশেষ সাধারণ-সভা আহূত হইবে। ঐ ঐ অধিবেশনে শাখা-সভাসমূহ এবং মফঃস্বলস্থ কায়স্থ সমাজ সকল এক এক জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। ঐ প্রতিনিধি (delegate) এক জন সভ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। অন্ততঃ ১৫ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে সাধারণ সভার কার্য্যারম্ভ (quorum) হইবে না।

(আ) সভ্যবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা স্ত্রীলোক, তাঁহারা প্রতিনিধি দ্বারা সভার সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

(ই) কায়স্থ ভিন্ন অপর কেহ প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না। প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির নিকট স্বীয় স্বীয় প্রতিনিধিত্বের নিদর্শন দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(ঈ) মূল সভার বা শাখা সভার সভ্য ব্যতীত কেহই সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারিবেন না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থলে সভাপতি উপস্থিত সভ্যদের মত লইয়া মূল সভা কিম্বা শাখা-সভার সভ্য ভিন্ন উপস্থিত অপর কায়স্থকে সভায় ভোট দিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

১৪। সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সহযোগী সভাপতিগণের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ (senior) অথবা একজন সহযোগী সভাপতি হইলে তিনিই সভাপতির আসন প্রাপ্ত হইবেন। উপস্থিত সহযোগী সভাপতির প্রস্তাবে অপর কোন সভ্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবেন। সভাপতি ও সহযোগী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে সভ্যগণ তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে সভাপতি মনোনীত করিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

১৫। সভাপতি কার্য্যারম্ভের অনুমতি প্রদান করিলে, সভার কার্য্য নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে সম্পাদিত হইবে—

(অ) সভার পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

(আ) সভার পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অধিবেশনের ব্যবধানকালে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনগুলিতে যে যে কার্য্য হইয়াছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ।

(ই) সভ্য-নির্ব্বাচন।

(ঈ) সভার বিজ্ঞাপিত কার্য্য

(উ) অন্যান্য বিবিধ কার্য্য।

১৬। কোন বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময়ে কোন সভ্য সেই বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় একবার এবং প্রস্তাবক দুই বারের অধিক বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তবে অধিকাংশ সভ্যের মত বা সভাপতির অনুমতি পাইলে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

১৭। সভার বার্ষিক অধিবেশনে, আগামী বর্ষের কর্ম্মচারিগণ, পত্রিকা সম্পাদক এবং সম্পাদকীয় সমিতি ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যবৃন্দ নির্ব্বাচিত হইবেন। উক্ত অধিবেশনে সভার বিগত বর্ষীয় কার্য্যবিবরণী (যাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক উপস্থিত করা হইবে) আলোচনা করিতে ও তৎসম্বন্ধে মন্তব্য সভায় বিচারার্থ উপস্থিত করিতে, প্রত্যেক সভ্যেরই অধিকার থাকিবে। বার্ষিক অধিবেশনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্যের নিকট নিম্নলিখিত ৪৫ সংখ্যক নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত বিগত বর্ষীয় আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণের খস্‌ড়া সম্পাদক প্রেরণ করিবেন।

১৮। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-পরিচালনার জন্য সভার উদ্দেশ্যানুরূপ নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে ও উক্ত সমিতির কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে সভা পারিবেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সভার এই নির্দ্দেশের ব্যতিক্রমে কোন কার্য্য করিবেন না।

১৯। চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের অর্থ যে ভাবে ব্যয়িত হইবে, তাহার সাধারণ নিয়মাবলী এবং সভার সর্ব্ব প্রকার আয়ব্যয়ের পরিমাণ (budget) স্থির করিবার অধিকার সভার থাকিবে।

(ঘ) সভ্য-নির্ব্বাচন ও সভ্যের অধিকার।

২০। শ্রেণীচতুষ্টয়ান্তর্গত, হিন্দুসমাজভুক্ত, প্রাপ্তবয়স্ক কায়স্থমাত্রই সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ হইবে,—কায়স্থসভার সাধারণ বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে, তাঁহার নির্ব্বাচন, একজন সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও অপর সভ্য কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে তিনি সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

২১। যথারীতি নির্ব্বাচনের পর, সম্পাদক, নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকট তাঁহার নির্ব্বাচন-সংবাদ ও তৎসহ সেই সময়ে প্রচলিত একখণ্ড নিয়মাবলী পাঠাইবেন।

২২। উক্ত ব্যক্তি তাঁহার নির্ব্বাচন-সংবাদ-প্রাপ্তির এক মাস মধ্যে প্রবেশিকা

ও অগ্রিম বার্ষিক দেয় চাঁদা প্রদান না করিলে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না এবং সভ্যের কোন অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

২৩। "কায়স্থ-পত্রিকা" ও সভা কর্ত্তৃক যাহা কিছু মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, প্রত্যেক সভ্য তাহার এক এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সভা যাহা প্রকাশ করিবেন তাহা এ নিয়মের অন্তর্গত হইবে না।

২৪। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া বা মৌখিক প্রশ্ন দ্বারা সভার অবস্থা, হিসাব ব্যবস্থা ও অন্যান্য সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং সভার কার্য্যালয়ে স্বয়ং আসিয়া সম্পাদকের সম্মতিক্রমে হিসাব ও গ্রন্থাদি দেখিবার অধিকার সকল সভ্যেরই থাকিবে।

২৫। সভার সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব-প্রকার আলোচনায় যোগদান করা এবং কোন মন্তব্য বিচারার্থ উপস্থিত হইলে তাহাতে স্বীয় মত প্রকাশ করিবার অধিকার সকল সভ্যেরই থাকিবে।

২৬। কোন সভ্যের দেয় চাঁদা বর্ষ মধ্যে প্রদত্ত না হইলে তাঁহার নাম, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সম্মতিক্রমে, সভ্যের তালিকা হইতে পর বর্ষে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(ঙ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উদ্দেশ্য ও গঠন-প্রণালী।

২৭। সভার কর্ম্মচারিগণ এবং ২৮শ নিয়মের লিখিত নির্ব্বাচিত ৬০ জন সভ্যকে লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইবে। সভার সভাপতি, সহযোগী সভাপতিগণ এবং সম্পাদকগণ, ধনরক্ষক, সহযোগী সম্পাদকগণ, আয়ব্যয়ের পরীক্ষকদ্বয় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ঐ ঐ পদে যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

২৮। (অ) যথাসম্ভব দক্ষিণরাঢ়ী ১৫জন, বঙ্গজ ১৫ জন, উত্তররাঢ়ী ১৫ জন ও বারেন্দ্র ১৫ জন সভার বার্ষিক অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন; নির্ব্বাচনকালে মফঃস্বল হইতে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য যাহাতে পাওয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু সমিতি বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিলে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(আ) শাখা সভার সম্পাদকগণের অথবা সভাপতিগণের, মূল সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইবার অধিকার থাকিবে।

(ই) যদি কোন শ্রেণীর মধ্য হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দিষ্ট সভ্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সভা অন্য শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচন দ্বারা ঐ সংখ্যা পূরণ করিতে পারিবেন।

(ঈ) কোন সভ্যের হাল সনের চাঁদা অনাদায় থাকিলে পরবর্ত্তী সনের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির জন্য তিনি মনোনীত হইতে পারিবেন না এবং কর্ম্মচারীও হইতে পারিবেন না।

(উ) সভার কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য হইতে পারিবে না।

(ঊ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য সভা হইতে কোন প্রকার আর্থিক লাভ করিতে পারিবেন না।

২৯। সভার সাধারণ অধিবেশনে শ্রেণী-চতুষ্টয়ান্তর্গত কোন শ্রেণীর উপস্থিত সভ্যবর্গ, যদি একমত হইয়া, অথবা অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের মতানুসারে, তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ কোন সভ্যকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে অপর শ্রেণীর সভ্যবর্গের তাহাতে আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে না।

৩০। যতদূর সম্ভব প্রতি মাসে একবার করিয়া এই সমিতির অধিবেশন হইবে। এতদ্ভিন্ন প্রয়োজন হইলে, কিম্বা ৮ জন সভ্য হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক পত্র লিখিলে, সম্পাদক সমিতির অতিরিক্ত অধিবেশন করিতে পারিবেন।

৩১। ৬ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইবে না। ১৮শ নিয়মানুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি স্থিরীকৃত হইবে।

৩২। সভার বেতনভোগী কর্ম্মচারী ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিবার এবং তাঁহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ও তাঁহাদের দোষ সাব্যস্ত হইলে, তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির থাকিবে।

৩৩। কায়স্থ জাতির শ্রেণীচতুষ্টয়ের প্রাচীন ও বর্ত্তমান আচার ব্যবহার, সংস্কার, রীতিনীতি, বংশাবলী ও প্রাচীন বিবরণাদি প্রকাশ-করণোপলক্ষে প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুসন্ধান, ক্রয় ও মুদ্রণ অথবা নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সম্ভবমত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন।

৩৪। সভার সমস্ত কার্য্যই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে ও কর্ত্তৃত্বে নির্ব্বাহিত হইবে। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সভার আদেশ ও ১৮শ নিয়মের ব্যতিক্রমে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না।

৩৫। স্থায়ী ভাণ্ডারের যাবতীয় অর্থ যে ভাবে খাটাইতে (invest) হইবে, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিদ্ধারিত হইবে এবং ধনরক্ষক তদনুসারে সমস্ত টাকা নিয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৬। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্য উপযুক্ত কারণ ভিন্ন যদি ক্রমান্বয়ে সমিতির ৪টী অধিবেশনে অনুপস্থিত হন, তবে তাঁহার পদ শূন্য হওয়া গণ্য করিবার অধিকার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির থাকিবে এবং তাঁহার স্থানে নূতন সভ্য মনোনয়নের জন্য যে শ্রেণীর সভ্যের পদ শূন্য হইবে সেই শ্রেণী হইতে সেই পদ পূর্ণ করিতে হইবে।

৩৭। বর্ষ শেষে, সভার বার্ষিক অধিবেশনে ৪৫ সংখ্যক নিয়মানুযায়ী অনুমোদিত আয় ব্যয়ের তালিকা এবং বিগত বর্ষের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও শাখা-সভাগুলির কার্য্য বিবরণের সারাংশ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি মূলসভায় উপস্থিত করিবেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইবে।

৩৮। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের মূলধনজাত আয় হইতে সভার নির্দ্দেশ মত ব্যয় করিবার অধিকার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির থাকিবে।

(চ) সম্পাদকের কার্য্য ও অধিকার।

৩৯। সম্পাদক প্রত্যেক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক, সাধারণ অধিবেশন-স্থলে অন্ততঃ ৭ দিন পূর্ব্বে এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন-স্থলে, অন্ততঃ ৩ দিন পূর্ব্বে, পত্র দ্বারা সভ্যগণকে জ্ঞাপন করিবেন।

৪০। সম্পাদক সভ্য বা অন্যের পত্রাদি প্রাপ্ত হইলে তৎসম্বন্ধে আপন বিবেচনানুসারে বা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মতানুসারে কার্য্য করিয়া তাহার ফল পত্রপ্রেরককে জানাইবেন।

৪১। অন্যূন ১০ জন সভ্য উক্ত পত্রাদি সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্য পত্র দ্বারা অনুরোধ করিলে, সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সহ তাহা সাধারণ অধিবেশনে, বা অন্যূন ৫ জন সভ্য ঐ প্রকার অনুরোধ করিলে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাহা উপস্থিত করিবেন।

৪২। সম্পাদক সভার মাসিক আয়ব্যয়বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং তিন মাস অন্তর আয়ব্যয় পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া চতুর্থ মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

৪৩। সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী নিয়মিত ব্যয় ব্যতীত

৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় নিজে করিতে পারিবেন; কিন্তু উক্ত সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে ঐ ব্যয় মঞ্জুর করাইয়া লইবেন।

৪৪। যদি কোন অনিবার্য্য কারণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মত না লইয়াই সম্পাদককে কোন কার্য্য করিতে হয়, তবে তিনি তদ্রূপ করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পরবর্ত্তী অধিবেশনে ঐ কার্য্য অনুমোদিত করাইয়া লইবেন।

৪৫। সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের পূর্ব্বে সভার বাৎসরিক আয়-ব্যয়তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিজের ও বার্ষিক অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে তাহার সভাপতির স্বাক্ষর এবং আয়ব্যয় পরীক্ষকদ্বয়ের মন্তব্যসহ তাহা বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং সেই সঙ্গে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদিত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীও দিবেন।

৪৬। কাগজপত্র, পুঁথি, পুস্তকাদি এবং শীলমোহর প্রভৃতি সভার যাবতীয় দ্রব্য সম্পাদকের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে।

৪৭। সভার নিমিত্ত অভিপ্রেত অর্থাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। সম্পাদক রসিদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন ও নিম্নের ৫২ সংখ্যক নিয়মানুযায়ী ভাণ্ডারের জন্য যে টাকা আসিবে, তাহা ধনরক্ষকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪৮। উপরিলিখিত ৪৭ সংখ্যক নিয়মানুসারে স্থায়ী ভাণ্ডার ব্যতীত সভার প্রাপ্ত অর্থ ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত সভার তহবিলে জমা থাকিবে, তদতিরিক্ত সমস্ত টাকা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ব্যাঙ্কে সভার নামোল্লেখে সম্পাদক রাখিবেন।

৪৯। সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহযোগী সম্পাদকের মধ্যে ১ জন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

(ছ) পত্রিকাসম্পাদকের বা সম্পাদকীয়সমিতির কার্য্য ও অধিকার।

৫০। সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন পত্রিকাসম্পাদক ও সম্পাদকীয় সমিতি কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী পত্রিকা সম্পাদনের সম্পূর্ণ অধিকার পাইবেন। সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক পত্রিকা-সম্পাদকের বা সম্পাদকীয় সমিতির অধীনে বা উপদেশমত কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। পত্রিকাসম্পাদকের অসুস্থতায় অনুপস্থিতিকালে সম্পাদকীয় সমিতির অনুমত্যনুসারে সহকারী পত্রিকাসম্পাদক পত্রিকাসম্পাদকের ভার গ্রহণ করিবেন। সম্পাদকীয় সমিতির তিনজন সদস্য উপস্থিত থাকিলে উক্ত সমিতির অধিবেশনের কার্য্য (quorum) হইতে পারিবে।

৫১। পত্রিকাসম্পাদনার্থ যাহা কিছু ব্যয় প্রয়োজন হইবে, পত্রিকাসম্পাদক কিম্বা সম্পাদকীয় সমিতি সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা ব্যয় করিতে পারিবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করিলে প্রবন্ধলেখককে পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক দিতেও পারিবেন। অসমর্থ হইলে প্রবন্ধলেখককে বিনা চাঁদায় সভার সভ্য পদ দেওয়া যাইবে।

(জ) ন্যাসী ও স্থায়ী-ভাণ্ডার।

৫২। ৩য় (ই) নিয়মে বর্ণিত স্থায়ী-ভাণ্ডার ধনরক্ষকের নামে রক্ষিত থাকিবে।

৫৩। সভার স্থায়ী-ভাণ্ডার নিম্নলিখিত প্রকারে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা স্থাপিত হইবে—

(অ) সভ্যগণের পারিবারিক শুভাশুভ ঘটনা উপলক্ষে দান।

(আ) সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা ও পুস্তকাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে সংপ্রকাশাদির ব্যয় বাদে মুনফা।

(ই) কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত স্থায়ী-ভাণ্ডারে এককালীন দান।

(ঈ) সভা বা শাখাসভা কর্ত্তৃক স্থায়ী-ভাণ্ডারে সাময়িক দান।

(ঝ) ধনরক্ষকের কার্য্য।

৫৪। ১৯শ প্রকরণের লিখিত সাধারণ নিয়মাবলী অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যে মন্তব্য স্থির করিবেন, তদ্দৃষ্টে ধনরক্ষক স্থায়ী ভাণ্ডারের মূলধনজাত আয় হইতে নিরূপিত অর্থ সম্পাদককে দিবেন।

৫৫। ধনরক্ষক স্থায়ী-ভাণ্ডারের আয় ব্যয়ের রীতিমত হিসাব রাখিবেন এবং প্রতিবর্ষে সভার বার্ষিক অধিবেশনে সেই হিসাব উপস্থিত করিবেন। উক্ত হিসাব সভার বার্ষিক বিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে।

৫৬। ব্যাঙ্ক হইতে আবশ্যক মত সম্পাদক কিম্বা ধনরক্ষক যাঁহার নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা থাকিবে তিনি চেক সহি করিয়া টাকা লইতে পারিবেন।

৫৭। সভার সম্পাদকের স্বাক্ষরিত নিদর্শনপত্র (voucher , ভিন্ন ধনরক্ষক কাহাকেও কিছু দিবেন না এবং কোনরূপ ব্যয় করিবেন না।

(ঞ) আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য।

৫৮। আয়ব্যয়-পরীক্ষক অন্ততঃ প্রতি তিনমাস অন্তর সভার আয়ব্যয়ের হিসাব চেক্ করিয়া দেখিয়া মন্তব্য লিখিয়া দিবেন এবং সভার বার্ষিক অধিবেশনের অব্যবহিত

পূর্ব্বে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির যে অধিবেশন হইবে তাহার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত আয়-ব্যয় হিসাব পরিদর্শন করিয়া আয়-ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয়, কিম্বা কেহ অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে পরিদর্শন করিতে অসমর্থ হইলে, অপর একজন বিশিষ্ট সভ্য পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য লিখিয়া দিবেন। উক্ত মন্তব্য বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হইবে।

(ট) সাধারণ।

৫৯। সভার নিয়মাবলীর বিপরীত কোন কার্য্য ঘটিলে, তাহার ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার ভার সভার হস্তে থাকিবে।

৬০। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের অধিকার সভার থাকিবে।

গৌড়-কাহিনী।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"কে তুমি! শিবরাজ!"

"হাঁ, আশ্চর্য্যান্বিত হইলে যে?"

"সমরক্ষেত্র ছাড়িয়া তুমি সহসা এখানে?"

"বিশেষ সংবাদ আছে।"

"শুভ, না, অশুভ?"

"অশুভ হইলে স্বয়ং আসিতাম না—দূত পাঠাইয়াই কার্য্য শেষ করিতাম।"

"তবে শুভ?"

"নিশ্চয়।"

"কি সংবাদ?"

"আমরা সসৈন্যে যথাকালে ভাগীরথী পার হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম।"

"তারপর?"

"তারপর, অপর পারে বরেন্দ্রীতে উপস্থিত হইয়া বিজয়রাজের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইলাম।"

"শত্রুরা বাধা দেয় নাই?"

"বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হইয়াছে।"

"যুদ্ধ হইয়াছিল?"

"হাঁ"।

"কতক্ষণ?"

"দুই দিন ব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হয়।"

"কোথায়?"

"নিদ্রাবলী রাজ্যের ঠিক পূর্ব্ব প্রান্তে।"

"কাহার সহিত?"

"প্রথম দিন ভীমের সীমান্ত রক্ষকগণের সহিত।"

"ফল কি হয়?"

"আমাদের আকস্মিক আক্রমণের ফলে রক্ষকগণ সৈন্যদলসহ সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া কতক পলায়ন করে—কতক বিনষ্ট ও কতক বন্দী হয়।"

"তারপর?"

"তাহার পাঁচ দিন পর ভীমের অধীনে বহু সংখ্যক সৈন্য রক্ষকগণের সৈন্যদলসহ একত্রিত হইয়া পুনরায় আমাদিগকে আক্রমণ করে।"

"তাহাতে কি হয়?"

"সমস্ত দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের সৈন্যদলের মধ্যভাগ কেদারেশ্বর কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, অকুতোভয়ে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়। ফলে অল্পক্ষণ মধ্যেই শত্রু পরাস্ত হয়।

"ভীম এক্ষণে কোথায়?"

"ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে।"

"কেহ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে নাই?"

"কেদারেশ্বর স্বয়ং তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।"

অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরীতে রাজপ্রাসাদের বহির্ব্বাটিকায় একটি নির্জ্জন একতল প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া মহারাজ রামপালদেব ক্রমাগত প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—আর কুমার শিবরাজ একে একে তাহার উত্তর প্রদান করিতেছিলেন। সন্ধ্যা কেবলমাত্র উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরে মহাদেবের আরতী তখনও শেষ হয় নাই! বাহিরের জনকোলাহল তখনও থামিয়া যায় নাই। রাজা রামপালদেব একাকী বিষণ্ণ বদনে একখানি সুখাসনে উপবেশন করিয়া নির্জ্জনে নিজের অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। অতীত জীবনের যত দুঃখময় স্মৃতি

ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্তপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। ভবিষ্যতের সম্বন্ধেও কোন কুল কিনারা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। পিতৃভূমি পুনরধিকার করিবার জন্য মাতুল মহনদেবের সহায়তায় তিনি যে ঘোর যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহার শেষ কোথায়—তাহার ফল কি হইবে—যদি জয়লাভ করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার পরিণাম কি হইবে—এই প্রকার নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তাঁহাকে নিতান্ত চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় হটাৎ তাঁহার কক্ষদ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, দরজায় দাঁড়াইয়া স্বয়ং—কুমার শিরাজ। সহসা শিবরাজকে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি একলম্ফে আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—অবিলম্বে দৌড়িয়া শিবরাজের সম্মুখীন হইলেন, এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। তারপর শুভসংবাদে তাঁহার চিত্ত অনেকটা সুস্থ হইল। তিনি সহর্ষচিত্তে শিবরাজকে গভীর আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর হস্ত ধারণ করিয়া পার্শ্বস্থ একখানি সুখাসনে তাঁহাকে বসাইয়া স্বয়ং নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর একটু অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করিতে করিতে রামপাল দেব বলিয়া উঠিলেন—"ভাই শিবরাজ, তোমার কার্য্যদ্বারা তুমি আমাদে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ করিয়াছ। আর এই কেদারেশ্বর—এও দেখিতেছি এক অদ্ভুত যুবক। যেমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—তেমনি অকুতোভয়—তেমনই দুর্দ্ধর্ষবীর—তেমনি সমরকুশল যোদ্ধা—তেমনি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সেনাপতি। এত অল্প বয়সে একাধারে এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

শিবরাজ। "ঠিক বলিয়াছ। এরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেদিন কেদারেশ্বর তাহার স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব্ব বীরত্ব সহকারে বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ না করিলে আমাদের সমস্ত মন্ত্রণা ও যুদ্ধায়োজন নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া যাইত।"

রাম। ভাল, যুদ্ধের সংবাদ তো শুনিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ তোমার এরূপ অসময়ে আগমনের বিশেষ কারণ কি তাহাতো বুঝিলাম না। এ সংবাদতো একজন বার্ত্তাবহ দ্বারা পাঠাইলেই চলিত।

শিব। বিশেষ কারণ না থাকিলে কি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি!

রাম। বেশ, সেই বিশেষ কারণটাই তো জানিতে চাই।

শিব। আমাদের সমগ্র মিত্রশক্তিসহ আমাদের সমুদয় বল লইয়া অদ্য হইতে

সাত দিনের মধ্যে যেরূপেই হউক ভাগিরথী উত্তীর্ণ হইতে হইবে। বিলম্বে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে।

রাম। আমাদের যোদ্ধাগণ প্রস্তুত হইয়াছে। মিত্রশক্তিগণও নিজ নিজ বাহিনী সুসজ্জিত করিয়াছেন, এরূপ সংবাদ পাঠাইয়াছি। আমাদের আজ্ঞামাত্র তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দলবল লইয়া উপস্থিত হইবেন।

শিব। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। অদ্য রাত্রিতেই সকলের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হউক।

রাম। তাঁহারা কোথায় আমাদের সহিত মিলিত হইবেন, তাহা ঠিক হইয়াছে তো?

শিব। গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গমস্থল আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তথায় সকলে মিলিত হইয়া তথা হইতে নৌবাটক সাহায্যে গঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়াই সুবিধাজনক।

রাম। "তোমার পরামর্শই উত্তম।"

এই বলিয়া রামপাল একজন প্রতীহারকে ডাকাইলেন। প্রতীহার উপস্থিত হইলে তাহাকে আদেশ করিলেন,—কুমার কাহ্নুরদেবকে ডাকিয়া আন।' প্রতীহার বিনা বাক্যব্যয়ে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। তারপর অল্পক্ষণ মধ্যেই কুমার কাহ্নুরদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিশেষে সকলে মিলিয়া মহনদেবের প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। অনন্তর সকলে পরামর্শান্তে স্থির করিলেন যে মিত্রসামন্তনরপতিগণের নিকট তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ জ্ঞাপন করা হইবে এবং স্বয়ং কাহ্নুরদেব তাঁহার পরমাত্মীয় কলিঙ্গাধিপ নরসিংহার্জ্জুনের নিকট সংবাদ লইয়া যাইবেন। তাঁহার উপর গঙ্গা-মহানন্দা সঙ্গমে সমাগত রাজন্যবর্গের অভ্যর্থনার ভার প্রদান করিয়া ও অভ্যর্থনার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন। আরও স্থির হইল যে, কাহ্নুরদেব ফিরিয়া আসিলে অঙ্গরাজ মহনদেব সপুত্র ও সসৈন্যে অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইবেন—রামপাল ও শিবরাজ আর বিলম্ব না করিয়া সেই রাত্রিতেই তাঁহাদের অনুচরবর্গসহ যুদ্ধস্থলে গমন করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(বিগত ১৩২৪ সনের ৫৯৮ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে—"ধর্ম্মাচরণের আবশ্যকতা মানবের প্রত্যক্ষানুভূতি ও দার্শনিক বিচার ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এবং ধর্ম্মাচরণের বিধি শাস্ত্রের সৃষ্টি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।" এই প্রবন্ধের ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনায় এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরা চেষ্টাও করিয়াছি। সেই ভগবান সচ্চিদানন্দ অনন্তদেবের চিন্ময় বক্ষে তাঁহার ইচ্ছা-সঞ্চালিত তাঁহারই শক্তির (মায়ার বা প্রকৃতির) স্পন্দন প্রবাহ হইতে অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূত সকলের এবং সেই সূক্ষ্ম ও স্থূল ভৌতিক আবরণে আবৃত তাঁহারই চিৎকণা লইয়া ক্রমিক সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে অসংখ্য দেবতা, জীবের ও তাহাদের বাসোপযোগী অনন্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতির এই স্পন্দনের সংখ্যা ক্রম ও তীব্রতার ন্যূনাধিক্য দ্বারা (সাংখ্য দর্শনোক্ত) মহত্তত্ত্বাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে; এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—অনুচৈতন্যপুরুষ জীবভাবাপন্ন হইয়া পরাপ্রকৃতিতে পরিণত হয়। সুতরাং জীব চিত্তের এই প্রাকৃতি স্পন্দনই জীবের সংসার বন্ধনের হেতু। চিত্তের এই স্পন্দন দূর করিয়া চিত্তকে সমতাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত চিত্ত প্রতিষ্ঠিত এই সমতাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই এই প্রকৃতিভবাপন্ন জীবের দুঃখের ও ক্ষণিক সুখের অনুভূতি হইতেছে।

জীবের সংসার বন্ধনের হেতু।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে যে ক্ষণিক সুখানুভূতি হয় তাহাও অচিরে দুঃখেই পরিণত হয়, তাই সর্ব্ববিধ দুঃখের অত্যন্তাভাব সংঘটিত করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করাই আর্য্যগণের প্রায় দর্শন শাস্ত্রেরই চরম লক্ষ্য। কি ভাবে এই দুঃখের উদয় হয়, কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর দুঃখ থাকে না এই সকল আলোচনাই উৎকৃষ্ট দর্শন শাস্ত্রে সকলের যে বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা এই দর্শনশাস্ত্রাবলী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে ভগবানের উপদিষ্ট সর্ব্বযোগ সমন্বিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগই জীবের এই চিত্তস্পন্দন দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়।

আর্য্যগণের দর্শন শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য।

কি প্রণালী অবলম্বন করিলে প্রমাণ অকাট্য ও বিশুদ্ধ হয় এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালী ও অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা যে অভ্রান্ত, এই তত্ত্বই ন্যায়দর্শন বিশেষ ভাবে আলোচনা ও মীমাংসা করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনে সেরূপ ভাবে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর বিষয় আলোচিত হয় নাই। বৈশেষিক দর্শনেও ঐ বিষয়ের বিশেষ কোন আলোচনা নাই, এই জন্য এই দুইটী দর্শনের উল্লেখ গীতায় দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর নিরপেক্ষ ভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্বালোচনা এবং তাহাদের বিবেক জ্ঞানই মুক্তির কারণ, নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে মুক্তির জন্য জীবের ঈশ্বর পরতন্ত্র হওয়ার কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর দর্শন বলে। পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বগুলি গ্রহণ করিয়া যোগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মুক্তিলাভের পথ পরিস্কার করিতে বলিয়াছেন। এই যোগদর্শন যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া যোগে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে বলিয়াছেন, সেই বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বরও অন্যতর অবলম্বন, তাঁহার মতে ঈশ্বর নিরপেক্ষ বিষয় অবলম্বন করিয়াও জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে, সুতরাং যোগদর্শনে ঈশ্বর অবলম্বন মুক্তির জন্য অবশ্যম্ভাবী নহে।

গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে যে দর্শন শাস্ত্রের যে মত ভ্রান্ত ভগবান গীতায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, কোন স্থানে আভাস দিয়াছেন ও অভ্রান্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

গীতার সর্ব্বযোগ সমন্বিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সাধনা ঈশ্বর পরতন্ত্র। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাহীন নিষ্কাম কর্ম্মযোগী কর্ম্মসম্পাদক হইয়াও সম্পূর্ণ ভাবে অকর্ত্তা; তাহাতে কর্ম্মফলাশ্রয় করিতে পারে না। কিন্তু এই কর্ম্মফল নিরাশ্রয় হইয়াও থাকিতে পারে না। তাই, সচ্চিদানন্দময় ভগবানের যে পরমপদ হইতে অনন্ত জগৎ প্রকাশ হইয়াছে, যে স্থানে প্রবিষ্ট হইলে সেই সচ্চিদানন্দময়ের অন্তরঙ্গা-শক্তি জীবকে তাঁহার সেই সচ্চিদানন্দময় নির্ব্বিকার বিভু স্বরূপে আত্মস্থ করিয়া দেয়, তাহার সেই পরমপদেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগী প্রেমোন্মত্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করিয়া থাকেন—সেই প্রেমময়ের নিস্তরঙ্গ চিদানন্দ সাগরে কর্ম্মসহ কর্ম্মফল নিমগ্ন হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্মযোগীর চিত্তের স্পন্দনও নিশ্চল হইয়া যায়। এই কর্ম্মার্পণই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের একটি প্রধান অঙ্গ—ইহাই জ্ঞানভক্তি সম্মিলিত আত্ম নিবেদন, তত্ত্ব বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের মতই যোগ দর্শনের ও মত বলিয়া যোগদর্শন গ্রহণ করিয়াছেন। যোগানুষ্ঠানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে জীবের মুক্তিলাভের উপায়ই যোগদর্শনের বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়। গীতায় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনায় তত্ত্ব বিষয়ে প্রকারান্তরে

যোগদর্শনেরও আলোচনা করা হইয়াছে, সেই জন্যই গীতায় যোগদর্শনের উল্লেখ নাই। তাহা না থাকিলেও যোগদর্শনোক্ত আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি বিস্তৃত প্রণালীর পরিবর্ত্তে সহজ উপায়ে গীতায় বর্ণিত ধ্যানযোগে অভ্যস্ত হইলে ব্যবহারিক জগতে জাগ্রত না থাকা অবস্থায় যে চিত্ত নিশ্চল থাকিতে পারে এবং তদ্দ্বারা জীব নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ফল জাগ্রতাবস্থাও দৃঢ় করিতে পারে, ভগবান তাহা তাঁহার প্রচারিত কর্ম্মযোগের অঙ্গ স্বরূপ ধ্যানযোগ উপদেশ করিয়া কর্ম্মযোগের সহিত ধ্যানযোগ অন্বিত করিয়াছেন এবং যোগদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তাঁহার প্রচারিত কর্ম্মযোগের অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

সাংখ্য-জ্ঞানিগণের মতে কর্ম্মমাত্রই সংসার বন্ধনের হেতু; মীমাংসাদর্শনের মতে সাধারণতঃ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হইলেও যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম জীবের সুখ ও স্বর্গ সাধন, তাহা বন্ধনের হেতু নহে। ভগবান গীতায় এই উভয় মতই ভ্রান্ত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। গীতার মতে কর্ম্মমাত্রই জীবের বন্ধনের হেতু হইতে পারে না। কর্ম্মমাত্র বন্ধনের হেতু হইলে কোন জীবই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। কারণ কর্ম্মহীন হইয়া থাকিলে কোন জীবেরই জীবত যাত্রা চলিতে পারে না—জীবন রক্ষার জন্য জীব মাত্রকেই অন্ততঃ আহার বিহার গমনাগমন করিতে হইবে, এ সমস্তও কর্ম্ম। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাই চিত্তস্পন্দনের কারণ সুতরাং যেরূপভাবে কর্ম্ম করিলে সংসার বন্ধনোপযোগী ভাবে জীবের চিত্তস্পন্দিত হয়, কেবল সেই ভাবের কর্ম্মই জীবের বন্ধনের হেতু হয়। যেরূপ সুকৌশলে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসারে বন্ধনোপযোগী ভাবে চিত্ত স্পন্দিত না হইয়া সমতাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে,—প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে ভগবান কর্ম্মের সেইরূপ সুকৌশলকেই (গৌণভাবে যোগের অঙ্গ স্বরূপ) যোগ নামে এবং চিত্তের সমতাকেই (মুখ্যভাবে) যোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে কার্য্য থাকে না। কর্ম্মের মূলে চিত্ত স্পন্দনের হেতু বর্ত্তমান না থাকিলে সেরূপ কর্ম্ম কার্য্যরূপ বন্ধনের হেতুও হইতে পারে না। ইহাই ভগবানের উপদিষ্ট কর্ম্ম যোগের নিষ্কাম কর্ম্ম—অকর্ত্তাভাবে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ভগবৎ চরণে কর্ম্মার্পণ। যদি কর্ম্ম একেবারে না করিয়া থাকাও সম্ভবপর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই যে জীব সংসার বন্ধন হইতে নিস্কৃতি পাইবে তাহাও সত্য নহে। চিত্তস্পন্দনের হেতু কর্তৃত্বাভিমান যুক্ত প্রবল কামনা জীবের চিত্তে বর্ত্তমান থাকিলে কর্ম্মের অকরণেও সংসার বন্ধনোপযোগী ভাবে চিত্ত স্পন্দিত হইয়া সংসারে জীবকে আবদ্ধ করিতে পারে। সুতরাং কর্ম্ম মাত্রই যে সংসার বন্ধনের হেতু সাংখ্যজ্ঞানীর এ মত ভ্রান্ত।

যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা জীবের বন্ধন হইতে পারে না মীমাংসাদর্শনের এ ভাবের মীমাংসাও ভ্রান্ত। ভগবানের মতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে জীব বিরত হইবে না। বিবেকী ব্যক্তিগণের পক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম্ম তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধির কারণ। বিবেক শূন্য হইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহাও বন্ধনের হেতু হয়—সল্পস্থায়ী সুখভোগের হেতু স্বর্গাদি প্রাপ্তি ও অনন্ত পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মুক্তি লাভের বিরোধী। স্বর্গাদি সুখভোগ কামনায় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইলে তদ্দ্বারা জীবচিত্ত-স্পন্দন অনিবার্য্য। সুতরাং তাহা সংসার বন্ধনের হেতু হয়। ভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষীণ হইলে পুনরায় জীবকে এই জরামরণশীল এই সংসারেই আসিতে হয়। কর্ত্তৃত্বাভি-নিবেশ ফলাকাঙ্ক্ষা ও সঙ্গ রহিত হইয়া কর্ত্তব্য বোধে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্তশুদ্ধ হয়। এবং তাহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগেরই অঙ্গ বিশেষ এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। গীতায় সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিবাদ গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির স্বাধীন সত্ত্বা বা প্রকৃতিকে চরম দ্বৈতভাবাপন্ন ও ভগবান হইতে পৃথক তত্ত্ববস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই—উহা ভগবানেরই প্রকৃতি বা শক্তি—মায়া।

সাংখ্যমতে জড়বর্গের অন্তর্গত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—মূল প্রকৃতি, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ মহাভূত। একমাত্র পুরুষ চেতন তত্ত্ববস্তু। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই ভগবান নয়টী মাত্র ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিতেছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মেঽভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪
অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"৫

গীতা ৭ম অধ্যায়।

মূল প্রকৃতির গন্ধ তন্মাত্র ভূমি, রসতন্মাত্র অপ্, রূপতন্মাত্র অনল বা তেজঃ, স্পর্শ তন্মাত্র বায়ু, এবং শব্দতন্মাত্র খ বা আকাশ, এবং মন, বুদ্ধি অহঙ্কার এই অপরা প্রকৃতি হইতেই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি জড় বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং এতৎসহ চেতন তত্ত্বপুরুষ সংযুক্ত ও জীবভাবাপন্ন হইয়া পরাপ্রকৃতি নাম ধারণ করিয়া জগৎ সকল ধারণ করিতেছেন, সুতরাং অষ্টবিধ অপরা ও একমাত্র পরাপ্রকৃতির বিভাগ দ্বারাই ভগবান সাংখ্য-দর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এই তত্ত্বগুলি তাঁহারই প্রকৃতি—তাঁহা হইতে উহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। ভগবান মূল প্রকৃতির নাম এই

শ্লোকে করেন নাই, কারণ এই অব্যক্তাপ্রকৃতি বা প্রধান প্রলয়াবস্থায় তাঁহার শক্তিরূপে অভেদ ভাবেই অবস্থান করেন। এই অবস্থায় উহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধও থাকে না। সুতরাং ভগবৎ সংকল্প দ্বারা এই শক্তি চালিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নাম প্রকৃতি না দেওয়াই সঙ্গত—বিভু-সংকল্পে শক্তি ক্রিয়মানা হইলেই তাহাকে প্রকৃতি বলা সঙ্গত। শক্তি ক্রিয়মানা হইলে অতি সূক্ষ্মতত্ত্বরূপে যাহা উদয় হয় তাহাকেই প্রকৃতি বলা সঙ্গত, তাই ভগবান মূল প্রকৃতি বা তাহার নিষ্ক্রিয় শক্তিকে প্রকৃতি নাম প্রদান করেন নাই।

ভগবান দেশ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন তাঁহার শক্তিকে (ব্রহ্ম শক্তিকে) মহদ্ব্রহ্ম নাম প্রদান করিয়াছেন। গীতায় এ সম্বন্ধে গুণত্রয় বিভাগ যোগে ভগবান বলিতেছেন :—

"মমযোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪
সত্ত্বং রজস্তব ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫

গীতা, ১৪শ অধ্যায়।

প্রলয় অবসান সময়ে ভগবচ্ছক্তি এক ভগবৎ সত্তাকেই বহুভাবে প্রকাশ করিতে উন্মুখী হইয়া, ভগবানের প্রেরণার অপেক্ষা করিয়া থাকে না। তখনও গুণত্রয়ের প্রত্যেকটি পূর্ণ, সুতরাং সাম্যাবস্থায় ভগবচ্ছক্তিগত হইয়া ভগবানের মধ্যে অব্যক্ত রূপেই থাকে। উহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রকটিত হয় না। "আমি বহু হইব" ভগবানের এইরূপ সংকল্প মাত্রই ভগবৎ শক্তি ক্রিয়মানা হন। এবং গুণত্রয়ের বৈষম্য সংঘটিত করিয়া প্রকটিতা হন। আপন সংকল্পানুযায়ী ভগবান তাঁহার চিদাভাস এই ব্রহ্মশক্তি বা মহদ্‌ব্রহ্মরূপ তাহার গর্ভাধান স্থানে বীজ স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। গুণময়ী অপরিচ্ছিন্না প্রকৃতি এই চিদাভাস লইয়া জড় জীবরূপে পরিচ্ছিন্না হইয়া অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় সংঘটন করিয়া থাকেন। ভগবানের সংকল্প প্রভাবে সঞ্চালিতা হওয়ার পূর্ব্বে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিহীন হইয়া শক্তি সেই শক্তিমানের সহিত অভেদ অদ্বয় ভাবেই অবস্থান করেন। তাঁহার এই বহিরঙ্গা শক্তি ক্রিয়মানা হইলেও সেই নির্লিপ্ত ভগবানের চিদানন্দ স্বরূপে কোন বিকার আশ্রয় করিতে পারে না। ভগবান আপনার স্পন্দনরূপ নৃত্যময়ী প্রকৃতির (এই

চিদাভাস হইয়া) বহুত্বের অভিনয়ের দ্রষ্টামাত্র হন। এই অর্থে ভগবান গীতায় সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। জীবকেও নির্লিপ্তাবস্থায় দ্রষ্টা স্বরূপ স্বীয় প্রকৃতির নৃত্য দেখিয়া অবিকৃত থাকিতে হইবে। ইহাই ভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য উপায় ও সমতারূপ যোগ।

সাংখ্যদর্শনমতে পুরুষ সকল এক জাতীয় হইলেও প্রত্যেক দেহেই পুরুষ বিভিন্ন। গীতায় ভগবান এই বহু পুরুষবাদ গ্রহণ করেন নাই। বেদান্তদর্শন ও সাংখ্যদর্শনের এই বহুপুরুষ বাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। ভগবৎ সত্তাধিষ্ঠিতা তাঁহারই শক্তির (প্রকৃতির) ভগবানের নিরপেক্ষ কোনরূপ স্বাধীন সত্তা নাই, বেদান্তদর্শনও ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতিবাদ বেদান্ত দর্শনও খণ্ডন করিতে পারেন নাই। প্রকৃতি নামের পরিবর্ত্তে ভগবচ্ছক্তিকে অঘটন-ঘটনা-পটিয়সী মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। অঘটন-ঘটনা-পটিয়সীর অর্থ এই যে স্বাভাবিক ধর্ম্মে যাহা ঘটিতে পারে না—যে কারণ বিকৃত হইয়া এই কার্য্যরূপ জগদাকারে প্রকাশ পাইতে পারে না—সেইরূপ অপরিনামী কারণকেও (পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকিলেও) কার্য্যরূপে যে শক্তি প্রকাশ বা ঘটনা করিতে পটু সেই শক্তির নাম অঘটন-পটিয়সী মায়া। সাংখ্যদর্শন বলেন, কারণ বিকৃত হইয়া কার্য্যরূপ জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। ব্রহ্ম বা পুরুষ বিকার শূন্য অপরিনামী সুতরাং তিনি বিকৃত হইতে পারেন না এবং সেই জন্যই তিনি জগতের কারণও হইতে পারেন না। প্রকৃতিই বিকৃত হইতে পারেন। তাই সাংখ্যদর্শন বলেন, প্রধান বা অদৃশ্য প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি ও চরম দ্বৈততত্ত্ব। উভয়েরই স্বাধীন সত্তা আছে—সাহচর্য্য সংস্কারে কর্ম্মসূত্রে উভয়ে জড়িত হইয়া, প্রকৃতির বিকারে নির্ব্বিকার পুরুষ আপনাকে বিকৃত মনে করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইতেছেন। প্রকৃতি হইতে এই পুরুষের বিবেক জ্ঞানই জীবের মুক্তি।

বেদান্ত দর্শনমতে এক ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু জগৎ ও জাগতিক পদার্থ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কারণ বিকৃত হইয়াই কার্য্যে পরিণত হয়, সুতরাং যদি ব্রহ্মই জগতের কারণ হন, তবে সেই আদি কারণ বিকৃত হইয়া জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম গুণহীন, গুণরূপ কারণ তাহাতে থাকিতে পারে না। তিনি নির্ব্বিকার তিনি কখনও বিকৃত হইতে পারেন না।

তাই বেদান্তদর্শন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ব্রহ্ম যেমন তেমনই আছেন; কেবল তাঁহার এই বিভু স্বরূপের একদেশে তাঁহার শক্তিমায়া এই জগদ্রূপ ভ্রম জন্মাইতে-

ছেন। আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটী শক্তির দ্বারা মায়া এই অঘটন ঘটাইয়া থাকেন। মায়া তাঁহার আবরণ শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা জগদ্রূপ অসত্য পদার্থ তাহাতে বিক্ষেপ করিয়াছেন, তাই জগদ্রূপ (মিথ্যা) দৃশ্য দর্শন হইতেছে। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, বালুকাময় প্রদেশ সূর্য্য রশ্মিতে জল ভ্রম হইয়া মরীচিকার সৃষ্টি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতে জগৎ ভ্রম হইতেছে। রজ্জু ও সূর্য্যরশ্মি যথাক্রমে এই ভ্রম দ্বয়ের আশ্রয় বা আধার; এই আশ্রয় বা আধারই সত্য, সর্প ও জলরূপ আধেয় ভ্রম মাত্র, তাহাদের কোন সত্তা নাই। কিন্তু এ যুক্তিও সঙ্গত হয় নাই। যদি সর্প ও জল নামে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে যথাক্রমে সর্প ও জল বলিয়া দ্রষ্টার ভ্রমের উৎপত্তিই হইতে পারিত না। রজ্জুর ও সূর্য্যরশ্মির যেমন অস্তিত্ব আছে, সেইরূপ সর্প ও জলের ও অস্তিত্ব আছে, কেবল রজ্জুতে সর্প নাই, সূর্য্যরশ্মিতেও জল নাই তথাপি অসম্যক্ দৃষ্টিতে যথাক্রমে সর্প ও জলরূপ দৃশ্যের উদয় হয়—এইমাত্র ভ্রম যদি জীবের বুদ্ধিতে পূর্ব্বানুভূতি মূলক জগদ্রূপ পদার্থের সংস্কারই না থাকিত তাহা হইলে সে সংস্কার কোথা হইতে আসিল? যদি বলা যায়, তাহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে—সেই জন্মের সংস্কারই বা কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরেও তৎপূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হইতেই তাহা উৎপন্ন বলিলে উপপাদ্য ও উপপাদকেও বিরাম থাকে না, অনবস্থা দোষ ঘটিয়া যায়। সুতরাং বেদান্ত দর্শনের উক্তরূপ দৃষ্টান্তমূলক যুক্তির সারবত্তা অতি অল্প।

জীবের কর্ম্মসূত্রই জাগতিক বিষয়ের সহিত অহং মমতাভিমানী ঐ জীবরূপী কর্ত্তাকে জড়িত করিয়া সংসারে জীবকে আবদ্ধ করে। এ তত্ত্ব সকলেই স্বীকার করেন। বেদান্তদর্শন মতে যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা অসৎ জগদ্রূপ কোন পদার্থই নাই, তাহা সম্পূর্ণ অসৎ—কেবল ভ্রমমাত্র। প্রবল ও সম্যক বিবেক দৃষ্টিতে জগদ্ ভ্রম উড়িয়া গেলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই থাকে না, সুতরাং বিষয়ের সহিত সে আর কিরূপে জড়িত হইবে? সদা মুক্তজীব মুক্তাবস্থায়েই থাকিয়া যান। কার্য্যকারণ সম্বন্ধহীন ব্রহ্ম হইতে কার্য্যকারণরূপ সম্বন্ধযুক্ত জগতের উৎপত্তি কার্য্যকারণরূপ যুক্তি অবলম্বনে সিদ্ধ হয় না, উহা মানব বুদ্ধির অগোচর। তাই বেদান্তদর্শন সিদ্ধান্ত করিলেন, যে সেই ব্রহ্ম পদার্থের একদেশে যে জগদ্ ভ্রম বিবর্ত্তিত হয়—এরূপ অঘটন ঘটাইবার ক্ষমতা সেই ব্রহ্মশক্তি মায়ারই আছে। কারণ, তিনি এই অঘটন ঘটাইতে সম্পূর্ণ পটু। ইহার সহজার্থ এই যে, আমরা কার্য্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত জীব, কি ভাবে যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উপলব্ধি হয় তাহা আমরা বুঝি না। তাহা সেই

পরব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তির এভাবে হয়, আমরা বুঝাইতে অক্ষম। জগৎ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শন যে ভাবের অসৎ বাদ সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন, ভগবান সে ভাবের অসৎ বাদ স্বীকার করেন নাই। ভগবান বলিতেছেন :—

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৭
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥"১৯

গীত ৯ অধ্যায়।

অর্থ :—

আমি (জগতের) গতি, পোষণ কর্ত্তা, নিয়ন্তা, দ্রষ্টা, ভোগস্থান রক্ষক হিতকারী, স্রষ্টা প্রলয়ের স্থান জগতের আদি কারণ (অবিনাসী বীজ)।১৮

হে অর্জ্জুন! আমিই (আদিত্য স্বরূপে) তাপ দিয়া থাকি। (গ্রীষ্মকালে) আমিই বৃষ্টি বর্ষণ ও বৃষ্টি আকর্ষণ করি, আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু। আমিই স্থূল (স্থূলরূপ সৎ সূক্ষ্ম (অদৃশ্যরূপ অসৎ)॥১৯

এইরূপ বলিবার ভগবানের অভিপ্রায় আমাদের এই বলিয়া ধারণা হয় যে :— যাহা সূক্ষ্ম অব্যক্তাবস্থা হইতে স্থূল ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং যাহা অচিরেই পুনরায় সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহাকে "অসৎ" নামে অভিহিত করিতে চাও তাহা কর কিন্তু এরূপ সৎ বা অসতের অব্যয় বীজ আমি—এইরূপ অসজ্জগতের অবিনাশী আদি কারণ আমাতেই আছে। আমারই সংকল্পানুযায়ী, আমারই শক্তি চালিত হইয়া দেশ কাল আকারাদিরূপ পরিচ্ছদে সেই আদি অবিকৃত কারণকে পরিচ্ছিন্ন ও খণ্ডাকারে আকারিত করিয়া তদ্রূপে খণ্ডাকার ও পরিচ্ছদে আবৃত জীবের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকে। আমি অনন্ত আকাশের মত নির্লিপ্ত থাকিয়া আকাশোত্থিত বহু মেঘখণ্ড দ্বারা পরিচ্ছিন্নতার মত আমারই বক্ষে প্রবাহিত আমার এই শক্তির খেলাকে দ্রষ্টা, স্রষ্টা, পরিপোষ্টা ও সংহর্ত্তা হইয়া সেই নির্ব্বিকার অনন্ত অসীমই রহিয়াছি। জগৎ কিছুই নহে—আকস্মিক একটা ভ্রম দৃষ্টি মাত্র, জগতের এরূপ অসৎবাদ ভগবান স্বীকার করেন না। ভ্রমের আশ্রয় বা আধার আশ্রিত বা আধেয় এই উভয়েরই সত্তা আছে। "কিছু না" বলিলে বুঝা যায় যে, কিছু বলিয়া পদার্থ আছে, কেবল উপস্থিত আধারে সেই কিছুর অভাব মাত্র, অন্যত্র অন্য বস্তুতে সে কিছু আছে। এই অর্থেই লোকে বলে, কিছু না কিছু। প্রারব্ধ কর্ম্ম ও চিরতরে কর্ম্ম-সংস্কার শেষ না হইলে—এ দৃশ্য দর্শন, শ্রাব্য শ্রবণ, স্পর্শ্য স্পর্শনরূপ জগৎ মুছিয়া

যাইবে না। বৈদান্তিকগণের মত অসৎ বাদীর পক্ষে আর একটি দোষ এই হয় যে, এই জগৎকে প্রীতির চক্ষে তাঁহারা দেখিতে পারেন না—কি জানি কিরূপ একটা বিরক্তির চক্ষে দেখিতে হয়। বৈষ্ণব ভক্ত দার্শনিকদিগের মত প্রতি লতা পাতায় জলে স্থলে আকাশে—সর্ব্বত্র প্রেমপূর্ণ চক্ষে ভগবানের লীলাময় মূর্ত্তি দেখিতে পান না। কি জানি কিরূপ একটা বিরক্তির চক্ষে অনন্ত আকাশ সহ জগৎটা মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে দেখিতে হয়। ইহা সাত্ত্বিক বৈরাগ্য নহে, সংসারে বিরক্তি। ভগবান এরূপ অসৎবাদ গ্রহণ করেন নাই। উপনিষদেরও এরূপ অসৎবাদ অভিপ্রেত নহে।

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরকৃত পঞ্চদশী বাজসনেয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্তি উদ্ধৃত ও শ্লোকাকারে পরিণত করিয়া বলিতেছেন :—

"জগদব্যাকৃতং পুর্ব্বমাসীদ্ ব্যাক্রিয়তেঽধুনা।
দৃশ্যাভাং নামরূপাভাং বিরাড়াদিষুতেস্ফুটে॥"৪
পঞ্চদশী, দ্বৈতবিবেক ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

অর্থ :—

জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে ছিল এক্ষণে বিরাট প্রভৃতির নামরূপ দ্বারা নানা দৃশ্য পদার্থ (চেতনাচেতন) রূপে ব্যাকৃত অর্থাৎ নানাবিধ জড় চৈতন্য রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। (পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ।)

এখানে উপনিষদও জগতের ব্রহ্মরূপে স্থিতির কথা বলিতেছেন, বেদান্ত-দর্শন ভ্রম-সর্পের উপাদান কারণ রজ্জু বলিয়া অবধারণ করেন, প্রকৃত পক্ষে ভ্রম-সর্পের উপাদান রজ্জু ও সর্প উভয়ই। রজ্জু দৃষ্টে মায়ার বিক্ষেপ শক্তি প্রভাবে সর্পের দৈর্ঘ্য ও স্থূলতাই মনে জাগিয়া উঠে এবং আবরণ শক্তি প্রভাবে রজ্জুত্ব ঢাকা পড়ে সুতরাং ভ্রমের মধ্যেও মনে প্রকৃত রজ্জুসত্ত্বারূপ উপাদান থাকে। এবং শক্তি ও শক্তির কার্য্য এক বস্তু নহে। কার্য্যে উপাদান রূপ কারণ বর্ত্তমান থাকে—শক্তি দ্বারা কার্য্য প্রকাশ হয় মাত্র। শক্তির প্রভাবে কারণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া, অথবা অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়াও কেবল আকারগত ভেদ সংঘটিত হইয়া কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। গুণগত শক্তি বলে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দুগ্ধ ও দধি হয়; পাষাণ মূর্ত্তি পাষাণের অবস্থানতর প্রাপ্ত না হইয়া ও শক্তির প্রভাবে আকারগত ভেদ হইয়া মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পায়। দধি, দুগ্ধ পাষাণ ও মূর্ত্তি শক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং জগতের কারণ ব্রহ্মে কিছুই ছিল না—ব্রহ্ম বস্তুতেই মায়া জগৎ ভ্রম জন্মাইয়াছে; এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। তাই ভগবান বলিতেছেন সৎও আমি অসৎ বলিয়া যাহার নাম দেও তাহাও আমি। আমরা এ তত্ত্ব পরে বিশেষ

ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সম্পূর্ণ ভাবে বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ ভগবান গ্রহণ করেন নাই। প্রাকৃত ধর্ম্মে নদীর তরঙ্গের মত প্রকৃতিভাবাপন্ন জীবের তরঙ্গায়িত বৃত্তিস্রোত বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ঐ তরঙ্গকুলে আহত হইলে বিপরীত অন্য তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রমে কূলাভিমুখে আগত তরঙ্গের সমতা করিয়া দেয়। সেই ভাবে মীমাংসাদর্শন বলিতেছেন, দেবতার উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম্ম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহা জীবের সংসার বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির কারণই হইবে। উর্দ্ধাভিমুখে ধাবিত তরঙ্গ দ্বারা নিম্নাভিমুখে ধাবিত তরঙ্গ ক্রমে আহত হইয়া যাইবে। ভগবান বলিতেছেন, যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্য সত্ত্ব প্রধান কর্ম্ম। সুতরাং প্রকাশ ধর্ম্মশীল প্রকৃত পদার্থকে দেখাইয়া দিতে পারে বলিয়া তাহা চিত্তশুদ্ধির কারণ কিন্তু তুমি যে ভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বলিতেছ, সে ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ফল অন্য প্রকার হইবে। অহং অভিমান ও স্বর্গাদি সুখ ভোগের কামনা লইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে বিপরীত দিকে তোমার চিত্তের প্রবল স্পন্দন হইয়া সেই সুখের লালসায় তুমি বান্ধা পড়িবে ও পুণ্যক্ষীণ হইলে আবার নিম্নাভিমুখে তোমার গতি হইবে। ফলাকাঙ্ক্ষা, অহং ও কর্তৃত্বাদি অভিমান শূন্য হইয়া তুমি যদি কূলের মত নিশ্চল থাকিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সৎকর্ম্ম কর্ত্তব্য বোধে সর্ব্বদা করিতে পার তবে সত্বরই চিত্তের সর্ব্বতরঙ্গ শমতা প্রাপ্ত হইয়া সৎ বস্তুকে দেখাইয়া দিবে। আর যদি কূলের মত স্থির চিত্তে না থাকিয়া স্বর্গাদি ভোগরূপ ফলের প্রবল কামনা ও কর্তৃত্বাদি অভিমান লইয়া কেবল তরঙ্গই তুলিতে থাক তবে উভয় তরঙ্গের গতি যেরূপ থাকিয়াই যায় সেইরূপ একবার উর্দ্ধে ও একবার নিম্নদিকেই তোমার গতি হইবে—তুমি বার বার স্বর্গসুখ ভোগ করিলেও বার বারই তোমার সংসারে যাতায়াতও ঘুচিবে না। তুমি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

গীতা ও মীমাংসা দর্শন।

এখন পাঠক আমাদের পূর্ব্ব প্রদত্ত কর্ম্মসূত্রের দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করুণ। বেদান্ত-দর্শন সর্ব্বতোভাবে বিষয়ের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া বলিতেছেন :—জগদ্রূপ বিষয়েরই অস্তিত্ব নাই সুতরাং জীবাত্মা কাহার সহিত জড়িত হইবে? ভ্রম দূর হইলে বিষয়ও থাকে না বাসনাদিও থাকে না, নির্ব্বিকার আত্মা নির্ব্বিকার ভাবেই প্রকাশ হন। ভগবান জগতের সেরূপ অসৎবাদ স্বীকার করেন নাই, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইল। সাংখ্যদর্শন বলিতেছেন—কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মসূত্র নির্ম্মিত হয়। জ্ঞানাবলম্বন করিয়া কর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ কর তাহা হইলে প্রাকৃত

প্রত্যেক দর্শনই আপন আপন নির্দ্ধারণ অনুযায়ী মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন। ভগবান তাহা সমন্বিত করিয়াছেন।

বিষয়ের সহিত আর কাহার দ্বারা তোমার বন্ধন হইবে? ভগবান বলিতেছেন, কর্ম্ম একেবারে তুমি পরিত্যাগ করিতে পার না, তাহা হইলে জীবের জীবন যাত্রাই চলে না। বিশেষতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালন করিয়া কর্ম্মসূত্র নির্ম্মাণ না করিলেও কামনা-পরবশ অহং কর্ত্তৃত্বাভিমানী অন্তঃকরণই এই কর্ম্মসূত্রের নির্ম্মাণ করিয়া ওটী-পোকার মত আপনাকে জড়িত করিয়া সংসারে বদ্ধ হইতে পারে। মীমাংসাদর্শন বলিতেছেন—তুমি কর্ম্মসূত্রকে উর্দ্ধে বান্ধিয়া যদি প্রবল ভাবে টানিতে পার তবে বিষয়ের সহিত নিম্নদিগের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে, তুমি মুক্ত হইবে। ভগবান বলিতেছেন, তোমার টানাটানির অভ্যাসটা' ত থাকিবেই; বিশেষতঃ উপরের বন্ধন সুখভোগ শেষ হইলেই ক্ষীণ ও ছিন্ন হইয়া যাইবে, তুমি পুনরায় নীচেই (সংসার) পড়িয়া যাইবে এবং পুনরায় পূর্ব্ববৎ অভ্যস্ত ভাবের টানাটানি করিতে থাকিবে—তুমি মুক্ত হইতে পারিবে না। তাই ভগবান বলিতেছেন—এইরূপ ভাবে তোমাদের কাহারও কিছু করিতে হইবে না কেবল আত্মাভিমান ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা-রূপ উভয় দিকে সংলগ্ন বন্ধন খুলিয়া দেও এবং কর্ম্মসূত্র নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা সংসার চক্র ও জীবনযাত্রা পরিচালন কর, আর তখনই সূত্রগাছা সেই জ্ঞানানলময় ভাস্কর সাগরে নিক্ষেপ কর পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে, কখনও আর বন্ধনের সম্ভাবনা বা আশঙ্কাও থাকিবে না! তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্।

সমালোচনা।

বৈদ্যনাথ কথা। (২য় সংস্করণ) প্রকাশক—মজুমদার সিংহ এণ্ড কোং বৈদ্যনাথ-দেওঘর। মূল্য ।৶০ আনা। সমালোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষরূপ পরিতৃপ্তিলাভ করিয়াছি। সাওতাল পরগণার অন্তর্গত প্রধান তীর্থস্থান ও স্বাস্থ্যনিবাস বৈদ্যনাথের ইতিবৃত্ত যথাযথরূপে পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। বৈদ্যনাথতীর্থের তীর্থ-দেবতা বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ। এই তীর্থের উৎপত্তি, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাল-নির্ণয় ও তীর্থমাহাত্ম্য ইত্যাদি বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৈদ্যনাথ তীর্থ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান পুরাণ-বর্ণিত তথ্যগুলির সমাবেশ করিয়া ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। গ্রন্থকার এতদ্ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Hunter ও রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রমুখ মহাত্মগণের অভিমত সমূহ পুস্তকে স্থান দিয়াছেন এবং প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। ইতিহাস রসজ্ঞ ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই নিকট যে গ্রন্থখানি সমাদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা ভাষায় অনেক তীর্থমাহাত্ম্য ও তীর্থভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়াছি, সে সকল গ্রন্থে কেবল গ্রাম্য ভাষার উচ্ছ্বাস ও বাজে কথার অবতারণা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। বিশ্ব আমরা অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তীর্থ-মাহাত্ম্য বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই। বৈদ্যনাথের মন্দির ও অন্যান্য কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের চিত্র সন্নিবেশিত থাকায় পুস্তকের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান প্রাপ্তি :—

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ জেলা মুর্শিদাবাদ সাটুই নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালরাজ সিংহ ঠাকুর মহাশয় গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ ॥০ প্রেরণ করায় সভা ধন্যবাদের সহিত উহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই ভাণ্ডারে ৩৲ টাকা সংগৃহীত হয়, মোট ৩৷৷০ টাকা হইল। ইহা কায়স্থ জাতির পক্ষে নিতান্তই কলঙ্কের কথা যে, যিনি ভারতীয় কায়স্থ জাতিকে এক সমাজভুক্ত করিবার জন্য আজীবন প্রযত্ন করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন, সেই মহাত্মা সারদাচরণের জন্য স্মৃতিসংরক্ষণার্থ অদ্যাবধি আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হইতেছে না—ইহা কি মহান্ পরিতাপের কথা নহে!

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে গত ১২ই বৈশাখ বিডন ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসু এম্-এ, বি-এল্ ১০৲, ২রা জ্যৈষ্ঠ. চট্টগ্রাম ডবলমুরিং নিবাসী শ্রীযুক্ত রাইমোহন মিত্র ২৲, পাথরঘাটার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার ৫৲, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ গোসাহরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত নূতনচন্দ্র দাস ১৲, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা এম্-এ-বি-এল্ ২৫৲, ২রা আষাঢ়, পুনরায় শ্রীযুক্ত রাইমোহন মিত্র ২৲, ৪ঠা আষাঢ়, হাবড়া-রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত, ৯৲, ১৩ই আষাঢ় চট্টগ্রাম হাটহাজারী নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস নন্দী ২৲, ১৬ই আষাঢ় সিকদার বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা ৫৲, ২৫শে আষাঢ় ভবানীপুর নিবাসী ৺স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের কন্যাদ্বয় ২৮৲, টাকা দান করায় সভাদাতৃবর্গকে ধন্যবাদ দিয়া উহা গ্রহণ করেন।

উপনয়ন :—

৬ই আষাঢ়, ১৩২৫। সমশপুর ও কুষ্ঠিয়া শাখা-সভার সাহায্যে নদীয়া বাঁশ-বাড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ দেববর্ম্মা বিশ্বাস মহাশয়ের প্রযত্নে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মহাশয়গণের পৌরোহিত্যে দক্ষিণ রাঢ়ী শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ দেব, প্রিয়নাথ চৌধুরী, শশাঙ্কমোহন চৌধুরী, ললিতমোহন চৌধুরী, ননীগোপাল দত্ত, কেশবচন্দ্র দত্ত, কালাচাঁদ দত্ত, জ্যোতিষচন্দ্র চৌধুরী, প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী, পুলিনবিহারী দত্ত, অনুকূলচন্দ্র সরকার, পূর্ণচন্দ্র সরকার, দুর্গাচরণ সরকার গুরুদাস বিশ্বাস এই ১৪ জন যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করেন।

১০ই আষাঢ়, ১৩২৫। কলিকাতা নিমতলার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বর্ম্মা বিশ্বাস মহাশয় বাটীর কেন্দ্রে যশোহর খাসিয়াল নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসু

বৈদ্যরত্ন, তারকনাথ বসু, অতুলচন্দ্র বসু, কিরণচন্দ্র বসু, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, হরিচরণ বসু, এবং শিঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ এই ৭ জন দক্ষিণরাঢ়ী যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হইয়াছেন।

শ্রাদ্ধ ঃ—

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। মুর্শিদাবাদ নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় মাতৃদেবীর স্বর্গকামনায় তদাদ্যকৃত ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বিদায় লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ও পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই তৃতীয় বারের পদার্পণে আমরা সুখী।

প্রেরিত ঃ—

সতুরমা—শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত ও ১১ নংক্লাইভ্ রো হইতে শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ আনা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানে সুপণ্ডিত দেশ-বিখ্যাত বাগ্মী ও লেখক অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন বার্-এট-ল মহোদয় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন। সতুরমা একখানি গল্পের পুস্তক; পুস্তকে সাতটী গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্পই হইল 'সতুরমা'। এমন প্রাণস্পর্শী গল্প শীঘ্র পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সতুরমা আদর্শ হিন্দু ললনা, তাঁহার চরিত্রের তুলনা কোথায়? নারী-চরিত্রের যে অংশ টুকু কোমল, যে অংশ টুকু সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব-মণি-মণ্ডিত—সেই মহান্ ত্যাগ ও ধৈর্য্যের চরম বিকাশ সতুর মা'র চরিত্রে ফুটাইয়া লেখিকা অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। নারী নীরবে জগতে কর্ম্ম করিতে আসেন, আবার কর্ম্ম সমাপন করিয়া নীরবেই চলিয়া যান, এই কোলাহলময় সংসারের আবর্ত্তের মধ্যে তাঁহাদের সে সন্ধান কেহ রাখেন না; কিন্তু কর্ম্ম কঠোর পুরুষ জীবনের আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মের সঙ্গে নারী জীবনের আড়ম্বর শূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যাবলীর আপেক্ষিক তুলনা করিলে নারী জীবনের কার্য্যাবলী অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। নীরব সাধনা ও ধরিত্রীর মত সহিষ্ণুতা নারী-জীবনে মাতৃত্বের চরম বিকাশ। এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি লেখিকা সতুর মা'র চরিত্রে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য গল্পগুলিও সুন্দর হইয়াছে। গল্প গুলিতে শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে, লেখিকা যে আদর্শ অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে বিকৃতরুচির পরিচয় আদৌ নাই। গল্পগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা সাধারণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ছাপা ও বাঁধা সুন্দর।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

অপরাহ্ণ ৬টার সময়।

৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(ব) রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (সভাপতির আসনে)
(দ) শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু।
(দ) ,, বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(ব) ,, নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(দ) ,, নিবারণচন্দ্র দত্ত।
(দ) রায় ,, বিনোদবিহারী বসু।
(ব) ,, কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।
(ব) ,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।
(দ) ডাক্তার ,, ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।
(দ) ,, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
(দ) ,, কেদারনাথ মিত্র।
(দ) ,, ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
(দ) ,, মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
(ব) কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মভাবসাগর।
(দ) ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।
(বা) লেফটন্যাণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী।
(দ) রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা
(দ) ,, শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা } সম্পাদক।

বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি বা সহঃসভাপতিগণের মধ্যে অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, এবং রাজসাহী হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ জানাইয়া পত্র লিখেন।

প্রথম প্রস্তাব। গত বৈশাখ মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণী ও বৈশাখ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত

হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর হইল। আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শন সম্বন্ধে আরও স্থির হইল প্রতিমাসে হিসাব প্রদর্শনের সহিত তৎপূর্ব্ব বৎসরের সেই মাসের আয়-ব্যয় দেখাইতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

(দ) শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ বসু মল্লিক, বি-এল্, ২নং শিবশঙ্কর মল্লিক লেন কলিকাতা।
(দ) ,, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, ১২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
,, রেতবীরমণ চৌধুরী, সাং পুইচারী (বাহাদুর হাট) জালদি পোঃ, চট্টগ্রাম।
প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বি-এ।
(ব) ,, কামিনীকুমার দাস, মার্চ্চেট্, সদরঘাট, চট্টগ্রাম।
,, নগেন্দ্রকুমার রক্ষিত, ,, ,,
ডাক্তার বেণীমোহন দাস এল্-এম্-এস্ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
,, রজনীকান্ত চৌধুরী, ভিক্টোরিয়া মেডিকেল হল। ঐ
(দ) ,, বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস, এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্, আসাম, লেবার্ কর্প্, ডিপার্টমেণ্ট্, গৌহাটী।
ডাক্তার হরিশচন্দ্র চৌধুরী রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
(দ) ,, ,, হরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্ঞানটক্, সিকিম।
(দ) শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী বসুবর্ম্মা, ৪০ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
(ব) ,, রতিকান্ত দাস, সাং চট্টগ্রাম।
,, রমেশচন্দ্র নন্দী বি-এল্, উকিল, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
,, রজনীকান্ত হোড় বি-এ, ফিরিঙ্গিবাজার লেন্, চট্টগ্রাম।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (কর্ম্মাধ্যক্ষ)।
,, কিশোরীমোহন চৌধুরী, উকিল, রাউজান, চট্টগ্রাম।
,, নূতনচন্দ্র চৌধুরী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
,, নিশিচন্দ্র মজুমদার, বি-এল্, দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম।
,, নরেন্দ্রলাল দাস, বি-এল্ ব্যাণ্ডেলরোড্, চট্টগ্রাম।
,, যোগেন্দ্রলাল কাননগো, উকিল, পটীয়া, চট্টগ্রাম।
,, রামতারণ নন্দী, জঙ্গলবাথাইন, পটীয়া, চট্টগ্রাম।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (প্রচারক)
(দ) ,, অমরনাথ ঘোষ, ব্যারিষ্টার, ১৩ নং কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র (সম্পাদক)
(গ) ,, অনাদিলাল বিশ্বাস, মোক্তার মুন্সীপড়া, দিনাজপুর।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা (পত্রযোগে)।
(ব) ,, আশুতোষ গুহ বর্ম্মা, ভাইস্ প্রিন্সিপাল, উইভিং ইনিউষ্টিটিউসন, শ্রীরামপুর, হুগলী।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (পত্র যোগে)।

(ব) ,, সীতানাথ রায়, এডিক, ভূপবাহাদুর-কোচবিহার।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ (পত্রযোগে)।
এই প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। আনন্দ প্রকাশ। ভারত-সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে কায়স্থ-সভার নিম্নলিখিত সদস্যগণ রাজ সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। তজ্জন্য কায়স্থ সভা আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সভার এই আনন্দ সংবাদ অদ্যকার সভাপতির স্বাক্ষরে রাজ সম্মান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরিত হউক ইহা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল :—

রাজা।
(উ) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (পাইকপাড়া রাজবাটী)
এম্-বি-ই।
(বা) রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী, কাকিনা, রংপুর।
(উ) শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, পাইকপাড়া রাজবাটী।
(দ) ,, কামিনীকুমার দাস বি-এল্, উকিল, চট্টগ্রাম।
রায় বাহাদুর।
(বা) শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী বি-এল্, গভর্ণমেণ্ট উকিল, বগুড়া।

চতুর্থ প্রস্তাব। শোক প্রকাশ। সভা নিম্নলিখিত মহোদয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন :
শ্রীযুক্ত মদনমোহন দত্ত, মোক্তার, ঢাকা।

পঞ্চম প্রস্তাব। সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা ও ভবিষ্যতে তাহার আর্থিক উন্নতি কি ভাবে হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শাখা-সভা গঠিত হউক—

১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা বি-এ, শিক্ষক ঐ বিদ্যালয়।
২। ,, মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা এম্-এ অধ্যাপক।
৩। ,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি-এল্ উকিল।
৪। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্-এ।
৫। রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বি-এ।

এই সমিতি বিদ্যালয় খুলিবার পর হইতে এক মাসের মধ্যে তাঁহাদের মন্তব্য সভার গোচর করিবেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। কায়স্থ-পত্রিকা সম্বন্ধে। (ক) কায়স্থ-সভার সংশোধিত নিয়মানুসারে একজন পত্রিকা সম্পাদক বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ গত বার্ষিক অধিবেশনে পত্রিকা সম্পাদক নির্ব্বাচিত না হওয়ায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে কায়স্থ পত্রিকা পরিচালন সমিতির নির্দ্দেশে যেরূপ চলিতেছে সেই ভাবেই আপাততঃ চলুক।

(খ) কায়স্থ-পত্রিকা যে ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, কিছুদিন হইতে সেরূপ উপযুক্ত ভাবে পত্রিকা পরিচালিত হইতেছে না। এজন্য স্থির হইল যে, ভবিষ্যতে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখিয়া কায়স্থ-পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত ও প্রকাশিত হউক।

(গ) বর্ত্তমান যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ কাগজের মূল্য প্রায় চারিগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল কায়স্থ-পত্রিকার আকার দুই ফর্ম্মা কমান হউক।

সপ্তম প্রস্তাব। কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে। কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর এই আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

অষ্টম প্রস্তাব। বর্ত্তমান বর্ষের বজেট স্থির করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শাখা সভা গঠিত হইল।

১। রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু।
২। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
৩। ,, দয়ালচন্দ্র বসু।
৪। ,, কিরণচন্দ্র দত্ত।
৫। ,, নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
৬। ,, সম্পাদকদ্বয়।

আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহকসমিতির অধিবেশনে এই সমিতি তাঁহাদের মন্তব্য উপস্থিত করিবেন।

নবম প্রস্তাব। অভ্যর্থনা—সভার অন্যতম বারেন্দ্র সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় ভারতরক্ষি সেনাবিভাগের লেপ্টেনাণ্ট্ পদে উন্নীত হইয়া অদ্যকার সভায় উপস্থিত হওয়ায় সভাস্থ সকলে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

দশম প্রস্তাব। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সভ্যগণ এই বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(ব) রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ।
(দ) শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেববর্ম্মা।
(দ) ,, বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা।
(দ) ,, যাত্রামোহন বিশ্বাস বর্ম্মা (গত বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত চট্টগ্রামের তিনজন দক্ষিণ রাঢ়ী সদস্যের মধ্যে শ্রীযুক্ত রঞ্জনলাল সেন, বি-এল্, ভিঃ পিঃ ফেরৎ দেওয়ায়, তৎপরিবর্ত্তে ইহাকে গ্রহণ করা হয়)

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীবসন্তকুমার বসু।
সভাপতি।
৫।৪।২৫

শ্রীশ্রীলোলাসনন্দী। সেবক। শঙ্কর।

কায়স্থ-পত্রিকা।

ভাদ্র, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

কায়স্থ বনাম বঙ্কিমচন্দ্র।

কোন কোন সুধী কায়স্থ-তত্ত্ববিদের মুখে কখন কখন শুনিতে পাই যে, স্বর্গীয় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র কায়স্থ জাতির প্রতি বড় অবিচার করিয়াছেন। ইহাঁদিগের মতে এই মহাত্মা তদীয় উপন্যাস-বর্ণিত পাত্রপাত্রী-সমূহের অবতারণায় কায়স্থজাতির প্রতি সহানুভূতির একান্ত অভাব—এমন কি নির্ম্মম বিদ্বেষ পর্য্যন্ত—প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু তাই কি? সত্যই কি মহাপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের উদার হৃদয়ে কায়স্থ-বিদ্বেষের ন্যায় হেয় পদার্থ স্থান পাইয়াছিল? সত্যই কি তদীয় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কায়স্থজাতির বিশালত্ব, বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব প্রতি অন্ধ রহিয়া প্রতারিত হইয়াছিল? ইহা বস্তুতঃ ভাবিবার বিষয়। যাঁহারা সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক সযত্ন-বিন্যস্ত জ্ঞান-রত্ন-রাজী আহরণ করিয়া জ্ঞানী হইতে চাহেন, যাঁহারা তদীয় সৃষ্ট সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া সুখী হইতে চাহেন, যাঁহারা তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত আলেখ্য সকলের আলোচনা দ্বারা আমোদিত ও উপকৃত হইতে বাসনা করেন,—তাঁহাদিগের এই বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। কবির কাব্য ভাল করিয়া বুঝিতে চাহিলে কবিকে বুঝিতে হয়,—কবিকে বুঝিতে হইলে আবার কাব্য হইতে কবির হৃদয়ের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়,—কারণ কাব্যই কবি-হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। তাই বলিতেছি, যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে এবং তাঁহার সাহিত্যকে ভাল

করিয়া চিনিতে বাঁধু থাকে চাহেন, তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে,—কায়স্থ-বিদ্বেষ বনাম বঙ্কিমচন্দ্র, এই মোকদ্দমার সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা বিচারকের আসন অধিকারপূর্ব্বক এই মোকদ্দমায় রায় দিতে বসিয়াছি। বিচারকের উচ্চাধিকার বা তদুপযোগী যোগ্যতা যে আমাদের নাই, তাহা জানি। প্রথমেই স্পষ্ট বলিয়া রাখা ভাল যে, বক্ষ্যমাণ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপক্ষে যাহা বলা যাইতে পারে, আমরা সংক্ষেপে তাহাই বলিব। ভরসা করি, যাঁহারা এ সকল বিষয়ে বিচারকর্ত্তা হইবার অধিকারী, তাঁহারা সকল কথা শুনিয়া নিরপেক্ষ রায় প্রকাশ করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে জীবনে এবং মরণে পর সাহিত্যিক জীবনে অনেক সহিতে হইয়াছে। এককালে তাঁহার অদ্বিতীয় ভাষা-ভঙ্গিরও নিন্দক দেখা দিয়াছিল। এখন সে সকল বালাই নাই। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ চরিতাঙ্কন-প্রণালীর দোষদর্শি-দলের ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্ট হয়। তদ্ব্যতীত তদীয় ঔপন্যাসিক চিত্রাবলীর তীব্র সমালোচকেরও অভাব হয় নাই। আমরা উপরে যে কায়স্থতত্ত্ব-বিদ্‌গণের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদিগকে আমরা এই সমালোচক-শ্রেণীর অন্তর্গত মনে করি।

কাব্য হইতে কবি-হৃদয়ের পরিচয় গ্রহণ করিতে গেলে এই স্থূল কথাটা মনে রাখা উচিত যে,—যে জাতি বা যে ব্যক্তির সহিত কবির আন্তরিক সহানুভূতি নাই, সে জাতি বা সে ব্যক্তিকে লইয়া কবি সচরাচর কাব্য-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি উপন্যাস-গ্রন্থের মধ্যে ছয়খানির নায়ক-নায়িকা কায়স্থ। তিনখানির ব্রাহ্মণ; তিনখানির রাজপুত; একখানির বৈশ্য; একখানির নায়ক-নায়িকার জাতির উল্লেখ নাই। এখন বঙ্কিমচন্দ্র কি তাঁহার কল্পনাময়ী প্রতিভার প্রায় অর্দ্ধাংশ একটা বিদ্বেষ-ভাজন জাতির গুণবর্ণনায় ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন? ইহা সম্ভব বলিয়া অনুমান হয় না। সুতরাং স্থূল বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রকে কায়স্থ-দ্বেষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। বরং কায়স্থ-জাতির সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, ইহাই অনুমিত হয়।

যে সকল চরিত্র-চিত্রের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র কায়স্থ-বিদ্বেষের দায়ীতে পড়িয়াছেন, সে সকলে বস্তুতঃ তাঁহার বিদ্বেষভাব প্রকাশিত হয় কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, গ্রন্থকার অন্য সকল জাতিকে ছাড়িয়া কেবল কায়স্থজাতিকেই কুবৃত্তি ও দুর্নীতি সকলের লীলাস্থলরূপে বর্ণিত করিয়াছেন কি না? তাহা যদি না করিয়া থাকেন, তবে কিরূপে তাঁহার কায়স্থ-প্রতি বিদ্বেষভাব প্রমাণিত হয়? স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক চরিত্র-সমালোচনার স্থান আমাদের নাই। উদাহরণ স্বরূপ

একটিকে—'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থের রোহিণীকে ধরা যাইতে পারে। রোহিণী বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রধান প্রমাণরূপে উপস্থাপিত হইয়া থাকে। তাই রোহিণীর কথা তুলিলাম। রোহিণী বালবিধবা কায়স্থ-কন্যা রোহিণী পরপুরুষের প্রণয়াসক্তা, রোহিণী কলঙ্কিনী, গৃহত্যাগিনী, আবার উপপতির বিশ্বাসহন্ত্রী হইতে যাইয়া তৎকর্ত্তৃক নিহতা। রোহিণীর চিত্রে হৃদয় স্তম্ভিত হয় বটে।

কিন্তু, পাঠক! ইহার সহিত একবার 'কপালকুণ্ডলা'র পদ্মাবতীর তুলনা করুন। পদ্মাবতী ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিতা। "তাঁহার পূর্ব্বস্বামী বর্ত্তমান,—ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনিও বিবাহের বড় অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কাণাকানি, শেষে কালিকাময় কলঙ্ক রটিল। তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।" এই "কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরী" পদ্মাবতী অপেক্ষা এক-কুসুম-নিরতা রোহিণী অধিকতর পাপিষ্ঠা নহে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, রোহিণী-চিত্র গ্রন্থকারের কায়স্থ-বিদ্বেষের পরিচয়স্থল?

রোহিণীর পার্শ্বে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের শৈবলিনীকে স্থাপনপূর্ব্বক বিচার করিলেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। ব্রাহ্মণ-পত্নী শৈবলিনী কালামুখী স্বীয় পিতৃকুলের জ্ঞাতি প্রতাপের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায়, স্বামীর অগাধ ভালবাসা, গৃহের শান্তিময় সুখ, সব অনায়াসে জলাঞ্জলি দিয়া কুলত্যাগিনী। রোহিণী গোবিন্দলাল কর্ত্তৃক প্রলুব্ধা হইয়া কুলত্যাগিনী,—শৈবলিনী প্রতাপের প্রণয়লাভের পাপ-লালসায় স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগিনী—ইংরাজ-সঙ্গিনী। প্রতাপের দেব-চরিত্রে ইন্দ্রিয়জয়ের অভাব ঘটিলে শৈবলিনীর কত দূর অধঃপতন হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই ব্রাহ্মণ-পত্নী শৈবলিনী অপেক্ষা বালবিধবা রোহিণী অধিক পাপাশয়া বলিয়া বোধ হয় না। তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে রোহিণী-চিত্র গ্রন্থকারের কায়স্থ-বিদ্বেষের ফল?

বস্তুতঃ রোহিণীকে গ্রন্থকার যাহাই করুন, রোহিণীর বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন,—"যে জাতি জীয়ন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া—আর্য্যকন্যা।" সুতরাং কায়স্থ যে আর্য্যজাতি, তাহারা যে শূদ্রবর্ণ নহে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিতেছেন। রোহিণী-চিত্র যে বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, রোহিণী কায়স্থ-কন্যা না হইয়া অন্য জাতীয়া হইলেও, গ্রন্থের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে সেই বর্ণেই চিত্রিত হইতে হইত। রোহিণীতে গ্রন্থকার কি

দেখাইয়াছেন? দেখাইয়াছেন, ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে এবং চিত্ত-সংযম-শক্তির অসদ্ভাবে মানুষের কতদূর অধঃপতন, কিরূপ পরিণাম ঘটিতে পারে! রোহিণী স্বয়ং বলিয়াছে,—"আমি পাপ-পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ-পুণ্য মানি না।" রোহিণীর প্রথম-পরিচয়-কালে গ্রন্থকার আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন,—"সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী কতগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পাণও বুঝি খাইত।"—এ সকল যে কায়স্থ-বিধবার অযোগ্য কার্য্য, সে কথার উল্লেখ করিতে গ্রন্থকার ভুলেন নাই। এইরূপ বিলাশ-লালসা, এইরূপ পাপ পুণ্য-শিক্ষার অভাব, এইরূপ অসংযম একত্র হইয়া রোহিণীর অধঃপতনের পথ সাফ করিয়াছিল। তা সে রোহিণী কায়স্থ-কন্যা না হইয়া ব্রাহ্মণ-দুহিতা বা অন্য জাতীয়া রমণী হইলেও তাহার সেইরূপ অধঃপতনের অন্যথা হইত না।

তবে একটা কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে রোহিণীকে কায়স্থ-কন্যা না করিয়া অন্য জাতীয়া করিতে পারিতেন,—সেরূপ করিলেন না কেন? কেন যে তাহা তিনি করিলেন না, সেটা সহজেই বুঝান যায়। পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িলে যেমন একটা মহান্ বিস্ময় উপস্থিত হয়—যেমন সেইদিকে জনসমাজের কেন্দ্রীভূত মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, একটা প্রাচীর কি একটা দেউল ভাঙ্গিয়া গেলে সে সকল কিছুই হয় না। সেইরূপ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-জাতীয় উচ্চবর্ণে ব্যক্তিগত অধঃপতন দেখিলে পাঠক-হৃদয়ে যেমন তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি হয়, অন্যত্র অনুরূপ কারণে তেমন তরঙ্গাভিঘাত সম্ভবে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র,—যেখানেই ব্যক্তিগত অধঃপতনের কার্য্য-কারণ-সম্পর্ক দেখাইতে চাহিয়াছেন, সেইখানেই প্রায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ-জাতি-মধ্যেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কখন বা এজন্য রাজকুলকে অবলম্বন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শক্তিশালী উপন্যাস-লেখকের কার্য্য,—বহির্ব্বিষয়কে উপলক্ষ্য করিয়া অন্তর্ব্বিষয়ের আলোচনা—মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকলের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ। উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী উপন্যাসলেখক লোকশিক্ষার জন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রথম—আদর্শ সৃষ্টি; দ্বিতীয়—নর চরিত্রের দুর্ব্বল অংশ প্রদর্শন এবং তদ্দ্বারা মানবকে সতর্ককরা। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থে গ্রন্থকার উক্ত দ্বিতীয় প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রধান পাত্র-পাত্রীগণ-মধ্যে প্রায় কেহই আদর্শ নহে। গোবিন্দলাল আদর্শ নহে—বড় অসহিষ্ণু, বড় রোষ-পরায়ণ—রোষে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য।

আদর্শ নহে—অতিরিক্ত অভিমানিনী। রোহিণীর দোষ পূর্ব্বে বলিয়াছি। এমন যে "বিষয়ী লোক কিন্তু খাঁটি লোক" কৃষ্ণকান্ত, তিনিও মৃত্যুর পূর্ব্বে একটা ভুল করিয়া গেলেন—গোবিন্দলালকে বাদ দিয়া ভ্রমরের নামে উইল করিয়া গেলেন। এইরূপে মানব-চরিত্রের দুর্ব্বল অংশনিচয় প্রকটিত করিয়া তাহার পরিণামফল প্রদর্শনপূর্ব্বক, বঙ্কিমচন্দ্র লোকশিক্ষার উপায় বিধান করিতে চাহিয়াছেন। এই কথা যে না বুঝিবে তাহার 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পাঠ বিফল হইবে।

যাহা হৌক উক্ত প্রকার অভীষ্টসাধন মানসে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থে যদৃচ্ছাক্রমে কায়স্থজাতিকেই অবলম্বন করিয়াছেন। কেননা উচ্চস্থানে লক্ষ্যবস্তু স্থাপন না করিলে তাহা সমাজের সকল অংশ হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে কেন? এদেশের জনসমাজে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতি—বিশেষতঃ আমরা যে সমাজে বাস করি সেই বাঙ্গালী সমাজে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ জাতিই—সমাজের কেন্দ্রস্থানীয় এবং শিখরস্থানীয়। তাই যেখানেই বাঙ্গালীর ঘরের কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ-জাতিকে—বরং অধিকাংশ স্থলে কায়স্থ জাতিকেই—বর্ণনার বিষয়ীভূত করিয়াছেন।

সভ্যতার প্রথম যুগ হইতে আজি পর্য্যন্ত যে সমুদয় লোকরঞ্জন ও চিরস্থায়ী কাব্যগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সে সকলেরই বিষয় প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়ের মহিমা-কীর্ত্তন, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি দেবতাগণের ক্ষাত্র-শক্তির উদ্বোধনে অথবা ক্ষাত্রধর্ম্মী আর্য্যগণের অবদান-বর্ণনাতেই মুখর। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি প্রধান প্রধান পুরাণসমূহ ক্ষত্রিয়ের গুণাখ্যানে পূর্ণ। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য ও নাটকগুলি কেবল ক্ষত্রিয়ের চরিতাখ্যান। শুধু ভারত ভূমিতে নহে, জগতের সর্ব্বত্র এই নিয়ম। হোমারের 'ইনিয়াড্' হইতে শেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট', 'ম্যাক্‌বেথ', 'কিং লীয়ার', মায় রেনল্ডের Mysteries of the Court of London—সর্ব্বত্র নায়কগণ, নামে ক্ষত্রিয় না হইলেও, কার্য্যতঃ ক্ষাত্র-শক্তিধারী। জনরঞ্জন কাব্যপ্রণয়ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইতে চাহিলে ক্ষত্রিয় স্বভাবকেই বর্ণনার বিষয়ীভূত করিতে হইবে, নহিলে গত্যন্তর নাই—এই কথা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে কাব্য-প্রণেতারা বুঝিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সমাজে একমাত্র কায়স্থ জাতিই ক্ষত্রিয়। সুতরাং বাঙ্গালী সমাজের কথা কাব্যাকারে প্রকাশ করিতে হইলে কায়স্থ জাতি হইতে নায়ক-নায়িকা-নির্ব্বাচনই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহারা বাঙ্গালীর জন্য সামাজিক উপন্যাস ও সামাজিক নাটক লিখিয়া যশস্বী হইতে চাহেন, তাঁহাদিগের এই কথাটা মনে রাখা উচিত।

সুখের বিষয় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার ও প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণ একথা বুঝিয়াছিলেন। তাই গিরিশচন্দ্র ও দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস-গুলিতে কায়স্থ নায়ক-নায়িকার দেখা পাই। আর দেখিতে পাই, এই বিরাট কায়স্থ-সমাজে কবি নিজ লেখনীর জন্য যেমন অশেষ গুণালঙ্কৃত উচ্চ আদর্শ সকল যোগাইয়াছেন, তেমনি আবার তাঁহাকে নর-চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও কলুষ-রাশির দৃষ্টান্তও যোগাইতে হইয়াছে। যে উচ্চচূড়বনস্পতি প্রভাতারুণের হাস্যময় কনককিরণে সর্ব্বাগ্রে স্নাত হয়, শিরে জ্যোতির্ম্ময় মুকুট ধারণ করিয়া অস্তোন্মুখ তপনকে বিদায় দেয়,—তাহাকেই আবার ভীম প্রভঞ্জনের সহিত সংঘর্ষে ক্ষত বিক্ষত হইতে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দশখানি উপন্যাস বাঙ্গালী ঘরের কথা লইয়া লিখিত। ইহার মধ্যে ছয়খানিরই নায়ক-নায়িকা কায়স্থ। এই সকল নায়ক, উপনায়ক, নায়িকা, উপনায়িকাগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এমন উচ্চ আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহা জগতে যে কোন ব্যক্তির অনুকরণীয়। নন্দার ন্যায় রাণী কোন্ রাজা না ইচ্ছা করিবে? কল্যাণীর ন্যায় স্ত্রী কোন্ স্বামী না বাঞ্ছা করিবে? সূর্য্যমুখীর ন্যায় গৃহিণীতে কোন্ গৃহীর না সাধ হয়? কোন্ রমণী মহেন্দ্র বা নগেন্দ্রের ন্যায় স্বামী পাইতে না চাহিবে? কোন্ দম্পতী না কমলমণি-শ্রীশচন্দ্র বা সুভাষিণী-রমণের ন্যায় দাম্পত্যজীবন লাভে আপনাদিগকে ধন্য মানিবে? সুরেন্দ্রের ন্যায় বন্ধুতে কাহার অসাধ? কে না মাধবীনাথের ন্যায় চতুর ও কর্ম্মদক্ষ হইতে চাহে?

আর একটা বিষয় প্রথম দৃষ্টিতে কায়স্থ জাতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অশ্রদ্ধা-প্রকাশক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। তাহা কায়স্থ-মহিলাগণের নামের সহিত 'দাসী' পদ্ধতির যোগ। যথা,—সূর্য্যমুখী পত্র লিখিতেছেন,—"শ্রীমতী কমলমণি দাসী চিরায়ুষ্মতীষু।"—(বিষবৃক্ষ)। ভ্রমর বলিতেছে,—"আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?"—(কৃষ্ণকান্তের উইল)। পাঠক দেখিবেন, এই সকল স্থানে কায়স্থ-রমণীগণ উক্তিকারিণী। যে সময়ে 'বিষবৃক্ষ' বা কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখিত হইয়াছিল, তখন বোধ হয় অধিকাংশ কায়স্থ-কুলাঙ্গনা আপনাদিগের এবং অপরা কায়স্থ-মহিলাগণের নামোল্লেখে 'দাসী' শব্দই ব্যবহার করিতেন—'দেবী' শব্দের সহিত তখন তাঁহারা বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না। সুতরাং সে সময়ে কায়স্থ-কামিনীগণের মুখে কায়স্থ-কামিনীর 'দাসী' উপাধি বসাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র অস্বাভাবিক কার্য্য কিছুই করেন নাই। ইহাতে অশ্রদ্ধা প্রমাণিত হয় না। এখন অবশ্য অবস্থায় অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যদি কেহ

আখ্যায়িকা লিখিতে বসিয়া, যে কোন ভাবেই হৌক, কায়স্থ-মহিলাকে 'দেবী' উপনামে বঞ্চিত করিয়া 'দাসী' উপাধি দ্বারা বর্ণিত করেন, তবে তাঁহার অশ্রদ্ধা এবং অজ্ঞতা যুগপৎ প্রকাশ পাইবে। অধুনা যে সকল লেখক নাটক বা উপন্যাস লিখিতে অভিলাষী, তাঁহাদিগের এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক। কিন্তু যে সময়ে 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখিত হইয়াছিল, তখন একথা খাটিত না।

তবুও যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থকারের নিজোক্তিতে কায়স্থ-মহিলার উপনাম উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে কায়স্থ-রমণী আর 'দাসী' নহেন—'দেবী' বলিয়াই তাঁহার নামোল্লেখ হইয়াছে। যথা,—"মহারাজ্ঞী নন্দা দেবী—" ('সীতারাম', তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। ইহার পরের পরিচ্ছেদে নন্দা "শ্রীমতী নন্দা ঠাকুরাণী" বলিয়া বর্ণিতা। ইহা কায়স্থজাতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যথাযোগ্য শ্রদ্ধার একটি ক্ষুদ্র নিদর্শন।

কিন্তু এই নিদর্শনেই তাঁহার শ্রদ্ধার পরিচয় পর্য্যবসিত নহে। আরও নিদর্শন আছে। 'সীতারাম' উপন্যাসে কায়স্থ-রমণী শ্রী সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিতা। শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া বোধ থাকিলে গ্রন্থকার কখন স্ত্রীকে সন্ন্যাসিনী সাজাইতেন না। আবার জয়ন্তী স্ত্রীকে বলিতেছেন,—"যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজাকে রাজর্ষি কর না কেন?"—'রাজাকে' অর্থাৎ সীতারামকে। সীতারাম কায়স্থ। আজি খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে ধনবল থাকিলে যে-সেই 'রাজর্ষি' খেতাব পাইতে পারে বটে; কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহাই সনাতনী হিন্দু-রীতি ছিল যে, রাজন্যবর্ণের অন্তর্গত নহিলে কেহ রাজর্ষি হইতে পারিত না। কায়স্থ-জাতিকে রাজন্য বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া ধারণা না থাকিলে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই জয়ন্তীর ন্যায় বিদুষী হিন্দু-সন্ন্যাসিনীর মুখে কায়স্থ সীতারামকে রাজর্ষি করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেন না।

এই গ্রন্থেই কায়স্থ গঙ্গারামের সংসারের কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া প্রত্যহ তাহার একটু পূজা হইত।" এখানে আমরা কায়স্থ-গৃহে শালগ্রাম পূজিত দেখিতেছি,—কিন্তু তাহার পূজার জন্য কোন ব্রাহ্মণ পূজারি দেখা পাইতেছি না। বিশেষতঃ "এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া" যাহার নিত্য-পূজার ব্যবস্থা, তাহার জন্য যে গৃহস্বামী কোন পূজারি নিযুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন, একথা অনুমানের জোরে বলা চলে না। অধিকন্তু সংসারে গঙ্গারাম, গঙ্গারামের মা এবং ভগিনী ভিন্ন আর কেহই ছিল না, ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কায়স্থ-গৃহস্বামী স্বয়ং স্বহস্তে শালগ্রাম-

সেবা করিতেন,—ইহাই গ্রন্থকার বুঝাইয়াছেন বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে। অতএব কায়স্থ যে শালগ্রাম-সেবায় অধিকারী কোন উচ্চ বর্ণ,—এই সনাতন সত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যপরায়ণা লেখনী মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে।

তারপর 'ইন্দিরা' উপন্যাসে দেখিতে পাই, কায়স্থ-রমণী ইন্দিরার পক্ক অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী স্বহস্তে পরিবেশন করিতেছেন। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে দেখা যায়, ব্রাহ্মণপত্নী নিমাইমণি মহেন্দ্রসিংহের কন্যাকে কোলে করিয়া, এবং "উটি কায়েতের মেয়ে" ইহা অবগত হইয়া, হেঁসেল হইতে ভাত বাড়িতেছেন।

এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র বেশী কি করিয়াছেন? অসঙ্কীর্ণচেতা, উদারমতি ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীমাত্রেই কায়স্থ-জাতির সহিত যেরূপ ব্যবহার চিরদিন করিয়া থাকেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই বর্ণিত করিয়াছেন মাত্র। আমরাও তাহাই বুঝাইতে চাহি। যেরূপ ব্যবহার সহৃদয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে চিরদিন চলিয়া আসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র; সত্য গোপন না করিয়া, তাহাই অসাধারণ লিপি-চাতুর্য্যের সাহায্যে সুনিপুণ তুলিকাসম্পাতে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। কালের হস্ত,—স্বর্গের স্বর্ণসিংহাসনে তাঁহার সমুন্নত শিরে দেবতারা ভূরি ভূরি পুষ্প বৃষ্টি করুন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অমৃত-নিষ্যন্দিনী লেখনীর সত্যনিষ্ঠা দর্শনে শতকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা

উপসংহারে এইমাত্র বলিতে চাহি যে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, কায়স্থের প্রতি বিদ্বেষ ত দূরের কথা, বরং অণুমাত্র অশ্রদ্ধার জন্যও বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষী করা যায় না। পরন্ত এই জাতির প্রতি তাঁহার যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা, হৃদয়গত সহানুভূতি এবং অকৃত্রিম প্রীতিই লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যদি এই বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত হয়, তবে আমরা সেই সংশয়-নিরাসের জন্য সদা প্রস্তুত থাকিব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার।

আশক্তির শেষ।

(১)

খুলে গেল বন্ধ-দ্বার
নিঝুম নিশীথে;
সুপ্তি স্বপন ভেঙ্গে দিল
পেলব কুসুম হাতে।

(২)

স্বর্গরথের হেমশীর্ষ
সুনীল গগন পরে;
ভেসে এল অপ্সরা-গান
বীণার ঝঙ্কার ক'রে।

(৩)

থেমে গেল ঝঞ্ঝা-বাদল
দুঃখ গেল দূরে;
আঁধার নিশির অবসানে
অরুণ এল ফিরে।

(৪)

মানস-তরী ডুবে ছিল
সংসার-সাগর-জলে;
ভেসে উঠল দয়াল এবার
তোমার চরণ-তলে।

(৫)

দূরে গেল মনের বাদল
হিংসা-ক্রোধ-দ্বেষ;
পরশ-পাথর স্পর্শে হ'ল
আশক্তির শেষ।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

চক্রপাণির জাতিনাশ।

(প্রত্যুত্তর)

১৩২০ বঙ্গাব্দের চৈত্র-সংখ্যায় "মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের বর্ণ-নির্ণয়" নামধেয় প্রবন্ধে "চক্রদত্ত" প্রণেতা চক্রপাণি দত্তের বর্ণ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলাম। এতদিন পর "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ-বেদান্তশাস্ত্রী-ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি আমার ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ-স্বরূপ "চক্রপাণির জাতিনাশ" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ঐ প্রবন্ধে অবান্তর বাচালতা যথেষ্ট থাকিলে লেখক প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে আদৌ চেষ্টা করেন নাই। "চক্রদত্ত" মধ্যে চক্রপাণি স্বয়ং যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, আমি তাহা অবলম্বনেই তাঁহাকে "কায়স্থ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। উক্ত পরিচয়-জ্ঞাপক শ্লোকটি এই—

"গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারি পাত্র
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভাণোরণু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী।"

উক্ত শ্লোকে চক্রপাণি নিজকে "লোধ্রবলীকুলীনঃ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। টীকাকার শিবদাস সেন "লোধ্রবলী কুলীনঃ" এই বাক্যের অর্থ করিয়াছেন "লোধ্রবলী সংজ্ঞকঃ দত্তকুলোৎপন্নঃ" আমরা শিবদাসসেনের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া "কুলীনঃ"শব্দে "উৎকর্ষ-বিশেষাত্মক নবধাগুণবিশিষ্ট কুলোৎপন্নঃ" এইরূপ প্রসিদ্ধ অর্থ ধরিয়াই বিচার করিয়াছি। চক্রপাণির জ্যেষ্ঠ সহোদর ভানু দত্ত গৌড়াধিপতির "অন্তরঙ্গ" ছিলেন। "বিদ্যাকুলসম্পন্নো হি ভিষগবরঃ ইত্যুচ্যতে" এই ব্যাখ্যা অনুসারে ভানুদত্ত [তথা চক্রপাণি দত্ত] "কুলসম্পন্নঃ" হইতেছেন। সুতরাং "কুলীনঃ" শব্দে "দত্তকুলোৎপন্নঃ" অর্থ না করিয়া "নবধাগুণ-বিশিষ্ট কুলোৎপন্নঃ অথবা কুলসম্পন্নঃ" এইরূপ অর্থ করিবার আমরা পক্ষপাতী। আমার যুক্তি এই যে, কায়স্থেতর (বৈদ্য প্রভৃতি) জাতি মধ্যে "দত্ত" কুলীন নহেন এবং কোন দিন যে কুলীন ছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। অপরপক্ষে "কায়স্থ" সমাজে "দত্ত" উপাধিধারী সকলেই মূলতঃ কুলীন ছিলেন; এবং পরে কেহ যে নিষ্কুল হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে চক্রপাণি নিজকে কুলীন বলিয়া প্রকাশ করায় তিনি যে কায়স্থজাতীয় ছিলেন, তাহাই প্রতীয়মান হয়।

আমার উপরোক্ত যুক্তি খণ্ডন করিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয় তিনটী প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম যুক্তি এই—

"বৌদ্ধ-শাসনে যাঁহারা [যে সকল বৈদ্য-সন্তান] উপবীত ত্যাগ করেন নাই, নিজের জাতি-গৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম হইয়াছিল "লোধ্রবলী"। * * * এরূপ ব্যক্তিরা যে স্থানে বাস করিতেন সেই স্থানকে "লোধ্রবল" বলিত। বৈদ্যদের কুলপুস্তকে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় যথা—

মালঞ্চ সেনকুলস্য গুপ্তাণাং খণ্ডমেব চ।
লোধ্রবলশ্চ দত্তানাং কুলস্থানং প্রকীর্ত্তিতং॥

বৈদ্যপঞ্জী। ২য় অঃ।

তাঁহার দ্বিতীয় যুক্তি এই যে—

চক্রপাণি শিষ্য হরিশ্চন্দ্র তদ্‌রচিত 'ক্রিয়াকৌমুদী' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

"অম্বষ্ঠবংশোদ্ভব চক্রপাণি রাজন্য পুণ্যপ্রথিতঃ স্বনামা।"

তাঁহার তৃতীয় যুক্তি এই যে—

চক্রপাণির বংশ এখনও চৌপীড়াগ্রামে বর্ত্তমান আছে [তাঁহারা জাতিতে বৈদ্য]।

কাব্যতীর্থ-বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় আমার প্রদর্শিত যুক্তির খণ্ডন না করিয়া, উপরোক্ত যে তিনটী অভিনব প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, দেখা যাউক ঐ অভিনব প্রমাণের বলে আমরা চক্রপাণি দত্তকে নিঃসন্দেহে "বৈদ্য" সাব্যস্ত করিতে পারি কিনা?

বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, "বৌদ্ধ-শাসনে যে সকল বৈদ্য উপবীত ত্যাগ করেন নাই, তাঁহানের নাম যে 'লোধ্রবলী' এবং তাঁহাদের বাসস্থানের নাম যে 'লোধ্রবল' হইয়াছিল, তাহা বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় কোথায় প্রাপ্ত হইলেন? বৈদ্যগণের যে আদৌ পৈতা ছিল এবং বৌদ্ধ-শাসনে যে তাঁহারা পৈতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই বা বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনী ভঙ্গীতে বোধহয় যে, তিনি সমগ্র বৌদ্ধযুগের ইতিহাস-সমুদ্রের পারগামী হইয়াছেন। [যদিও বেদান্ত-শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে বৌদ্ধযুগের ইতিহাসসম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন, তথাপি ! আমরাও বৌদ্ধযুগের ইতিহাস কিছু কিছু স্বয়ং পাঠ করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, ঐ যুগের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির

সমর্থক কোন বাক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আশা করি, বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় ভবিষ্যতে ঐ সম্বন্ধে আমাদিগের ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া দিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কেবলমাত্র তাঁহার মুখের কথাকে আপ্তবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিতে আমরা নিতান্তই অসমর্থ।

[বৈদ্যকুলশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ!] বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় "বৈদ্যপল্লী" হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, [চক্রপাণি দত্তের বহুপরবর্ত্তীকালে সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে বিরচিত] কুলপঞ্জিকার ঐ শ্লোককে যদি তর্কস্থলে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াও লওয়া যায়, তবে ঐ শ্লোক হইতে কি পাওয়া যায় দেখা যাউক। উক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে "লোধ্রবল [নামক গ্রাম] দত্তোপাধিক বৈদ্যগণের কুলস্থান অর্থাৎ বংশের মূল-বাসস্থান"। শুধু ইহা হইতেই কি বুঝিয়া লইতে হইবে যে, ঐ গ্রামে দত্তোপাধিক বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোন জাতির বাস ছিল না। ঐ শ্লোকে এমন কি আছে যদ্দ্বারা দত্তোপাধিক বৈদ্যগণের বাস স্বত্বেও ঐ গ্রামে ঐ গ্রামের স্বত্বাধিকারী দত্তোপাধিক **কুলীন** কায়স্থবংশের বাস থাকা অসম্ভব বোধ হইতে পারে? আমাদের আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, বৈদ্য কুলাচার্য্যগণ লোধ্রবলী গ্রামকে দত্তোপাধিক বৈদ্যগণের কুলস্থান বলিয়া বর্ণনা করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের কুলপঞ্জিকায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্তের নামোল্লেখ করিলেন না কেন? অথচ, বটগ্রামী দত্তোপাধিক কায়স্থগণের "ঢাকুরী"তে কি লিখিত আছে, পাঠক তাহা দেখুন। উক্ত ঢাকুরীতে লিখিত আছে—

"বটগ্রামী কুলপতি দত্ত নারায়ণ কৃতি
কাশ্যপ গোত্রেতে চিহ্নিত।
তস্যপুত্র কুলমণি ভানু আর চক্রপাণি
গৌড়েশ্বরের পাত্র-মিত্র যত॥
ভানু দত্ত কুলমণি বটগাঁ সমাজে গণি
দুই ভাই বংশেতে প্রধান।
চক্রপাণি মহামান্য গৌড়ে গিয়া হৈল ধন্য
লুধ্রবলী পাইল শাসন॥
দত্তকুল সুপবিত্র কুলমানি কুলসূত্র
এক পুত্র হইল তাঁহার।
অশেষ পুণ্যের ফলে জন্ম লইল পৃথ্বীতলে
বরপুত্র নাম দুর্গাবর॥" ইত্যাদি *

* ১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

সুতরাং পাঠক দেখিতেছেন যে, তর্কস্থলে কুলশাস্ত্রের প্রমাণকে যদি আমরা বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনেও করি, তথাপি কুলশাস্ত্রের প্রমাণেও চক্রপাণি দত্ত "কায়স্থজাতীয়" বলিয়াই সাব্যস্ত হইতেছেন।

এক্ষণে বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। উক্ত দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, হরিশ্চন্দ্র তাঁহার "ক্রিয়াকৌমুদী" গ্রন্থে "চক্রপাণি"কে অম্বষ্ঠ-বংশোদ্ভব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "অম্বষ্ঠ" শব্দে নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকেই বুঝায় কিনা তৎসম্বন্ধে বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমরা একমত নহি। "অম্বষ্ঠ" ও "বৈদ্যজাতি" এক পর্য্যায়ভুক্ত কিনা তৎসম্বন্ধেও আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় "ক্রিয়া-কৌমুদী" গ্রন্থের কোন মুদ্রিত সংস্করণ হইতে, কি কোন হস্তলিপি হইতে ঐ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহা তাঁহার প্রবন্ধে প্রকাশিত করেন নাই। যদি তিনি কোন মুদ্রিত সংস্করণ হইতে ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তবে সেই মুদ্রিত সংস্করণ কাহাদ্বারা কোন্ সম্বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যদি কোন হস্তলিপি হইতে তিনি উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তবে সেই হস্তলিপি কাহাদ্বারা কবে লিখিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে ঐ শ্লোকের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারিতাম। ফলকথা, ক্রিয়াকৌমুদীর মঙ্গলাচরণে ঐরূপ কোন শ্লোক থাকিলে তাহা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের শ্যেন-দৃষ্টি কখনই এড়াইতে পারিত না। বিশেষতঃ, স্বয়ং চক্রপাণি দত্তের উক্তির সহিত উক্ত শ্লোকের সামঞ্জস্য না থাকায় উক্ত শ্লোকটিকে আমরা কৃত্রিম বলিয়াই বিশ্বাস করি। আমাদের আলোচ্য চক্রপাণি দত্ত ও বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত ক্রিয়াকৌমুদীর তথাকথিত মঙ্গলাচরণোক্ত "চক্রপাণি" যে একই ব্যক্তি তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? চক্রপাণি নামক একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্ব কি নিতান্তই অসম্ভব?

বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের তৃতীয় প্রমাণসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক-সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে "চক্রপাণিদত্তের বংশধরগণের একশাখা এক্ষণে [কায়স্থগণের] শুশুনি-সমাজে পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত সমাজের কালিদাস দত্ত * * মুসলমান বিপ্লবকালে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে প্রস্থান করেন। তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ বর্ত্তমান মহিজহাটি, কায়স্থপল্লী প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।" বলা বাহুল্য, ঐ সমস্ত দত্তোপাধি কায়স্থগণ কুলীন বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। অতঃপর চক্রপাণিদত্তকে বৈদ্য জাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত কোন কোন বৈদ্য-সন্তান যে দত্তোপাধি কোন কোন

বৈদ্যকে চক্রদত্ত-প্রণেতা চক্রপাণিদত্তের বংশধর বলিয়া ঘোষণা করাইবেন তাহাতে বিচিত্র কি? দুঃখের বিষয়, স্বয়ং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং বৈদ্য-কুলগ্রন্থকার ভরতমল্লিক মহাশয় অধুনাতন বৈদ্যজাতি মধ্যে চক্রপাণিদত্তের বংশধরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হন নাই। ভরতমল্লিক মহাশয় শাণ্ডিল্য-গোত্রজ দত্তোপাধিক বৈদ্যগণের মূল বাসস্থান "লোধ্রবল" গ্রামে নির্দ্দিষ্ট করিলেও তাঁহাদিগকে চক্রপাণিদত্তের বংশধর বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই এবং উক্ত লোধ্রবলবাসী দত্তোপাধিক বৈদ্যগণকে কুলীন বলা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট মৌলিক বলিয়াও চিহ্নিত করিতে পারেন নাই,—পরন্তু "হীন মৌলিক" অর্থাৎ নিকৃষ্ট মৌলিকগণের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"দত্তাস্থা অপরে যে তে কথিতা হীনমৌলিকাঃ।
সম্বন্ধাস্তৈঃ সহাঘাতঃ কুলীনানামুদীরিতঃ॥"

(রত্নপ্রভা, ৫ম পৃষ্ঠা)

অথচ চক্রপাণিদত্ত স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থে নিজকে "লোধ্রবলী কুলীন" অর্থাৎ লোধ্রবলী গ্রামীয় কুলীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা ১৩২০ বঙ্গাব্দের কায়স্থ-পত্রিকায় "চক্রপাণিদত্তের বর্ণ-নির্ণয় করিতে যাইয়া বলিয়াছিলাম যে, চক্রপাণিদত্ত নিজকে কুলীন বলিয়া বর্ণনা করায় এবং কায়স্থেতর অন্য কোন জাতি মধ্যে দত্তবংশ কুলীন বলিয়া কখনও স্বীকৃত না হওয়ায়, অপরপক্ষে কায়স্থ-জাতি মধ্যে দত্তবংশ "কুলীন" বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায় চক্রপাণি-দত্তকে কায়স্থ বলিয়া অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত।

এই রামসহায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুধু আমাকে গালাগালি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অনর্থক ও অন্যায়রূপে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়কেও আক্রমণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুকে তিনি বৈদ্যবিদ্বেষী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা এ পর্য্যন্ত নগেন্দ্রবাবুর লিখিত এমন কোন প্রবন্ধ কিম্বা গ্রন্থ প্রাপ্ত হই নাই, যাহাতে তিনি বৈদ্য ও কায়স্থের তুলনা কিম্বা বৈদ্যজাতিকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "বল্লাল-মোহমুদ্গার" ও "বৈদ্য-কায়স্থ মোহমুদ্গার" এবং কায়স্থ-বিদ্বেষমূলক অন্য বহু প্রবন্ধের নাম করা যাইতে পারে যাহাতে বিদ্যারত্ন মহাশয় অনর্থক কায়স্থ-বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্বয়ং বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে "বড়কে ছোট কর কেন?" (অর্থাৎ যেন চক্রপাণি-

দত্ত বৈদ্য (অতএব বড়), তাঁহাকে কায়স্থ (অতএব ছোট) করা হইয়াছে) ইত্যাদি কায়স্থ-বিদ্বেষমূলক বহুকথা লিখিয়া [যদিও তিনি নিজে কায়স্থ কিম্বা বৈদ্য না হন তথাপি অযাচিতভাবে] ঘোরতর কায়স্থ-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুকে স্বজাতি-গৌরব-প্রয়াসী-বলা যাইতে পারে, কিন্তু—তাঁহাকে কখনই বৈদ্য-বিদ্বেষী বলা যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আমরাও বৈদ্য-বিদ্বেষী কিম্বা বৈদ্য-বিদ্বেষের কি কোন প্রকার জাতি-বিদ্বেষের সমর্থক নহি। কিন্তু তাই বলিয়া স্বজাতির গৌরব প্রয়াসী নহি। একথা বলা যাইতে পারে না।

চক্রপাণিদত্তের বর্ণসম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। কাহারও "জাতিনাশ" করা কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রত্যাক্রমণের, কি অনর্থক বিদ্বেষ ও বাদানুবাদের সৃষ্টি করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তজ্জন্য যে সমস্ত প্রমাণসম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে, যে সমস্ত প্রমাণ স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উক্তির উপর নির্ভর করে এবং যাহা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না, সেই শ্রেণীর প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া আমরা কেবল-মাত্র চক্রপাণিদত্তের নিজের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বর্ণ-নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছি। তাঁহার স্বহস্তলিখিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিয়াছি "(কায়স্থেতর) জাতিতে, বিশেষতঃ বৈদ্যজাতি মধ্যে দত্তবংশ কখনই কুলীন বলিয়া গণ্য ছিল না। (অপরপক্ষে কায়স্থজাতি মধ্যে দত্তবংশ আদি কুলীন এবং কোন কোন দত্তবংশ পরবর্ত্তী-কালে কুলভ্রষ্ট হইয়া 'মধ্যম' বলিয়া পরিচিহ্নিত।) এরূপ-স্থলে চক্রপাণিদত্ত স্বয়ং নিজকে লোধ্রবলী (গ্রামবাসী) কুলীন বলিয়া প্রকাশ করায় * * * (তাঁহার) কায়স্থজাতিত্বই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের অবলম্বিত পূর্ব্বোক্ত যুক্তিপ্রণালীর প্রকৃত প্রত্যুত্তর পাইলে আমরা সত্য সত্যই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব, এবং আবশ্যক হইলে বিনাবাক্যব্যয়ে আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইব।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

কালিদাস ও ভবভূতি।

(৬)

(গত আষাঢ় সংখ্যা "কায়স্থ-পত্রিকা" ১৬৪ পৃষ্ঠা হইতে ক্রমাগত)

মিথিলা রাজধানীতে বৈবাহিক মহোৎসবের তরঙ্গে রাজা-প্রজা সকলেই মগ্ন, লোকাভিরাম রামচন্দ্র কন্যান্তঃপুরে নব পরিণীতা প্রেয়সী সীতা এবং তাঁহার প্রিয়-সখীগণের সহিত নানাবিধ মধুর নর্ম্মালাপে নিযুক্ত, আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে রাজান্তঃপুর শুদ্ধ নহে, সমগ্র নগর নিমগ্নপ্রায়,—এমন সময় সহসা বিপদের তীব্র-হুঙ্কারে সকল কাঁপিয়া উঠিল! মাল্যবান্ এবং শূর্পণখার বিষম ষড়যন্ত্র দ্বারা উত্তেজিত এবং পরিচালিত পরশুরাম তাঁহার গুরুর অবমাননাকারী ক্ষত্রিয়-যুবকের প্রাণবধ করিবার জন্য রোষপ্রদীপ্ত ভীষণাতিভীষণ বেশে শত্রু-শোণিত-সিক্ত শাণিত কুঠার হস্তে মিথিলার রাজভবনের দ্বারে উপস্থিত। ভার্গবের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া উঠিল, কেহ কেহ ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। এদিকে বীর্য্যদৃপ্ত চিরবিজয়ী জামদগ্ন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে কন্যান্তঃপুরে নববিবাহিত বধূ-বরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রাজ-ভবনের রক্ষিগণের মধ্যে কাহারও একবার একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবারও সাহস হইল না। পরশুরাম জ্ঞানী ঋষি হইয়াও শিষ্টাচার-পদ্ধতির অবহেলা করিয়া বিনা সংবাদে কন্যান্তঃপুর প্রবেশ করিলেন দেখিয়া রামচন্দ্র বিস্মিত। সীতা এবং তাঁহার সখীগণকে ভীত এবং উদ্বিগ্ন দেখিয়া তিনি সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"অয়ি প্রিয়ে,
মুনিরয়মথ বীরস্তাদৃশস্তৎপ্রিয়ং মে
বিরমতু পরিকল্পঃ কাতরে ক্ষত্রিয়াসি।
তপসি বিততকীর্তের্দর্পকণ্ডুলদোষ্ণঃ
পরিচরণসমর্থো রাঘবক্ষত্রিয়োঽহম্ ॥২৭॥"

মহাবীরচরিত, দ্বিতীয়াঙ্ক।

অয়ি প্রিয়ে, প্রিয় মম এই বীর মুনি,
কাতরে, কম্পিত কেন; ক্ষত্রিয়া যে তুমি।

ভুবন-বিদিত ইনি তপস্যার ফলে,
মহাতেজোময় পুনঃ নিজ ভুজ-বলে,
রাঘব-ক্ষত্রিয় আমি কি ভয় তোমার?
সমর্থ সাধিতে তাঁর সুযোগ্য-সৎকার ॥২৭॥

লেখককৃত অনুবাদ।

এই কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভার্গবের সম্মুখীন হইলে উভয় বীরপুরুষ পরস্পরের আকার ও শৌর্যবীর্য লক্ষ্য করিয়া প্রীত হইলেন এবং ক্রমশঃ বীরত্ব ও সৌজন্য মিশ্রিত সংলাপ ভাষণের পর দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম হইলে রাজর্ষি জনক তাঁহার পুরোহিত গৌতম-পুত্র শতানন্দের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত শতানন্দ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজন্, কিমত্র যুক্তম্?"—অর্থাৎ জামদগ্ন্য সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য?

রাজা জনক উত্তর দিলেন,—

"ভগবন্, কিমিব মন্যতে?
ঋষিরয়ং অতিথিশ্চেদ্বিষ্টরঃ পাদ্যমর্ঘ্যং
তদনু চ মধুপর্কঃ কল্প্যতাং শ্রোত্রিয়ায়।
অথ তু রিপুরকস্মাদ্দেষ্টি নঃ পুত্রভাণ্ডং
তদিহ নয়বিহীনে কার্মুকস্যাধিকারঃ ॥৪৪॥"

দ্বিতীয়াঙ্ক।

"ভগবন্, আর কি?
ব্রহ্মর্ষি পরশুরাম, আগমন তাঁর
যদি অতিথির ভাবে ভবনে আমার,
শ্রোত্রিয়ের উপযুক্ত করিব সম্মান,
মহার্হ আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য করি' দান
পরে দিব মধুপর্ক;—কিন্তু শত্রু হ'য়ে
আসিয়া থাকেন যদি আমার আলয়ে—
পুত্রাধিক প্রিয়তর রামচন্দ্র প্রতি
অকারণ হিংসা হেতু,—তাহ'লে সম্প্রতি
করিবে ভীষণ ভাবে মম ধনুর্বাণ
বিনয়-বিহীন জনে উচিত সম্মান ॥৪৪॥

লেখককৃত অনুবাদ।*

* সংবাদ না দিয়া কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করা পরশুরামের পক্ষে অতিশয় অবিনয়ের কার্য্য হইয়াছে।

পরশুরাম কিন্তু আতিথ্য গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, তিনি রামের সহিত শক্তি পরীক্ষার অভিলাষী। এমন সময়ে বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র জনক ও ভার্গবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এইখানে দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হইল।

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হইলে দেখা গেল বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্ন্য এবং শতানন্দ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বসিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র উভয়ে বলিতে লাগিলেন, "যিনি নানাবিধ যজ্ঞসাধন ও শত্রু দমন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সখা হইয়াছেন, যে পুরন্দরের দ্বারা স্বর্গভূমির ন্যায় যে বীরের দ্বারা বসুমতী সনাথা হইয়াছেন, আমরা যাঁহাকে সতত অনুগ্রহ করি,—অধিক কি সূর্য্যবংশাবতংস পুত্রস্নেহশীল সেই প্রাচীন রাজা দশরথ আপনার নিকট শান্তি ভিক্ষা করিতেছেন। সুতরাং এই শুষ্ক কলহ হইতে ক্ষান্ত হউন। আর দেখুন,—

"সংজ্ঞপ্যতে বৎসতরী সর্পির্ষ্যন্নং চ পচ্যতে।
শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়গৃহানাগতোঽসি জুষস্ব নঃ ॥২॥"

তৃতীয়াঙ্ক।

"দ্বিহায়নী বৎসতরী হইতেছে হত,
গব্য ঘৃতে অন্নপাক হইতেছে কত,
শ্রোত্রিয় এসেছ তুমি শ্রোত্রিয়-ভবনে।
কৃপা কর আমাদের আতিথ্য সেবনে ॥২॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

পরশুরাম কিন্তু এ সব মানিলেন না,—তিনি রামকে দণ্ড দিবেনই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বসিষ্ঠ অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন। অবশেষে বলিলেন, "দেখ, এই মহতী ঋষি-পরিষৎ, বীর যুধাজিৎ এবং অমাত্যগণের সহিত বৃদ্ধ নৃপতি রোমপাদ এবং সত্য যজ্ঞকারী, ব্রহ্মজ্ঞ এবং প্রাচীন জনক রাজা সকলেই তোমার নিকট শান্তি যাচ্ঞা করিতেছেন।" তথাপি পরশুরাম নিজ সংকল্পে অটল,—তিনি বলিলেন, "শত্রুর মূলোৎখাত না করিয়া আমি আচার্য্য ত্র্যম্বক এবং আচার্য্যাণী পার্ব্বতীর নিকট মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করি না।" তিনি কাহারও কোন অনুরোধ শুনিবেন না, রামকে নিহত করিবেনই বলিলেন। জনক-পুরোহিত শতানন্দ পরশুরামের এই স্পর্দ্ধায় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে তিনি থাকিতে কাহার সাধ্য তাঁহার যজমানের কোনও এক প্রিয়জনের ছায়া স্পর্শ করে?—জামাতার ত কথাই নাই! বিশ্বামিত্র "সাধু সাধু" করিয়া উঠিলেন, তখন জামদগ্ন্য এবং শতানন্দে বিষম বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয় উভয়কে অশ্রাব্য কটু ভাষায় গালি

দিলেন, শতানন্দ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ভার্গবকে অভিশাপ প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন,—এমন সময় নেপথ্য হইতে মহারাজ দশরথ শতানন্দকে অনুরোধ করিলেন, "গৃহাগত অতিথি ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করুন"। বসিষ্ঠও সেই অনুরোধ অনুমোদন করিলেন,—শতানন্দ বিরক্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন,—ভার্গবের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গেল, তিনি কোশল ও বিদেহ রাজার আশ্রিত ব্রাহ্মণদিগকে, সপ্তদ্বীপকুলপর্ব্বতসমীপস্থ সর্ব্বক্ষত্রিয় দিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"সকলে শুন, আমি বলিতেছি, আজি আমি পৃথিবী হইতে রাম, জনক এবং দশরথকে বিনাশ না করিয়া নিবৃত্ত হইতেছি না।" জনক পরশুরামের এই বাক্য নেপথ্য হইতে শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ভার্গব, ভার্গব, বলি তোমার যে অতিশয় গর্ব্ব হইয়াছে!"

পরশুরাম জনকের এই বাক্য শুনিয়া আরও ক্রোধে অবহেলার সহিত বলিলেন, "ওঃ! আমার গর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া জনক যে ক্রোধ করিতেছেন!"—অর্থাৎ অতিবৃদ্ধ দুর্ব্বল জনকও কোপ প্রকাশ করিতে সাহস করে!" এই কথায় জনক প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"শত্রুধ্বংসাৎ পরিণতিবশাদ্গৃহ্যতন্ত্রব্রতানাং
নৈরন্তর্য্যাদপি চ পরমব্রহ্মতত্ত্বোপলম্ভাৎ।
ক্ষাত্রং তেজো বিজয়সহজং যদ্ব্যরংসীদিদং তৎ
প্রত্যুদ্ভুয় ত্বরয়তি পুনঃ কর্ম্মণে কার্ম্মুকং নঃ ॥২৫॥"

তৃতীয়াঙ্ক।

"নিখিল অরাতি নাশ, পরিণত জরা,
শাস্ত্র-সুবিহিত নিত্য নিয়ম পালন,
সমাধি সাধন যোগে পরব্রহ্মলাভ—
প্রভৃতি কারণ বশে ছিল সুপ্ত মম
বিজয়ের সহজন্মা ক্ষাত্রতেজোরাশি।
আজি সে সময় পেয়ে পুনঃ জাগরিত
কার্ম্মুকে প্রেরিছে ত্বরা কর্ম্মেতে তাহার! ২৫॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

এই কথার পর জনকের সহিত জামদগ্ন্যের বিষম বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল, উভয়েই উভয়কে যৎপরোনাস্তি অবমাননাকর বাক্য বলিলেন,—অবশেষে, "মুখোমুখী ছেড়ে

শেষে হাতাহাতি হয়”—উভয়েই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত, এমন সময়ে রাজা দশরথ নেপথ্য হইতে বলিলেন,—

“বিরম নরপতে কথং দ্বিজেঽস্মিন্
অবিরতযজ্ঞাবতীর্ণগোসহস্রঃ।
তব পলিতনিরন্তরঃ পৃষৎকং
স্পৃশতি পুরাণধনুর্ধরস্য পাণিঃ ॥৩০॥”

তৃতীয়াঙ্ক।

“ক্ষান্ত হও নরপতি,—
নিত্য নিয়মিত যার যজ্ঞে অবিরত
সহস্র সহস্র গাভী দ্বিজে পায় দান,
প্রাচীন পলিতকেশ সেই ধনুর্ধর
কিরূপে হানিবে আজি ভয়ঙ্কর শর
এই ব্রাহ্মণের প্রতি ? ॥৩০॥”

লেখককৃত অনুবাদ।

পরশুরাম এই কথা শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং জনককে অধিকতর কটু কথা বলিতে লাগিলেন। তখন দশরথ সেই স্থলে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “হে ভার্গব, তুমি জনককে যে কটুবাক্য বলিতেছ, তাহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতি না হইলেও, আমাদের অসহ্য হইতেছে।”

পরশুরাম অবহেলার সহিত বলিলেন, “যদি অসহ্য হয়, তাহা হইলে কি করিবে ?”

দশরথ। তাহা হইলে ক্ষমা করিব না।

পরশুরাম। ওঃ! তুমিও যে আমাকে ভয় দেখাইতে আসিলে! জানিও আমি জগতের নিত্য অপ্রতিদ্বন্দী জামদগ্ন্য রাম,—আর তুমি ক্ষত্রিয়।”

দশরথ। অতঃ খলু নোপেক্ষ্যসে।

দুর্দান্তানাং দমনবিধয়ঃ ক্ষত্রিয়েষ্বায়তন্তে
দুর্দান্তস্ত্বং বয়মপি চ তে ক্ষত্রিয়াঃ শাসিতারঃ।
সদ্যঃ শান্তো ভব কিমপরং দম্যসে চাধুনৈব
ক্ব ব্রহ্মাণঃ প্রশমনপরাঃ ক্ষত্রধার্যং ক্ব শস্ত্রম্ ? ॥৩৪॥

তৃতীয়াঙ্ক।

অতএব, উপেক্ষা করিব না।

ক্ষত্রিয়ের করেতে নিহিত দুর্দান্তের দমনের ভার,
দুষ্ট তুমি, আমরাও তাই,—ক্ষত্রিয়েরা,—শাসক তোমার।
শান্ত হও, নতুবা এখনি শান্ত মোরা করিব তোমায়,
শিষ্টশান্ত কোথায় ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রযোগ্য অস্ত্র বা কোথায় ?৩৪॥

লেখককৃত অনুবাদ।

মহাকবি ভবভূতি ক্ষত্রিয়রাজ দশরথ এবং জনকের এইরূপ বীরোচিত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কালিদাসের অঙ্কিত চিত্রের সহিত এই চিত্রের যে কোন সাদৃশ্য অথবা ঐক্য নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

চতুর্থ অঙ্কে পরশুরামের পরাজয় সূচিত হইয়াছে। পরাজিত পরশুরামের নিকট শ্রীরামচন্দ্র ভদ্রতা এবং বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ভার্গব উত্তর করিলেন,—

“অপরাদ্ধং কিং ত্বয়া জামদগ্ন্যস্য ? ননূপকৃতম্।
পুণ্যা ব্রাহ্মণজাতিরন্বয়গুণঃ শ্লাঘ্যং চরিত্রং চ মে
যেনৈকেন হৃতান্যমূনি হরতা চৈতন্যমাত্রামপি।
একঃ সন্নপি ভূরিদোষগহনঃ সোঽয়ং ত্বয়া প্রেয়সা
বৎস ব্রাহ্মণবৎসলেন শমিতঃ ক্ষেমায় দর্পাময়ঃ ॥২২॥”

চতুর্থাঙ্ক।

তুমি জামদগ্নের কি অপরাধ করিয়াছ! বরং উপকারই করিয়াছ,—
একমাত্র যে ভীষণ দর্পরোগ মম
সুপবিত্র জাতি আর উচ্চ কুল-জাত-
গুণাবলী, সুচরিত্র করিয়া হরণ
করে ছিল নাশ শেষে চেতনা আমার;
তুমি, বৎস, ব্রাহ্মণের অতি হিতকারী
কৃপাকরি মোর প্রতি, মঙ্গলের তরে,
নাশিলে, করিলে শান্ত চিরকাল মত
প্রচুর দোষের হেতু সেই মহারোগ ॥২২॥

লেখককৃত অনুবাদ।

কালিদাসও এই উপলক্ষে বলিয়াছেন,—

"রাজসত্ত্বমবধূয়মাতৃকং পিত্র্যমস্মি গমিতং শমং যদা।
নন্বনিন্দিতফলো মম ত্বয়া নিগ্রহোঽপ্যয়মনুগ্রহীকৃতঃ ॥৯০॥"

রঘুবংশ একাদশ সর্গে।

"মাতৃবংশ রজোগুণ হ'ল তিরোহিত,
লভিলাম শান্তি আজি পিতৃ-কুলোচিত,
পরিণামে শুভ হ'বে এ নিগ্রহ ফলে,
অনুগ্রহ মাত্র ইহা নিগ্রহের ছলে॥৯০॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

আত্মবিস্মৃত জাতি।

(নিতান্ত গল্প নহে)।

সে অনেক দিনের কথা। স্মরণাতীত কালে এক দেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করিতেন। এক সময় তাঁহারা ধনে-মানে, কুলে-শীলে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে এবং অসাধারণ বাহুবলেও দেবোপম চরিত্রপ্রভাবে মহাগৌরবান্বিত ছিলেন। অদৃষ্ট দেবতার নিদারুণ অভিসম্পাতে—দুর্জ্জয় বীরত্বাভিমানে, নিয়ত আত্মদ্রোহিতায় ক্রমশঃ তাঁহারা ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিলেন। সহসা মহাকালের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। এক বিরাট আহবে—জ্ঞাতিহিংসানলে সে মহাশক্তিশালী বীরজাতি ভস্মীভূত হইল। অসংখ্য বীরপূর্ণ সে বিরাট সম্প্রদায় বীরশূন্য হইয়া পড়িল! ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি উঠিল।

বৃদ্ধেরা নারীর মর্য্যাদা, শিশুর প্রাণ ও আত্মরক্ষার দারুণ চিন্তায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আত্মগোপন ব্যতীত তাঁহাদের আত্মরক্ষার আর উপায়ান্তর রহিল না। অনন্যোপায় হইয়া বৃদ্ধ দাদাঠাকুর নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক অসংখ্য ধন-রত্ন ও

মণি-মাণিক্যাদিসহ তাঁহাদিগকে লইয়া এক নিবিড় প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের এ অভিনব বাসস্থানের নাম হইল শিশুপুরী।

দীনভাবে প্রতিপালিত শিশুরা যেমন বড় হইতে লাগিল, নবশিক্ষা প্রভাবে—দাদাঠাকুরের মন্ত্রণাগুণে ক্রমে তাঁহাদের মন হইতে অতুল জাতীয় গৌরব, অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য, ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যের দুর্জ্জয় অভিমান—বিশ্ববরণীয় মানসম্ভ্রমের সুখ-স্বপ্ন স্মৃতি সব মুছিয়া যাইতে লাগিল; ক্রমশঃ তাঁহাদের আচার-ব্যবহার হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িল। দাদাঠাকুরের তুষ্টি সম্পাদনার্থ অতঃপর তাঁহারা আপনাদিগকে বিপ্রদাস সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া বিনয় ও বিপ্রভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কালপ্রভাবে শিক্ষা দীক্ষায় ও আচার ব্যবহারে বৃদ্ধ একে একে সকলকে সেবামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লইয়া সেই শিশুপুরীকে শূদ্রপুরীতে পরিণত করিয়া লইলেন। বৃদ্ধগণের তিরোধানের সহিত সে সম্প্রদায়ের শিখা-সূত্র অন্তর্হিত হইল। এতদিনে দাদাঠাকুরের উদ্দেশ্য সফল হইল। অবিরাম কুশিক্ষা-প্রভাবে সিংহশাবক মেষশিশু বলিয়া আত্মপরিচয়দানে ও মেষবৎ আচরণে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল! উঃ! শিক্ষার কি অনন্ত প্রভাব!

লক্ষ্মীশ্বরের লৌহ-বাসরের ন্যায় দাদাঠাকুরের এক বিরাট লৌহসিন্দুক ছিল। তাহা তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে অতি সতর্ক ভাবে রক্ষা করিতেন; শূদ্র-আখ্যাধারী শিশু সম্প্রদায়ের সে রত্ন-ভাণ্ডার স্পর্শ করিবারও অধিকার ছিল না। সে সিন্দুক অনন্ত রত্নাধার; শিশু-সম্প্রদায়ের আভিজাত্যের বিবরণ এবং পৈত্রিক ধন-রত্ন সব উহাতেই সংরক্ষিত ছিল। তাঁহারা সে সংবাদ কিছুই জানিতেন; তাঁহারা আপনাদিগকে অতি কাঙ্গাল—অতি নীচ শূদ্র ভাবিয়া দাদাঠাকুরের সে অন্যায় আদেশ নীরবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, দাদাঠাকুরই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব—তাঁহারা আদেশ উপদেশই তাঁহাদের বেদবাক্য এবং তাঁহার পদ-সেবাই সে জাতির ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়; অন্যথা ঘোর নরক তাঁহাদের অদৃষ্ট-লিপি—ঐহিক অনন্ত যাতনা তাঁহাদের সামাজিক বিধান! অহো! কি ভীষণ অধঃপতন! কি নিষ্ঠুর কুশিক্ষা! কি ঘোর স্বার্থপরতা!—কি বিষম আত্মবিস্মৃতি!

সেকালে রেল-জাহাজ কিছুই ছিল না। দূরদূরান্তর প্রদেশে গমনাগমনের তেমন সুযোগ না থাকায়, সে আত্মবিস্মৃত সম্প্রদায় তাঁহাদের জ্ঞাতি-বান্ধবগণের কোন সংবাদ রাখিত না।—আপনাদের প্রকৃত বিবরণ বা জন্মগত স্বত্বের বিষয়ও কিছু জানিত না। সে বিশ্ববরণীয় মহাসম্ভ্রান্ত জাতি বিপ্রলব্ধ জ্ঞানে ভুলিয়া দুর্ব্বল

নিরীহ প্রাণীর ন্যায় সুখে-দুঃখে নিত্য নূতন আদেশ অনুজ্ঞার নিমিত্ত দাদাঠাকুরের দ্বারে করপুটে প্রতীক্ষা করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহাদের স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় আবির্ভাব হইল; শৈশবের সোণার স্বপনের মধুর স্মৃতির ছাপ টুকু পর্য্যন্ত সে আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত জাতির মস্তিষ্ক হইতে মুছিয়া গেল! দাদাঠাকুরেরই জয় হইল!—বিধি-লিপি পূর্ণ হইল!

এ নশ্বর-জগতে কেহই অবিনশ্বর নহে। কালক্রমে একদিন সহসা বৃদ্ধের ডাক পড়িল। দাদাঠাকুরের পতনে সে গুপ্ত সিন্ধুকের চাবি শিশু-সম্প্রদায়ের হস্তগত হইল। তাঁহাদের মধ্য হইতে কতকগুলি শক্তির পুরুষ ছুটিয়া যাইয়া সে গুপ্তগৃহে বিরাট সিন্ধুক খুলিয়া দেখিলেন, তাহা মহা ঐশ্বর্য্যের আধার—অনন্ত রত্নভাণ্ডার!—কুবেরের অগাধ সম্পদ সে ভাণ্ডারে গচ্ছিত আছে! শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে, তাঁহারা আরও দেখিলেন,—সে সিন্ধুকের এক অংশ জুড়িয়া এক বিরাট গ্রন্থ পড়িয়া আছে; তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে!—তাঁহারা ত ন্যা নহে, তাঁহারা অতি উচ্চ—মহাসম্ভ্রান্ত জাতি! রাম, কৃষ্ণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, হরিশ্চ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত মহাপুরুষেরা যে বংশ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সেই পবিত্র বংশেই অধঃপতিত—আত্মবিস্মৃত সন্তান! এতদিনে অন্ধের চ ফুটল—আত্মবিস্মৃত মহাজাতি আত্মপরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের দায়াদগণে অন্বেষণে ছুটিল! অবশেষে আপন জাতীয় চিহ্ন ধারণ করিয়া স্ব সম্প্রদায়ে মিশি ধন্য হইল!

কিন্তু সে সম্প্রদায়ের দুর্ব্বল হৃদয় অলসেরা তেমনি পড়িয়া রহিলেন! তাঁহা সব দেখিলেন, শুনিলেন ও বুঝিলেন, তথাপি দুর্জ্জয় অলসতা বশতঃ শূদ্রত্বের অতিক্রমপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বজাতীয় সমাজে মিশিতে অগ্রসর হইলেন জগতের শত হাসি টিট্‌কারী, দাদাঠাকুরের স্বসম্প্রদায়ের অনন্ত নির্য্যাতন, কিছু তাঁহাদের সে বিষম মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিল না! পাকাল মৎস্য কর্দ্দমে মাখা থাকিতেই আত্মতৃপ্তি লাভ করে; তদ্রূপ তাঁহারাও পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবে 'বেশ আছি' মনে করিয়া সেই শিশুপুরীতে—শূদ্রের মহাপঙ্কিল ঘৃণিত গর্ত্তে পড়িয়া থাকি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন! অহো! কি বিষম শিক্ষা-সংস্কার! অপরিমেয় অলসতা! কি ভীষণ আত্মপ্রবঞ্চনা!—কি অভাবনীয় অধঃপতন!

দাদাঠাকুরের এ কাহিনীটা একটুকু রাগরঞ্জিত হইলেও নিতান্তই গল্প ন উহার মূলে একটা গভীর সত্য নিহিত আছে। আমরা কি প্রায় ঐ আত্মবি সম্প্রদায়ের মতই অধঃপতিত জাতি নহি? আমরা ও ত—

জনমি ক্ষত্রিয়-কুলে, বিপ্র-লব্ধ জ্ঞানে ভুলে,
আপনারে ভাবি সদা অধম-দুর্ব্বল!
আমাদের ও—ত "শিখা-সূত্র গেছে দূরে, দাসত্ব লয়েছি শিরে,
পর-অনুগ্রহ শুধু জীবন-সম্বল!"

তবে আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত জাতি বলিলে দোষ কি? বঙ্গীয় কায়স্থজাতি দাদাঠাকুরের গল্প-রূপ দর্পণে আত্মদর্শন করুন।

আমরাও একরূপ আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত জাতি বৈ কি? কোন্ পাপে কাহার অভিশাপে আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা?—আপন জাতীয় অধিকার শিখা-সূত্র লাভের নিমিত্ত এ গগনভেদী চীৎকার? বিপ্র-লব্ধ-জ্ঞান—তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের এ অধঃপতনের কারণ নয় কি? কাহরি উপদেশে আমরা যাগ-যজ্ঞ ছাড়িয়াছি, শিখা-সূত্র হারাইয়াছি, বেদ-শাস্ত্র-আলোচনা ভুলিয়াছি—আত্মজ্ঞানে অন্ধ ও আপনার জাতি-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া—ক্ষত্রিয় সন্তান আমরা শূদ্র সাজিয়াছি?

সে কালে শাস্ত্রের চাবি ছিল ব্রাহ্মণের হাতে। বড় বড় অধ্যাপকের নিকট ব্যতীত সাধারণতঃ কোনরূপ শাস্ত্রগ্রন্থই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া তাঁহারা বলিতেন, এযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রবর্ণ এই দুইটি ভিন্ন জাতি নাই। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সবাই শূদ্র। স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহ বেদশাস্ত্র স্পর্শ করিতেও অধিকারী নহে। তাহারা বিপ্র-সেবারত থাকিলেই মুক্তি আসিয়া আপনি তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইবে! কি বিচিত্র বিধান! আরও অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এত কাল আমরা দাদাঠাকুরের এ অদ্ভুত আদেশ শিষ্যের ন্যায় নীরবে শির পাতিয়া বহন করিয়া আসিতেছি, উঃ! কি ভীষণ শিক্ষা-মোহ!

সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এখন আর রেল-জাহাজের অভাব নাই। গমনাগমনের সুবিধান হওয়ায় আমরা বিদেশীয় দায়াদগণের সঙ্গ-সুখ লাভে আমাদের স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হইয়াছি। মুদ্রাযন্ত্র-প্রচার বাহুল্যে সুলভশাস্ত্র প্রকাশ কার্য্য সহজ সাধ্য হইয়াছে। শাস্ত্রচর্চ্চায় সুবিধা পাইয়া প্রায় সর্ব্ব সম্প্রদায় স্বীয় জাতিতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন। দাদাঠাকুরের হাতের চাবি বিশ্ববাসী কাড়িয়া লইয়াছে,—মহাক্রোধে তাঁহার পরলোকগত আত্মা ভূত হইয়া স্বীয় জ্ঞাতি-বান্ধবগণের কাহারও কাহারও স্কন্ধে আরোহণ করিয়া উন্নতিশীল জাতিগুলির আত্মোন্নতির বিঘ্ন সম্পাদনে প্রয়াস পাইতেছে! ভূতাবিষ্টের জ্বালায় সংস্কারার্থী পল্লীবাসিগণ যারপর নাই লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিতেছেন। দেশের সর্ব্বত্র উপযুক্ত রোঝার একান্ত প্রয়োজন।

কায়স্থগণ বিপ্রলব্ধ-জ্ঞান—অলীক বিশ্বাস বিস্মৃতির পূতগঙ্গাজলে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের সুপ্তি-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, শূদ্রত্বের মোহ ছুটিয়াছে; তাই তাঁহারা আপন জন্মগত স্বত্বলাভে প্রয়াসী হইয়াছেন। উন্নতিশীল মহাত্মগণ—আত্ম-বিশ্বাসী কর্ম্মী সম্প্রদায় দলে দলে জাতীয় সংস্কার—শিখা-সূত্র ধারণ ও ক্ষাত্রধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্বীয় স্বীয় জ্ঞাতি-বান্ধবদিগকে সে অনাবিল শান্তি-সুখের অংশী হইবার নিমিত্ত—জাতীয় সংস্কারার্থ সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

কৈ সকলে ত তাঁহাদের এ মঙ্গলময় মধুর আহ্বানে সাড়া দিতেছেন না,—সকলেই জাতীয় সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন না? শূদ্রত্বের অলীক মোহ, দুর্ব্বা আলস্য-ঔদাস্য সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও উপহাস-টিট্‌কারীর ভয় এবং সাময়িক নানারূপ অসুবিধার আশঙ্কা তাঁহাদিগকে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে দিতেছে না। তাঁহারা ভাবিতেছেন, বেশ আছি, উপবীত গ্রহণ করিয়া বৃথা কেন গোল-যোগে পড়িতে যাইব! হাম্-বড়ত্বের অভিমান এবং ব্রাহ্মণ-সমাজের আদর-যত্নের কল্পিত আকাঙ্ক্ষাও অনেকের আত্মসংস্কারের পরিপন্থী হইয়াছে। অনেকে আবার ইচ্ছা করিয়াই জাগিয়া ঘুমাইতেছেন। তাঁহাদের ধন, মান, শক্তি, সুবিধা সবই আছে,—নাই শুধু মনের বল আর আত্মোন্নতির—জাতীয় অভ্যুত্থানের উচ্চ ইচ্ছা! হায়! কবে ইহাঁদের মোহ-নিদ্রা ঘুচিবে?—কবে এ আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত বিরাট্ জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণে জাতীয় গৌরব লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিবে!

পুরাণ-প্রসঙ্গে শুনিয়াছি, বরাহ-অবতারের অবসানকাল উপস্থিত, তথাপি ভগ-বান্ নারায়ণ মর্ত্ত্য-লীলা পরিহার করিয়া স্বধামে গমন করিতে বিরত থাকায়, দেবগণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠগমনে অনুরোধ করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি পত্নী ও শাবক-গুলি লইয়া এক পঙ্কিল গর্ত্তে সুখে বিরাজ করিতেছেন! এ দৃশ্য দর্শনে দেবগণ তাঁরা মহা বিস্মিত হইয়া ভগবানের স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। তথাপি ভগবান্ মর্ত্ত্য-লীলা পরিহারে সম্মত না হইয়া বলিলেন, 'দেখ দেবগণ! এই শূকরীকে ও শাবক-পরিবেষ্টিত হইয়া এ পঙ্কিল গর্ত্তে—এই বরাহদেহেই আমি বেশ আছি, ইহাদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গে গমনেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না! অগত্যা দেবগণ সেই বরাহমূর্ত্তির ধ্বংস সাধন করিয়া ভগবান্‌কে সে দেহ হইতে মুক্ত করিলেন। তখন বরাহ-দেহ-মুক্ত ভগবান্ মুক্তির আনন্দে আপনি বলিয়া উঠিলেন, 'আ! কি আরাম! কি আনন্দ! চল, দেবগণ এখন স্বর্গে যাই।'

ঐ বরাহরূপী ভগবানের ন্যায় আমরাও শূদ্রত্বের পঙ্কিল গুহায় পড়িয়া থাকিয়া

আত্মতৃপ্তিলাভ করিতেছি! মায়ামুগ্ধ মন কিছুতেই শূদ্রত্ব ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে সম্মত হইতেছে না! আমাদের জ্ঞাতি-বান্ধবগণ দেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে শূদ্র-লীলা-পরিহার জন্য কত স্নেহ-উপদেশ—কত স্তব-স্তুতি করিতেছেন, তথাপি 'বেশ আছি' মনে করিয়া তাঁহাদিগকে ভাড়াইতে ভাড়াইতে প্রয়াস পাইতেছি! হায়! কবে তাঁহারা আমাদের এ শূদ্ররূপী মায়া-দেহ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবেন? কবে আমরা এই ঘৃণিত শূদ্রাচার ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে—শিখা-সূত্র ধারণে নবজীবনলাভ করিয়া মুক্তির আনন্দে বলিব, বাঃ! কি আরাম!

ভগবান্! সে শুভ দিন কি হইবে না?—এ আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত বিরাট্ জাতি কি একদিন সমকণ্ঠে মুক্তির আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে সমর্থ হইবে না? কর, দেব! তোমার মঙ্গলময় শুভ ইচ্ছায় আমাদের এ ঘৃণিত শূদ্রত্বের মোহ-মায়া দূর করিয়া দাও; আমরা সমগ্র কায়স্থ-সমাজ স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তির আনন্দে প্রেম ভক্তিভরে তোমার জয় গান করিয়া ধন্য হই। জয় জগদীশ্বর!

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

গৌড়-কাহিনী।

ত্রিত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জলমগ্না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তৎকালে কমঙ্গল হইতে গঙ্গা-মহানন্দা সঙ্গমে যাইবার রাজপথের পার্শ্বে, কষঙ্গলের স্ত্রী-সঙ্ঘারামের অনতিদূরে একটি সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান ছিল। অত বড় দীর্ঘিকা প্রায় সচরাচর ঐ প্রদেশে পরিদৃষ্ট হইত না। দীর্ঘিকার নাম "অশোক সরোবর"। "অশোক-সরোবর। জানি না, কোন্ সুদূর অতীতকালে, কোন্ শোকাতুর ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিদারুণ শোকাপনোদন-মানসে এই সুবৃহৎ সরোবর খনিত হইয়াছিল; কিন্তু এই সরোবরের বীচিমালা-বিক্ষোভিত স্বচ্ছ সুবিস্তৃত সলিলরাশি—নানা জাতীয় সুদীর্ঘ মনোহর পাদপশ্রেণী ও অসংখ্য সুরভি কুসুম তরুকুলপরিশোভিত সুপ্রশস্ত তটদেশ—

সুন্দর কারুকার্য্যখচিত পাষাণময় সুদৃঢ় সুদৃশ্য সুবিন্যস্ত সোপানশ্রেণী-সম্বলিত বহুসংখ্যক বাঁধা ঘাট নিম্নস্থ তট সংলগ্ন স্বল্প গভীর সলিলোৎপন্ন মৃদুমারুত হিল্লোলিত নানাশ্রেণীর জলজ কুসুমের অনুপম সৌন্দর্য্যধারা নিদারুণ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়েও যে শক্তির অমৃতধারা সিঞ্চনে সমর্থ তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বসন্তকাল। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি দেবীর অফুরন্ত শোভা ভাণ্ডার হইতে অনুপম সৌন্দর্য্যধারা যেন তরঙ্গে তরঙ্গে নির্গত হইয়া জগৎপ্লাবিত করিতেছিল। অশোক সরোবরের সুবিস্তৃত তটশোভী ঘন পল্লবিত পাদপরাজির ঘন পত্রাবলি মনোহর হরিৎবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। সুকণ্ঠ পিক কুল যেন নবজীবন ও নব সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া সুমধুর কাকলী লহরীতে দিগন্ত মাতাইয়া তুলিতেছিল। সুনীল সুবৃহৎ গগন-মণ্ডল মেঘ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হাসিতেছিল।

আজ রবিবার। অশোক সরোবরের বক্ষ-বিশোভী প্রস্তর নির্ম্মিত উপোষথ গৃহ শ্রমণী ও উপাসিকা-মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি আরও আসিয়া জুটিতেছে। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী তীরভূমি হইতে ক্রমাগত শ্রমণী ও উপাসিকাগণকে তথায় লইয়া উপস্থিত করিতেছে। এই সমস্ত তরণীর মধ্যে এক খানিতে একজন ষোড়শী যুবতী বসিয়াছিলেন। যুবতী অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালিনী। অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত রশ্মিজাল তাঁহার সেই সুষমামণ্ডিত দেহযষ্টির উপর নিপতিত হইয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব মাধুরী সংযুক্তা করিয়া তুলিয়াছিল। অন্যান্য আরোহিণীগণের ন্যায় যুবতীর মুখে কোন প্রকার চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হইতে ছিল না। তিনি গম্ভীরভাবে কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন।

ধীরে ধীরে তরণী উপোষধ গৃহের পাদদেশে সংলগ্ন হইল। সঙ্গিনীগণ একে একে তরণী হইতে অবতরণ করিয়া চলিয়া গেল। তখন সর্ব্বশেষে সেই যুবতী চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন। তিনি অবতরণ করিয়া কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। ধীরে ধীরে নীরবে উপোষথ গৃহটী সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তারপর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ শ্রীবুদ্ধ মূর্ত্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। অতঃপর বাহিরে আসিয়া অলক্ষিতে এক পার্শ্বে একটী সোপানোপরিস্থ লতা কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘিকার ঘনকৃষ্ণ সলিলরাশির খেলা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার পাদ নিম্নে মৃদু পবন হিল্লোলে সরোবরের নীল সলিলরাশি ধীরে ধীরে হিল্লোলিত হইতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত রশ্মিমালা নিপতিত হইয়া সলিলরাশিকে বিগলিত সুবর্ণরাশির ন্যায় পীতাভ করিয়া তুলিয়াছিল। সলিল মধ্যে কত শ্রেণীর শত শত

সংখ্য কেহ শ্বেত, কেহ কৃষ্ণ, কেহ লোহিত—নির্ভয়ে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল—কখন বা উল্লাসে নৃত্য করিতেছিল।—অদূরে একটী চক্রবাক তাহার সহচরীর সহিত আনন্দে জলক্রীড়া করিতেছিল।—যুবতী সেই সকল দৃশ্য মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলেন।

পাঠক, বুঝিয়াছেন এই যুবতী কে? যদি এখনও না বুঝিয়া থাকেন তবে একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখুন। দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন—ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা মাধবী। মাধবী কয়ঙ্গল সঙ্ঘারামে আসিবার পর হইতে প্রায় প্রতি রবিবারেই এই উপোষথ গৃহে আসিতেন এবং বসিয়া বসিয়া অশোক সরোবরের নিরূপম সৌন্দর্য্যরাশি একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় দেখিতেন। অতীত জীবনের কত সুখদুঃখময় স্মৃতিরাশি একে একে তাঁহার মনে উদয় হইত। তাঁহাদেরও এইরূপ সরোবর ছিল—সরোবরের চারিপার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ উদ্যান—উদ্যানে কত প্রকারের কত সুন্দর সুন্দর শ্যাম কিশলয়-শোভিত পাদপরাজি—কত শত শত মনোহর কুসুমস্তবক শোভা পাইত; পিতার সহিত শৈশবে সেই সরোবরশোভী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে,—কখন বা সরোবরতীরে মর্ম্মরবিনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত বাঁধাঘাটের মসৃণ অবতরণিকায় উপবেশন করিয়া—কত গল্প করিতেন, এইরূপ শত সহস্র স্মৃতি মনে হইয়া তাঁহাকে বিহ্বলা করিয়া তুলিত। কখনও কখনও ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই চিন্তাস্রোতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি অনিন্দ্য সুন্দর যুবা মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিত। সে মূর্ত্তিটি কেদারেশ্বরের।

মাধবী আজও অশোক-সরোবরের ধারে বসিয়া ঐরূপ চিন্তাই করিতেছিলেন। কতকাল কেদারেশ্বরকে দেখেন নাই—তিনি মৃত কি জীবিত?—জীবিত থাকিলে, তিনি কি দুঃখিনী মাধবীর কথা কখনও স্মরণ করেন—দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ কালে কেদারেশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা কি তিনি সফল করিয়া তুলিতে পারিবেন—যদি না পারেন তবে কি পুনরায় কেদারেশ্বরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে—যদি কেদারেশ্বরের সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এ জীবনে মাধবীর আর প্রয়োজন কি—কেবল কি দুঃখভোগের জন্যই বিধাতা মাধবীকে সৃজন করিয়াছেন—আজ স্বতঃই এই ভাবের বহু কথা অন্য দিনাপেক্ষা অধিকতর তীব্রভাবে তাঁহার মনে পুনঃ পুনঃ উদয় হইতেছিল—তিনি এক মনে বিভোর হইয়া সেই চিন্তাই করিতেছিলেন।

সহসা অদূরে সম্মুখস্থ সেই সুপ্রশস্ত রাজপথ সবেগে কম্পিত করিয়া—নিম্নস্থ সরোবরের সলিলরাশি প্রতিধ্বনিত করিয়া, সহস্র অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত শব্দ উত্থিত হইল। সে শব্দে সহসা মাধবীর সুদৃঢ় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

সচকিতে তিনি সেই শব্দাভিমুখে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন,—শত শত অশ্বারোহী দ্রুতবেগে সেই রাজপথ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—দেখিলেই বোধ হয় তাহারা একদল অশ্বারোহী সৈন্য। সর্ব্বাগ্রে একজন যুবক তাহাদের পরিচালক। যুবকের আকৃতি দীর্ঘ—বর্ণ উজ্জ্বল গৌর—দেহকান্তিতে তেজঃরাশি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে—পরিচ্ছদ দেখিলেই বুঝা যায়, ইনি সেনাপতি।

যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র মাধবীর মনে কেমন একটা আঘাত লাগিল—অমনি তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—হৃদ্‌পিণ্ডে শোণিতস্রোতঃ বেগে সঞ্চারিত হইল। যুবক কি কেদারেশ্বর? সত্য সত্যই কি কেদারেশ্বর? তাহাও কি সম্ভব? তবে কি কেদারেশ্বর বরেন্দ্রীযুদ্ধে একজন সেনাপতি? মুহূর্ত্তের মধ্যে মাধবীর চিন্তাশক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল—তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না—তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে অন্যের অজ্ঞাতসারে সেই লতাকুঞ্জ মধ্যে তিনি সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পরে যখন মাধবীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি একখানি শিবিকাভ্যন্তরে শায়িতা রহিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তারপর ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্য মুখ বাড়াইয়া শিবিকা দ্বারপথে একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। দশমীর চন্দ্রমা তখনও অনন্ত আকাশবক্ষঃ হইতে কিরণজাল বিস্তার করিয়া পৃথিবী উদ্ভাসিত করিতেছিল। নিম্নে সুদূর বিস্তৃত সলিলরাশির তরঙ্গ ভঙ্গে সেই কিরণ জালে প্রতিফলিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। সুশীতল বায়ুরাশি শোঁ শোঁ শব্দে দিগন্ত পানে ছুটিতেছিল।

সেই সমুজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মাধবী সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন—সীমাহীন-পরি রাশির উপর দিয়া একখানি তরণী শিবিকাসহ তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। যাহারা নৌকা বহিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহারা কে?—তাহারা তাঁহাকে কোথায় বা লইয়া চলিয়াছে?—তাহাদের উদ্দেশ্যই বা কি?—তিনি এরূপ স্থানে কিরূপে করিয়াই বা আসিলেন?—এইরূপ বহু প্রশ্ন একে একে বিদ্যুৎবেগে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তিনি নিশ্চয়রূপে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কখনও তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি স্বজ্ঞানে অবস্থিতা নহেন—যেন তিনি প্রহেলিকাময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন।

সহসা হরিদ্রা-বিহারের বিগত দুর্ঘটনার কথা চকিতের ন্যায় তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। যাহারা তাঁহাকে লইয়া চলিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্য যে ভাল নহে তাহা

সহজেই তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি যে ঘোরতর বিপদ্‌জালে নিপতিতা হইয়াছেন তদ্বিষয়ে আর তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উন্মাদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "কে আছ—রক্ষা কর"। আর ঐ চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নিমিষ মধ্যে শিবিকা হইতে বহির্গত হইয়া সেই অকূল সলিলরাশি মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ঠিক্ সেই সময়ে বিপরীত দিক্ হইতে চারিখানি রণতরী অদূর দিয়া যাইতেছিল—সহসা তাহারা তথায় থামিয়া গেল। আর সেই রমণী-কণ্ঠোত্থিত সুগভীর আর্ত্তনাদ ও পতন শব্দ নৈশবায়ু তাড়িত হইয়া নিশিথের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

পাঠক! মাধবী নদীবক্ষে কিরূপ কাহা কর্ত্তৃক আনীতা হইলেন সেই কথা এক্ষণে আপনাদিগকে বলিব। হরিদ্রা-বিহার হইতে কয়ঙ্গল সঙ্ঘারামে আগমনের কিয়দ্দিবস পর অনুসন্ধান করিতে করিতে হরিপালের গুপ্তচর তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য কৌশল বিস্তার করিতে লাগিল। সঙ্ঘারাম বাসিনী একজন শ্রমণীকে হস্তগত করিয়া উক্ত গুপ্তচর তাহাকে স্বীয় সহায়-তায় নিয়োজিত করিল। তাহাদের সৌভাগ্যক্রমে, সে দিন সন্ধ্যাকালে মাধবী দেবী সেই উপোষথ গৃহ প্রান্তে সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য শ্রমণী ও উপাসিকাগণ উপাসনা সমাপনান্তে ক্রমে ক্রমে সকলেই তথা হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু গুপ্তচরের সহকারিণী শ্রমণী মাধবীকে তদবস্থায় দেখিয়া উহা কার্য্য সিদ্ধির উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় গুপ্তচরকে তাড়াতাড়ি সংবাদ প্রদান করিল। গুপ্তচর তথায় আসিয়া মাধবীকে তথা হইতে নৌকাযোগে সরোবরের তীরে লইয়া আসিয়া একখানি শিবিকায় তাঁহাকে শায়িত করাইয়া দ্রুতগতিতে গঙ্গাবক্ষঃস্থিত পূর্ব্বকথিত তরণীতে শিবিকাসহ উঠাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন। তার পর যাহা হইয়াছে পাঠক তাহা অবগত আছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিষদ বর্ণনা

সর্ব্ব শক্তিমান ভগবানের সংকল্প ও তাহার শক্তির প্রভাবে অব্যাকৃত (অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে) অনন্ত জগৎ কিরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা আমাদের আলোচিত ও সাধারণতঃ অন্যান্য হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ও পূর্ণবতার ভগবানের ও অন্যান্য যুগাবতার সিদ্ধ পুরুষ ও মহাজনগণের বাক্য অনুসরণ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভগবান যেরূপ উদয় করিয়া দিয়াছেন তাহা বিষদ ভাবে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিব।

সচ্চিদানন্দই ভগবানের স্বরূপ—অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দ এই তিনটি ভাব লইয়া তাঁহার অদ্বৈত বিভুসত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সত্তা শক্তি ও গুণের আধার। ভগবানের বিভুসত্তীয় তাঁহার স্বরূপশক্তি ত্রিবিধ—সচ্ছক্তি, চিচ্ছক্তি ও আনন্দ শক্তি। পুরাণের ভাষায় সন্ধিনী, সম্বিদ ও হ্লাদিনী শক্তি। তিনি প্রকাশ আনন্দ স্বরূপে এই শক্তি ত্রয়ের আধার হইয়া আত্মানন্দে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সেই শক্তিমান তাঁহার আজ্ঞাধীনা তাঁহার স্বরূপশক্তি ত্রয় হইতে অভেদ—তিনি এই স্বরূপ শক্তিহীন কখনও হন না। তাই ভগবানের স্বরূপশক্তিত্রয়কে তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি বলে। অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি কালে ভগবানের ক্ষুদ্রতম অংশে তাঁহার সংকল্প সঞ্চালিত শক্তির প্রভাবে অনন্ত বিশ্বে বহুরূপে প্রকাশিত অনুচৈতন্য জীব সকলকে এই স্বরূপ শক্তিই চৈতন্যময় ও (অস্তিত্বে) আনন্দযুক্ত করিয়া থাকেন; তাই উহাদিগকে স্বরূপ শক্তি বলে—তৎকালে ভগবানের স্বরূপ হইতেই এই শক্তি পরিচালিত হয়। এই স্বরূপ শক্তির নামই আভাস চৈতন্য এবং জীবের চৈতন্যের কারণ বলিয়া ইহার নাম ভগবানের ঐ চিদাভাসরূপ বীজ সম্ভূত তটস্থা শক্তি। যে ক্ষুদ্রতম অংশ হইতে অনন্ত বিশ্বের উদয় হয় তাহা ভগবানের অসীম সচ্চিদানন্দ স্বরূপের তুলনায় অতি ক্ষুদ্রতম হইলেও রচিত অনন্ত বিশ্ব সম্বন্ধে বিশাল প্রদেশ।

ভগবানের বিভুসত্তায় এই গুণ নির্ম্মল, ভাস্কর ও অদ্বৈত ভাবে থাকিলে কোন গুণেরই অভিব্যক্তি থাকে না—এক অদ্বৈত ও পূর্ণ আত্মানন্দময় মহভাবে নির্ম্মজ্জিত এবং প্রকাশ রূপে অবস্থান করে। সেইগুণ স্বপ্রকাশ আনন্দময় বিভুসত্তায় পূর্ণ ও অব্যক্ত ভাবে চিদানন্দ স্বরূপে স্থিত বলিয়া তাহাতে কোনরূপ জড়ত্ব ও থাকিতে পারে না। সুতরাং তদবস্থায় ও এই অর্থে সেই সর্ব্বগুণাকর ভগবানকে নির্গুণ

বলাও অসঙ্গত হয় না। ভগবৎ সত্তায়, তাঁহার স্বরূপ শক্তির অধীন ভাবে, আরও দুইটী শক্তি আছে, তাহার একটি পূর্ব্বোক্ত তটস্থা শক্তি পরাপ্রকৃতি এবং অপরটি বহিরঙ্গা মায়া (মায়া ও অবিদ্যা) শক্তি বা অপরা প্রকৃতি। এই দুইটী শক্তি এই জীব ও জড়বিশিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অনন্ত জগৎকে ব্যক্ত করিতেছে। ভগবান্ তাঁহার সকল শক্তিরই কার্য্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

সেই ভগবান্ সচ্চিদানন্দ অনাদি এবং তাহাতে প্রকাশিত জগৎ সকলও প্রবাহ রূপে অনাদি। কিন্তু মহাপ্রলয় সময়ে সৃষ্টিপ্রবাহের বিরামাবস্থায় (কথঞ্চিৎ স্থূল জগৎ হইতে স্থূলতম জগৎ পর্য্যন্ত) সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া অতিসূক্ষ্ম সংস্কার রূপ বীজ লইয়া তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তিতে লীন এবং তৎসহ ভগবানের স্বরূপশক্তিতে সমাধিলাভ করিয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়া যায়—ইহাই জগতের ব্রহ্মভাবে স্থিতি এবং ইহাকেই বলে "জগৎ অব্যাকৃতপূর্ব্বমাসীদ্"।

সত্তা না থাকিলে শক্তির অস্তিত্বই থাকে না এবং অন্যের নিকট শক্তিকে ব্যক্ত করিতে হইলে শক্তি ক্রিয়মানা হইয়া সত্তাকে প্রকাশ না করিলে ঐ সত্তা অন্যের অনুভবে উদয় হইতে পারে না। এবং সত্তাকে প্রকাশ করিবার জন্য শক্তি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ও উন্মুখা হইয়া থাকে। জাগতিক সমস্ত শক্তি সম্বন্ধেই এই নিয়ম দেখিতে পাই।

স্বরূপে সেই সচ্চিদানন্দের সত্তা অন্তহীন—বিভু ও এক অদ্বিতীয় পূর্ণ ও অখণ্ড প্রকাশানন্দ-পদার্থ—তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই বা তাঁহার কোন খণ্ডাংশও নাই, তাঁহার কোন স্থানেও পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণানন্দের অভাব নাই। মহাপ্রলয়ের অবস্থায় সেই অসীমের অসীম সত্তাধিষ্ঠিতা সর্ব্ববিধ অসীম শক্তিই নিষ্ক্রিয় হইয়া তাঁহাতেই বর্ত্তমান থাকে—সেই অসীমকে অনন্ত ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য তদ্‌গত অসীম শক্তি উন্মুখী হইয়া থাকিলেও তখন ঐ শক্তির স্ফুরণ হওয়ার ক্ষমতা আবশ্যকতা স্থান উপাদান কিছুই থাকে না। জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা কিছুই বর্ত্তমান নাই, ভগবানের এক বিভু-সত্তাতেই তাঁহার ঐ পূর্ণশক্তি ডুবিয়া রহিয়াছে, যেখানে দ্বিতীয় নাই, সর্ব্ব নাই, শক্তিস্ফুরণের উপায় নাই, সেখানে তাঁহাকে অনন্তজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ কিরূপে বলিব? যেখানে কাল দেশ পাত্র সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে, ব্যাপকতার জ্ঞানও স্বয়ং আত্মহারা হইয়া গিয়াছে, সেখানে তাঁহাকে আর কিরূপে সর্ব্বব্যাপী বলিব? যেখানে কোন বাহ্যকরণ বা অন্তঃকরণ কোন কিছুই বর্ত্তমান নাই, সেখানে আর কিরূপে তাঁহাকে সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিব! যেখানে একমাত্র অদ্বয় ভাবে নিরানন্দেই তিনি অবস্থান করিতেছেন,

সে স্থলে তাহাকেই বা কিরূপে অতুলানন্দ ও প্রেমকরুণা বিতরণ করিয়া কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রেমময় ও করুণাময় নামে অভিহিত হইবেন। ইহা উপাস্য উপাসক জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও তৃতি ভাবের অবস্থা নহে। ইহা কেবল তাঁহার নিরানন্দেরই অবস্থা, তাই সর্ব্বগুণের আঁধার হইয়াও তিনি এই অর্থে গুণহীন বা নির্গুণ হইয়াছেন। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সর্ব্বাবস্থায়ই তিনি শক্তির কার্য্যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রহিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তাহাতে গুণময়ী পূর্ণশক্তির অভাব নাই।

ভগবান্ স্বাধীন, সুতরাং তাঁহার সংকল্পের কোন হেতু নাই। তাই তাঁহার সংকল্প-মূলক এই জগদাড়ম্বর তাঁহার লীলা। তাঁহার অসীম শক্তি অনন্তভাবে ক্রিয়া করিতে পারে; তাই শক্তি তাঁহাকে অনন্ত ভাবেই প্রকাশ করিতে সমর্থা। ভগবান্ অনাদি তাই তাঁহার শক্তিও অনাদি। ভগবান্ পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ, তাই তাঁহার সত্তাধিষ্ঠিত গুণও নির্ম্মল ও ভাস্বর—তাঁহার নির্ম্মল সচিদানন্দ শক্তি দ্বারা নিরন্তর উদ্ভাসিত। গুণের একটি ধর্ম্ম যাহার সহিত সংসৃষ্ট হয়, তাহার ভাব এবং (তাহা জড় পদার্থ হইলে) তাহার ছাপ বা ছায়া গ্রহণ করিতে পারে এবং ঐ ছাপ বা ছায়া আবরণ হইতে মুক্তও হইতে পারে। নির্ম্মল দর্পণে কালির লেপ পড়িতেও পারে ধুয়াও যাইতে পারে। কালির আবরণ থাকা অবস্থায় উহাতে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যও কৃষ্ণবর্ণে এবং কালী ধৌত করিলে স্বরূপে দৃষ্ট হন। সূর্য্যালোকস্থিত আকাশ আলোকিতও হয় এবং সূর্য্য তাহার আলোরাশি প্রত্যাহার করিয়া লইলে অর্থাৎ দৈনিক আবর্ত্তনে পৃথিবী দ্বারা সূর্য্যলোক ঢাকা পড়িলে ঐ অংশের সেই নির্ম্মল আকাশই পুনরায় তমসাবৃত হয়। কথঞ্চিৎ বুঝিবার জন্য এই স্থলে নির্ম্মল দর্পণের স্বচ্ছতার এবং আকাশ তন্মাত্রের সহিত ভগবৎ সত্ত্বাধিষ্ঠিত বিশুদ্ধ নির্ম্মল গুণের (তৎসহ তুলনার অযোগ্য হইলেও) তুলনা করা হইল। এখন আমরা পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া কিরূপে অনন্ত জগতের অভিবক্তি হয় তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রলয়াবসান সময়ে সেই সচিদানন্দ ভগবান্ "আমি বহু হইব" বলিয়া সংকল্প করেন এবং সেই সঙ্কল্পানুযায়ী আপনাকে পরমেশ্বররূপে দ্রষ্টা ও আপনার ক্ষুদ্রতম অংশকে দৃশ্যভাবে স্থাপন করিবার অভিপ্রায় করেন। তখন যে ক্ষুদ্রতম (যাহা অনন্ত জগৎ রচনার পক্ষে প্রচুর) অংশ হইতে অনন্ত-জগতের অভিব্যক্তি হয়, সেই অংশ হইতে সেই বিভু সচ্চিদানন্দের পরমেশ্বর স্বরূপাভিমুখে তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী তাঁহার চিদানন্দরূপে (সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপে) দুইটী স্বরূপ শক্তি স্পন্দনময় স্রোতে পরিচালিত ও বহু পরিমাণে আকৃষ্ট হয়; সুতরাং ঐ ক্ষুদ্রতম স্থানের আধ্যাত্মিক পূর্ণজ্ঞানানন্দের ব্যাপ্তির গাঢ়তা হ্রাস ও পাতলা হইয়া যায় এবং ঐ অংশ সেই সচ্চিদানন্দ বিভু পর-

দেবতের দৃশ্যরূপে স্থাপিত হয় এবং জীবের অনাদি-প্রারব্ধ কর্ম্মসংস্কার, যাহা মহা প্রলয়াবস্থায় ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে লীন অবস্থায় ছিল তাহা ভগবৎসত্তা-নিহিত ঐ শক্তির সহ জাগিয়া উঠে। ঐ শক্তি জীবের কর্ম্মসংস্কারের ছায়া আচ্ছাদিত ভাবে উদয় হয় বলিয়া উহা আবিল। এই সংস্কার ছায়াযুক্ত শক্তিকে শাস্ত্র অবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই অবিদ্যারূপ বহিরঙ্গা শক্তিই এই জড় ও তাহার উপাদান রজঃ ও তমো গুণের সৃষ্টির কারণ। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের মায়ার (কারণ শরীরেরও হেতু)

দৃশ্যমান জগতের জড়ত্বের কারণ শক্তি

অবিদ্যা শক্তির নিম্নাভিমুখী স্পন্দন স্রোত প্রবাহিত হয়। এই স্পন্দন দ্বারা ঘনীভূত আবিলতাময় ছায়া সংসর্গধর্ম্মী (জ্ঞানানন্দ-শক্তির পূর্ণতা হইতে হ্রাস প্রাপ্ত বিশ্বরচনার ক্ষুদ্রতম স্থানের) সত্যগুণের উপর পতিত হয়। প্রকৃত স্পন্দন স্রোত (চলন) রজোগুণের কার্য্য, তদ্দ্বারা এই বহিরঙ্গা শক্তিরই ধর্ম্মে (স্বরূপশক্তির হ্রাস বশতঃ) সত্ত্ব গুণের উপর তমোগুণেরই ছাপ পড়ে এবং পুনরায় ঐ বহিরঙ্গা শক্তি অন্য ভাবের স্পন্দন-প্রবাহ দ্বারা তাহা দূর করিতে চান, এবং প্রকাশ ধর্ম্মশীল সত্ত্বগুণ (তৎগত স্বরূপে শক্তিপ্রভাবে) তাহার সহায়তা করেন। এই গুণত্রয়ের বিরোধই এই জড়ের সৃষ্টি কারণ। গুণত্রয়ের এই বিরোধ চৈতন্যশক্তির (স্বরূপশক্তির) দ্বারাই জানা যায়। প্রকাশ ধর্ম্মশীল সত্ত্বগুণের বিশেষ সহায়তায় রজোগুণের দ্বারা এই তমোগুণের আবরণ বা লেপ দূর হইয়া গেলেই গুণত্রয়ের এই বিরোধ আর থাকে না—সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন এই গুণ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের স্বরূপশক্তিস্থিত একমাত্র সাত্ত্বিক ভাস্বর গুণরূপেই প্রকাশিত হয়—শক্তির কার্য্য দ্বারা আগন্তুক জড়ের আর অস্তিত্ব থাকে না। স্পন্দন (চলন ও মলিনতা দূর হইয়া ঐশ্বরিক ভাস্বর সত্ত্বগুণে পরিণত ও তদ্যুক্ত জীব ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকর্ত্তৃক চিরতরে অচল চিদানন্দসাগরে স্থিতি লাভের যোগ্য হয়। বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায়ও এই সত্য প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। জড় বস্তুর (স্বাভাবিক যে গতি অন্য জড় বস্তুর স্বাভাবিক গতি হইতে যত কম তাহার ঐ) ধীর গতিকে দ্রুত করিয়া অগ্রবর্ত্তী করিতে হইলে যে পরিমাণ শক্তির আবশ্যক, সেই পরিমাণে ঐ শক্তির গতি সম্বন্ধে অপ্রবণতা বা অন্তরায় (বাধা resistance) ও দুইটী জড় বস্তুর একসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশিবার অক্ষমতা (impenetrability) ঐ বস্তুর জড়ত্ব (inertia) এই জড়ত্ব সর্ব্বপ্রকার জড় বস্তুতেই (উহার সূক্ষ্ম জড় পরমাণুর অনুপাতে) সর্ব্বাবস্থায় বিদ্যমান আছে। ইহাই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এখন তাহা ভ্রম বলিয়া প্রতি-

পন্ন হইয়াছে। তাড়িত বা তাড়িতকণার (electronএর) জড়ত্ব নাই। কিন্তু চলন্ত তাড়িত কণার বেগ অনুসারে এই জড়ত্বের উদয় এবং হ্রাস বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক জড় বস্তুই এই অসংখ্য তাড়িতকণাযুক্ত অণু পরমাণুসমূহের সমষ্টি। অণু পরমাণুর অভ্যন্তরস্থিত ঐ সূক্ষ্ম পদার্থাবলীই শাস্ত্রোক্ত তন্মাত্র। সুতরাং এই স্পন্দন বেগ বা ধাক্কায় যে জড়ত্বের সৃষ্টি হয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। স্থির আকাশ (Ether) সমুদ্রই এই স্পন্দবেগ বা শক্তিপ্রবাহ বহন করিতেছে এবং এই স্পন্দনের ধাক্কা মণিনতাপ্রাপ্ত গুণোপাদানে সূক্ষ্ম তন্মাত্র সকলের সৃষ্টি হয়। এবং তদ্দ্বারা এই বহিরঙ্গা শক্তির ক্রমিক স্পন্দনে ঘনীভূত জড়পদার্থ বা জড়-জগতের সৃষ্টি হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে জড়ের অস্তিত্বের এই কারণ ভিন্ন ভগবৎ সত্তায় উহার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

বহু হইবার জন্য বর্ণিত সঙ্কল্প মাত্রই সৃষ্টিপ্রবাহের পূর্ব্বেই বিশ্বরচনার ক্ষুদ্রতম অংশের উর্দ্ধে (অচল চিদানন্দ-সাগরের কূলসংলগ্ন অংশে) অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা অনন্ত জীবের কর্ম্মফলের ও পরমানন্দ স্বরূপে চিরস্থিতির নিয়ামক রূপে সেই সচ্চিদানন্দ বিভু তাঁহার স্বরূপশক্তিগত প্রকাশধর্ম্মশীল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাবলম্বনে (হ্লাদিনী শক্তির মহাভাবরূপ ভাস্বর গুণ-দেহ অবলম্বনে) প্রকাশিত হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে জগৎ শক্তিকে জগদ্রচনাকার্য্যে প্রেরণা করেন। এবং রচিত জগতের অনন্ত জীবকে স্বর্গ-নরকাদি রূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন। পরমানন্দ প্রাপ্তির উপযোগী জীবকে সেই অচল অসীম চিদানন্দ স্বরূপে চিরতরে আত্মস্থ করিয়া দেন। শাস্ত্র সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দকেই ঈশ্বর নাম অভিহিত করিয়াছেন। এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সেই মহাভাবরূপ গুণদেহ প্রাপ্ত চিৎস্বরূপকে যুগল রাধাশ্যাম (মহাভাব রসরাজ) নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেরিত বিশ্বরচনার কার্য্যে নিযুক্ত শক্তিকে মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রদেশের নাম বিষ্ণুর পরম পদ। তদূর্দ্ধে অচল অসীম সচ্চিদানন্দ-সাগর আত্মারাম অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ভগবান্ সচ্চিদানন্দের ভাস্বর ঈশ্বররূপে কর্ম্মসংস্কারের আবিলতা নাই। তিনি মায়ার অতীত এবং তাহার অধীশ্বর। সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও তিনি অকর্ত্তা—সদা নির্লিপ্ত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহারা স্বরূপের সান্নিধ্যলাভ করিয়া জগৎ ও জগদাতীত প্রদেশের সর্ব্বত্রই তাঁহার গুণানন্দে অবস্থিত রহিয়া সুখ স্বরূপে বিচরণ করেন।

সচ্চিদানন্দ বিভুর পরমেশ্বর রূপে

সেই বিভুসত্তার যে ক্ষুদ্রতম অংশ হইতে অনন্ত বিশ্ব রচিত হয়, ঐ স্থানে আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ব্ববর্ণিত কারণে হ্রাসপ্রাপ্তাবস্থায় থাকিলেও সেই সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর

রূপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ঐ স্থানের বিশ্বকার্য্যে স্রষ্টা, পাতা, কর্ত্তা, হর্ত্তা, সর্ব্বাশ্রয় রূপে সর্ব্বত্রই অব্যক্তরূপে অনুস্যূত ব্যাপ্ত রহিয়াছেন এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপেও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার এই সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত চিদানন্দ বিভুস্বরূপের নামই ভগবান্ পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা দিয়াছেন :—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষর সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥"১৮

গীতা ১৫শ অঃ।

স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে এই ত্রিজগতের মধ্যেই অনন্ত জগৎ ভ্রাম্যমান। আমাদের এই সৌর জগতের মধ্যেই আমরা কত জগৎ দেখিতে পাই। তাঁহার বিভুসত্তাকে আশ্রয় করিয়াই এই ত্রিলোকের অনন্ত জগতে নৃত্যময়ী প্রকৃতির নৃত্য চলিতেছে।

আমরা এখন বুঝিতে পারিলাম যে, ভগবানের বর্ণিত স্বরূপশক্তির ঊর্দ্ধাভিমুখগামী স্রোত স্থূল হইতে সূক্ষ্মাদিক্রমে অনন্ত জগৎকে অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরের পরমপদ মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই পরমপদে যাইয়া নিশ্চল হইয়া দেশকালাদি পরিচ্ছদহীন অনন্ত অচল ও পূর্ণ চিদানন্দ সাগরে পতিত ও স্থিতি লাভ করিতেছে এবং তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির প্রাকৃত স্পন্দনবেগে তরঙ্গায়িত আর একটি স্রোত অনন্ত বিশ্ব রচনা-কার্য্যে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এই বহিরঙ্গা শক্তি কর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা আবিল গুণকে উপাদান করিয়া ক্রিয়মাণ হইয়া নিম্নাভিমুখে স্পন্দন দ্বারা তরঙ্গায়িত যে প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ প্রবাহের স্পন্দন বা নৃত্যের ছন্দ (প্রকার) সংখ্যা ও বেগের মৃদুতা বা প্রবলতানুযায়ী এই অতিসূক্ষ্ম তন্মাত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পরমাণু, অণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু ও শেষে স্থূল ভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐরূপ অতি সূক্ষ্ম বা ক্রমিক স্থূলভূত লইয়া বিবিধ ভাবের সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগতের ও সেই সেই জগতের বাসোপযোগী বিবিধ ভাবের দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি বিবিধ প্রকারের জীবের সূক্ষ্ম দেহের সৃষ্টি হয়। আমরা যে স্বরূপশক্তির ঊর্দ্ধ স্রোতের কথা বলিয়াছি তাহা ঐ গঠিত সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহের উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত উপযুক্ত গঠিত যন্ত্রে কেন্দ্রীভূত ও সঞ্চিত থাকিয়া ঐ সূক্ষ্ম বা (জীব বিশেষের পক্ষে ঐ সূক্ষ্ম দেহযুক্ত) স্থূল দেহের চৈতন্য বিধান

করিতেছে, ইহাই ভগবানের তটস্থা শক্তি। এই তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে অনন্ত বিশ্বের ও জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। বৎস যেমন শত শত গাভীর মধ্য হইতে আপন মাতাকে চিনিয়া তৎসহ যুক্ত হয়, সেইরূপ কর্ম্ম সংস্কার তাহার ভাব ও উপযোগিতা অনুসারে সূক্ষ্মদেহাদি যুক্ত জীবকে আশ্রয় করে এবং ঐ জীব ও তাহার বাসোপযোগী জগতেই প্রবিষ্ট হয়। এইরূপেই বিবিধ যোনি মানব ও ইতর জন্তু এবং তাহাদের বাসোপযোগী বিবিধ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্বরূপশক্তির যে ঊর্দ্ধ স্রোত স্থির সচ্চিদানন্দসাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, ঐ প্রবাহের আকর্ষণই অনন্ত জগতকে নিম্নগামী প্রাকৃত স্রোতের প্রতিকূলে বাঁধিয়া রহিয়াছে এবং ঐ শক্তিস্রোতে বান্ধা সূক্ষ্ম হইতে স্থূলাদি ক্রমে অনন্ত জগতে আকর্ষণের সমবায়ফলে পর একে অন্যকে এবং সকল জগৎই সেই স্থির সচ্চিদানন্দ মহাসাগরকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ এবং প্রদক্ষিণ করিতেছে। ভগবানের স্বরূপ শক্তির উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই বহিরঙ্গা মায়া ও তটস্থা শক্তি জড় ও জীবের সংস্কার রূপ আবিলতা মাখা গুণোপাদানে অনন্ত পরিচ্ছেদের সৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ও বিবিধ ভাবে সজ্জিত করিয়া সেই অনন্তকে নানা ভাবে ব্যক্ত করিতেছে। কারণের অবস্থান্তর হইয়া কার্য্যরূপে প্রকাশ হওয়াই সাংখ্যের পরিণামবাদ। সৎবস্তুকে আবৃত করিয়া তাহাতে অস্তিত্বশূন্য বিক্ষিপ্ত বস্তুকে পরিণত বলিয়া ব্যক্ত করাই বেদান্তদর্শনের বিবর্ত্তবাদ, সুতরাং বর্ণিত সৃষ্টিরহস্য পরিণামবাদও নহে বিবর্ত্তবাদও নহে। ইহা সৎবস্তুকে আংশিক ভাবে আচ্ছাদিত ও অন্যরূপ ভাবে প্রকাশ করা। ইহা ভগবানের লীলা।

প্রবাহরূপে সৃষ্টি অনাদি, সুতরাং জীব জড় সম্বন্ধীয় জীবের কর্ম্মসংস্কারও অনাদি সঞ্চিত এবং মহাপ্রলয়কালে নিষ্ক্রিয় বহিরঙ্গা প্রাকৃত শক্তি মায়াতে বীজাকারে অবস্থিত কর্ম্ম সংস্কারে লিপ্ত এবং মলিনতা প্রাপ্ত গুণ। উহা ক্রিয়মাণা প্রাকৃত শক্তির স্পন্দনের ক্রম মাত্রা এবং বেগ বিশেষ দ্বারা এবং অনন্ত জগতের পরস্পর আকর্ষণের শক্তি দ্বারা ঘনীভূত হইয়া জড়ত্বের সৃষ্টি হয়। ইহা ভিন্ন জড় বলিয়া আর কোন পদার্থ নাই। ভাস্বর গুণ যে বস্তুর সংসর্গ প্রাপ্ত হয় সেই বস্তুর ধর্ম্ম ছায়া গ্রহণ করিতে পারে। বিবিধ পরিচ্ছদ নির্ম্মাণে পটু এবং কর্ম্মসংস্কার প্রলিপ্ত গুণযুক্ত বহিরঙ্গা শক্তির সংসর্গে এই গুণ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সমস্ত জগতের অভ্যন্তরে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে চিচ্ছক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, মোটের উপর ঐ প্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ঐ জড়ের ও চেতনের দিকেই গতি। প্রকৃতির স্পন্দনই নিম্নগামী সত্ত্বগুণকে সংস্কার রূপ আবরণ দিয়া জড়ত্বের সৃষ্টি করিতেছে এবং সেই আবরণ

যাওয়ার জন্য ও যুক্ত শক্তিই (energy) রজোগুণের সৃষ্টি করিতেছে। তমোগুণের গাঢ়তাকে আংশিক ভাবে দূর করিলে সত্ত্বগুণের আভাযুক্ত সুতরাং পাতলা ভাবের সৃষ্টি করিতেছে। ইহাদেরই নাম তমঃ ও রজোগুণ। সত্ত্ব গুণের যোগে উভয়ের বৈষম্য মুছিয়া গেলে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রকাশ হয়। তখন ভগবানের স্বরূপ শক্তি দ্বারা জীব আকৃষ্ট ও পূর্ণ চিদানন্দ সত্তায় জীব স্থিতি লাভ করে। প্রকৃত শক্তি (matterial energya) অস্তিত্ব আধ্যাত্মিক স্বরূপশক্তির (spiritual energya) অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

আমরা এই মূল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব কারণ ও সূক্ষ্মশরীরযুক্ত স্থূলশরীরী মানবের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সৃষ্টিতত্ত্ব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রেষ্ঠ জীব মানবগণের জীবন আলোচনায় সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা

তাহা করিবার পূর্ব্বে সৃষ্টিকৌশল বুঝিবার জন্য মানবের মনোবুদ্ধি অহঙ্কার রূপ চিত্তকে সাংখ্যদর্শন কেন জড়-বর্গের অন্তর্গত করিয়াছেন এবং ভগবান্ গীতায় এবং অপর দর্শন শাস্ত্রও কেন তাহা মানিয়া লইয়াছেন তাহা এবং তৎসঙ্গে গীতায় একটি শ্লোক ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

মনোবুদ্ধি অহঙ্কার বা চিত্ত বলিলে স্বভাবতই আমাদের মনে চৈতন্যময় পদার্থের উদয় হয়। কিন্তু শাস্ত্র তাঁহাকে জড়তত্ত্বের অন্তর্গত করিয়াছেন। চৈতন্যের স্বরূপ যে জড় হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। মনোবুদ্ধি অহঙ্কাররূপে চিত্ত-যন্ত্রই অখণ্ড বিভু চৈতন্যকে পরিছিন্ন করিয়া অনুচৈতন্য জীব ও জড়ভাবে জীবের জ্ঞানে উদয় করিয়া থাকে। এই অন্তঃকরণ ও বাহ্য-করণযুক্ত দেহরূপে যন্ত্র জড় পদার্থ। ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার শক্তির স্পন্দন-প্রবাহে ঐ শক্তিগত গুণ ও কর্ম্ম সংস্কাররূপ উপাদানযোগে এই ইন্দ্রিয় যুক্ত দেহ-রূপ পরিচ্ছদের সৃষ্টি হয় এবং ভগবানের সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির প্রবাহ পথে জীবের অতিসূক্ষ্ম চিত্ত-যন্ত্রে ভগবানের এই চিদানন্দশক্তি অধিষ্ঠিত সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত থাকিয়া জীবকে চৈতন্যময় করিয়া দেয়। এই অতিসূক্ষ্ম চিত্ত যন্ত্রই বিভু-চৈতন্যকে পরিছিন্ন করে—অখণ্ড চৈতন্যকে ঢাকিয়া সংস্কারের ছাপে অসংখ্য খণ্ড অনু চৈতন্য জীব ও জড়ভাবে জীবের জ্ঞান উদিত করে। চৈতন্য পদার্থ বিভুস্বরূপ সুতরাং এই সংকীর্ণতা চৈতন্য দ্বারা সংঘটিত হয় না। বিভুচৈতন্য চিত্ত যন্ত্র দ্বারা আবৃত হওয়াতেই ঐ মন্ত্রাবৃত চৈতন্যের এবং তদ্রূপ অবস্থাপন্ন অন্য অনুচৈতন্যের জ্ঞানে বিভুচৈতন্যকে ক্ষুদ্র বা অনুচৈতন্য বলিয়া প্রতীতি হয়। সঞ্চিত কর্ম্ম

সংস্কারের ছাপ প্রাপ্ত এই চিত্ত-যন্ত্রকেই শাস্ত্র মনো-বুদ্ধি অহঙ্কার নাম দিয়াছেন। যন্ত্রাভ্যন্তরে চিচ্ছক্তি প্রবিষ্ট থাকিলেও ঐ যন্ত্রের ধর্ম্মে ও গঠনকৌশলে ঐক্য ও জ্ঞানের উদয় হয়। তাই মানবের মনোবুদ্ধি অহঙ্কারকে শাস্ত্র [illegible] বলিয়াছেন এবং যন্ত্রপ্রবিষ্ট চিচ্ছক্তি ঐ সংস্কারযুক্ত যন্ত্রকে চিৎভাবাপন্ন করে বলি[illegible] চিত্ত নামে উহাকে অভিহিত করিয়াছেন। মানবদেহস্থিত সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল[illegible] প্রধান বা মূল আশ্রয় (আধার) মস্তিষ্ক যন্ত্র, উহার নাম সহস্রদল পদ্ম। উহা[illegible] রাজ-রাজেশ্বরের প্রধান বা হেড্ অফিস্ (Head office) বলা যাইতে পারে। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের মধ্য দিয়া সচ্চিদানন্দসাগরগামী চিদানন্দশক্তির [illegible] প্রবাহ হইতে এই মস্তিষ্ক যন্ত্রে ঐ চিদানন্দশক্তি সঞ্চিত থাকে এবং মস্তি[illegible] ছিদ্রপথে এই সঞ্চিত শক্তি স্থূল হইতে সূক্ষ্মাদি ক্রমে অনন্ত জগতের মধ্য দি[illegible] প্রবাহিত ঊর্দ্ধ স্রোতের সহিত সংলগ্ন থাকে। মস্তিষ্কের এই স্থানটি অন্তরা[illegible] নিবাস স্থান। এই সূক্ষ্ম চিত্তযন্ত্র বা সূক্ষ্মশরীর নিজ বাস হইতে নিমেষ মা[illegible] স্বরূপশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারে। এই ম[illegible] যন্ত্রের নিম্নভাগে ভ্রূযুগের মধ্যবর্ত্তী স্থানের ঈষদ্ ঊর্দ্ধে (নাসিকার অগ্রভা[illegible] কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে) মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বর্ণিত চিত্তযন্ত্র স্থাপিত আছে। উহা[illegible] চিদানন্দ শক্তির স্রোত প্রবিষ্ট থাকিয়া যন্ত্রের ভাব গঠন ও সংস্কার আচ্ছন্ন স্বভাব[illegible] যায়ী জীবকে চিৎভাবাপন্ন করিয়া চৈতন্যময় রাখিয়া কর্ম্মপরায়ণ করিতেছে [illegible] জীবের নিজ অস্তিত্বে (হ্লাদিনী শক্তি) প্রেমাসক্ত করিয়া রাখিয়াছে। [illegible] যন্ত্রের স্থানকে অজ্ঞান নামক দ্বিদল পদ্ম বলে। এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই[illegible] প্রাকৃত জড় বা জড়শক্তির (Energy of matterএর) সহিত স্বরূপশক্তি[illegible] (Spiritual energyর) মিলিত হইয়া অখণ্ড জ্ঞানানন্দকে খণ্ডভাবাপন্ন করি[illegible] জীবের নিকট দ্বৈতভাবে উপস্থিত করিতেছে—অজ্ঞানরূপ তামসিক ঢাকনী [illegible] জীব জড়রূপ নানাবিধ দ্বৈতভাবের প্রবাহ তুলিয়াছে। তাই ইহার নাম [illegible] দ্বিদল পদ্ম। ইহাকে সেই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্ব নিয়ামক পরমে[illegible] হেড্ অফিসে (Head officeএ) সংবাদ দেওয়ার টেলিগ্রাফের (Telegraph[illegible] প্রথম ষ্টেশন বলা যাইতে পারে। এই স্থান হইতে যন্ত্রগত সংস্কারে আবিল [illegible] মানবদেহে চিদানন্দ শক্তি-প্রবাহের একটি পথ আছে। উহাকে চিত্ত-পথ [illegible] বা চৈতন্যের পথ বলা যাইতে পারে। মানবদেহের পৃষ্ঠদেশে যে মেরুদণ্ড [illegible] যন্ত্রের প্রান্তদেশ হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত নামিয়াছে, ঐ মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে [illegible]

ইড়া ও দক্ষিণাংশে পিঙ্গলা নামে দুইটী নাড়ী আছে। ঐ উভয় নাড়ীর মধ্যে মেরুদণ্ডের রন্ধ্র দিয়া সুষম্না নামে আর একটি নাড়ী চলিয়া গিয়াছে। এই মেরুদণ্ড সংলগ্ন ভাবে ও তাহার মধ্য দিয়া যে চিত্রিণী, বজ্রা, ব্রহ্ম নাড়ী প্রভৃতি মাকড়সার সূত্রের ন্যায় নাড়ী সকলকে গর্ভে লইয়া রহিয়াছে, মেরুদণ্ডের ঐ পথকেই চিত্ত-পথ বলে। ঐ পথের যে যে স্থানে ইড়া, পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় মিলিত হইয়াছে এবং সুষম্নাগত চিত্রিণী নাড়ী দ্বারা চক্রাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই স্থান নিরন্তর চক্রাকারে ধুক্ ধুক্ করে। উহার প্রত্যেক স্থানেই স্নায়ু সকলের এক একটি কেন্দ্র। মস্তিষ্কের অজ্ঞান চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটি কেন্দ্র হইতেই অসংখ্য সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম স্নায়ু সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত আছে। উহার এক একটি কেন্দ্র দেহের এক এক অংশের স্নায়ু সকলের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছে ; মস্তিষ্ক কেন্দ্রসকল নিয়ামকের নিয়ামক ভাবে অবস্থিত আছে। মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তিনী সুষম্নার অধোভাগে সংলগ্ন জননেন্দ্রিয়ের নিম্নে এবং গুহ্যদেশের ঊর্দ্ধভাগে চক্রাকারে যে স্নায়ুমণ্ডল আছে তাহাকে চতুর্দ্দল পদ্ম কল্পনা করা হয়। ইহার "ল" বীজযুক্ত পৃথ্বী-তত্ত্বের স্থান। উহার নাম মূলাধার চক্র বা পদ্ম। ইহার ঊর্দ্ধে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মূল দেশের স্নায়ুকেন্দ্রকে স্বাধিষ্ঠান চক্র বা পদ্ম বলে। ইহা 'ব' বীজ সংযুক্ত জল-তত্ত্বের স্থান। চক্রাকারে বদ্ধ নাভিমূলের স্নায়ুকেন্দ্রকে দশদল যুক্ত মনিপুর-পদ্ম বলে। ইহা "রং" বীজ সংযুক্ত তেজঃ তত্ত্বের স্থান। মণিপুর-চক্রের ঊর্দ্ধভাগে বক্ষদেশে যে স্নায়ুকেন্দ্র আছে তাহাকে দ্বাদশ দল বিশিষ্ট অনাহত-পদ্ম বলে। ঐ স্থান সর্ব্বদাই প্রকৃতির স্বাভাবিক স্পন্দনে শব্দায়মান। ইহা বায়ু বীজ "যং" মন্ত্র যুক্ত বায়ু-তত্ত্বের স্থান। শাস্ত্র তদূর্দ্ধে মানবের কণ্ঠদেশের স্নায়ু কেন্দ্রকে ষোড়শ দল যুক্ত "হং" কারাত্মক বিশুদ্ধপদ্ম নামে অভিহিত করেন। ইহা আকাশতত্ত্বের স্থান। অজ্ঞান চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ছয়টি চক্রের সাধারণ নাম মায়াচক্র। ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মায়া দ্বারা এই যন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছে এবং চিচ্ছক্তি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া খণ্ড ভাবের নানাবিধ প্রতীতি জন্মাইতেছে। তাই উহাদের নাম মায়াচক্র। এই ছয়টী চক্র জীবকে অণুচৈতন্য ভাবাপন্ন করিয়া কর্ম্মে রত করিতেছে। এবং ইন্দ্রিয়াদি যোগে বিদ্যুৎ-গতি অপেক্ষাও দ্রুত গতিতে এই স্নায়ুমণ্ডল-সংলগ্ন অনন্ত স্নায়ু জীবের কৃতকর্ম্মের খবর মনকে এবং সেই অন্তর্য্যামী ভগবানকে দিতেছে। নিমেষ মধ্যে অহং কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং কামনাযুক্ত অণুভাবাপন্ন সূক্ষ্ম শরীরী জীব ষ্টেসনে ষ্টেসনে নামিয়া আসিতেছে এবং ইন্দ্রিয়

পথে বর্হিগমন করিতেছে; তৎ সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্ম-সংস্কারের ছাপ লইয়া দিগন্তে চলিয়া যাইতেছে। স্থূল দেহ ধ্বংস হইলেও জীব এই কর্ম্ম সূত্রের টানে সংসারে পুনঃ পুনঃ আসিয়া জন্ম-জড়া-মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতেছে। এই কথাই ভগবান বলিতেছেন :—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥"

গীতা ৬১।১৮শ অঃ।

মায়া জীবের কর্ম্মসূত্রাবলম্বনে জীবকে টানিয়া আনিয়া যন্ত্রারূঢ় করিয়া দিতেছে এবং কর্ম্মফল দাতা ভগবান জীবদেহের দহরাকাশে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সংস্কারবশ জীবের প্রকৃতি এবং বাসনানুযায়ী তাহাকে পরিভ্রমণ করাইতেছেন।

আমরা মানব দেহে দুইটী শক্তি প্রবাহ ক্রীড়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। একটি সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান অন্তর্য্যামী সচ্চিদানন্দের অভিমুখে তাঁহার স্বরূপ শক্তির উর্দ্ধগামী স্রোত, আর একটি তাঁহার বহিরঙ্গা মায়া শক্তির নিম্নগামী প্রাকৃত স্রোত। সূক্ষ্ম শরীর যুক্ত স্থূল দেহধারী অণুচৈতন্য জীব ঐ দুইটী শক্তি স্রোত দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই দুইটী স্রোতের ক্রিয়া অনুভব সিদ্ধ। সর্ব্বদাই প্রাণীগণের জীবনে উহাদের কার্য্য চলিতেছে। ইন্দ্রিয়গণের প্রতি কার্য্যেই উহা লক্ষিত হয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় সেই ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য লাভ করিলেই প্রাকৃত শক্তির (বহিরঙ্গা শক্তির) প্রবাহ বিষয়াভিমুখে ছুটে, এবং তৎসঙ্গেই সূক্ষ্মশরীরী মন চিচ্ছক্তিকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেসন গুলি উদ্ভাসিত করিয়া সেই ইন্দ্রিয়পথে বর্হিমুখ গতিতে চলিয়া আসে এবং বিষয়কে স্পর্শ ও বিষয় আকারে আকারিত হইয়া স্বরূপশক্তির উর্দ্ধে প্রবাহে দ্বিদল পদ্মে মূহুর্ত্ত মধ্যে পুনরায় চলিয়া যায়। স্বরূপশক্তি প্রবাহে (cerrent of sprital energy) দ্বারা উদ্ভাসিত মন বিষয়ের ছাপ লইয়া ঐ উর্দ্ধ প্রবাহে অনুসরণে দ্বিদল চক্রের সহিত সংলগ্ন স্বরূপশক্তির প্রবাহের সহিত বিষয়কে যুক্ত না করিলে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিই হয় না—ইন্দ্রিয় বিষয় আকারে আকারিত ও ঐ আকারে উপলব্ধিই হয় না। জীবন রক্ষা করিবার জন্য মানবের যে শ্বাস প্রশ্বাস ও ফুসাদির ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালন ও অনাহত ধ্বনি প্রভৃতি সর্ব্বদাই চলিতেছে, তাহাও এই দুইটী স্রোতের প্রবাহেই সংঘটিত হয়। ইহা দ্বারাই জীবের জীবন ও মৃত্যু সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। স্থূল শরীরী জীবের মৃত্যু সময় আমরা এই দুইটী স্রোতের ক্রিয়া সম্পূর্ণ রূপে অনুভব করিতে পারি। আয়ু শেষ হইলে স্থূল দেহস্থিত সূক্ষ্ম শরীরী জীব যখন

প্রাণীগণের জীবনে স্বরূপ শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তির ক্রীড়া অনুভব সিদ্ধ।

জীবের মৃত্যু।

প্রাণ বায়ুর সহিত এই স্থূলদেহ পরিত্যাগ করার জন্য উন্মুখী হন, তখন স্থূল দেহ বাসের অযোগ্য হইলেও জীবকে স্থূল দেহেই আবদ্ধ রাখিবার জন্য বহিরঙ্গা শক্তির নিম্নাভিমুখী প্রাকৃত স্রোতের ক্রিয়া প্রবল বেগে হইতে থাকে এবং স্বরূপ শক্তির প্রবাহ অতি প্রবলবেগে উর্দ্ধাভিমুখে প্রাণবায়ুসহ লিঙ্গশরীরী জীবকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকেন, ইহাতেই উর্দ্ধশ্বাসের উদয় হয়। এই চৈতন্য শক্তির উর্দ্ধ প্রবাহ এতই প্রবল হয় যে, চৈতন্য পথের নিম্ন ষ্টেসন মূলাধার চক্র হইতে এই উর্দ্ধশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং প্রবলবেগে নিম্নস্রোতকে পরাভূত করিয়া এবং তাহার গতি ফিরাইয়া, (এক স্রোত করিয়া) ক্রমে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রতি ষ্টেষনের অধীন স্নায়ু, ধমনী শিরা প্রভৃতি দ্বারা প্রসৃত স্বরূপশক্তি বা চৈতন্য স্রোতকে, জীবন রক্ষার উপযোগী স্বাভাবিক তাপসহ, গুটাইয়া লইয়া, ক্রমে প্রত্যেক ষ্টেসনের অধীন দেহভাগকে হিমাঙ্গ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া এই প্রবাহ জীবের লিঙ্গ শরীরকে উৎক্রান্ত করিয়া লইয়া যান।

কর্ম্মসংস্কার যুক্ত সঞ্চিত স্বরূপশক্তিকে উদ্ভাসিত চিত্তই লিঙ্গদেহ যুক্ত বা সূক্ষ্ম শরীরী জীব। বৈধাবৈধ কর্ম্মানুযায়ী বিষয়াসক্ত জীবের চিত্তে স্বাত্বিক ভাবের পুণ্যময় বা রাজসিক ভাবের পাপপুণ্য মিশ্রিত বা তামসিক ভাবের পাপময় সংস্কারের ছাপ পরিয়া থাকে। তদনুযায়ী জীবের বিবিধ ভাবের স্বর্গাদি উর্দ্ধলোকে বা নরকাদি অধোলোকে গতি ও সাময়িক স্থিতি হয়। কিন্তু চিত্তরূপ লিঙ্গদেহের সমস্ত সংস্কার দূর না হইলে মূল কারণ অজ্ঞান ও সংস্কারযুক্ত গুণে গঠিত চিত্তযন্ত্র অর্থাৎ কারণশরীর-যুক্ত লিঙ্গশরীর নাশ না হইলে জীবের মুক্তি হয় না। আমাদের স্থূল সৌরজগতেই যেরূপ অনন্তগ্রহ নক্ষত্রাদিরূপ জগৎ অবস্থিত, সেইরূপ সূক্ষ্মজগতেও অনন্ত ভাবের সূক্ষ্মজগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ত্রিলোকের মধ্যে স্থূল সূক্ষ্মাদি ক্রমে অনন্ত জগৎ অবস্থিত। যেরূপ গঠিত, ঐ জগৎবাসী জীবদেহেও সেইরূপ উপাদানেই গঠিত। তাই এই স্থূল জগতে যে ভাবের সংস্কাররূপ উপাদানের ছাপ যে জীবচিত্তে পড়ে সেইভাবের উপাদান লইয়া যে জগৎ গঠিত মৃত্যুর পর ঐ জীবের সেই জগতেই সাময়িক স্থিতি হয়। কিন্তু ঐ স্বর্গ বা নরক ভোগ দ্বারা পুণ্য বা পাপ ক্ষয় হইলে (বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা গঠিত চিত্তযন্ত্র ধ্বংস হয় নাই বলিয়া) প্রাকৃত শক্তির বলে জীবকে পুনরায় এই কর্ম্মক্ষেত্র ভূলোকেই আসিতে হয়। তাই ভগবান বলিতেছেন :—

জীবের গতি।

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক—
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্ ॥২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কাম কামা লভন্তে ॥"২১

গীতা ৯ম অধ্যায়।

যখন স্বরূপে শক্তির প্রবাহ জীবকে প্রাণবায়ুসহ টানিয়া স্থূলদেহ হইতে বহির্গত করে, তখন চক্ষু কর্ণ মুখাদি ইন্দ্রিয় পথে অথবা (পুণ্যশী জীবগণের পক্ষে) মস্তিষ্কে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে এবং যদ্দ্বারা স্বরূপশক্তির স্রোত বিবিধ জগতে এবং সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের মধ্য দিয়া সচ্চিদানন্দসাগর প্রবিষ্ট হইয়াছে, জীবের কর্ম্মানুযায়ী উহা কোন রন্ধ্র দ্বারা ঐ সকল জগতের কোন জগতে জীব গমন করিয়া থাকে। এবং সকল ভাগ্যবানের কারণ শরীরসহ লিঙ্গদেহ নাশ হইয়াছে, তাঁহারা (সচ্চিদানন্দ বিন্দু পদার্থে যে সাত্ত্বিক ভাস্বরগুণ আছে এবং যাহার সহিত জড়ের সম্বন্ধ নাই, কেবল মাত্র র্গের দোষগুণ গ্রহণ করিবার যার ধর্ম্ম এবং যাহা হইতে সংসর্গদোষ দূর হইয়াছে,সেই রূপ সাত্ত্বিক দেহে) অন্তর্য্যামী সর্ব্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের মধ্য দিয়া এবং তথায় পূর্ণভাবে নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়া সেই চিদানন্দ সাগরের আত্মারাম অবস্থায় চির-স্থিতি লাভ করেন। সেই বিভুজ্ঞানে এইরূপে সত্ত্বগুণ আছে বলিয়াই ভগবান ঐরূপ জ্ঞানকে জ্ঞানযোগে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক গুণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

শাস্ত্রবর্ণিত এবং অনুভব সিদ্ধ এইরূপ সৃষ্টি-তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও পুরাণাদি, সাকার ব্যক্তির স্বর্গসাধক যজ্ঞাদিরূপ বিবিধ সাধন প্রণালী সৃষ্টি তত্ত্বের উপর স্বর্গ বা মোক্ষ এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ ও তদনুবর্ত্তী অন্যান্য সাধক শাস্ত্রোক্ত সাধন প্রনালী ধর্ম্মশাস্ত্র মুমুক্ষুর মুক্তি সাধক সাধন প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পরমানন্দ প্রাপ্তির পক্ষে ভগবানের প্রচারিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ স্বাভাবিক ও সর্ব্ব উপনিষদ বিগলিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমামৃত।

আমরা যে মানব-দেহের ষট্‌চক্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও যোগমার্গ উপলব্ধি সিদ্ধ। চরমে পরমানন্দ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গোস্বামী ঐ ষট্‌চক্র ভেদরূপ সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিও হইয়াছে। মনকে স্থূল জগৎ

উঠাইয়া আনিয়া প্রথম মূলাধার পদ্মের বর্ণযুক্ত প্রতিদলে ঘুরাইয়া স্থূল পৃথিবীকে অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপ পৃথ্বি-তত্ত্বে "ল" বীজ রূপে সূক্ষ্মতম করিয়া পৃথ্বিতত্ত্বকে জয় করিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মহামায়ার নিম্ন প্রবাহকে সুষম্না নাড়ীস্থিত সূক্ষ্ম ব্রহ্ম নাড়ীপথে উর্দ্ধস্থিত স্বাধিষ্টান চক্রে উঠাইয়া তথায়ও ঐরূপকে জগত্তত্ত্বকে অতি সূক্ষ্ম "বং" বীজে পরিণত ও জয় করিয়া, ঐ ভাবেই উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এইরূপে তদূর্দ্ধস্থিত মণিপুরে "রং" বীজে তেজঃ তত্ত্বকে এবং তদূর্দ্ধস্থিত অনাহতপদ্মে উঠিয়া ঐ ভাবে "যং" বীজে বায়ুতত্ত্বকে এবং তাহার উর্দ্ধস্থিত বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে উঠিয়া "হং" কারাত্মক বীজে আকাশ-তত্ত্বকে জয় করিয়া দ্বিদল পদ্মে উঠিয়া দ্বৈতভাব সহ চিত্তকে নাশ ও সর্ব্ববীজাতীত করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রাস্থিত চৈতন্যের সহিত মিশাইয়া ঐ স্বরূপ শক্তির প্রবাহে সেই সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের পরমপদে প্রবিষ্ট এবং তৎপর নিশ্চল হইয়া অনন্ত সচ্চিদানন্দ আত্মারাম সাগরে বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সহ লয় হইতে হইবে। ইহারই নাম ষট্‌চক্রভেদ সাধন। এই কঠিন সাধনায় সিদ্ধ হইলে যোগী কলেবর ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দেই আত্মস্থ হইয়া যান।

স্থূল-জগতে স্থূলদেহধারী জীবের মত সূক্ষ্ম জগতের হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি অমরগণের ঐ ভাবের মৃত্যু নাই। কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান ভগবান যখন মহাপ্রলয় করেন, তখন এই অক্ষয় পুরুষ বা অমরগণের সূক্ষ্মদেহ ধ্বংস হইয়া সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরেই লয় প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৌরাদি অনন্ত জগতের নিয়ামকরূপ বহু ব্রহ্মাদির সৃষ্টি হইয়াছে। এই তত্ত্বই ভাগবতে অবতীর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ভগবান গোষ্ঠ হইতে গোবৎস হরণ উপলক্ষে জগতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা সেই সচ্চিদানন্দ বিভুর প্রকাশ তিন ভাবে দেখিতে পাই :—

সেই এক অসীম বিভু সচ্চিদানন্দের সত্তায় তিন ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে

(১) তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিভুস্বরূপ আত্মারাম অবস্থা। এখানে দেশ কাল খণ্ড জ্ঞানে নিমজ্জিত রহিয়াছে। তিনি কেবল পূর্ণ অচল ও অখণ্ডভাবে নিজস্বরূপানন্দে বিভোর। আমি তুমি তিনি দেশ কাল পাত্র—জগৎ, কিছুই নাই—সকলি তিনি সুতরাং তাঁহার চাহিবারও কিছু নাই দিবারও কিছু বা কেহ নাই। সকলই তিনি, তাঁহার অনন্ত গুণ, অনন্ত শক্তি, অনন্ত প্রেম কেবল সেই পরমাত্মাতেই পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে। এখানে উপাস্য, উপাসক, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা কিছুই নাই; কার্য্যকারণ সম্বন্ধও নাই। ইহা জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীতাবস্থা। (২) তাঁহার সর্ব্ব সচ্চিদানন্দ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর স্বরূপ—সেই

সচ্চিদানন্দ সাগরগর্ভে জমাট ক্ষীর শর্করার বরফ। এই স্বরূপে তিনি নৈ
সচ্চিদানন্দ সাগরে থাকিয়াও অনন্ত জগতের স্রষ্টা, দ্রষ্টা, নিয়ন্তা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা,
এবং অনন্ত ঐশ্বর্য্যের এবং অনন্ত মাধুর্য্যের পূর্ণ আধার। এই অবস্থায় তিনি
সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী, এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্ব নিয়ন্তা জীবের কর্ম্মফল স্বর্গ নরক
ও মোক্ষের বিধাতা। যাহারা অনন্ত বৈচিত্রময় জগতের বৈচিত্রময় সুখভোগ করিতে
চায় তিনি, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন এবং যিনি মুক্তিলাভ করিয়া চিরতরে
আত্মানন্দে বিভোর থাকিতে চান তাঁহাকে, তিনি চিরতরে সেই আত্মানন্দ সাগরে
মিশাইয়া দেন। এবং যিনি লয় না হইয়া তাঁহার সান্নিধ্যলাভে সচ্চিদানন্দ ভাবে
থাকিয়াও তাঁহার জাগতিক ও আত্মিক লীলা রসাস্বাদন করিতে চান তাঁহাকে তিনি
তাহাই প্রদান করেন। ইনিই জগতের উপাস্য।

(৩) (ক) সমষ্টিভাবে তিনি তাঁহার রচিত অনন্ত বিশ্ব লইয়া সংসর্গ ধর্ম্মে ধর্ম্মী,
আপনার নির্ম্মল ও ভাস্বর জড়ত্বশূন্য সত্ত্ব গুণের ভিত্তির উপর জীবের সংস্কারের
উপাদানে আপনার বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিয়া এবং স্বরূপ শক্তি
দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া (সমষ্টিভাবে) এবং

(খ) বেষ্টি ভাবে নানা বিভূতি প্রকাশ করিয়া, কখনও আংশিক পরিচ্ছদ
খুলিয়া, কখনও আংশিক ঢাকিয়া নিজের লীলারূপ দৃশ্যের দ্রষ্টা নিজেই হইয়াছেন—
আপনাকে দ্রষ্টাভাবে রাখিয়া আবার দৃশ্য ভাবেই আপনাকে স্থাপন করিয়াছেন; এবং
অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমস্ত জড়রূপ পরিচ্ছদেও জীবচৈতন্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। ইহাই
তাঁহার বিরাট-মূর্ত্তি। সূর্য্যদেব যেমন বিশাল অন্তরীক্ষে থাকিয়াই আপন শক্তি
উত্তাপ দ্বারা জলকে বাষ্প করিয়া মেঘে পরিণত করেন এবং নিজ শক্তি হইতে সমুৎ
পন্ন সেই মেঘই যেমন সূর্য্যদেবকে (বিশেষ বিশেষ প্রদেশ পক্ষে) আচ্ছাদিত করিয়া
রাখেন, প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনই থাকেন। ভগবান সেইরূপ পূর্ণ এবং
অহং ভাবশূন্য নির্লিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছেন এবং অকর্ত্তারূপ ঈশ্বর ভাবে তাঁহার শক্তি
খেলা দেখিতেছেন এবং অনন্ত জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিতেছেন। সর্ব্বশক্তি
অধীশ্বর ভগবানের উক্ত সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরমূর্ত্তিও এই বিরাট মূর্ত্তি জীবের
উপাস্য।

ভগবান গীতার ১০ম অধ্যায়ে ব্যষ্টিভাবে তাঁহার এই বিভূতি যোগ বর্ণনা করিয়া
সমষ্টিভাবে তাঁহার একাংশ ঐ অনন্ত বিভূতিযুক্ত বিরাট বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়া
ছেন, তাহা মহাত্মা অর্জ্জুনকে (গীতার ১১শ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনযোগে বর্ণিত

ভাবে) দেখাইয়াছেন। এক বস্তু হইতেই যে ব্যষ্টি বিকৃতিরূপ ও সমষ্টি বিশ্বরূপ দেহের প্রকাশ তাহা হিন্দুশাস্ত্র নানাস্থানে নানাভাবে বলিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত, দৈত্যেশ্বর শুম্ভ প্রাণ-সম ভ্রাতা নিশুম্ভকে এবং সর্ব্বসৈন্য হত ও মহামায়াকে বহুশক্তি পরিবৃতা দেখিয়া ক্রোধে বলিতেছেন :—

"বলাবলেন দুষ্টে! ত্বং মা দুর্গে! গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥"৩॥

পণ্ডিত প্রবর প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকৃত বঙ্গানুবাদ :—

হে দুর্গে! তুমি গর্ব্বে দুষিতা হইয়াছ, তুমি এখন গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, কেন না তুমি অন্যান্য দেবশক্তি সহায় অভিমানিনী হইয়া যুদ্ধ করিতেছ, সুতরাং তোমার অভিমান করা অন্যায্য ॥৩॥

দেব্যুবাচ ॥৪

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট! ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥"৫॥

অর্থ :—দেবী বলিলেন, রে দুষ্ট! এ সংসারে আমি ব্যতীত আর দ্বিতীয় পদার্থ কি? একমাত্র আমিই অনন্তসংসারে বিরাজমানা। তুমি দ্বিতীয় যে সবমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহা আমারই বিভূতি, এই দেখ আমাতেই তাহারা প্রবেশ করিতেছে।৪, ৫।

"ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যোব্রহ্মাণী প্রমুখা লয়ম।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈ রাসীত্তদাম্বিকা ॥"৬॥

অর্থ :—দেবী এই কথা বলিলে, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সমস্ত দেবশক্তি তাহাতেই বিলীন হইয়া গেলেন, তখন তিনি একমাত্রই বিরাজ করিতে লাগিলেন।

দেব্যুবাচ ॥৭॥

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব ॥"৮॥

অর্থ :—দেবী বলিলেন, আমার যে সমস্ত বিভূতি বিস্তার হইয়াছিল, তৎসমস্তই এখন সংহার করিয়া একমাত্র আমিই এই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর ॥৮॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি-এল।

সচ্চিদানন্দ সাগরগর্ভে জমাট ক্ষীর শর্করার বরফ। এই স্বরূপে তিনি [illegible] সচ্চিদানন্দ সাগরে থাকিয়াও অনন্ত জগতের স্রষ্টা, দ্রষ্টা, নিয়ন্তা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা এবং অনন্ত ঐশ্বর্য্যের এবং অনন্ত মাধুর্য্যের পূর্ণ আধার। এই অবস্থায় তিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বব্যাপী, এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্ব নিয়ন্তা জীবের কর্ম্মফল স্বর্গ নরক ও মোক্ষের বিধাতা। যাহারা অনন্ত বৈচিত্রময় জগতের বৈচিত্রময় সুখভোগ করিতে চায় তিনি, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন এবং যিনি মুক্তিলাভ করিয়া চিরতরে আত্মানন্দে বিভোর থাকিতে চান তাঁহাকে, তিনি চিরতরে সেই আত্মানন্দ সাগরে মিশাইয়া দেন। এবং যিনি লয় না হইয়া তাঁহার সান্নিধ্যলাভে সচ্চিদানন্দ ভাবে থাকিয়াও তাঁহার জাগতিক ও আত্মিক লীলা রসাস্বাদন করিতে চান তাঁহাকে তিনি তাহাই প্রদান করেন। ইনিই জগতের উপাস্য।

(৩) (ক) সমষ্টিভাবে তিনি তাঁহার রচিত অনন্ত বিশ্ব লইয়া সংসর্গ ধর্ম্মে ধর্ম্ম আপনার নির্ম্মল ও ভাস্বর জড়ত্বশূন্য সত্ত্ব গুণের ভিত্তির উপর জীবের সংস্কারের উপাদানে আপনার বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিয়া এবং স্বরূপ শক্তি দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া (সমষ্টিভাবে) এবং

(খ) বেষ্টি ভাবে নানা বিভূতি প্রকাশ করিয়া, কখনও আংশিক পরিচ্ছদ খুলিয়া, কখনও আংশিক ঢাকিয়া নিজের লীলারূপ দৃশ্যের দ্রষ্টা নিজেই হইয়াছেন—আপনাকে দ্রষ্টাভাবে রাখিয়া আবার দৃশ্য ভাবেই আপনাকে স্থাপন করিয়াছেন; এবং অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমস্ত জড়রূপ পরিচ্ছদেও জীবচৈতন্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিরাট-মূর্ত্তি। সূর্য্যদেব যেমন বিশাল অন্তরীক্ষে থাকিয়াই আপন শক্তি উত্তাপ দ্বারা জলকে বাষ্প করিয়া মেঘে পরিণত করেন এবং নিজ শক্তি হইতে সমুৎপন্ন সেই মেঘই যেমন সূর্য্যদেবকে (বিশেষ বিশেষ প্রদেশ পক্ষে) আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন, প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনই থাকেন। ভগবান সেইরূপ পূর্ণ এবং অহং ভাবশূন্য নির্লিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছেন এবং অকর্ত্তারূপ ঈশ্বর ভাবে তাঁহার শক্তির খেলা দেখিতেছেন এবং অনন্ত জীবের কর্ম্মফল প্রদান করিতেছেন। সর্ব্বশক্তি অধীশ্বর ভগবানের উক্ত সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরমূর্ত্তিও এই বিরাট মূর্ত্তি জীবের উপাস্য।

ভগবান গীতার ১০ম অধ্যায়ে ব্যষ্টিভাবে তাঁহার এই বিভূতি যোগ বর্ণনা করিয়া সমষ্টিভাবে তাঁহার একাংশ ঐ অনন্ত বিভূতিযুক্ত বিরাট বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহা মহাত্মা অর্জ্জুনকে (গীতার ১১শ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনযোগে বর্ণিত

ভাবে) দেখাইয়াছেন। এক বস্তু হইতেই যে ব্যষ্টি বিভূতিরূপ ও সমষ্টি বিশ্বরূপ দেহের প্রকাশ তাহা হিন্দুশাস্ত্র নানাস্থানে নানাভাবে বলিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত, দৈত্যেশ্বর শুম্ভ প্রাণ-সম ভ্রাতা নিশুম্ভকে এবং সর্ব্বসৈন্য হত ও মহাবলকে বহুশক্তি পরিবৃতা দেখিয়া ক্রোধে বলিতেছেন :—

"বলাবলেন দুষ্টে! ত্বং মা দুর্গে! গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥"৩॥

পণ্ডিত প্রবর প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকৃত বঙ্গানুবাদ :—

হে দুর্গে! তুমি গর্ব্বে দুষিতা হইয়াছ, তুমি এখন গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, কেন না তুমি অন্যান্য দেবশক্তি সহায় অভিমানিনী হইয়া যুদ্ধ করিতেছ, সুতরাং তোমার অভিমান করা অন্যায্য ॥৩।

দেব্যুবাচ ॥৪

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট! ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥"৫॥

অর্থ :—দেবী বলিলেন, রে দুষ্ট! এ সংসারে আমি ব্যতীত আর দ্বিতীয় পদার্থ কি? একমাত্র আমিই অনন্তসংসারে বিরাজমানা। তুমি দ্বিতীয় যে সবমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহা আমারই বিভূতি, এই দেখ আমাতেই তাহারা প্রবেশ করিতেছে।৪, ৫।

"ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যাব্রহ্মাণী প্রমুখা লয়ম।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈ রাসীত্তদাম্বিকা ॥"৬॥

অর্থ :—দেবী এই কথা বলিলে, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সমস্ত দেবশক্তি তাহাতেই বিলীন হইয়া গেলেন, তখন তিনি একমাত্রই বিরাজ করিতে লাগিলেন।

দেব্যুবাচ ॥৭॥

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব ॥"৮॥

অর্থ :—দেবী বলিলেন, আমার যে সমস্ত বিভূতি বিস্তার হইয়াছিল, তৎসমস্তই এখন সংহার করিয়া একমাত্র আমিই এই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর ॥৮॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি-এল।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

উপনয়ন ঃ—

৩রা শ্রাবণ, ১৩২৫। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত চাণককেন্দ্র। উত্তরাঢ়ী। বিরমপুরের শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ দত্ত, শৈলেন্দ্র কুমার দত্ত, শিশির কুমার দত্ত এবং বরদা কান্ত দাস, মদন মোহন দাস এবং পোপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আদি নাথ ঘোষ যথা-শাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৫। কলিকাতা, বৃন্দাবনপাল লেন নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। ভূপেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ বসু যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হন।

বিবাহ ঃ—

৮ই শ্রাবণ, ১৩২৫। কলিকাতা। বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত, জেলা নদীয়া, তাজপুর নিবাসী ৺ব্রজেন্দ্র কুমার রায়ের পুত্র শ্রীমান সৌরীন্দ্র কুমার রায়ের শুভ পরিণয় হয়। সৌরীন্দ্র বাবু বরেন্দ্র সমাজের সিদ্ধ বা কুলীন, তিনি এই বিবাহে যে প্রকার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন—মহত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। শশীবাবু মুর্শিদাবাদ জগতাই নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির করিয়া, পূর্ব্বাহ্নিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু বিবাহ রাত্রে উভয় পক্ষে মতান্তর ঘটায়, পাত্রপক্ষ বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সরিয়া পড়েন। ফলতঃ যুবক সৌরীন্দ্রকুমার কন্যাকর্ত্তার এই বিপদ দেখিয়া, তাঁহার নিকট হইতে কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া সেই রাত্রেই বিবাহ করেন। আমরা এই উন্নত চরিত্র যুবকের চরিত্র-মাধুর্য্য নব্যবঙ্গের যুবকদলকে অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

২৬শে শ্রাবণ, ১৩২৫। চুঁচুড়া-ক্যাকশিয়ালি নিবাসী—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ আশুতোষের সহিত, নবাসন গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিসাধন নন্দী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ললিতা সুন্দরীর শুভ পরিণয়ে পাত্রপক্ষ কোন প্রকার দাবী দাওয়া করেন নাই। এমন কি কাপড়ের মহার্ঘতা প্রযুক্ত কন্যা পক্ষকে প্রণামীর কাপড় পর্য্যন্ত দিতে দেন নাই। উভয় পক্ষেই —দক্ষিণরাঢ়ী।

শ্রাদ্ধ ঃ—

৭ই শ্রাবণ—১৩২৫। চট্টগ্রাম—সারোয়াতলী নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন বর্ম্মা মহাশয়ের পিতৃ শ্রাদ্ধ ৺চন্দ্রনাথধামে ব্যাস-কুণ্ডের পারে ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে তাঁহার কুল পুরোহিত স্বয়ং কার্য্য করাইয়াছেন।

কায়স্থ-পত্রিকা।

আশ্বিন, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আগমনী।

শারদ সুনীল গগন উপরে,
শুভ্র অভ্ররাজি ভাসে স্তরে স্তরে।
বর্ষা-স্নাত পূত প্রকৃতি সুন্দরী,
বিকাশে ধরায় অলকা-মাধুরী।
মেঘ-মুক্ত ফুল্ল দীপ্ত শশধর,
ঢালে সুধা-ধারা অবনী-উপর।
সুষমা-আধার কুসুম কোমল,
হাসি জল-স্থল করিলা উজল।
দিক্‌বালাসহ নক্ষত্র নিকর,
নীরবে হাসিছে চাপিয়ে অধর।
চঞ্চলা দামিনী হাসে নভঃকোলে,
নিষ্ফল গরজে ঘন হাসি-ছলে।
ঘোষিতে জননী-শুভ আগমন,
আনন্দে পূরিল এ বিশ্ব-ভবন।

ডাকিছে নিঃসর্গ 'আয় সবে আয়,
জবা বিল্বদল দিতে শক্তি-পায় ;
ভকতি-কুসুম শ্রদ্ধার চন্দন,
হৃদি-পদ্ম দানে পূজিতে চরণ।'
আসক্তির ডালি অশ্রু-গঙ্গাজল,
উৎসর্গীয়া পূজ চরণ-কমল।
নিবৃত্তির মহামন্ত্র করি সার,
ষড়রিপু বলি দাও উপহার।
ভুলি আত্ম-পর এ বিশ্ব-কারণ,
ভক্তি ভরে পূজ জননী-চরণ।
কর আকিঞ্চন বিশ্ব-শান্তি তরে,
বহুক প্রীতির স্রোত প্রতি ঘরে।
জ্ঞান-বাতি জ্বালি করহ বরণ,
ক্ষুদ্র দেহ হোক্ যজ্ঞের ইন্ধন।
জয় দুর্গা-তারা—জয় মহাশক্তি !
লহ অর্ঘ্য মাতঃ !—দাও মহামুক্তি।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন।

শক্তি-পূজা ও সাকার উপাসনা।

মা আসিতেছেন, সুপ্তবঙ্গ আবার মহাশক্তির মহাপূজার মহাআয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে ! বর্ষা-স্নাত প্রকৃতি সতী ফুলে-ফলে সুসজ্জিতা !—লাবণ্যময়ীর লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে ! মেঘ-মুক্ত নির্ম্মল নীলাকাশে তরুণ অরুণ উজ্জ্বল কিরণজাল ছড়াইতেছে ; শশধর শুভ্র জ্যোৎস্নারাশি বিকীর্ণ করিয়া তারার হার পরিয়া আনন্দময়ীর আগমন-উল্লাসে হাসিতেছে ! নিষ্ফল জলদ-নাদ সর্ব্বমঙ্গলময়ী জননী সর্ব্বমঙ্গলার মঙ্গল-শঙ্খ বাজিতেছে ! জলে কমল-কুমুদ এবং স্থ

স্থল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া মাতৃ-চরণ তলে আত্মোৎসর্গ করিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে ! যূঁথি, যাতি, জবা, কেতকী, মালতী কত ফুল ফুটিয়াছে !—ক্ষুদ্র শেফালিকা সৌরভে দশদিক্ পূর্ণ করিয়া মায়ের রাতুল পদলাভের নিমিত্ত ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় ভূতলে লুটাইতেছে ! অনন্তবিশ্ব অনন্ত সৌন্দর্য্যের ডালি মস্তকে লইয়া মহাশক্তির আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে ! সর্ব্বমঙ্গলার শুভ আগমনে এ বিশ্ব আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল যে ! এস, মায়ের প্রিয় সন্তান ! তোমরা শ্রদ্ধার চন্দন চুয়া ও ভক্তির কুসুম ডালি মস্তকে লইয়া আনন্দময়ীর পূজা করিবে ত' ছুটিয়া এস। ঐ মা আসিতেছেন। আনন্দময়ীর জগন্মোহিনী মধুর মূর্ত্তি দেখিবে ত' অনুতাপের অশ্রুগঙ্গাজলে হৃদয়-মন্দির ধৌত করিয়া শিশুর ন্যায় ছুটিয়া এস। ঐ দেখ, শরচ্চন্দ্র কি নির্ম্মল ! শারদীয় আকাশ কি স্বচ্ছ নিষ্কলঙ্ক ও সুবিশাল ! এস ঐ শারদ-শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল নয়ন আর অনন্ত আকাশের ন্যায় প্রশান্ত হৃদয়—অনন্ত প্রীতি ভক্তি লইয়া ছুটিয়া এস। আনন্দরূপিণী সর্ব্বমঙ্গলা বিশ্বমাতার মহাপূজার মহা-উপচারে পবিত্র অর্ঘ্য প্রদান করিবে ত উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া এস !

ঐ দেখ, ভক্ত গৃহে মহামায়ার জগন্মোহিনী মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে ! আহা ! মরি ! মরি ! মায়ের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি কি সুন্দর !—কি অমিয় মধুর স্নেহ-প্রস্রবণ !—কি অনন্ত পীযূষ-প্রবাহ যেন মাতৃ-মূর্ত্তির বিশাল বক্ষ হইতে নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে ! এস, ভাই ! অমৃত পান করিয়া অমর হইবে ত' ঐ মাতৃ-মূর্ত্তির চরণ-তলে ভক্তি ভরে লুটাইয়া পড়। এ সুধা পান করিলে ত্রিতাপ দূরে পলাইবে—ভবক্ষুধা দূর হইবে।

ওকি ভাই ! ভক্ত গৃহে ভগবতীর ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান-দর্শনে মূর্ত্তিপূজা বা পৌত্তলিকতার ভয়ে এত ভীত হইতেছ কেন ? তুমি কি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তির অভ্যন্তরে চিন্ময়ী দেবীর দর্শন পাইতেছ না ? ঐ দেখ, তোমার সন্দেহ কলুষিত মুখ পানে তাকাইয়া জগন্মাতা কেমন হাসিতেছেন ! এস, আমরা ঐ জগজ্জননী জগদম্বার চরণতলে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করি। ছিঃ ! ভাই ! সন্দেহ দূর কর, মা যে আমার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী বিশ্বজননী ! এ বিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহাতে মা বিদ্যমান নাই ; তবে আর এ মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতেই বা জগজ্জননীর অস্তিত্বের অভাব হইবে কেন ? এস, আমরা প্রণত হই।

জানি না, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ধর্ম্মজিজ্ঞাসুগণের মধ্যে একথা নিয়া এত তর্ক বিতর্ক কেন ? আকাশাদি পঞ্চভূতই সর্ব্বময় ঈশ্বরের দেহ। তাঁহার আকাশ শরীর নিরাকার ; পৃথিব্যাদি শরীর সাকার। তাঁহাকে শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা

প্রভৃতির মূর্ত্তিকল্পনা করিয়াই পূজা কর, আর নিরাকার ব্রহ্ম মনে করিয়াই ধ্যান কর, উভয় বিধ সাধনাই তুল্য ফলপ্রদ।

উপাসনার অর্থ উপাস্যের তুষ্টি সম্পাদন; পূর্ব্বে যিনি অপ্রসন্ন ছিলেন, তাঁহাকে স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করাই উপাসনা। সগুণ সাকার ঈশ্বরের তুষ্টি-সম্পাদন স্বাভাবিক ও সম্ভব; যিনি নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিরাকার তাঁহার আবার প্রীতি অপ্রীতি কি? যিনি নিত্য আনন্দময়, তিনি গুণে তুষ্ট বা গালি-গ্লানিতে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন না; সুতরাং উপাসনা দ্বারা তাঁহার প্রীতি সম্পাদন হইবে কেন করিয়া? যিনি নির্ব্বিকার তেজোময় ঈশ্বর তাঁহার প্রীতিও নাই, অপ্রীতিও নাই; যাঁহার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি নাই, সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় ফল কি? উপাস্য ও উপাসক উভয়ে সগুণ না হইলে উপাসনার আবশ্যকতাই উপলব্ধি হয় না; তাই সগুণ সংসারীর নিকট সাকার সাধনায়—শিব, দুর্গা, হরি, কালী প্রভৃতির কল্পিত মূর্ত্তি পূজার এত আদর। যিনি স্বয়ং নির্গুণ, তাঁহার নিকট "রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি" বলিয়া প্রার্থনায় ফল কি? সুতরাং দ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন সংসারীর পক্ষে নিরাকার ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষাহীন তত্ত্বজ্ঞানীরই উপযোগী। যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহার আবার উপাসনারই বা প্রয়োজন কি? তিনি স্বয়ং যে ঈশ্বরকল্প মুক্তপুরুষ! যাঁহার উপাসনার প্রয়োজন আছে, সগুণ সাকারে পূজাই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

দুঃখ নিবৃত্তি বা অভাব দূর করিবার প্রবৃত্তিই সংসারীকে সাধনার পথে লইয়া যায়। নিরাকার নির্ব্বিকার নির্গুণ ব্রহ্মের নিকটও কিছুই প্রার্থনীয় বিষয় নাই; সুতরাং সাকার সাধনাই সংসারীর অভীষ্ট লাভের একমাত্র উপায়। আমরা সগুণ সকাম; আমাদের ঈশ্বরও সগুণ ও সকাম; তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বলিয়াই তাঁহার নাম ভগবান্। তিনি শক্তিময় ও ঐশ্বর্য্যময়, তাই আমরা তাঁহার নিকট "রূপং দেহি, ধনং দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করিয়া প্রাণে প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। নিরাকার নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ঈশ্বরের নিকট কিরূপ প্রার্থনা সম্ভব হইতে পারে? আকাঙ্ক্ষাহীন জ্ঞানী নিরাকারের ধ্যানে তন্ময় থাকিতে হয় থাকুন, আমাদের মত অজ্ঞানী অধম সংসারাসক্ত জীবের পক্ষে সাকার উপাসনাই শ্রেয়ঃ। উপাসনা—মূর্ত্তি পূজাই শান্তির স্বর্গ সোপান।

অজ্ঞানী আমরা নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিব কেমন করিয়া? খড়ির পর দাগাপাতে হাত বুলাও, পরে যদৃচ্ছা লিখিতে সমর্থ হইবে। প্রথম বামনানুরূপ লেখনী-পরিচালনে প্রয়াস পাওয়া বাল চাপল্য মাত্র। সংসারে আমরা

স্ত্রী পুত্রে অনুরক্তি, ভোগবাসনা বলবতী এবং ভাল মন্দ ভেদজ্ঞান থাকিতে—দ্বৈতভাব দূর না হইতে সোঽহং ব্রহ্মজ্ঞান হইবে কেমন করিয়া? আগে সাদা পাতে দাগ—সাকার ঈশ্বরের উপাসনা কর, পরে শক্তি হইলে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হয় করিও। যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি জগৎ মিথ্যা ও আত্মা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, উপাসনায় তাঁহাদের প্রয়োজনইবা কি? পরমহংসগণ যোগমগ্ন হইয়া আত্মচিন্তায় রত থাকেন, তাঁহারা উপাসনা করেন না। তাঁদৃশ সংসারীর জন্যই উপাসনা আরাধনার প্রয়োজন। নিরাকার ব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে, তাঁহার আবার মুক্তিই বা কি? যাঁহার অভাব নাই, তাঁহার আবার প্রার্থনীয় কি? যাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, তিনি আবার উপাসনা করিবেন কাহার?

যাহার যেরূপ সহ্য হয়, তাহার পক্ষে সেরূপ পথ্য করাই সর্ব্বথা সমীচীন। যুবকের পাত্য, শিশুর অসহ্য রোগীর পথ্যে ভোগীর বলিষ্ঠ দেহ রক্ষা পায় না। যার যেরূপ শক্তি, সে সেরূপ কার্য্যই করিবে; এজন্যই শাস্ত্রে শক্তি অনুযায়ী উপাসনার বিধান। যিনি নির্গুণ ঈশ্বরের ধ্যান করিতে সমর্থ, তিনি নিরাকার উপাসনা করুন, কিন্তু আমাদের মত সুখ দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট, শীত, উষ্ণ, বিষ্ঠা, চন্দন ও বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি দ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সাকার উপাসনাই শ্রেয়ঃ।

মনের একাগ্রতা ও স্থিরতাই সিদ্ধি লাভের প্রধান উপায়। একাগ্রতাবিহীন চঞ্চল চিত্তে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। চিত্ত স্থির না হইলে, উপাস্যের প্রতি উপাসকের মন নিশ্চল ভাবে অবস্থান না করিলে, সাধনায় সিদ্ধি লাভ অসম্ভব। মনকে প্রথমতঃ স্থূল বস্তুতে আসক্ত করিয়া একাগ্র করিতে পারিলে ক্রমে সূক্ষ্ম বস্তুর ধ্যান ধারণা সহজ হয়। নিজকে পরমাত্মাতীত স্বতন্ত্র পদার্থ মনে করিলে—ক্ষিত্যাদি স্থূল পঞ্চকে সূক্ষ্ম তন্মাত্র হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ মনে করিলে নিরাকার ব্রহ্মে মনঃ সংযোগ হইবে কেমন করিয়া?

যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বা পুতুল-পূজক বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহারা বুঝেন না যে,—

বিশ্বনাথের বিশাল শক্তি ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
খড় মাটিতে সে মহাশক্তি রয়েছে নিশ্চয়।

হিন্দু জানেন যে, সাকারের মধ্যেই নিরাকার অবস্থিত আছেন, তাই তাঁহারা মৃন্ময় মূর্ত্তির মধ্যে চিন্ময় দেবের পূজা করিয়া জীবন সার্থক মনে করেন। হিন্দু প্রতিমা ব্যতীত ঘট, পট, যন্ত্র, জল, বৃক্ষ বা পুষ্পেও তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে—আরাধ্য দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন; সকল পদার্থেই চিন্ময়

দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করেন। হিন্দু তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম করিলেও মূলে একই চিন্ময় পদার্থ বলিয়া জানেন। একই ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা বলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যথা :—

"সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥"

যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই ত্রিশক্তিসম্পন্ন তিনিই ঈশ্বর—তিনিই জনার্দ্দন বা হরি; তিনিই দুর্গা—তিনিই কালী। একথা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর জগন্ময়; তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, একথা কে না স্বীকার করিয়া থাকেন? হিন্দুর ঐ কাঠ, মাটি ও খড়ে গড়া দেব-দেবীর মূর্ত্তিও জগতের বাহিরের বস্তু নহে, তবে উহার মধ্যে ভগবান্ না থাকিবেন কেন?—উহাতে ঈশ্বরের পূজাই বা না হইবে কেন?

বিশ্বস্রষ্টা বা পরমব্রহ্ম আত্মারূপে জগতের যাবতীয় পদার্থ মধ্যে বিদ্যমান আছেন। তিনি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন নহেন। প্রত্যেক পদার্থের সত্তা তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রত্যেক পদার্থই ঈশ্বর নহেন, কিন্তু প্রতি পদার্থেই ঈশ্বর আছেন। আলো ছায়ার কারণ হইলেও তাহারা বিভিন্ন—কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাশাপাশি অবস্থিত। সেইরূপ শ্রীভগবান্ই প্রত্যেক জীবের নিদান বা কারণ হইলেও জীব বা পদার্থ মাত্রই ঈশ্বর নহেন। মানুষের দুইটি দিক্—অন্তর্দ্দিক্ ও বহির্দ্দিক্,—ব্রহ্মের দিক্ও জগতের দিক্। একটিতে ঈশ্বর অসীম, অপরটিতে সসীম। এই অসীমতার ও সসীমতার বিচিত্র সমাবেশে মানুষ একটি বিরোধময় পদার্থ হইয়াছে। এই বিরোধ বুঝাইবার নিমিত্তই হিন্দু-শাস্ত্রকর্ত্তাগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে যে "তত্ত্বমসি" নামক মহাবাক্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে এই দুইটী আত্মার ভেদের মধ্যে অভেদ দেখাইতেছে। "তৎ—পরমাত্মা বা ব্রহ্ম; ত্বং—জীবাত্মা; "অসি"—হও—অর্থাৎ হে জীবাত্মা! তুমিই পরমাত্মা হও।" ঐ অসীম পরমাত্মারূপ আলো সসীম জীবাত্মারূপ ছায়ার আশ্রয় ও প্রকাশক। জীবাত্মার নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা নাই; সে সম্পূর্ণরূপে পরমাত্মাপেক্ষী। কিন্তু উভয়ই চৈতন্যময়। যেমন সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যাপেক্ষী হইলেও তাহা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, সেইরূপ অসংখ্য সীমাবদ্ধ পরস্পর ভিন্ন জীবাত্মার মধ্যে আত্মবিতরণ করিয়া তাহাদিগের সত্তা পোষণ করিতেছে, উপাধিকল্পিত সীমাবেষ্টিত অসীম পরমাত্মা। যেমন সূর্য্যরশ্মি ও সূর্য্য

এক হইয়াও স্বতন্ত্র বা স্বতন্ত্র হইয়াও এক; সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইলেও স্বতন্ত্র বা স্বতন্ত্র হইলেও এক। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐ দ্বন্দ্বের চির অবসানই মুক্তি।

বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্রাদি বিবিধ শাস্ত্রে ঈশ্বর নিরাকার বলিয়া কথিত হইলেও সাধকের হিতার্থে তিনি যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে তাহারও উল্লেখ আছে। এ জন্যই চিন্ময় নিরাকার ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। যথা :—

"স্ত্রীরূপাং বা স্মরেৎ দেবি সুরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণম্॥
নেয়ং যোষিন্নচ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।
তথাপি কল্পবল্লীব স্ত্রী-শব্দেন চ যুজ্যতে॥
সাধকানাং হিতায়ৈব অরূপা রূপধারিণী।
চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

(তন্ত্রপ্রদীপ)

কিন্তু এরূপ কল্পনাও ত মিথ্যা নহে। যথা :—

"ঘৃতস্য দ্বিবিধং রূপং কাঠিন্যং দ্রবতা তথা।
কাঠিন্যে দ্রবতায়াঞ্চ ঘৃতমেব ন চান্যথা॥"

(তন্ত্রপ্রদীপ)

ঘৃত দ্রব বা কঠিন যাহাই হউক না কেন, মূলতঃ একই পদার্থ। সেইরূপ ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার যাহাই কল্পিত হউন না কেন, তিনি স্বতন্ত্র নহেন। সাকার ভাব নিরাকার ব্রহ্মের বিভূতিপ্রদর্শক মাত্র। যখন ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে, তখন ঈশ্বরের হরি, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা ও কালী প্রভৃতি দেব-দেবী-মূর্ত্তি কল্পনাও ঈশ্বরাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কিছু নহে। যিনি আত্মারূপী ভগবানের অস্তিত্ব অনুভবে সমর্থ, মূর্ত্তি কল্পনা বা মূর্ত্তি পূজায় তাঁহার প্রয়োজন না থাকিলেও ঐরূপ জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মূর্ত্তিপূজা একান্ত সমীচীন। মনুষ্য যত দিন আত্মরূপী ভগবদ্দর্শনে অসক্ত থাকে, তত দিন মূর্ত্তি পূজা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত)

জ্ঞানীর পক্ষে বাহ্য পূজার প্রয়োজন হয় না। মানস-পূজাই তাঁহার যথেষ্ট। এ জন্যই মাতৃভক্ত সাধক গাইয়াছেন,—

"মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী ব'লে বস্‌রে ধ্যানে॥
জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে কর্‌বে পূজা জান্‌বে নারে জগজ্জনে॥"

(রামপ্রসাদ)।

ইহারই নাম মানসপূজা। বাহ্যপূজা অতীত হইলেই মানসপূজা করা উচিত। দীর্ঘকাল মানসপূজার পর সাধক যখন সাধনার উচ্চতম মার্গে অধিরোহণ করেন, তখন আর তাঁহার কোনরূপ পূজারই প্রয়োজন হয় না। তখন তিনি বিশ্বমা বিশ্বেশ্বর দর্শনে আত্মানন্দে গাইয়া থাকেন,—

"মন তোর এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তায় চেয়ে দেখ্‌লে না।
ওরে ত্রিভুবনে যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তাও জান না।"

(রামপ্রসাদ)

সাকার উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সুবর্ণ সোপান। হিন্দুশাস্ত্রে দেব দেবীর পূজায় সাকারের ধ্যানের পরই মানসপূজার বিধান, অনন্তর পরমাত্মার ধ্যান করা হয়। সুতরাং হিন্দু সাকার উপাসনার ভিতর দিয়াই নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণায় সমর্থ হইয়া থাকেন।

এখানে একটা গল্প বলিব। এক মঠে এক সিদ্ধ পুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল; তাহারা মহাপুরুষের নিকট যোগাভ্যাস করিত। এক দিন এক নিরক্ষর রাখাল-বালক আসিয়া সেই যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ জন্য সাগ্রহ নিবেদন করিল। এ কার্য্যে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য মহাপুরুষ তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে মূর্খ কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। অগত্যা গুরু রাখালকে মন্ত্রদানে সম্মত হইয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি এ সংসারে যাহাকে অধিক ভালবাস, যাহার বিষয় বেশী চিন্তা কর, সর্ব্বদা তাহার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে এই মন্ত্র জপ করিবা। "শিষ্য বলিল," আমি আমাদের কাল মহিষটাকেই বেশী ভালবাসি এবং সর্ব্বদা তাহার বিষয়ই চিন্তা করি। গুরু বলিলেন, "উত্তম, মন্ত্র জপিতে জপিতে ধ্যানস্থ হইয়া সেই মূর্ত্তিই চিন্তা করিও, তবেই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।"

মূর্খ শিষ্য গুরুদত্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন যথানিয়মে ধ্যানস্থ হইয়া সেই মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল। একদিন ভোজন কাল উপস্থিত, কিন্তু সেই মূর্খের ধ্যান আর ভাঙ্গে না! সকলে কত ডাকিল, রাখালের সাড়া শব্দ নাই! তখন স্বয়ং গুরুদেব আসিয়া শিষ্যের হস্তে ধরিয়া বলিলেন, "বৎস! বেলা হইয়াছে, আহার্য্য সব নষ্ট হইবার উপক্রম, চল, আহার করিতে যাই।"

শিষ্য বলিল, "গুরুদেব! উঠিতে'ত পারিতেছি না, সেই কাল মহিষ যে তাহার সুদীর্ঘ শৃঙ্গদ্বারা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে! আমি নড়িতে পারিতেছি না, আমায় ছাড়াইয়া দিন।"

তখন গুরু শিষ্যকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমিই ধন্য! তোমার সাধনা সফল হইয়াছে, তুমি ধ্যানযোগে মহিষরূপে শ্রীভগবানের দর্শন লাভে জীবন সার্থক করিয়াছ।"

বস্তুতঃ সংশয়ী জ্ঞানী অপেক্ষা সরল বিশ্বাসী ভক্তমূর্খের সাধনায় সিদ্ধিলাভ অতি সহজ। ভগবান্‌কে যে যে ভাবেই চিন্তা করে, তিনি তাহাকে সেই ভাবেই দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। সাধকের সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না; তা সাকারেরই পূজা কর, আর নিরাকারেরই ধ্যান কর।

এইরূপ ভাবে মৃন্ময় বা প্রস্তর-মূর্ত্তিতে ভগবানের পূজা-অর্চ্চনা ও ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত ক্রমে পরমব্রহ্মে সমাহিত হইয়া থাকে, তখন সাধক নিরাকার চিন্তায় ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া জীবে ও ব্রহ্মে অভেদজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। সাকার উপাসনায় ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধিলাভ হয়; সংসারীর ইহাই নিত্য প্রার্থনীয়। ধর্ম্মার্থ-কাম লাভে ভোগাভিলাষ পূর্ণ হইলে, তখন ভেদ জ্ঞান দূর ও প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া সাধকের প্রাণ মুক্তির অন্বেষণে ছুটিয়া বেড়ায়।

সাকার উপাসনা-বিধান না থাকিলে সংসারী গুরু-পুরোহিত মানিত না, মাতা-পিতাকে পূজা করিত না, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সম্মান করিত না, বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্ভ্রম দেখা-ইত না, রাজাকে ভক্তি করিত না, উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইত না, গুণীর নিকট মস্তক অবনত করিত না, বলবান্ ও ঐশ্বর্য্যবান্‌কে শ্রদ্ধা ভক্তি বা ভয় করিত না,—সমাজে এক মহাবিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইত। শ্রীভগবান্ সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বশক্তি-মান—অনন্ত ঐশ্বর্য্যবান্. এজন্য এ বিশাল বিশ্ব তাঁহার চরণে চিরপ্রণত। যাঁহাতে যে শক্তির যত আধিক্য, লোকসমাজে তিনি সেই পরিমাণ মাননীয়, পূজনীয় বা উপাস্যার্হ। শক্তিপূজার বা সাকার উপাসনার ইহাই নিদান।

একাগ্রমনে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই সম্পাদিত হয়। তন্ময়চিত্তে সাকার পূজা—দেব-দেবীর কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে উপাস্য দেবতা বা জগন্ময় জগদীশ্বর চিন্তিত মূর্ত্তির স্বরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক আপনি আসিয়া সাধককে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। রাবণ মৃত্যুকালে রাম-মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে দশ দিকেই তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন, মাকড়সা কুমারিয়া পোকার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে আপনি তদ্রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে, রাজা ভরত মৃগ-শিশুর চিন্তা করিতে করিতে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এ সব কে না জানেন? ধ্যানের ফল ব্যর্থ হয় না। একাগ্রতাই সাধনার সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়। একাগ্রতা দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়; এই একাগ্রতার নামান্তর ভক্তি। উপাস্যের প্রতি উপাসকের গাঢ় একাগ্রতা —অচলা ভক্তি জন্মিলে তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে; ঐকান্তিক ভক্তি বিশ্বাসই ভগবান্‌কে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। ধ্যান, জপ, পূজা ও নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ এই একাগ্রতা—এই গভীর ভক্তি-বিশ্বাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে—মূর্ত্তি-পূজা করিতে করিতে জীব পবিত্র প্রেম-ভক্তিতে মত্ত হইয়া মুক্তির দ্বারে ছুটিয়া যায়। তাই হিন্দু-সমাজে মূর্ত্তি-পূজার এত আদর—মূর্ত্তিপূজার এত মাহাত্ম্য, মূর্ত্তি-পূজার এ অসাধারণ প্রভাবের কথা সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে!

ভক্তিই মুক্তির সুবর্ণ সোপান—একাগ্রতাই সাধনার সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়। মূর্ত্তিপূজায় দেব-দেবীর মূর্ত্তি-চিন্তায় এই একাগ্রতা সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত হয়; সাধকের প্রাণ উপাস্য দেবতার ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যায়! তখন সাধক আপনাকে বিস্মৃত হইয়া—বিশ্ব ভুলিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার রূপ-সাগরে ডুবিয়া থাকেন; সুতরাং ঘটে, পটে বা মৃন্ময় কি প্রস্তরমূর্ত্তিতে দেব-দেবীর পূজা অর্চ্চনা করাই সাধনার সিদ্ধি লাভের সরল ও সহজ উপায়। তাই হিন্দু ঘরে ঘরে জগন্মাতার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া চিন্ময়ী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। ইহা মূর্ত্তিপূজা বা পৌত্তলিকতা নহে, ইহা সাধনার সিদ্ধি লাভের সরল সোপান।

ঐ দেখ, ভক্তের চণ্ডীমণ্ডপে সর্ব্বসন্তাপহারিণী দুর্গতিনাশিনী দুঃখহরা দুর্গা জগন্মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কি মধুর হাসি হাসিতেছেন! অহো! মায়ের কি স্নেহ-করুণ মধুর দৃষ্টি! সর্ব্বমঙ্গলার সে মধুর দৃষ্টি হইতে এ বিশ্বে মহামঙ্গলের স্বর্গীয় অমৃতনির্ব্বরিণী প্রবাহিত হইল যে! এস ভাই! আমরা জয় মা দুর্গা! জয় মা তারা! বলিয়া ঐ মাতৃ-মূর্ত্তির চরণতলে লুণ্ঠিত হই—প্রাণ ভরিয়া একবার মা মা বলিয়া ডাকি; এস, ভাই! প্রীতি ভক্তির গঙ্গাজলে স্নাত ও পূত হইয়া মা মা বলিয়া ছুটিয়া এস, প্রাণ ভরিয়া একবার বল,—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্ম কবিরত্ন।

আবাহন।

আকুল আবেগে ডাকিছি তোমায়
এস গো বিশ্ব-জননী;
শান্তি দিতে এই বিশাল ধরায়
এস গো হর-গৃহিণী।
রোগীর যাতনা দূর করিবারে
এস হিমাদ্রি-নন্দিনী;
দরিদ্রের দুঃখ নাশিবার তরে
এস গো দুঃখ-হারিনী।
তৃষিত জীবন শীতল করিতে
এস মোদের জননী;
ধরার কলুষ সব বিদূরিতে
এস কলুষ-নাশিনী।

শ্রীবিজয়গোপাল বসুবর্ম্মা।

পণ্ডিতের মন্তব্যে প্রশ্নোদয়।

পুরাণ ইতিহাসাদি বহু শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পরন্তু বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থানুসারে কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং তাহারা অগণিত পুরুষ-পরম্পরায় উপনয়ন সংস্কারবিহীন থাকিলেও, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তান্তর উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি কতক-ব্রাহ্মণ কায়স্থ-দ্বেষী ঈর্ষাপরবশ হইয়া "কায়স্থজাতি শূদ্র—ক্ষত্রিয় নহে, উহাদের উপনয়ন হইতে পারে না" বলিয়া মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত কায়স্থ-দ্বেষী ঈর্ষ্যা-পরতন্ত্রী কলির জীবদিগকে আমরা নিম্নের লিখিত গ্রন্থাবলী ও ব্যবস্থা আদি দর্শন করিতে অনুরোধ করি।

১। মহাপণ্ডিত স্বর্গীয় তারানাথ-বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার কৃত বাচস্পত্যভিধানে কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।

২। হিন্দু-আইন-ব্যবস্থাপক, কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের উকিল ৺ ভাষাভিজ্ঞ ও বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ সুব্রাহ্মণ ৺শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার কৃত হিন্দু-ব্যবস্থাদর্পণে লিখিয়াছেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, কিন্তু উপনয়ন সংস্কার পরিত্যাগে বর্ম্মার স্থলে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করায় এবং যুদ্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করায় শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছে।

৩। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ৺নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, তাঁহার কৃত 'বঙ্গের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে' লিখিয়াছেন, কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি।

৪। 'পৃথিবীর ইতিহাস-লেখক' শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ি মহাশয় তাঁহার কৃত ইতিহাসের ২য় খণ্ডে লিখিয়াছেন,"বহু গবেষণার দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে,কায়স্থ ক্ষত্রি জাতি।"

৫। মহামহোপাধ্যায় ৺কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্নপ্রমুখ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাদের উপনয়ন হইতে পারে ব্যবস্থা দিয়াছেন।

৬। শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 'কায়স্থজাতির তত্ত্ব নির্ণয় সমালোচনায়' কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন এবং এখন প্রায়শ্চিত্তান্তর উপনয়ন গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

৭। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার দ্বারা পরিচালিত বঙ্গভূমি নামক মাসিক পত্রিকায় (১৩০৮।১৩০৯ সালের পত্রিকায়) কায়স্থকে ক্ষত্রি স্বীকার করিয়াছেন।

৮। বঙ্গবাসীর শাস্ত্র-প্রকাশ-সমিতির অধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার অন্যতম নেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কলিকাতা ৺কালীঘাট ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীতে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' পত্রিকার ১৩২০সালের চৈত্র,দ্বিতীয় বর্ষের ৭সংখ্যায় ৩৩০পৃষ্ঠায় ১২নং ব্যবস্থায় বলিয়াছেন, (১) "আমরা বিদ্বেষ বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া কায়স্থ জাতির উপনয়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই, আমরা জানি যে কায়স্থ জাতি সর্ব্ব প্রকারেই শ্রেষ্ঠ, এবং কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণের নীচেই স্থান পাইবার যোগ্য"। (২) "আমি কায়স্থের মূল বংশের মধ্যে দুই একটি বংশের মূল পুরুষকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই জানি"। (৩) "যদি সমস্ত কায়স্থ সমাজ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য চারি পাঁচ বৎসরের প্রাচীন নিবন্ধকার স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের গ্রন্থে দেখিতে পাই যে তিনি

কায়স্থের বৃষলত্ব প্রাপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে বহু পুরুষ গতে কায়স্থজাতির উপনয়ন হওয়া সম্ভবপর নহে"।

কালীঘাটের ঐ সভার অন্যতম সভ্য নবদ্বীপ-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলেন যে, কালীঘাটের মহাসভায় "বহুপুরুষ-পরম্পরায় পতিত সাবিত্রিক ব্রাহ্মণাদি সদাচারসম্পন্ন জাতিত্রয়ের প্রায়শ্চিত্তান্তর উপনয়ন শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে।" ঐ সভার অন্যতম মধ্যস্থ শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ও ঐ উক্তির সমর্থন করেন। ঐ সভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের লিখিত পত্র পঠিত হয়,তাহাতে লিখিত আছে—"যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ প্রকৃতই দ্বিজাতিভাবাপন্ন ছিলেন, ইহা আমি বিশিষ্ট প্রমাণ দ্বারা স্থির করিতে পারিয়াছি,তাঁহাদিগকেই গুরুতর ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তর উপবীত গ্রহণ করিতে পারিবে, তাই আমি মিতাক্ষরাসন্দর্ভ পাঠ করিয়াই ব্যবস্থা দিয়াছি।"(ব্রাঃ সমাজ, ২।৯,৪৩৫পৃঃ)

কালীঘাট-ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনী উপলক্ষে যে সকল প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিতের মন্তব্য স্থলে উদ্ধৃত করা গেল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ সভায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বপ্রাপ্তি এবং ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তর উপনয়ন-গ্রহণের যোগ্যতা স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু এস্থলে আমার মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইতেছে যে বহুশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যে বলিলেন, "কায়স্থের মধ্যে দুই একটি বংশের মূল পুরুষকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ধারণ করি", তাহা হইলে অন্যান্য কায়স্থগণই বা কেন ক্ষত্রিয় হইবেন না, তাহার কোন কারণ তিনি প্রকাশ করিলেন না কেন? এবং যে দুই একটি কায়স্থবংশকে তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া জানেন, তাহাদের নাম প্রকাশ করেন নাই কেন?

তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থজাতির বৃষলত্ব প্রাপ্তির কথা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের দোহাই দিয়া কায়স্থ জাতির উপনয়ন হইতে পারে না বলিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, তিনি সমগ্র কায়স্থজাতিকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিলেই, দ্বিজ স্বীকার করিতে হইবে, উপনয়ন দিয়া দ্বিজ কি প্রকারে হয়? স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের মতে দশসংস্কারের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করা না—বিবাহে যজুর্ব্বেদীয়গণ পশুপতিপদ্ধতি, সামর্ব্বেদীয়গণ ভবদেবপদ্ধতি এবং ঋগ্বেদীয়গণ কালেশীকৃত শাকলপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু স্মার্ত্তের বিবাহ-তত্ত্বানুসারে বিবাহ দেন না। এরূপ স্থলে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের কৃত প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া কায়স্থজাতিকে (ক্ষত্রিয়) দ্বিজ স্বীকার করিয়াও

তাহাদের উপনয়ন হইতে পারে না বলিয়া মত প্রকাশ করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। সরল ভাবে ধর্ম্মপথে আসিয়া সমস্ত বিষয় মীমাংসা করা ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য। যখন কায়স্থকে ব্রাহ্মণের নীচেই স্থান দিয়াছেন এবং দ্বিজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহাদিগকে দ্বিজত্বের অধিকার দিতে হইবে।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য যদি কায়স্থ-বিদ্বেষবশতঃ তাঁহার ঘরে কায়স্থ সম্বন্ধে কোন বিষয় লিখিয়া যাইয়া থাকেন, তাহা কি অসঙ্গত হইলেও সঙ্গত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে? বহুতর বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত একাদশী-তত্ত্বোক্ত স্মার্ত্তমতের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ন্যায়পক্ষে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন; তদনুসারেই একাদশীর উপবাসাদি চলিতেছে। কায়স্থ সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময়ে অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তর্ক-বিতর্ক হইয়া সর্ব্ববাদীসম্মতে মীমাংসিত হয় নাই, তখন রঘুনন্দনের কাল্পনিক মতের অনুবর্ত্তী হইয়া একটি প্রধান জাতির বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা।

রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর।

গভীর গর্জ্জন হীন মেঘে বরষার—
অবিশ্রাম বারি রাশি করে বরষণ,
তুলনার যোগ্য কিন্তু নহে কভু ত'ার—
শারদ জলদ-কৃষ্ণ প্রিয় দরশন।
কেবলি সে মানবের করে শান্তি নাশ,
বৃথা গর্ব্বে নিত্য নিত্য করিয়া গর্জ্জন;
তা'র দানে নহে পূর্ণ জগতের আশ,
সে শুধু করি'ছে নিত্য নিন্দা উপার্জ্জন।
তুমি ছিলে বরষার নবীন নীরদ,
হে চির গম্ভীর, প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ !!
আপনারে কোন দিন করনি প্রচার,
আপনার সুমহান্ কার্য্যাবলী মাঝে,
এক মূল্য তব পাশে নিন্দা প্রশংসার,
তাই আজি কোটী কণ্ঠে জয়ধ্বনি বাজে।

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী।

বঙ্গ সমাজে "দাস" "দাশ" ও শর্ম্মন্ শব্দের ব্যবহার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(৩)

এক্ষণে সঙ্করবর্ণ বা জাতির উৎপত্তির সাক্ষাৎ হেতু কি? এবং সমাজে তাহাদিগের স্থান, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম (বৃত্তি) কি প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ২।৪টী কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইতেছে।

অতীব প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য-সমাজে আটপ্রকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইবার পরে উহার মধ্যে কোন্ বর্ণের লোকের পক্ষে কোন্ কোন্ বিবাহ শ্রেয় এবং বিহিত (legitimate)। তাহা মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রাচীনতম সমাজে বর্ণনির্ব্বিশেষে যে স্ত্রী-পরিগ্রহের প্রথা প্রচলিত ছিল, বর্ণবিভাগের পরে উহার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা প্রতীতি হয়। তন্মধ্যে স্ব স্ব বর্ণে বিহিতবিধানে স্ত্রীগ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদনন্তর অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দ্বিতীয়াদি স্ত্রীগ্রহণ গৌণ-কল্প অর্থাৎ বিহিত মাত্র গণ্য ছিল। অপর প্রতিলোম নিয়মে স্ত্রী গ্রহণ কোনরূপ বিবাহ মধ্যেই পরিগণিত হইত না, সুতরাং তাহা বিহিত গণ্য না হইয়া (illegitimate) নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিলোমবিবাহ কি জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হয় যে, মন্বাদি ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন, স্ত্রী ক্ষেত্রভূতা ও পুরুষ বীজস্বরূপ।*

বস্তুতঃ ক্ষেত্র অপেক্ষা বীজের প্রাধান্য সচরাচর পরিলক্ষিত হয়।† সেজন্য অসবর্ণ হইতে স্ত্রীগ্রহণ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য হইয়াও সমাজরক্ষার অনুরোধে ঋষিগণ অন্ততঃ বরং বিবাহনিয়মে অপেক্ষাকৃত অব্যবহিত নিম্নবর্ণ হইতে উচ্চ বর্ণের পুরুষ স্ত্রীগ্রহণ করিতে অনুজ্ঞাত হইয়াছিল। ইহা মন্দের ভাল বিবেচনায় বিহিত বলিয়া গৃহীত হইত। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট বর্ণের বীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজিত না হয় অর্থাৎ নিকৃষ্ট বর্ণের পুরুষ উৎকৃষ্ট বর্ণ হইতে ভার্য্যা গ্রহণ করিতে না পারে সে জন্য প্রতিলোম

---

* "ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।"
মনু ৯ অ, ৩৩,

† "বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্ব্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা॥"৯।৩৫।

নিয়মে বিবাহ সূত্রে স্ত্রীগ্রহণ এক কালেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইয়াছিল।* এ বি
শাস্ত্রীয় বিধান সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। মনু বলিয়াছেন,—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু † প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥ ৩০ অ, ১২

* ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানীকে রাজা যযাতি ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া পতিত হন বা ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের বহির্ভূত বিরল দৃষ্টান্ত। কথিত আছে, বৃহস্পতিপুত্র কচের অভি দেবযানীকে ক্ষত্রিয়পত্নী হইতে হইয়াছিল।

† নব্য সম্প্রদায়ের কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী লোক স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া মনুক্ত অন্য বিবাহ বিধানে যে 'কামতঃ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ 'ইচ্ছাপূর্ব্বক' ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলনকারীদিগের মধ্যে কেহই তাদৃশ অর্থে আস্থাবান্ পারিবেন না। কেননা তিনি জানেন যে গার্হস্থ্যধর্ম্মপরায়ণ এবং 'পুন্নাম' নরক হইতে পরি জন্য পুত্র লাভের প্রয়োজনীয়তা ('সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র প্রয়োজনম্') এবং তিনি ইহাও অবগত আছেন যে, উক্ত উভয় কার্য্য—গার্হস্থ্যধর্ম্ম পা পরলোকে পিণ্ড সংস্থান অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। ম বলিয়াছেন?—

"অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষারতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥"৯।২৮

অর্থাৎ "ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান, অপত্য লাভ, শুশ্রূষা, উৎকৃষ্টারতি এবং পিতৃলোকের ও আ স্বর্গ প্রাপ্তি—এই সমস্ত ব্যাপার একান্ত ভার্য্যায়ত্ত। যদি বল এই প্রমাণে যে 'দারা' শব্দ ব্য হইয়াছে, তাহা যে অসবর্ণা স্ত্রী বোধক নহে ইহা কিরূপে জানিলে? কেন? মনু উহা স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকম্।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাস্বজাতি কথঞ্চন॥"৯।৮৬

কুল্লূক ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন,—

"ভর্ত্তুর্দেহপরিচর্য্যামন্নদানাদিরূপাং ধর্ম্মকার্য্যং চ ভিক্ষাদানাতিথিপরিবেষণ-হোমীয়দ্রব্যোপকর প্রাত্যাহিকং সর্ব্বেষাং দ্বিজাতীনাং স্বজাতিভার্য্যৈব কুর্য্যান্নতু কদাচিৎ বিজাতীয়া ইতি।"

অর্থাৎ পতির প্রাত্যাহিক অন্নদানাদিরূপ শরীর শুশ্রূষা ও তাহার ধর্ম্ম কার্য্যাদি সম্পা সহায় দ্বিজাতিগণের এক সবর্ণা স্ত্রীই করিবে, বিজাতীয়া স্ত্রী কদাচ করিবে না। ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্র-শাসনে অস্বজাতীয়া পত্নী দ্বারা দ্বিজাতির না গার্হস্থ্য প্রতিপালন, না নিজের ও পিতৃলোকের হিত (পিণ্ডদান) সাধন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পা অতএব এতাদৃশী স্ত্রীগ্রহণের প্রশ্রয় দেওয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রয়োজক ঋষিদিগের কি অভি হইতে পারে? কদাচ নহে। তবে সমাজ রক্ষার্থ কামাতুর ব্যক্তিকে একেবারে স্বেচ্ছাচারি

কুল্লূকের টীকা—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্ত্তব্যে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি। কামতঃ পুনর্ব্বিবাহে প্রবৃত্তানামতো বক্ষ্যমাণা আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহকার্য্যে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্ত। অনন্তর কামপ্রযুক্ত পুনরায় বিবাহে প্রবৃত্তদিগের পত্নীরা অনুলোমবর্ণক্রমে শ্রেষ্ঠা গণ্য হইবে।

এইরূপে কামপ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ সবর্ণা পত্নীগ্রহণের পরে ক্ষত্রিয় তদনন্তর বৈশ্য, তাহার পরেও শূদ্রবর্ণ হইতে ক্রমান্বয়ে তিন ভার্য্যা গ্রহণ করিতে অনুজ্ঞাত। ঐ দৃষ্টে কামপ্রবৃত্ত ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্র এবং বৈশ্যের কেবল শূদ্রবর্ণ হইতে ঐরূপ অসবর্ণা গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে।

এরূপ বিবাহ অপ্রশস্ত অর্থাৎ গৌণকল্প হইলেও বিহিত স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু মনু দ্বিজাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শূদ্রাভার্য্যা গ্রহণ আপৎ-কালেও নিবারণ করিয়াছেন এবং তাহাতে সন্তানোৎপাদন নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সেরূপ ঘটিলে সসন্তানশূদ্রত্ব লাভ ঘটে।* তবে কি মনু ব্রাহ্মণের পক্ষে

বংশ হইতে না দেওয়া এবং তদ্দ্বারা সঙ্কর জাতির উৎপত্তিস্রোত সমাজে অবাধে প্রবাহিত হইতে দেওয়া অপেক্ষা বরং অল্প অনিষ্টকর অনুলোম বিবাহ দ্বারা স্ত্রীগ্রহণের গৌণ বিধি শাস্ত্র-কারেরা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতীতি হয়। যদিও জাবাল-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"অলাভে কন্যায়াং স্নাতকং ব্রতং চরেৎ
অপি বা ক্ষত্রিয়ায়াং পুত্রমুৎপাদয়েৎ"।

অর্থাৎ অসবর্ণা কন্যার অভাবে ব্রাহ্মণ স্নাতকব্রত (রূপান্তর ব্রহ্মচর্য্য) আচরণ করিবে, অপিচ ক্ষত্রিয়া নারীতে পুত্রোৎপাদন করিবে। পরন্তু ইহা আপদ্ধর্ম্ম, কেননা সবর্ণা কন্যার প্রাপ্তি ঘটিলে পুনরায় ঐ কন্যা বিবাহ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করা বিধেয়। মন্বাদি ঋষিগণ সমাজের কামপ্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের জন্য অসবর্ণ বিবাহের গৌণ ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। নতুবা কেহ ইচ্ছা করিলেই প্রথম বিবাহ অসবর্ণা বিবাহ করিতে পারিবে ইহা শাস্ত্রা-নুশাসন নহে। শাস্ত্রান্তরে সবর্ণা স্ত্রীকে ধর্ম্মপত্নী ও অসবর্ণা পত্নীকে কামপত্নী বা রতিবর্দ্ধিনী বলিয়া সংজ্ঞিত করা হইয়াছে, তথাপি কি বলিতে হইবে মনু-বিধানের 'কামতঃ' শব্দের অর্থ 'ইচ্ছাপূর্ব্বক'? কদাচ নহে।

* ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥ ১৪
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ান্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥ ১৫, ৩০ অ।

তিনটীও ক্ষত্রিয়ের দুই স্ত্রী অনুলোম বিবাহ দ্বারা গ্রহণে অনুমোদন করেন নাই বুঝা যাইবে? বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীতি হয় যে, সকল বর্ণের পক্ষে সাধারণতঃ এক সবর্ণা ভার্য্যা গ্রহণ করাই তাঁহার অভিপ্রেত। সেরূপ না হইলে অসবর্ণ বিবাহিতা স্ত্রীদিগের জন্য উচ্চ নীচ জাতি অনুসারে গৃহ, বস্ত্রাদি তথা গৃহস্থালীর হেয় কার্য্যাদি সম্পাদনের নির্দ্দেশ করিতেন না; * অপিচ, অসবর্ণা স্ত্রীপ্রসূত সন্তানদিগের যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য ও দায়ক্রম থোবৃত্তি নির্ব্বাচনেরও ব্যবস্থা করিয়া সমাজরক্ষার উপায় অবধারণ করিতেন না। বস্তুতঃ সমাজ রক্ষার জন্যই মন্বাদি ঋষিগণ পূর্ব্বপ্রচলিত কামপ্রণোদিত অসবর্ণ বিবাহকে সঙ্কোচের সহিত বিহিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাই দেখা যায় পরবর্ত্তী পৌরাণিক কালে মনীষীগণ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ এককালেই রহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের সৌভাগ্য যে, অন্যান্য কতকগুলি কদাচারের সহিত বহু অনিষ্টজনক, সঙ্কর বর্ণোৎপাদক সুতরাং বর্ণের বিশুদ্ধিতানাশক অসবর্ণ বিবাহেও রহিত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর প্রাচীন সমাজে চারি বর্ণের পরস্পর অনুলোম-প্রতিলোম-সংস্রবে যে সকল মূল সঙ্কর বর্ণ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাদিগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মবৃত্তি ও উপাধি বিষয়ক শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহার সহিত প্রবন্ধীয় বিষয়ের কতক কতক সম্বন্ধ থাকায় এস্থলে তাহার সংক্ষেপ নির্দ্দেশ প্রয়োজন হইতেছে। প্রথমে অনুলোম জাত সঙ্কর ধরিলে ব্রাহ্মণের একান্তর অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া নারীর গর্ভজাত পুত্র মূর্দ্ধাবসিক্ত, দ্ব্যন্তরা অর্থাৎ বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাতকে অম্বষ্ঠ এবং ত্র্যন্তরা অর্থাৎ শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে পারশব বা নিষাদ কহে। আর ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের একান্তরা বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভজাতকে মাহিষ্য এবং দ্ব্যন্তরা শূদ্রা-গর্ভজাতকে ক্ষত্তা, এবং বৈশ্যের একান্তরা শূদ্রা গর্ভজাতকে করণ, সর্ব্বসমেত এই ছয় পুত্র হইতে ছয় জাতি জন্মে। ইহাদিগের নাম অপসদ অর্থাৎ সবর্ণ পুত্রাপেক্ষা নিকৃষ্ট। অপর, প্রতিলোমজ, যেমন শূদ্র হইতে ঐরূপ ক্রমোচ্চ বৈশ্যাগর্ভজাতকে অয়োগব, ক্ষত্রিয়াজাতকে ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণীজাতকে চণ্ডাল বলে, আর বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াজাতকে মাগধ এবং ব্রাহ্মণী-গর্ভজাতকে বৈদেহ বলে। তথা ক্ষত্রিয় হইতে কেবল ব্রাহ্মণী-গর্ভে সূত নামে পুত্র জন্মে।† এই ছয় পুত্রের সংজ্ঞা অপধ্বংসজ। দ্বিজাতির অনুলোমজেরা

* "যদি স্বাপরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোপিতা দ্বিজাঃ।
তাসাং বর্ণক্রমেণ স্যাজ্জ্যেষ্ঠং পূজা চ বেশ্ম চ॥ ৯ অ, ৮৫,

† মনু ১০।১৬-১৭।

যেরূপ একান্তরাদি ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎকৃষ্ট ভাবাপন্ন হয়, প্রতিলোমজেরাও সেরূপ পর পর হইয়া উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।* কেননা দেখা যায়, দ্বিজাতির অম্বষ্ঠদের (পারশব ব্যতীত) মাতৃবর্ণের অনুরূপ বেদাধ্যয়নে অধিকারী হয় না, কেবল দ্বিজ ধর্ম্ম (উপনয়নাদি সংস্কার হইলেও) লাভ করে।

"প্রথমা ধর্ম্মপত্নী চ দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী।
অসবর্ণা তু যা ভার্য্যা কামপত্নী হি সা স্মৃতা॥"

মৎস্যসূক্ত, ২১ পটল।

আমরা অনন্তর প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য মৌলিক ধর্ম্মভেদ অনুসারে আর্য্যশাস্ত্রে যেরূপ নামকরণসহ উপাধি ধারণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব।

মহর্ষি মনু ও তাঁহার অনুকরণে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রকারকেরা পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণ চতুষ্টয়ের প্রকৃতি, কর্ম্ম, সামাজিক অবস্থার উপযোগী নামকরণ ও উপাধি ধারণের নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণের নাম মাঙ্গল্যযুক্ত, ক্ষত্রিয়ের রক্ষা ও বল-যুক্ত, বৈশ্যের নাম ধনযুক্ত এবং শূদ্রের নাম প্রেষ্য বা হীনতাযুক্ত। ঐরূপ ব্রাহ্মণের উপাধি দেবশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রের দাস, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।† ইহা দ্বারা সঙ্করবর্ণের নাম ও উপাধি বা পদ্ধতি ধারণের কোন নিয়ম জানা যায় না। তবে উহাদের অনুষ্ঠেয় আচার ও কর্ম্ম অনুধাবন করিলে উহাদের নাম-করণ ও উপাধি ধারণের নিয়ম স্বতই উপলভ্যমান হইয়া থাকে। সামাজিক ব্যবহার হইতেও তাহা সমর্থিত হয়।

পরন্তু তাহাদের বৃত্তি দ্বিজাতির হেয় বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—যেমন মূর্দ্ধাবষিক্তের সৈনাপত্য, অম্বষ্টের চিকিৎসা এবং মাহিষ্যের কৃষি ইত্যাদি। এদিকে প্রতিলোমজেরা পিতার বা মাতার কুলানুরূপ কোন ধর্ম্ম বা সংস্কারলাভের অধিকারী হইতে

* মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥ মনু ২ অ, ৩২
"শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্যাস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।" শঙ্খ্য

† "শর্ম্মাদেবস্য বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাস শূদ্রস্য কারয়েৎ॥" যম
উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত।
"শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্যোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"
কুল্লুকভট্টধৃত মনু শ্লোকের টীকা দেখ।

পারিত। বিস্ময়ের বিষয়, দ্বিজাতির অপধ্বংসজেরা কিছু উচ্চ শূদ্রবৃত্তি লাভে হইত। এমন কি স্থল বিশেষে তাহারা দ্ব্যন্তর ও ত্র্যন্তর অনুলোমজের সহিত সমা তুল্যস্থান লাভ করিত। অনুলোমজের মধ্যে শূদ্রাপুত্র নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু প্রতিলোম মধ্যে চণ্ডাল নিকৃষ্টতম, ইহা শাস্ত্রশাসনে অবধারিত হইয়াছে। প্রতিলোমজ এবং অনুলোমজগণের সংমিশ্রণে বহু বাহ্য সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে উহার অধিকাংশ আচারহীন, কতক বা শূদ্রাচারের ও শূদ্রোপাধির অনুকা এইরূপ যৌন সম্পর্ক ব্যতীত প্রাচীন সমাজে অন্যান্য কারণেও সঙ্করবর্ণের উৎ হইত। মনু বলিয়াছেন,—

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসংকরাঃ॥" ১০।২৪।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে পরস্পর ব্যভিচার, অবিবাহ্যা কন্যাকে বি এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব কর্ম্মত্যাগ দ্বারা বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। ইহারা অ সমাজে এক এক প্রকার জাতি—দাসগণ্য হইত ও শূদ্রবৃত্তি বিশেষ অবলম্বনে কা যাপন করিতে বাধ্য হইত। ইহাদিগের ও অন্যান্য সঙ্কর বর্ণের গাত্র বর্ণ কি মৌলিক বর্ণ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া মিশ্রবর্ণ হইত, তাহা সহজে বুঝা যায় বোধ হয়, কালান্তরে গুণ-কর্ম্ম প্রভাবে ইহাদের বর্ণবৈচিত্র ঘটিত। † এ ইহাদের সঙ্করজাতি মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য বহু মিশ্রবর্ণ পরিলক্ষিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

গৌড়-কাহিনী।

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

রোগিণী।

অঙ্গরাজপুরীর এক নিভৃত সুসজ্জিত কক্ষে বহুমূল্য পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেন-নি শয্যায় একটি যুবতী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যুবতী রুগ্না। তাঁহার গাত্রে কিছু ম্লান হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তাঁহার সেই রুগ্ন শরীরের মধ্য দিয়া লাবণ্যের ছটা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। অরুণ কিরণের আভা পূর্ব্ব গগনে লোহিতোজ্জ্বল উঠিয়াছে। বাতায়নের ফাঁক দিয়া আলোকরশ্মি একটু একটু করিয়া গৃহ উঁকি মারিতেছিল। এমন সময় একজন অনিন্দ্যসুন্দর যুবক ধীরে ধীরে যুবতীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় তাহার পাদশব্দে রোগিণীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। রোগিণী আস্তে আস্তে নীল-ইন্দীবর-তুল্য আয়ত চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করিয়া তাকাইলেন। তখন যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, আপনার শরীর ভাল আছে ত?" যুবতী ধীরে উত্তর দিলেন "হাঁ, আজ অনেকটা যেন ভাল বোধ করিতেছি। কিন্তু এই শীতের মধ্যে এত প্রত্যূষে উঠিয়াছেন কেন?"

যুবক। "অবশ্য বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকিলে উঠিতাম না।"

যুবতী। "কি প্রয়োজন?"

যুবক। "আমি আপন'র নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

যুবতী। "সে কি? কোথায় যাইতেছেন?"

যুবক। "যেখানে যাইতেছি, সেখান হইতে আর নাও ফিরিতে পারি।"

যুবতী। "তবে কি যুদ্ধে যাইতেছেন?"

যুবক। "হাঁ"।

যুবতী। "কবে যাইবেন?"

যুবক। "কবে আর কি? আর যামার্দ্ধ পরেই রওনা হইব।"

যুবতী। "আর কে কে যাইবে?"

যুবক। "পিতা স্বয়ং সৈন্যমণ্ডলীসহ প্রস্তুত হইতেছেন। আমরা একত্র যাইব।"

যুবতী কিয়ৎকাল গম্ভীর বদনে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুদ্ধে আপনাদের প্রধান নায়ক কে?"

যুবক। "পিতা এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিত্ব করিবেন।"

যুবতী আবার কি ভাবিলেন তারপর মৃদুস্বরে বলিলেন "শুনিয়াছি যুদ্ধ অনেক দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। আপনারা এখনও যান নাই কেন?"

যুবক। "আমাদের নিজ সেনাদলের সেনাপতি যুদ্ধের প্রারম্ভেই মহাপ্রতীহার বিরাজসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন এবং কয়েকটী যুদ্ধেও জয়লাভ করিয়াছেন।"

যুবতী। "তিনি কে?"

যুবক। "তাঁহার নাম কেদারেশ্বর। নিবাস বরেন্দ্রে।" কেদারেশ্বর ও বরেন্দ্র দুইটী শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র যুবতীর হৃদয়-তন্ত্রী যেন কি এক অপূর্ব্ব সুরে

ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। তিনি নীরবে কিয়ৎকাল কি যেন চিন্তা করিলেন। তারপর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁহার পিতার নাম কি জানেন ?"

যুবক। "তাঁহার পিতা পরলোকগত বীরবর সুরথ সেন।" অতঃপর যুবতীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন—আমাদের রোগশয্যা-শায়িতা যুবতী আর কেহ নহেন—স্বয়ং মাধবী ; আমরা এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট যুবকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। যুবক অঙ্গরাজকুমার কাহ্নুরদেব। যে রজনীতে শিবরাজ, রাজা মোহনদেব ও রামপাল-দেব পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, মিত্র-সামন্ত নরপতিগণের নিকট যুদ্ধে ত্বরিত গতিতে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে, সেই রজনীতেই যুবরাজ কাহ্নুরদেব স্বয়ং কোন কোন সামন্ত-নৃপতিগণকে সংবাদ প্রদানের নিমিত্ত প্রেরিত হন। অন্যান্যের নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, সর্ব্বশেষে কয়ঙ্গলীর মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরামর্শ জ্ঞাপন করিয়া তিনি তাঁহার রক্ষীগণসহ নৌকাযোগে অঙ্গরাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে সহসা মাধবীকে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বহুকষ্টে উদ্ধার করেন। তারপর বহুচেষ্টায় মাধবীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে লইয়া রাজধানীতে আগমন করেন। তদবধি মাধবী চম্পারাজ-প্রাসাদে বাস করিতেছেন। কাহ্নুরদেব মাধবীর পরিচর্য্যার ও চিকিৎসার যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহা স্বত্ত্বেও কুমার স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্ববিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টায় এক্ষণে মাধবীর জীবনের আর আশঙ্কা নাই। তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু অদ্য কুমারকে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হইতে হইবে—আর মাধবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিনা কে জানে—তাই আজি অতি প্রত্যুষে তিনি রোগিণীর সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

যুবক মাধবীর বদনমণ্ডলে ভাবান্তর উপস্থিত হইতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেদাকেশ্বর কি আপনার পরিচিত ?"

যুবতী। "হাঁ, না, কিছু নয়। তবে তিনিও বরেন্দ্রীবাসী—আমরাও বরেন্দ্রীবাসী। তাঁহার পিতা বরেন্দ্রে সুপরিচিত ছিলেন।"

যুবতী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কি চিন্তা করিয়া থামিয়া গেলেন। যুবকও আর তৎসম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন না করিয়া ঈষৎ বিকম্পিত

কণ্ঠে বলিলেন "দেবি যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে একবার আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি—কে বলিতে পারে আমাদের এই দেখা শেষ দেখা হইবে কিনা ?"

যুবক চুপ করিলেন। যুবতী চাহিয়া দেখিলেন যুবকের চক্ষুর্দ্বয় বর্ষাণেন্মুখ মেঘমালার ন্যায় অশ্রুভারাক্রান্ত।

"ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করিবেন।" যুবতী ঈষৎ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন।

যুবক। "যুদ্ধে জীবনের স্থিরতা নাই। যদি এ অধমের মৃত্যু হয়, তবে কি দেবি, এ হতভাগ্যের কথা কখন স্মরণ করিবেন ?"

যুবতী। 'সে কি, আপনি আমার জীবনদাতা—উদ্ধারকর্ত্তা। যতদিন এ নশ্বর দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন আপনার উপকার ও দয়ার কথা কিরূপে বিস্মৃত হইব ?"

যুবক। 'কিন্তু দেবি, আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই। এ অবস্থায় আপনাকে রাখিয়া যাইতে যে কি কষ্ট মনে করিতেছি, তাহা যদি আপনি জানিতেন"—!

যুবতী। "আমার জন্য আপনার চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। যে মহৎ-ব্রত সাধনের জন্য আপনি উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে সফল হইয়া ফিরিয়া আসুন, ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি।"

যুবতীর কণ্ঠস্বর স্থির—গম্ভীর—আবেগশূন্য। অতঃপর যুবক আর কিছু না বলিয়া স্তম্ভিতভাবে বাতায়ন-পথে বালারুণকিরণোদ্ভাসিত বহিঃপ্রকৃতির দিকে কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উদাসভাবে কিয়ৎক্ষণ কি যেন চিন্তা করিলেন। তার পর অসম্ভব গাম্ভীর্য্য সহকারে গৃহ হইতে দ্রুতপদবিক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। আর ঠিক সেই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের ছাদের উপর হইতে একটি দাঁড়কাক অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে 'কা' 'কা' ধ্বনি করিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

——০——

অনন্ত গতি।

দিন যায় আসে রাতি,
নিশান্তে আলোক ভাতি,
ফুটে নাথ তোমার জগতে;
এইমাত্র দেখে শুনে
আর কিছু নাহি জেনে,
অন্ধপ্রায় চলিয়াছে
জীবনের পথে
মানব জাতি।

অনন্ত সময় স্রোত,
মানব জীবনে নাথ!
আছে তাহে মিলন-বন্ধনে;
তাই সৃষ্টি আদি হ'তে
বাসনা আকাঙ্ক্ষা আশা,
চলিতেছে অবিরাম
অনন্তের পথে
অনন্তগতি।

শ্রীমতী অমিয়বালা বসু।

কায়স্থের বর্ণবিচারে বঙ্কিমচন্দ্র।

গত ভাদ্রমাসের কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় "কায়স্থ বনাম বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে বঙ্কিমবাবু তাঁহার উপন্যাসগুলিতে যে কায়স্থ নায়ক-নায়িকার অবতারণা করিয়াছেন, উহা তাঁহার কায়স্থ-বিদ্বেষমূলক নহে। আমাদেরও বিশ্বাস এইরূপ; সুতরাং এ সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমাদের কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু তিনি যে, তাঁহার উপন্যাসের বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থজাতির বর্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

"যে জাতি জীয়ন্তে জলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া ছিলা।" এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া লেখক বলিয়াছেন, সুতরাং "কায়স্থ যে আর্য্য তাহারা যে শূদ্রবর্ণ নহে, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিতেছেন"। কিন্তু 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রভৃতি বঙ্কিমবাবুর ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি পাঠে প্রতীতি হইবে যে তিনি কায়স্থদিগকে শূদ্র বর্ণান্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন। আর্য্যজাতি হইলেই যে শূদ্র হইতে পারে না,—সকল শূদ্রই যে অনার্য্য, তাহা বঙ্কিমবাবু স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে "বাঙ্গালি-শূদ্রের কিয়দংশ আর্য্যসম্ভূত; অপরাংশ আর্য্যবংশীয়। তন্মধ্যে কেহ বিশুদ্ধ আর্য্য, যেমন অম্বষ্ঠ, কায়স্থ; কেহ আর্য্য অনার্য্য উভয় কুলজাত, যেমন চণ্ডাল।"

বস্তুতঃ বঙ্কিমবাবু স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতানুবর্ত্তী ও সম্বন্ধনির্ণয়কারের সমর্থনকারী। "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেও হয়। অতি অল্পসংখ্যক বৈদ্য ও বণিক্‌গণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালী কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র।" আবার "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" প্রবন্ধের প্রারম্ভে "সম্বন্ধ-নির্ণয়" পুস্তকের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন;—"সম্বন্ধনির্ণয় কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিবৃত্তবিষয়ক নহে। কায়স্থাদি শূদ্রগণ ও অন্যান্য জাতিগণের বিবরণও ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।" পাঠকগণ দেখিতেছেন, বঙ্কিমবাবু বৈদ্যগণকে শূদ্র বলেন নাই। বোধহয় তিনি তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিতে চান। পক্ষান্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বৈদ্যগণকে স্পষ্টতঃ শূদ্র বলিয়াছেন।

কায়স্থজাতি সম্বন্ধে উক্তবিধ মত পোষণ করা স্বত্ত্বেও যে তিনি কায়স্থ-রমণীকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়াছেন, তাহাকে জয়ন্তীর মুখ দিয়া রাজা সীতারাম রায়কে দীক্ষা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, এবং নন্দারাণীকে দেবী ও ঠাকুরাণী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাতে কায়স্থজাতিকে প্রকারান্তরে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করা হইল কিনা এবং তদ্ধেতু তিনি অসামঞ্জস্যদোষে দোষী হইলেন কিনা, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

বঙ্কিমবাবুর মতামত লইয়া এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরা কোন ব্যক্তি বিশেষের মতামতে বড় কিছু আসে যায় না। তবে যাহা অযথার্থ তাহাকে যথার্থ বলিয়া চালাইবার পক্ষপাতী আমরা নহি। সেই কারণেই যতীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের একাংশের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবুর মতের আলোচনা করিতে হইল। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন আমরা বঙ্কিমবাবুর মতের সমর্থন

করিতেছি। বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালীর গৌরব ও আমাদের সকলেরই সম্মান ও শ্রদ্ধার ... বলিয়াই তাঁহার সকল কথাই মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। মুন্সী ... মতিভ্রমঃ। 'কায়স্থগণ শূদ্র' এই এক বদ্ধমূল ধারণা লইয়া তিনি বাঙ্গালার ... বিচার করিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি এইরূপ ;—"কে আর্য্য, কে ... তাহা মীমাংসার দুইটীমাত্র উপায়,—এক ভাষা, দ্বিতীয় আকার। দেখা যাইতেছে ... কেবল ভাষার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার ভিতর ইহার মীমাংসা হইতে পারে না ... কেননা সকল বাঙ্গালী শূদ্রই আর্য্যভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে আকারই ... মাত্র সহায় রহিল। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কায়স্থ প্রভৃতি ... অনেক শূদ্রের আকার আর্য্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট। কায়স্থে ও ব্রাহ্মণে আকার বা বর্ণে ... কোনও বৈসাদৃশ্য নাই। আকারে প্রমাণ হইতেছে যে কতকগুলি শূদ্র আর্য্যবংশীয়। ... অতএব দেখা যাইতেছে—তথাকথিত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তিনি কায়স্থের ... বর্ণবিচার করিতে প্রবৃত্ত হন নাই।—তদানীন্তন সাধারণ লোকের ধারণা ছাড়া ... তাঁহার কোন স্বতন্ত্র মত ছিল না। আজকাল কায়স্থের জাতিতত্ত্ব লইয়া যে ... আলোচনা গবেষণা চলিতেছে, বঙ্কিমবাবুর সময় সেরূপ কিছু হয় নাই। বঙ্কিমবাবু ... "কায়স্থগণকে বঙ্গদেশের অলঙ্কার স্বরূপ" বলিয়া মনে করিতেন। আজ তিনি জীবিত ... থাকিলে কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইত না তাহা কে বলিতে পারে।

শ্রীবীরেন্দ্রভূষণ বসুবর্ম্মা বি...

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি—ক্রিয়মানাশক্তি দ্বারা ... প্রকাশিত দেশ বা আকাশ ও কাল এবং সেই আকাশে প্রাকৃতশক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে ... দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভগবানের ...

দেশ ও কাল।

স্বরূপশক্তির সহায়তায় তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ... অবিদ্যারূপ অংশই জড় ও তাহার উপাদান রজঃ ... তমোগুণের সৃষ্টির কারণ। প্রলয়াবসানে সেই পরম পুরুষের সঙ্কল্পমাত্রই, ...

... হইতে সৃষ্টিক্রিয়া প্রবাহিত হওয়া অভিপ্রেত, সেই স্থান হইতে তাঁহার স্বরূপ ... স্রোত উর্দ্ধে সেই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ... স্বরূপশক্তির পূর্ণতা হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত ঐ স্থান ঈষৎ মলিনতা বা জড়তা ... হয়। স্বরূপশক্তির আংশিক অপগমে বা অবসরে, ত্রিবিধ দেহের কারণ ... শক্তির নিম্নাভিমুখী প্রাকৃত স্পন্দনস্রোত প্রবাহিত হয়। এই অবসর-... স্থানকে দেশ বা আকাশ বলে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সৃষ্টি স্থিতি ও ... নিয়ামক প্রকৃতির এই নিম্নপ্রবাহের স্পন্দন সংখ্যা হইতে জীবচিত্তে কালের ... উৎপন্ন হয়। সেই সচ্চিদানন্দের সঙ্কল্পে স্বরূপশক্তি আংশিক অপসৃত হন ... প্রাকৃত স্পন্দন নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, তাই শ্রুতি সেই পরমাত্মা হইতে ... আকাশ ও কালের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াছেন এবং প্রকৃতিব্যাপী এই নৃত্যময়ী ... শক্তির নাম মহামায়া বা কালী হইয়াছে।

এই আকাশ ও কালের জ্ঞান মনের সংস্কার বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়।

দেশ ও কাল সম্বন্ধে মনের সংস্কার।

প্রত্যেক বিশ্বের হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার মানস ভাবের সহিত এবং ঐ বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীবের মনের সহিত ভগবান্ ... সংস্কার সংসৃষ্ট করিয়াছেন। জীব সর্ব্বদাই কর্ম্মেন্দ্রিয় ও স্নায়ু মাংসাদিযুক্ত ... তার জড়দেহ বহন করিয়া নানাবিধ মূর্ত্তি জড়পদার্থ স্পর্শ করিয়া থাকে এবং কোন ... জড় পদার্থের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ভেদ করিতে প্রয়াস পাইলে গুরুতর ... বাধা প্রাপ্ত হয়। আকাশ ভেদ করিয়া শরীর-সঞ্চালন-জনিত লঘু বাধার অনুভূতি ... বিবিধ স্থূলতর জড়দ্রব্য ভেদ করার চেষ্টায় যে অনুভূতি হয়, এই উভয় প্রকারের ... অনুভূতির তুলনায় জীবের যথাক্রমে আকাশ ও স্থূল জড় দ্রব্যের জ্ঞান বা মানসিক ... সংস্কার জন্মিয়া থাকে।

দেহধারী জীব, দেহধারী জীবের ও জড়ের উৎপত্তি স্থিতি ও স্থিতির ক্রমিক ... অবস্থান্তর ও অভাব, ইন্দ্রিয় সহায়ে অনুভব করিতে পারে। এক বস্তুর অবস্থার ... পরিবর্ত্তনের সহিত অন্য বস্তুর পরিণামের তুলনা করিতে পারে এবং ঐ তুলনা দিবা-... রাত্রের সংখ্যায় সংস্কারের সহিত তুলনা করিয়া করিতে পারে, তাই বলিয়াই জীবের ... কাল সম্বন্ধে জ্ঞান বা মানসিক সংস্কার জন্মিয়া থাকে। এ সকলই মানসিক ব্যাপার ... বিশেষ। একই বস্তুর একটি বিষয় এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য এবং সেই বস্তুরই অন্যান্য ... বিষয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। সর্ব্বদাই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা এক বস্তুর একাধিক ... বিষয় সকলের অনুভূতি এক সঙ্গেই হইতেছে, তাই এক একটি বস্তু সম্বন্ধে সকল ... ইন্দ্রিয় দ্বারাই সাহায্য সংস্কার জন্মিয়া থাকে। দূরে কোন বস্তু দেখিয়া, "ঐ বস্তু

এতটা দূরে আছে" এইরূপ যে জীবের ধারণা জন্মে, ঐ দূরত্বের সংস্কার দর্শন ই
হইতে লাভ হয় না। শরীর সঞ্চালন দ্বারা জীবের যে অনুভূতি জন্মে তদ্বারা
দূরত্বের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এতটা দূরে যে বস্তু থাকে তাহার রং ঐ
ভাবে দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, এই সাহচর্য্য সংস্কার বশতঃই মানুষ দূ
জিনিষের রং দেখিয়া দূরত্বের অনুমান করে। প্রকৃতপক্ষে সমস্তই অনুভূতি
সংস্কার বিশেষ। এই সংস্কারই আকাশের (spaceএর) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভি
ভিন্ন জড়পিণ্ড সংস্থাপিত করিয়াছে। এই সূক্ষ্মতম পথেই শক্তির ক্রিয়া প্রবাহি
হইতেছে এবং প্রকৃতির স্পন্দনজনিত কালের সংস্কার দ্বারাই জড়জগৎ ও প্রকৃতি
ভাবাপন্ন জীবের জীবন নিয়মিত হইতেছে। জীবের কল্পনা তাহার অনুভূতি
বিরোধী না হইলে কোন বস্তু সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান থাকিলেও সেই বস্তুকে
অসীম বা অনন্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। গোলাকার ত্রিভুজ একটি
হইতে পারে,কিন্তু তাহার অর্থ আমাদের অনুভূতির বিরোধী;তাই ঐরূপ কল্পনা হই
পারে না। প্রত্যেক জীবেরই আকাশ ও কাল সম্বন্ধে অনুভূতির রাজ্য অতি সী
লইলেও আমরা আকাশকে অনন্ত মনে করিয়া ঐ আকাশের স্থানে স্থানে জড়পি
গুলি সংস্থাপিত করিলে অথবা কালকে অনন্ত মনে করিয়া তদ্দ্বারা জগতের অ
বস্তু নিয়মিত হইতেছে মনে করিলে, জীবের এই কল্পনার সহিত তাহার অনুভূতি
কোন বিরোধ জন্মে না। তাই, মানব আকাশ ও কালকে অনন্ত বলিয়া গ্র
করিয়া থাকে। বস্তুতঃ মহাপ্রলয়ে আকাশ বা কাল কাহারই অস্তিত্ব থাকে না
যাহা থাকে তাহা আকাশ ও কালের অতীত পূর্ণচিদানন্দ বিভু।

এই আকাশই শক্তির ক্রিয়া বহন পায়। স্বরূপশক্তির আগমে ঈষৎ মলিনী
প্রাপ্ত আকাশে অবিদ্যাশক্তির স্পন্দন-প্রবাহে ঘনীভূত মলিনতার ছায়া সংসর্গ
সত্ত্বগুণের উপর পতিত হয়। এই প্রাকৃতস্পন্দনস্রোত বা চলনই রজোগুণের
এবং সত্ত্বগুণের উপর পতিত মলিন ছায়ার লেপই তমোগুণ স্পন্দনযোগ। এই মলি
গাঢ় হইলে সত্ত্বগুণ ঢাকা পড়ে এবং বহিরঙ্গাশক্তি অন্য প্রকার স্পন্দন-প্রবাহ
তমোগুণের এই লেপ বা আবরণ দূর করিতে চায়। প্রকাশধর্ম্মশীল সত্ত্বগুণ (তদ্গত
প্রাপ্ত স্বরূপশক্তির প্রভাব যাহা আছে তদ্দ্বারা) ঐ কার্য্যের বিশেষ সহায়তা ক
এই গুণত্রয়ের বিরোধই জড়াবরণসৃষ্টির কারণ। চিচ্ছক্তি (স্বরূপশক্তি) দ্বা
এই গুণত্রয়ের বিরোধ জানা যায়। প্রকাশধর্ম্মশীল সত্ত্বগুণের বিশেষ সহায়
তমোগুণের এই আবরণ দূর হইলেই গুণত্রয়ের বিরোধ আর থাকে না। তখন
গুণ ভগবানের স্বরূপশক্তিস্থিত একমাত্র সাত্ত্বিক ভাস্বর ও বিমল গুণরূপে প্রকা

বহিরঙ্গাশক্তির সৃষ্টি, আগন্তুক জড়ের জড়ত্ব থাকে না—ক্রমে প্রাকৃতস্পন্দন
(চলন) ও তামসিক মলিনতা দূর হইয়া ঐশ্বরিক ভাস্বর সত্ত্বগুণে জীবের চিত্তধর্ম্ম
বিমলীকৃত ও ঈশ্বরে প্রবেশ করিবার ও চিরতরে সেই অচল অসীম চিদানন্দ সাগরে
স্থিতিলাভের যোগ্য হয়।

বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় ও "চলন বা স্পন্দনই যে জড়ত্বের কারণ" জড়
বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায়ও এই সত্য সম্বন্ধে এই সত্য প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক-
প্রতিপন্ন হইতে চলিয়াছে। দিগের মতে কোন জড়পিণ্ডের স্বাভাবিক গতিকে
তাপেক্ষা দ্রুত করিতে হইলে (তাহাকে নাড়য়া সরাইতে হইলে) যতটা পর্য্যন্ত
প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাকেই ঐ জড়বস্তুর গুরুত্ব (inertia) বলে। তাহাদের
মতে জড়বস্তু মাত্রেরই এই গুরুত্বরূপ গুণ আছে এবং জড়বস্তুতে সর্ব্বদাই অব্যভি-
চারী ভাবে (তদ্গত সূক্ষ্মজড় পরমাণুর আপেক্ষিক সূক্ষ্মতা ও সংখ্যানুযায়ী) ঐ গুরুত্ব
(inertia) আছে বলিয়াই উহাই জড়ের স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম্ম। এতকাল
এই মতই স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। এখন তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট
হইয়াছে, সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাড়িত বা তাড়িত
কণার (electronএর)* এইরূপ জড়ত্ব নাই। কিন্তু ইহা যখন চলিতে থাকে
তখন বেগের মাত্রানুসারে এই চলন্ত তাড়িতকণার জড়ত্বের উদয় এবং তাহার হ্রাস
বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রত্যেক জড়বস্তুর একটু সূক্ষ্মতম আকাশ আবরণযুক্ত এই অসংখ্য
চলন্ত তাড়িতকণার সমষ্টিভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্তভাবে মলিনতাপ্রাপ্ত
আকাশ-পথে প্রাকৃতশক্তির স্পন্দন বেগে বা ধাক্কায় ঐ শক্তিগত কর্ম্মসংস্কারের
আবিলতা ও আকাশের মলিনতা দ্বারা তন্মাত্র সকল গঠিত হয় এবং এই তন্মাত্র
হইতে আরম্ভ করিয়া দৃশ্যমান জড় জগতের সৃষ্টি হয়। ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।
স্থির আকাশ (ether) সমুদ্রই এই স্পন্দনবেগ বা শক্তি প্রবাহ বহনকারী (vehicle)
হইয়া রহিয়াছে। এই মলিনীকৃত উপাদানই শক্তির তমোগুণের এবং এই চলন বা
স্পন্দনই উহার রজোগুণের কার্য্য। রজোগুণের দ্বারা চালিত তমোগুণের লেপ সত্ত্বগুণের
উপর পড়িয়া জড়াবরণ সৃষ্টি করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎসত্ত্বায় শক্তির বিমল সত্ত্ব-

* ছোট বড় প্রত্যেক জড়পিণ্ডেই আকাশ ও সমষ্টীকৃত তড়িতকণারাশি রহিয়াছে। আমা-
দের দেহরঙ্গতে জড়ের মধ্যে আকাশতন্মাত্রই অতি সূক্ষ্ম। তাহার পর ক্রমিকভাবে স্থূল বায়ু,
তেজ, জল, ও ক্ষিতিতন্মাত্র। অচলন্ত তড়িতকণা সকল (electron)। শাস্ত্রোক্ত তেজ-
স্তন্মাত্র এবং চলন্ত আধার আকাশও সংস্কারের মলিনতা হইলে সৃষ্ট অন্যান্য তন্মাত্রের সহিত যুক্ত
হয়;-তাই উহাতে গুরুত্ব ধর্ম্মের উদয় হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

গুণ ও শক্তির অস্তিত্ব ভিন্ন জড়ের অস্তিত্ব নাই। তাঁহার স্বরূপশক্তিতে এই বিশুদ্ধ ও ভাস্বর সাত্ত্বিকগুণ স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভগবানের সংকল্পপ্রভাবে স্বরূপশক্তি স্থান বিশেষে আংশিক অপসৃত হইয়া ঐ স্থানের এই সত্ত্বগুণকে মলিন করিতে পারে, নচেৎ প্রাকৃতশক্তির ক্রিয়া সম্ভবপরই হয় না। জীব ঈশ্বরপরতন্ত্র না হইলে জীবের কারণ সূক্ষ্ম স্থূল ভাবের (সর্ব্ব প্রকারের) কর্ম্ম মুক্তিলাভ তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। সংস্কার এবং যথাক্রমে উক্ত সংস্কারত্রয়ের আধার কারণ সূক্ষ্ম স্থূল শরীর ধ্বংস না হইলে জীবের মুক্তি হইতে পারে না—অবিদ্যার লেশমাত্র থাকিতে ও জীব কর্ম্মসংস্কার হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না, পূর্ণ এবং অদ্বিতীয় ভাবে সেই সচ্চিদানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। তাই, ভগবান্ জ্ঞান-বলে তাঁহার স্বরূপ জানিয়া অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে সেই সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী করুণাময় ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিতে বলিয়াছেন—আমি ও আমার বুদ্ধিসহ দেহে প্রিয় ও তৎসংসৃষ্ট সর্ব্ববিষয় ও কর্ম্ম ভগবৎচরণে অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। ভগবান ভক্ত উপাসকের হিতার্থ তাহার বাসনানুরূপ ফল প্রদান করেন। তিনি ভক্তের জন্য সাকার নিরাকার উভয় ভাবেই প্রকাশিত হন। ভগবানের উপর ভক্তির প্রভাব অতুল। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত :—

"সকলো নিষ্কল জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমোহরিঃ।
দেহস্থঃ সকলো জ্ঞেয়ো নিষ্কলো দেহবর্জ্জিতঃ॥"

আগ্নেয়-পুরাণ।

অর্থ :—হরি অর্থাৎ ব্রহ্ম সকল (মায়াযুক্ত) ও নিষ্কল (মায়াশূন্য)। ব্রহ্ম যখন দেহাশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে সকল বলা হয় এবং দেহাশ্রয় না করিলে নিষ্কল বলা যায়।

"সগুণানির্গুণা চেতি মহামায়াদ্বিধামতা।
সগুণা মায়য়াযুক্তা তয়া হীনা তু নির্গুণা॥"

যামলে।

অর্থ :—মহামায়া দ্বিবিধা,—সগুণা ও নির্গুণা। যিনি মায়াযুক্তা তিনি সগুণা এবং যিনি মায়ারহিতা তিনিই নির্গুণা বলিয়া অভিহিতা হন।

"সর্ব্বেষামেব মর্ত্ত্যানাং বিভোর্দ্দিব্যবপুঃ শুভং।
সকলভাবনাযোগ্যং যোগিনামপি নিষ্কলং॥"

লিঙ্গপুরাণ।

অর্থ :—কর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগশালী মানুষের পক্ষে (সকল উপাসকেরই পক্ষে) ব্রহ্মের ভাবনাযোগ্য সুন্দর শরীর আছে।

"সাধুনামপ্রমত্তানাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ।
উপকর্ত্তা নিরাকারস্তদাকারেণ জায়তে।
কার্য্যার্থং সাধকানাঞ্চ চতুর্ব্বর্গফলার্থদঃ।"

আগ্নেয়-পুরাণ।

অর্থ :—প্রমাদশূন্য সাধুশীল ভক্ত সাধকদিগের উপাসনার সৌকর্য্যার্থ ভক্তবৎসল চতুর্ব্বর্গের ফলদাতা নিরাকার ব্রহ্ম আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন।

"ভক্তানাং মোক্ষদানায় ভবাতামূর্ত্তিকল্পনা।
আরাধনা চ ধ্যানঞ্চ পূজা ভেদজ্ঞানাত্মিকা॥"

বৃহন্নারদীয়ে।

অর্থ :—জ্ঞানাত্মিকা ধ্যান ও পূজার নিমিত্ত ভক্তগণের মোক্ষদানার্থ আপনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

"ঘৃতস্য দ্বিবিধং দেবি কাঠিন্যং স্বচ্ছতা যথা।
কাঠিন্যে স্বচ্ছতায়াঞ্চ ঘৃতমেব ন সংশয়ঃ॥"

যামল।

অর্থ :—ঘৃত যেমন কঠিন এবং স্বচ্ছ উভয় ভাবেই থাকিতে পারে, কিন্তু পদার্থ একই থাকে (সেইরূপ ব্রহ্ম আকার নিরাকার উভয় ভাবেই এক পদার্থই থাকেন।

তাই বলিতেছি ভক্তির অতুলশক্তি এবং অব্যভিচারিণী ভক্তিযুক্ত ভক্তের প্রভাব অতুল। এবম্বিধ ভক্তের প্রীতি ও হিতার্থ তাহাকে মুক্তিদান করার জন্য নিজ শক্তির গুণাবলম্বন করিয়া সেই গুণাতীত ব্রহ্ম সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়বিধ সগুণ মূর্ত্তিই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সুশীতল স্পর্শে জল যেমন জমিয়া বরফ হয়, সেইরূপ প্রিয়তম ভক্তের প্রেমময় আহ্বান ভগবান্‌কে স্পর্শ করিলে তিনি সুধাময় জমাটরূপে তাহাকে দর্শন দেন। ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিলে—ফলসহ সর্ব্বকর্ম্ম, আমি ও আমার রূপ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলে, ক্ষীর শর্করাযুক্ত কুল্‌পি যেরূপ বরফরাশি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া বরফই হইয়া যায়, সেইরূপ সেই সত্ত্বগুণালম্বী ভক্তও অহমাত্মাভিমান আত্মনির্ভরশূন্য ও সাত্ত্বিক বুদ্ধিরূপ ক্ষীর-শর্করা-যুক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মসহ ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া বরফ হইয়া যান—চিত্ত স্পন্দনশূন্য, সংস্কারশূন্য চাঞ্চল্যরহিত নির্লিপ্তভাবে পূর্ণসমতা প্রাপ্ত হন এবং আজীবন কুল্‌পির মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া পরিণামে গলিয়া

অভিন্ন ভাবে এক তনেই পরিণত হন। নিলিপ্ত জমাট—সচ্চিদানন্দঘনে ঐক্যভাবে কর্ম্মার্পিত হইলে তিনিই কর্ম্মের দোষ হরণ করেন। সুতরাং প্রকৃতির স্পন্দন তিরোহিত হইয়া যায়।

এবং নিষ্ঠ ভক্তি যুক্ত হইয়া জীবের সর্ব্বদা ঈশ্বরপরতন্ত্র থাকিয়া, তাহাতেই সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবার একটি প্রধান ও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। অনেক সময়ই মানুষের সংকল্পই কার্য্যে পরিণত হয়। তুমি একটি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিতে সংকল্প করিলে তোমার চেষ্টায় ও তোমার ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয়। কিন্তু তোমার শক্তি অতি অল্প এবং অন্যের শক্তি তোমার শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে, তুমি সত্যসংকল্পও হইতে পার নাই, তাই তোমার সংকল্প ব্যর্থ হইতে পারে। আর যিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সত্যসংকল্প এবং যে লীলাময়ের স্বাধীন সংকল্পানুযায়ী তাঁহার শক্তি ক্রিয়মাণা হইয়া, গুণাবয়ণ বা উপাধি সৃষ্টি করিয়া জীবকে অনুচৈতন্য ভাবে প্রকাশ করিতেছে—জীব জড়ের সৃষ্টিস্থিতি করিতেছে এবং মহাপ্রলয়াবস্থায় যাহার সংকল্প প্রভাবে এই জীব জড়াত্মক অনন্ত বিশ্বের বীজ সংস্কাররূপে তাঁহার শক্তিতে নিহিত হইয়া থাকে এবং শক্তি বা প্রকৃতি ঐ বীজসহ সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-পদার্থ প্রবিষ্ট ও অভেদ ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে—প্রলয়েও সে বীজের ধ্বংস হয় না; সেই সংকল্প প্রভাবেই তৎকালে ব্রহ্মভাবে থাকিলেও অস্তিত্ব রক্ষিত হয়, যাহার সংকল্প প্রতিহত করিবার দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই, সেই লীলাময়ের সেই অমোঘ ও বিভুসংকল্প অনুচৈতন্য জীব তাঁহার শরণাপন্ন না হইয়া কিরূপে প্রতিহত করিবে? সাধনা দ্বারা জীবের চিত্তের সমতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু সেই ভগবানের অন্য বিশেষ স্বাধীন সংকল্প বিনা পূর্ব্বকর্ম্মবীজ সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস এবং এ জীবের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে তাঁহার অমোঘ পূর্ব্বসংকল্প দূর হইতে পারে না। জীব পুনরাবৃত্তিরহিত ভাবে সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানে চিরতরে (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অতীত হইয়া) স্থিতিলাভ করিতে পারে না। তাই সর্ব্ববিধ কামনাশূন্য, অভিমান ও আসক্তিশূন্য হইয়া ভগবানের শ্রীচরণে "আমি ও আমার" সহ সর্ব্বকর্ম্মার্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহাই কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির পরিণতি ও কর্ম্মার্পণের তত্ত্ব ও একান্ত নির্ভরতা। গীতায় এই সারতত্ত্বই ভগবানের শেষ উপদেশ ও আদেশ :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" ৬৬.১৮।

সাধারণতঃ আমরা পরমেশ্বরের ত্রিবিধ ভাবের উপাসক দেখিতে পাই :—

(১) ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবের উপাসক। (২) সাকার উপাসক। (৩) নিরাকার উপাসক।

সাধারণতঃ উপাসক মাত্রেই সগুণ ঈশ্বরের উপাসক।

এই তিন শ্রেণীর উপাসকই সগুণ উপাসক। সকলের আরাধ্য দেবতাই সর্ব্বাধীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, প্রেমময়, করুণাময়, ন্যায়বান্ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সগুণ ও নির্গুণ শব্দ দ্বারা অনির্ব্বাচ্য, স্বগত ও স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থ সম্বন্ধে উহার কোন বিশেষণ প্রয়োগ হইতে পারে না। ব্রহ্ম ঐ ভাবে অবস্থিত অবস্থায় "সর্ব্ব" বলিয়া অনন্ত খণ্ড বস্তুর অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং ঐ সকল বিশেষণ দ্বারা অনির্ব্বাচ্য পদার্থের উপাসনাও হইতে পারে না। যাহারা দ্বৈতবাদী, পুরুষ (ঈশ্বর) এবং প্রকৃতির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে ঐ সকল বিশেষণে ভূষিত করিতে পারেন, কিন্তু "একমেবাদ্বিতীয়"রূপে একেশ্বরবাদী উপাসক তাহা করিতে পারেন না। সুতরাং সকলেই সগুণ ঈশ্বরোপাসক। উচ্চাধিকারী উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ঈশ্বরের সাকার নিরাকার উভয়ের উপাসক, অল্প সংখ্যক হিন্দু নিরাকার উপাসক এবং হিন্দুধর্ম্মের নিম্নাধিকারিগণ সাকার ঈশ্বরের উপাসক। মুসলমান ও আধুনিক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বিগণ নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ মধ্যেও কেহ নিরাকার উপাসক, কিন্তু সকলেই যে সগুণ ঈশ্বরোপাসক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

নিরাকারবাদী ঈশ্বরের সাকার স্বীকার করেন না

যাহারা নিরাকারবাদী তাহারা ঈশ্বরের সকল গুণ ও শক্তির অস্তিত্বই স্বীকার করেন, কেবল ত্রিগুণের সমবায়সম্ভূত আকার ধারণ করা ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহার কোন আকার নাই এবং তিনি আকার ধারণ করিতে পারেন না, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত দ্বারা তাঁহারা পরমেশ্বরে প্রযুক্ত "সর্ব্বশক্তিমান্" ইত্যাদি বিশেষণও সঙ্কোচ করিয়া থাকেন। কারণ, অনন্তশক্তির মধ্যে যাঁহার একটি মাত্র শক্তিরও অভাব আছে, তাঁহাকেও সর্ব্বশক্তিমান বলা যাইতে পারে না। এ কথার কোন প্রতিবাদী বলিতে পারেন, পরমেশ্বরের আপনার সত্তাধ্বংস করিবার শক্তি নাই, সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান এই বিশেষণের সঙ্কোচ'ত মূলেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদুত্তরে আমরা বলিবেন,সত্তার নিরপেক্ষ ভাবে শক্তি থাকিতে পারে না। সত্তাই শক্তির আধার শক্তিই সত্তাকে প্রকাশ করেন। কিন্তু শক্তি নিরপেক্ষভাবে সত্তা থাকিতে পারে। শক্তি এক বিভুসত্তাকে বিবিধ উপাধিভূষণে সাজাইয়া "সর্ব্ব বা বহু" করেন; সর্ব্বের মধ্যে প্রত্যেক অনুচৈতন্যের দৃষ্টিতেই এই ব্যষ্টিবহুকে সর্ব্ব বলিয়া লয়, কিন্তু ভগবান্ যখন তাঁহার শক্তিকেই আপনাতে প্রত্যাহার করেন, তখন

কেবল এক সচ্চিদানন্দ বিভু ভাবেই অবস্থান করেন। সত্ত্বা আছে কি নাই এ দেখিবার বা বলিবার বেহ থাকে না—সর্ব্বের দৃষ্টিতে তৎসহ সত্ত্বা বিলোপ হয়। এই ভাবে তিনি আপনার বহুভাবাপন্ন সত্ত্বাকে বিলোপ করিতে পারেন। তিনি আকার ধারণ করিতে পারেন না, একথা বলিলে সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি প্রকৃতই সঙ্কোচ করা হয়। বিভুসত্ত্বাতে জড়াবরণ নাই, সুতরাং তিনি আকার ধারণ করিতে পারেন না একথার অর্থ এই হয় যে,জড়াবরণ সৃষ্টি ও তাহাতে তাহার প্রবিষ্ট থাকিবার শক্তি নাই। ইহাতে তাহার শক্তিকে সম্পূর্ণ সঙ্কোচ করা হয়। "ঈশ্বর সাকার হইতে পারেন না" এই সিদ্ধান্তের মূলে নিরাকার ঈশ্বরোপাসকের প্রধান যুক্তি এই যে, তিনি সাকার হইলে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। কারণ, জড়াবরণে আবদ্ধ চৈতন্য ঐ জড়াবরণ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি ভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতে পারেন না—এরূপ কল্পনা জীবের অনুভূতির বিরোধ। স্থূল দৃষ্টিতে এ যুক্তি অকাট্য বলিয়া বোধ হইলেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এবং সর্ব্বদা জীব-চিত্তে সংস্কারের যে অনুভূতি হইতেছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এ যুক্তির মূলে যে সারবত্ত্বা নাই তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি।

ঈশ্বর আকার ধারণ করিতে পারেন নাই নিরাকারবাদীর এই সিদ্ধান্তের হেতু :—

নিরাকারবাদীর উক্ত যুক্তির ভিত্তি অতি দুর্ব্বল।

নিরাকারবাদীর উক্ত যুক্তির ভিত্তি যে অতি দুর্ব্বল, তাহা বুঝিতে হইলে ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য, অবতীর্ণ ভগবানের ও জীবের জন্মকর্ম্ম তত্ত্বতঃ বুঝিতে হয় এবং জীবচৈতন্যের প্রত্যয়ভাবে সর্ব্বদাই জীব-চিত্তে যে সংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতেই অবতার জন্ম কর্ম্ম, জীব অবতারের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ জীব **অবতারতত্ত্ব বুঝিলেই** নিরাকারবাদীর উক্ত যুক্তির মূল যে অতি দুর্ব্বল বুঝা যায়। তাহা আমরা ঐ তত্ত্বালোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

জীব ও ঈশ্বরের অবতারতত্ত্ব।

আমরা যন্ত্রারূঢ় জীব স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপ তিনটী দেহ যন্ত্র মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছি। এক এক শ্রেণীর বিষয়ের জ্ঞানলাভ জন্য একটি ইন্দ্রিয়-যন্ত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে—বিবিধ রংএর জ্ঞান লাভের জন্য দর্শনেন্দ্রিয়রূপ যন্ত্র, বিবিধশব্দের জ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ এইরূপ অন্যান্য শ্রেণীর জ্ঞানলাভের জন্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়যন্ত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটি ইন্দ্রিয়রূপ যন্ত্রের বিষয়জ্ঞান অন্য ইন্দ্রিয়যন্ত্র বহন করিতে পারে না। যন্ত্রের কার্য্য অন্য যন্ত্র দ্বারা হয় না। স্তনের দুগ্ধ মুখ দিয়া বাহির হয় না, এবং মুখ

বা রস স্তন পথে বাহির হয় না। অথচ দুগ্ধ এবং রস মানবের সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়াই বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলকে এক সঙ্গে বা এক একটি পৃথক্ বস্তু ভাবে প্রকাশ করিবার যন্ত্র জীবের অন্তঃকরণ। জাগে না হইলে এবং যন্ত্রযুক্ত হইয়া উদিত না হইলে সূক্ষ্ম জড় পদার্থই জীবের নিকট প্রকাশিত হয় না। ভগবান্ আমাদের মত যন্ত্রী সাজিয়া আমাদের

ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য।

নিকট না আসিলে আমরা তাঁহার বাক্য, উপদেশ, আদেশ, ভাব, তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারি না। তারহীন বার্ত্তা অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া চলিয়াছে, কিন্তু মানবের শ্রবণেন্দ্রিয় তাহাকে ধরিতে পারিতেছে না, কেবল যে যে স্থানে যন্ত্র রহিয়াছে সেই সংবাদ সেই স্থানে সেই সকল যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইলে (যন্ত্রের কৌশলে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়ার উপযোগী স্থূলতা প্রাপ্ত হইলে) তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের গোচরীভূত হইতেছে। সূক্ষ্ম জড়ের ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়পথে না আসিলে আমাদের চিত্তে প্রকাশ হইতে পারে না, ভগবানের বিভুসত্ত্বা সূক্ষ্মতম জড়েও অতীত, সুতরাং সেই করুণাময় ভগবান্ দেহরূপ যন্ত্র আশ্রয় করিয়া আমাদের নিকট আবির্ভূত না হইলে আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি না। তাই, সেই করুণাময়ের আত্মমায়া দ্বারা নির্ম্মিত শরীররূপ যন্ত্র অবলম্বন করিয়া, আকারবিশিষ্ট হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভগবান্ বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। যখন শাস্ত্র-

ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য

সকল মানবকে শাসনে রাখিতে পারে না, মানব শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া আপনার পাপকর্ম্মের অনুকূলে সেই কদর্থ গ্রহণ করে এবং ধর্ম্ম ও সদাচার লঙ্ঘন ও দৌরাত্ম্যপরায়ণ হইয়া মানব সমাজকে কলুষিত করে, তখন ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হন। যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি আবির্ভূত হন, তাহা গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন :—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৮

অর্থ :—আমি জন্মরহিত ও অবিনশ্বর হইয়াও স্বীয় (শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা) প্রকৃতি অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশিত হই। ৬

হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের হানি হয় এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয় তখ... আমি আপনি আপন শরীর সৃষ্টি করি। ৭

সাধুদিগের রক্ষার জন্য এবং দুষ্কর্ম্ম (বা দুষ্টগণের) নাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থা... জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ (প্রকাশিত) হই।

আকার গ্রহণের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে থাকিলেও ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা জন্ম... ধারণ করিয়াও কিরূপে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, ইহা এখন আমাদের আলোচ্য। যিনি বোকাকে বাক্‌শক্তি দিতে পারেন, পঙ্গু দ্বা... গিরিলঙ্ঘন করাইতে পারেন, সেই পরমানন্দ মাধবের কৃপায় ভিখারী হইয়া এই ... পরিষ্কাররূপে বুঝিবার উপযোগী সাত্ত্বিকী বুদ্ধি প্রদানার্থ তাঁহার শ্রীচরণে প্রা... হইয়া আমরা এই রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এ...

প্রভেদ।

সুখ আসে, সুখ চলে যায়,
চিহ্ন মাত্র নাহি রহে তা'র ;—
জলবিম্ব তটিনীর গায়—
যথা ফুটে টুটে অনিবার।

দুখ এসে ফিরে চলে যায়,
চিত্র তা'র আঁকি চিত্তপটে,
তীক্ষ্ণ অস্ত্র পশিলে শিরায়,
চিহ্ন ফল তা'র কীর্ত্তি রটে।

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী।

অনন্ত।

হে অনন্ত! নমি তব পায় ;—
সারাটি জীবন ধরি, কত না কল্পনা করি,
বুঝিবারে নারিনু তোমায় ;
ভাবিতে ভাবিতে, দিন যায়।

কে বলিবে, কোন্ বিশ্ব-পার
আছে তব জন্মভূমি, কত যুগ হতে তুমি,
উজলিছ এ বিশ্ব-সংসার!
তব মায়া, অসীম অপার।

কবে কোন্ নিখিল আলোকে,
অসীম করুণা 'মাগি' সহসা উঠিলে জাগি
নিদ্রা ত্বরা জাগিল পুলকে।
দিব্য জ্যোতিঃ ভাসিল চমকে।

বাক্য-মন-অগোচর, সার,
প্রকৃতির প্রীতি-ধারা বহিছে আপনা হারা,
কোথা কোন্ দিগন্তের পার।
শূন্যতার অবাধ বিস্তার!

বিচিত্র মানব-জীবন,
অজ্ঞাত তোমার পানে, নিমেষ হীন নয়ানে
চেয়ে আছে তৃষাকুল মন,
তৃপ্তিহীন মহিমা-মগন!

আছ নিত্য অক্ষয় বিরাট্!
ধরি' চির জাগরণ, বহি' চির অমরণ,
চিন্তাতীত, ধ্যানাতীত ঠাট!
কারণ-অর্ণবে সুখে, অনন্ত, তোমারি বুকে
বিরাজিত বিশ্বের সম্রাট্!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

দান প্রাপ্তি ঃ—

সারদাচরণ-স্মৃতি-ভাণ্ডার। দার্জ্জিলিংএর উকিল শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মিত্র, এম-বি-এল্ ৫ই ভাদ্র স্বর্গগতঃ মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ২৲ প্রেরণ করায় উহা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে ৫৷৷০ সংগৃহীত হইল।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। গত বার্ষিক অধিবেশনে চট্টগ্রামের নাজির শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র মহাশয় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে বার্ষিক ১২৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি করেন; ১০ই শ্রাবণ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় তিন মাসের তিন টাকা; চট্টগ্রামের উকিল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস বি-এল্; এম্-বি-ই গত বার্ষিক অধিবেশনে দশ দানের প্রতিশ্রুতি করেন, তিনি গত ২২শে ভাদ্র ৫৲ পাঁচ টাকা; ১৭নং বৃন্দ পালের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা ২৫শে শ্রাবণ ৫০৲ টাকা এবং ঐ শ্রাবণ কুমিল্লা-মাধবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ধর এককালীন ১৲ এক টাকা প্রে করায় সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদের সহিত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার। গত ২৫শে শ্রাবণ ১৭নং বৃন্দাবনপালের লেন নিবা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা কায়স্থ-সভার পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ এককালে ২ পঁচিশ টাকা দান করায় ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রচার-ভাণ্ডার। ২৫শে শ্রাবণ ১৭নং বৃন্দাবনপালের লেন নিবাসী শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ-সভার প্রচারের সাহায্য-কল্পে এককালে ২ পঁচিশ টাকা দান করায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে।

বিবাহ ঃ—

৫ই শ্রাবণ ১৩২৫। মুর্শিদাবাদ-রাণীতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান প্রত্যোদকুমার রায় বর্ম্মার সহিত কান্দা জীবধর পাড়া-নিবা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী গৌরভাবিনী দেবীর শু পরিণয়ে পাত্র পক্ষ পণ কি যৌতুকের জন্য কোন প্রকার দাবী দাওয়া করেন শুনা যায়। উভয় উত্তররাঢ়ী।

শ্রাদ্ধ ঃ—

৪ঠা ভাদ্র ১৩২৫। কলিকাতা। সুপ্রসিদ্ধ নাড়ীজ্ঞানী কবিরাজ মহেন্দ্রনারা দেববর্ম্মভাবসাগর মহাশয়ের দেহান্তর প্রাপ্তিতে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায় দেববর্ম্মা ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্য সমাপন করেন। এতদুপল রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত পীযূষকা ঘোষ বর্ম্মা শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ কাব্যত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বর্ম্মসরকার প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক শ্রাদ্ধ সভা যোগদান করেন। ভাবসাগর মহাশয় কায়স্থ-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ

...। তাহার জীবন বৃত্তান্ত জানিতে অনেকের ইচ্ছা হইতে পারে, এজন্য নিম্নে ...বিবরণটি দেওয়া গেল।

প্রাপ্ত ঃ—

...বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হারাদিয়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ দেব বংশে মহেন্দ্র-...ণ জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রনারায়ণের পিতা স্বর্গীয় ধর্ম্ম-নারায়ণ দেব তহবিলদার ...ন ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। হারাদিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী খালিয়া পরগণা গ্রামে ...য় প্রভূত ভূসম্পত্তি ছিল। মহেন্দ্রনারায়ণ বাল্যকালে লৌহজঙ্ঘ স্কুলে বিদ্যাভ্যাস ...। বিদ্যালেয়ের ছাত্রগণের মধ্যে তিনি তেজস্বী, মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ...রগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেন। মহেন্দ্রনারায়ণের এক পিসতাত জ্যেষ্ঠভ্রাতা ...কাছাড়ে ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ ও একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনারের পদে নিযুক্ত ...ন। গ্রাম্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া মহেন্দ্রনারায়ণ তথায় গিয়া কিছুকাল ...াভ্যাস করেন এবং পরে কলিকাতা হিন্দুস্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন। স্বর্গীয় স্যার ...াধব ঘোষ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র রায় যোগেন্দ্রচন্দ্রঘোষ বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণের ...ন সহপাঠী ছিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণ পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি ...। বাল্যকাল হইতে তাঁহার সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। জগ-...কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি পুনরায় চট্টগ্রাম যান এবং তত্রত্য কলে-...অধ্যাপক পণ্ডিত ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট ...সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পরে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহো-...ধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্করত্ন ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নিকট ন্যায়শাস্ত্র ...অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিক্ষা শেষ করিয়া মহেন্দ্রনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদ ...অভিলাষী হন। কবিরাজ ৺কালীশঙ্কর কবিরত্নের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ...রেন। উক্ত আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহেন্দ্রনারায়ণের প্রতিভার প্রশংসা করিয়া এক স্থলে ...খিয়া গিয়াছেন—"আমি বহু ছাত্রের আয়ুবেদাচার্য্য, আমার ছাত্রসংখ্যা অগণিত ...লেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু মহেন্দ্রনারায়ণের মত প্রতিভাবান্ ছাত্র ...টও দেখি নাই।" এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া মহেন্দ্রনারায়ণ ...রসাগর' এই উপাধিতে ভূষিত হন। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সমাপ্ত করিলেন বটে, কিন্তু ...জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া গেল। তিনি ...লেন কবিরাজগণের মধ্যে মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর নাড়ীজ্ঞান আর ...রই নাই। যাহা হউক নাড়ীজ্ঞান দ্বারা দেহের ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান অবস্থা ...হওয়া একরূপ অসম্ভব হইলেও তদ্বিষয়ে তিনি নিরাশ হইলেন না। বরং ...রাজগণের মধ্যে এই লুপ্ত বিদ্যাটির পুনরুদ্ধার করিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অধিকতর ...হইল এবং পরিণামে প্রতিভা ও অধ্যবসায়েরই জয় হইল।

এই সময় দৈবানুগ্রহে দৈবজ্ঞান সম্পন্ন ক্ষেপা রামদুর্ল্লভ নামে এক মহাপুরু
তদীয় সহচর রামদয়াল পরমহংস নামে এক ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হ
উক্ত মহাপুরুষদ্বয় তাঁহার প্রতিভায় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কতিপয় কূটতর্কে সন্তু
হইয়া তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল নাড়ীজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দি
করেন। অতঃপর নাড়ীজ্ঞানে সম্যক্ পারদর্শী হইয়া ভাবসাগর মহা
চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সর্ব্বপ্রথম লৌহজঙ্ঘের পালচৌধুরীগণে
সহায়তায় 'লৌহজঙ্ঘ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়' স্থাপন করেন। অদ্যাপি
ঔষধালয়ের দ্বারা বিক্রমপুরের বহুলোক উপকৃত হইতেছেন। এই সময়
ভাবসাগর মহাশয় 'বিক্রমপুর' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক পদে নিযু
ছিলেন। কিছুদিন পর ভাবসাগর মহাশয়ের বাল্যবন্ধু ঢাকার নবাব খাজে
ইওসফ জান বাহাদুর আগ্রহের সহিত তাঁহাকে ঢাকা লইয়া যান এবং নবাব প
বারের গৃহ-চিকিৎসক পদে নিযোগ করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর ভা
সাগর মহাশয় ভারতরাজধানী কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন।
জীবনের ৩৭ বৎসর কাল চিকিৎসা ব্যবসায়ে অতুল যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে
এবং বহুক্ষেত্রে কেবল নাড়ী ধরিয়া রোগীর দেহের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা
বলিয়া সকলকে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন। এমন কি অনেক সময় অনে
সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মৃত্যু তারিখ বলিয়া দিতে দেখা গিয়াছে
এবং নিজের মৃত্যু সময়ও তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে সকলকে বলিয়া গিয়াছিলেন। ভাবসাগ
মহাশয় ভারতে নাড়ীজ্ঞানে অদ্বিতীয় ও অসাধারণ ক্ষমতাবান ছিলেন বলিলে
অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র পুত্র কবিরাজ শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসাগ
কবিভূষণকে বিশেষরূপে নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন জ্যোতির্ব্বিশারদের নাম বিশেষ উল্লে
যোগ্য। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতসম্রাট্ ৫ম জর্জ্জ বাহাদুরের কলিকাতায় শুভাগমনে
সময় ভাবসাগর মহাশয় সম্রাটের রাজশ্রীর ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য
চর্চ্চায়ও তাঁহার বেশ কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার রচিত 'সুরেন্দ্র-ময়ী' নামক উপন্যা
সাহিত্যিকগণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। ইনি স্বসমাজে ক্ষত্রিয়াচার
গ্রহণে একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। আর্ত্তজনে দয়া এবং ধর্ম্মভীরুতা ইহার প্রধান
গুণ ছিল। স্পষ্টবাদিতা তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিত। যিনি যত বড়লোক হউন
না কেন উচিত কথা বলিতে ভাবসাগর মহাশয় কদাপি বিচলিত হইতেন না।
তাঁহার অন্তঃকরণ নির্ভীক, তেজস্বী অথচ উদার ছিল এবং তিনি আড়ম্বরশূন্য ও
ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ছিলেন। ১২৬৩ সনের ২২শে ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২
সনের ২৪শে শ্রাবণ লোকান্তরিত হন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহ সমিতি।

তৃতীয় অধিবেশন।

৫ই শ্রাবণ, ১৩২৫ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০

৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(১) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা (সহঃ সভাপতি, সভাপতির আসনে)।
(২) „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
(৩) „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
(৪) „ বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা।
(৫) „ নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।
(৬) „ প্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা।
(৭) „ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা।
(৮) „ মহেন্দ্রচন্দ্র রায়।
(৯) „ যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা।
(১০) „ শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা।
(১১) „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
(১২) „ মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা।
(১৩) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(১৪) „ তারকনাথদেব বর্ম্মা।
(১৫) „ কেদারনাথ মিত্র।
(১৬) „ কেদারনাথদেব বর্ম্মা।
(১৭) „ দয়ালচন্দ্র বসু।
(১৮) „ ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা।
(১৯) „ কুমার রাধিকাভূষণ রায় (সভাপতি)।
(২০) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)।
(২১) „ বামাচরণ মজুমদার বর্ম্মা
(২২) „ নেপালচন্দ্র রায়। } *

* ইহাঁরা উভয়ে অদ্য হইতে সাধারণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

সভাপতি মহাশয় কার্য্যারম্ভের অনেক পরে আসেন। এই বৎসরের আয়-ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অসুস্থতা এবং রাজসাহী ঘোড়াদৌ শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মাচৌধুরী মহাশয় অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া, দুঃখ জানাইয়া পত্র লিখেন।

সভারম্ভে গত জ্যৈষ্ঠ মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইলে বিনোদবাবু বলেন যে "সমিতির সদস্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে লেখা হইয়াছে, সে অংশ গ্রহণ বিষয়ে আমি আপত্তি করি, কারণ গত অধিবেশনে সম্পাদক শরৎবাবু যখন সে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তখন সভাপতি রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উঠিয়া পড়িয়াছিলেন এবং অনেক সদস্য চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া নিয়মিতরূপে তাহা গৃহীত হয় নাই।" যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, তাঁহার এ সম্বন্ধে কিছুই মনে নাই। তৎপরে শরৎবাবু বলিলেন, "আমি সভার হিতৈষী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন, এরূপ সাতটী নাম লিখি[illegible] রাখিয়াছিলাম, কিন্তু চারিটী পর্য্যন্ত পড়িবার পরে সদস্যগণ চলিয়া যাওয়[illegible] গোলযোগে আর পড়িতে পারি নাই, ইহা আমার বেশ স্মরণ আছে, আমি [illegible] করিলে সাতটী নামই বসাইয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু চারিটীর বেশী প্রস্তাব করি[illegible] না পারায় সেই চারিটী নামই কার্য্য-বিবরণীতে লিখিয়াছি, আমার ইহা বেশ স্মরণ আছে যে "সম্পাদক নাম বাড়াইয়া দিলে ক্ষতি নাই একথাও হয়।" তাহার[illegible] বিনোদবাবু মন্মথবাবু ও দয়ালবাবু যাঁহারা পূর্ব্ব অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা[illegible] বলেন যে, কেবল একটি নামের কথা তাঁহাদের স্মরণ আছে। মন্মথবাবু আরও বলেন যে, তাঁহারও মনে হইতেছে যে "সভার উন্নতিকামী সদস্য বাড়াইবার ক্ষতি নাই এবং সম্পাদক বাড়াইবেন একথাও হয়।" বিনোদবাবু আরও বলেন যে, সভার নিয়মাবলীর প্রত্যেক শ্রেণী হইতে ১৫ জন হিসাবে সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, কলিকাতায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের লোক অধিক বলিয়া, এবং অন্য সমাজের অনেক মফঃস্বল হইতে আসিতে পারেন না বলিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ হইতে ১৫ জনের স্থলে ২৪ জন গত বৎসরে ছিলেন এবং গত বার্ষিক অধিবেশনেও নম্বরে ঐ[illegible] জনই থাকিবেন এরূপ স্থির হয়, সে স্থলে এক্ষণে এমন কি বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে যে সদস্যের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে? এরূপ করিলে বার্ষিক অধিবেশনের গুরুত্ব কমান হয়।" তদুত্তরে শরৎবাবু বলেন, "যে কয়েকটী নাম তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা সভার বিশেষ হিতৈষী এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন [illegible]

[illegible]র এবং কেহ কেহ বলিয়াছিলেন 'অধিক সদস্য হইলে ক্ষতি কি আছে' [illegible]াদি। এইরূপ বাদানুবাদের পরে বিনোদবাবু তাঁহার আপত্তি আর press [illegible] করায় এবং আর কেহ আপত্তি না করায় উক্ত কার্য্য-বিবরণী গৃহীত [illegible]ল।

তৎপর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উহা সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে [illegible]র হইল এবং নির্দ্দেশিত হইল যে, ভবিষ্যতে কর্ম্মাধ্যক্ষ উপস্থিত সদস্যগণকে [illegible]ক্ষিপ্ত হিসাব বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন, এরূপ ভাবে যেন তিনি [illegible]ত থাকেন।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। [illegible]লিখিত সভ্যগণের মৃত্যুতে উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই শোক প্রকাশ করিলেন [illegible] সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল যে, শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সভার এই শোক [illegible]ান হউক এবং মৃত মহোদয়গণের ক্ষতিপূরণার্থ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বা উত্তরাধি-[illegible]কে সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক :—

[illegible]) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত বি-এল্, উকিল, শিবপুর, হাবড়া।
[illegible]) „ কালীপদ বসুবর্ম্মা, উকিল, মিরাট, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।
[illegible]) „ কেদারনাথ চৌধুরী, উকিল, নাটোর, রাজসাহী।
[illegible]) „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সবরেজিষ্টার, ঘাটেশ্বর, (২৪ পরগণা)।
[illegible]) „ কিরণচন্দ্র বসু, বি-এল্, উকিল, যশোহর।
[illegible]) রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বর্ম্মা বাহাদুর, অবসর প্রাপ্ত সবজজ, এলাহাবাদ।
[illegible]) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ, শোভাবাজার রাজবাটী, কলিকাতা।

তৎপরে মন্মথবাবু প্রস্তাব করিলেন যে, উপরি লিখিত মৃত সভ্যগণের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বাহাদুরের সংস্কৃত, ও আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য, বৈদিক [illegible]ত্যে আনুরক্তি এবং বহু ব্যয়ে ও পরিশ্রমে পাণিনি ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদ [illegible] হিন্দু শাস্ত্রীয় পুস্তকাদির প্রচারের জন্য এবং স্বয়ং উপনীত হইয়া সদ্দৃষ্টান্ত [illegible]র্শন জন্য তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ রূপে শোক প্রকাশ করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। [illegible]বাবু এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, [illegible] রায় বাহাদুরের জীবনবৃত্তান্ত কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ মন্মথবাবুকে [illegible]তে অনুরোধ করা হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়-[illegible]র্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(?) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দেব সাং পোঃ বোশনগিরি, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বর্ম্মা বি-এল্ (পত্রযোগে)।

(দ) „ শরচ্চন্দ্র বসু, সাং রাজপুর, দেরাদুন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা (কানপুর হইতে পত্র যোগে)।

(দ) „ রাজেন্দ্রভূষণ বক্সী এম-এ, বি-এল্ সাং মহেন্দ্রবসুর গলি, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।

(দ) „ যোগেশচন্দ্র বসু সাং ঈশ্বরচক্রবর্ত্তীর লেন, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র (সম্পাদক)।

(দ) „ কালীপ্রসন্ন মিত্র সাং তুণ্ডলা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা (কাণপুর হইতে পত্রযোগে)।

(দ) „ নেপালচন্দ্র রায় এম, এস-সি, অধ্যাপক বাগেরহাট কলেজ, খুলনা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় বর্ম্মা।

(দ) „ প্রসন্নকুমার দত্ত, সাং ১০০নং রামকৃষ্ণপুরলেন, হাবড়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)।

(দ) „ নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত সাং ৬১ নং বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত।

(বা) „ বামাচরণ মজুমদার বর্ম্মা সাং পাবনা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী (কর্ম্মাধ্যক্ষ)।

তৃতীয় প্রস্তাব। প্রচার সম্বন্ধে আলোচনা। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন "গত বৈশাখ মাসের পরে সভার প্রচারক না থাকায় এবং ময়মনসিংহ হইতে প্রচারক পাঠান জন্য অনুরোধ আসায়, সভার পুরাতন প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা মহাশয় (যিনি অসুস্থতানিবন্ধন ১৩২১ সাল হইতে প্রচার করিতে পারেন নাই) ঠিক্ সেই সময়ে অবৈতনিক প্রচারক হওয়ায় প্রার্থনা করায় তাঁহাকে সভা হইতে পাথেয় দিয়া পাঠান হইয়াছে, সভাকে তাহা মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করি।" সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে মঞ্জুর হইল।

তৎপরে দয়ালবাবু, নিবারণবাবু, বিনোদবাবু ও যতীন্দ্রবাবু সভার প্রচারকের স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। নিবারণবাবু বলেন যে, "কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য সাধন জন্য কায়স্থ-পত্রিকা যেরূপ আবশ্যক, প্রচারকও সেইরূপ আবশ্যক, এজন্য আমি প্রস্তাব করি যে সভার বার্ষিক আয়ের অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ

কার্য্যের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখিতে বজেট কমিটিকে নির্দ্দেশ করা হউক।" বাবু তাহা সমর্থন করেন। তিনি বলিলেন যে, "সভার প্রচারক সরলবাবু ত্যাগপত্র দিয়াছিলেন শুনিয়াছি, অতএব কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি তাহা করিয়াছেন কিনা? তিনি প্রচার কার্য্যে অনুপযুক্ত বলিয়া কি অন্য কারণে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাও জানিতে চাহি।". তদুত্তরে সম্পাদক বাবু বলিলেন, "জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে বৈশাখ মাসের সমিতির নির্দ্দেশানুযায়ী উভয় সম্পাদক সরলবাবুর কার্য্যত্যাগ প্রার্থনা মঞ্জুর করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা কিন্তু ভুলক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে সে কথা উত্থাপন য় নাই। বৈশাখের সমিতি আমাদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও তার লেন। সরলবাবুকে মৌখিক জানান হইয়াছিল এবং তিনি সমস্ত জানিয়াই মাসের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত বেতন লইয়াছেন। সরলবাবুর কার্য্যের প্রণালী জনক ছিল না; সভার আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ও অন্য কারণে বেতন-প্রচারক রাখা যুক্তিসঙ্গত কিনা আমরা উভয় সম্পাদক আলোচনা করিয়া মনে করিয়াছিলাম বেতনভোগী প্রচারক না রাখাই ভাল। তাঁহার পদত্যাগ সম্বন্ধে কি নির্দ্ধারণ করিতে অদ্যকার অধিবেশনে আমি উপস্থিত করিতেছি।" এই যতীন্দ্রবাবু সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে, আলোচনার বিষয়টি পরবর্ত্তী কার্য্য বিষয়ের (অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে বজেট কমিটির মন্তব্য) পোষোচিত হউক, তাহা হইলে প্রচার সম্বন্ধে আলোচনার সুবিধা হইতে ।" তাহাতে বিনোদবাবু বলিলেন "বজেটকমিটির কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। বজেট কমিটির জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট যে সমস্ত হিসাব চাহিয়াছিলাম, তাহা তাগাদা সত্ত্বেও পাইতেছি না এবং বজেটকমিটির আর অধিবেশন কেন হইতেছে না তাহাও বুঝিতে পারি না।" তদুত্তরে সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন— ট কমিটির সদস্য রূপে বিনোদবাবু যে সমস্ত হিসাব চাহিয়াছেন, সমস্তই অনেক প্রস্তুত হইয়াছে। বিনোদবাবু এখনই সব পাইতে পারেন কিন্তু আমার ও বজেট-র অপর কয়েকজন সদস্যের অসুস্থতা নিবন্ধন এবং তাঁহাদের অনুরোধানুযায়ী র অধিবেশন হয় নাই, কারণ তাঁহাদের সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া এবং তাঁহাদের নে যোগদান করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা যদি অসুস্থতা নিবন্ধন হইতে না পারেন কি করিয়া অধিবেশন হইতে পারে?" তাহাতে বাবু বলেন, "যখন বজেটকমিটির মন্তব্য পাওয়া যায় নাই, তখন প্রচারক আলোচনা এক্ষণে স্থগিত রাখা হউক এবং নিবারণবাবুর প্রস্তাব মত বজেট-

কমিটিকে নির্দ্দেশ না করিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ করা হউক যে সভা হইতে স্থানীয় যাহাতে প্রচারকার্য্য চলিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেন কমিটি ব্যবস্থা করেন।" তৎপরে মন্মথবাবু বলিলেন, "আমার বিশ্বাস বেতনভোগী প্রচা দ্বারা প্রচার কার্য্য ভাল হয় না ; প্রচারক স্বার্থত্যাগী সুবক্তা ও জ্ঞানীলোক চাই এবং তাঁহার অর্থের দিকে দৃষ্টি থাকিলে তিনি কখনও ভাল করিয়া করিতে পারেন না।" অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা মহা বলেন—"প্রচার কার্য্যের ভার নিজেরা প্রত্যেকে গ্রহণ না করিলে কিছুই হইবে না। মাননীয় কিরণচন্দ্র দে মহাশয় রংপুরে সভাসমিতি করিয়া সাধারণকে বিশেষ উৎসাহিত করায় তথায় বিরাট অধিবেশন ও উপনয়ন বি হইয়াছিল। পূর্ব্ব বঙ্গের শ্রদ্ধেয় রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের চেষ্টায় ফলিতেছে। যশোহরে আমার বাসায় প্রচারক ৬।৭ দিন ছিলেন, কিন্তু করিতে পারেন নাই ; পরে যখন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিজেরা মনোযোগী হইলেন, যথার্থ কার্য্য হইতে লাগিল। আমার মতে প্রচারক বেতন দিয়া রাখা বৃথা ব্যয়।" এই সমস্ত বাদানুবাদের পর যতীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব মত বজেট কমিটি নির্দ্দেশ করা স্থির হইয়া আলোচনা স্থগিত হইল।

অতঃপর শরৎবাবু প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অবৈতনি প্রচারক রূপে কার্য্য করিবার আবেদনপত্র পাঠ করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হ —বজেট-কমিটির মন্তব্য প্রকাশ হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির আগামী অধিবেশ দরখাস্তের বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। বর্ত্তমান বর্ষের আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বজেট-কমিটির মন্তব্য। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে পনর দিন ম বজেট-কমিটির মন্তব্য শেষ করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে হইবে এবং সেই ম কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির আগামী অধিবেশনের দশ দিন পূর্ব্বে সমিতির স সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ (ক) সাহায্য প্রার্থনা। সর্ব্ব-সম্মতিক্র পাঠার্থী নিম্নলিখিত আবেদনকারীদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

১। শ্রীমান্ বিমলাচরণ পালিত সাং বহুবাজার, কলিকাতা বি-এ পাঠার্থী আই-এ পরীক্ষার জন্য সভা হইতে মাসিক ২৲ টাকা পাইতেন, প্রথম বিভাগে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ; পুনরায় ২৲ টাকা মঞ্জুর হইল।

শ্রীমান্ চারুচন্দ্র বসু সাং নিমতলা, কলিকাতা আই-এ পাঠার্থী (দ্বিতীয় ছাত্র) ইনি কাব্য ও ব্যাকরণতীর্থ পরীক্ষায় দ্বিতীয় ও প্রথম স্থান অধিকার ও হেয়ার স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় ১৯১৭ সালে পাশ হইয়া মেণ্ট হইতে ১০৲ টাকা বৃত্তি পাইতেছেন। ২৲ টাকা করিয়া সাহায্য তেন। আই-এ ক্লাসের প্রথম বর্ষ বাটীতে ছেলেদের পড়াইয়া অধ্যয়ন ব্যয় করিতেন। এখন শরীর খারাপ হওয়ায় সরকারী বৃত্তি ভিন্ন অন্য আয় নাই। ২৲ টাকা করিয়া মঞ্জুর হইল।

শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র বসু সাং আলগী, ফরিদপুর, আই-এ পাঠী মাসিক ২৲ মঞ্জুর হইল।

শ্রীমান সুকুমারদেব রায় বর্ম্মা, সাং কামারহাটী আই-এ পরীক্ষার্থী (দ্বিতীয় বর্ষের) মাসিক ২৲ টাকা মঞ্জুর হইল।

(খ) সাহায্য-প্রার্থনা। নিম্নলিখিত পাঠার্থীদের সাহায্য প্রার্থনাপত্র এ অধি- নে আলোচিত হইল না।

শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সিংহ সাং বাখাই, যশোহর, আই-এ পাঠার্থী। সোনেমপুর াভার সম্পাদক এই আবেদন পাঠাইয়াছেন। উক্ত শাখাসভা কত সাহায্য ন তাহা জানিয়া এই সভা বিবেচনা করিবেন।

শ্রীমান্ বিজয়গোপাল বসু বর্ম্মা সাং কাঁঠাল, খুলনা। আই-এ পাঠার্থী আবেদন- কাহার দ্বারা অনুমোদিত না থাকায় বিবেচিত হইল না।

(গ) কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে সাধারণ সভ্যের উপস্থিতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত াল মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের পত্র সময়াভাবে এই অধিবেশনে আলোচিত না।

স্বাক্ষর।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর।
শ্রীমন্মথনাথ মিত্র।
সভাপতি।
২২।৫।২৫

BLANK PAGE(S)

শ্রীজয় গোপাল নন্দী। কোন্নগর। ৫-৭-[illegible]

কায়স্থ-পত্রিকা।

কার্ত্তিক, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।

অতীত।

এ সংসার-বনানীর ছায়
কত সুধাগন্ধি নিরমল,
বিকশিয়া উজল আভায়
ঝরিয়া পড়ে'ছে ফুলদল!

কতদিন নিদাঘ-সন্ধ্যায়
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, ভাস্কর,
চন্দ্রিকার ধীর প্রতীক্ষায়
রঞ্জিয়াছে চারু ওষ্ঠাধর!

দিনান্তের উদাস সমীর,
তটিনীর তরঙ্গ চঞ্চল,
ম্লান করি মোহন-মঞ্জীর,
শুকা'য়েছে ফুল্ল শতদল।

মুক্ত নিশীথের নিদ্রাকূলে
নিনাদিত সুদূর বাঁশরী!
শত দিকে শত তান তুলে
জাগা'য়েছে বাসনা লহরী।

সৃজনের প্রথম-প্রভাতে
সামচ্ছন্দে, বরেণ্য ভূমান্,
ত্রিদিবের গৌরব-সম্পাতে
উঠেছিল শুভ ধ্রুব গান।

ঋত্বিক্ সপ্তর্ষি-স্মিত-মুখে
দূর করি' বিশ্বের বেদনা,
মত্ত ব্রহ্মানন্দ লভি সুখে
উদ্বোধিল চিন্ময়ী-চেতনা!

অকস্মাৎ উঠিল শিহরি,
শতশৃঙ্গ হিমাদ্রি-অচল,
নন্দনের কুসুম-মঞ্জরী,
বিচূর্ণিত জলদ-কুন্তল!

ব্যাপ্ত হলো বিশ্ব চরাচর
অনাহত ওঙ্কার ঝঙ্কার!
মর্ম্মরিল মরুত মন্থর,
অতীতের ক্ষুব্ধ পারাবার!!

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসু

গৌড়-কাহিনী।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্রী যুদ্ধ।

মাধবীর শয়ন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মহাকুমার কাহ্নুরদেব সোজাসুজি [illegible] শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎকাল নিঃস্তব্ধভাবে একখানি সুখা[illegible] বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার চিত্তরাজ্যে যেন একটা বিপ্লবে[illegible] ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন—নিরাশ্রয় পি[illegible]

[illegible]—যাহাকে তিনি দৈবক্রমে ধ্রুব মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ [illegible]ছেন, যাহার সম্বন্ধে তিনি এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই, [illegible]র শিক্ষা দীক্ষা, মনোগত অভিপ্রায় ও চরিত্রগত দোষ-গুণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র [illegible]ভিজ্ঞ নহেন—তাহার প্রতি কেবলমাত্র সাধারণ মানবোচিত স্নেহ, মমতা ও [illegible] ব্যতীত কি অন্য কোন ভাব তাঁহার মনে উদিত হইতে পারে?—বালিকার [illegible]তে তাঁহার বিদায় কালীন সম্ভাষণে কি ঐরূপ ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব [illegible]কাশিত হইয়াছে?—বালিকার সহজ বুদ্ধি কি তাঁহার বাক্যে অন্য কোন ভাবের [illegible]ত বুঝিতে পারিয়াছে? যদি তাহাই হয়, তবে তো তিনি আশ্রিতা বালিকার [illegible] অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করিয়াছেন! তবে তো সত্য সত্যই তাঁহার ব্যবহার [illegible]র অসঙ্গত হইয়াছে! সহসা তাঁহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। [illegible]নি নিজকে গুরুতর অপরাধে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। শত আত্মগ্লানি [illegible]ধিকারে তাঁহার পরিতপ্তচিত্ত যেন মুহূর্ত্তের জন্য অবসন্ন হইয়া উঠিল।

"প্রভু, সমস্ত প্রস্তুত—সকলে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে"—একজন [illegible]হার অভিবাদন পূর্ব্বক কুমারকে নিবেদন করিল।

প্রতীহারের আহ্বানে সহসা কুমারের চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি [illegible]তাড়ি সলজ্জ ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া প্রতীহারকে "যাইতেছি" বলিয়া বিদায় [illegible] বেশপরিবর্ত্তন জন্য কক্ষান্তরে গমন করিলেন। বেশপরিবর্ত্তন শেষ হইলে, [illegible]ন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কতকগুলি উপদেশ দিলেন। তারপর বহির্ব্বাটীতে [illegible] করিয়া প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যদলের পুরোভাগে পিতার [illegible] যোগদান করিলেন।

[illegible] তখন চঞ্চল সৈন্যমণ্ডলী চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দিবার পর দিবা— [illegible]র পর রাত্রি অবসান হইতে লাগিল। সৈন্যমণ্ডলীর গতির বিরাম নাই— [illegible]াম নাই। তাহারা সমভাবে চলিতে লাগিল—অবিরাম অবিশ্রান্তভাবে চলিতে [illegible]গিল—কখন ধীর, কখন বা দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল—কত নদ নদী, কত [illegible]দ, কত গ্রাম উপগ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে একদিন [illegible]য় গঙ্গা-মহানন্দার সঙ্গম স্থলে আসিয়া উপনীত হইল। ক্রমে সামন্তরাজগণ [illegible] নির্দ্দেশ মত একে একে সসৈন্য তথায় আসিয়া সম্মিলিত হইতে লাগিলেন। [illegible] কান্যকুব্জ রাজের সেনাপরাভবকারী মগধাধিপতি পীঠিপতি ভীমযশা, [illegible]চবীর দক্ষিণ রাঢ় চক্রবর্ত্তী বীরগুণ, উৎকলাধিপ কর্ণকেশরীর সেনাধ্বংসকারী [illegible]পতি জয়সিংহ, দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধ বালবলভীপতি বিক্রমরাজ, আটবিক

সামন্তচক্র চূড়ামণি অপরমন্দারপতি লক্ষ্মীশূর, কুজবটীর শূরপাল, তৈলকল্পতরু রুদ্রশিখর, উচ্ছালপতি ভাস্কর ময়ূরসিংহ, ঢেকরীয় রাজ প্রতাপশিখর, কয়ঙ্গল মণ্ডলের অধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, শঙ্কট গ্রামের চণ্ডার্জ্জুন, কৌশাম্বীশ্বর ঘোরপবর্দ্ধন, পদুবন্ধাধিপতি সোম সসৈন্য আসিয়া তথায় সমবেত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে তথায় এক বিরাট বাহিনীর সৃষ্টি হইল।

অতঃপর যথা সময়ে নৌকামেলকে গঙ্গাবক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া সৈন্য সামন্তসহ রামপালদেব ও তদীয় মাতুল রাজা মহনদেব ও মাতুলপুত্র মহাকুমার কাহ্নুরদেব সেই খরবাহিনী সুবিস্তৃতা তরঙ্গ ভঙ্গময়ী স্রোতস্বিনী সুকৌশলে উত্তীর্ণ হইয়া অ[illegible] পারে বিজয়রাজের নিদ্রাবলী রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের অগণিত [illegible] সামন্তবর্গের হর্ষধ্বনিতে ও ভীষণ কোলাহলে দিগ্‌বধূগণ কম্পিতা হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া অগ্রগামী বিজয়রাজ, কেদারেশ্বর ও শিবরাজের সৈন্য[illegible] সম্মিলিত হইয়া ভীমের সৈন্যমণ্ডলীকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ চলি[illegible] লাগিল। যুদ্ধ ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। অবিরাম আ[illegible] প্রত্যাক্রমণ চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষে সহস্র সহস্র যোদ্ধা প্রতিদিন অকুতো[illegible] রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। রামপালের অগণিত [illegible] দলের সহিত যুদ্ধে ভীমের পরিমিত বল ক্রমশই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর [illegible] লাগিল। দেখিতে দেখিতে কয়দিন ভীষণ যুদ্ধের পর ভীম ক্রমশই পশ্চা[illegible] হইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তিনদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া ভীম সৈন্য[illegible] সহ সুরক্ষিত ডমর মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর যুদ্ধ কঠিন হইয়া উঠিল। রামপাল ও মহনদেবের আদেশে তিনি সৈন্যদল লইয়া কেদারেশ্বর ও সামন্তমণ্ডলী প্রচণ্ড বিক্রমে ভীমের ডমর আ[illegible] করিলেন। উভয় দলের মধ্যে আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় প[illegible] রণভেরী উচ্চ নিনাদে নিজ নিজ পক্ষের সৈন্যমণ্ডলী মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার ক[illegible] দিবারাত্র বাজিতে লাগিল। রণক্ষেত্রে আবার শোণিতের স্রোতঃ বহিল।

এইরূপে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস চলিয়া যাইতে লাগিল। [illegible] হরি অদ্ভুত কৌশলে ডমর রক্ষা করিতে লাগিলেন। কখনও কোন [illegible] রামপাল, কখনও বা ভীমপক্ষ জয়লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু ডমর দখল [illegible] না। এই অবস্থায় এক এক সময় রামপাল জয় সম্বন্ধে হতাশ হইয়া প[illegible] লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শেষ কর্ত্তব্য স্থির করিবার উদ্দেশ্যে রামপালদেব ও [illegible]দেবের শিবিরের সম্মুখভাগে কেদারেশ্বর, কাহ্নুরদেব, শিবরাজ, বিজয়রাজ [illegible]তি সেনাপতি ও সামন্ত নৃপতিগণ রামপালদেব ও মহনদেবের সহিত এক পরামর্শ [illegible] সমবেত হইলেন। তখন সাধারণ সৈনিকবৃন্দ স্বচ্ছন্দচিত্তে সন্নিকটে বীর-[illegible]চায় লিপ্ত ছিল। নির্ম্মল আকাশে পক্ষিগণ কলরব করিয়া নিরুদ্বেগে [illegible]তেছিল।

কিরূপ উপায়ে ডমর অতিক্রম করিয়া রাজধানী হস্তগত করা যাইতে পারে [illegible] সম্বন্ধে সকলে পরামর্শ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোনই সিদ্ধান্তে উপনীত [illegible] পারিলেন না। ক্রমশঃ সকলের বদনমণ্ডলে নিরাশার ভাব পরিস্ফুট [illegible] উঠিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য রামপালদেব ও মহনদেব প্রমাদ গণিলেন। [illegible] সকলে শুনিতে পাইলেন অদূরে উপবন মধ্যে শব্দ হইল "মাভৈঃ! মাভৈঃ"! [illegible] রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে চেষ্টা করিলেন—পুনরায় শব্দ হইল "মাভৈঃ! মাভৈঃ"! সকলে সেই দিকে চাহিলেন—সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, আলুলায়িত-[illegible] শ্রমণীবেশধারিণী বীণাহস্তা রমণী! রমণী অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী। মুখ-[illegible] ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও তাহা হইতে যেন অলৌকিক জ্যোতিঃ বিনির্গত [illegible]ছে! দেখিতে দেখিতে সেই সন্ন্যাসিনী রমণীর করধৃত বীণায় মধুর—সুমধুর [illegible] উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রমণী সেই ঝঙ্কারের সুরে সুর মিশাইয়া মধুর কণ্ঠে [illegible] নিস্যন্দিনী ভাষায় গাহিতে লাগিলেন।

গীত।

"বীরগণ! সত্যই কি তোমাদের বাহু শক্তিশূন্য হইয়াছে? সত্যই কি [illegible]াদের হৃদয় সাহস শূন্য হইয়াছে? পালবংশের গৌরব-রবি সত্য সত্যই কি [illegible] অস্তমিত হইয়াছে? সিংহের আগার হইতে শৃগালকে বিতারিত করিতে [illegible] পুত্রগণ কি সত্য সত্যই অপারগ?

[illegible] সর্ব্ববিদ্যা-বিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণুর কুলে যাঁহার উদ্ভব, যিনি বিপুল কীর্ত্তিকলাপে সসাগরা [illegible]রাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, অরাতি নিধনকারী সর্ব্বকার্য্য-কুশল প্রশংসনীয় [illegible] নরকুলরত্ন ব্যপট-দেবকে কি তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ?

[illegible] মাৎস্য-ন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে গৌড়বঙ্গের প্রকৃতি পুঞ্জ যাঁহাকে বরেন্দ্রী-[illegible]র কর গ্রহণ করাইয়া দিয়াছিল, কেবলমাত্র পূর্ণিমারজনীর জ্যোৎস্নারাশির [illegible]মাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ীযশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, ব্যপট-পুত্র

নরপালকুল-চূড়ামণি সেই গোপালদেবের কথা কি তোমাদের স্মৃতি পথে [illegible] উদয় হয় না ?

যিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি বিকাশে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধা[illegible] কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতি পরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে হৃষ্টচিত্ত পঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভি-ষেকের সুবর্ণ-কলস উদ্ধত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, গোপাল পুত্র সেই ধর্ম্মপালনরপতির স্মৃতি কি তোমাদের হৃদয় বলাধান করেনা ?

যিনি উৎকল কুল উৎকিলিত করিয়া, হূণ গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া, দ্রবিড় গুর্জ্জর-না[illegible] দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া সমুদ্র মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছি[illegible] লেন, সেই দেবপালদেবের স্মৃতি কি তোমাদের ধমনীতে তপ্ত শোণিত স্রোত[illegible] প্রবাহিত করে না ?

গুর্জ্জরপতি (প্রথম) ভোজদেবের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছিলেন, সেই শূরপালদেব [(প্রথম) বিগ্রহপালদেব] ও তৎপুত্র নারায়ণ পালদেবের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ ?

অগাধ জলধিমূলতুল্য গভীরগর্ভ সংযুক্ত জলাশয় এবং কুলাচলতুল্য সমুচ্চ কক্ষ সংযুক্ত উচ্চ দেবালয়সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া যিনি অশেষ কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই রাজ্যপাল নামক নরপতির কথা ও তাঁহার বংশধর রাষ্ট্রকূট বংশীয় [তৃতীয়] ইন্দ্রের দর্পহারী পূর্ব্বাচলোদিত প্রদীপ্ত তপন তুল্য [দ্বিতীয়] গোপালদেবের কথা কি তোমাদের স্মরণ হয় না ?

ভাগ্য বিপর্য্যয়ে অবিচলিত যে মহাত্মার অভ্রতুল্য সেনাগজেন্দ্রগণ জলপ্রচুর পূর্ব্বাঞ্চলে স্বচ্ছসলিল পান করিয়া, তৎপর মলয়োপত্যকার চন্দনবনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, খনীভূত শীতল শীকরোৎক্ষেপে তরু সমূহের জড়তা উৎপাদন করিয়া হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল, সেই [দ্বিতীয়] বিগ্রহপাল হইতে যাঁহার উদ্ভব, যিনি রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশ করিয়া সকল বিপক্ষপক্ষ নিহত করিয়া, অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনিপাল হইয়াছিলেন, সেই (প্রথম) মহীপাল দেবের অতুলনীয় কির্ত্তিগাথা কি তোমাদের মনে সাহসের সঞ্চার করে না ?

দোষার (রজনীর) সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, পর্ব্বতশিখরে পদবিন্যাস করিয়া সকল দিকে কিরণ বিতরণ করিয়া, সূর্য্যদেব যেমন উদয়াচল হইতে উদিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ দোষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত নরপালগণের মস্তকে [illegible]

[illegible]বিন্যাস করিয়া যিনি সকল দিকেই প্রতাপ বিস্তৃত করিয়াছিলেন, সেই কর্ণদেব-[illegible]রী নরপালদেবের কথা এবং তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত শত্রুকুল-কালরুদ্র, বিষ্ণু [illegible]পেক্ষাও অধিক সংগ্রামচতুর (তৃতীয়) বিগ্রহপালদেবের কথা কি তোমাদের [illegible]তিপথে সমারূঢ় হইতেছে না ?

বীরগণ ! কত গাহিব ? পাল-নৃপতি-কুলের বীরত্ব গাথা কত গাহিব ? [illegible] ভারতের প্রতিপর্ব্বতশৃঙ্গে—কলনাদিনী প্রতি স্রোতস্বিনীর উত্তাল তরঙ্গ [illegible]—শ্যাম শস্পাচ্ছাদিত প্রতিসুবিস্তৃত প্রান্তরের উন্মুক্ত বক্ষে—সুগভীর পরিখা-[illegible]ত প্রতি দুর্ভেদ্য দুর্গের সমুচ্চশীর্ষে যাঁহাদের শৌর্য্য চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় [illegible], তাঁহাদের বীরত্বগাথা কত গাহিব ? হে বীর ! উঠ জাগো পূর্ব্ব পুরুষগণের [illegible]-কীর্ত্তি স্মরণ কর ! সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক ভীষণ আহাবরূপ জীবন-যজ্ঞে [illegible]গ্রসর হও !

বীরগণ ! অদূরে চাহিয়া দেখ ! কি দেখিতেছ ? বরেন্দ্র-চূড়ামণি [illegible]বর্দ্ধনপুরের সমুচ্চ দুর্গশীর্ষ কি তোমাদের নেত্রগোচর হইতেছে না ? উহাতে [illegible]র পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে ? উহা কি কৈবর্ত্ত-রাজের মৎস্য-কেতন [illegible] ? একদিন না ঐ স্থানে মিহির-কুলজাত পালরাজকুলের সিংহ-লাঞ্ছিত [illegible] উড্ডীমান হইত ? সে ধ্বজা—সে কীর্ত্তিমুখ এক্ষণে কোথায় গেল ? সে সিংহ, [illegible] গহ্বরে প্রবেশ করিতে ভীত হইতেছে ? আহা ! কি নিদারুণ আত্মবিস্মৃতি [illegible]মায় অধিকার করিয়াছে ! কিসের ভয় ? কাহার ভয় ? সদর্পে অগ্রসর হও—[illegible]কে পদদলিত করিয়া পৈতৃক আগারে প্রবেশ কর।

যে নির্ব্বাণ-সুবর্ণদ্যুতিসম্পন্ন ললিতকলেবর বুদ্ধদেব মৈত্রীকে বর্ম্মরূপে আশ্রয় [illegible]রিয়া, সমুদ্ভাসিত করুণাখড়্গ ধারণ করিয়া, কন্দর্প-সেনা সমাকুল প্রলয় পয়োধির [illegible] উচ্ছ্বাস পরাহত করিয়া,—কল্পান্ত-দীপ্ত-বহ্নি-জ্বলিত-কলেবর ক্রোধ-কুটিলভ্রূ-[illegible]কে পরাভূত করিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগের কল্যাণ সাধন করুণ।"

গীত থামিল। বীণা-ঝঙ্কার নীরব হইল।

শ্রমণীর সেই সুমধুর-বীণা-বাদন-ঝঙ্কার-সহকৃত সমুচ্চ-কণ্ঠ-নিসৃত সুললিত-গীত-[illegible] শ্রবণ করিয়া সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিল। যখন তাহাদের মোহাবেশ [illegible]য়া গেল, তখন সকলে চাহিয়া দেখিল শ্রমণী তথায় নাই। তাহাদের মনে [illegible] লাগিল, যেন স্বয়ং পাল-রাজলক্ষ্মী শ্রমণী বেশে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত [illegible]ছিলেন। তাহারা অনুভব করিতে লাগিল, যেন সেই উপবনের বৃক্ষে বৃক্ষে—[illegible] শাখায়—পত্রে পত্রে তখনও সেই উচ্চ উদ্দীপনাপূর্ণ মধুর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত

হইতেছে—সান্ধ্যবায়ুর স্তরে স্তরে তাহা যেন মিশ্রিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া
ইতেছে। যোদ্ধাগণের মর্ম্মে মর্ম্মে সে বীরগাথা প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে
করিয়া তুলিল—উৎসাহে ও বীরগর্ব্বে তাহাদিগের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠি
ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইল—সহস্র যোদ্ধার শাণিত
ঝনৎকার শব্দে কোষ হইতে বহির্গত হইল। সকলে তরবারি স্পর্শ করিয়া শ
করিল—পরদিন যে যুদ্ধ হইবে তাহাতে তাহারা হয় মৃত্যু, নয় সিদ্ধিলাভ করিবে।

যোদ্ধাগণ আর তথায় বিলম্ব করিল না। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে
জ্যোৎস্না-বিধৌত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রান্তর সকল হাসিতেছে। মহোৎসাহ ও
অভিজ্ঞা লইয়া সকলে স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগমন করিল। সকলেই চলিয়া গে
কিন্তু রামপাল তখনও উঠিলেন না। রামপাল উঠিলেন না দেখিয়া কেদারেশ্ব
উঠিলেন না। রামপালের মনে কেমন যেন একটা খট্‌কা বোধ হইতেছিল। তাঁ
মনে হইতেছিল যেন এই রমণী তাঁহার পরিচিতা—যেন রমণীর কণ্ঠস্বর তাঁ
একেবারে অপরিচিত নহে। রামপাল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিতে লাগিলে
একটি দীর্ঘনিশ্বাস সজোরে পরিত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করি
সঙ্গে সঙ্গে কেদারেশ্বরও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর উভয়ে নিঃশব্দে শিবির
মুখে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এ

কালিদাস ও ভবভূতি।

(৭)

মহাকবি ভবভূতির প্রণীত "মহাবীর-চরিত" নাটকের আখ্যানবস্তুর মহা
কালিদাস রচিত "রঘুবংশ" মহাকাব্যের আখ্যানবস্তুর তুলনা করিয়া আমরা দে
যে রাম-চরিতের প্রথমাংশ—অর্থাৎ লঙ্কা বিজয় এবং অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে
প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত—সম্বন্ধে উভয় কবির আখ্যানের সমতা নাই বলিলেও হয়।
কবিই মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের আশ্রয় লইয়া নিজ নিজ কাব্য প্রণয়ন ক
উভয়ের রচনারীতিতে কোন সামঞ্জস্য নাই। "কায়স্থ-পত্রিকায়" প্রকা

...মের ৪র্থ প্রস্তাবটি (৭১ পৃষ্ঠা হইতে ৮১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) একবার পুনরায় পড়িয়া
...বার জন্য আমরা পাঠক মহাশয়গণকে অনুরোধ করিতেছি। ঐ প্রস্তাবে "মহাবীর-
...ত" নাটকের আখ্যান ভাগের একটি সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। উহা
...তে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভবভূতি নিজ নাটকের রসোৎপাদন জন্য
...ণাদি-কথিত ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া নূতন আখ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন। রাব-
...সচিব মাল্যবান্ এবং সহোদরা সূর্পণখার-ষড়যন্ত্রের কল্পনা ভবভূতির নিজের সৃষ্টি;
...ই কল্পনা দ্বারাই তিনি নিজ নাটকের আখ্যান বস্তুর ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন!
...গের কবি এরূপ কোনও কৌশল নিজের কাব্যে প্রদর্শন করেন নাই,—এবং
...কৌশল অবলম্বনের কোন আবশ্যকও তাঁহার হয় নাই! কালিদাস রঘুবংশীয়
...গণের জীবনের ইতিহাস বলিয়াছেন, তিনি নাটক লেখেন নাই। পক্ষান্তরে ভব-
...কে দর্শকগণের মনে বিবিধ রসাবির্ভাবের আয়োজন করিতে হইয়াছে। সুতরাং
...কবির পক্ষ স্বতন্ত্র, কেহ কাহাকেও অনুকরণ করেন নাই।

...ন্তর, একই বস্তু লইয়া দুই বিভিন্ন কবি দুই বিভিন্ন সময়ে "নাটক"
...লে, অগ্রগামী কবির রচনার রীতি এবং আখ্যান বস্তুর ধারা যে পরবর্ত্তী কবির
...য় প্রকাশ পায়, তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মহাকবি মুরারি রচিত "অনর্ঘ-
..." নাটক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন যে মুরারি
...বীর-চরিতের" আদর্শ লইয়াই নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ভবভূতি-
...ত মাল্যবান্ ও সূর্পণখার ষড়যন্ত্রের উপর একটা অতিরিক্ত বিরোধী ষড়যন্ত্রের
...ounter conspiracy) সৃষ্টি করিয়াছেন! তাঁহার নাটকে জাম্ববান্, হনুমান
...শ্রমণী শবরী ঐ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া রাম-নির্ব্বাসন ও বালিবধের
...র সিদ্ধ করিয়াছেন। মুরারির নাটকের আখ্যান বস্তু এবং ভাষা উভয়ই ভব-
...ন আদর্শে রচিত হইয়াছে এবং তদ্রূপ কবি ভট্টনারায়ণ-প্রণীত "বেণীসংহার"
...র ভাষার ছটা এবং বীররসের ঘটাও ভবভূতির রচনা হইতে স্পষ্ট অনুকৃত হই-
...। ভবভূতির "মহাবীর-চরিতে" "রঘুবংশের" এরূপ কোনও প্রভাব আদৌ
... হয় না। কেবল দুই একটি শ্লোকের ভাব * দেখিয়া সংস্কৃত ভাষার সাহি-
...ক কবিকে অন্যের অনুকারী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলে, তাহাকে কখনও ন্যায়-
...চার বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। একই ভাব শৈলসমুদ্র ব্যবহিত

* "মহাবীর-চরিতের"—প্রথম অঙ্কের ২২ শ শ্লোকের সহিত "রঘুবংশের" একাদশ সর্গের ৩৫শ
...এবং "মহাবীর-চরিতের" প্রথমাঙ্কের ২৭শ এবং ৫৩ তম শ্লোকের সহিত "রঘুবংশের"
...র ৫৮,৩৯ শ শ্লোকের ভাবের ঐক্য আছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন।
...কায়" বর্ত্তমান প্রবন্ধের পঞ্চম প্রস্তাবের ১৫৩—১৫৪ এবং ১৫৬—১৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সহস্র যোজনান্তরিত কত বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন ভাষাভাষী কবির রচনায় সে
পাওয়া যায়। এ দেশের সাহিত্যে'ত একরূপ ভাবের ধারা সেই অতি প্রা
'অনৈতিহাসিক যুগের' রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-তন্ত্রাদি হইতে চলিয়া আসিয়া আ
নিক কালের গ্রন্থাবলীতে পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে প্রবাহিত হইতেছে। ভারতে
প্রকারের উচ্চ উচ্চ ভাব নানা কবির রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য
একটি শ্লোকের ভাবের ঐক্য অথবা সমতা দেখিয়া একজনকে উত্তমর্ণ এবং অপর
অধমর্ণ নির্ণয় করিলে অন্যায় হইবারই সম্ভাবনা। "মহাবীর-চরিত" পড়িয়া
নিরপেক্ষ বিচারকই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ভবভূতিকে কালিদাসের নিকট ঋণী বলি
পারিবেন না।

উভয় কবির কাব্যে আখ্যানবস্তু,ভাব,ভাষা,রস এবং রচনারীতির ঐক্য'ত নাই
পরন্তু বিশেষ অনৈক্য বিদ্যমান। ভবভূতির "মহাবীর-চরিত" বীররসের বর্ণ
পূর্ণ, কিন্তু রঘুবংশের রামচরিতে বীররসের অবতারণা অত্যল্প মাত্র। ভবভূ
"রামচরিত" বর্ণনায় আর একটি বিশেষত্ব আছে, যাহা "রঘুবংশের কবির রচনায় না
—এবং অন্য কবির রচনায়ও দেখা যায় না। ভবভূতি "মহাবীর-চরিতের" কো
রামচন্দ্রের দেবত্ব প্রকটরূপে চিত্রিত করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে অলঙ্কারশা
মোদিত "ধীরোদাত্ত" নায়ক রূপেই পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার রামচন্দ্র অ
রণ শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণগ্রামভূষিত ভুবনপ্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশের অলঙ্কার স্বরূপ আ
ক্ষত্রিয় রাজা;—কিন্তু তিনি দেবতা নহেন—মানুষ মাত্র। কোথাও কোন কা
কলাপে তিনি অতিমানুষ অথবা দৈবমহিমার আশ্রয় লন নাই। কবি স্পষ্টভাবে
নারায়ণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। ইহার পরে আমরা দেখিব যে "উ
রাম-চরিতে"ও তিনি এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। "মহাবীর-চরিতের'
বড় বটে, কিন্তু তিনি দেবাবতার বলিয়া বড় নহেন, তিনি বৈবস্বত মনুর অন্বয়ে
বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া বড়, তিনি ভারতবর্ষের সম্রাট, দেবরাজ ইন্দ্রের সম
বীরচূড়ামণি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দশরথের সুযোগ্য পুত্র বলিয়া বড়। নাটকের প্র
জনক-সহোদর সাঙ্কাশ্যনাথ রাজর্ষি কুশধ্বজ ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের সিদ্ধাশ্রমে
যুবক ভ্রাতৃযুগলকে দেখিয়া অতিমাত্র কৌতূহলান্বিতচিত্তে বিশ্বামিত্রকে জি
করিয়া যখন জানিলেন যে, তাঁহারা দশরথ পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, তখন তিনি সে
মৃতসিক্ত হৃদয়ে উভয় কুমারকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"নান্যত্র রাঘবাদ্বংশাৎ প্রসূতিরনয়ো সমা।
দুগ্ধার্ণবাদৃতে জন্ম চন্দ্রকৌস্তুভয়োঃ কুতঃ ॥২৩॥"

মহাবীর-রচিত, প্রথমাঙ্কে

অর্থাৎ—"রঘুবংশ-ব্যতিরেকে কোনোবংশে আর,
নহে ত সম্ভব জন্ম এই দোঁহাকার।
শশাঙ্ক-কৌস্তুভ দুই মহারত্ন, হায়!
ক্ষীরোদ-সাগর ভিন্ন জনমে কোথায়?"

লেখক কৃত অনুবাদ।

এখানে কবি দেখাইতেছেন,—রঘুবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া রাম লক্ষ্মণ বড়
হইয়াছেন। এই যে উৎকর্ষ ইহা বংশের গুণে,—রাম লক্ষ্মণের নিজের কোন
নিজ প্রভাবের গুণ নহে।

রামচন্দ্রের দ্বারা ভার্গব-পরশুরামের পরাজয়ের পর কবি দেবগণের সাহ্লাদ উক্তি-
রূপ বলিতেছেন,—

"কৃশাশ্বান্তেবাসী জয়তি ভগবান্ কৌশিক মুনিঃ
সহস্রাংশোর্বংশে জয়তি জগতি ক্ষত্রমধুনা।
বিনেতা ক্ষত্রারের্জগদভয়দানব্রতধনঃ
শরণ্যো লোকানাং দিনকরকুলেন্দুর্বিজয়তে ॥১॥"

মহাবীর-চরিত, চতুর্থ অঙ্ক, ॥

অর্থাৎ—কৃশাশ্বের শিষ্য মুনি কৌশিকের জয়।
জয়যুক্ত সূর্য্যবংশ জাত ক্ষত্রচয় ॥
সর্বক্ষত্রিয়ের শত্রু-পরাভবকারী;—
জগতে অভয় দান মহাব্রতধারী,—
স্বর্গমর্ত্ত্য আদি সব লোকের আশ্রয়,
নিখিল তপণ-কুল-চন্দ্রমার জয় ॥১॥

লেখককৃত অনুবাদ।

এখানে বিশ্বামিত্র মুনির,—সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের এবং রামচন্দ্রের জয় ঘোষণা
হইয়াছে। কৃশাশ্ব-শিষ্য বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের গুরু,—ইহাও তাঁহার গৌরবের
বিষয়। যদিও "লোকানাং শরণ্যঃ"—"স্বর্গমর্ত্ত্য আদি সব লোকের আশ্রয়" কথার
টানাটানি করিয়া রামচন্দ্রের দেবত্ব ঘোষণা করা যাইতে পারে, কিন্তু কবির যে
সেরূপ নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যেহেতু এই চতুর্থ অঙ্কেই,
রাক্ষস-বিজয়ের পর, ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠদেব রামচন্দ্রের গুণ ঘোষণা করিলে, বিশ্বামিত্র
বলিতেছেন,—

"রামভদ্রে তু নাশ্চর্য্যমেৎ। মহারাজ দশরথো হি তস্য জনয়িতা"।

অর্থাৎ—"রামচন্দ্রের এই কর্ম্ম (পরশুরাম-বিজয়) আশ্চর্য নহে; কেন, মহারাজ দশরথ তাঁহার জনক"। রামচন্দ্র অপেক্ষা দশরথেরই উৎকর্ষ কীর্ত্তন করা কবির অভিপ্রায়। রামচন্দ্রের প্রশংসা এই যে, তিনি যোগ্য পিতার পুত্র—'পুরুষোধন্য' নহেন। এই একটি বাক্যাংশ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভবভূতি রামচন্দ্রকে দৈব-মহিমা বিভূষিত করিয়া, নারায়ণের অবতার স্বীকার করিয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করেন নাই। তাঁহার নায়ককে নারয়ণ বলিয়া স্বীকার করিলে সে চরিত্র চিত্রণ করা কবির পক্ষে বিষম ব্যাপার,—নাটকে সেই চরিত্রের বিকাশ সাধন আরও কঠিন। সেই হেতু ভবভূতি রামকে 'মানুষ' করিয়াই দেখিয়াছেন, দেবতা সাজান নাই। রামচন্দ্রের জনক দশরথ,—সেই দশরথের চরিত্র তিনি খুব উচ্চ করিয়া আঁকিয়াছেন। বিশ্বামিত্রের মুখ দিয়া দশরথের শৌর্যবীর্যাদি গুণগ্রাম বর্ণনের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে! একটু দৃষ্টান্ত দেখুন :—

"বীরঃ ক্ষত্রিয়-পুঙ্গবো গুণনিধিঃ শ্লাঘ্যো ধারিত্র্যাঃ পতিঃ ॥"১৭॥ ৪র্থ অঙ্ক।

অর্থাৎ—

"ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব বীর গুণবান্ অতি।
শ্রদ্ধা সম্মানের পাত্র পৃথিবীর পতি ॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

অপি চ—

"অরিষ্টস্বাষ্ট্রস্য প্রশমনবিধৌ জম্ভদমনঃ
স বিশ্বেষামীশঃ পতিরপি নিকায়স্য মরুতাম্।
বিনেতারং সেনাং সততমপহন্তারমসুরা—
নমূং বীরং বব্রে বহুষু সমনীকেষু মঘবা ॥"১৮॥ ৪র্থ অঙ্ক।

অর্থাৎ—

"আরও জম্ভাসুর দম্ভ যিনি করিলা দমন,
বিশ্বকর্ম পুত্র বৃত্রে করিলা হনন,
সমগ্র বিশ্বের যিনি পরম ঈশ্বর,
দেবতাগণের যিনি প্রভু পুরন্দর,
সমরে আপন সেনা রক্ষার কারণ—
সতত এ বীরে তিনি করেন বরণ" ॥১৮

লেখককৃত অনুবাদ।

'এ বীরে' অর্থাৎ দশরথকে—

ভবভূতি নাটকের শেষ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের মনুষ্যত্বই রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শাপথের প্রসিদ্ধ টীকাকার বীররাঘব যে পুথির টীকা করিয়াছেন, এ পুথিতে ের পঞ্চম অঙ্কের ৪৬ তম শ্লোক পর্য্যন্ত্য টীকাকার ভবভূতির রচনা পাইয়াছেন তাহার পর হইতে সপ্তম অঙ্ক পর্য্যন্ত সুব্রহ্মণ্য নামক কোন দাক্ষিণাত্য কবি গ্রন্থ পূরণ করিয়াছেন।* আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সুব্রহ্মণ্য কবি ভবভূতির রচনায় নিজের রচনা যোগ করিতে গিয়াও রামচরিত্র সম্বন্ধে মহাকবির ভাব বুঝিতে পারেন নাই। তিনি নিজ রচনা আরম্ভ করিয়াই রামচন্দ্রকে প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম স্বরূপ নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন! বানর রাজ র মুখে সুব্রহ্মণ্য কবি রামচন্দ্র সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"যথায়াং নিধ্যাতঃ স্ফুরতি হৃদি সংভাবিতপরঃ
সহস্রব্রহ্মাণ্ড প্রলয়পুনরুদ্‌বোধবিভবঃ।
তথামন্যে নূনং জগদবনহেতোরবতরং
গতো দেবঃ সাক্ষান্নরমতি ভুবি নারায়ণ ইতি ॥৪৯॥
"অধর্মোধর্মতামেতি হ্যাদৃতে পরমেশ্বরে।
ধর্মোঽপ্যধর্ম এব স্যাত্তমনাদৃত্য ভাবিতঃ ॥ ৩॥"পঞ্চম অঙ্ক।
"বেদান্তজাল পরিশীলন লব্ধাবর্ণো
বেদান্তরায়বিকলোঽয় মনন্যভাবঃ।
দেবাসুরেরপি দুরূহতমেন তেন
দেহান্তমন্যদুরবাপ মবাপ্স্যলীতি ॥"৩॥ ষষ্ঠ অঙ্ক।

অর্থাৎ—

"সহস্র ব্রহ্মাণ্ড নিত্য হইতেছে লয়,
সহস্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইছে আবার—
যাঁহার মূর্ত্তির মাঝে,—তাঁহার উদয়
মানসে ভাসিছে মম ধ্যানেতে ইঁহার!
জগতের রক্ষাহেতু নিজে নারায়ণ
মনে হয়, করেছেন শরীর ধারণ ॥৪৯॥

* বোম্বাই নগরের "নির্ণয়-সাগর" মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত সংস্করণ "মহাবীর-চরিত"

"পরম-ঈশ্বর-প্রতি ভক্তি আছে যার,
অধর্ম ও ধর্ম হয় নিকটে তাহার।
অভক্তি তাঁহার প্রতি যদি মনে রয়,
ধর্ম ও অধর্ম হয় নাহিক সংশয় ॥৫০॥" পঞ্চম অঙ্ক।

' নিখিল বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ-মনন
ধ্যান করে নিত্য যেবা অনন্য হৃদয়,
সর্ব-অন্তরায়-শূন্য ব্রহ্মদরশন—*
লভি সেই ভাগ্যবান্ চিরধন্য হয়।
তুমি সেই সুদুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মের কৃপায়
অন্যের দুর্লভ মৃত্যু লভিবে ধরায় ॥৫॥" ষষ্ঠ অঙ্ক।

লেখককৃত অনুবাদ।

পাঠক দেখিতেছেন, সুব্রহ্মণ্য কবির বালী রামকে একেবারে বেদান্ত প্রতিপা[illegible] চিন্ময় ব্রহ্ম বলিতেছেন! এইরূপ 'রিফুকর্ম' দ্বারা মহাকবির ঢাকাই মস্‌লি[illegible] জোলার জবড়জঙ্ মোটা কাপড় দিয়া সুব্রহ্মণ্য কবি ভবভূতির কাব্যখানিকে মা[illegible] করিয়াছেন। আনাড়ীর হাতে পড়িলে সরস্বতীর এইরূপ দুর্দশাই হয়!

পরন্তু সর্বদেশ প্রচলিত ঐ পঞ্চম হইতে সপ্তম অঙ্কের পাঠে এরূপ বিপর্যয় নাই, সুতরাং তাহাই ভবভূতির নিজ রচিত বলিয়া বোধ হয়। সুব্রহ্মণ্য কবি কো[illegible] ভাগ্যে একখানি খণ্ডিত পুথি পাইয়া আত্মগৌরব ও যশের পিপাসায় অস্থির হইয়া ভবভূতির মানস নির্ঝর নিঃসৃত সুপবিত্র সরস্বতী-সলিল-ধারায় আপনার হৃদয়-পল্বল-সমুত্থিত পঙ্কিল-বারি মিশাইয়া গিয়াছেন! সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য-ক্ষে[illegible] একমাত্র ভট্টবাণের সুযোগ্য পুত্র ভূষণভট্ট ভিন্ন আর কেহই অপরের রচনায় নি[illegible] রচনা মিশাইয়া গৌরব প্রাপ্ত হন নাই! তবুও, পিতাপুত্র উভয়েই সুকবি হইলে[illegible]

* ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিও এই অন্তর্যাগের অন্তরায়। যথা পুরাণরত্নে—

"বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চনাদিভিঃ।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্ ॥"

টীকাকার বীররাঘব ধৃত এই পঞ্চম শ্লোকটির প্রকৃত বক্তা মতঙ্গ মুনি; তিনি বালীকে [illegible] শাপ প্রদান করিলে বালী যখন অনুনয় বিনয় দ্বারা মুনিকে প্রসন্ন করিলেন, তখন মুনি তাঁহা[illegible] সম্বোধন করিয়া এই শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকের মর্মার্থ এই যে পরব্রহ্মরূপী রামচন্দ্র[illegible] হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া বালী অপর লোকের দুর্লভ মৃত্যু -অর্থাৎ ব্রহ্ম সাযুজ্যরূপ পরমগতি—প্রা[illegible] হইবেন।

[illegible] রচনায় কত যে প্রভেদ—তাহা রসজ্ঞ মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। যাহা [illegible],—আমরা অবান্তর কথা পরিত্যাগ করত এখন আবার প্রকৃতের অনুসরণ [illegible]রি।

আমরা এতাবতা দেখিলাম ভবভূতির "মহাবীর-চরিতের" নায়ক রামচন্দ্র [illegible]সাধারণ গুণ সম্পন্ন হইলেও মানুষ মাত্র। কালিদাস কিন্তু 'রঘুবংশ" কাব্যে [illegible]চন্দ্রকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। রঘুবংশ কাব্যের [illegible] সর্গ হইতেই রাম-চরিত্র বর্ণনার সূত্রপাত হইয়াছে। কালিদাস ঠিক পৌরাণিক [illegible]নুসারে, রাবণের অত্যাচার প্রপীড়িত দেবগণের বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট গমন, [illegible]র স্তুতি, এবং ভগবানের বরদান—ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। নারায়ণ [illegible]গণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া বলিলেন,—

"সোঽহং দাশরথির্ভূত্বা রণভূর্মে বলিক্ষমম্।
করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তচ্ছিরঃ কমলোচ্চয়ম্ ॥"-৪॥ দশমসর্গ।

"জনমিয়া মর্ত্ত্যলোকে দশরথ ঘরে—
তীক্ষ্ণ শরজালে আমি কাটিব সমরে—
রাবণের দশমুণ্ডরূপ শতদল,
সেই পদ্মে সুশোভিত হবে রণস্থল ॥"৪৪॥

৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

অর্থাৎ—

রঘুবংশের কবি তাই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রকে নারায়ণাবতার [illegible] স্বীকার করত তাঁহার লীলাবর্ণন করিয়াছেন।

কালিদাসের অনুকরণে ভবভূতি নাটক রচনা করিলে রামচন্দ্রের-চরিত্র সম্বন্ধে [illegible] কবির রচনা মধ্যে এরূপ বৈপরীত্য লক্ষিত হইত কি?

কোনও কোন সাহিত্য সমালোচক বলিয়া থাকেন, "মহাবীর-চরিতে" নহে, [illegible] "উত্তর-রাম-চরিতে"ই কালিদাসের তাবের অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible]বারে, তাই আমরা 'উত্তর-রাম-চরিত" লইয়া আলোচনা আরম্ভ [illegible]।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

প্রবেদন।

অনেকেই অবগত আছেন, যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের জমিদারগণ বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত ও প্রভাবান্বিত। স্বনামধন্য স্বর্গীয় রামরতন রায় মহাশয় সম্ভ্রান্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। বর্ত্তমানে শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায়বাহাদুর, ও মান্যবর শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় মহোদয়দ্বয় এই সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদার-বংশেরই কুলপ্রদীপ। তাঁহাদের গৌরবে যশোহর ভূমি, গৌরবান্বিত।

কিন্তু গভীর পরিতাপের সহিত আজ এই 'প্রবেদন পত্র' তাঁহাদিগেরই উদ্দেশ্যে কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। হতভাগিনী মাতৃভূমি তাঁহাদের ন্যায় সন্তানের নিকট কয়েকটী অত্যাবশ্যক ও উপযুক্ত গুণালঙ্কৃত ও শক্তিশালী বিষয়ে হতাশ হইয়া ম্রিয়মাণ অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। এমন সুশিক্ষিত ও সর্ব্ব বিষয়ে সুযোগ্য পুত্রের নিকট, তাঁহাদের মাতৃভূমি, ও স্বজাতি বহু আশান্বিত হৃদয়ে পোষণ করেন। আজ সময়োপযোগী দুইটী মাত্র আশা, তন্মধ্যে হইতে একটী "প্রবেদন-পত্রে" প্রকাশ করিব। আশাকরি, মাতৃভূমির এই আকুল প্রার্থনা—জমিদারগণ, নিশ্চয়ই অবগত আছেন তাঁহারাই যশোহরের চতুঃসাগরী (উত্তর-রাঢ়ী, এই বক্ষ-বিদারী রোদন, তাঁহাদের সদয় হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিবে।

(১) দৈবচক্রের অনুল্লঙ্ঘনীয় আবর্ত্তনে আজ সমগ্র জগতে ক্ষাত্রশক্তির অভিনব স্ফুরণ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ক্ষাত্রলীলার পর এরূপ জগদ্ব্যাপী সুবিশাল সমর এ সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গ তর্জ্জন হিন্দু শ্রবণের বিষয়ীভূত হয় নাই। এই মহামুহূর্ত্তে মহামান্য ইংরেজরাজের অনুগত প্রজাবৃন্দ নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে সাহায্য করিয়া, মহনীয় রাজশক্তির মর্য্যাদা-রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে। যে দিকেই নয়ন চালনা কর, এই একই ধ্বনি দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে, "ক্ষত্রিয়-শক্তি! জাগ্রত হও, সমর-তরঙ্গে ঝাঁপ দেও।" Survival of the fittest এই মহানীতির মহাবাণী জগদ-বক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ভারতে একমাত্র বিরাট্ কায়স্থ জাতিই সেই ক্ষত্রিয়স্থান অধিকার করিবার যোগ্যতা আছেন, তাহা বোধহয় আর এখন বিশদরূপে কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হইবে না। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে যে ভারতীয় বীরগণ এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম-অনলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অর্দ্ধেকের বেশী ভাগই কায়স্থ। গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট্ তাহার সাক্ষী। বিশেষতঃ কায়স্থ জাতির মধ্যেই যে বিশ্ববিদাহী ক্ষাত্রতেজঃ নিহিত আছে,—উপযুক্ত উৎসাহ-বর্দ্ধন করিবে?

জাগে তাহা যে সহসা উজ্জ্বল শিখা বিস্তারপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয়, প্রাতঃস্মরণীয় হিন্দু সূর্য্য প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের জননী যশোহর-ভূমির সুশিক্ষিত জমিদার নড়াইলের পূর্ব্বোক্ত মহামান্য ভূম্যধিকারী মহোদয়দ্বয়কে বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। সম্ভবতঃ তাঁহারা 'সকল স্থানের সেরা' কলিকাতা সহরের সুপবিত্র কাশীশ্বর ধামে বসিয়া, রাজ-শক্তির "কিরূপে সহায়তা করা যায়' সেই ভাবনায় বিব্রত হইতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানাই যে, বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতা এমন এক অপূর্ব্ব সোণার কাঠি রূপার কাঠি সঙ্গে দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা অভিলাষ করিলেই, একমাসের মধ্যে অন্যূন দশহাজার ক্ষত্রিয়কে—মুমূর্ষুর শৌচনীয় শয্যা হইতে সঞ্জীবনীমন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া, সমরে প্রেরিত করাইতে পারেন, তাহা ভ্রম ক্রমেও বোধ হয়, একবার ভাবিতেছেন না। হয়ত বা আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে কিংবা রাজ-শক্তিরই কোন গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ হয় তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন। তাই এই হতভাগিনী যশোহীনা যশোহরভূমির এই হৃদয়-শোণিত লিখিত 'প্রবেদন পত্র', এই দুঃখিতের আর্ত্তনাদ!

আমাদিগের গৌরব-মুকুট মান্যবর ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় মহোদয় প্রমুখ নড়াইলের জমিদারগণ, নিশ্চয়ই অবগত আছেন তাঁহারাই যশোহরের চতুঃসাগরী (উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, চারি শ্রেণীর) বিরাট্ কায়স্থ-সংঘের একমাত্র কর্ণধার। সমগ্র যশোহরের সহস্র সহস্র কায়স্থ-সন্তান প্রতি পদক্ষেপে তাঁহাদিগেরই দিকে, স্বাভাবিক সোৎসুক, সাকাঙ্ক্ষা-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, তাঁহাদের বিপুল পরিবারের মধ্যে একজন মাত্র একবার মাত্র সানুকূল ভাগ্যহীনা জন্মভূমিতে—মাতৃভূমিতে—নিজের জমিদারীতে পদার্পণ করিয়া একটী মাত্র ক্ষত্রিয়োচিত অনুষ্ঠান (যজ্ঞোপবীত) আন্দোলিত করিলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র সহস্র কায়স্থ-সন্তান শূদ্রত্বের জঘন্য নির্ম্মোক দূরে পরিহারপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ত্বের মহনীয় মর্য্যাদায় সমলঙ্কৃত হইতে পারেন। বহুদিনের লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধার সাধন হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যভিচারদলিত দীর্ঘকালের অসংস্কৃত জাতির সংস্কৃতা অনায়াসে সংসাধিত হইতে পারে। তাঁহাদের করুণা দৃষ্টিপাত মাত্র দুঃস্থ কায়স্থ বালক বিদ্যালাভ করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে পারে। তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ কলেজমন্দির তাঁহাদের বিপুল জমিদারীর কার্য্যালয় কত নিরাশ্রয় বিপন্ন অন্নাভাবশীর্ণ কায়স্থ-সন্তানের আশ্রয়স্থল সংসার মরুভূমের নন্দনকাননের মণিময় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হইতে পারে, কে তাহার

আমরা অনেকে এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সুযোগ্য প্রচারক, অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় যশোহরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ কায়স্থ-সমাজে [illegible] স্থিত হইয়া এই একই উত্তর পাইয়াছি,—"নড়াইলের জমিদারগণ পথ প্রদর্শন [illegible] করিলে, নিতান্ত কর্ত্তব্য বুঝিয়াও আমরা উপবীত গ্রহণে অগ্রসর হইতে পারি [illegible] কারণ তাঁহারাই সমাজ-পতি।"

তাঁহাদিগের এরূপ উক্তির সন্তোষ-জনক কারণও আছে। তন্মধ্যে দু'এক [illegible] মাত্রের উল্লেখ করিতেছি। নড়াইলের জমিদার মহাশয়গণের কুল-গুরুদের [illegible] ভূমি যশোহরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুর গ্রামে। গঙ্গারামপুর তদঞ্চলের একটি সুবিখ্যা [illegible] ব্রাহ্মণপল্লী। বিশেষতঃ উহা, নড়াইলের জমিদারবর্গের গুরুদেবের সমাজ বলি [illegible] সমগ্র যশোহরের ব্রাহ্মণ-সমাজ ঐ গঙ্গারামপুর ব্রাহ্মণ-সমাজের মুখাপেক্ষী। সুতরাং [illegible] কোন কায়স্থ-সন্তান নিতান্ত কর্ত্তব্য-বোধে উপবীত গ্রহণ করিলেও, তাঁহার কৌলিক [illegible] পূজা অর্চ্চনায় কোন ব্রাহ্মণই পৌরোহিত্য করিতে অগ্রসর হইতে সাহস করেন না [illegible] কারণ নড়াইলের গুরুদেব তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন! কিন্তু "নড়াইলের জমিদার [illegible] উপবীতী" এ কথা বলিতে পারিলে, মুহূর্ত্ত মধ্যেই ঐ সকল সমস্যার সমাধান [illegible] যায়।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত, এবং দীর্ঘকাল কায়স্থ-সভার [illegible] সদস্যরূপে পরিগণিত থাকিয়াও, এমন কি যশোহরে চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে [illegible] অধিক কি, আমরা আগামী মাসিক অধিবেশনের অপেক্ষায় সোৎসুক নেত্রে [illegible] পতির পদে আরূঢ় হইয়াও যখন অদ্যাবধি উপবীত গ্রহণ করিতেছেন না, তখন আমরা [illegible] রহিলাম। ঐ সভায় এ "প্রবেদনের" কোন প্রতীকার না হইলে, যশোহরের [illegible] দেরই বা এত মাথা ব্যথা কেন?" এরূপও অনেক স্থলে শুনা গিয়াছে। [illegible] স্থানের (যথা সিঙ্গিয়া-মনোখালী-পরমেশ্বরপুর সমাজ, দিঘলিয়া সমাজ প্রভৃতি, তাঁহারা কেহ উপবীত গ্রহণ করিলে যে, যশোহরের প্রত্যেক কায়স্থ-সমাজ অচি [illegible] কায়স্থ-সমাজে, এমন শত সহস্র প্রচারকের সৃষ্টি হইবে, যাহারা বজ্রনিনাদে উপবীতী হইবেন ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহন করিবেন, এ বিষয়ে কোথায়ও [illegible] প্রচার করিবে, "কায়স্থ জাতি, এই হৃদয়-হীন কায়স্থ জাতি, এই শিক্ষিতাভি- নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন, এ ত উপবীতের কথা! ইহাতে ক্ষাত্র-তেজের [illegible] হইবে? তদুত্তরে বলা যায় যে, "আমরা ক্ষত্রিয়, ঘৃণিত সেবা-বৃত্তি-পরায়ণ শূদ্র নহি [illegible] এই মূল্যবান্ সংস্কারেই যে তাঁহাদিগকে অনেক উপরে উঠাইয়া দিবে। তাঁহাদিগে [illegible] প্রাণে শত সাধীয়ান্ বাসনার আলোক বিকীরণ করিবে।

এখন কায়স্থ-সভার সুযোগ্য চিন্তাশীল পরিচালকবর্গ একবার স্থিরচিত্তে বি [illegible] করিয়া দেখুন, এই সহজ উপায়ে কায়স্থ-প্রধান যশোহরের বিরাট্ কায়স্থ-সমাজ [illegible] ক্ষাত্র-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে, কি এক গুরুতর কর্ত্তব্য সংসাধিত হয়। [illegible] প্রচারকের প্রচারের আবশ্যক হইবে না, বক্তৃতার প্রয়োজন হইবে না। উক্ত [illegible]

[illegible] মহাশয়গণের একজন মাত্র কিঞ্চিৎ ক্লেশস্বীকারপূর্ব্বক জন্মভূমিতে নিজ বাটীতে [illegible] গমন করিয়া তাঁহাদেরই বাটীতে, সমগ্র যশোহরের কায়স্থ-সমাজের প্রতিনিধি- [illegible] কে আহ্বান করিয়া, নিজ অভিপ্রায় সাধারণ ভাবে বলিয়া দিলেই, এই মহোপকার [illegible] সাধনে অচিরাৎ সুসম্পন্ন হইতে পারে। আমরা পুনর্ব্বার হৃদয়ের সহিত বলিতেছি, [illegible] কায়স্থ-সভার নেতৃবৃন্দকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার, [illegible] কিঞ্চিৎ ক্লেশ-ভোগেও যদি তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন, অথবা অসমর্থ হন, তবে জানিব [illegible] কায়স্থ-জাতির এই ঘোর অধঃপতন বিধি-নির্দ্দিষ্ট, সুদূর ভবিষ্যতেও আর [illegible] তাহাদের উত্থানের কোন সম্ভাবনা নাই। জাতির শীর্ষস্থানীয় যাঁহারা, সমগ্র বঙ্গদেশের [illegible] ধন-ভরসা স্থল যাঁহারা, তাঁহারা যদি স্বকীয় সুখাসনে নয়ন মুদ্রিত করিয়া, কল্পনা [illegible] মুদ্রিতনেত্রে কেবল মাত্র স্বজাতি-হিতৈষণার আরাম স্বপ্নই দেখেন, অপিচ জাতীয় [illegible] সমিতিকে একটি আমোদজনক প্রাণহীন রহস্যাগারে পরিণত করিয়া, পরিতৃপ্ত [illegible] রাখিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বৃথা মস্তিষ্কের অপ- [illegible] ব্যবহার করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বৃথা ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন! বুঝিব [illegible] কায়স্থজাতি ঘৃণিত-শূদ্রই বটে! দুই চারিজন অর্থবান্ ও পদস্থ হইয়া সহরে গাড়ী [illegible] হাঁকাইতে পারেন, সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদেরই কোটি [illegible] 'জাত্ ভাই' ঘৃণিত শূদ্র! বর্ণাধম শূদ্র! দ্বিজাতির অস্পৃশ্যশূদ্র।

সদস্যরূপে পরিগণিত থাকিয়াও, এমন কি যশোহরে চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে [illegible] অধিক কি, আমরা আগামী মাসিক অধিবেশনের অপেক্ষায় সোৎসুক নেত্রে [illegible] পতির পদে আরূঢ় হইয়াও যখন অদ্যাবধি উপবীত গ্রহণ করিতেছেন না, তখন আমরা [illegible] রহিলাম। ঐ সভায় এ "প্রবেদনের" কোন প্রতীকার না হইলে, যশোহরের [illegible] দেরই বা এত মাথা ব্যথা কেন?" এরূপও অনেক স্থলে শুনা গিয়াছে। [illegible] স্থানের (যথা সিঙ্গিয়া-মনোখালী-পরমেশ্বরপুর সমাজ, দিঘলিয়া সমাজ প্রভৃতি, তাঁহারা কেহ উপবীত গ্রহণ করিলে যে, যশোহরের প্রত্যেক কায়স্থ-সমাজ অচি [illegible] কায়স্থ-সমাজে, এমন শত সহস্র প্রচারকের সৃষ্টি হইবে, যাহারা বজ্রনিনাদে উপবীতী হইবেন ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহন করিবেন, এ বিষয়ে কোথায়ও [illegible] প্রচার করিবে, "কায়স্থ জাতি, এই হৃদয়-হীন কায়স্থ জাতি, এই শিক্ষিতাভি- নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন, এ ত উপবীতের কথা! ইহাতে ক্ষাত্র-তেজের [illegible] হইবে? তদুত্তরে বলা যায় যে, "আমরা ক্ষত্রিয়, ঘৃণিত সেবা-বৃত্তি-পরায়ণ শূদ্র নহি [illegible] এই মূল্যবান্ সংস্কারেই যে তাঁহাদিগকে অনেক উপরে উঠাইয়া দিবে। তাঁহাদিগে [illegible] প্রাণে শত সাধীয়ান্ বাসনার আলোক বিকীরণ করিবে।

এখন কায়স্থ-সভার সুযোগ্য চিন্তাশীল পরিচালকবর্গ একবার স্থিরচিত্তে বি [illegible] করিয়া দেখুন, এই সহজ উপায়ে কায়স্থ-প্রধান যশোহরের বিরাট্ কায়স্থ-সমাজ [illegible] ক্ষাত্র-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে, কি এক গুরুতর কর্ত্তব্য সংসাধিত হয়। [illegible] প্রচারকের প্রচারের আবশ্যক হইবে না, বক্তৃতার প্রয়োজন হইবে না। উক্ত [illegible]

[illegible] করিয়া কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বৃথা ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন! বুঝিব [illegible] কায়স্থজাতি ঘৃণিত-শূদ্রই বটে! দুই চারিজন অর্থবান্ ও পদস্থ হইয়া সহরে গাড়ী [illegible] হাঁকাইতে পারেন, সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদেরই কোটি [illegible] 'জাত্ ভাই' ঘৃণিত শূদ্র! বর্ণাধম শূদ্র! দ্বিজাতির অস্পৃশ্যশূদ্র।

[illegible] অধিক কি, আমরা আগামী মাসিক অধিবেশনের অপেক্ষায় সোৎসুক নেত্রে [illegible] রহিলাম। ঐ সভায় এ "প্রবেদনের" কোন প্রতীকার না হইলে, যশোহরের [illegible] দেরই বা এত মাথা ব্যথা কেন?" এরূপও অনেক স্থলে শুনা গিয়াছে। [illegible] স্থানের (যথা সিঙ্গিয়া-মনোখালী-পরমেশ্বরপুর সমাজ, দিঘলিয়া সমাজ প্রভৃতি, তাঁহারা কেহ উপবীত গ্রহণ করিলে যে, যশোহরের প্রত্যেক কায়স্থ-সমাজ অচি [illegible] কায়স্থ-সমাজে, এমন শত সহস্র প্রচারকের সৃষ্টি হইবে, যাহারা বজ্রনিনাদে উপবীতী হইবেন ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহন করিবেন, এ বিষয়ে কোথায়ও [illegible] প্রচার করিবে, "কায়স্থ জাতি, এই হৃদয়-হীন কায়স্থ জাতি, এই শিক্ষিতাভি- নাই।

[illegible] কপট কায়স্থ-জাতি, ঘৃণিত শূদ্রই বটে! তাহারা কস্মিন্কালও ক্ষত্রিয়ের [illegible] নিকটেও বাস করিত না! নতুবা, তাহারা এত দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া [illegible] চেতনবৎ পড়িয়া রহিত না! তাহারা শত স্বজাতীয়ের লাঞ্ছনা, পীড়ন দেখিয়াও [illegible] দেখার মত অপর দিকে মুখ ফিরাইতে পারিত না! তাহারাই নেতা হইয়া, [illegible] হইয়া, অর্থলোভে, স্বার্থের মোহ-মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া, (অধম শূদ্রের ন্যায়) [illegible] স্বজাতীয়কে অন্যায়রূপে দলিত করিতে পারিত না! বিধাতৃ-প্রদত্ত শক্তির অপ- [illegible] পাশ্চাত্য-শিক্ষার পণ্ডত প্রতিপন্ন করিত না!"

[illegible] তাই যদি হয়, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিব,—বর্ত্তমান কায়স্থ জাতি, সেই [illegible] প্রতাপাদিত্য-সীতারামের জাতি নহে! সে জাতি তাঁহাদেরই সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া [illegible] হে! ইহা তাহারই শোচনীয় প্রেতমূর্ত্তি!!

শ্রীগোপালচন্দ্র বাচস্পতি।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-ভেদে জীবের দেহরূপ আবরণ তিনটী। প্রথম আবরণ কারণ-

ঈশ্বর জড়দেহ অবলম্বন করিয়া ও তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন ইহা জীবের অনুভব হইতেই বুঝা যায়

শরীর তাহার উপরের দ্বিতীয় আবরণ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর, তাহার উপরের তৃতীয় স্থূলাবরণ স্থূলশরীর। ইহার প্রত্যেকটি আবরণই অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত যন্ত্র বিশেষ এবং তাহাতে প্রত্যেক জীবের স্বীয় কর্ম্ম-সংস্কারের ছাপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ত্রিবিধ শরীর-যন্ত্র-সংসৃষ্ট ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও ভোগের সংস্কার ও স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-ভেদে ত্রিবিধ। এই ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও ভোগ সংস্কারের ত্রিবিধ প্রকারের অনুভূতি দ্বারাই এই যন্ত্রত্রয় যে (বাহ্য আবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া) যথাক্রমে স্থূল সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

প্রথম কারণ আবরণশরীর অবিদ্যানির্ম্মিত। মহাপ্রলয়াবস্থায় প্রকৃতিতে অবস্থিত বিশ্বময় জীবের কর্ম্ম-সংস্কারের বীজরাশি সৃষ্টিকালে ভগবানের সংকল্প প্রভাবে ভাসিয়া উঠে এবং ভগবানের শক্তি মায়ার একাংশরূপে প্রকাশিত হয়। মায়ার এই অংশ জীবসমূহের কর্ম্ম-সংস্কারের দ্বারা আবিল থাকে বলিয়া ইহা প্রকৃতির মলিন সত্ত্ব এবং ইহার নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই অবিদ্যা দ্বারাই এই প্রথম আবরণ কারণশরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। অবিশেষ ভাবে অনন্ত জীবের কর্ম্ম সংস্কারের আধি-লতা ইহাতে আছে বলিয়া কেবল এই আবরণে জীব আচ্ছাদিত থাকিলে জীবের বহুবিধ খণ্ডভাবের অনুভূতির সংস্কার লাগিতে পারে না। এই জন্য সুষুপ্তিকালে জীব যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে নিদ্রিত থাকিয়া কারণ শরীরে জাগ্রত বা উদ্বুদ্ধ থাকে তখন তাহার বিবিধ খণ্ডজ্ঞানের কোনরূপ সংস্কারই থাকে না। কেবল তিনটী বিষয়ে তাহার জ্ঞান থাকে। (১) প্রকৃতিভাবাপন্ন হইয়া তাহার বিভুস্বরূপ দূর হইয়া যে অনুভাবাপন্ন "আমি" হইয়াছে এই "আমার" বা অহংজ্ঞান এবং (২) তাহার কারণ-শরীরেও যে সুখস্বরূপ পরমাত্মা আছেন, তাঁহার স্পর্শে সুখ-রসাস্বাদনের বা "সুখের" জ্ঞান এবং (৩) অবিদ্যার উপস্থিতির বা অজ্ঞানে যে ঢাকা ছিল সেই "অজ্ঞানের" জ্ঞান—এই তিনটী জ্ঞানই কেবল তাহার হয় এবং এই অনুভূতিত্রয়ের সংস্কার লইয়া সে জাগরিত হয়। কারণ, কেবল অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হইতে পারে। তাই, সে জাগরিত হইলে তাহার যে এই ত্রিবিধ অনুভূতি হইয়াছিল সে তাহার সাক্ষী দেয়—আমি সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম।

দ্বিতীয় আবরণ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর বা চিত্ত-যন্ত্র—ইহা অন্যান্য বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়-যুক্ত মনোবুদ্ধি অহঙ্কারের সংস্কার সমষ্টি দ্বারা গঠিত। এই যন্ত্রটিই স্থূল দেহ মধ্যে যে পরে সংস্থাপিত আকার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এইটিই জীব অতি প্রধান যন্ত্র, ইহার মধ্যেই কারণশরীর অবস্থিত আছে। এই যন্ত্রের মধ্যেই পূর্ব্ব কর্ম্ম সংস্কার সকল সঞ্চিত আছে এবং তন্মধ্যে ক্রিয়মান সংস্কার দ্বারা ক্রিয়া চলিতেছে। ইহা অহং অভিমানযুক্ত ও বিষয়ে সমাসক্ত দেহেন্দ্রিয়ের নিজের মধ্যেই নূতন সংস্কার সকল সঞ্চিত করিতেছে—যন্ত্রস্থিত কামনাময় চৈতন্যকে (যন্ত্রের সুকৌশলে) কর্ম্ম সংস্কারে লিপ্ত করিতেছে এবং অক্লান্ত (জীব চৈতন্যকে) নাচাইতেছে। এই যন্ত্রটি স্থূল দেহে আবদ্ধ থাকিয়া ও ঘটাবরণ ভেদ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও প্রসারিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে এবং সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। জাগ্রতাবস্থায় স্থূল দেহকে বৃত্তি ও স্থূল ভোগে প্রবর্ত্তিত করিতেছে এবং ঐ স্থূল দেহযোগে ঐ স্থূল বৃত্তি ও স্থূল ভোগের নূতন সূক্ষ্ম সংস্কার সকল নিজের মধ্যে সঞ্চয় করিতেছে; সুষুপ্তিতে যন্ত্রাবদ্ধ জীব চৈতন্যকে কারণশরীরযুক্ত আপনার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া এবং পুতুল ভাবাপন্ন করিয়া খণ্ড জ্ঞানের সংস্কার সকল উপকরণ বা উপাদান লইয়া খেলায় লিপ্ত করিতেছে—সূক্ষ্ম ভাবের ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও ভোগ জন্মাইতেছে।

এই চিত্তযন্ত্রই আবার সুষুপ্তি অবস্থায় অনন্তখণ্ডসংস্কার অবিদ্যালিপ্ত (বা ত্যাগ) করিয়া কারণশরীরে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া—"আমি" "সুখ" ও অজ্ঞান অনুভূতির সংস্কার বা স্মৃতি লইয়া জাগরিত হইতেছে। এই যন্ত্রটির মধ্যে ও অজ্ঞানরূপ কারণশরীর রহিয়াছে এবং নিজের খণ্ডসংস্কাররাশি ; তদ্দ্বারা জীব অনুভাবাপন্ন হইয়াছে—উহা ভেদ করিয়া সে বিভু স্বরূপ করিতে পারিতেছে না। এই চিত্তযন্ত্রটি অবিদ্যারূপ কারণশরীরযুক্ত সংস্কার-জীব এই অবিদ্যাযুক্ত সংস্কারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সংস্কার অতি সূক্ষ্ম বলিয়া স্থূল ভূতভেদ করিয়া যাইতে পারে—স্থূলভূত তাহার অস্তিত্বের বিরোধী নহে, সুতরাং জীবের চিত্ত-যন্ত্রকে কোন স্থানে প্রবেশের বাধা জন্মাইতে পারে না। অবিদ্যারূপ কারণ শরীরে লিপ্ত বলিয়া অনুভাবাপন্ন হইয়াছে। বিভুপদার্থ গমনাগমনের ভাব থাকিতে পারে না—ক্ষুদ্র পদার্থেরই গমনাগমনের সংস্কার হয়। চিত্তযন্ত্রস্থিত জীবের অনুচৈতন্য ভাবের এবং বিবিধ খণ্ড জ্ঞানের সংস্কার না থাকিলে তাহা হইলে বিবিধ জড়পদার্থ থাকা সত্ত্বেও বিভুভাবে জীবেরই স্থিতি হইত। ত্রিবিধ শরীর ধ্বংস বা উহার অনু-চৈতন্য ভাবের ও বিবিধ খণ্ড সংস্কার দূর

না হইলে, সেই জন্যই, জীবের মুক্তি বা বিভুভাবে স্থিতি হয় না। জীবের চিত্ত সংস্কারে গণ্ডি ও অবিদ্যাকে (বদ্ধাবস্থায়) অতিক্রম করিতে পারে না ইহা প্রত্যেক জীবেরই অনুভব-সিদ্ধ। আমি কখনও বিলাত দেখি নাই। আমি অদ্বৈতভাবাপন্ন, গমনাগমন করার সংস্কার আমার বর্ত্তমান আছে এবং মনের সূক্ষ্ম সংস্কার স্থূল ভূতকে ভেদ করিতে পারে, তাই ইচ্ছামাত্রই আমার মন গিরি-নদী-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এক মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলাত চলিয়া যায়। কিন্তু তথায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সংস্কার রূপ উপাদান লইয়া তিলার্দ্ধ মধ্যে কল্পনা দ্বারা বিলাতীয় ইমারতাদির রচনা করিয়া সেই বিলাতে প্রবেশ করে। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চিত্তযন্ত্রের ধর্ম্মে লিপ্ত জীব অনুভাব ও সংস্কারের গণ্ডি [illegible] করিতে পারে না। জীবের এই সংস্কার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবিপাক হইতে উৎপন্ন হয়—এই কর্ম্মবিপাকেই তাহার জন্ম হয় ও সে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়।

তৃতীয় আবরণ স্থূল দেহ। জীবের জাগ্রদবস্থায় অন্তঃকরণ বা চিত্ত-যন্ত্র ও [illegible] ইন্দ্রিয় দ্বারা এই স্থূলদেহ চালিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা উহাতে ইন্দ্রিয়গণের [illegible] বৃত্তি হইতেছে এবং জীবের স্থূল ভোগ সম্পাদিত হইতেছে,—উহার সূক্ষ্ম সংস্কার চি[illegible] গ্রহণ করিতেছে। বায়ু যেমন পুষ্পের গন্ধ গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য ভাবে গমন [illegible] মৃত্যুকালে সেইরূপ সূক্ষ্মশরীরী জীবও এই সংস্কাররাশি ও ইন্দ্রিয়শক্তি লইয়া [illegible] গমন করিতেছে—কালে স্থূল ভোগের তীব্র বাসনা বশতঃ পুনরায় স্থূলদেহ [illegible] করিতেছে। সুতরাং জীবের কর্ম্মবিপাকেই জীব সংসারে আবদ্ধ হইয়াছে—সহজ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু অবতীর্ণ ভগবানের কর্ম্ম বিপাক নাই। তিনি নির্লিপ্ত গুণাতীত মায়ার বশে বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা স্বীয় মায়া বা প্রকৃতি অবলম্বনে আপন শরীর সৃষ্টি করিয়া অবতীর্ণ ভগবানের [illegible] ছেন। তাহাতে অবিদ্যা বা কর্ম্মসংস্কারের লেশ নাই। কর্ম্মবিপাক নাই। সুতরাং তাঁহার বিভুস্বরূপের সঙ্কোচ জড়াবরণ কিরূপে করিবে? কেবল জীবের হিতার্থে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি দূর, পাপ বিনাশ এবং সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য,জীব তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া জন্ম কর্ম্ম ভাল করিয়া, জীব সাজিয়া, জগৎকে শিক্ষা দিয়া আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত পুনরায় সংসারে প্রবাহিত করিতে আকার ধারণ করেন। অবিদ্যা ও কর্ম্মসংস্কারযুক্ত [illegible] [illegible]ারী জীবই যখন শত শত জড়পিণ্ড ভেদ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বহুদূর গমন করিতে [illegible]বে, তখন যাহাতে অবিদ্যা বা কর্ম্মসংস্কারের স্থান নাই, সেই চিন্ময় পরম পুরুষ [illegible] আকার ধারণ করিয়াও শত শত জড়পিণ্ডের মধ্যেই যে নিজ বিভুস্বরূপে অবস্থান [illegible]

[illegible] ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। জড় বস্তুই যদি পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব খর্ব্ব করিতে [illegible] তবে অনন্ত-জগতের অস্তিত্ব দ্বারাই সেই নিরাকার বিভুচৈতন্যের সর্ব্বব্যাপিত্ব [illegible] হইয়া যাইত, সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রতিবাদীর এ যুক্তির কোন মূল্য নাই। তাই [illegible]বান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" ৯।৪

[illegible]:—

আমার (স্বেচ্ছাকৃত) জন্ম (জন্মরূপ স্বাভাবিক নিয়মাবলম্বনে প্রকাশ) ও (ধর্ম্ম-[illegible]নরূপ) অলৌকিক কর্ম্ম তত্ত্বতঃ (জীবের উপকারার্থ তাহার মনোবুদ্ধির গোচরীভূত [illegible]লার জন্য আমার জন্ম ও কর্ম্ম যে ভানমাত্র. প্রকৃতপক্ষে আমি যে অজ ও অব্যয় [illegible]লগণের ঈশ্বর, আমার এই সত্য স্বরূপ) যিনি জানেন তিনি দেহাভিমান-ত্যাগ [illegible]রিয়া আমাতেই লীন হন।৯

[illegible] কারণ, যিনি তাঁহাকে এইরূপ তত্ত্বতঃ জানেন, তিনিও আসক্তি ও অহঙ্কার শূন্য [illegible]লিপ্ত হইয়া যান—ভক্তি দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত তাঁহার জ্ঞান-বহ্নি তাঁহার কর্ম্মসংস্কার ও [illegible]র প্রভাব ভস্মীভূত করিয়া দেয়; তিনি সেই নিজ স্বরূপ ভগবানেই স্থিত [illegible]ত করেন।

আমরা অবতারতত্ত্বের এই মীমাংসার সহিত ধর্ম্ম তত্ত্বের আলোচনার উপসংহার [illegible]রিলাম। এখন গীতার প্রতিপাদ্য ও প্রাধান্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই [illegible] শেষ করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিষ্কাম কর্ম্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য। এই নিষ্কাম [illegible]র্ম্মযোগ স্বাভাবিক ও সর্ব্বযোগ সমন্বিত। সাংখ্য-কর্ম্ম-জ্ঞান-ধ্যান-ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত [illegible]গের ফল এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগেই বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বর্ণিত প্রণালীমত এই [illegible]কাম কর্ম্মযোগের সাধন করিলে তৎসঙ্গেই ঐ সমস্ত যোগ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই [illegible]গানুষ্ঠানে কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি দ্বারা সামঞ্জস্যভাবে জীবের চিত্তের পূর্ত্তি (harmonious development) হয়। অন্যান্য যোগের অনুষ্ঠান, সাধন ও ফল যে এই [illegible]কাম কর্ম্মযোগেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ঐ সকল যোগের সাধন দ্বারা ও যে এই [illegible]কাম কর্ম্মযোগের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় তাহা প্রদর্শন জন্য [illegible] সমস্ত যোগের বিষয় অবতারণা করিয়া ভগবান্ তত্ত্বালোচনা করিয়াছেন এবং [illegible]ত ভগবানের শ্রীচরণে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ করিয়া আত্মনিবেদন করিতে [illegible]ছেন।

কর্ম্মযোগের অর্থ এই যে,কর্ম্ম করিয়াও জীবের চিত্ত সমতাতে প্রতিষ্ঠিত ... অথবা এরূপ সুকৌশলে কর্ম্ম করিতে হইবে যেন কর্ম্ম দ্বারা জীবের চিত্তা... হইয়া সমতাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবান্ কর্ম্মের ঐ সুকৌশলকে গৌণার্থে যো... যোগাঙ্গী বলিয়াছেন এবং মুখ্যার্থে চিত্তের সমতাকেই প্রকৃতযোগ বলিয়াছেন। ... সমতা রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিতে হইলে নিষ্কাম হইতে হয়। নিষ্কাম হইতে ... দুটী শত্রুর বিনাশ সাধন করিতে হয়। প্রথম যিনি কর্ম্ম সম্পাদন বা কর্ম্মের ... করিবেন, তাঁহার **কর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কাররূপ** শত্রু ... দ্বিতীয় কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে যে জীবের দুষ্পূর্ণ কামনা হয় এই **পরমশত্রু কামকে বা আসক্তিকে** ধ্বংস করিতে হইবে। কর্ম্ম ও ক... নিরাশ্রয় ভাবে থাকিতে পারে না বলিয়া কর্ম্মকর্ত্তা ইচ্ছা না করিলেও কর্ম্ম তাহা... সংক্রামিত হইবে; তাই, যাঁহাকে কর্ম্মার্পণ করিলে কর্ম্ম আর ফল প্রসব ক... পারে না, তাঁহাকেই কর্ম্মার্পণ করিতে হইবে সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বভাবে ... আবশ্যক এবং যেভাবে কর্ম্মার্পণ করিলে তাহা গৃহীত হয়,সেইরূপ সাত্ত্বিক ভাবে ... অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত করিতে হইবে। এইরূপে ঈশ্বরপরতন্ত্র হইয়া ... সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মসহ অনাসক্ত ও নিরভিমান হইয়া ভগবানের ... দেহেন্দ্রিয় উৎসর্গ করিয়া জীব নির্লিপ্ত হইলে সেই নির্লিপ্ত পরমাত্মাকেই লাভ ক... পারিবে।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত ভাবে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ... লাভ করিতে হইলে গীতায় ভগবান্ যে সকল যোগের তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন... সমস্ত বুঝিয়া জীবের কর্ম্মযোগের সাধনা করিতে হয়।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের বিষাদকে যোগ বলা হইয়াছে। বিষাদ তমো... পরিণতি। সুকৌশলে (যোগাঙ্গরূপে) প্রযুক্ত হইয়া এই বিষাদরূপ হেতু হই... পরিণামে অর্জ্জুনের চিত্তের সমতা লাভ হইয়াছিল, তাই মহাত্মা অর্জ্জুনের এই তা... ভাবও যোগ হইয়াছে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ। বিষাদরূপ তামসিক আবরণ দূর ক... হইলে উহা যে প্রকৃতি হইতে আগন্তুক ও ক্ষণস্থায়ী তাহাও অবিনশ্বর নিত্য ... আত্মার স্বরূপ বুঝাইতে হয়, তাই সাংখ্যযোগের তত্ত্বালোচিত হইয়াছে এবং ... তামসিক অবসন্নতা দূর করিতে হইবে বলিয়া এই অধ্যায়েই কর্ম্ম-যোগের ... করা হইয়াছে।

...তার তৃতীয় অধ্যায় কর্ম্মযোগ। কর্ম্মযোগে কর্ম্মের বিষয়ই বিশেষ আলোচ্য— ...র্ম্ম কি? অবিহিত কর্ম্ম কি? কিরূপ কর্ম্ম কি ভাবে করিলে কর্ম্ম করিয়াও ...য় তাহার তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। কর্ম্ম অপরিহার্য্য তাই যে ভাবে কর্ম্ম ...ত হইলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া সমতাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

...র্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগ। যে সাত্ত্বিক জ্ঞান লইয়া কর্ম্মযোগের সাধনা করিতে ...এবং যাঁহাকে কর্ম্মার্পণ করিতে হইবে সেই বিভুজ্ঞান ও জ্ঞানময় বিভুপদার্থ ...আকার নিরপেক্ষ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহার জন্মকর্ম্ম যে তাঁহার ...গ সঙ্কীর্ণ করিতে পারে না ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে।

...ম অধ্যায়ে কর্ম্ম সন্ন্যাসযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের ফল ...ই কর্ম্মসন্ন্যাস। ফলে আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিলে কর্ম্মত্যাগ করিলেও ...দ হয় না। সুতরাং কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইবার হেতু নাই ইত্যাদি আলো-...য়াছে

...অধ্যায়ের ধ্যান বা অভ্যাসযোগে কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প ত্যাগ করিয়া ...বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই যে প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী তাহা উক্ত হইয়াছে। ...পরিত্যাগ করিয়া যে ভাবে কর্ম্ম করিলে জীব যোগারূঢ় হয় এবং যোগারূঢ় ...যে ভাবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া সমতা অভ্যাস করিবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

...ম অধ্যায়ে বিবিধ খণ্ডজ্ঞান। যে সেই অখণ্ড বিভুজ্ঞানেই গাঁথা বা বর্ত্তমান ...ছে তদ্বিষয় বলিতে হইয়াছে মায়ারচিত এই খণ্ডজ্ঞান সকল সেই এক অখণ্ড ...ময় বিভু পরমাত্মাই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ...সেই জ্ঞানী ভক্ত মায়ারচিত বিবিধ খণ্ডজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই বিভু ...দেই স্থিতি লাভ করেন—জ্ঞানবিজ্ঞান যোগে এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

...তার অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম্ম কি, অধিভূত কি, অধিদৈব ও ...কি এবং অন্তকালে ভগবান্ কিরূপে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞেয় হন তাহা ...ব্রহ্মযোগে বিবৃত হইয়াছে। ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ সুলভ ...র্শিত হইয়াছে।

...ম অধ্যায়ের রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগে ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ও ভক্তির ...স্বভাবের বিষয় বিস্তার করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন। ৭ম, ৮ম ও ৯ম এই ...অধ্যায়ে সেই ভজনীয় পরমেশ্বরের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার বিভূতির ...করিয়াছেন।

দশম অধ্যায়ের বিভূতিযোগে অনন্ত জগৎ ও জগতের সমস্ত পদার্থই যে তাঁহার [illegible] বিভূতি, বিশেষ ভাবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৭ম অধ্যায় হইতে ১০ম অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব এবং জগতের সর্ব্ব পদার্থে যে তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ দর্শন যোগে বিশ্বের অনন্ত বস্তু তাঁহার একাংশে বিজিত রহিয়াছে, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ অনন্ত ভাবের খেলা তাঁহারই মধ্যে চলিয়াছে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহা দেখাইয়া তাঁহার সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি দূর করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যময় পরম পুরুষই যে তাঁহার নিকট উপস্থিত আছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছেন, অর্জ্জুন শেষে ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা না পাইয়া ক্লান্ত ও কাতর হইয়া তাঁহার মধুর মূর্ত্তি দেখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। জীব যখন ভগবানের ঐশ্বর্য্যের [illegible] না পাইয়া আত্মহারা হইয়া যায়, তখনই তাহার ভগবানের মাধুর্য্য রসাস্বাদন করিবার [illegible] চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে; তাই ভগবান্ দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগে মানুষ তাঁহাকে যে ভাবে গ্রহণ করিতে পারে পুনরায় সেই সৌম্য মানুষ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তিযোগে সগুণ ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া তাঁহার মাধুর্য্য রসাস্বাদন কিরূপে করিতে হয়, সেই পরাভক্তি মহাভাবের শিক্ষা দেওয়ার [illegible] ভক্তাবতার মহাপ্রভু এই অধ্যায়ের অভিনয় করিয়া জগতে প্রেমামৃতনদী প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ জন্য তাঁহাকে জানা যেমন আবশ্যক, তাঁহার শক্তি মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য তৎসম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক যোগের অবতারণা করিয়াছেন।

মোক্ষার্থী ভক্তিনিষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া সাত্ত্বিকভাবে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও সাত্ত্বিক ভাবে ভগবানে কর্ম্মার্পণ করা আবশ্যক;—তাই, ভগবান্ অধ্যায়ে তিনটী গুণ ও তাহাদের প্রভাব ও কার্য্য বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন।

সাত্ত্বিক বিভুজ্ঞানযোগে যাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে এবং অব্যভিচারিণী ভক্তি যোগে যাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ করিতে হইবে, সেই সগুণব্রহ্ম ভগবান্ যে [illegible] ভূতরূপ ক্ষর পদার্থের ও কূটস্থ অক্ষর পুরুষের অতীত পরমাত্মারূপ পুরুষোত্তম [illegible] তাঁহাকে সংসার অশ্বত্থের মূল ছেদন করিয়া যে ভাবে লাভ করিতে হইবে, প্রকৃতি [illegible] নিরন্তর পরিণামের মধ্যেও তিনিই যে সকলের অবিনাশী কারণরূপে সকলকে [illegible] পালন ও গ্রহণ করিতেছেন এবং সংসারাবর্ত্তে পতিত ও সংসারে প্রবাহরূপে [illegible] সগুণ ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া তাঁহার মাধুর্য্য রসাস্বাদন কিরূপে করিতে হয়, সেই পরাভক্তি মহাভাবের শিক্ষা দেওয়ার [illegible] ভক্তাবতার মহাপ্রভু এই অধ্যায়ের অভিনয় করিয়া জগতে প্রেমামৃতনদী প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ জন্য তাঁহাকে জানা যেমন আবশ্যক, তাঁহার শক্তি মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য তৎসম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক যোগের অবতারণা করিয়াছেন।

মোক্ষার্থী ভক্তিনিষ্ঠ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া সাত্ত্বিকভাবে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ও সাত্ত্বিক ভাবে ভগবানে কর্ম্মার্পণ করা আবশ্যক;—তাই, ভগবান্ অধ্যায়ে তিনটী গুণ ও তাহাদের প্রভাব ও কার্য্য বিভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন।

সাত্ত্বিক বিভুজ্ঞানযোগে যাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে এবং অব্যভিচারিণী ভক্তি যোগে যাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ করিতে হইবে, সেই সগুণব্রহ্ম ভগবান্ যে [illegible] ভূতরূপ ক্ষর পদার্থের ও কূটস্থ অক্ষর পুরুষের অতীত পরমাত্মারূপ পুরুষোত্তম [illegible] তাঁহাকে সংসার অশ্বত্থের মূল ছেদন করিয়া যে ভাবে লাভ করিতে হইবে, প্রকৃতি [illegible] নিরন্তর পরিণামের মধ্যেও তিনিই যে সকলের অবিনাশী কারণরূপে সকলকে [illegible] পালন ও গ্রহণ করিতেছেন এবং সংসারাবর্ত্তে পতিত ও সংসারে প্রবাহরূপে [illegible] জীবও যে তাঁহারই অংশ ১৫শ অধ্যায়ের পুরুষযোগে ভগবান্ এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন।

আসুরপ্রকৃতি দূর করিয়া এবং দৈবসম্পদশালী হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাই, ভগবান্ ১৬শ অধ্যায়ে প্রকৃতি ভেদ বা দেবাসুরা বিভাগযোগের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

প্রত্যেক জীবেরই পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার বশতঃ বিশেষ বিশেষ গুণের প্রাবল্য থাকাতে সকলের শ্রদ্ধা এবং সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে ত্রিবিধ। তাই তাহাদের দেবতা, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ভাব, স্বভাব, পান, ভোজন, যজ্ঞ, তপস্যা, মন্ত্রাদি উক্ত শ্রদ্ধানুযায়ী ত্রিবিধ ভাবেরই হইয়া থাকে। যাহাদের সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা তাহাদিগকে শাস্ত্রার্থ অনুসরণ করিয়া, পূর্ণ সংস্কার পরাভূত করিয়া সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাবলম্বী হইয়া যোগ সাধন করিতে হইবে। ১৭শ অধ্যায়ের শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ বা আচার-বিবেক-যোগে ভগবান্ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কারণ, যোগনিষ্ঠ ব্যক্তিকে

গীতা ১৮শ অধ্যায়ে মোক্ষযোগে সমস্ত গীতার সারতত্ত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তামসিক বিষাদযোগে গীতার আরম্ভ হইয়া চিত্তের সমতা লাভান্তে মোক্ষযোগে গীতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। বিষাদ জন্য অর্জ্জুনের মোহ দূর হইয়া চিত্তের সমতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভগবানের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া মোক্ষলাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন:—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদন্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥" ৭৩

গীতা ১৮শ অঃ।

গীতার নিষ্কাম কর্ম্মাযোগানুষ্ঠানেই যে সমন্বিত ভাবে সর্ব্ব যোগই অনুষ্ঠিত হয় পাঠক দেখিয়াছেন। গীতার ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্ব্বজননী? ও স্বাভাবিক জীবের বর্ণিত ধর্ম্ম সার্ব্ব- কর্ম্মের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক এবং কর্ম্ম অপরিহার্য্য। জীবের স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠ। বৃত্তি প্রবৃত্তির গতি বহির্মুখী। নিরন্তর কর্ম্মহীন হইয়া প্রবৃত্তির গতিকে রোধ বা অন্তর্মুখী করিয়া জগচ্চক্রের গতিরোধ করা বা সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত কার্য্য করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে এবং তাহা অতি কষ্ট-। বৈদান্তিক জ্ঞানীর মত জগৎরূপ দৃশ্য বিরক্তির চক্ষে দেখিয়া তাহা বারে মুছিয়া দেওয়া ভগবানের অভিপ্রেত হইলে সেই লীলাময়ের জগৎরূপ ের প্রয়োজনই ছিল না। ভগবানের এ-লীলার সার্থকতা আছে। যে কর্ম্ম?

কর্ম্মও প্রবৃত্তিপথে পরিভ্রমণ করিয়াও জীবকে অকর্ম্মাবস্থায় ও নিবৃত্তি
সংস্থাপিত করিয়া মুক্তি প্রদান করে সেই কর্ম্ম ও সেই ভাবের সাধনপ্রণা
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যে জ্ঞান প্রতিখণ্ড জ্ঞানের মধ্যে সেই অখণ্ড জ্ঞান ও জ্ঞান
জ্ঞাতাকে দর্শন করে এবং যে ভক্তি প্রতি পরমাণুতে ও তদতীত প্রদে
ভগবানের বিভু পরমানন্দস্বরূপানুভব করিয়া জীবকে আনন্দাশ্রুতে অভিষি
করে এবং তাহাকে ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করায়, সেই জ্ঞান ও সে
ভক্তিই প্রকৃত সাত্ত্বিকী জ্ঞান-ভক্তি। যে জ্ঞান জগৎ মুছিয়া দেয় বা কেবল খণ্ড
জ্ঞানে বিভক্ত দেখে, যে ভক্তি সর্ব্বত্র সেই সচ্চিদানন্দময়ের পরমানন্দ স্বরূপ
(আকার নিরাকার নিরপেক্ষ ভাবে) অনুভব করিতে পারে না—কেবল আধা
বিশেষে বা নিরাধারে আবদ্ধ অনুভব করে, সে জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান নহে,
ভক্তিও সাত্ত্বিকী ভক্তি নহে। যে উপাসক আকার মধ্যে ভগবানের অভি
অনুভব করে না, কেবল নিরাকার ভাবে অনুভব করিতে চায় অথবা যে উপাস
কেবল সাকার মধ্যেই ভগবানের সত্বানুভব করে, নিরাকার ভাবে সত্বানুভব করি
চায় না, ইহারা উভয়েই একদেশদর্শী—সাত্ত্বিক উপাসক নহেন এবং উভয়
একই শ্রেণীর কুসংস্কারবিশিষ্ট। গীতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমত সার্ব্বভৌম সার্ব্বজনীন
ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহা কর্ম্ম ও অনন্ত প্রবৃত্তির মধ্যে থাকায় এবং সমাধিরূপ
ধ্যানাভ্যাস করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য দূর ও ঐ সমতাবস্থা দূর করিবার এবং জ্ঞানময়
পরমানন্দে স্থিতির উপায়।

ভগবান্, দীনবন্ধো! গীতা তোমার পবিত্র হৃদয়। আমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে
প্রবল আবেগে মোহপ্রাপ্ত বিবেচনাশূন্য হইয়া তোমার সেই পরম প্রেম ও জ্ঞানময়
ত্রিলোকপাবনহৃদয় স্পর্শ করিয়াছি! না জানি তোমার কোন পবিত্র বাক্যের
কোন কদর্থ করিয়া তোমার সেই পবিত্র সুধাময় হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিয়াছি;
তাই, বারবার ভয়ে ভীত হইতেছি। আবার মনে আশা হইতেছে—যে দুঃসাহসিক
কার্য্য করার জন্য তুমিই আমার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি করিয়াছ—যে বুদ্ধির প্ররোচনায়
বুদ্ধির শক্তি অনুযায়ী আমি শাস্ত্র ও মহাজন বাক্য ও নিজের অনুভূতির অনুধা
করিয়া তোমার পবিত্রহৃদয়স্পর্শ করিয়াছি, সেই বুদ্ধিসম্ভূত ফল একমাত্র
তোমারই প্রাপ্য এবং তুমিই তাহা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবে। তুমি পাতক-
পাবন, অনন্ত বিশ্ব ও তৎসহ কত পাপী তাপীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ!
হে করুণাময়! আমি জ্ঞান ভক্তিহীন সর্ব্বাপেক্ষা পাপী ও অতি সন্তপ্ত, তাই
আশা হইতেছে—এই ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা অনন্তদোষবিশিষ্ট হইলেও তোমার করুণার

অনন্ত দোষই দূর হইবে এবং উহাসহ এই তাপিত পাপীর আত্মসমর্পণ,
করুণাসিন্ধো! তোমাতে স্থান পাইয়া তোমার করুণাময় সন্তাপহারী পাতকি-পাবন
নামের সার্থকতা করিবে।

ওঁ

সচ্চিদানন্দায় শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

প্রার্থনা :—

আমি তপ্ত, তুমি দয়াসিন্ধু সুধাময়,
আমি পাপী, তবস্পর্শে পাপ দূর হয়।
তাত, মাতা, সুতা, সুত ধার্ম্মিক সুজন
"অক্ষয়" লভিল, মম যে তব চরণ,
সে পদে রাখিয়া কর পাপ তাপ ক্ষয়—
ত্রিতাপ হইল নাশ, শীতল হৃদয়;
যোগাঙ্গে বিষাদ মম হর্ষে পরিণত
চির সমতাতে চিত্ত কর প্রতিষ্ঠিত,
নিরুপায় আমি, পদে নমি বার বার
চিরতরে দেও স্থান চরণে তোমার।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্।

চন্দন ধেনু।

পতি পুত্রবতী রমণীর মৃত্যু হইলে চন্দনধেনু দান করা প্রাচীনগণের অনুমোদিত
বর্ত্তমতে এক পুত্র স্থলে বৃষোৎসর্গ করিতে হয়। একাধিক পুত্র বিদ্যমানে সক্ষম
স্থলে জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দনধেনু দান ও অন্য পুত্রেরা বৃষোৎসর্গ করিবে। উভয় কর্ম্মে
অশক্ত হইলে কেবল বৃষোৎসর্গ করাই উচিত। ৬৯ বর্ষের অধিক বয়স্কা নারীর মৃত্যু
হইলে প্রাচীন মতেও বৃষোৎসর্গ করা ব্যবস্থা। তদৃশ স্থলে চন্দন ধেনু দান
করিবে না।

যজমান চতুর্দ্দাশাশান্তি প্রভৃতি অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনের কার্য্যাদি সমাপনান্তে বেদী
সন্নিধানে উত্তরাস্য অর্থাৎ উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া গণেশাদিকে গন্ধ পুষ্প দিয়া

—"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ চন্দনাঙ্কিতধেনুদানকর্ম্মণিওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু,ওঁ পুণ্যাহং ইত্যাদি ক্রমে স্বস্তি বাক্য বলিবেন। পরে সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প "বিষ্ণুরোম্ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রয়াঃ প্রেতায়াঃ অমুক্যা অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রয়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকী দেব্যাঃ প্রেতলোকবিমুক্তিপূর্ব্বকস্বর্গগমনকামঃ সোপকরণচন্দনাঙ্কিতধেনুদান মহং করিষ্যে॥" পরে কাণ্বোশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে। পরে কুশ জলাদি লইয়া "অদ্যেত্যাদি চন্দনাঙ্কিত ধেনুদানজন্যহোমীয়হবি রক্ষয়ত্বকামো দশধা মহাভারত নামোচ্চারণমহং করিষ্যে" "মহাভারত" এই বাক্য দশবার জপ করিবে। তৎপর ব্রহ্মাবরণ করিবে।

বরণ—যজমান উত্তর মুখ ব্রহ্মাকে গন্ধপুষ্প বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া উহার জানু ধারণ করিবে "অদ্যেত্যাদি অমুক গত্রয়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকী দেব্যা অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি মৎসঙ্কল্পিতসোপকরণ চন্দনাঙ্কিতধেনুদানকর্ম্মাদি হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণমভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে" ব্রহ্মা বলিবেন, "ওঁ বৃতোঽস্মি" এই প্রণালীতে হোতা, তন্ত্রধার, সদস্যকে বরণ করিতে হয়।

পরে বৃষোৎসর্গ লিখিত বিধানে পঞ্চগব্য শোধন ঘট স্থাপন ও গণেশাদির অর্চ্চনা করত বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ও রুদ্রের পূজা করিবে। তৎপরে যথা বিধানে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক বৃষোৎসর্গ পদ্ধতি ক্রমে হোমাদি সমাধা করিবে।

প্রকৃত কর্ম্ম। সবৎসাধেনুকে বেদীর নিকটে পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া রাখিবে। তৎপরে হোতা কুশা দ্বারা শ্বেতচন্দন লইয়া "ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ বীরান্ হবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদসি ত্বা হবামহে" এই মন্ত্রে ধেনুর বামপদ মূল স্থানে ষড়ঙ্গুল প্রমাণ ত্রিশূল অঙ্কিত করিবে। পুনরায় কুশা দ্বারা চন্দন গ্রহণ করিয়া "ওঁ বৃষাহ্যসি ভানুনা দ্যুমন্তং ত্বা হবামহে। পবমানঃ স্বর্দৃশম্" এই মন্ত্রে ধেনুর দক্ষিণ পাদ মূলে পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত গোলাকারচক্র অঙ্কিত করিতে হয়।

এই সময় যজমান বেদীর ঈশান কোণে সবৎসাধেনু চিহ্নিত যুপ আরোপণ করাইবে।

তৎপরে যজমান বৃষোৎসর্গোক্ত বৃষস্নান মন্ত্রে ধেনুকে স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—"ওঁ একো বৃষা বিরাজতি। ওঁ য একোঽদ্বিতীয়তে বসু মর্ত্ত্যায় দাশুষে। ঈশানোঽপ্রতিষ্কুত ইন্দ্রোঽঙ্গঃ" পরে বস্ত্রদ্বারা ধেনুর দেহ মার্জ্জনা করত গন্ধ দ্রব্য, চন্দন পুষ্পাঞ্জলি সিন্দুর, গোরোচনা, স্বর্ণ শৃঙ্গদ্বয়, রৌপ্য ক্ষুর, কাংস্য ক্রোড় তাম্রপৃষ্ঠ,

বর্ণা চামর, বস্ত্র, প্রবাল, ও মণিমাণিক্যাদি দ্বারা ধেনুকে অলঙ্কৃত করিয়া "এতৎ পাদ্যং ওঁ ধেনবে নমঃ" ইত্যাদি রূপে পাদ্যাদি দ্বারা ধেনুর অর্চ্চনা করিয়া বৃষোৎসর্গোক্ত শ্রাব্য মন্ত্র তিনটী পড়িবে। যথা ১। "ওঁ সত্য মিথ্যা বৃষোদসি," ২। বৃষাসোমত্ব্যমাং অসিবা বৃষাদেব দ্যুমাং অসি" ৩। ওঁ কাম্যাসি প্রিয়াসি।"

তৎপরে ধেনুকে পূর্ব্বামুখী করিয়া বস্ত্র দ্বারা যুপে বান্ধিবে। পরে যজমান উত্তর মুখী হইয়া ধেনুর মস্তকাদি ক্রমে অঙ্গদেবতার পূজা করিবে। যথা শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ "এইরূপ ললাটে—বৃষধ্বজায়।" কর্ণয়োঃ অশ্বিনীকুমারাভ্যাম্, চক্ষুষোঃ শশিভাস্করাভ্যাম্, জিহ্বায়াং সরস্বত্যৈ। দন্তে বসুভ্যঃ। ওষ্ঠয়োঃ সন্ধ্যাভ্যৈ। গ্রীবায়াং নীলকণ্ঠায়, হৃদি স্কন্দায়, রোমকূপেষু ঋষিভ্যঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—কুবেরায়। বামপার্শ্বে—বরুণায়। রোমাগ্রে রশ্মিভ্যঃ। উরুষু—ধর্ম্মায়। জঙ্ঘাসু অধর্ম্মায় শ্রোণিতটে পিতৃভ্যঃ। খুর মধ্যে গন্ধর্ব্বেভ্যঃ। খুরাগ্রে অপনাবোভ্যঃ। লাঙ্গুলে দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ। গোময়ে মহালক্ষ্ম্যৈ গোমূত্রে গঙ্গায়ৈ, পয়োধরেষু চতুঃসাগরায়।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিবে। ওঁ ইন্দ্রস্য চ ত্বমিন্দ্রাণী বিষ্ণোলক্ষ্মীশ্চ বা স্থিতা। রুদ্রস্য গৌরী, যা দেবী সা দেবী বরদাস্তমে। ওঁ যা লক্ষ্মী লোক পালানাং যাচ দেবেষ্ববস্থিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু। ওঁ সর্ব্বদেবময়ী গোষ্ঠী সর্ব্বলোকময়ীতথা ধেনুরূপেণ সা দেবী তস্যাঃ স্বর্গং প্রযচ্ছতু॥

পরে যজমান "ওঁ আচার্য্যায় নমঃ" বলিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সম্প্রদানীয় হোম কর্ত্তা আচার্য্যকে অর্চ্চনা করিবে। "ওঁ রুদ্রায় নমঃ" বাক্যে অধিপতি দেবতাকে অর্চ্চনা করত ত্রিপত্র দ্বারা ধেনুর অঙ্গে জলের ছিটা দিয়া ধেনু দান করিবে। যথা—সবস্ত্রালঙ্কৃতবৎস সহিতচন্দনাঙ্কিতধেনবে নমঃ" এই প্রণালীতে বারত্রয় প্রোক্ষণ ও পূজা করিয়া "এতদধিপতয়ে রুদ্রায় নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় আচার্য্যায় নমঃ" গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বাক্য করিবে বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুক্যাঃ অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুক্যাঃ প্রেতলোকবিমুক্তিপূর্ব্বকস্বর্গলোকগমনকামঃ এতাং সবস্ত্রালঙ্কৃতচন্দনাঙ্কিতং সবৎসাং ধেনুং রুদ্রদেবতাকাং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে আচার্য্যায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদামি। কর্ত্তা আচার্য্যহস্তে জল দিবেন। গৃহীতধেনুর পুচ্ছ ধরিয়া সপ্তণব গায়ত্রী পাঠ করত "ধেনু রিয়ং রুদ্র দেবতাকা" বলিবে এবং কামস্তুতি পাঠ করিবে যথা—

"ওঁ দ্যৌস্ত্বাপরিদদাতু পৃথিবীত্বা পরিগৃহ্লাতু। ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামৈতত্তে তব কাম শতাং-ভুঞ্জামহৈ"

অনন্তর যজমান দক্ষিণ মুখ ও বিপরীত উত্তরীয় হইয়া ধেনুপুচ্ছ গলিত সলিলদ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে যথা—ওঁ অমুক গোত্রাং প্রেতাং অমুকী দেবীং এতৎ সলিলচন্দনাঙ্কিত ধেনুপুচ্ছগলিতোদকেন তর্পয়ামি। পুনর্ব্বার ঐ ক্রমে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা মন্ত্র তিনবার তর্পণ করিবে। যথা "ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যে বন্ধুভ্যশ্চাপি তৃপ্তয়ে, মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিৎ যে চান্যে পিতৃপক্ষগাঃ গুরু শ্বশুর বন্ধূনাং যে কুলে চ সমুদ্ভবাঃ যে প্রেতভাবমাপন্না যে চ শ্রাদ্ধবিবর্জ্জিতাঃ ধেনূৎসর্গেণ তে সর্ব্বে লভন্তাং প্রীতিমুত্তমাম্॥

ধেনু দানের দক্ষিণা—দক্ষিণা অর্চ্চনা করিয়া অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সালঙ্কৃত সবৎসধেনুদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং তৎগো মূল্যং কাঞ্চনমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে আচার্য্যায় ব্রাহ্মণায়ে তুভ্যমহং সম্প্রদদামি" আচার্য্য "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া দক্ষিণা লইবেন। অনন্তর বৃষোৎসর্গোক্ত মাতা পোক্ষী প্রভৃতি রুদ্রাধ্যায় ঋক চতুষ্টয় এবং বামদেব্য মন্ত্র লইয়া পঞ্চদশ সংখ্যায় লিখিত শ্রাব্য মন্ত্র সকল পাঠ করিবেন।

তৎপরে হোতা উদীচ্য কর্ম্ম করিবেন,—সঙ্কল্পে অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুক্যাঃ অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেব শর্ম্মণঃ (যজমানের নামোল্লেখ করিয়া) সঙ্কল্পিত সোপকরণ চন্দনাঙ্কিত ধেনুদান কর্ম্মণি হোম কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করেষ্যামি।"

উদীচ্য কর্ম্ম সমাধান্তে যজমান বরণ দক্ষিণা প্রদান করিয়া "অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সং সঙ্কল্পিত সোপকরণ চন্দনাদি সবৎস ধেনু দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং ইত্যাদিক্রমে মূল দক্ষিণা দান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ বৈগুণ্য সমাধান ও বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

উদীচ্যকর্ম্ম প্রথমতঃ নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয় যথা ওঁ অদ্যেত্যাদি (অমুক কর্ম্মণি) শ্রাদ্ধ কর্ম্মণি যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শাট্যায়ন হোমমহং কুর্ব্বীয়" এইরূপ সঙ্কল্প করত কৃতাঞ্জলি হইয়া "অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" বলিয়া অগ্নির নামকরণ এবং "ওঁ পিঙ্গাক্রিশ্মশ্রুকেশাক্ষঃপীনাক্ষজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ শক্তিধারকঃ॥ বলিয়া অগ্নির ধ্যান করিবে।

পরে বিধূনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ॥ ইত্যাদিরূপে আবাহন ও অর্চ্চনান্তে একটী ঘৃতাক্ত প্রাদেশ পরিমিত সমিধ আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে।

পরে নিম্নোক্তরূপে শাট্যায়ণ হোম করিবে অর্থাৎ নিম্ন নয়টী মন্ত্রে নয়টী আহুতি দিবে—যথা

১। প্রজাপতিঋর্ষিরগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ।

২। ওঁ পাহিনোঽগ্নে এনসে স্বাহা।

প্রজাপতিঋর্ষির্ব্বিশ্বদেবা দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহিনো [illegible]বেনসে স্বাহা।

৩। প্রজাপতিঋর্ষির্ব্বিভাবসুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞং [illegible]হি বিভাবসো স্বাহা॥

৪। প্রজাপতিঋর্ষিঃ শতক্রতুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সব্যং [illegible]হি শতক্রতোঃ স্বাহা।

৫। প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। [illegible]গাহিনোঽগ্নে একয়াপাল্যত দ্বিতীয়য়া পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জ্জাং পতে পাহি চতুর্ভির্বসো স্বাহা।

৬। প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। [illegible]পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব পুনরগ্নে ইষায়ুষা পুনর্ণঃ পাহ্যহসঃ স্বাহা॥

৭। প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। [illegible]ঊর্জ্জা নিবর্ত্তস্বাগ্নে পিনুষ ধারয়া বিশ্বপসাবিশ্বতঃ পরিস্বাহা॥

৮। প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। [illegible]জ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথঃ॥

৯। প্রজাপতিঋর্ষির্বিংপংক্তিশ্চছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যোবিশ্বাজাতানি পরি তা বভূব। যৎ কামাস্তে [illegible]জুহুমস্তন্নোঽস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ স্বাহা॥

পরে প্রাদেশ পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ লইয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে, এবং মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। পরে প্রাদেশ পরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ্ লইয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে এবং নিম্নলিখিত নয়টী মন্ত্রে নবগ্রহ হোম করিবে॥

১। ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্ন মৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা [illegible]রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা।

২। ওঁ ইমং দেবা অসপত্নং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যৈষ্ঠায়, মহতে [illegible]রাজায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্য পুত্রমমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশে স্বাহা।

৩। ওঁ অগ্নি মূর্দ্ধা, দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিন্বতি [illegible]।

৪। ওঁ উদ্ বুধ্যস্বাগ্নেপ্রতি জাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সংসৃজেথা ময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধ্যস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা।

৫। ওঁ বৃহস্পতে অতিযদর্য্যা অর্হাৎ দ্যুম দ্বিভাতিক্রতুমজ্জনেষু। যচ্ছী রচ্ছবস ঋতপ্রজাত তস্মাদস্মাসু দ্রবিণং দেহি চিত্রং স্বাহা।

৬। ওঁ অন্নাৎ পরিশ্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিব্য, ক্ষাত্রং পয়ঃৎ সোমং প্রজাপতি ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধস. ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা।

৭। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। সংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা।

৮। ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্র-তনু, সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা।

৯। ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থা স্বাহা।

তৎপরে নিম্নলিখিত ১০টী মন্ত্রে ইন্দ্রাদি দশ দিকপালের হোম করিবে যথা—

১। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ২। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ৩। ওঁ যমায় স্বাহা, ৪। ওঁ নৈঋতায় স্বাহা, ৫। ওঁ বরুণায় স্বাহা, ৬। ওঁ বায়বে স্বাহা, ৭। ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ৯। ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ৯। ওঁ ব্রাহ্মণে স্বাহা, ১০। ওঁ অনন্তায় স্বাহা।

অনন্তর নিম্নলিখিত ৭টী মন্ত্রে প্রত্যক্ষ দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিবে। ১। ওঁ নারায়ণায় স্বাহা ২। ওঁ লক্ষ্মৈ স্বাহা ৩। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা ৪। ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা ৫। ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা ৬। মনসায়ৈ স্বাহা ৭। ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা।

পরে ঘৃতাক্ত একটি সমিধ্ বহ্নিতে প্রদান পূর্ব্বক জানু যুগল তুলিয়া বসিবে এবং জলাঞ্জলি লইয়া অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। যথা—প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্ব কেতপূঃ কেতন্ন পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্ন স্বদতু॥

পরে পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্থণ্ডিলের নৈঋত দিগ্ ভাগ হইতে অগ্নিকোণ যাবৎ জলধারা দিবে। যথা—প্রজাতিঋষি অদিতিদ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ আদিতে অন্ব মংস্থাঃ॥

পরে আবার জল লইয়া নৈঋর্তকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত দিবে। মন্ত্র যথা প্রজাপতিঋষিরনুমতিদির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অন্ব মংস্থা।

পুনর্ব্বার বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ যাবৎ জলধারা দিতে হয়; যথা— প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতীদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্ব মংস্থা।

পরে গুটিকতক প্রাদেশ পরিমিত আস্তরণ কুশা করদ্বয় দ্বারা চিৎভাবে মুষ্টিযোগে লইয়া নিম্নমন্ত্রে উক্ত কুশাগুলির অগ্র মধ্য ও মূলে, বারত্রয় ঘৃত সংলগ্ন করিবে। যথা প্রজাপতিঋষির্ব্বায়ুর্দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহানা বন্তু-ষ্টুঃ।

পরে ঐ কুশাগুলি বামকরে লইয়া জলাভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক নিম্নমন্ত্রে অগ্নিতে দিবে। ইহার নাম দর্ভজুটিকাহোম। মন্ত্র যথা প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপছন্দোরুদ্রোদেবতা দর্ভ জুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতী রুদ্রাস্ত্বন্তি চরো বৃষা। পশূন-স্মাকং মা হিংসীরেত দস্তুহুতঃ তব স্বাহা।

পরে "অগ্নে ত্ব মৃড়নামাসি" মন্ত্রে বহ্নির নামকরণ, আবাহন ও গন্ধমাল্য, বস্ত্র, তাম্বুলাদি দ্বারা পূজা শেষ করত, ফল পুষ্প সমন্বিত প্রচুর ঘৃত কুশীতে গ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণাহুতি দিবে। মন্ত্র যথা—

প্রজাপতিঋষির্ব্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা যশস্কামদিনি প্রয়োগে বিনি-য়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহুমি যহস্মৈজুহোতি বর মস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা মিলোকে স্বাহা।

তৎপরে পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। মন্ত্র যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ॥" এই প্রকার অর্চ্চনা করত—"অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মাঙ্গ কর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং ব্রাহ্মণে ভুভ্য-সম্প্রদদামি॥

পরে "ব্রাহ্মণ ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে বহ্নিতে ও জলাভ্যুক্ষণ করত বিসর্জ্জন করিয়া বহ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি দিয়া "পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" বলিবে। পরে স্রুব বা স্রুকের দ্বারা স্থণ্ডিলের ঈশানদিক হইতে শিলায় দিয়া নিজের ললাটে ও যজমানের কপালে তিলক দিবে। মন্ত্র যথা। (ললাটে) ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্ (কণ্ঠে) ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং (বাহুমূলে) ওঁ অঙ্গানাংত্র্যায়ুষম্ (হৃদয়ে) ওঁ তন্মেঽস্তুত্র্যায়ুষম্" এইরূপে তিলক দিয়া পরে পূর্ব্বাস্য হইয়া "মহাবামদেব্য ঋষি প্রভৃতি মন্ত্রে শান্তি কর্ম্ম করিয়া দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবরণ, ও বৈগুণ্য সমাধান করত কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবে।

শ্রীতারকানাথ দেববর্ম্মা।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত।

গত আশ্বিনের কায়স্থ-পত্রিকায় শ্রীযুক্তবীরেন্দ্রভূষণ বসুবর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত "কায়স্থেরবর্ণ বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র"—ইতি শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত ভাদ্রের সংখ্যায় "কায়স্থ বনাম বঙ্কিমচন্দ্র"নমে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, উল্লিখিত প্রবন্ধ তাহারই আংশিক প্রতিবাদ। "কায়স্থ বনাম বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এই ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কায়স্থ-বিদ্বেষের দাবী নিতান্ত ভিত্তিহীন। তাঁহার রচিত উপন্যাস গ্রন্থনিচয় মধ্যে কায়স্থের আসন এরূপ উচ্চ যে, তদ্দ্বারা তাঁহার বিদ্বেষের নিদর্শন পাওয়া দূরে থাকুক, বরং কায়স্থ জাতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, আন্তরিক সহানুভূতি, এবং অকৃত্রিম প্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। একথা বীরেন্দ্র বাবুও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তবুও তিনি বুঝাইতে বসিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াছেন। বীরেন্দ্র বাবু বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধ হইতে কতিপয় স্থান উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় বক্তব্যের প্রমাণ করিয়াছেন।

মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবু কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গিয়াছেন, একথা মানি। পরন্তু তদ্দ্বারা যে তাঁহার কায়স্থের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পায়, একথা চলে না। বীরেন্দ্র বাবুর নিজের কথা দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি নিজেই বলিতেছেন,—"তদানীন্তন সাধারণ লোকের ধারণা ছাড়া তাঁহার কোন স্বতন্ত্র মত ছিল না। আজকাল কায়স্থের জাতি-তত্ত্ব লইয়া যেরূপ আলোচনা গবেষণা চলিতেছে, বঙ্কিম বাবুর সময় সেরূপ কিছু হয় নাই।"

বস্তুতঃ আজিও বাঙ্গালামুলুকে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অনুশাসন যেরূপ প্রভাবশালী, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। রঘুনন্দন যে কেবল শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র, শাস্ত্র-প্রণেতা নহেন—তাঁহার মতের মূল্য যে অর্থ পুস্তক-প্রণেতার মতের মূল্যবৎ, একথা আজিও সকল লোকে বুঝে না। ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে, যখন বঙ্কিমবাবু বঙ্গদর্শনের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের প্রভাব আরও কত প্রবল ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ, কলৌ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যৌ নাস্তি"—এই সকল উদ্ভট রঘুনন্দিন-তত্ত্বের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাই মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া আর কোন জাতি নাই।

কিন্তু "কায়স্থ বনাম বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে আমরা বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধের কথা তুলি নাই। কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ লেখক-রূপে সমধিক যশস্বী নহেন। তাঁহার প্রসিদ্ধি তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থ সকলের জন্য। তাঁহার প্রসিদ্ধি তাঁহার কমলাকান্তের জন্য, তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের জন্য। আজি যদি বঙ্কিমচন্দ্রের মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালাভাষা হইতে বিলুপ্ত হয়, তবে দেশের বা ভাষার বড় বেশী ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি আজি তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থসমূহ, 'কমলাকান্ত', 'কৃষ্ণচরিত্র', বাঙ্গালাভাষার ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হৃত হয়, তবে বাঙ্গালা সাহিত্য সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রবন্ধলেখক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভেদ বিস্তর। একটি সূর্য্য, অন্যটি চন্দ্র। উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্রের আলোকেই প্রবন্ধলেখক বঙ্কিমচন্দ্র আলোকিত। নহিলে আজি প্রবন্ধলেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে লোকে চিনিত কিনা সন্দেহ।

ফলতঃ বঙ্কিমবাবুর মাসিকের জন্য লিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সকল অনেক স্থলে তাঁহার মতের পোষক। তিনি নিজেই একথা একরূপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বলিতেছেন,—"বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নহে। * * * ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসর বশতঃ এবং অন্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী।" (বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড, বিজ্ঞাপন।) অতএব যাহার "দর বড় বেশী নহে", এমন প্রবন্ধে নিবদ্ধ মতামতের দ্বারা কায়স্থ-জাতির কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তজ্জন্য বিচলিত হইবারও প্রয়োজন নাই। যে সাহিত্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণীয় হইয়াছেন, সে সাহিত্যে কায়স্থের স্থান অতি উচ্চে। এই কথাই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং একথা বীরেন্দ্রবাবুও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বর্ম্ম মজুমদার।

সঞ্চিতার্থ কিরূপে জর্ম্মণের সাহায্য করে।*

বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়ের নিমিত্ত আমি কিরূপে সাহায্য করিতে পারি? এই প্রশ্ন আজ কাল প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে উদিত হওয়া উচিত। ফ্রান্সে, মেসোপোটেমিয়ায়, মিশরে, পালেষ্টাইনে এবং অন্যান্য স্থানে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যবৃটিশ-যোদ্ধৃগণের সহিত

* বঙ্গের প্রেস-সেন্সার শ্রীযুক্ত জে, এন্ রায় মহাশয়ের ১৯১৮ সনের ৪২০নং পত্রের অনুমত্যা প্রকাশ করা গেল।

এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়াছে। ভারতীয় নাবিকেরাও তাহাদের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত শ্রমজীবিগণ প্রভূত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। অবশ্য সকলেই যুদ্ধে যাইতে পারে না; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত সৈন্যগণকে কোন না কোন উপায়ে সাহায্য করিতে পারেন না, এমন লোক প্রায় নাই। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন রাজ্যের সৈন্যগণ ভারতবর্ষকে শত্রুর মুখ হইতে রক্ষা করিতেছে। শত্রুরা যদি জয়লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করিবে। সুতরাং ভারতবাসীর জন্য যাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, সেই সৈন্যদলকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা ভারতবাসীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। তথাপি ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও একান্ত সত্য যে, এখন ভারতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা যুদ্ধ জয়ের জন্য সাহায্য করা দূরে থাক, সৈন্যদলের চেষ্টায় বাধা দিতেছে, এমন কি শত্রুকে সাহায্য করিতেছে। তাহারা যে কি অনিষ্ট করিতেছে, জানে না। তাহারা ইহা বুঝে না যে, তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলে আমাদের জয়লাভ করা এবং সারা পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি স্থাপন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক যুদ্ধ ব্যাপারে কেবল সৈন্যগণের পারদর্শিতার উপর সাফল্য নির্ভর করে না। তাহাদিগকে বন্দুক, কামান, গোলা, বারুদ, আহার্য্য ও অন্যান্য অনেক জিনিষপত্র যোগাইয়া দিতে হয়। যাহারা গৃহে থাকে, তাহারা এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া জাহাজে বোঝাই দিয়া, সুদূরবর্ত্তী সমুদ্রপারে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিবে, তবে যুদ্ধ চলিবে। যাহারা এই সকল সামগ্রী উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা করে কিম্বা জাহাজে বোঝাই দিয়া, যোদ্ধৃগণের নিকট পাঠাইতে অসুবিধা জন্মায়, তাহারা প্রকারান্তরে জর্ম্মণগণকে ও জর্ম্মণ মিত্রগণকে সাহায্য করিয়া থাকে; বস্তুতঃ তাহারা যেন শত্রুপক্ষ অবলম্বন করে।

বলা যাইতে পারে যে, ভারতে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বদেশের জন্য যুদ্ধরত সৈন্যদলের অনিষ্ট সাধন করিবে না, কিম্বা তাহাদের কষ্টভার বাড়াইয়া তুলিবে না। একথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু ইহাও সত্য যে, যুদ্ধের সময় যাহারা মাটীর ভিতর টাকা পুতিয়া রাখে, বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া টাকা রাখে, কিম্বা টাকা গলাইয়া গহনা প্রস্তুত করে, তাহারা স্বদেশের এবং যাহারা মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছে। এমন কি, যে সকল অবিবেচক ব্যক্তি রূপার গহনা খরিদ করে, তাহারাও টাকা গালাইবার প্রশ্রয় দেয়; কারণ প্রস্তুতের জন্য যে রূপা প্রয়োজন তাহা এ সময়ে অন্য কোন রূপে পাইবার উপায় নাই। এই সকল ব্যক্তি সম্ভবতঃ জানেন না যে, এদেশে ঘরে টাকা জমাইয়া

রাখিলে ভারত সরকারকে সুদূরবর্ত্তী পর রাজ্যে রূপা কিনিতে হয় এবং বহুদূর হইতে তাহা জাহাজে করিয়া এদেশে আনিতে হয়। সেই রূপায় নূতন টাকা প্রস্তুত হইলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য চলে। ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিলে কি হয়, তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। ভারতের অবিবেচক ব্যক্তিগণ যে টাকা ঘরে জমাইয়া রাখিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে ভারত-রাজ-প্রতিনিধিকে দুই বৎসরের মধ্যে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ কোটি টাকা মুদ্রণের নিমিত্ত রূপা খরিদ করিতে হইয়াছে। তথাপি ভারত সরকার এখন দেখিতেছেন যে, মার্কিণ রাজ্য হইতে আরও পঞ্চাশকোটি টাকা মুদ্রণের উপযুক্ত রূপা এদেশে আনা প্রয়োজন। এই রূপার বেশীর ভাগ ভারতে আসিয়া আসিতেছে, অবশিষ্ট শীঘ্রই আসিবে।

বিদেশ হইতে এত অধিক পরিমাণ রূপা খরিদ করিয়া আনা নানা দিকে অত্যন্ত ক্ষতিজনক। প্রথমতঃ এরূপ রূপা খরিদের অর্থ এই যে, কেবল ধাতু দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ভারতের ধন বিদেশে চালান দিতে হয়। এই রূপা খরিদ করিতে যে টাকা লাগে, তাহা যদি ভারত সরকার কাহাকেও ধার দিতেন, তাহা হইলে সরকার বৎসরে পাঁচ কোটি টাকার অধিক সুদ পাইতেন। এই আয় বৃদ্ধি হইলে সরকার হয়ত কর হ্রাস করিতে পারিতেন অথবা শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি বা অন্য কোন দেশহিতকর কার্য্যে অধিক ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারিতেন।

এই ব্যাপারে আমরা শত্রুর নিকট একটা শিক্ষা লাভ করিতে পারি। জর্ম্মণী এতদিন যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, তাহারা একটা মূলনীতি অবলম্বন করিয়াছে,—'কিছুই নষ্ট করিব না।' ভারতের ঘরে ঘরে রূপা জমাইয়া রাখা যুদ্ধের সময় একটা মহা অপব্যয়। সোনা জমাইয়া রাখা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। শত্রুর বিরুদ্ধে গোলাগুলি প্রয়োগ করিতে না দিয়া তাহা লুকাইয়া রাখিলে যে দোষ হয়, সোনাও ঠিক সেই দোষ। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, আমরা রূপার গুলি ছাড়িয়া যুদ্ধ জয় করিব; তথাপি ভারতে সোনারূপা জমাইয়া রাখিয়া আমরা সোনা রূপার বিপুল পিণ্ড লুকাইয়া রাখিতেছি। ফলে তাহা যুদ্ধ জয় সহায়ক হইতেছে না। এক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক যে, ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর সকল দেশে নোটের প্রচলন বহুলভাবে হইয়াছে এবং সেই সেই রাজ্যের অধিবাসীগণ তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। ফলে ধাতু মুদ্রার প্রয়োজন তথায় অনেক কমিয়াছে। জাপানের ব্যবস্থা এইরূপ। সেখানে সত্য সত্যই অধুনা অনেক মূল্যের নোট চলিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষেই নোটের পরিবর্ত্তে ধাতুমুদ্রা অধিকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ফল হইতেছে যে, বর্ত্তমান নীতি অবলম্বন

করিয়া অন্যান্য দেশ প্রভূত লাভবান্ হইতেছে এবং ভারতের ধনে তাহাদের অঙ্গ ফিরিতেছে।

ভারতের অর্থ ঘরে জমাইয়া রাখার ফল যে শুধু এই, তাহা নহে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মার্কিণ রাজ্যের খনিসমূহ হইতে রূপা তুলিতে অনেক শ্রমজীবির প্রয়োজন। তাহারা রূপা উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত না হইলে যুদ্ধের কার্য্যে লাগিতে পারিত। মার্কিনেরা আমাদের পক্ষে লড়িতেছেন। তাঁহারা যে বিরাট্‌বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন, তাহাদের জন্য প্রচুর খাদ্যও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দরকার। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে ঐ সকল সামগ্রী যোগাইতেই হইবে। মার্কিনেরা ভারতের জন্য যে রূপা পাঠাইতেছে তাহা রেলগাড়ীতে করিয়া বন্দরে আনিতে হয়। এ সময়ে যুদ্ধের দ্রব্যসম্ভার বহিতে গাড়ীসমূহ ব্যস্ত; কাজেই তাহাতে রূপা আনিতে গেলে মার্কিন রেলের অসুবিধা ঘটে। তাহার পর রূপা বন্দরে পৌঁছিলে তথা হইতে জাহাজে চড়াইয়া হাজার হাজার মাইল দূরে এদেশে আনিতে হয়। এ সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রত্যেক জাহাজখানিরই দরকার। তা'ছাড়া কাপড় লবণ প্রভৃতি জিনিষ এদেশে আনিবার জন্য জাহাজ অপরিহার্য্য। জাহাজের অভাবে ঐ সকল জিনিষের আমদানি হ্রাস হওয়ার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন রূপার পরিবর্ত্তে কাপড় লবণ আনিবার জন্য জাহাজ পাইলে এদেশবাসী আনন্দিত হইত।

ইহা দেখান হইয়াছে যে, গত দুই বৎসরের মধ্যে ভারত রাজসরকার প্রচুর রৌপ্য আমদানি করিয়াছেন। কিন্তু যদি ঘরে টাকা জমাইয়া রাখা বরাবর চলিতে থাকে, তাহা হইলে ইহাতেও কুলাইবে না। ঘরে টাকা জমাইয়া রাখার অভ্যাস যে ভারতবাসীর পক্ষে ও ভারতীয় সৈনিকগণের পক্ষে একান্ত অনিষ্টকর, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রথমতঃ রূপা খরিদের জন্য অর্থ ব্যয় না করিয়া ভারতবর্ষ উহার সুদ পাইতে পারিত এবং সেই টাকা সৈন্যগণের বন্দুকে, কাপড়-চোপড়ে এবং খাদ্যে খরচ করা যাইত। এমন কি, আরও জাহাজ প্রস্তুত হইত এবং সেই জাহাজে কাপড় লবণ প্রভৃতি সর্ব্বজন প্রয়োজনীয় দ্রব্য এদেশে আনা চলিত। দ্বিতীয়তঃ ঘরে টাকা মজুত করিয়া রাখায় কাপড় লবণ প্রভৃতি সামগ্রী উত্তরোত্তর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ফলে ঐ সকল জিনিষের দাম ও খাদ্য সামগ্রীর দাম দিন দিন বাড়িতেছে। বস্তুতঃ যাহারা ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা নিজেদের ও বন্ধুবান্ধবের ক্ষতি করিতেছে।

ভারতের অধিবাসীগণের পক্ষে ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিবার হেতু নাই।

[illegible]কার ন্যায়পর ও শক্তিশালী। আপাততঃ উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারী ঋণে নিরাপদ ভাবে দিবার নানা সুবিধা রহিয়াছে। সমৃদ্ধ ও অর্থশালী বৈদেশিক রাজ্যসমূহের অধিবাসীগণ ঘরে টাকা জমাইয়া না রাখিয়া আরও অর্থার্জ্জনের উদ্দেশ্য তাহা খাটাইয়া থাকে। ইহাতে যে কেবল তাহারাই লাভবান্ হয় তাহা নহে; পরন্তু সমগ্র সমাজ লাভবান্ হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কে কিম্বা সরকারী ঋণে টাকা লগ্নি করিতে পারে। ইহাতে তাহারা সুদ পাইবে অথচ টাকা হারাইবার বা চুরি হইবার ভয় থাকিবে না। এদেশে অনেকে ঘরে টাকা জমাইয়া রাখে; তাহাতে কিন্তু টাকা চুরি যাইবার বা হারাইবার আশঙ্কা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতে টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিবার কত সুবিধা রহিয়াছে। ঐ পন্থা অবলম্বন করিলে লাভজনক সুদও পাওয়া যায়। কাহারও অতিরিক্ত অর্থ অল্পদিনের মধ্যে আবশ্যক হইবে এরূপ বোধ হইলে তাঁহার পক্ষে উহা ডাক ঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখা উচিত অথবা উহা দ্বারা ডাকঘরের ক্যাসসার্টিফিকেট ক্রয় করা কর্ত্তব্য। ঐ অতিরিক্ত অর্থ শীঘ্র প্রয়োজন হইবে না, এরূপ বুঝা গেলে তাহা 'ওয়ারবণ্ডে' লগ্নি করা উচিত; কারণ তাহাতে উচ্চহারে সুদ পাওয়া যায়। এই উভয়বিধ পন্থার যে কোনটীই টাকার মালিকের পক্ষে যেমন লাভজনক, দেশের পক্ষেও তেমই হিতকর; কারণ সরকারকে যে টাকা ধার দেওয়া হইবে, তাহা এই দেশেই খরচ হইবে। রাজসরকার ঐ টাকায় সৈন্যদলের জন্য গম ও চাউলাদি খাদ্য সামগ্রী, পাট, তুলা, চামড়া, জুতা এদেশ হইতে ক্রয় করিবেন। বাজারে এই সকল জিনিষের টান পড়িলে প্রজারা ও উৎপাদনকারিগণ লাভবান্ হইবে। ফলে সারা দেশের অর্থ ও সমৃদ্ধি বাড়িবে।

ঘরে টাকা জমাইয়া রাখা সম্বন্ধে যিনি বুদ্ধিমানের মত বুঝিয়া দেখিবেন, তিনিই বলিবেন যে, ঐ অভ্যাস অত্যন্ত অন্যায় ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ঘরে টাকা জমাইয়া রাখিলে ভারতের জন্য যুদ্ধ নিরত সৈন্যগণের ক্ষতি করা হয়; অধিকন্তু ভারতবাসীর শত্রুদলের সাহায্য করা হয়। ইহাতে সুদের নিমিত্ত লাভও পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে টাকার অভাবে রাজসরকার যুদ্ধনিরত সৈন্যদলের জন্য ভারতীয় সামগ্রী ক্রয় করিতে পারেন না।

বিচার-বুদ্ধির অভাবে পৃথিবীতে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ভারতবাসীর পক্ষে ঘরে টাকা জমাইয়া রাখা ইহার এক নিদর্শন। অবশ্য ইহা বিশ্বাস করা যায় যে, স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসীগণ ঘরে টাকা জমাইয়া রাখার কুফল একবার বুঝিতে পারিলে নিজেরা ত ঐ অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেনই; অধিকন্তু তাঁহারা প্রতিবেশিগণকে ঘরে টাকা সঞ্চয় করিয়া না রাখিতে প্ররোচিত করিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শিক্ষায় সাহায্য ঃ—

কায়স্থ-সভার পরম হিতৈষী সভ্য এবং খুলনা জেলার অন্তঃপাতী কাড়াপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়বর্ম্মা বি-এ একজন দীন বান্ধব অথচ দরিদ্রব্যক্তি। তিনি এবার "বাগেরহাট-কলেজ" স্থাপনের সাহায্যার্থ তাঁহার আজীবন সঞ্চিত ১০০০৲ সহস্র মুদ্রা দান করিয়া জন সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে তাঁহার এই ক্ষত্রিয়োচিত দানে, আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কায়স্থ-সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহোদয় সেদিন "সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়ের" পুরস্কার বিতরণের সাহায্য বল্লে, উক্ত বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মহাশয়ের হস্তে এককালে ৫০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই রাজবংশ চিরদিন সৎকার্য্যে মুক্ত হস্ত। "পাবনা-কলেজ" প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের বিপুল অর্থ সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি স্বজাতির হিতকল্পেও সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ-সভাও মাননীয় কুমার বাহাদুরের নিকট তদনুরূপ আশা করেন।

দানপ্রাপ্তি ঃ—

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। ময়মনসিংহ-বরতলী নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর মজুমদার মহাশয় উক্ত ভাণ্ডারে ১৲ এক টাকা প্রদান করায় আমরা কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রচার বিবরণ ঃ—

১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৫। ময়মনসিংহ-জামালপুর। প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বর্ম্মমজুমদার কায়স্থ-সভার প্রচার অভিপ্রায়ে এই স্থলে উপস্থিত হইলে, স্থানীয় কায়স্থ মহাশয়গণের উৎসাহ পাইয়া প্রচারক মহাশয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সভাপতিত্বে টাউনক্লাবে বিরাট কায়স্থ-সভার অধিবেশন করেন। সভায় অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতায় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় এই সকল প্রমাণ পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং কতিপয় কায়স্থ সভার সভ্য করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রচারক মহাশয় সেরপুরের প্রসিদ্ধ তালুকদার কায়স্থ-সভার সভ্য শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নাগ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর নাগ মহাশয়ের প্রযত্নে এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বি-এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৯শে শ্রাবণ কায়স্থ-সভার এক অধিবেশন করেন। সভায় প্রায় দুইশত কায়স্থ, ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যও উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ বৈদ্য জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী বি-এস্-সি প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া, সভায় উপস্থিত কায়স্থবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "সেরপুরের কোন কায়স্থ-সন্তান যদি অর্থাভাবে ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন, তিনি সে ব্যয় স্বয়ং আহ্লাদের সহিত প্রদান করিবেন।" সত্যেন্দ্রবাবুর এই উৎসাহ বাক্যে কায়স্থবৃন্দ উপনয়ন গ্রহণে সমধিক উৎসাহিত হইয়াছিল।

এই স্থান হইতে প্রচারক মহাশয় কিশোরগঞ্জ উপস্থিত হইলে স্থানীয় কায়স্থবৃন্দের উৎসাহে ২৬শে শ্রাবণ, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যামন্দিরে, সব্‌ডিভিসনাল অফিসার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দেব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালিদাসবাগচি, ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তগোকুলচন্দ্র মজুমদার এবং মুন্‌সেফ শ্রীযুক্তক্ষীরেন্দ্রনাথ গুহ প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণে ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ কালিদাসবাবু বলিয়াছিলেন—"যদিও আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাহা হইলেও কায়স্থ-জাতির সহিত আমাদের সর্ব্ব বিষয়ই মিলামিশা ও আন্তরিকতা আছে। শ্রীশবাবু কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব যে ভাবে প্রমাণ করিলেন, তাহাতে আমরা মনে করি যে, কায়স্থ-জাতির উন্নতিতে শুধু কায়স্থ সমাজেরই উপকার হইবে তাহা নহে, এই সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ-জাতির উন্নতির সহিত সমগ্র হিন্দু জাতিরই উন্নতি সাধিত হইবে"। অতঃপর সভাপতি মহোদয় প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, এই স্থানের কায়স্থ-সমাজ নিতান্ত রক্ষণশীল, এই স্থলে দুই একবারের চেষ্টায় ইহাদিগকে উদ্বোধিত করা কঠিন। আপনি পুনরায় এস্থানে আসিয়া প্রচার না করিলে কার্য্য হইবে না।

ইহারপর তিনি কিশোরগঞ্জ হইতে কায়স্থ প্রধান বনগ্রামে উপনীত হন। এবং ৩০শে শ্রাবণ, তথাকার বিদ্যালয় গৃহে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে, পাইহাটা, মুমুরদিয়া, মাইজহাটী ও স্বগ্রামের প্রায় ৩০০শত কায়স্থ লইয়া এক সভা করেন। এই সভায় অনেকেই প্রচারক মহাশয়ের বক্তৃতায় বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থজাতির উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

প্রচারক মহাশয় তথা হইতে নেত্রকোণায় উপস্থিত হন। স্থানীয় কায়স্থ মহোদয়গণ প্রচারক মহাশয়ের উৎসাহ পাইয়া ৬ই ভাদ্র, তথায় এক সভা আহ্বান করেন।

ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহুসংখ্যক কায়স্থ-সন্তান উপস্থিত ছিলেন, অনেকে কায়স্থ-সভার সভ্যশ্রেণী গ্রহণ নিমিত্ত প্রচারক মহাশয়কে অনুরোধ জানান।

প্রচারক শ্রীশবাবু ময়মনসিংহের সপল্লী কয়েকটী উপবিভাগে প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় উপস্থিত হন। এবং সদলে সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ১৪ই ভাদ্র, স্থানীয় উকিলগণের বিশ্রামাগারে, প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত রাজকুমার নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক কায়স্থ-সভার অধিবেশন করেন। এই স্থানের অনেকে উপবীতী, এজন্য এখানে তদ্বিষয় কিছুক্ষণ বক্তৃতার পরেই স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় 'বিবাহে পণ-নিবারণ' সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন, "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা যদি এরূপ করিতে পারেন যে, যে যুবক বিনাপণে বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে একটী সম্মানিত উপাধি দেওয়া হইবে, তাহা হইলে বিবাহ-ব্যয় সঙ্কোচ হইবার আশা করা যায়।" অতঃপর প্রচারক মহাশয় বর্ত্তমান যুদ্ধে কায়স্থবৃন্দের বীরের ন্যায়—ক্ষত্রিয়োচিত জাতীয় ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া সম্রাটের সাহায্যার্থ সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করিলে, সকলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হয়। এই স্থলে কয়েক জন সভার সভ্য হইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মাণিকগঞ্জ-খল্‌সী নিবাসী শ্রীযুক্ত দক্ষিণাপ্রসাদ বসু কায়স্থ-সভার কার্য্যের দোষারোপ করিয়া নাকি বলেন, তিনি এক সময় সভ্য ছিলেন, অতঃপর তত্তৎ কারণে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ফলতঃ দক্ষিণাবাবু কখন সভার সভ্য ছিলেন—অকারণ তিনি এরূপ করায় আমরা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার বি এল্ মহাশয়ের দৃষ্টি আঠারবাড়ীতে আকর্ষণ করিতেছি।

মুন্সীগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া, প্রচারক মহাশয় মাণিকগঞ্জে উপস্থিত হইয়া, স্থানীয় কায়স্থবৃন্দের সহিত দেখা করিলে, তাঁহাদের প্রযত্নে ১৯শে ভাদ্র এক বিরাট কায়স্থ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় স্থানীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গুহ বর্ম্মঠাকুরতা মহাশয়ের প্রস্তাবে সব্‌ডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পাঁচটী প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি যথা—বর্ত্তমানযুদ্ধে সম্রাটের মঙ্গল কামনা, কায়স্থের ক্ষত্রিয় জাতিত্ব নির্ণয়, ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, বঙ্গের চারি শ্রেণী কায়স্থের একত্র মিলন ও বিবাহাদি প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা, ও বিবাহ ব্যয় হ্রাস। এই সভায় প্রচারক মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ এম-এ, বি-এল্, ডাক্তার

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস ইঁহারা বক্তৃতা করেন, এই স্থানে কয়েক জন সভার সভ্য হওয়ায় জন্য প্রচারক মহাশয়কে জানান।

উপনয়ন ঃ—

৩রা আশ্বিন, ১৩২৫। চট্টগ্রাম-কোকদণ্ডী। কায়স্থ-সভার পরম হিতৈষী সভ্য, চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতস্পুত্র শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রলাল দত্ত, রীতিমত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

১৩ই বৈশাখ, ১৩২৫। রাজসাহী-দুর্গাপুর। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সরকার বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবীর, ঐ জেলার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরীর সহিত ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হয়।

২০শে বৈশাখ, ১৩২৫। রাজসাহী জেলার শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পিরোজপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিলাল চাকি মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যার শুভ-পরিণয় ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে সুসম্পন্ন হয়।

২৬শে শ্রাবণ ১৩২৫। নাটোরের পুলিশ সব্‌ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত তারিণীমোহন দাস মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শরৎকামিনী দেবীর রাজসাহী জেলার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়ের সহিত ক্ষত্রিয় পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

এই তিনটী বিবাহের কোনটীতেই দেনা পাওনার কথা জানিতে পারা যায় নাই। তবে সংবাদ দাতার প্রেরিত পত্রে আমরা যতটা বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে এক দিকে কন্যাদায়গ্রস্ত নলিনীবাবু বিশেষ বিব্রত হইয়াও স্বীয় ভাগিনেয়ের বিবাহে অসাধারণ মহানুভবতা ও মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে রাজসাহীর উকিল শ্রীযুক্ত ভবতারণ তলাপাত্র মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য, তিনিই নলিনী বাবুকে বিপদে উদ্ধার করিয়াছেন। অন্যদিকে শ্রীযুক্ত হরিলাল চাকী মহাশয়ের পৈশাচ ব্যবহারের কথায় শিক্ষিতপুত্রের পিতাকে আন্তরিক ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

শ্রাদ্ধ ঃ—

২৩শে ভাদ্র ১৩২৫। চট্টগ্রাম-গৈরালা। কায়স্থ-সভার সর্ব্ববিধ মঙ্গলকারী শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস বর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস বিশ্বাস বর্ম্মার পত্নী-বিয়োগে তদীয় আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাটানিকোটা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকান্ত তর্কপঞ্চানন, ভাটিখাইন নিবাসী

শ্রীযুক্ত রামদয়াল তর্কসিদ্ধান্ত, হরবিলাস দ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত নবকুমার তর্কপঞ্চানন, কেলিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিদ্যারত্ন, পরেকোণা নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার বিদ্যারত্ন, বরমা নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন, শুচিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বেদান্ততীর্থ, ছনরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিরত্ন, খিতাপচর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার কৃতিরত্ন, চক্রশালা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকান্ত শিরোমণি, বাগদণ্ডী নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন, সারোয়াতলি নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ স্মৃতিরত্ন এই ত্রয়োদশ জন অধ্যাপক যথাকালে শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হইয়া কয়জনে কয়টী বরণ গ্রহণ করেন এবং কয়েকজনে যথাযোগ্য দান দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া কৃতির অভিলাষ পূরণ করেন।

৮ই আশ্বিন, ১৩২৫। ফরিদপুর-খাগজানা। শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের পিতৃ-বিয়োগে তদীয় আত্মকৃত হৃদয়বাবু ত্রয়োদশাহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। থোকসার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এই শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করেন। কাদিরপুরের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র বসু বর্ম্মা মহাশয় দ্বয়ের চেষ্টায় দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেও কোন বেগ পাইতে হয় নাই।

বিজয়ার অভিবাদন :—

আমাদের দেশে শরৎ ঋতুর আগমনে প্রকৃতিদেবী যেরূপ প্রশান্ত ভাব ধারণ করেন, মানবমণ্ডলীও সেইরূপ হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে এই সময় অতিবাহিত করে। এবার শরতের প্রাগ্‌ভাগে প্রকৃতিদেবী নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ করিয়া, ধরাবাসীকে প্লাবিত করিয়া তাহাদিগকে অশেষ ক্লেশে নিমজ্জিত করিয়াছেন। সুতরাং এবার হিন্দু সন্তান শারদোৎসবে সর্ব্ববিধ অশুভ ব্যঞ্জক শম্ভুর আগমনে, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বিনায়ক দেবের আগমনে, শৌর্য্যদেবতা কৃত্তিকা নন্দনের আগমনে, ঋদ্ধিদেবতা কমলাদেবীর আগমনে এবং বিদ্যাদেবতা সরস্বতীদেবীর আগমনে হৃদয় ভরিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতে পারে নাই,—ষোড়শোপচারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে পারে নাই; আবার অন্য দিকে পাশ্চাত্যদেশের বিশ্ববিত্রাসী সমর বিক্রমে, লোকের বিপুল-বিভব-বিলাস-বিনাসে দিক্ বিদিক জ্ঞান হারা হইয়া পড়িতেছে, কাহারও উপযুক্ত বসন ভূষণ নাই, কেহ বা আহারের সংস্থান করিতে পারিতেছে না, কেহ বা এই দুরন্ত সংগ্রামে স্বজন-বিয়োগ-বিধুর হইয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেছে! এই ভাবে লোকেরা স্বাস্থ্য, সুখ ও শান্তি হইতে দূরতর প্রদেশে অবস্থান করায় শারদসুখ কেহ অনুভব করিতেই পারে নাই। শুধুই বিশাদ, শুধুই বেদনা, শুধুই পরিতাপ লইয়া বিজয়ার আলিঙ্গন অভিবাদন অভিভাষণ করিবে এবং করিব। বাঙ্গালী আমরা—ভারতবাসী আমরা—হিন্দু আমরা—

কায়স্থ আমরা সকলে তাদৃশ সমান হৃদয় বেদনা লইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত বিজয়ার আলিঙ্গন অভিবাদন অভিভাষণ করিতেছি, ঈশ্বর আমাদের কল্যাণ করুন; সিদ্ধিদাতা গণপতি আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করুন—সকলে এক কর্ম্মী, এক ধর্ম্মী, এক আচারী হইয়া ক্ষত্রিয় নামের যোগ্য হই, ইহাই আমাদের ভবগৎ সমীপে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রার্থনা।

প্রেরিত :—

নড়াইলের জমিদারীর অন্তর্গত, সিঙ্গিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পল্লীর পার্শ্বে, এক অতি অপূর্ব্ব প্রাচীন কায়স্থ কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। নড়াইল হইতে মাগুরা পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বিস্তৃত রাস্তায়, (নড়াইল হইতে প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে) ঐ অদ্ভুত কীর্ত্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধারণে উহাকে "পাতাল ভেদী রাজার বাড়ী" বলে। উক্ত রাজ বাটীর চতুষ্পার্শ্বে অনুমান ১৫ ফিট্ গভীর ও অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী এক বিরাট্ গড়খাই অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ বিশাল গড়ের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ স্থানে কত শত ইষ্টক স্তূপ এবং কোন কোন অট্টালিকার ভিত্তি ভূমি পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়া, পথিকগণের চিত্ত, অপূর্ব্ব রহস্যজালে বিজড়িত করিতেছে!

অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঐ স্থানে একটি অপূর্ব্ব সরোবরে, অর্দ্ধমাইল ব্যবহিত নবগঙ্গা নদীর সহিত সমকালে জোয়ার ভাটার আবির্ভাব হইতে অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। স্থানান্তরে একটি প্রায় অতল-স্পর্শ কূপ নিখাত আছে। অপিচ ভূ-গর্ভে যে একটি রাজপুরী এখনও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, নানা উপায়ে তাহা বুঝিতে পারা যায়। পদাঘাত করিলে অধিকাংশ স্থলেই শূন্য গর্ভের ন্যায় 'দুম্-দুম্' শব্দ সমুত্থিত হয়। অপরন্তু পাতাল-পথ দিয়াই, ঐ ভূগর্ভস্থ রাজপুরী হইতে একটি গুপ্তপথ নবগঙ্গা নদী পর্য্যন্ত অদ্যাপি বিস্তৃত আছে। বর্ষাকালে নদীর পাড় ভাঙ্গিলে অনেকে ঐ গুপ্তবর্ত্ম সভয়ে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে ঘোর অন্ধকারময়। রাজবাটী সম্পর্কীয় স্থান গুলিতে তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পের প্রচুর আবির্ভাব দর্শনে, কেহ উহার রহস্যোদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হয় না।

শুনা যায়, মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে এখানে এক কায়স্থরাজা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এবং বহিরাক্রমণ হইতে আপাততঃ সুরক্ষিত হইবার জন্য, তিনি উপরি ভাগের ন্যায়, পাতাল-প্রদেশেও একটি অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই রাজবাটী হইতে ক্রোশ পরিমিত দূরে ঐ রাজার একটি বিশ্রাম বাটিকা ছিল। উহাও প্রকাণ্ড গড়খাই বেষ্টিত ও পুষ্করিণী সমন্বিত। সাধারণে উহাকে "শীতলবাড়ী" বলে।

উহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামটী অদ্যাপি "নয়াবাড়ী" অর্থাৎ নূতনবাড়ী নামে অভিহিত হইয়া তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত রাজবাটী হইতে এই "শীতল-বাড়ী" পর্য্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম (পাকা-রাস্তা) অদ্যাপি চিহ্নিত আছে।

সিঙ্গিয়া গ্রামের জনৈক শত বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায়, এবং এতদঞ্চলের অনেকেই বলেন যে, ঐ কায়স্থ রাজা কোন মুসলমান নরপতির সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। যাইবার পূর্ব্বে, পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে ও মূল্যবান দ্রব্য সম্ভার, ধন সম্পদ্ প্রভৃতি ঐ গুপ্তপুরীতে আবদ্ধ করিয়া যান। বলিয়া যান যে, "যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া আসিতে পারিলে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব; নতুবা এই শেষ বিদায়।" রাজার প্রত্যাগমনে অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ায় পরিবারবর্গ তাঁহার মৃত্যু কল্পনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট খাদ্য নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একে একে দেহত্যাগ করেন; অর্থাৎ রাজা নিহত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া, তাঁহারা নিজ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়া ক্রমশঃ ঐ ভূগর্ভেই মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এই সুদূর অতীতের শোচনীয় ঘটনা, বহু শতাব্দীপরে লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া, আমাদের নয়নযুগল স্বতঃই অশ্রু-সমাকুল হইতেছে। এখনও এই সুবিশাল রাজপুরীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত রাজবর্ত্মগামী পথিকগণ, ক্ষণকাল বিনিমেষে এই দগ্ধ স্মৃতি-স্তম্ভের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যাইতে পারেন না। তদুপরি, অশ্বত্থ, বট, বদরী, বাবলা প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষ, শাল তালবৃক্ষ শ্রেণীর সহিত দণ্ডায়মান হইয়া, পবন-সংস্পর্শে শন্ শন্ শব্দে বিজয়ী কালের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। অদূরে পুণ্যতোয়া নবগঙ্গা নদী ধীর মন্থর গতিতে বুঝি এই শোক-গাথা গান করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে।

যশোহরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ "নীল-বিদ্রোহ" ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এতদঞ্চলের প্রসিদ্ধ নীলকর "উইলিয়ম্" সাহেব একবার ঐ "পাতাল-ভেদী রাজার বাড়ীর" ইষ্টক-স্তূপ খনন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অচিরেই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহানলপ্রজ্বলিত হওয়ায়, তাঁহার এই রহস্যোদ্ধারের চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

আমরা আলস্য-পরায়ণ জাতি। এই সকল কার্য্যের জন্য আয়াস স্বীকার ও অর্থ-ব্যয়, অনর্থক বলিয়া মনে করি। অথচ মিথ্যা মোকদ্দমা প্রভৃতিতে ও পরের সর্ব্ব-নাশ সাধন করিবার সময়ে মুক্ত হস্ত হই! হায়! পুণ্যভূমি বীর-প্রসবিনী, প্রতাপাদিত্য-সীতারাম-জননী যশোহর মাতার বিশাল বক্ষে জগতের যশোভূত কত বিচিত্র ঘটনার দগ্ধ-স্মৃতি, নিয়তির যবনিকান্তরালে সংগুপ্ত রহিয়াছে, কে তাহার সেই রহস্যোদ্‌ঘাটন করিবে? কায়স্থ-সমাজেও অনেক পুরাতত্ত্বজ্ঞ আছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি কি এদিকে একবার পতিত হইবে না?

শ্রীগোপালচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র নন্দী। কোন্নগর। ২৬।৮।[illegible]

কায়স্থ-পত্রিকা।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

কায়স্থ-সঙ্গীত।

আমরা নহিরে তুচ্ছ শূদ্র—আমরা নহিরে জ্ঞানবিহীন;
আমরা নহিরে সকলের নীচে,—আমরা নহিরে কেবলি হীন;
আমাদেরও দেহে আর্য্য-শোণিত—আমাদেরও দেহে আর্য্য-বল;
কালের গতিতে মোদের গরব তিমির সাগরে হয়েছে তল।
আমরা ছিলাম ভারত-রাজার প্রধান সহায় প্রধান সখা;
বাণী সাধনায় কাব্য-পীযূষ পিয়েছি আমরা পিয়েছি একা।
আমরা জনম লভেছি জগতে ব্রহ্মার পূত শরীর হতে;
মন্ত্রণা মোরা দিয়েছি রাজায়—রাজ্য চলিত মোদের মতে।
ক্ষত্রিয়—তারা আমাদের ভাই—রাজ্য রেখেছে শত্রু মেরে;
কায়স্থ—মোরা রাজার সহায় ক'রেছি শান্তি স্থাপিয়ে ঘরে।
আমরা রাজ্য চেলিছি একাকী আমাদের ভয় সকলে করে,
ভীত চিত হয়ে বলিল রাজায় সাবধান হতে মোদের তরে।
আমরা যুঝেছি শত্রু-সহিত সে মহাভীষণ কুরুসমরে,
সিংহল পরে রাখিয়াছি নাম—লঙ্কা আমরা নিয়েছি কেড়ে।

বৌদ্ধ যুগেও 'নালান্দা' গিয়ে মানবে আমরা দিয়েছি শিক্ষা,
কত কাল হ'ল রাজ্যশাসনে আমরা রাজায় দিয়েছি দীক্ষা।
রাজ্য করেছি বাঙ্গলাদেশে,—আমরা কেন গো হইব হীন,
বাগ্মী আমরা—শিক্ষক মোরা— মোরা কেন হব জ্ঞানবিহীন?

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গ সমাজে "দাস" "দাশ ও "শর্ম্মন্" শব্দের ব্যবহার।*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

অপর, শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা যখন ইহা জানা যাইতেছে, একান্তর অনুলোমজেরা পিতৃসদৃশ ও দ্ব্যন্তর অনুলোমজেরা মাতৃসদৃশ গণ্য হইয়াও তাহারা সকলেই ব্রাত্য স্কুলের সংস্কারাদিতে অধিকারী হইত; তখন ইহা সহজেই অনুমেয় যে উহাদের নামকরণ ও উপাধিধারণ ও মাতৃকুলের অনুরূপই হইত। পরবর্ত্তীকালে আর বিবাহ রহিত হইয়া গেলে অবশ্য নূতন অনুলোমজের উৎপত্তি আর হয় নাই; তদবধি তাহাদের বংশাবলীতে পৈতৃক দৃষ্টান্তেই নামকরণ ও উপাধিধারণ হইয়া আসিয়া থাকিবে। তবে কোথায় কোথায় আগন্তুজ বা নব্য উপাধি পরিগৃহীত যে হয় নাই এমত বোধ হয় না। পক্ষান্তরে প্রতিলোমজেরা চিরকালই দ্বিজোচিত সংস্কার বিহীন বলিয়া তাহাদের পক্ষে শূদ্র জাতির আচার, নাম ও উপাধি অনুকরণ করাই সঙ্গত মনে করিতে হয়। কিন্তু কালক্রমে অধুনা সঙ্কর জাতির মধ্যেও কোথায় কোথায় যদৃচ্ছায় নামকরণ এবং পূর্ব্ব পুরুষের অবলম্বিত কোন আগন্তুজ উপাধি ব

* দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধের পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশে অস্পষ্ট (আশ্বিন সংখ্যায়) 'কপি' ও মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ কয়েক স্থলে মারাত্মক (যেমন ২৭৯ পৃষ্ঠার নোটের নোট; ২৮১ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধের একস্থলেই অসংলগ্নরূপে সন্নিবেশিত; নোট চিহ্নও কয়েক স্থলে স্থান ভ্রষ্ট" পুনরায় ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত প্রমাণ মধ্যেও কয়েক স্থলে ইত্যাদি) ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। তাহার সংশোধনের আর উপায় নাই। আশা করি সহৃদয় পাঠকেরা যথোচিত সংশোধন করিয়া লইবেন।

উপাধি ব্যবহৃত হইতেও দেখা যায়। পরন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে তাহারা যে কোন উপাধি ধারণ করুক না কেন তৎসমস্তই শূদ্রানুকরণবোধক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে উপপুরাণ প্রচারের কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের লোক এবং দ্বিজাতির অনুলোমজ ও ব্রাত্যগণ ক্রমান্বয়ে বহুকাল ধরিয়া শূদ্রজাতি হইতে বিহিত ও অবিহিত উপায়ে স্ত্রী সংগ্রহণ করায় শূদ্রজাতির মধ্যে অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস হইয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। অন্যপক্ষে শূদ্রজাতীয় পুরুষেরাও পূর্ব্বোক্ত কারণে সবর্ণের মধ্যে বিবাহ্য কন্যার অপ্রতুলতা বশতঃ দ্বিজাতি ও সঙ্কর বর্ণ হইতে, অনেক স্থলে অবিহিত উপায়েই স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, উপসন্ধি হয় এবং ইহা মনে করা সঙ্গত হইতে পারে যে, উহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে মূল শূদ্রবর্ণ (স্ত্রী ও পুরুষ) ক্রমান্বয়ে বহুবিধ সঙ্করজাতি উদ্ভবের কারণ হইয়া কালে স্বয়ং পরিক্ষীণ এবং অবশেষে হিন্দুসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই শূদ্রবর্ণের বিলুপ্তি অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ঘটিয়াছে। ইহা সত্য বটে, অপ্রাচীন পুরাণাদিতে শূদ্রের শ্রেণীবিভাগ, যেমনচ্ছূদ্র ও অন্ত্যজ কিম্বা নবশাখ (নবশাখা) ও অস্পর্শীয় জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহারা অনেক কাল হইতে সমাজে পৃথক্ পৃথক্ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানা যায়। কেননা ইহাদের মধ্যে পরস্পর যৌন সম্বন্ধ ও ভক্ষ্য ভোজ্যতা প্রচলিত দেখা যায় না। অতএব প্রতীত হইতেছে যে, শূদ্রজাতির পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক শ্রেণীবিভাগ কাল্পনিক মাত্র; বস্তুতঃ মূল শূদ্রজাতির অস্তিত্ব কথিত পুরাণ প্রচার কালের বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহাই অনুমেয়। ইহা সুসম্ভব যে, শূদ্রা-নারীর গর্ভসম্ভূত অনুলোমজ এবং অন্যান্য অনুলোমজজ হইতে শূদ্রাগর্ভে উৎপন্নেরা শূদ্ররূপে পরিচিত হইয়া থাকিবে। তদ্ভিন্ন দ্বিজাতির ব্রাত্যেরাও শূদ্রাচারী হওয়ায় তাহারাও একপ্রকার শূদ্ররূপে পরিগণিত হওয়ার সম্ভাবনা। অপর ইহাও অনুমেয় যে, সংস্কারবিহীন সামাজিকদিগের পুরুষানুক্রমিক অবলম্বিত বৃত্তির অনুরূপ উহাদের বিভিন্ন জাতি সংজ্ঞা লাভ ঘটিয়াছে। উহাদের মধ্যে যদিও অনেক স্থলে বৃত্ত্যনুরূপ উপাধি—যেমন শ্যামকামার, হরিগোপ, রাম নাপিত ইত্যাদি; আবার কোনও স্থলে আগন্তুজ উপাধি,—যেমন রায়, মল্লিক, ভুঁঞা ইত্যাদিও গৃহীত দেখা যায়, কিন্তু উহাদের মধ্যে যাহারা শূদ্রাচারা তাহারা সমাজে সচ্ছূদ্র এবং আচার ভ্রষ্টেরা অন্ত্যজ বা অস্পর্শীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। পরন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যেই দাসোপাধি পরিদৃষ্ট হয়—যেমন নমঃশূদ্র গোপাল দাস চর্ম্মকার বিপিন দাস এইরূপ স্বর্ণকার বেচারাম দাস ও নাপিত হারাধন দাস ইত্যাদি। নাপিত অতি

প্রাচীন শূদ্রবৃত্তিক জাতি ; ঋগ্‌বেদে ইহার নাম উল্লিখিত আছে। সাধারণতঃ ইহাদিগের উপাধি দাস। অতএব বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে শূদ্র পরিচিত কোন জাতি শূদ্রবর্ণের বংশধর কি না তাহা স্থির করা সম্ভবপর নহে। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন সমাজে এরূপ কতকগুলি লোক ছিল জানা যায়—যাহারা দাস রূপে সংজ্ঞিত হইত, অথচ উহারা জাতিতে শূদ্র ছিল না। এস্থলে তাহাদের উল্লেখ না করিয়া, দাস উপাধির সমাধান করা সঙ্গত বোধ হয় না বলিয়া নিম্নে তৎসম্বন্ধে ২।৪ টী কথা বলিতেছি—

(১) প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, বৈদিক কালীন আর্য্যগণ ভারতবাসী অনার্য্যগণকে দাস, দস্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা আর্য্যদিগের বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক উহাদিগের অনুগত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যেই বসবাস করিয়াছিল, তাহারা অনার্য্য হইলেও আর্য্য সংস্রবে থাকিয়া আর্য্য সমাজের নিম্নতম স্তরে স্থান লাভ করিয়াছিল ; আর যাহারা আর্য্য জাতির লোক হইয়া উপনয়নাভাব ও কর্ম্মদোষে আর্য্যসমাজ হইতে জাতিভ্রষ্ট হইত, তাহাদেরও ঐস্থান লাভ করিতে হইত।* এইরূপ উভয় দল মিলিত হইয়া শূদ্রশ্রেণী গঠিত হইয়াছিল, ইহা উপলব্ধি হয়।

(২) ইহাদের সকলের উপাধি শূদ্রবাচী দাস হওয়া সম্ভব হইলেও মনুর প্রচারকালে অপর কতকগুলি লোককেও দাস বলিয়া পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল। তাঁহারা যে সকলেই শূদ্রবংশোদ্ভূত তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ দাস সংজ্ঞা লাভের পূর্ব্বে অন্যান্য বর্ণসম্ভূত থাকা সম্ভব হয়।

"ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈতৃকোদণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ॥"

ভৃগুপ্রোক্ত মনু ৮।৪১৫।

অপর,

"গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ।
অন্নাকালভৃতস্তদ্বদাহিতঃ স্বামিনা চ যঃ॥
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ।
তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ॥

* "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

মনুসংহিতা ১০।৪৩।

ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।
বিক্রেতাশ্চাধমনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশস্মৃতাঃ॥

নারদপ্রোক্ত মনুঃ।
(নারদ সংহিতা) শব্দকল্পদ্রুম ধৃত।

যখন শাস্ত্রে এই সকল লোককে দাস সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছিল, তখন ইহারা যে কোন বংশোদ্ভূত হউক না কেন, ইহাদিগকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করাই শাস্ত্রাভিপ্রেত, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। কালপ্রভাবে এই দাসশ্রেণীর লোকেরা আর্য্যসমাজে শূদ্র ভিন্ন আর কোন্ কোন্ শ্রেণীর মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, তাহা অধুনা স্থির করা সম্ভব নহে।

(৩) হয়তঃ অনেকে অবগত আছেন যে, অনতিপ্রাচীন হিন্দু সমাজে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রভাবে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা অবহেলিত হওয়ায় এবং কোথায় কোথায় ব্রাহ্মণের অদর্শন বশতঃ দ্বিজাতি বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণ শ্রুতি স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব বর্ণোচিত সংস্কার ও আচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্বে পরিগণিত হইয়াছিলেন। আধুনিক শূদ্ররূপে পরিচিত বহুলোকের মধ্যে দাসোপাধিক ব্যতীত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোপাধিক যে সকল শ্রেণীর লোক দেখা যায়, সম্ভবতঃ তাহারা উপরি উক্ত ব্রাত্য বা সংস্কারভ্রষ্ট লোকদিগের বংশধর হইবেক ; আর দাসোপাধিকগণ শূদ্রসন্তান হইলেও হইতে পারেন—কতক বা সঙ্করোদ্ভূত হইতে পারেন। অতএব সমাজে দাসোপাধিক দেখিয়া সকলকে শূদ্রজাতি বলিয়া অবধারণ করা সর্ব্বত্র সঙ্গত হইবে না।

(৪) আবার ইহা দেখা যায়, সাড়ে চারিশত বৎসর অতীত হইল সুবিখ্যাত স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন বঙ্গে (নবদ্বীপে) উদিত হইয়া, তৎকালিক হিন্দুসমাজে বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও আচারাদির অনুষ্ঠান অত্যন্ত অবহেলিত দেখিয়া, আঠাইশ খানি স্মৃতিসংগ্রহ গ্রন্থ (যাহা নব্যস্মৃতি নামে প্রখ্যাত) প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তখন সমাজে দ্বিজসংস্কারযুক্ত এবং তাদৃশ সংস্কারবিহীন এই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইয়া প্রথমোক্তকে ব্রাহ্মণ এবং শেষোক্তকে শূদ্র বলিয়া অবধারণ করত ঐ দুই শ্রেণীরই উপযোগী আচারাদি ধর্ম্মের ব্যবস্থাসঙ্কলনপূর্ব্বক প্রচার করেন। তাঁহার মতে "কলৌ ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ নস্তঃ" অর্থাৎ কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু একথা স্বীকার্য্য নহে—কেননা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সংস্কারবান্ শুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং মিশ্র ক্ষত্রিয়বংশ তথা বৈশ্য শ্রেণীর বহুলোক এখনও বিদ্যমান দেখা যায়। বোধহয় বঙ্গের কতকাংশে মাত্র সংস্কারসম্পন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুল না দেখিতে

পাইয়া এবং ক্ষত্রিয়রাজ নন্দবংশের অবসান অবধি কলিতে ক্ষত্রিয়বর্ণের তিরোধান হইয়াছে, এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষত্রিয়শ্রেণীর অত্যন্ত অভাব স্থির করিয়া থাকিবেন। আর তাঁহার সময়ে বঙ্গে বৈশ্যবৃত্তিক বহুলোক থাকিলেও তাহাদিগকে সংস্কারবিহীন অর্থাৎ শূদ্রাচারী দেখিয়া কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই এই অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া উক্ত উভয় বর্ণের জন্য কোন সংস্কারাদির বিধি ব্যবস্থা করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। ভারতের অন্যান্য দেশ ছাড়িয়া* দিলেও বঙ্গ, উড়িষ্যার অনেক স্থানে ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারী ও রাজারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী ও রাজ্যশাসনে নিরত আছেন দেখা যায়। তাঁহারা উত্তর পশ্চিম দেশীয় সদৃশ রাজন্যগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে চিরকাল সম্পৃক্ত রহিয়াছেন। সংস্কারসম্পন্ন বৈশ্যবংশের কেহ কোথায় ঐরূপে বাস করেন কি না এবং ঐরূপ পশ্চিম দেশের সঙ্গে বিবাহাদি সংস্রব রাখেন কি না তাহা লেখক অবগত নহেন। যাহা হউক রঘুনন্দনের সময়ে শূদ্রাচারপরায়ণ যাবতীয় লোক যে শূদ্র বর্ণেরই ছিল, তাহা সম্ভব নহে। বরং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অন্যান্য বর্ণের সংস্কারহীন বংশধর থাকাই সঙ্গত বিবেচিত হয়। তবে কেহ কেহ যে প্রকৃত শূদ্রজাতির লোক ছিল না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ। থাকিলেও উহারা কালক্রমে অন্যান্য শূদ্রাচারীর সহিত একশ্রেণীর ভুক্ত রূপে পরিচিত হইয়া গিয়াছে অনুমিত হয়। রঘুনন্দন কায়স্থ জাতির সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল ঘোষ বসুর নাম করত তাহাদিগের 'সচ্ছূদ্র' এরূপ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অথচ তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। সম্ভব এই কায়স্থজাতির প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারে সমাজস্থ অন্যান্য শূদ্রাচারপরায়ণ লোকদিগের অপেক্ষায় কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই উহাদিগকে সচ্ছূদ্র বলিয়া গণ্য করিয়া থাকিবেন। এ বিষয়ে পশ্চাৎ আরও বিবেচ্য থাকিল। মোটকথা রঘুনন্দন তাঁহার সময়ে শূদ্রাচারী জনসাধারণকে শূদ্রবংশীয় বলিয়া গণ্য

* কিছুকাল গত হইল হরিদ্বারে যে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দ্রাবিড়, কাঞ্চী ও কাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দু নগরীতে পূর্ব্বাবধি যে বেদচতুষ্পাঠী বিদ্যমান আছে, তৎ তৎ স্থানে বেদাধ্যাপন কার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় বৈশ্যবর্ণের ছাত্রগণও অধ্যয়নতৎপর আছে। সম্প্রতি আবার বর্ষীয়ান্ মহাত্মা স্বামী রামদাসজী যোগীরাজ ভারতে একটি সংস্কৃতবিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন, ঐ সঙ্কল্পিত বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন করিবে এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। (অমৃতবাজার পত্রিকা ৯।৪।১৮ দেখ)। কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের অত্যন্তাভাব থাকিলে এরূপ বিদ্যালয়ের সৃষ্টি বা সঙ্কল্প কিরূপে সম্ভব হইতে পারিত? অতএব কলিতে এখনও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হয় নাই। উহা রঘুনন্দনের ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত উক্তি মাত্র।

গণিলেও সকলে যে শূদ্রপরিচায়ক দাসোপাধিক ছিল তাহা নহে। পক্ষান্তরে যাহারা দাসোপাধিক ছিল তাহারা যে সকলেই মূল শূদ্রবর্ণের অন্বয় তাহাও বলা যায় না।

(৫) দেখা যায় চৈতন্যদেব রঘুনন্দনের সমসাময়িক লোক ছিলেন; তিনি এতদ্দেশে উত্তর পশ্চিম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে পূর্ব্বপ্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্বাভিপ্রেত সংস্কার করিয়া প্রচার করেন। দৈন্যাবগুণ্ঠন তাঁহার ধর্ম্মমতের অন্যতম অঙ্গ ছিল।* তৎসহ ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের দাস (অবশ্য দ্বিজাতির দাস নহে) এই দীন ভাবদ্যোতনার্থ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রশাসন অতিক্রম পূর্ব্বক পূর্ব্বোপাধি পরিবর্জ্জন করিয়া জাতিনির্ব্বিশেষে আপনাদিগের নামের উত্তর হীনতাব্যঞ্জক দাস এই পদ্ধতির ব্যবহার প্রচলিত করেন। দেখা যায় তদবধি ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল এমন কি, মুসলমান পর্য্যন্ত জাতীয় লোকও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের নামের উত্তর দাসোপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অতএব বঙ্গীয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দাসোপাধি তাহা কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের দাস জ্ঞাপক ভিন্ন দ্বিজজাতির সেবক শূদ্রবর্ণসূচক নহে। কোন বৈষ্ণব কোন্ কুল উদ্ধার বা পবিত্র করিয়াছেন, এরূপ অনুসন্ধান ব্যতীত তাহার বর্ত্তমান উপাধির দ্বারা তাহার জাতি বা বর্ণ (যদি কিছু থাকে নির্ণয় করা যায় না)। ইহা ব্যতীত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে অবৈধোৎপন্ন এবং গণিকা সন্তানেরা বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া দাসোপাধি অবলম্বনে তৎপর আছে। অপিচ সমাজের কায়স্থ, অম্বষ্ঠ, বৈদ্য তথা অনেক হীনজাতির মধ্যেও দাসোপাধির প্রচলন আছে। পরন্তু এই সকল জাতির মধ্যে মূল জাতির অস্তিত্ব কতটুকু বিদ্যমান তাহা অধুনা স্থির করা দুরূহ। বিস্ময়ের বিষয় শূদ্রবর্ণের ন্যায্যোপাধি যে দাস তাহা শূদ্র ব্যতীত অন্যত্র যথেচ্ছায় ও অবাধে (অনেক স্থলে আবার উহা গর্ব্বের সহিতও) ব্যবহৃত দেখা যায়।

উপরে দন্ত্য স যুক্ত অনেক প্রকার দাসোপাধির সাধারণ ভাবে উল্লেখ করিয়া অতঃপর বঙ্গীয় সমাজের কায়স্থ, অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যজাতির মধ্যে যে দাসোপাধির প্রচলন আছে এবং যাহা লইয়া অধুনা বিতণ্ডা চলিতেছে, তদ্বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

* তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

ঐশ্বর্য্য।

ছুটিছে জীবন-স্রোত, তরঙ্গ তুলিয়া
কোন্ মহাসিন্ধুপানে! রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বসি' উঠিছে যেন নব শক্তিবলে,
নিভৃত হৃদয়-রাজ্যে মানস-অচলে।
কোনো স্থানে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উপল-ব্যথিত-গতি,—বিশীর্ণ মন্থর!
কত দেশ, কত বন, কত মরুভূমি
দূরে যায় দেখা; একে একে অতিক্রমি'
যেতে হবে সেই দিব্য আনন্দ পাথারে,
সংসারের সুবিপুল রহস্যের পারে!
কখনো বা নিরালম্ব প্রবাহ গভীর,
প্লাবিয়া বিরাট দীপ্ত পর্ব্বত-শরীর
ধাইতেছে মহাবেগে উন্মত্ত-আবেশে
ভাসাইয়া তৃণ গুল্ম গৈরিক নিঃশেষে!
কোথাও প্রবেশি' অন্ধ-তামস-কন্দরে,
ধরণীর বন্দীসম সক্রোধে সঞ্চরে।
না জানি কখন্ কোন রন্ধ্র-পথ দিয়া,
আবার বহিছে প্রেমে উধাও হইয়া!
পঙ্কিল প্রমত্ত-ধারা ফিরে রাত্রি দিন,
দূরে ঐশ্বর্য্যের দেশ, দিগন্তে বিলীন!!

শ্রীগোপাল চন্দ্র কবিকুসুম।

গৌড়-কাহিনী।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্রী উদ্ধার।

পরদিন অতি প্রত্যূষে গগন-মেদিনী ভেদ করিয়া রণভেরী বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে উভয় পক্ষ রণোন্মাদে মাতিয়া উঠিল। অস্ত্রের ঝন্ ঝনা, যুদ্ধাহ্বান, সিংহনাদ, মাতঙ্গের বৃংহণ, বীরগণের হুহুঙ্কারে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সে দিন যে ভীষণ যুদ্ধ হইল তাহার তুলনা নাই।

আজ কেদারেশ্বর সমবেত সৈন্যমণ্ডলীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় সাহসে, তাঁহার অমানুষিক বিক্রমে, তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ আহ্বানে সমস্ত সৈন্যমণ্ডলী মহোৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যেন আজ কেমন এক দৈববলে বলীয়ান্ হইয়াছে।

সত্য সত্যই আজ তাহারা জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ বাধা প্রাপ্ত হইয়াও তাহারা বার বার ডমর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা কি সহজ? ভীম ও হরি অতি নিপুণতার সহিত তাহা রক্ষা করিতেছিল। বার বার শত্রু সৈন্যগণ যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে ভীষণ বেগে ডমরের উপরে আপতিত হইতে লাগিল, অমনই ভীমের সৈন্যগণ অমিত বিক্রমে তাহা প্রতিহত করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষ এরূপ বিক্রম ও রণ কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল যে জয় পরাজয় নিশ্চয় করা কঠিন হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে বহুসংখ্যক যোদ্ধা হতাহত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিতের স্রোত বহিতে লাগিল। উভয় পক্ষের শত শত শবে ডমরের গভীর পরিখা স্থানে স্থানে পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই—কোন পক্ষে কাতরতার চিহ্নমাত্র নাই। কোন পক্ষ প্রতিপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াই যেন পক্ষদ্বয় পরস্পরকে নির্ম্মমভাবে তাড়িত করিতে লাগিল। অসংখ্য মহাযোদ্ধার নিপাতেও কোনপক্ষও বিচলিত না হইয়া প্রাণপণে দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ক্রমে যেমন একদল সৈন্য শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল, অমনি নূতন আর একদল সৈন্য তাহাদের স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল, আবার তাহারা শ্রান্ত হইলে অপর একদল তাহাদের স্থানে দাঁড়াইতে লাগিল, এইরূপে অবিরত যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। সূর্য্যদেব আরক্তিম নয়নে পশ্চিমাকাশের প্রান্তভাগে ঢলিয়া পড়িলেন। তখন একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য কেদারেশ্বর সৈন্যগণকে আহ্বান করিলেন। সৈন্যগণকে পূর্ব্বদিবসের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অবশেষে স্বয়ং সিংহ-বিক্রমে লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইলেন। তখন কেদারেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া দশ সহস্র যোদ্ধা হুঙ্কার দিয়া অগ্রসর হইল। বিপক্ষ সৈন্য দলিত মথিত করিয়া—পরিখা মধ্যস্থ স্তূপাকারে শবদেহের উপর দিয়া তাহারা অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্তের জন্য উভয় পক্ষ তাহাদের সেই অমানুষিক বিক্রম দেখিয়া

স্তম্ভিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য ভীমের সৈন্যদল তাহাদের সে দুর্দ্দমনীয় বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইল। তাহারা পশ্চাগতে ফিরিতে লাগিল। দূর হইতে বিজয়পাল তাহা দেখিলেন। তিনি তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া কেদারেশ্বরের সহিত অবিলম্বে সিংহনাদ করিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাদের সেই সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে ভীমের সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—ভীমের ব্যূহ ভেদ হইল। তখনও ভীম পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল না। শত্রু বেষ্টিত হইয়াও অপূর্ব্ব কৌশল ও অতুলনীয় বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে কেদারেশ্বরের সৈন্যদল যেন দৈববল প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেদারেশ্বর স্বয়ং যেন অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তধৃত খড়্গ বিপক্ষের আঘাতে অর্দ্ধভগ্ন হইয়া গিয়াছে—শরীরের বহু স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে—তথাপি তাঁহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অদম্যবেগে বিপক্ষ সৈন্যদল দলিত মথিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভীমের সৈন্যদল ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল—তাঁহার অধীনস্থ যোদ্ধাগণ দলে দলে হত হইতে লাগিল—বিপক্ষেরা ক্রমাগত দলপুষ্ট ও উৎসাহিত হইয়া ভীষণ হুঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। অবশেষে ভীম যখন দেখিলেন যে, জয়ের আর আশা নাই—পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন বৃথা লোকক্ষয় না করিয়া কেদারেশ্বরের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। এতদিনে ভীমের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল—সমস্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

ভীম বন্দী হইবার সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র রামপালদেবের সৈন্যমণ্ডলী উচ্চ গগন মণ্ডল কাঁপাইয়া ভৈরবী রবে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।—তাহাদিগের মধ্যে অপরিসীম আনন্দের স্রোত বহিল! হরি তখনও অন্যত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতেছিলেন। ভীমের আত্মসমর্পণের সংবাদ শ্রবণে হতাশ হইয়া তিনি হতাবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তখন রজনী ছায়া ধরা পৃষ্ঠে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নৈশ সমীরণ বহিয়া বহিয়া দিগন্ত-পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে পল্লীগ্রামও নিদ্রারক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতেছে। কিন্তু রণক্ষেত্রে তখনও তুমুল কোলাহল চলিতেছিল। আহতের আর্ত্তনাদ বিজয়ী সৈন্যদলের জয়োল্লাস শৃগাল কুক্কুরের কলরব মিশ্রিত হইয়া তথায় এক অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল।

যুদ্ধ জয় হইয়াছে দেখিয়া রামপালদেব যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। তারপর একদল সৈন্যসহ কুমার কাহ্নুরদেবকে হরির পশ্চাদ্ধাবন করিবার ভার দিয়া, ও বিত্তপালের হস্তে ভীমের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যমণ্ডলীর উপর নগর

লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরী অধিকৃত হইল। ভীমের রাজ্যের বিষয় মহারাজ রামপালদেবের হস্তগত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

সন্ধ্যা।

দিবসের ক্লান্ত রবি ঐ যে ডুবে যায়,
কঠোর কর্ত্তব্য তার সাধিয়া ধরায়।
পক্ষীগণ দ্রুতবেগে ধায় নীড়পানে,
সারাদিন ক্লান্ত হ'য়ে আহারান্বেষণে।
রাখাল ফিরিছে ঘরে ধেনুগণ ল'য়ে,
বহুক্ষণ মাঠে মাঠে তাদের চরা'য়ে।
আকাশেতে উঠ্‌লো ঐ চাঁদ ধীরে ধীরে,
জগতের অন্ধকার দূর করিবারে।
ধীরপদে সাধুগণ নদীতীরে যায়,
জপিতে ঈশ্বর নাম এ মহাসন্ধ্যায়।

শ্রীবিজয়গোপাল বসুবর্ম্মা।

কালিদাস ও ভবভূতি।

(৮)

(কার্ত্তিক সংখ্যা, ৩১৭ পৃষ্ঠা হইতে)

বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা "উত্তর-রাম-চরিত" লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিতেছি। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত নাটকাবলীর মধ্যে "উত্তর-রাম-চরিত" খানিই বঙ্গদেশে সমধিক

প্রচলিত। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল হইতে এই নাটকখানি কলেজে এণ্ট্রান্স চতুষ্পাঠীতে রীতিমত ভাবে পড়ান হইতেছে। পরম পূজ্যপাদ দয়ার সাগর ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত রিপোর্টে উত্তর-চরিতের গুণগান করিয়াছেন। এই উত্তর-চরিত্রের আখ্যায়িকা লইয়া তিনি তাঁহার অবিনশ্বরকীর্ত্তি "সীতার বনবাস" রচনা করিয়াছেন, এবং তিনিই কবির "মহাবীর-চরিত" এবং "মালতী-মাধব" অপেক্ষা উত্তর চরিতের প্রাধান্য দেশে সংস্থাপন করিয়াছেন। তাই "উত্তর-চরিত" আমাদের দেশে সুপরিচিত হইয়াছে। এইজন্য, আমরা উত্তর-চরিতের আখ্যান ভাগ অঙ্কানুসারে বিস্তৃতভাবে না দিয়া, কেবল সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। আখ্যান ভাগ বর্ণনার পরে অবশ্যই আমরা যথারীতি ভবভূতির নাটকের সহিত কালিদাসের কাব্যের তুলনা করিয়া কবিদ্বয়ের মধ্যে কেহ কাহারও উত্তমর্ণ কিনা তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতে চেষ্টা করিব।

"মহাবীর-চরিতে" শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক মহোৎসবের বর্ণনা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অভিষেক মহোৎসবের পর লঙ্কা-সমর-সুহৃদ্ রাক্ষস বানররাজদ্বয় নিজ নিজ সৈন্যসামন্ত সহিত স্ব স্ব দেশে চলিয়া গিয়াছেন। অভিষেকের সময় নিমন্ত্রিত নানা দিগন্ত-পাবন রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও উৎসবান্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। দশরথের জামাতা মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ অরুন্ধতী এবং দশরথের মহিষীদিগকে লইয়া গিয়াছেন। সীতা কঠোরগর্ভা বলিয়া ননান্দৃ-পতি ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারেন নাই। সীতার চিত্তবিনোদের নিমিত্ত রামচন্দ্রও যজ্ঞস্থলে যান নাই, অযোধ্যাতেই আছেন। প্রস্তাবনামুখে এইরূপ অবস্থার পরিচয় দিয়া কবি-নাটক আরম্ভ করিয়াছেন।

রাম ও সীতা একান্তে বসিয়া বিশ্রামলাভ করিতেছেন, এমন সময় ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞস্থান হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রেরিত অষ্টাবক্র আসিয়া তাঁহাদিগকে ঋষ্যশৃঙ্গের ও বশিষ্ঠের আশীর্ব্বাদ ও আদেশ জানাইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়া দিয়াছেন, "আমরা জামাতার যজ্ঞে ব্যাপৃত রহিয়াছি, তুমি একে বালক, তাহাতে তোমার নূতন রাজ্য; সুতরাং সর্ব্বদাই প্রজানুরঞ্জনে নিরত থাকিবে, যে হেতু প্রজাগণের মনোরঞ্জন করাই তোমাদের (রঘুবংশীয় রাজগণের) কর্ত্তব্য,—তাহাতেই তোমাদের যশঃ এবং তাহাই তোমাদের পরম ধন।"

অষ্টাবক্রের কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া রামচন্দ্র বলিবেন, "ভগবান্ মৈত্রাবরুণি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই আমি প্রতিপালন করিব,—

"স্নেহং দায়ংচ সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা ॥"১২॥

প্রথম অঙ্ক।

"স্নেহ, সুখ, দয়া, মায়া,—অধিক কি আর ?
যদি আবশ্যক কভু হয় ত্যজিবার
প্রজারঞ্জনের তরে জানকীরে, হায় !
তথাপি আমার মনে ব্যথা নাহি তায় ॥১২॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

এবং কবি এই শ্লোক দ্বারাই সীতা-নির্বাসনের সূচনা করিলেন।

ইহার পরই বিখ্যাত "চিত্রদর্শন" দৃশ্যের অবতারণা। লক্ষ্মণ রামসীতার চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত অযোধ্যার সুদক্ষ শিল্পীর দ্বারা রামচরিত্রের নানাভাগের সুন্দর আলেখ্যাবলী প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছেন। তিনি সেই চিত্রসমূহ লইয়া আসিলে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতদূর পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে ?"

লক্ষ্মণ। দেবী জানকির অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।

রাম। সে অমঙ্গলের কথা থাকুক।

"উৎপত্তি পরিপূতায়াঃ কিমন্যাঃ পাবনান্তরৈঃ।
তীর্থোদকং চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ ॥"১৩॥

প্রথম অঙ্ক।

"স্বভাবে পরমপূত জনম যাঁহার,
অপর পাবন বস্তু কি করিবে তাঁর ?
তীর্থোদক আর অগ্নি-শোধনের তরে
অপরের সহায়তা অপেক্ষা না করে ॥১৩॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

ইত্যাদি বলিয়া সীতাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলে, সীতা সে সকল কথা চাপা দিয়া বলিলেন,—

"আর্য্যপুত্র, সে সকল কথা থাকুক,—আসুন, আমরা আপনার চরিত্র চিত্র অবলোকন করি।"

এইবার লক্ষ্মণ চিত্র দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। উত্তর-চরিতের এই দৃশ্য অতি মধুর কবিতাময়,—কিন্তু আমরা আজ ইক্ষুর রস পরিত্যাগ করিয়া উহার নীরস ছোবড়া খাইতে বসিয়াছি ;—কবিতার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া কাব্যের জন্ম-

পত্রিকা লইয়া ব্যস্ত হইয়াছি? তাই,—"চিত্রদর্শনের" সৌন্দর্য্যতত্ত্ব লইয়া, সময়ক্ষেপ না করিয়া—আখ্যায়িকা লইয়াই অগ্রসর হইতেছি।

তাড়কাবধ-ব্যাপারের উপক্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে যে মন্ত্র রহস্যাদি সহিত জৃম্ভকাস্ত্র-প্রয়োগ এবং সংহার শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রগুলি, রামচন্দ্রের মস্তকের উপরিভাগে আকাশমার্গে থাকিয়া তাহার স্তুতি করিতেছে, এরূপ চিত্রিত হইয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন, "দেবি, এই অস্ত্রগুলিকে প্রণাম কর।" সীতা প্রণাম করিলে রামচন্দ্র বলিলেন,—"দেবি, এই অস্ত্রগুলি তোমার পুত্রগণকেও আশ্রয় করিবে।" শ্রীরামচন্দ্রের এই আশীর্ব্বাক্যের ফলই কুশ লব আজন্ম জৃম্ভকাস্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছিলেন;—এবং এই কথা পরেও প্রকাশ পাইবে।

চিত্রে বিবাহ-ব্যাপার-বর্ণনার পরে পরশুরামের পরাজয় পরিকল্পিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ এই ব্যাপার দেখাইতে অগ্রসর হইলে, রামচন্দ্র স্বীয় চরিত্রের মাহাত্ম্যবশতঃ এই আত্মখ্যাতিসূচক দৃশ্য দেখিতে চাহিলেন না,—তিনি বলিলেন,—"ওঃ—আরও ত কত দেখিবার রহিয়াছে!" সীতা রামচন্দ্রের এই বিনয়-ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। লক্ষ্মণ তখন বলিলেন,—"এই দেখুন আমরা অযোধ্যায় আসিলাম"। এই কথায় এবং চিত্রের এই ভাগ দেখিয়া রামের চিত্তে ভাবের বিবিধ তরঙ্গ খেলিয়া গেল! সেই গত সুখের স্মরণে হৃদয় উছলিয়া উঠিল। তিনি সেই সকল সুখের বর্ণনায় নতমুখ হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর লক্ষ্মণ অন্যভাগ দেখাইয়া বলিলেন,—"এই যে মন্থরার বৃত্তান্ত।" রামচন্দ্র সেই দৃশ্যের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ না করিয়া সত্বর অন্যত্র দেখাইয়া সীতাকে বলিলেন,

"দেবি বৈদেহি,—এই দেখ সেই ইঙ্গুদী-বৃক্ষ,—শৃঙ্গবের-পুরে প্রিয়সখা নিষাদপতির সহিত এখানেই আমাদের সমাগম হইয়াছিল।"

রামচন্দ্রের এই ব্যবহারে লক্ষ্মণ হাসিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে বলিলেন,—"ও!—দাদা দেখিতেছি মেজ মায়ের কথা চাপা দিয়া গেলেন!"

এই প্রকারে চিত্রে বনবাসের নিখিল চিত্র অতিশয় নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। রাম সীতা এবং লক্ষ্মণ ক্রমশঃ সমুদায় দেখিতে দেখিতে অপহৃতা সীতার অন্বেষণ পথে মাল্যবান্ পর্ব্বতের চিত্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানকী-বিরহী রামচন্দ্রের শোক-সংক্ষুব্ধ মূর্চ্ছিত মূর্ত্তি রোদনপরায়ণ লক্ষ্মণের ক্রোড়ে চিত্রিত হইয়াছে, এবং উপর পর্ব্বতসানুস্থ কূটজকদম্ব তরুসমূহ প্রফুল্ল ফুলভারে অবনতপ্রায় হইয়া শোভা পাইতেছে। লক্ষ্মণ সেই নব নীল নীরদ শোভিত, বিকসিত ককুভ

কুসুম-সৌরভ আমোদিত মনোমোহন মাল্যবান্ গিরির বর্ণনা আরম্ভ করিলে রাম-হৃদয়ে পূর্ব্বের সেই অসহ্য সীতাবিরহ-বহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তিনি অধীর হইয়া বলিলেন,—

"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও,—আর যে আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না,—আমার হৃদয়ে সেই জানকী বিপ্রয়োগদুঃখদাবানল জ্বলিয়া উঠিল যে!" লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "দেবী পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িয়াছেন, তবে বিশ্রাম করুন।"

সীতা। আর্য্যপুত্র, এই চিত্রদর্শনে আমার হৃদয়ে এক 'সাধ' জাগরিত হইতেছে,—তাহা নিবেদন করিব কি?

রাম। নিশ্চয়ই,—কি সাধ, আদেশ কর।

সীতা। সাধ হইতেছে যে পুনরায় প্রসন্ন গম্ভীর বনরাজি মধ্যে পরিভ্রমণ এবং পবিত্র-নির্ম্মল-শীতল-সলিলা ভগবতী-ভাগীরথীতে অবগাহন করি।

রাম। বৎস লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। এই যে, আমি।

রাম। বৎস, গুরুজনে আদেশ দিয়াছেন, দেবীর হৃদয়ে যখন যে 'সাধের উদয় হইবে, তৎক্ষণাৎ যেন তাহা পূরণ করা হয়; সুতরাং গমনের সময় কোনরূপ স্খলিত না হয়, এরূপ একখানি রথ আনয়ন কর।

সীতা। আর্য্যপুত্র, তোমাকেও আসিতে হইবে।

রাম। অয়ি কঠিন হৃদয়ে, ইহাও কি আবার বলিতে হয়?

সীতা। তাইত তুমি আমার বড় প্রিয়, কত প্রিয়।

লক্ষ্মণ। "আর্য্য যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন",—এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে বাতায়নের নিকট বসিয়া বায়ুসেবন করিতে করিতে বলিলেন, "আমার বড় ঘুম পাইতেছে।" রাম নিজের বাহুর উপর মাথা রাখিয়া সীতাকে শয়ন করিতে বলিলেন এবং তিনি প্রিয়তমের এই মধুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া রাম-বাহুর উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। এখানে কবি অতি পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের মধুময়-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—প্রেমিক শ্রেষ্ঠ সীতাপতির মুখ দিয়া অমৃতময়ী কবিতাধারা বহাইয়াছেন। অতি পাষাণহৃদয়ব্যক্তিও এই দৃশ্যে দ্রব হইয়া যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে কাব্যরসের পরিচয় দিবার স্থান নাই।

এই সময় রামের গূঢ়চর পরম বিহ্বল-ভাজন দুর্ম্মুখ আসিয়া উপস্থিত। প্রতীহারী তাহার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিলে রাম তাহাকে নিকটে আসিতে অনুমতি

দিলেন। পুরুষ ভৃত্য হইলেও তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার ছিল। দুর্ম্মুখ আসিয়া প্রথমে বলিল, রাজ্যের যাবতীয় প্রজা একবাক্যে বলিতেছে যে, তাহারা মহারাজের সুশাসনে এতদূর প্রীত হইয়াছে যে, তাহারা স্বর্গত মহারাজ দশরথের গুণাবলী বিস্মৃত হইয়াছে। রামচন্দ্র গূঢ়চরের এই সংবাদ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিলেন, —"ওহে ও সকল ত তোষামোদের কথা ;—দোষের কথা কিছু বল, যাহার প্রতিবিধান করিতে পারি।" তখন দুর্ম্মুখ সন্তপ্তচিত্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে 'তবে শুনুন মহারাজ' বলিয়া রামের কানে কানে গোপনীয় সংবাদ বলিয়া দিল।

সেই সংবাদই সর্ব্বনাশের সংবাদ! রামচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া, "অহহ! অতি অতি তীব্র এই বাগ্‌বজ্র!" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছা কথঞ্চিৎ দূর হইলে প্রেম ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির মধ্যে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হইল! সেই সংগ্রামে তাঁহার প্রেমময় কোমল হৃদয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! অসহ্য বেদনায় তাঁহার হৃন্মর্ম যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তথাপি, পরিশেষে কর্ত্তব্যেরই জয় হইল। তিনি প্রিয়তমা দয়িতাকে লোকানুরঞ্জনের অনুরোধে পরিত্যাগ করিতেই সংকল্প স্থির করিলেন। সীতার সুকোমল গ্রীবাদেশ হইতে আপনার বাহু অপসরণ করিয়া লইবার সময়ে বলিলেন,—

"অপূর্ব্বকর্মচণ্ডাল ময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দন ভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্॥"৪৬॥

প্রথম অঙ্কে।

কর্ম্মবশে আমি, মুগ্ধে, চণ্ডাল নিষ্ঠুর,
আর কেন? ত্যজ মোরে ভ্রম কর দূর!
চন্দনের ভ্রমে তুমি তীব্র জ্বালাময়
বিষম বিষের বৃক্ষ করেছ আশ্রয়! ॥৪৬॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

ইতঃপূর্ব্বেই দুর্ম্মুখকে বলিয়াদিয়াছেন, "দুর্ম্মুখ, লক্ষ্মণকে বল, এই নূতন রাজা রাম আজ্ঞা দিতেছেন' "—আজ্ঞার কথা দুর্ম্মুখের কানে কানে বলিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছেন। দুর্ম্মুখ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য চলিয়া গিয়াছে।

অবশেষে বহু বিলাপের পর সীতার শ্রীচরণদ্বয় স্বীয় শিরোদেশে স্থাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"প্রিয়ে, রামের মস্তকে তোমার পদপঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ।"

এই সময়ে নেপথ্য হইতে সংবাদ আসিল যে, যমুনাতীরবাসী উগ্রতপা ঋষিগণ

রাক্ষসের ত্রাসে অস্থির হইয়া রক্ষাকর্ত্তার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। রামচন্দ্রের এই ঘোর সময়েও কিন্তু রাজোচিত কর্ত্তব্য পরিপালনের কোন ত্রুটি হইল না। তিনি সেই দুরাত্মা মধুদৈত্যের পুত্র কুম্ভীনসীকুমার লবণের বিনাশের জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠাইবার আদেশ দিয়া সীতাকে সেই নিদ্রিত অবস্থায়ই রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

রাম চলিয়া গেলে, হঠাৎ এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সীতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! তিনি চাহিয়া দেখেন, একাকিনী রহিয়াছেন, নিকটে কেহই নাই। তিনি বলিলেন,—

"হা ধিক্, হা ধিক্, প্রাণনাথ আমাকে নিদ্রাবস্থায় একাকিনী ফেলিয়া কোথায় গেলেন! ভাল,—যদি তাঁহাকে দেখিয়া সব ভুলিয়া না যাই,—তাহা হইলে, তাঁহার উপরে খুব রাগ করিব।"

হায়! তাঁহাকে দেখিলে কি সীতার আর রাগ থাকিতে পারে? কিন্তু নিষ্ঠুর ভবিতব্যতা আর দেখিতে দিল কোথায়?

সীতা এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় দুর্ম্মুখ উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "দেবি, কুমার লক্ষ্মণ নিবেদন করিতেছেন,—'রথ সজ্জিত, এখন আরোহণ করুন"।

সীতা নিজ দেহে এবং হৃদয়ে দুর্লক্ষণ অনুভব করিতে করিতে রথে উঠিলেন এবং রঘুকুল দেবতাগণকে প্রণাম বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইখানে প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত হইল।

সীতার নির্ব্বাসন-ব্যাপারের পরবর্তী ঘটনা সমূহের অনেকগুলি আখ্যান ভবভূতি স্বয় নিজে কল্পনা করিয়াছেন, নতুবা আমাদের অজ্ঞাত কোন পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে তাহা রচনা করিয়াছেন ; তৎসম্বন্ধে তিনি বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। "উত্তর-চরিতের" আখ্যায়িকানুসারে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে রাখিয়া আসার কিছু পরেই, তিনি দুঃসহ প্রসব বেদনায় আক্রান্ত হইয়া এক প্রকার জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ভাগীরথী সলিলে আত্মসমর্পণ করেন, এবং অনতি বিলম্বে অন্তঃসলিলেই তাঁহার যমজপুত্র জন্মে। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে তিনি দেখেন যে, অসামান্য বেশভূষাশোভিতা অত্যৈশ্বর্য্য রূপলাবণ্য সম্পন্না দুই মহীয়সী মহিলা তাঁহাকে ধরিয়া আছেন; পরিচয়ে জানিতে পারেন যে, দুইজনের একজন তাঁহার জননী বিশ্বম্ভরা বসুন্ধরা এবং অপরা রঘুকুলদেবতা ভগবতী ভাগীরথী। অতঃপর ধরিত্রী সীতাকে তাঁহার দুই সদ্যোজাত পুত্র-সহিত রসাতলে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া গিয়া যথোচিত স্নেহ সহকারে রাখেন। পুত্রদ্বয়ের স্তন্যত্যাগ কাল সমাগত হইলে দুইদেবী

একত্র পরামর্শ করিয়া শিশু দুইটীকে লইয়া, মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আনয়ন করিয়া ঋষির নিকট পরিচয় দেন এবং তাহাদের রাজপুত্রোচিত সংস্কারও শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তদনুসারে কুমারদ্বয়ের ক্ষত্রিয়বর্ণোচিত জাতকর্ম সংস্কারান্তে কুশও লব এই নামকরণ করিয়া আবশ্যক সুশিক্ষা দিতে থাকেন এবং একাদশবর্ষ বয়স হইলে উপনয়নান্তে বেদবেদান্তাদি অধ্যাপনা করান। কুমারদ্বয় জন্মকাল হইতেই জৃম্ভকাস্ত্রে স্বয়ংসিদ্ধ,—এবং ধনুর্বেদও যথারীতি বাল্মীকির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া শস্ত্রে ও শাস্ত্রে তুল্যরূপে পিতার মতই সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। ইতোমধ্যে একদিন ঋষি বাল্মীকি তমসাতীর্থে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, সহসা এক নিষ্ঠুর ব্যাধ তরুশাখাস্থিত দুইটী ক্রৌঞ্চ পক্ষীর মধ্যে একটিকে শরাঘাতে নিহত করিল; ক্রৌঞ্চী হঠাৎ স্বামীকে রক্তাক্তদেহে এইরূপে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া হৃদয়ভেদী হাহাকারে চীৎকার করিতে করিতে চক্রাকারে গগনমার্গে উড়িতে লাগিল। এই করুনদৃশ্যে মহর্ষির হৃদয়ের বাঁধ ছুটিয়া গেল,—লৌকিক অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোকাকারে তাঁহার সেই অনুভূত শোকচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল। ধরাধামে এইরূপে শ্লোকের জন্ম হইল। দেবাদেশে ঋষি পরমপবিত্র রামচরিত্র লইয়া এই শ্লোকাকারে, তাহাকে কাব্যরূপে পরিণত করিয়া প্রিয়শিষ্য কুশ ও লবকে উত্তমরূপে পাঠ করাইলেন।

ভারতীয় নাট্যাভিনয়কলার জন্মদাতা ভরতমুনি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ কাব্যখানিকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়া অপ্সরাগণের দ্বারা তাহার প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বরক্ষণ ব্যপদেশে লক্ষ্মণের পুত্র কুমার চন্দ্রকেতু সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন এবং যজ্ঞীয় অশ্ব যদৃচ্ছাক্রমে বাল্মীকির তপোবনে আসিল। তপোবনের ঋষিবালকগণ অশ্ব কখনও দেখে নাই,—তাহারা সেই অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য্য জন্তুর অবয়ব, প্রকৃতি, লক্ষণ, কুর্দন ইত্যাদি দেখিয়া, বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেল এবং সকলে ছুটিয়া, লবের নিকট গিয়া অতি কৌতূহলের সহিত সেই অদ্ভুত জন্তুর বর্ণনা জুড়িয়া দিল। লব বর্ণনা শুনিয়া বলিলেন,—"ও! বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, যুদ্ধবিদ্যার শাস্ত্রে পড়িয়াছি, উহার নাম 'অশ্ব' এবং যুদ্ধের সময় উহার বিস্তর ব্যবহার হয়। চল দেখি যাই।" ঘোটকের কপালে রঘুরাজ রামচন্দ্রের বীরকীর্তিদ্যোতক জয়পত্র পড়িয়া লবের মনে আত্মবীর্য্যবোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল,—তিনি বলিলেন,—অহো! বীর নাই! ইহাদের ধৃষ্টতা দেখ,—যেন পৃথিবীতে আর কেহই ক্ষত্রিয় বীর নাই! ধর ধর; ঘোড়াটি

রে দেখি, কে কি করে।" এই বলিতেই বালকেরা ঘোড়া ধরিল। অগত্যা লবের সহিত বহুবংশীয় সৈন্যগণের ও অবশেষে চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধে লবই বিজয়ী হইলেন। জৃম্ভকাস্ত্রের প্রভাবে অযোধ্যার অগণ্য সৈন্য ঘুমাইয়া পড়িল! বীর চন্দ্রকেতু বনবাসী এই বালকের অদ্ভুত বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া গেলেন! পরস্পরের গুণে পরস্পরে শত্রুতার পরিবর্তে অতি মধুর মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন। কুশ ইত্যগ্রে রামায়ণের পুঁথি ভরতাশ্রমে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলেন,—তিনিও ফিরিয়া আসিলেন ও যুদ্ধে যোগদান করিতে গেলেন, কিন্তু তৎপূর্বেই রামচন্দ্র আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন এবং চন্দ্রকেতু যে লবের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়াছেন, তাহা শুনিয়া তিনি লবকেও স্নেহ এবং সৌজন্যের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন;—তাই কুশও লবের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিলেন,—"বাল্মীকির শিষ্য আপনাকে অভিবাদন করিতেছে।" রামচন্দ্র দুইটী বালককে দেখিয়া বড় প্রীতিলাভ করিলেন, আলিঙ্গন করিতে গিয়া স্নেহে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল,—তাহাদের মুখে প্রিয়তমার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইলেন,—কিন্তু তিনিও জানেন, সীতা বহুদিন পূর্বেই নাম শেষ হইয়া গিয়াছেন,—তবে আর সে আশা কোথায়? বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস হু হু করিয়া বহিতে লাগিল। তদুপরি কুশ লব রামায়ণের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাদের দাম্পত্য প্রণয়ের মহিমাসূচক মধুর শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিয়া তাঁহার হৃদয় আরও মথিত করিয়া দিতে লাগিল! এই প্রকারে হতাশা ও শোকের নিদারুণ প্রহারে জর্জরিত হইয়া, তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন ও যজ্ঞ সমাধা করিলেন।

যজ্ঞমহোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত নিখিল মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য, কিন্নরগণের সম্মুখে, গঙ্গাতীরে নবনির্মিত সুবিশাল রঙ্গমঞ্চের উপর বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণকাব্য ভরতমুনি অপ্সরোগণের দ্বারা নাটকাকারে অভিনয় করাইলেন। সেই অভিনয় দেখিবার জন্য স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও স্বজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। রাজাজ্ঞানুসারে অভিনয় আরম্ভ হইল। নেপথ্য হইতে সীতার ভূমিকা গ্রহণ কারিণীর বিলাপ শ্রুত হইতে লাগিল। সীতা বলিতেছেন;—

"হা আর্য্যপুত্র, কুমার লক্ষ্মণ, এই জনশূন্য অরণ্যে প্রসব বেদনায় আমি কাতর এবং একাকিনী অসহায়া পাইয়া শ্বাপদগণ আমাকে খাইতে আসিতেছে—হায়! অভাগিনী আমি এক্ষণে ভাগীরথী জলে আত্ম নিক্ষেপ করি।"

সমস্ত শ্রোতৃবর্গ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, লক্ষ্মণও বলিয়া উঠিলেন,—"কষ্ট! কষ্ট! ইহার পর আরও কি আছে।"

সূত্রধার নেপথ্য বাণীর পরিচয়চ্ছলে বলিলেন,—

"বিশ্বম্ভরাত্মজা দেবী রাজ্ঞাত্যক্তা মহাবনে।
প্রাপ্ত প্রসবমাত্মানং গঙ্গাদেব্যাং বিমুঞ্চতি ॥"

সপ্তম অঙ্ক।

বিশ্বম্ভরা-সুতা সীতা, ঘোরবনে নির্বাসিতা
আহা মরি রাজার আজ্ঞায়।
প্রসব-বেদনা-ভরে নিজদেহ অকাতরে
সঁপিলেন ওই যে গঙ্গায় ॥২॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

এবং রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিলেন। প্রস্তাবনা সমাপ্ত হইল।

সূত্রধারের মুখে শ্লোক শুনিয়া রামের হৃদয়-নিরুদ্ধ শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন! লক্ষ্মণ বুঝাইতে লাগিলেন,—'দাদা, এ যে নাটক,—আপনি আশ্বস্ত হইয়া অভিনয় দেখুন।"

রাম। আহা,—এই যে হৃদয়কে বজ্রময় করিলাম।

যবনিকা উত্তোলিত হইলে দেখা গেল যে, তখন পৃথিবী ও গঙ্গা দুইজনে দুই পাশে, মধ্যভাগে মূর্চ্ছিতা সীতা, তাঁহাদের দুইজনের কোলেই এক একটি নবজাত শিশু এবং তাঁহারা সীতাকে অপর হস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছেন।

তাহার পর অভিনয় দ্বারা আমাদের বর্ণিত বিষয়ানুরূপ লব কুশের স্তন্যত্যাগের পর তাঁহাদিগকে লইয়া গঙ্গাকূলে বাল্মীকির তপোবনে গমন এবং সীতাকে লইয়া জননী ধরণীর রসাতলগমন প্রদর্শিত হইল এবং অভিনেত্রীগণ রঙ্গস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রামচন্দ্র ভাবিলেন, সীতা রসাতলে গেলেন,—ইহার অর্থ তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তাহার পর প্রকৃতই (অভিনেত্রী নহে) বসুন্ধরা ও ভাগীরথী অরুন্ধতীর সহিত উপস্থিত হইলেন। অরুন্ধতীর সহিত সীতাও বাল্মীকির তপোবন হইতে আসিয়াছিলেন। অরুন্ধতীর আজ্ঞায় সীতা মূর্চ্ছিত রামচন্দ্রের দেহে হস্তস্পর্শ করায় তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তাহার পর অরুন্ধতী, পৌরজানপদবর্গকে ডাকিয়া সীতার চারিত্রের পবিত্রতা ঘোষণা করিলে, সকলেই সাহ্লাদে তাঁহার কথা মাথা পাতিয়া লইল। রামচন্দ্রও আর্য্যা অরুন্ধতীর আদেশে সীতাকে পুনরায় সহধর্ম্মিণীর পদে গ্রহণ করিলেন,—স্বর্ণময়ী সীতা প্রতিকৃতি স্থানচ্যুতা হইল। অবশেষে দীর্ঘকালের পর সীতার স্বামিপুত্রের সহিত মিলন হইল। বাল্মীকির কৃপায় রামচন্দ্রও পত্নীপুত্র পাইয়া পরম সুখী হইলেন।

কবি ভবভূতি এইরূপে করুণ রসাত্মক ও প্রকৃত বিয়োগান্তক নাটকখানিকে মিলনান্ত করিয়া জগজ্জনকে সুখী এবং ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের মান রক্ষা করিলেন।

সীতানির্বাসনের অত্যল্প পূর্ব্বেই যে অরুন্ধতী সনাথ মহর্ষি বশিষ্ঠ মহারাজ দশরথের মহিষীগণকে লইয়া মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে গিয়াছিলেন,—তথা হইতে তাঁহারা সর্ব্বনাশকর সীতানির্বাসনের কথা শুনিয়া, রামচন্দ্রের উপর বিরক্ত হইয়া আর সীতাবিরহিত অযোধ্যায় গমন করেন নাই। তাঁহারা সকলেই বাল্মীকির তপোবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি জনকও সীতার এই আপৎপাতে রাজ্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া বান্ধব বাল্মীকির নিকট গিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকির তপোবনেই যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষা রাজদেশে সমাগত কুমার চন্দ্রকেতু এবং মহারাজ রামচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। ব্রহ্মপুত্র মহাজ্ঞানী মহর্ষি বশিষ্ঠ, সতীকুল শিরোমণি আর্য্যা অরুন্ধতী, ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি জনক অথবা আদি কবি প্রাচেতস বাল্মীকি ইহাঁদের কেহই রামের সীতা পরিত্যাগরূপ কার্য্যের সমর্থন করেন নাই। স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও বুঝিয়াছিলেন, এ কার্য্য উচিত অথবা ন্যায্য হয় নাই, তাই স্বর্ণময়ী সীতা প্রতিকৃতিকে যজ্ঞে সহধর্ম্মিণীর স্থানে সংস্থাপন করিয়া স্বীয় পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের রাজ্যপালনের সময়ে এক ব্রাহ্মণের পুত্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, সুতরাং অকাল মৃত্যু ঘটে।* "রাজার পাপে প্রজার দুর্গতি"—ভারতে চিরকাল প্রসিদ্ধ, তাই ব্রাহ্মণ নিজ পুত্রের অকাল মৃত্যুর জন্য রাজাকে দায়ী করিলেন। রামচন্দ্রও বুঝিলেন, তাঁর দোষ বটে,—তবে দোষটা যে কি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। নারদ রাজার দোষটা দেখাইয়া দিলেন। তবে তিনি রামের সীতাপরিত্যাগ রূপ অপকর্ম্মের উল্লেখ না করিয়া বলিয়া দিলেন যে "তোমার রাজ্যে এক শূদ্র তপস্যা করিতেছে,—শূদ্রের ত্রেতাযুগে তপস্যা করা বড়ই দুষ্কর্ম,—সুতরাং তুমি তাহাকে মারিয়া ফেল,—তাহা হইলেই ব্রাহ্মণ পুত্র বাঁচিয়া উঠিবে।" অসামান্য প্রতিভা সম্পন্ন মহারাজ রামচন্দ্র এই অপরূপ আয়ুঃশাস্ত্রের ব্যবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র হইয়া পৃথিবী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টার পর দক্ষিণ দেশে সেই সকল অপরাধের মূল শূদ্রতাপস

* রামায়ণে অবশ্য আছে, "অপ্রাপ্ত যৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্।
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রক ॥৩॥ ৮৬ সর্গ, উত্তরকাণ্ড;
কিন্তু টীকাকার বলিতেছেন, এখানে "বর্ষ" শব্দের অর্থ দিন; সুতরাং ৫০০ পাঁচ হাজার দিনে আয়ু চতুর্দ্দশ বৎসরই হয়।

শম্বুককে পাইয়া রাম তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ এ দিকে সেই ব্রাহ্মণ বালকের শবদেহে প্রাণপক্ষী ফিরিয়া আসিল।* উত্তরকাণ্ডে এইরূপ আরও গল্প অনেক আছে।

যাহা হউক এই অকিঞ্চিৎকর গল্পটি অবলম্বন করিয়া মহাকবি ভবভূতি তাঁহার নাটকের সর্বোৎকৃষ্ট দুইটী দৃশ্য,—দ্বিতীয় ও তৃতীয়,—রচনা করিয়াছেন। শূদ্র তাপস শম্বূকের তপস্যার স্থান সেই পূর্বপরিচিত দণ্ডকারণ্যান্তর্গত জনস্থানে নির্দ্দিষ্ট করিয়া কবি রামকে সেই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। রাম সীতার বনবাসকালে জনস্থান মহারণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "বাসন্তী"র সহিত সীতার অতি দৃঢ় সখিত্ব সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। এখনও সেই বাসন্তী সেই বনে রহিয়াছেন, তবে তিনি রাম সীতার ভাগ্যবিপর্যয়ের কিছুই জানিতেন না; বাল্মীকি মুনির আশ্রমের এক উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রী "আত্রেয়ী" বাল্মীকি মুনির চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত অধ্যয়নের অসুবিধা নিবন্ধন সে স্থান ত্যাগ করত দক্ষিণাপথে অগস্ত্যাশ্রমে পড়িতে যাইতেছেন,—তাঁহারই নিকট বাসন্তী সীতার নির্বাসন ও স্বর্ণময়ী সীতা প্রতিকৃতি রূপিণী সহধর্মিণীর সহিত রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ এবং শীঘ্রই তিনি শম্বুক বধের নিমিত্ত জনস্থানে আসিতেছেন,—এই সংবাদ পাইলেন। আত্রেয়ী বাসন্তীকে এইরূপ সংবাদ দিয়া চলিয়া গেলেন, বাসন্তী রামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা রহিলেন। এদিকে দণ্ডকারণ্যে আসিয়া সীতার প্রিয়নিবাসস্থানের সহস্র স্মৃতি চিহ্ন দর্শনে পাছে রামচন্দ্রের কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভগবতী ভাগীরথী অনুকম্পা পুরঃসর নিজসখী বাল্মীকি তপোবন-তটবাহিনী মুরলা স্রোতস্বিনীকে দেবী মূর্ত্তিতে সীতার সহিত জনস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন;—যেন রামচন্দ্রের মূর্চ্ছাদি অহিত সংঘটিত হইলে সীতার অমৃতময় স্পর্শে তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে পারিবে। ভাগীরথী কৃপা করিয়া সীতা এবং তমসাকে তিরস্কারিণী বিদ্যা দ্বারা অন্য দেবমানবের অদৃশ্য করিয়া দিয়াছেন। অন্যদিকে রামচন্দ্রের তুল্যরূপ অত্যাহিত আশঙ্কায় ভীত হইয়া অগস্ত্য পত্নী দেবী লোপামুদ্রাও নিজ সখী মুরলা নদীকে দেবীরূপে জনস্থানে পাঠাইয়াছিলেন। তমসা তরঙ্গিণীর সহিত মুরলা নিজ

* দশরথের সময়ও শূদ্রতাপস ছিল। অন্ধমুনি নিজে বৈশ্য, তাঁহার স্ত্রী শূদ্রা এবং তাঁহাদের পুত্র সিন্ধু অনুলোমজ জাত শঙ্কর। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৩ সর্গ। রামের বনবাসকালে শবরজাতীয়া নারী "শবরী" তপস্যায় সিদ্ধা হইয়াছিলেন। তবে সে সময়ে কোন ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যু কেন হয় নাই? রামায়ণ উত্তরকাণ্ডের নিকট এরূপ প্রশ্ন করাই বৃথা। আমাদের বিশ্বাস যে উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি-রচিত নহে, উহা আদি কবির অনেক পরে রচনা।

গতিশীর সাক্ষাৎ হইলে তমসাই মুরলাকে সীতার প্রসববেদনায় গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জন এবং অন্তঃসলিলে যমজ পুত্র লাভ ইত্যাদি শুনাইলেন। যাহা হউক, যথাসময়ে শম্বূক বধানন্তর রামচন্দ্র জনস্থানে উপস্থিত হইলে সীতাসখী বাসন্তীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং বাসন্তী সীতার প্রতি রামচন্দ্রের নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় রামকে তাঁহাদের পূর্বানুভুক্ত দাম্পত্য প্রেমের শত শত স্মারক দ্রব্য ও স্থান গুলি একে একে দেখাইয়া নিতান্ত নির্দয়ের মত তাঁহার হৃদয়কে যেন ভূয়োভূয়ঃ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। এই দৃশ্য এত করুণ যে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে বোধ হয় ইহার তুলনা নাই। আর অদৃশ্য শরীরা সীতাদেবীর অবস্থান ঐ করুণ দৃশ্যকে আরও শতগুণে করুণতর করিয়া তুলিয়াছে। "ছায়াসীতা"র সৌন্দর্য বা মাধুর্য লইয়া অনুশীলন আরম্ভ করিলে ক্ষান্ত হওয়া কঠিন হইবে। আর এই প্রবন্ধের পক্ষে সে আলোচনাও অবান্তর হইবে, সুতরাং অনাবশ্যক।

"উত্তর-চরিতের" আখ্যানাংশের এক প্রকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। এই বিষয় লইয়া কালিদাস কথিত উপাখ্যানের তুলনা করিবার পূর্বে এ সম্বন্ধে সামান্য একটু বক্তব্য আছে। আমাদের বোধ হইতেছে, কবি ভবভূতি "মহাবীর-চরিত" রচনার পূর্বে এই "উত্তর-রাম-চরিত" রচনা করিয়াছিলেন, পরে পূর্বভাগ রচনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরিত সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই প্রকার বিবেচনার হেতু এই যে "উত্তররামচরিতে"—মন্থরা বৃত্তান্ত এবং বালিবধের যে সঙ্কেত আছে, তাহার সহিত "মহাবীরচরিতের" আখ্যানের বিরোধী এবং রামায়ণ-সম্মত। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি যে কবি ভবভূতি তাঁহার "মহাবীর চরিতে" রাবণ মাতামহ মন্ত্রিপ্রবর মাল্যবান্ এবং রাবণ-ভগিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধি সূর্পণখার এক বিশাল ষড়যন্ত্রের কল্পনা দ্বারা রাম বনবাসের অপরাধ ভার কৈকেয়ী এবং মন্থরার স্কন্ধ হইতে অপসারিত এবং বালিবধ ব্যাপারেও রামচন্দ্রের কলঙ্ক অপনোদিত করিয়াছেন। মহাকবি মুরারিও তাঁহার অনর্ঘ নাটক "অনর্ঘরাঘবে" ভবভূতিরই পদানুবর্তী হইয়াছেন। "উত্তরচরিতে" কিন্তু ভবভূতি "চিত্রদর্শন" অঙ্কে বিবাহিত রামসীতাদির অযোধ্যা প্রবেশের অনেক পরে "মন্থরাবৃত্তান্তে"র সূচনা করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণের মুখে, "ও! দাদা দেখিতেছি দেবী মায়ের কথা চাপা দিয়া গেলেন! "এই কথা টুকু দিয়া এবং রামের ব্যবহার দুই দেখাইয়া রামায়ণের আখ্যানই,—অর্থাৎ কৈকেয়ী কর্তৃক মহারাজ দশরথের নিকট রাম নির্বাসনরূপ বর-প্রার্থনা,—স্বীকার করিয়াছেন। তদ্রূপ বালিবধ ব্যাপারেও রামচন্দ্রের কাপুরুষতা প্রদর্শনের সঙ্কেত ভবভূতি এই "উত্তররামচরিতের" পঞ্চম অঙ্কের শেষ ভাগে করিয়াছেন। চন্দ্রকেতুর সহিত লবের বাগ্‌যুদ্ধের সময় চন্দ্রকেতু

যখন জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য্যবীর্য্যের অত্যধিক প্রশংসা করিতেছিলেন, তখন লব ব্যঙ্গ স্বরে বলিলেন,—

"বৃদ্ধাস্তে ন বিচারণীয়চরিতাস্তিষ্ঠন্তু হুঁ বর্ত্ততে
সুন্দস্ত্রীমথনেপ্যকুণ্ঠযশসো লোকে মহান্ত হি তে।
যানি ত্রীণ্যকুতোমুখান্যপি পদান্যাসান্ খরাযোধনে
যদ্বা কৌশলমিন্দ্রসূনুনিধনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ ॥৩৪॥"

পঞ্চম সর্গে।

"বয়সে স্থবির তিনি, হে বিচারের যোগ্য চরিত তাঁহার।
থাকুক তাঁহার কথা, হুঁ হুঁ তবু সেই কীর্ত্তি জানে ত্রিসংসার॥
সুন্দস্ত্রীরে বধ করি, তবু লোক-মাঝে তিনি মহাযশোবান্!
খরসহ যুদ্ধকালে, তিনপদ পিছাইয়া তবু গরীয়ান্! *
অথবা বালির বধে, করিলেন রঘুপতি যে মহাকৌশল,
সকলেই জানে তাহা! অধিক কথায় তবে কিবা আছে ফল? ॥৩৪॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

"হুঁ" মূলে ও আছে, উহা দ্বারা স্পষ্ট ব্যঙ্গসূচিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

---

* খর-রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে প্রভু রামচন্দ্র যে দুই তিন পদ পিছু হটিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণে আছে; যথা—

"তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং কৃতাস্ত্রো রুধিরাপ্লুতম্।
অপাসর্পদ্ দ্বিত্রিপদং কিঞ্চিৎ ত্বরিত বিক্রমঃ ॥"২৩॥

ত্রিংশসর্গ, আরণ্য কাণ্ড।

অর্থাৎ "কৃতাস্ত্র ধর্ম্মাত্মা রাম সেই রুধিরাপ্লুত দেহ ক্রুদ্ধ রাক্ষসকে তদভিমুখে আসিতে দেখিয়া দ্রুতগমনে পশ্চাদ্‌ভাগে দুই তিন পদ মাত্র সরিয়া গেলেন।"

বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

কায়স্থ উপেক্ষিত কেন?

বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না। যেখানেই কার্য্য সেইখানেই কারণ। কারণ ও কার্য্য পরস্পর জন্য-জনিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। বাঙ্গালার কায়স্থ জাতি যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারও বিশিষ্ট কারণ ছিল। আবার কায়স্থ জাতি যে পুরুষানুক্রমে ত্যক্ত বেদ পুনর্গ্রহণে প্রয়াস পাইতেছে, ইহারও বিশিষ্ট কারণ আছে। কারণ অভাবমূলক। কারণের কার্য্যকরী শক্তি অভাবের তীব্রতায় নির্ভর করে। কাল্পনিক ও প্রাকৃত ভেদে অভাব দ্বিবিধ। যখন এই অভাব সার্ব্বজনীনরূপে উপলব্ধি হয়—সকলকে সমানভাবে আক্রমণ করে—তখনই কারণের প্রতিবন্ধনিরাকরণ কার্য্যকরী শক্তির পূর্ণ বিকাশ বশতঃ সিদ্ধি করতল গত হয়, অভাব-মোচন সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। আবার অভাব যখন সার্ব্বজনীনরূপে উপলব্ধি লাভ না করিয়া অংশ বিশেষের উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন কারণের অপরিস্ফুটতা নিবন্ধন, আগ্রহাতিশয্যের অভাব বশতঃ কার্য্যকরী শক্তি সম্যক্‌রূপে বিকাশ পাইবার অবকাশ পায় না, কাজেই বহু বিঘ্নসঙ্কুল সিদ্ধির পথ দুরতিক্রম্য হইয়া পড়ে। বৌদ্ধযুগের একীকরণ নীতির প্রবল তাড়নায় যখন হিন্দুসমাজ অবনত; দ্বিজত্ব-মাত্রই একই বৌদ্ধত্বে পর্য্যবসিত, তখন কায়স্থগণও সমাজের সামঞ্জস্য রক্ষারূপ কাল্পনিক অভাবের বশবর্ত্তী হইয়া দ্বিজত্ব পরিহারে কৃতসঙ্কল্প। কেননা কারণটি অত্যুগ্ররূপে সার্ব্বজনীন দরিদ্রভেদে বিদ্যমান, কাজেই কার্য্যও অতি সহজে সিদ্ধ হইয়া গেল। আবার কালের পরিবর্ত্তনে স্বভাবে পুনরাবর্ত্তনের আবশ্যকতারূপ অভাবের আবির্ভাব। কিন্তু কায়স্থের পক্ষে অদ্যাপি এই অভাবের তীব্রতা সার্ব্বজনীনরূপে উপলব্ধ নয়, কাজেই তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠাপক্ষে কালবিলম্ব আছে।

একান্ত শূদ্রভাবাপন্ন হইলেও, আচার, ব্যবহার, চাল, চলন, সমস্ত বিষয়েই, নাপিত প্রভৃতি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত জাতীয়দিগের সহিত সমভাবাপন্ন না হইলেও, কায়স্থ যে সচ্ছূদ্র নহে, ইহা সর্ব্বজাতীয়গণ কর্ত্তৃকই, অন্ততঃ পরোক্ষভাবেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে এবং তজ্জন্যই বর্ণশ্রেষ্ঠ, হিন্দু সমাজের নিয়ামক ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের পূর্ব্বাপর এত ঘনিষ্ঠতা—এই জন্যই অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কায়স্থের উপবীত ধারণে নবশায়কাদি কেহ কোনও আপত্তি করেন নাই। যদি বর্ত্তমান সাহায্যেই অতীতের ইতিহাস পাঠ ব্যবস্থা-সম্মত না হয়, যদি বর্ত্তমান ব্যবহার দৃষ্টে অতীত স্মৃতির চিত্রপট হইতে মুছিয়া ফেল, তবে প্রত্যক্ষ লইয়াই বিচার কর, দেখিতে পাইবে কায়স্থ স্নিগ্ধ ক্রোড়াশ্রিত, পল্লীসমাজে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত কোন

নবশায়ক দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অভাবের প্রজ্বলিতানলে দগ্ধীকৃত কোন কায়স্থকে তৎপ্রতি চিত্ত সম্মানে না রাখিয়া, অপর কোন নিন্দিত কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া আত্মসাৎ লাভে সক্ষম হইলেও কোনও না কোনও সময় তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি, তাঁহাকে বলিয়া দিবে যে, তাঁহার কার্য্য নিতান্ত অকার্য্য, একান্তই ন্যায়ানুমোদিত নহে। কিন্তু কায়স্থসন্তান তাহাপেক্ষা উচ্চবর্ণসম্ভূত সুতরাং কাল্পনিক স্ব গৌরব বৃদ্ধি মানসে তাহার এরূপ হীন কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়া সেই নবশাখ প্রত্যবায় ভাগীই হইতেছে হইতে-পারে জাতিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, দারিদ্র্যপীড়িত, স্বজাতির সহানুভূতি বিহীন, অনন্যোপায় হৃতচৈতন্য কায়স্থ সন্তানকে তাদৃশ হীন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার জাতিকে বৈশ্যত্বে উন্নীত মনে করিয়া কায়স্থকে তন্নিম্ন বর্ণান্তর্গত প্রতিপন্ন প্রয়াস হৃদয়ের অন্তস্তলে পোষণ করিতেছেন। কিন্তু যদি তিনি ক্ষণেকের জন্যে কলিসুলভ মত্ততাপরিহারপূর্ব্বক বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনায়াসে সেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন যে, ইহা তাঁহার অতি বুদ্ধির পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

কায়স্থজাতির নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, যে গুণ কায়স্থজাতির নিজস্ব বলিয়া সমাজে সুপরিচিত সেই 'স্বজাতি প্রতিপালন-গুণ' অধুনা কায়স্থ-সমাজে কচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। কায়স্থগণ আজ নিজ জাতির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন; একমাত্র পুত্রকন্যাদির বিবাহাদি ব্যাপারেই নিজ জাতির কথা মনে পড়িবার অবসর আসে। যদি বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমরা জাতির কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া, উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কলিযুগের আদর্শ হইতে সক্ষম হইতে পারিতাম! কিন্তু আক্ষেপের বিষয় অনুদার অদূরদর্শী শাস্ত্রকারগণ এ পথে বিষম অন্তরায়; আমাদেরও এই জাতিরূপ কুসংস্কার এতই অস্থিমজ্জাগত যে কিছুতেই ইহার গণ্ডির বহির্ভূত হইতে পারিতেছি না! আমাদের সমাজের বর্ত্তমানে ঠিক এইরূপ, আমরা যে একটি মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আমার জাতি কেবল আমাকে লইয়াই নহে—আমাকে ব্যতীত আরও অনেককে লইয়া এই বিধিনির্দ্দেশে সংগঠিত, যাহাদের কল্যাণেই আমার কল্যাণ, যাহাদের অনিষ্টে আমার অনিষ্ট, একথা আমরা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের নিজের নিজ পরিবারবর্গের বাহিরে আমরা আর কাহাকেও দেখিতে পাই না, দেখিতে ইচ্ছাও করি না!

কিন্তু কায়স্থ জাতির এ দুর্দ্দশা কেন? মোগল, পাঠান প্রভৃতি অতীত কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান যুগে অন্ততঃ বিংশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কায়

সামাজিক প্রতিপত্তি যে অটুট ছিল, ব্রাহ্মণের নিম্নেই যে কায়স্থের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, আচার ব্যবহার কতকাংশ ক্ষুণ্ণ হইয়া নবশায়কাদির সমভাবাপন্ন হইলেও নবশায়কাদি যে কায়স্থকে তাহাদের অপেক্ষা উচ্চবর্ণ সম্ভূত বলিয়া মনে করিত এবং তদনুরূপ সম্ভ্রম প্রদর্শন করিত, তাহা কেহই ন্যায়তঃ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে আজ কোন্ দুষ্কৃতির ফলে, কোন অনবধানতার জন্য কায়স্থজাতি এত উপেক্ষিত, এত লাঞ্ছিত? ধর্ম্মজগতে ত আজিও স্বামী বিবেকানন্দের নাম পূর্ণগৌরবে বিঘোষিত, মহাত্মা শিশিরকুমারের নামে আজিও ত বাঙ্গালীর প্রাণ প্রেমানন্দে উথলিয়া উঠে! অথবা এই জড়বাদ-সংক্ষুব্ধ যুগে যদি ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়াই দিতে হয়, তাহা হইলেওত আমরা সদর্পে বলিতে পারি, বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্রে বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, দানে তারকনাথ, রাসবিহারীর সহিত তুলনা হইতে পারে এরূপ একজনকেও অন্য কোন শ্রেণী হইতে উপস্থিত করা যাইতে পারে না? তবে আজ কায়স্থ কোন দুর্নিমিত্তের ফলে এত লাঞ্ছিত, এত উপেক্ষিত?

হায়, ভ্রাতৃগণ, আমাদের এই আক্ষেপ কিন্তু নিতান্ত প্রলাপোক্তি! আমরা আজ কারণের অনুসন্ধান না করিয়া কার্য্য দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেছি। বৌদ্ধ-বিপ্লবের ফলে পরিত্যক্ত সংস্কার হইলেও কায়স্থজাতি যতদিন মহতের মত চলিতে পারিয়াছিল, যত দিন আদর্শ এবং অনুকরণীয় রূপে আপনাকে দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল, ততদিন তাহার সামাজিক প্রতিপত্তিও অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু ভগবৎপ্রেরিত বৃটিশ শাসনের উদার শিক্ষার এবং শাস্ত্র গ্রন্থাদির বঙ্গভাষায় অবাধ প্রচার ফলে যখন সকল জাতিই নিজ নিজ আচারানুষ্ঠানাদির উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর হইল, কায়স্থ জাতি তখনও আচারবিধ্বংসী বৌদ্ধ প্রভাবের মহাঘোরে সমাচ্ছন্ন—তখনও হারান ধন কুড়াইয়া লইতে—স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে,—সময়ের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ আচারাদি পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক নিজ সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে একান্ত উদাসীন! উজান স্রোতের প্রাবল্য হেতু পূর্ব্বগঠিত বালির বাঁধ দৃঢ়ীকরণ উদ্দেশে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, সম্মুখে আনিয়া দিলেও সে তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে একান্ত উৎসাহশূন্য! ফলে বাঁধ, স্বাভাবিক উপকরণ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত না হওয়ায় স্থানে স্থানে ভগ্ন এবং ক্রমে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে বসিল।

বৌদ্ধযুগের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে হিন্দু-সমাজ উহার প্রভাবে যেরূপ নূতন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, উচ্চ অনুচ্চ ভেদে সমাজের যাবতীয় অংশই

কিরূপ স্বভাবচ্যুত, স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার পরিত্যাগ করিয়া একই ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু স্বভাবের ব্যতিক্রম স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজে থাকিতে হইলে বৈষম্যও থাকিবেই। ইহা বিধির বিধান। ইহারই ফলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্থাপনে প্রচেষ্টা; কারণ ব্রাহ্মণ ঠিক রাখিতে পারিলেই সমাজাবয়বও ক্রমে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সমাজ তাহা বুঝিল না। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণও নিজপ্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় হইল দেখিয়া কর্ত্তব্য ভুলিলেন, ক্ষত্রিয়াদি ভেদে সমাজের পুনর্গঠনে উদাসীন থাকিলেন। এদিকে পরম ভাগবত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের বন্যা আসিয়া পড়িল। উহাতেও ভাসমান সমাজের মধ্যে বিশেষ লক্ষীভূত হইলেন কায়স্থ, তাঁহার দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন হইলেও ব্রাহ্মণেতর বর্ণসমূহের মধ্যে কায়স্থই প্রধান থাকিলেন। বঙ্গের ভূস্বামিবর্গও প্রায় সকলেই কায়স্থ। উচ্চরাজপদগুলিও এক প্রকার কায়স্থেরই করায়ত্ত, সুতরাং কায়স্থের প্রাধান্য সমাজের সর্ব্বাংশেই স্বীকৃত। কায়স্থও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইলেন না যে, এইরূপ তাঁহার প্রভাব, আপাতদৃষ্টিতে সুদৃঢ় প্রতিভাত হইলেও, বালির বাঁধ মাত্র। যখনই নিম্নপ্রদেশে বান ডাকিবে—যখনই সমাজের অপরাপর অংশ আচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া তদাচরণে প্রবৃত্ত হইবে—তখনই ত্যক্তসংস্কার পুনর্গ্রহণরূপ সুদৃঢ় উপকরণে এই বাঁধ দৃঢ় করিতে না পারিলে উহা রক্ষা করিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য, নিজ প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। হয় দেশ, কাল, পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাগ্রহে বর্ণানুযায়ী সংস্কারাদি পুনর্গ্রহণ করিতে হইবে, নয় একান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া প্লাবনের অত্যুগ্রবেগে ভাসিয়া যাইতে হইবে।

ভ্রাতৃগণ, এখন হিন্দুসমাজে নবশক্তি উদ্বোধিত। এই শুভ অবসরে আমরা কি জাতীয় শক্তি পরিপুষ্ট করিতে নিশ্চেষ্ট থাকিব? এখনও কি ভাবিতে থাকিব—আমার আমি অন্যের সহিত আমার সম্পর্ক কি? এখনও কি ভাবিব না কায়স্থ মাত্রেই আমার ভাই, তাহার উন্নতিতেই আমার উন্নতি, তাহার অবনতিতেই আমার অবনতি, তাহার গৌরবেই আমার গৌরব, তাহার অগৌরবেই আমার অগৌরব, জাতীয় প্রতিষ্ঠা-রক্ষাকল্পে শাস্ত্র প্রমাণাদির বলে যাহা তাহার করণীয়, অনুষ্ঠেয়, আমারও তাহাই করণীয়—অনুষ্ঠেয়।

শ্রীতারিণীচরণ ঘোষবর্ম্মা।

বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রদ্বীপের প্রভাব।

সাধারণতঃ লোকমুখে শুনিতে পাই, বর্ত্তমানকালে বঙ্গজ-কায়স্থগণের সমাজপতি নাই, একথা কি সত্য? চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলিবেন, একথা আদৌ প্রত্যয় করিবার কোন হেতু নাই। এখনও চন্দ্রদ্বীপসমাজে যাঁহারা কুলদীপক তাঁহারাই চন্দ্রদ্বীপাধিপতির প্রতিভূস্বরূপ সমাজ পরিচালন করিতেছেন—তাঁহাদেরই ইঙ্গিতে সমাজে কুলীন অকুলীন, বংশজ কুলীন বলিয়া গৃহীত হইয়া যাইতেছেন। কেহ তাহার প্রতিবন্ধক আচরণ করিতে পারিতেছে না। কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই—

"ঘোষবসু গুহমিত্রাঃ দত্তশ্চ আদি কুলীনাঃ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশসমুদ্ভবাঃ॥
মকরন্দো দশরথঃ কালিদাসো বিরাটকঃ।
এতেষাঞ্চ সুতাঃ সর্ব্বে অভবন্ কুলীনা বরাঃ॥
দত্তবংশসমুদ্ভূতো নারায়ণো মহাকৃতিঃ।
চকার স নৃপতি স্তং নিষ্কুলং বিনয়ান্বীনম্॥"

ধ্রুবানন্দ মিশ্র।

উদ্ধৃত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়—আদৌ দত্তজগণ কুলীন ছিলেন। তৎপর নারায়ণদত্তকে (স নৃপতিঃ) বল্লালসেন কুলহীন করেন। এই রাজা অবশ্য বিক্রমপুরেরই রাজা। কিন্তু ১৬শ পর্য্যায়ে চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজা প্রেমনারায়ণ কালীরাম দত্তকে অর্দ্ধকুল প্রদান করিয়া ঐ বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহা কুলজগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়।

বিক্রমপুরাধিপ রাজা বল্লালসেনের কুল স্থাপনের পরেই, চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা দনুজমর্দ্দনদেবের সমাজ-সমীকরণ। এই সময়ে চারিজন কুলীনের কুলচ্যুতি ঘটে। জনশ্রুতি আছে "চন্দ্র-হংস-কীর্ত্তি-পাই, এ চারের কুল নাই।" অর্থাৎ চন্দ্রঘোষ; ইনি নাকি মকরন্দ ঘোষের বংশধর নহেন—এদেশীয় আদিম কায়স্থ-বংশ সম্ভূত—শাণ্ডিল্য গোত্রজ। তৃতীয় কীর্ত্তিগুহ; ইনি নাকি শাশুড়ী ধর্ষণাপরাধে কুলহীন হন। ফলতঃ এই বংশ আর বঙ্গজ সমাজে পরিলক্ষিত হয় না, সম্ভবতঃ কোন কুলীন বংশের সহিত আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। শাণ্ডিল্য ঘোষবংশ অবশ্য দুই এক ঘর বঙ্গের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ের হংসবসু এবং ৬ষ্ঠ পর্য্যায়ের পাইমিত্রের কুল কেন গেল; অদ্যাবধি অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় নাই। অথচ ধ্রুবানন্দ মিশ্রকারিকায় দৃষ্ট হয়;—

"পাইমিত্রস্ত পুত্রোঽভূৎ সুলোচনো মহাতপাঃ।
মহাশাক্ত ইষ্টভক্তঃ কুলীনঃ কুলনায়কঃ॥
যথা সৌধাকরং তেজো ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে।
তথা তস্ত কুলং ধ্রুবং প্রকাশং জগতীতলে॥
ত্রৈলোক্য স্তস্ত পুত্রশ্চ সুপ্রসাদস্তদঙ্গজঃ।
অভবত্তস্ত পুত্রশ্চ ভাস্করো ভাস্করোপমঃ॥
ভাস্করস্ত ত্রয়পুত্রা স্থাকোগদাধর স্তথা।
তৃতীয় ঈশ্বরশ্চৈব মহাপ্রভাসমন্বিতঃ॥
গদাধরে কুলং নাস্তি ঈশ্বরে চ তথৈবচ।
স্বস্থানে তৌ পরিত্যজ্য বর্জিতং স্থানমাগতৌ॥
থাকমিত্রোমহাপ্রাজ্ঞো মহাশূরোমহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপং পরিত্যজ্য পরিবারসমন্বিতঃ॥
গ্রাম মুলাইলখ্যাতং বর্জিতং বাজুদেশকে।
আধষৌ স কুলাধীশো বিপ্রাণাং প্রতিপালকঃ॥
উরুস্ত্যাং পতিতৈশ্চৈব যথাপঙ্কে চ কুঞ্জরঃ।
তথৈব পতিতঃ সোঽপি কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ॥
কুলকর্ম্ম তথাকৃত্বা কুলীনেন সমং সদা।
কুলজং পদ নাপ্নুয়াৎ কথ্যতে কুলভূষণৈঃ॥"

এই যে কারিকাকার পাইমিত্রের পুত্র সুলোচনকে কুলীন ও কুলনায়ক বলিয়া তদ্বংশধরদিগকে নিষ্কুল করত, পুনরায় থাকমিত্রকে কুলজ বলিয়াছেন; ঐ কুলজত্ব টুকুই মাত্র বাজু সমাজস্থ থাকমিত্রের বংশধরগণ ঢাকা জিলার ভেতুলঝোড়া, কর্ণপাড়া, পাবনার দৌলতপুরে দৃষ্ট হয়। চন্দ্রদ্বীপের এই প্রভাব বাজু সমাজের অবনত মস্তকে বহন করিতে হইতেছে, নতুবা স্ব কর্ত্তৃত্বে তৎপ্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়া ঐ বংশকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। অন্য দিকে চন্দ্রদ্বীপের বসুরাজবংশের প্রভাবকালে ঘটককারিকাকার বলিতেছেন—

"কুলশ্রেষ্ঠো জয়ীমিত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
শূলপাণিঃ সুতস্তস্য মহাকুলসমন্বিতঃ॥
ধুঁয়িশ্চ কুড়িমিত্রশ্চ তিলমিত্র ইতি ত্রয়ঃ।
মহাবলসমন্বিতাঃ শূলপাণিস্য* নন্দনাঃ॥

* কলাপ ব্যাকরণের চতুষ্টয়বৃত্তির নাম প্রকরণে ১ পাঃ, ২২ সূত্রের 'ঙসস্য' ইহার পুণ্ডরীকাচার্য্য প্রণীত 'ব্যাখ্যাসারে' তিনি লিখিয়াছেন "ইন টা ইত্যাদিক্রমেণ নির্দ্দেশো যুজ্যতে, যতো ব্যক্তিক্রমং নির্দ্দিশতি তদ্বোধয়তি—অনকারান্তাদপি স্যাৎ অতএব "উদধিয্যোত্তরে তীরে জন্তলা নাম রাক্ষসী। তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ মুক্তা ভবতি গুর্ব্বিণী॥" অর্থাৎ বলিতেছেন, অকারান্ত শব্দো উত্তর ষষ্ঠীতে 'স্য' হয়, আবার অনকারান্ত শব্দের উত্তরও হয়, যেমন 'উদধিয্য'। এস্থলে ইকারান্ত শব্দের পর 'স্য' আদেশ হইয়াছে। ঘটককারিকা লেখক সম্ভবতঃ এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া 'শূলপাণিস্য' এইরূপ ষষ্ঠীর প্রয়োগ করিয়াছেন। (লেখক)

তিলমিত্রঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধর্ম্মবিদাম্বরঃ।
তস্য কুলস্য মাহাত্ম্যং নৈব শক্নোমি বর্ণিতুং॥
সুরেশ্বরো জগন্নাথো রবির্মাধব আন্তকঃ।
বিষ্ণুশ্চ বীরমিত্রশ্চ তে সর্ব্বে তু তিলাত্মজাঃ॥
গোবিন্দঃ প্রভাকরশ্চ শ্রীকণ্ঠবনমালিকৌ।
আদিত্যঃ সোমকশ্চৈব শ্রীহরিঃ রঘুরেব চ॥
এতে বীরসুতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ গোবিন্দরঘুসোমকাঃ।
রঘুমিত্রোমহাশূরো মহাকুলসমন্বিতঃ॥"

এই জয়ী, শূলপাণি, তিল, গোবিন্দ ও রঘু মিত্রকে কুলীন বলিয়া লিখিত আছে, বিভিন্ন ঘটকের সমীকরণেও উহাঁদের সমীকরণ দৃষ্ট হয়।

জয়ীমিত্রের সমীকরণঃ—

"সোমবসুঃ শুভঘোষঃ হাড়শ্চ গুহসংজ্ঞকঃ।
পীতাম্বরগুহশ্চৈব অর্হপতি বসুস্তথা॥
অনন্ত ঘোষকশ্চৈব জয়মিত্র স্তথাপরঃ।
তএব সপ্তকায়স্থাঃ বল্লালেন† সমীকৃতাঃ॥

রাজন্যকাণ্ড ধৃত বাচস্পতি।

শূলপাণি মিত্রের সমীকরণঃ—

"শঙ্করো বনমালীচ পুরশ্চ রামঘোষকঃ।
গুহরুদ্রশ্চ শাণ্ডিশ্চ কার্ণ্যপীতাম্বরাখ্যকৌ॥
শূলপাণিক মিত্রশ্চ নবৈতে সমতাং গতাঃ॥"

রাজন্যকাণ্ড ঐ।

তিলমিত্রের সমীকরণঃ—

"চণ্ডেশ্বরশ্চ ভাণ্ডুশ্চ ভীমশ্চ গুহকাস্ত্রয়ঃ।
বসু চাণ্ডিশ্চ ঘোষশ্চ বসুকো ভাণ্ডিকস্তথা।
তপনতিলমিত্রশ্চ পঞ্চৈতে সমতাং গতাঃ॥"

রাজন্যকাণ্ড ঐ।

† এস্থলে সম্ভবতঃ 'বল্লালেন' না হইয়া 'দনুজেন' হইবে। কেননা মহারাজ বল্লালসেন'ত সুভাসিত ঘোষ, পুষণ বসু, দশরথ গুহ ও অশ্বপতি মিত্রের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। সুতরাং সুভাষিতপ্রমুখ কুলীনগণের পঞ্চম উত্তর পুরুষগণের তৎকর্ত্তৃক পুনরায় সমীকরণ করা নিতান্ত অসমীচন, বিশেষতঃ ঐ সময় দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপের সমাজ সংস্কারক। (লেখক)

গোবিন্দ ও রঘুমিত্রের সমীকরণঃ—

আশো বিদোবিনশ্চৈব গোবিন্দরঘুমিত্রকৌ।
এতে চ সমতাং যাতাঃ কর্ম্মানুসারতোবিদুঃ ॥"

কায়স্থ কারিকা।

এই যে জয়মিত্র বংশের কৌলীন্য ঘোষণা, ইহা যেমন সমীকরণ-কারিকায় সমর্থিত হইয়াছে, পাইমিত্রের বংশ তদ্রূপ সমর্থিত হয় নাই, অথচ চন্দ্রদ্বীপের মিত্র-বংশের শেষ কুলীন দৈবকীনন্দন বিক্রমপুরনিবাসী হইলে রাজরোষে তদীয় কুল নষ্ট হয়, তদবধি আর বর্ত্তমান বঙ্গজ সমাজে কুত্রাপিও কুলের কথা শ্রুত হওয়া যায় না। এই দৈবকীনন্দন মিত্রকে বিক্রমপুরের সমাজপতি আর কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই এবং তত্রত্য কুলদীপকগণও উহার প্রতীকারে সম্পূর্ণ অপারগ রহিয়াছেন। এমন কি দৈবকীনন্দনের পূর্ব্বাগত কুলীন মিত্রবংশজগণকেও শেষে কেহ কুলীনের সম্মান দিতে সাহস করেন নাই, চন্দ্রদ্বীপের নিকট একেবারে নতমস্তক হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ঘটককারিকায় দৈবকীনন্দন সম্বন্ধে আছে ;—

"মহেশ্বর উষাপতি র্দৈত্যারির্বশিষ্ঠস্তথা।
নারায়ণোযুধিষ্ঠিরো ব্যাসঃ কংশারী এবচ ॥
শশিমিত্রোমহামানী লেঙ্গটীনোটকস্তথা।
অহিপতিঃ সুরপতিঃ সুবন্তশ্চ ধনপতিঃ ॥
গজপতির্মহাবলী রঘুষ্য* সুতাঃ ষোড়শ।

* ঘটককারিকাকার এস্থলে আবার উকারান্ত শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর একবচনে 'স্য' প্রয়োগ করিয়াছেন। কলাপের চতুষ্টয়বৃত্তির নাম প্রকরণে, ১ পাদ, ২২ সূত্রের কবিরাজে সুষেণাচার্য্য লিখিয়াছেন—"ননু কথং—"নবং নবং পরিক্ষিপ্য পুরাণমবকর্ষতঃ। অতিজরস্য ভিক্ষুষ্য কন্থা বি-শতং গতা।" ইত্যত্রাতিজরস্য ভিক্ষুষ্যেতিব্যঞ্জনান্তাদুকারান্তাচ্চ ঙস্যঃ স্যাদিতি, অত্রাকারাদে 'স্য' স্যাদিতি উক্তত্বাৎ? সত্যম্ ঋষিপ্রয়োগাদিতিচিন্ত্যম্।" বস্তুতঃ উহা সংস্কৃত প্রয়োগ নহে প্রাকৃত প্রয়োগ,তাই আমরা মহর্ষি কাত্যায়ণ প্রণীত'কচ্চায়ন'নামক পালি-ব্যাকরণে দেখিতে পা (২।১ "ইবন্নুবন্না ঝলা ॥৭॥ টীকা—ইবন্নুবন্না ইচ্চেতে ঝল সংঞ্ঞা হোন্তি যথা সংখ্যং অর্থাৎ ই বর্ণ ও উ বর্ণ 'ঝল' সংজ্ঞক। ঝলতো সস্স নো বা ॥৬৬॥ টীকা—তস্মাঝলতো স স্য নো হোতি বা। অগ্গি গনো, অগ্গি গস্স সখিনো, সখিস্স, ভিক্খুনো, ভিক্খুস্স, সয়ম্ভুনো, সয়ম্ভুস্স, অর্থাৎ ঝল সংজ্ঞায় ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তরও ষষ্ঠীতে 'স্য' হয়। পুরিস্ পরিস্স্য হয়। যে হয় তাহাও পরসূত্রে কথিত হইয়াছে—'সাগামো সে ।৮॥ টীক —সকারাগমোহোতি যে বিভক্তিম্ হি। পুরিস্স্স, অগ্গি গস্স, ভিক্খুস্স সেতি ॥" পাঠক দেখিলেন, প্রাকৃতে ঝল সংজ্ঞায় যে সকারাগম হয়, উহা সুবন্তপদের বিভক্তির 'স্য' ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব কলাপের টীকাধৃত জরস্স্য, উদধিষ্য ও ভিক্ষুষ্য এবং কারিকাকারের শূলপাণিষ্য ও রঘুষ্য এই হইতে প্রয়োগ হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে হয় নাই। (লেখক)

এষাং মধ্যে শশীমিত্রঃ শ্রেষ্ঠকুলসমন্বিতঃ ॥
দিবাকরঃ প্রভাকরো ভাস্করশ্চা সুধাকরঃ।
তথা গণেশমিত্রকঃ লেংটীমিত্রাত্মজঃ সুধীঃ ॥
এষাং মধ্যে দিবাকরমিত্রকঃ শ্রেষ্ঠতাং গত।
দৈবকীনন্দনমিত্রো দিবাকরাত্মজো মানী।
কুলচ্যুতঃ দৈবকীস্তু রাজরোষাত্ততঃ কিল।
বিক্রমপুরে যয়ৌ স নষ্টকুল বঙ্গে যদা ॥"

ফলতঃ চন্দ্রদ্বীপাধিপতির এই অনুশাসনের বলে প্রায় ত্রিশতাধিক বর্ষ যাবৎ যে সকল সামাজিক গ্রন্থ রচিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আর মিত্রবংশের কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। এমন কি কায়স্থ-পুরাণ প্রণেতা স্বর্গীয় শশিভূষণ নন্দীবর্ম্মা বঙ্গজ মিত্রবংশ সম্বন্ধে উক্ত কায়স্থ-পুরাণের দ্বিতীয় খণ্ডে একত্র লিখিয়াছেন যে "বঙ্গজ মিত্রবংশ চিত্রগুপ্তের সন্তান নহেন, ব্রহ্মপুত্রপ্রদীপ (ক্রতু) বংশীয়, এজন্য এ বংশের কুল নাই।" কায়স্থ-কারিকা সঙ্কলয়িতা স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত গুহমৌলিক লিখিয়াছেন, জয়ীমিত্রের পুত্র না থাকায় "পৌষ্য পুত্রে কুলং নাস্তি" এই কুলশাস্ত্রের বলে বঙ্গে মিত্রের কুল নাই।" অথচ ঐ পুস্তকের ৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠায় যে সমীকরণ-কারিকা সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাতে শূলপাণি মিত্র, তিল মিত্র এবং গোবিন্দ ও রঘুমিত্রের উচ্চ কুলীনের সহিতই সমীকরণ দৃষ্ট হয়। এরূপ অসামঞ্জস্য লেখকদিগকে কি বলিয়া অভিহিত করা যায় সুধী সমাজ-নায়কগণ তাহা নির্দ্দেশ করিবেন।

এই যে অবিমৃষ্যকারিতা, এই যে অনৃতবাদ ইহারই ফলে 'বঙ্গীয়-সমাজ' নামক গ্রন্থে বল্লাল সভায় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত বঙ্গজ-কায়স্থ তালিকায় মিত্রের স্থানাভাব ঘটিয়াছে, এবং এই জন্যই দ্বিতীয় সংস্করণ কায়স্থের বর্ণনির্ণয় গ্রন্থে ১৫১ ও ১৫২ পৃষ্ঠায় "বঙ্গজ-কায়স্থ-কারিকার" যে বচনাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও মিত্রবংশটি বাদ পড়িয়াছে। অধুনা আবার মিত্রবংশের নিষ্কুলতা স্থাপনার্থ অনেকে এ কথাও

। আমাদের মনে হয়—ধ্রুবানন্দ যে পাইমিত্রবংশ বর্ণনা করিয়াছেন, উহা প্রমাদকল্পিত। ৯ পর্য্যায় ভাস্করমিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, এই কারিকায় ১০ পর্য্যায় লেঙটী মিত্রের পুত্রকেও ভাস্কর বলিয়া পাইতেছি। এস্থলে ইহার বংশ বর্ণনা নাই, কিন্তু আমাদের নিকট ইদিলপুরের জনৈক প্রদত্ত পাইমিত্রের যে বংশাবলী আছে, তাহাতে লিখা আছে—পাইমিত্র টেঙ্গরে গমন করায় কুলহীন হন। তৎপুত্র নিধিরাম,তৎপুত্র গুণধর,তৎপুত্র নীহার, তৎপুত্র হরেকৃষ্ণ, তৎপুত্র রামকানাই, তৎপুত্র তারিণী, তৎপুত্র ভবশঙ্কর ইহার রূপরাম প্রভৃতি চারিপুত্র। কাঃ পঃ সঃ।

বলিয়া থাকেন, পূর্ব্ববঙ্গে ঘোষ, বসু ও গুহ দিগকে 'ঘোষ ঠাকুর' 'বসু ঠাকুর' ও 'গুহ ঠাকুর' বলিয়া থাকে, কিন্তু মিত্রদিগকে এরূপ 'ঠাকুর' কেহ বলে না। ও! কি উৎকট প্রমাণ! আমরা তাঁহাদের বলি, একবার ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "কায়স্থ-কারিকায়" ১১৮ পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিবেন "অশ্বপতিমিত্রখ্যাতো বঙ্গে চ ঠাকুরঃ দ্যুতিঃ।" এই কথাটা যেমন আছে, ৫৬ পৃষ্ঠায় ঘোষবংশ বর্ণনায় সেইরূপ আছে—"খ্যাতো বঙ্গে সুভাষিতো ঠাকুরশ্চ মহাবলী।" এবং ৬৪ পৃষ্ঠায় বসুবংশ বর্ণনা কালে দেখিতে পাইবেন—"বসুস্তু চন্দ্রদ্বীপেশো ঠাকুরশ্চ মহাবলী।" অবশ্য গুহবংশ এই ঠাকুরখ্যাতি দেখিতে পাওয়া যায় না—১৩শ পর্য্যায় জিতামিত্র প্রথম 'গুহঠাকুর' সংজ্ঞা করিয়াছেন। ফলতঃ এই যে 'ঠাকুর' কথাটা ইহাও চন্দ্রদ্বীপের কুলীন মিত্রবংশে আরোপ করে না, এজন্য অপর সমাজও করে না—ইহা দ্বারাও চন্দ্রদ্বীপের প্রভাব বঙ্গের সকল সমাজ প্রভাবিত হইয়াছে।

বঙ্গ-সমাজে চন্দ্রদ্বীপের প্রভাব এ কথায় হয়ত যশোহর সমাজের সামাজিকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িবেন, কেন না তাঁহাদের বলিবার আছে, যশোহরের সমাজপতি চন্দ্রদ্বীপের কুলহীন গাভবসুর বংশীয় পরমানন্দ বসু এবং বৎসবংশীয় বসুকে কুলীন করিয়াছেন। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, কুলীন উহা একটা কথার কথা। যশোহরের সমাজপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের যদি কাহাকে কুলীন করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার নিকট আত্মীয় (শ্যালক) কেশব বসু, এবং রাজা বসন্তরায়ের পৌত্র রাজা রাজারামের শ্বশুর হংসবংশীয় শ্রীরাম বসু, এবং অকুলীন কাল্সী, কার্ণ ঘোষ বংশধরদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াও তাহাদিগকে কুলীন করিতে পারেন নাই কেন, যেহেতু সামাজিক বিষয়ে চন্দ্রদ্বীপের নিকট শির অবনত আছে,—তথায় স্বাধীনতা নাই। যদি বল ভুলুয়া ও ইদিলপুরের সমাজপতিদ্বয়ও কি চন্দ্রদ্বীপের মুখাপেক্ষী ছিলেন? পাঠক দেখিবেন ঐ ভুলুয়ার অধিপতি লক্ষ্মণমাণিক সমাজ স্থাপন করিতে গিয়া চন্দ্রদ্বীপাধিপতি প্রাণ হারাইলেন। তিনি'ত সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই—কুলীন বংশধরদিগকে বাসস্থান ও বৃত্তভূমদিয়া তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র। ইদিলপুরের কমলশরণ ঘোষ স্বীয় ষোড়শ কন্যা কুলীনে দান করেন

গর্ভবসু— "গর্ভবসুঃ সুতস্তস্য কুটনীতি বিশারদঃ।
স্থানত্যাগাৎ কর্মহীনাদপভাবাচ্চ গর্ভকঃ॥
বভূব কুলহীনশ্চ বিবিধৈরপকর্মভঃ॥"

রাঘব বসু— "জ্ঞাত্যভিশাপতশ্চৈব পিতৃ শ্রাদ্ধীয় যূপহা।
রাঘবঃ পতিতস্তেন কুলহীনোভবেদ্ধ্রুবম্॥"

[illegible]পুত্রের বিবাহে কুলীনকন্যা গ্রহণ করাইয়া সমাজ স্থাপন করেন। কিন্তু তিনিও [illegible] বা গঙ্গানারায়ণ মিত্রকে কন্যাদান করিয়া, ভূম্যাদি যৌতুক দিয়া স্থাপন করিলেও [illegible] দায়াদগণ চন্দ্রদ্বীপের প্রভাবে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। [illegible] চন্দ্রদ্বীপের কুলীনগণ এখন অকুলীনকে কুলীন এবং অমধ্যল্যকে মধ্যলত্ব [illegible] করায়, বিক্রমপুর প্রভৃতি অন্যান্য সমাজের কুলীনগণ ঐ দুইকে কুলীন ও [illegible] বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

এই'ত হইল বিক্রমপুর যশোহর ও ইদিলপুর প্রভৃতি সমাজে—যাহারা নাকি [illegible] চন্দ্রদ্বীপে কুলীন বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছেন, তাহাদের কথা। [illegible] ফতেয়াবাদের কথা বলিব। যে সমাজের আমি শ্রেষ্ঠ কুলীন শ্রীধরের সন্তান, [illegible] মৌলিক গৌরীরায়ের সন্তান চন্দ্রদ্বীপে সম্বন্ধ করিলে তুল্যভাবে 'বাঙ্গাল' বলিয়া [illegible] গৃহীত হই, সেই আমাদের ফতেয়াবাদের মস্তকাবনতির কথা বলিব। [illegible]য়াবাদ সমাজ বলিলে কোন টুককে সীমা নির্দ্দেশ করে, বুঝা কঠিন। যদি [illegible] হিসাবে ধরা যায় তবে জালালপুর পরগণায় অধীন দত্তপাড়া, ইশিবপুর [illegible] হইয়া পড়ে, বীরমোহনের কেন্দুয়া, বাজিতপুর, বাকলা-সমাজে চলিয়া যায়, [illegible]শারের ভাজনডাঙ্গা বাজুতে অঙ্গ রাখে। শুধু 'হাবেলী' পরগণার অধিবাসী- [illegible] ফতেয়াবাদের সামাজিক স্থান লাভ করিতে পারেন। কেননা আইন ই- [illegible]রীর মতে হাবেলী পরগণারই অপর নাম ফতেয়াবাদ। যদি এই হয়—তা [illegible] এ সমাজের উত্তমাঙ্গ ওলপুর, ইটনাও থাকেনা, বস্তুতঃ হাবেলীর অধিবাসী [illegible]জিকগণ যে এই বিসদৃশ ব্যাখ্যা না করেন, তাহা নহে। তাঁহারা পাটপশারের [illegible] ভাজনডাঙ্গাকে ফতেয়াবাদ বলিয়া মরাপদ্মার উত্তরাংশকে বাজু সমাজভুক্ত বলিয়া [illegible]হিত করিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করেন না। কি বিচিত্র ব্যাখ্যা। কি [illegible]তিবিদ্বেষ! কিন্তু আমাদের মনে হয় ভূষণার রাজা মুকুন্দরাম রায় যখন [illegible] সমাজ স্থাপন করেন, তখন চাকলে ভূষণার সমগ্র পরগণা—পরবর্ত্তীকালে যাহা [illegible] ফতেয়াবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই স্থানসমূহই বর্ত্তমান ফতেয়াবাদ [illegible]। আমাদের এরূপ বলিবার কারণ এই, ঐ সরকারের সীমান্তবর্ত্তী স্থানসমূহের

[illegible] শ্রুত হওয়া যায়, সীতারাম রায়ের পূর্ব্ব হইতে চাকলে ভূষণার অধীনে গৌরীরায় নামক জনৈক [illegible] হাবেলী ফতেয়াবাদ ও জালালপুরের জমিদার ছিলেন। ইনি সীতারামের সহায়তা করায় [illegible] সরকারে খাস করিয়া এনাৎ উল্লার সহিত বন্দোবস্ত করেন। ইনি আবার বাকার দায়ে [illegible] ফতেয়াবাদ রামজীবনের নিকট বিক্রয় করেন। ঢাকার নবাব জালালপুর খাস করিয়া [illegible]। আমাদের মনে হয়, এই গৌরীরায়ের জমিদারী লইয়াই ফতেয়াবাদ সমাজ, তাই হাবেলী ও [illegible]লপুরের অধিবাসীগণ ফতেয়াবাদ সমাজ বলিয়া থাকেন। এই উভয় পরগণা হইতে আবার [illegible] ক্ষুদ্র পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্য তাহারাও ফতেয়াবাদের দাবী করেন। ফতেয়াবাদের [illegible] ভূষণা সমাজ, ওলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কাঃ পঃ সঃ।

মধ্যে উত্তরাদি ক্রমে কুমারখালি, হাবাসপুর, পাংশা, বেলগাছী, আটীয়া, পাটপাশা, জালালপুর, হবিবপুর, ফতেজঙ্গপুর, কাশীমপুর, তেলিহাটী, সাপুর, মকিমপুর ও নলদির উল্লেখ রহিয়াছে। ঐ সীমান্তভুক্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ তৎকালে ভূমাধি বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। ঐ নলদী পরগণায়ই চন্দনীর মিত্র (গোবিন্দ মি বংশজ), ধুলজুরীর বসু, সূর্য্যকুণ্ডের ঘোষরায়, বায়ইজানির দত্ত, ৺ মজুমদার, ইটনার রাহারায়গণ ভূষণা বা রাজ-সমাজস্থ বলিয়া কথিত। সাপুরের রা রায়চৌধুরী বংশ, জালালপুরের বহু কুলীন বংশ, পাটপাশারেও তদ্রূপ, বেলগাছীতে প্রসিদ্ধ রাজবংশ এবং হাবেলীতেও অনেক কুলীন বংশ আছেন। কিন্তু এ প্রাচীন সীমানা না মানিয়া অধুনাতন সমাজতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অভিমানকারিগণ ইদিলপুর ফতেয়াবাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মরাপদ্মার উত্তরাংশের ঘোষ, বসু প্রভৃতি কুলীন দিগকে নিতান্ত উপেক্ষার সহিত দেখিয়া থাকেন। আদান প্রদানকালে বি অর্থের দাবী করেন। কুলীন বিদায়ের সময়ে ষোড়শ মুদ্রার নিম্নে কেহ উচ্চ বি লইতে চাহেন না। অথচ তাঁহাদের যদি কুলের পরিচয় দিই তাহাতে অনে আমার প্রতি আরক্ত দৃষ্টি করিতে ভুলিবেন না। দুঃখের কথা বলিব কি, রা বসন্তরায়ের পুত্র অকৃতদার রাঘব বা কচুরায়ের সন্তান বলিয়াও অনেকে এই ফতো সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিচিত। মরাপদ্মার দক্ষিণকূলের দুই একটি গুহ গুণ বংশধর বিন গুহের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রেষ্ঠ কুলীনের বিদায়ের দা করিতে কুণ্ঠিত নহেন। বাজু-সমাজে যাহারা কুলীন বলিয়া পরিচিত, তাহাদে ধারাবাহিক বংশ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের এই ফয়জাবাদ সমাজে যাহা মরাপদ্মার দক্ষিণ অংশে বাস করেন; তাঁহাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম জি করিলে, তাঁহাকে খুজিয়া পাওয়া যায় না—তাঁহারা ঐ চন্দ্রদ্বীপ-সমাজ-অন্তর্গত নরোত্তমপুর, গাভা, বানরীপাড়া, কাঁচাবালিয়া, হাতুর, নথুল্লাবাদ, বামরাইল প্র হইতে সমাগত বলিয়া শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ করিতে পরস্পর কলহেও বিরত হ ফলতঃ সর্ব্বত্রই চন্দ্রদ্বীপের প্রভাব তুল্যভাবে বর্ত্তমান। সেদিন পর্য্যন্তও বি নিন্দার কথা শুনিতাম—"বশিষ্ঠো ভূয়িষ্ঠঃ সর্ব্বভুক্‌বহ্নি যথা।" চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার সম আদর হইল, অমনি 'বশিষ্ঠ বিশিষ্ট' হইলেন। বস্তুতঃ এখনও চন্দ্রদ্বীপের নিকট মস্তকোত্তলন করিতে সমর্থ নহেন। তাহা যদি হইত তবে পূর্ব্বোক্ত কু দিগকে অর্থাৎ যাঁহাদিগকে চন্দ্রদ্বীপের সামাজিকগণ কুলহীন করিয়াছেন, তা সকল বংশধরদিগকেই কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিতেন, এখনও তাহা চন্দ্রদ্বীপ বা কেহ পারে না।

শ্রীকালীচরণ

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস।*

বঙ্গ-কাব্য-কাননের তুমি পিকরাজ,
গাহিয়াছ কত গান দিয়ে নব সাজ।
কে আর তোমার মত মধুরঝঙ্কারে,
তুলেছিল বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষার!
তেজস্বী নির্ভীক তুমি সারল্যের ছবি,
বাঙ্গালার—বাঙ্গালীর খাটী শ্রেষ্ঠ কবি।
হৃদয় মথিয়া দিলে কত রত্ন ধন;
প্রেম-ফুল-ফল-রেণু-কুঙ্কুম-চন্দন।
হৃদয় মাধুর্য্যে মুগ্ধ ভক্ত অগণন,—
স্থাপিয়াছে মন মাঝে তোমার আসন।
স্বদেশ প্রেমেতে তুমি ছিলা মাতোয়ারা,
কবিতায় প্রবাহিত আছে তার ধারা!
দারিদ্র্য ভুজঙ্গ তোমা' করিত দংশন,
অকালে তাই কি কবি, করিলে গমন,—
ত্রিদিব নিবাসে, ছাড়ি মর্ত্ত্য ক্লেশকর;
যাও, যাও সুখে থাক হইয়া অমর।
কবিকুঞ্জ মাঝে যথা নবীন-সূদন,
হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল শ্রেষ্ঠ বাণী-পুত্রগণ।
লভিয়াছে স্থান, সুখে, তুমিও তেমন,
সসম্মানে শান্তিধামে লভগে শরণ।
থাকিতে করেনি যারা তোমায় জিজ্ঞাস,
আজিকে ফেলিছে তারা দীর্ঘতপ্ত শ্বাস!
থাকিতে পাওনি তুমি অন্ন বস্ত্র কবি,
প্রতিষ্ঠা করিব এবে মূর্ত্তি কিম্বা ছবি!
ধিক্ ধিক্ বাঙ্গালীকে ধিক শতশত,
মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত ভণ্ডামিতে রত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

* গত ১৪ই আশ্বিন, মঙ্গলবার ৬৫ বৎসর বয়সে কবি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার প্রতপ্ত দেহ [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন। লেখক

সমালোচনা।

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম-এ, বি-এল্ প্রণীত; দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা ৮৫নং গ্রেষ্ট্রীট হইতে শ্রীশরৎকুমার মিত্র বি-এল্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী, ৮॥ ফর্ম্মা, ১৩৩ পৃষ্ঠা, আইভরি ফিনিশ কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা। কাগজের মলাটে বান্ধাই ১৲ এবং কাপড়ের মলাটে বান্ধাই ১।৹ সিকা। এই পুস্তক ২০১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বেঙ্গলমেডিক্যাল লাইব্রেরীতে এবং প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে গমনপথে উৎকল প্রদেশে বালেশ্বর, কটক ও পুরীধামে যে সকল প্রাচীন দেববিগ্রহ ও পবিত্র তীর্থসমূহ সন্দর্শন করিয়া ছিলেন, গ্রন্থকার কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্বয়ং সেই সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, পৌরাণিক, বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবযুগের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ হইতে প্রমাণাবলী সংগ্রহ করিয়া সমালোচনার সহিত আলোচ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও মাধুর্য্য-পূর্ণ। এই গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু পাঠক, ভ্রমণকারী এবং তীর্থযাত্রীগণের পক্ষে বিশেষরূপে সুপাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি হইবে।

জানবিবি। শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি-এ প্রণীত ও প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ১৭॥ ফর্ম্মায় ২৭৭ পৃষ্ঠা, ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্য কাগজে বান্ধাই ১৷৷০, সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। লেখক ভারতের অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন। তৎপর নায়ক নায়িকা দ্বারা গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রকটিত করিয়াছেন। পুস্তকের প্রধান নায়িকা 'জানবিবি' এবং প্রধান নায়ক 'তেজবন্ত সিংহ', ক্ষেত্র 'বহর'। লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যাঁহারা 'হিন্দু' অথবা 'মুসলমান' থাকিয়াও ভারতবাসী থাকিতে দ্বিধাবোধ করেন না একমাত্র তাঁহাদেরই প্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। ভগবান্ আমার জন্মভূমিকে শান্তিময় করুন, ইহাই একমনে প্রার্থনা।" যে অভিপ্রায়ে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন, ভূমিকাতেই তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানে একতা স্থাপনার্থ ইহার সৃষ্টি। আমরা গ্রন্থকারের এই মহৎ উদ্দেশের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বাস্তবিকই হিন্দু মুসলমান পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ না হইলে ভারতভূমির মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত। বিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদের এই মাহেন্দ্র ক্ষণে উভয়ের হৃদয় একতানে ধ্বনিত না হইলে আর কখনই হইবে না—এ সুযোগ পরিহার করা কর্ত্তব্য নহে।

গ্রন্থকার অমর, অমৃত, ফকির, সন্ন্যাসী, পাপাত্মা, তেজবন্ত, কেরামত, সাছির, এই কয়টি পুরুষ চরিত্র এবং অমরজননী, জীবনদয়িতা, এলেম, শ্যামা, শান্তা, সুখা, লাঞ্ছিতা ও বেহুনা এই কয়টী নারীচরিত্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পরকারের পার্শ্ব আলোকের ন্যায় জানবিবির সান্নিধ্যে লাঞ্ছিতাকে দাঁড় করাইয়া পুস্তকের সৌন্দর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। বলিতে কি লেখক কল্পনার ক্ষেত্রে যে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চাঙ্গের হইলেও প্রাথমিক বলিয়া আমরা এই কয়টি ত্রুটী পাইয়াছি।—বেহুনার সতীত্ব-সুন্দর-জীবনের পরিণাম মধুময় করিয়া দেখান উচিত ছিল; জীবনের বৃদ্ধাজননীর মুসলমান প্রাঙ্গণে জীবন-পাত করান ঠিক হয় নাই; অমৃতের গর্ভধারিণীর আশীর্ব্বাদ সিদ্ধ হয় নাই, তাঁহাকেই স্বর্গচ্যুত, কামুকপুত্রের আশ্রয়ে পাপিয়সী কামুকীর দ্বারা অবমানিতা করান হইয়াছে। কেরামতের দণ্ডটাও কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। অবশেষে জানবিবি ও তেজবন্তের কথা—তেজবন্তের পরাক্রম অভিমানকে যেন জার্ম্মাণ সম্রাটের পরিণাম ভাবিয়া লেখনী পরিচালিত করা হইয়াছে। জানবিবির পরিণাম—পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্যক্‌রূপে দেখান কর্ত্তব্য ছিল। আমরা আশা করি গ্রন্থকার বর্ণাশুদ্ধি সংশোধনের সহিত ঐ গুলি সংশোধন করিতেও মনোযোগ করিবেন। ফলতঃ পুস্তকখানি সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রমাদ পরিশূন্য না হইলেও বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট এই মৌলিক বিষয়টি সুখপাঠ্য হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

পাইকপাড়ার মজুমদার বংশাবলী ও তদ্বিবরণ। শ্রীনিবারণচন্দ্র দেবমজুমদার প্রণীত ও প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী, ৫ ফর্ম্মায় ৮৬ পৃষ্ঠা এবং শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ লিখিত পরিশিষ্ট আছে। ছাপা ও কাগজ ভাল, মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র, ঢাকা, বেতকা গ্রামে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এই পুস্তকের লেখক নিবারণবাবু যেরূপ ধীরতার সহিত স্বগোৎকর্ষনীতি উপেক্ষা করিয়া বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসাকর হইয়াছে। আমরা আশা করি বঙ্গের তাবৎ কুলীন মৌলিক বংশই এইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে আপনাপন বংশের লোক দ্বারা প্রকাশিত হয়; তাহা হইলে বঙ্গের জাতীয়

ইতিহাস নির্দ্দোষভাবে সঙ্কলিত হইবে সংশয় নাই। এই বংশের আদি পুরুষ গণপতিদেব, তিনি ভরদ্বাজ গোত্রজ। গণপতির ৬ষ্ঠ উত্তর পুরুষে থাকদেব। তাঁহার দনুজমর্দ্দন, পশুপতি, ভুবনরাম ও বুরাণ এই চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা এবং কনিষ্ঠ বুরাণদেবের পৌত্র ভাস্কর মজুমদার বিক্রমপুরের অন্তর্গত পাইকপাড়ায় বাস করেন, তাহা হইতেই এই মজুমদার বংশের বিবৃতি। এই বংশে অনেক কীর্ত্তিমান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় এবং তাঁহাদের দ্বারা স্থাপিত পুরোহিত ও কুলীনগণের বংশের কৃতিগণের পরিচয় থাকায় বেশ সুপাঠ্য ও ঐতিহাসিক বিবরণ থাকায় সর্ব্বসাধারণ শিক্ষিতের মধ্যে আদৃত হইবে বলিয়া মনে করা যায়। ঐতিহাসিক প্রধান ব্যক্তিই দনুজমর্দ্দনদেব, এস্থলে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা আলোচনা করিব। আমরা অবগত আছি, জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত চাঁদপুর দেববক্সীবংশ চন্দ্রদ্বীপের ঐ দেবরাজবংশের জ্ঞাতি বলিয়া বহু পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত আছেন। তাঁহারাও ভরদ্বাজগোত্রীয়, কিন্তু ঐ যে রাজন্ত-কাণ্ডে দেখিতে পাই—

"প্রাদুরভবদ্ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥"

হরিমিশ্র।

সেনবংশ হইতেই দনৌজামাধব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইনি ও মজুমদার বংশের দনুজমর্দ্দন অভিন্ন ব্যক্তি কি? অভিন্ন বলিতে পারি না, কেন না নিম্নোদ্ধৃত বচনে ঐ সেনবংশ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বলিয়া জানা যাইতেছে। যথা—

"সৌমিনী দেবতাভক্তঃ শাণ্ডিল্যাখ্যঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতি খ্যাতস্ততোভূদ্ভুবনঙ্করঃ॥
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমানী ততোঽপিচ॥"

সহ্যাদ্রি খণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ।

দেববংশীয় দনুজমর্দ্দনের ভরদ্বাজ এবং সেনবংশীয় দনৌজামাধবের শাণ্ডিল্য গোত্র পাওয়া যাইতেছে। এরূপ সুপ্রসিদ্ধ সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্তের সন্তানেরা কেহ মৌদ্গল্য, কেহ ভরদ্বাজ গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত দেখা যায়। পরন্তু দনুজমর্দ্দনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐ যে বুরাণ, ইনিই আবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত আলগী দেব মজুমদার বংশে বরুণ, দত্তপাড়ার দেব মহলানবীশ বংশে বুরিন্দ নামে অভিহিত

[illegible] পরাশর গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত আছেন। পরন্তু নিবারণবাবুর ঐ পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়, বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কেদাররায়, তদীয় মন্ত্রী রঘুরাম মজুমদারের গোত্র তাঁহাকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি তাহা না দেওয়ায়, তাঁহাকে হস্তিপদ দলিত করিয়া নিহত করান। এই প্রমাণে মনে হয়, কুলীনেতর কায়স্থগণ প্রয়োজনরোধে গোত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন। বস্তুতঃ ঐ কথাটি বিচার্য্য, কেন না দনুজমর্দ্দন ভরদ্বাজ গোত্রীয় দেবই হউন বা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সেনই হউন, উহা দ্বারা তাঁহার বংশের উৎকর্ষ হয় নাই, যেহেতু আমরা বঙ্গজের কুলকারিকায় দেখিতে পাই,—

কুলীনের আশ্রয় তিন স্থলে মাত্র। যথা—

"কুলীনস্যাশ্রয়স্থানং বিরতে স্থানমেবচ।
কুলজশ্চমধ্যল্যশ্চ মহাপাত্রশ্চতদ্ভবেৎ॥
তৈঃ সার্দ্ধং যদি সম্বন্ধং কুর্য্যাচ্চ কুলীনঃ ক্বচিৎ।
তদা ন কুলহীনঃ স কুলকর্ম্মাচরেদ্যদি॥"

ধ্রুবানন্দমিশ্র।

অর্থাৎ কুলীনের বিরাম স্থান কুলজ (যে সকল কুলীনের কোন কারণে কুল নষ্ট হইয়াছে,) মধ্যল্য (মৌদ্গল্য গোত্রীয় দত্ত, অত্রি গোত্রীয় দাস, সোপায়ন গোত্রীয় নাগ এবং পরাশর গোত্রীয় নাথ) এবং মহাপাত্র। বঙ্গজ-সমাজে এই মহাপাত্র কোন্ কোন্ বংশ তাহাও উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

"বাসুকীগোত্রজঃ সেনঃ সিংহোবাৎস্য গোত্রজস্তথা।
দেব আলম্যানোগোত্রঃ কাশ্যপো রাহাবংশজঃ।
মহাপাত্রাঃ সমাখ্যাতা ন চান্যেষাং কদাচন॥"

ঘটক কারিকা।

অর্থাৎ বাসুকী গোত্রীয় সেন, বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ, আলম্যান গোত্রীয় দেব এবং কাশ্যপ গোত্রীয় রাহা ইহারাই মহাপাত্র, অন্যে নহে। পরন্তু পাঠক দেখুন, এই বিধির বলে দনুজমর্দ্দনের পিতা থাকদেবের কন্যা আভগুহ বিবাহ করায়, তাঁহার কুল বর্জ্জিত হইয়াছিল।

"মোহতস্থাকদেবস্য কন্যকোদ্বাহহেতুনা।
গুণ্ডান্নূনস্তথাভশ্চ বভুব কর্ম্মদোষতঃ॥"

ধ্রুবানন্দমিশ্র।

আঢ্য গুহ থাকদেবের কন্যা বিবাহ করিয়া যে হীনমর্য্যাদ হইয়াছিলেন, এ কথা যে শুধু ধ্রুবানন্দই ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাও নহে, অপরত্র রূপবর্ণনায়ও দেখা যায়—

"গৌণ্ডুরেবপ্রধানে'হভূৎ আঢ্যো নূন স্ততোঽভবৎ।
মোহতস্থাকদেবস্য কন্যাকোদ্বাহহৈতুনা।"

কায়স্থ-কারিকা ২৯ পৃঃ।

উদ্ধৃত প্রমাণাবলী দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তৎকালে মৌলিক কুলীনে কন্যাদান করিলেও তাঁহার বিশেষ যে প্রতিপত্তি বাড়িত এমন নহে, এজন্য এখনও বঙ্গজ সমাজে মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান হইলে তাহা নিন্দার কারণ হয় না। সুতরাং দনুজমর্দ্দন ভরদ্বাজ গোত্রীয় সাধারণ মৌলিক ছিলেন; গোত্র পরিবর্ত্তনের যে কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই, অর্থাৎ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সেনরাজবংশের গৌরব মনে করিয়া আপনাকে তদ্বংশীয় বলিয়া পরিচিত করেন নাই, ইহাও নিশ্চিত সুতরাং ভিন্ন গোত্রে নাম সাদৃশ্য থাকিতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। তবে পরাশর গোত্রে যে বুরিন্দ বা বরুণদেব, তাঁহার ভ্রাতা যে কেহ ছিলেন, তাহারই বা বিশেষ প্রমাণ কোথায়? এজন্য বুরান ও বরুণ স্বতন্ত্র বংশের স্বতন্ত্র ব্যক্তিই ধরিয়া লওয়া উচিত।

বাঙ্গালী পল্টন। শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসাগর প্রণীত, ৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গৌরীশঙ্কর লাইব্রেরী হইতে শ্রীশম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাপড়ে বান্ধাই মূল্য ॥০ আনা, ছাপা ও কাগজ ভাল। ডিমাই ১২ পেজী ৮ ফর্ম্মা ৯৬ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে লেখকের কল্পনার কলা-কৌশল প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এবং বাঙ্গালী যুবক নির্ম্মলের অকলঙ্ক চরিত্র বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের নামের সার্থকতা কতকটা রক্ষিত হইয়াছে, ইহাও বলিতে হয়। কিন্তু যে নৈতিক অবনতি বাঙ্গালী জাতির অস্থি মজ্জা ধ্বংস করিতেছে, লেখক বাঙ্গালীপল্টনে সেই দুর্নীতিমূলক প্রেমের চিত্র লইয়াই মুখ্যতোভাবে লিপি পরিচালনা করিয়া সমাজের অনিষ্ট করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। চারিচক্ষের মিলনেই প্রেম, অপরিচিত ভদ্রঘরের দুহিতার হারমোনিয়ম বাদ্য শুনিয়া অপরিচিত শিক্ষিত ভদ্র-সন্তানের ইন্‌কোর প্রদান, তাহার জন্য উন্মাদনা, শিঁড়ির পথে বারে বারে যাতায়াত ইহা যে কোন ভদ্র ঘরের দুহিতার প্রতি আরোপ করা যায়, তাহা আমরা জানি না। এজন্য আমরা ইহার বিস্তারিত সমালোচনায় বিরত রহিলাম।

বেদান্ত দর্শনম্। সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, লোটাস্ লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতিখণ্ড মূল্য ১৲ এক টাকা; দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে ১ অধ্যায়, ১ম পাদ, ১ম অধিকরণ ১ম সূত্রের মূল, 'ভামতী' নামক টীকা প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্ত্তৃক অনুদিত আছে।

ভূমিলক্ষ্মী। সম্পাদক শ্রীশক্তিশরণ সিংহ এম্-এ, বি-এল্, বীরভূম কৃষি সমিতির শ্রীনরেন্দ্রকুমার দে কর্ত্তৃক সিউড়ী হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। ডিমাই ৮ পেজী, ৪॥ ফর্ম্মায় ৩২ পৃষ্ঠা, প্রথম আশ্বিন সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। ভূমিলক্ষ্মীর ন্যায় কৃষি বিষয়িণী পত্রিকা কৃষিপ্রধান এই বঙ্গদেশের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এতদিন একমাত্র "কৃষিসম্পদই" কৃষি বিষয়ে চিন্তাশীলদিগের অবলম্বন ছিল, ভূমিলক্ষ্মীও তাহার অংশ গ্রহণ করিল। ভূমিলক্ষ্মী নামে প্রথম সংখ্যায়ই রবিবাবুর একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে। আদার চাষ, মরিচবাগ ও পটলের চাষ এবং মাটী ও চাষ নামে কয়টী জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছে। আশাকরি পত্রিকাখানি জীবিত থাকিয়া দেশের কৃষি বলের কল্যাণ সাধন করিবে।

রীতিকা। শ্রীবিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, ১৯০ নং অপার চিৎপুররোড্, বাগবাজার "মধুরা" কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন ১৬ পেজী, ৫ ফর্ম্মায় ৭৯ পৃষ্ঠ, আহভরিফিনশ কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা। মূল্য সাধারণ ॥০, কাগজ বান্ধাই ৸০ আনা মাত্র।

রীতিকা একখানি কবিতা পুস্তিকা। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫টী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহার দুই একটি কবিতা পূর্ব্বে কায়স্থপত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, কবিতার কথা শুনিয়াই লোকে যেমন একটু উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, বিজয়বাবুর রীতিকার এই কবিতা গুলি সে ধরণের নহে, স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট আছে। রচনা মাধুর্য্য কবিতার দেহ, সত্য তাহার হৃদয়, নীতি তাহার বিকাশ। এই পুস্তিকায় এই তিনেরই সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে। প্রেমের হা-হুতাশপূর্ণ অপবিত্র কবিতা আদৌ ইহাতে স্থান পায় নাই। তবে মুদ্রাকর প্রমাদ অনেক দৃষ্ট হয়।

শাস্ত্রসার-সংগ্রহ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, ৪ নং আর্-পুলি লেন হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃকই প্রকাশিত। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা।

৫ম খণ্ড পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, সিদ্ধান্তলেশঃ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্ ও চিৎসুখীর মূল ও অনুবাদ আছে।

সঙ্কল্প। শ্রীহরিপদ সরকার বিদ্যাবিনোদ প্রণীত, ২০ নং সার্পেন্টাইন লেন হইতে লেখক কর্ত্তৃকই প্রকাশিত। কাপড়ে বান্ধাই মূল্য ॥০, ডবল্ ক্রাউন ১৬ পেজী, ৬॥০ ফর্ম্মায় ১০৭ পৃষ্ঠা ছাপা ও কাগজ ভাল।

'সঙ্কল্প' একখানি ক্ষুদ্র গল্প গ্রন্থ। "আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয়," "উৎসব", "উপেক্ষা", "সাহিত্যিকের পরাক্রম", "ভালবাসা না আত্মদান" এই পাঁচটী গল্প গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। চরিত্র চিত্রণে, ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনার কৌশলে ও চিন্তার পবিত্রতায় 'গল্পগুলি সর্ব্বাংশেই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা নবীন গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ সাফল্যের পূর্ব্বাভাষ গ্রন্থে স্পষ্টই দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলনঃ—

আগামী বড়দিনের বন্ধে অযোধ্যার বর্ত্তমান রাজধানী লক্ষ্ণৌনগরীতে ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলন হইবে, ইতঃপূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ-কায়স্থ-সদর-সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ বি-এ, এল্-এল্-বি আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন। বড়দিনের আর মাত্র ১৫দিন আছে, অথচ তৎসম্বন্ধে এখনও কোন সংবাদ পাইতেছি না; সময়-জ্বরের সংহার মূর্ত্তিতেই কি তাঁহাদের নিরুদ্যম করিয়াছে?

প্রচারঃ—

প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বিগত ১৬ই কার্ত্তিক কুমিল্লার অন্তর্গত ইব্রাহীমপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র পালরায় মহাশয়ের প্রযত্নে এক সভা করেন। স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীশবাবুর এবং সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রায় মহাশয়ের বক্তৃতায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়জাতিত্বের প্রমাণ পাইয়া সভাপতি

মহাশয় বলেন, এদেশের কায়স্থকে শূদ্র হইতে স্বতন্ত্র রাখার জন্য অবিলম্বে উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য। সভাপতি মহোদয়ের এই অনুকূল-বাণীতে উপস্থিত সকলে আনন্দিত হইয়া, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করেন।

প্রচারক মহাশয় ইব্রাহিমপুরের সভার কার্য্য শেষ করিয়া ২১শে কার্ত্তিক ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তত্রত্য উকিল শ্রীযুক্ত জগবন্ধু নন্দী মহাশয়ের বাসায় এক সভা করেন। সভায় বহু উকিল মোক্তার, ডাক্তার, জমিদার উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভায় তিনটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়।

এস্থান হইতে শ্রীশবাবু ২৪শে কার্ত্তিক কুমিল্লায় তত্রত্য প্রবীণ উকিল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন মিত্র এম-এ, বি-এল্ মহাশয়ের প্রযত্নে টাউনহলে এক বিরাট-সভা করেন। এই সভায়ও কায়স্থের ক্ষত্রিয়জাতিত্ব প্রতিপাদন, উপনয়ন গ্রহণ এবং ঐ দ্বিতীয় প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শাখাসভা গঠন, এই তিনটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সভায় সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বর্ম্ম রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রচার-সমিতিঃ—

ফরিদপুর প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা নানাবিধ পারিবারিক ঘটনায়, শোকে দুঃখে অভিভূত থাকায় এতদিন সমিতির কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে তাঁহার মানসিক সুস্থতা অনেকটা ফিরিয়া আসিয়াছে; তিনি পুনরায় সমিতির কার্য্যে হস্তপ্রদান করিয়াছেন। আশাকরি, হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সমিতিকে নানাভাবে সাহায্য প্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন না। চাঁদা দাতাগণ ও চাঁদা আদায়কারী সভ্যগণকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ, তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হউন। জাতীয় কলঙ্ক দূরীকরণে সমিতির সহায়তা করুন।

পূর্ব্ববঙ্গ-শাখাসভার অন্যতম সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষচৌধুরী বি-এল্ পূজার বন্ধে জেলা বরিশালের অন্তর্গত বার্থীগ্রামে প্রচারাভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলে, স্থানীয় কায়স্থগণের প্রযত্নে উকিল শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ বক্সী মহাশয়ের প্রস্তাবে, এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহঠাকুরতা মহাশয়ের সমর্থনে, শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা করেন। সভায় কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকৃত হয় এবং উপনয়ন গ্রহণের প্রয়োজনীতাও উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বোধ করেন।

উপনয়নঃ—

২৮শে আশ্বিন, ১৩২৫। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-সভার প্রযত্নে জেলা ঢাকার অ
আটি নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রাইকিশোর রক্ষিত মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চি
অন্তে বৈদিকী সাবিত্রী গ্রহণ করেন।

২৮শে কার্ত্তিক ১৩২৫। ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির সহায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র
দেববর্ম্মা মহাশয়ের প্রযত্নে বোর্ণি নিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দেববর্ম্মা মহাশ
ভবনে উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্রে স্বগ্রামের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে
খগেন্দ্রনাথ দেব, জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব, নিকুঞ্জবিহারী দেব, শ্রীশচন্দ্রদেব, যতীন্দ্রমো
মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, অম্বিকাচরণ মজুমদার, রাসবিহারী মজুমদার, প্রকাশ
ঘোষ, শরচ্চন্দ্র গুহ, সতীশচন্দ্র গুহ, অশ্বিনী কুমার দে ও শশধর ভদ্র এবং মাণি
নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দত্ত এই পঞ্চদশজন বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত নীলকা
গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী দ্বারা শা
স্বরূপ ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করেন। কেন্দ্রের তাবৎ ব্যয়
স্বামীই বহন করেন, এজন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রাদ্ধঃ—

(ত্রয়োদশাহে)

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩২৫। বরিশাল কাশীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ
মহাশয়ের পত্নী বিয়োগে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শশিকুমার ঘোষবর্ম্মা সাধু
ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত করেন। বরিশাল জেলায় ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ এই প্রথ
সুতরাং তথাকার ব্রাহ্মণ সমাজ যে এই শ্রাদ্ধের আয়োজন সংবাদ পাইয়া বিচলিত
হইয়াছিলেন, এমন নহে; কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই, স্বধর্ম্ম নষ্ঠ ঘোষ মহাশয়দি
দৃঢ়তায় স্বীয় কুলপুরোহিত শ্রীদুর্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও এবং বৈদিক পুরোহি
অগ্রদানী ও বিরাট এবং গীতাধ্যায় সকলেই আসিয়া কার্য্য করেন। স্বগ্রাম
গাভা, বানরীপাড়ার প্রায় সাতশত-সাড়েসাত শত স্বজাতি ও ৬০।৭০জন ব্রাহ্মণ প্রীতি
সহিত ভোজন করিয়া কৃতীকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধের ফলে বরিশা
অতি শীঘ্রই অনেকে উপনয়ন গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩২৫। ফরিদপুর-বোর্ণি নিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনীকুমা
দেববর্ম্মা,শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত রসিকলাল দেববর্ম্মা ভ্রাতৃত্রয়ের লোকা
রিতা মাতৃদেবীর স্বর্গকামনায় ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই শ্রা
কামিনীবাবু দিগের গুরু ও পুরোহিত এবং কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ অধ্যাপ

গার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, ধানুকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ, এবং
গাদল নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার, কোটালিপাড়ার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র
প্রভৃতি পণ্ডিত ও কাওলিবেড়া, দৌলতপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণগণ
হিত হইয়া, শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হইয়া বর্ম্ম করেন। সরদী, চুমুদ্দি, দিগনগর,
ল, দৌলতপুর, বুনিয়া, বাইশরসি, আলগী, দোলবৃণ্ডী হইতে অনেক স্বজাতি
হিত হইয়া উপস্থিত হন। স্বগ্রামের জ্ঞাতি কুটুম্বগণও উপস্থিত হন। এই
প্রায় সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি নিমন্ত্রিত হইয়া ভূরিভোজন
লে। কৃতিগণ আরও বিশেষ কাজ করেন, দরিদ্রকে ভোজন করাইয়া ৮০ জনকে
বস্ত্র এবং অবশিষ্ট দরিদ্রদিগকে নগদর্থ দান করেন। এই অঞ্চলেও ত্রয়োদশাহে
এই প্রথম এইজন্য অল্পদিনের মধ্যে অনেকেই পৈতা লয়েন।

২১শে কার্ত্তিক, ১৩২৫। দিনাজপুর গোপালপুর নিবাসী ব্রজমোহন দাসবর্ম্মার
কৃত ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হয়।

প্রেরিতঃ—

মেঘনাথ সর্দ্দার (নবন্যাস), শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। যে
কোনও দেশে বা যে কোনও জাতির মধ্যে যখনই একটা নূতন প্রবাহ উপস্থিত
হয়, তখনই তাহার প্রভাব তদ্দেশীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। গ্রীক যেদিন
পারস্যের অগণিত সৈন্য বলকে বিধ্বস্ত করিতে পারিয়াছিল, সেই দিনই গ্রীক
সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। রোম যে দিন পৃথিবী বিজয়ী হইয়াছিল, সেই দিনই লাটিন
সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, যে দিন হিস্প্যানীয় নৌবল বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের
প্রচার আরম্ভ হইল, তখনই Elizabethan Literature'র সৃষ্টি হইল। সেই
যুগের মহাকবি সেক্ষপিয়র; মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে দিন শকদিগকে ভারতবর্ষ
হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন, সেই যুগের মহাকবি কালিদাস। যখন যে দেশে একটা
নূতন প্রবাহ আসে, তখনই সে দেশের সাহিত্য একটা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে।
যে দেশীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত না হয়, তাহাকে প্রকৃত দেশীয় প্রবাহ বলিয়া
স্বীকার করা যায় না। মেঘনাথ সর্দ্দার গ্রন্থে গ্রন্থকার যে প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন,
তাহার ষোল আনাই ভারতের ভাব। যে সেবা ধর্ম্মের জন্য ভারতবর্ষ চিরকাল শীর্ষ
স্থানীয়, মধ্যযুগে সেই সেবাধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, বর্ত্তমানে
Theosophical Society'র চেষ্টায় ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আবার সেই
সেবাধর্ম্মের সূচনা দেখা গিয়াছে। সেবাধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ, গ্রন্থকার গিরীন্দ্রমোহন
মেঘনাথের চরিত্রে দেখাইয়াছেন। মেঘনাথের চরিত্র অতুলনীয়, মেঘনাথ

ভিন্ন জাতীয় হইলেও তাহার চরিত্রে গ্রন্থকার যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, সেই আদর্শ কি উচ্চ, কি নীচ, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেরই গ্রহণ করা উচিত। সূচীভেদ্য অন্ধকারে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় রাজীব লোচনের পার্শ্বেই ধার্ম্মিক গিরীন্দ্রমোহনকে দাঁড় করাইয়া গ্রন্থকার বড়ই নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে গ্রন্থকার বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যেই যেন গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, গ্রন্থকার রচনাকুশল। সমালোচ্য পুস্তকখানি যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ।

প্রকাশ: গোপাল নন্দী বর্ম্মা। বোম্বাই।
২৭.৯.১৩২৫

কায়স্থ-পত্রিকা

পৌষ, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

শ্যামা-রূপ-রহস্য।

শ্যামা!

(কাঙ্গালে বুঝাও রূপ-রহস্য মা! তব।)

(১)

এ মূরতি—কি রহস্য, এই ভাব, এই আস্য,
এই অঙ্গ, বেশ ভূষা অদ্ভুত তোমার,
এ অনন্ত বিশ্ব-হার শত শত নরী যা'র
রবি-শশি—খামি, মণি—তারকা অপার
সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে গাঁথা গলে দোলে মার!

(২)

মহাশূন্য—শিরোভূষা ভালে আভরণ—উষা,
কণ্ঠহারে বিশ্ব কত, পদে রসাতল,
অসি, মুণ্ড, বরাভয়,———সংহার করুণাময়
চারি চিহ্ন, চারি করে—জীব কর্ম্মফল।
শ্রীঅঙ্গে বিজলি-আভা উজ্জ্বল শ্যামল।

(৩)

মহা অহং অভিমানী দক্ষিণে তব ডাকিনী,
বাসনা-যোগিনী বামে যোগ দিয়া নাচে,
তুমি ত মা! মনোময়ী জড়জীব—বিশ্বজয়ী,
মহাকাল মহেশ্বর পদতলে আছে;
কে তব স্বরূপ জানে? যা'ব কা'র কাছে?

(৪)

ঊর্দ্ধ নেত্র জ্ঞানময় যা'র আলো লভি হয়
জীবচিত্তে মায়া ছায়া নিমিষে নিধন।
আর দুটী আখি আছে যাহার কটাক্ষে নাচে
বৃত্তিস্রোতে কামমাখা বিষয়ে চেতন—
জড়জীবে মিশি নৃত্য, অপূর্ব্ব মিলন!

(৫)

দর্পণের অভ্যন্তরে যদি রবি-ছবি পড়ে
ক্ষুদ্র হয়ে আলো খণ্ড, দর্পণ কম্পনে
ছায়াতে পশিয়া নাচে কভু নিম্নে, কভু গাছে,
তেমতি কটাক্ষে তব অনন্ত ভুবনে
জড়গর্ভে পশি জীব নাচে জড়সনে!

(৬)

বিলোল রসনা তব————লালসার ছবি নব,
তোমার নিবিড় কেশ—অম্বা-বিভাবরী,
বয়ান রশ্মিতে হয় দিবস আলোকময়,
পোহায় জীবের চিত্তে বিষাদ-শর্ব্বরী।
দয়াভীতি মাখা মূর্ত্তি কেন মা শঙ্করি!

(৭)

কেন উলঙ্গিনি-বেশে এত অট্টহাসি হেসে
কর মা! তাণ্ডব নৃত্য ব্যাপি ত্রিভুবন?
উত্তাল তরঙ্গ তুলি, হারে গাঁথা বিশ্ব গুলি
করাও মা! ছুটাছুটি, উত্থান পতন?
কেন মুণ্ডমালা গলে কর মা! ধারণ?

(৮)

ভাঙ্গা গড়া একি কাজ? উলঙ্গিনি! নাই লাজ?
যোটে না কি বিশ্বমাতা! দেহের বসন?
কেন স্তব্ধ দংশি জিভ্? কেন পদতলে শিব
অচল হইয়া আছে মড়াটি যেমন!
বিহ্বলা সঙ্গিনী দুই দংশিয়া রসন!

(৯)

এই মূর্ত্তি, এই নৃত্য, (যাচে পদে তব ভৃত্য,)
রহস্য, বুঝায়ে দেও দীনে দয়া করি।
তুমি না মা! দিলে শক্তি জ্ঞানে মাখি প্রেমভক্তি
কে দিবে হৃদয়ে আলো যথা বিভাবরী?
তুমিত করুণাময়ী জননী শঙ্করি!

(১০)

ভক্তের নয়ন-বারি দু'টী চোখে দেও ভরি,
প্রেমে শ্যামাপদচ্যুত প্রবাহ গঙ্গার
হৃদয়ে ধরিয়া রাখ, মায়া মুছি জ্ঞান মাখ,
দেখিব স্বরূপ তবে, বীভৎস আকার
অসুরের চক্ষে শ্যামা! দেখিব না আর।

(১১)

অনন্ত ভুবন যাঁ'র সূত্রে গাঁথা কণ্ঠহার,
হেন বাস কিবা আছে ঢাকিবে তাহারে?
অবিচ্ছেদে যে জননী————জড়জীব-প্রসবিনী,
বসন পরিতে কভু সে মাতা কি পারে?
মাতৃভাব না জাগিলে বুঝিবে কি তা'রে?

(১২)

ওটি যে বিশ্বের মাতা, ভুক্তি-মুক্তি-ফলদাতা,
যথা কর্ম্ম তা'র তরে সেরূপ বিধান।
জননী শাসন করে (অন্যে তাহা বুঝে নারে)
সুগম করিতে ত্বরা সুদীর্ঘ প্রস্থান
দেয় পুরস্কার কা'রে শাস্তি করে দান।

(১৩)

কত জন্ম চলি চলি তবে যদি প্রেমে গলি
মিসে জীব প্রশান্ত সেই প্রেম-পারাবারে,
পাপীর বিভৎস হিয়া সংস্কার-লেপ দিয়া
পাপকর্ম্ম আবরণ পাষাণ আকারে
গড়ে সে নির্ব্বোধ ; হিয়া গণিতে কি পারে ?

(১৪)

কর্ম্ম মত দণ্ড ছলে অসি হানি তা'র গলে
কত জন্মে মুণ্ড কাটি আবরণ তা'র
ক'রে দেও খণ্ড খণ্ড, মুক্ত হয়ে সে পাষণ্ড
তখন বুঝিতে পারে কত দয়া মার।
গলিয়া আনন্দে লভে প্রেম-পারাবার।

(১৫)

প্রারব্ধ যে সংস্কার গড়েছিল দেহ তা'র
বীভৎস সে পাপ যেন সে সন্তানে আর
কভু না ছুঁইতে পারে, তাই, মুণ্ড কণ্ঠহারে
রাখে ধরি গলে শ্যামা—করুণা অপার !
কটিপ্রান্তে ছিন্ন কর আভরণ মার !

(১৬)

সাধু কাজে যা'রা রত ধরিয়া প্রবৃত্তি-পথ
স্বর্গভোগ আশে শ্যামা ! পূজে মা ! তোমারে ;
যা'রা দৈত্য অত্যাচারে প্রপীড়িত দুঃখভারে
বরাভয় দক্ষ করে রক্ষ সে সবারে।
এ কারুণ্য সম আর কি আছে সংসারে ?

(১৭)

সাত্ত্বিকী বাসনা যা'র সংস্কার সূক্ষ্ম তা'র,
করে আবরণ মাঝে তাহারে নিবাস,
দেখে সে প্রেমের আলো জ্ঞান জ্যোতি-সমুজ্জ্বল,
চিদানন্দ সাগরের সে পায় আভাস।
তব বরে ভাঙ্গে কাচ—কাটে মায়াপাশ।

(১৮)

লালসার লোল জিভা——প্রবৃত্তির মূল শিবা !
বৃত্তির প্রবাহে এই আশক্তি অপার
ঢালিয়া জীবের মনে সৃজিয়াছ ত্রিভুবনে
চেতনে মাখিয়া জড় অনিত্য সংসার !
নাচাও এ সূত্র ধরি জীবে বারবার।

(১৯)

এ তাণ্ডব নৃত্য তব ব্যাপিয়া অনন্ত ভব
এ মহাতরঙ্গ, জীবে দিতে কর্ম্মফল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কি পাতালে কি নরকে রসাতলে
ভ্রমে জীব সুখে দুঃখে আকুল চঞ্চল !
জন্ম-জরা-মৃত্যু-পথে ঘুরাও কেবল।

(২০)

ডাকিনী "আমি"র সঙ্গে বাসনা যোগিনী রঙ্গে
যোগসূত্রে মনোময়ি ! বান্ধা তব করে,
নাচ লাস্য কি তাণ্ডব কত ভাবে নব নব
জীব-বক্ষে ; শ্যামা, তাই, সেও নৃত্য করে—
ভাঙ্গা-গড়া খেলা তব জীবে ঢাকি জড়ে !

(২১)

কামমাখা অহং সুতা ছিঁড়ে যবে শৈলসুতা !—
জীবের হৃদয় বাঁধ, তোমার কৃপায়
পদতলশায়ী জীব হয় মা ! অচল—শিব,
রাঙ্গা পায়, দেখ যবে পড়িয়া লুটায়
তখনি স্তম্ভিত তব সচঞ্চল কায় !

(২২)

কাট জিভ্ লজ্জাবশে তোমার (ও) বাসনা খসে*

* যখন কোন কুবাসনা হৃদয়ে জাগে তখন (একটু বেদনা অনুভূত হয়, এই ভাবে। দন্তের দ্বারা মুখের মধ্যে জিভ্ রাখিয়া দংশন করিলে এবং মনে মনে মা মা বলিয়া মাকে ডাকিলে তৎক্ষণাৎ ঐ কুবাসনা দূরে পলায়ন করে। কিশোর বয়স হইতে এই উপায় অবলম্বনে এই বৃদ্ধ কুবাসনা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ভরসা করি আমাদের স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা এবং অন্য যে ইচ্ছা করেন, এই উপায় কার্য্যকারী কিনা ত'হা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

সে জীবের চিত্তে নৃত্য চলে না তখন,
ডাকিনী যোগিনী যা'রা চৈতন্য-বিযুক্ত তা'রা
বিভুচিদানন্দে সত্তা করি বিসর্জ্জন,
তুমিও ডাক মা! অঙ্গ পরি সে বসন!

(২৩)

তোমার বিশাল কায় কোন্ বাসে ঢাকা যায়?
শিবের হৃদয় বিনা নাহি আবরণ,
অচঞ্চলা শক্তিরূপে পশি সে অমৃতস্তূপে
ভূমানন্দ শ্যামরসে হও নিমগন—
শক্তি-শিব সহ বিভু শ্যামের মিলন!

(২৪)

তাই, অসি করে ধরা আকাশ-বসন পরা
লোল জিভ্ অট্ট হাসি বদনে তোমার,
দৈত্য-মুণ্ডমালা গলে ছিন্নশির করে দোলে,
দক্ষ হস্তে বরাভয় দেখি মা! আবার,
পদস্পর্শে জীব—শিব হয় ভবপার।

(২৫)

এই তব শ্যামামূর্ত্তি অনন্ত ভাবের পূর্ত্তি,
তাই, ব্রহ্মময়ী বলি ডাকে মা! তোমারে।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-পথে যে জন চলে যে মতে,
ভুক্তি-মুক্তি যাহা চায় দেও মা! তাহারে।
দয়া ভীতি মাখা মূর্ত্তি যে বুঝিতে পারে?

(২৬)

পাষণ্ডের শিক্ষা তরে সুপথে আনিতে তা'রে
তোমার ভীষণরূপ করাল বদন।
মুছিতে ভক্তের পাপ হৃদয়ের বহ্নি-তাপ
দয়া মাখা বরাভয় করিলে ধারণ।
মুমুক্ষুরে কর শিব—জীবত্ব-মোচন!

(২৭)

কাঙ্গাল তোমারে ডাকে যেন দাস জানে মাকে;
দেখি যেন দয়াময়ি! তোমার চরণ
নিষ্কাম—শিবত্ব লভি হীনভাগ্য এই কবি
শ্যাম-সুধা-সিন্ধু-রসে হয় নিমগন
যেখানে হ্লাদিনী-সনে আত্মার রমণ।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এল্।

গৌড়-কাহিনী।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আশার আলোক।

অদ্য অপরাহ্ণ হইতে অঙ্গরাজ-পুরীতে আনন্দের স্রোত বহিতেছে। বরেন্দ্রী যুদ্ধের বিজয়বার্ত্তায় পুরবাসীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়াছে। নাগরিকগণ সর্ব্বত্র জটলা করিয়া হর্ষ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেছে। রাজধানী চম্পানগরী উৎসববেশে সজ্জিতা হইয়া মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সুসজ্জিত হর্ম্ম্যশীর্ষে রক্তবর্ণ পতাকা মালা বায়ু ভরে পত্ পত্ শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছে। রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প মাল্যে নাগরিকগণের গৃহদ্বার ও বাতায়নগুলি হইতে দোদুল্যমান হইয়া চারিদিকে মনোহর সৌরভ বিতরণ করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, ও রথ সম্বলিত সযত্নরচিত শোভাযাত্রা বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া পথে পথে আমোদ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে ঘটা করিয়া দেবার্চ্চনা আরম্ভ হইয়াছে। রাজা রামপাল ও মহনদেবের প্রশংসা সংবাদ, মহাবীর কেদারেশ্বরের বীরত্বকাহিনী কুমার শিবরাজ ও কাহ্নুর দেবের অসীম সাহসের বিবরণী সর্ব্বত্র নাগরিকগণের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতেছে। শোক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সকলেই আজ আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত।

কিন্তু এহেন আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও রাজ-প্রাসাদের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া একটি রমণী আজ গভীর চিন্তায় নিমগ্না কেন? পাঠক, বুঝিয়াছেন, এ

রমণী কে? ইনি আর কেহই নহেন—আমাদের চিরদুঃখিনী মাধবী। এই অসীম আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও মাধবী আজ অনন্ত চিন্তায় মগ্না। তাঁহার সে চিন্তার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—কূল নাই—কিনারা নাই। চিন্তার সুগভীর মহাসাগর মধ্যে তিনি যেন আজ কেবলই ডুবিয়া যাইতেছেন। সকলে যে মহাবীর কেদারেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, সেই কেদারেশ্বর যে তাঁহারই কেদারেশ্বর, নানা প্রমাণে তিনি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন—তৎসম্বন্ধে তাঁহার সমুদয় সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। তাই যদিও আজ কেদারেশ্বরের সাফল্যে কেদারেশ্বরের গৌরবে তাঁহার মনে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে—তথাপি সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার চিন্তা-রাশি আসিয়া মহাসাগরের তরঙ্গরাশির ন্যায় তাঁহার চিত্ত-সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। হায় কত মর্ম্মকথা—কত পুণ্যস্মৃতি—কত ঘটনা পরম্পরা তাঁহার মানস-রাজ্যে আজ উদিত হইতেছে, কত আশঙ্কায়—কত আবেগে তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

যে দিন মথুরাপুরী হইতে কেদারেশ্বর তাঁহার নিকট গলদশ্রুলোচনে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, সে দিনের কথা আজ সহস্র গুণে পরিস্ফুট হইয়া তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। বিদায়গ্রহণ কালে কেদারেশ্বর বলিয়াছিল—মাধবী, হয়তঃ ইহাই আমাদের শেষ বিদায়। আবার যদি কখন ভগবানের কৃপায় পৈতৃক অধিকার উদ্ধার করিতে সমর্থ হই, তবেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আর যদি তাহাতে অসমর্থ হই তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার স্মৃতি হৃদয়ে বহন করিয়া এ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিব—অভাগা কেদারকে এ দেশে আর কেহ দেখিবে না।" আজ কেদারেশ্বরের বিদায়কালীন সেই উক্তি গুলি অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। ভগবানের কৃপায় আজ কেদারেশ্বরের অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়াছে—হয়তঃ কেদারেশ্বর তাঁহার পৈতৃক অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু হায়, হতভাগিনী মাধবীর কথা কি এখনও তাঁহার মনে আছে?—এখনও কি তিনি অভাগিনী মাধবীর কথা চিন্তা করেন! ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারে মাধবীর নেত্রকোণে একবিন্দু জল গড়াইয়া আসিল। তারপর শস্যশ্যামলা বরেন্দ্রীর কথা তাঁহার মনে পড়িল—পিতা সোমেশ্বর সিংহের কথা মনে পড়িতে লাগিল—মথুরাপুরের প্রাচীন দুর্গের কথা মনে পড়িতে লাগিল। এই দুর্গেই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল—শৈশবে মাতৃবিয়োগ হইলেও তিনি সে কষ্ট অনুভব করেন নাই—স্নেহময় জনকই তাঁহার মাতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন—পিতার অতুলনীয় স্নেহ মাতৃ-বিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলেন—আহা! পিতার সেই স্বর্গীয়

স্নেহ মমতা, সেই অতুলনীয় ভালবাসার কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। হায়, কে জানিত সহসা তাঁহার পিতা তাঁহাকে অকূলপাথারে নিক্ষেপ করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবেন—কে জানিত বিপুল বিভবের অধিকারিণী হইয়াও তাঁহাকে আজ অসহায় অবস্থায় দেশে দেশে অপরিচিতার ন্যায় ঘুরিতে হইবে। আজ কোথায় দুর্গ—আর কোথায়ই বা সে ঐশ্বর্য্য! সব গিয়াছে—কিন্তু হায়! স্মৃতি তো যায় না! দুর্গের কোথায় কি ছিল—সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সেই ভৈরবেশ্বরের মন্দির—সেই সুবিস্তৃত নাটমন্দির—সেই শঙ্খ-ঘণ্টা-মুখরিত সন্ধ্যা আরতি—সেই কোলাহলপূর্ণ সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ—সমস্তই একে একে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মন্দিরের অদূরে প্রকাণ্ড উদ্যান—উদ্যানে নানা জাতীয় বৃক্ষ—নানা জাতীয়া লতিকা—নানাবিধ গুল্ম। সেই সকল বৃক্ষ—সেই সকল লতা—সেই সকল গুল্ম নানা জাতীয় ফলে—নানা জাতীয় পুষ্পে—নানা জাতীয় বিচিত্র পত্রে সুশোভিত। সুন্দর—সরল পথগুলি কি মনোহর। রাস্তার পার্শ্বে পার্শ্বে কোথায়ও কৃত্রিম ফোয়ারায় জলস্রোত ঊর্দ্ধগামী হইয়া ছুটিতেছে—কোন স্থানে কৃত্রিম হ্রদে নানা বর্ণের নানা জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ মীনকুল ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। উদ্যানের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সরোবর—প্রকাণ্ড ঘাট মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তরে বাঁধা—সলিলরাশি স্বচ্ছ—অগাধ—সমীর হিল্লোলে তরঙ্গায়িত—সান্ধ্য ও প্রাতঃ সূর্য্যকিরণে কি মুগ্ধকর—এই সকল চিত্র যুগপৎ তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। মনোহর সৌধমালা—নানা বর্ণে চিত্রিত সুন্দর সুন্দর বিচিত্র কক্ষ-সমূহ—যে কক্ষে তাঁহার পিতা ও তিনি শয়ন করিতেন—যে সকল কক্ষে পিতা বিশ্রাম করিতে ভাল বাসিতেন, সেই সকল কক্ষের কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। আর কি তিনি সেই উদ্যান—সেই সরোবর—সেই সৌধমালা এ জীবনে দেখিতে পাইবেন—আর কি পিতার লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার হইবে,—এইরূপ শত শত চিন্তা তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। যে স্থানে কেদারেশ্বর তাঁহার নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—যে স্থানে তাঁহারা উভয়ে দাঁড়াইয়া একত্র অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়া ছিলেন—যে স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি কেদারেশ্বরকে শেষ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কেদারেশ্বরের বীরোচিত সুদীর্ঘ সুঠাম দেহ—সরল উদার সুন্দর বদন-মণ্ডল—নির্ম্মল প্রেমপূর্ণ গম্ভীর আকৃতি তাঁহার নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। হায়, আর কি কেদারেশ্বরের সহিত ইহজগতে তাঁহার দেখা হইবে—আর কি কেদারেশ্বরের মধুর বচন তাঁহার শ্রুতিগোচর হইবে! হয়তঃ কেদারেশ্বর এখন

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া— অতুল সম্মান লাভ করিয়া মাধবীর কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন! আজ মাধবী পথের ভিক্ষারিণী—তাঁহারও একদিন ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু আজ দৈবক্রমে পর হস্তগত—হায়, ভিখারিণী মাধবীর কথা কি বেদারেশ্বরের হৃদয় দ্বারে এখনও আঘাত করে?

হায়, পাগলিনী মাধবী! কে তাহার এসব প্রশ্নের উত্তর দিবে। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরের জন্য চিন্তাস্রোত বসিয়া রহিল না। নানা আকারে—নানা ভাবে—নানা বেশে মাধবীর চিন্তাসূত্র অবিরাম অবিশ্রাম বিস্তৃত হইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা আসিল—সন্ধ্যা চলিয়া গেল—দেব মন্দিরের সন্ধ্যা আরতি শেষ হইয়া গেল—কিন্তু মাধবীর চিন্তার বুঝি শেষ নাই।

অবশেষে চিন্তার শেষ হইল। দেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য মাধবী ধীরে ধীরে চিন্তাত্যাগ করিয়া মন্দিরে গমন করিলেন। প্রত্যহই আরতি শেষ হইবার পর লোক জনের ভিড় কমিয়া গেলে তিনি মন্দিরে আসিতেন—দেবতার চরণে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিতেন—আজও তাই আসিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে পুরোহিত তখনও দেবতার কার্য্য করিতেছিলেন। মাধবী দাঁড়াইয়া যুক্তকরে ভক্তি পূরিত চিত্তে দেবতার করুণা ভিক্ষা করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিলেন।

তখন আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। বিমল জ্যোৎস্নালোকে দিগ্‌দিগন্ত ভাসিয়া যাইতেছে। দেবতার চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইবার পর মাধবীর মন ভার যেন অনেকটা লাঘব হইল। মাধবী চলিতে চলিতে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন—জগৎ কি সুন্দর। নিজ হৃদয়ের দিকে একবার দেখিলেন—সে স্থানের অন্ধকারও যেন আজ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। মাধবী মনে মনে বলিলেন হায়, ভগবান, কবে দুঃখীনির হৃদয়ান্ধকার সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া তথায় সুখের আলোক জ্বালিয়া দিবে। ভাবিতে ভাবিতে সহসা পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে একজন দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী যেন তাঁহার দিকে আসিতেছেন। সন্ন্যাসী তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সন্ন্যাসী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। মাধবী সবিস্ময়ে দেখিলেন, সন্ন্যাসী আর কেহই নহে—স্বয়ং লোকনাথ স্বামী।

লোকনাথ স্বামী মাধবীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাধবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বৎসে, আশ্চর্য্যান্বিত হইও না। আমি তোমার সন্ধানেই এখানে আসিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় আসিবামাত্রই তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম। ভগবান

মঙ্গল হউক।" সহসা লোকনাথ স্বামীকে তথায় দেখিয়া মাধবী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর কথায় তাঁহার সেই বিস্ময়ের ভাব অপনীত হইল। তিনি শশব্যস্তে সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "প্রভু, কোথা হইতে আসিতেছেন?"

সন্ন্যাসী। আপাততঃ কয়ঙ্গল সঙ্ঘারাম হইতে। তথায় আসিয়া শুনিলাম, তুমি এখানে আছ—তাই এখানে আসিতেছি।"

মাধবী। "যে বিপদে পড়িয়া এখানে আনীত হইয়াছি তাহা শুনিয়াছেন কি?"

সন্ন্যাসী। "হাঁ, সমস্তই শুনিয়াছি।"

মাধবী। "কোথায় শুনিলেন?"

সন্ন্যাসী। "কুমার কাহ্নুরদেব তোমার সংবাদ কয়ঙ্গল সঙ্ঘারামকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তথায় আসিয়া সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। এতদিনে বোধ হয়, তোমার শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়াছে?"

মাধবী। "হাঁ, প্রভু। আপাততঃ বিশেষ কোন অসুখ নাই। কিন্তু প্রভু যে এ হতভাগিনীর সংবাদ লইতে এত কষ্ট করিয়া এতদূর আগমন করিয়াছেন, ইহা এ হতভাগিনীর নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। প্রভুর ঋণ অপরিশোধনীয়।"

সন্ন্যাসী। বৎসে, আমি সন্ন্যাসী। দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান আমার ব্রতের একাংশ। তাহাতে কোন কষ্ট বোধ করি না। আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইবারও আবশ্যক নাই। এক্ষণে, যে কারণে তোমার সন্ধানে আসিয়াছি তাহা শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য কর।"

মাধবী। "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।"

সন্ধ্যা। "বৎসে, দেদ্দপুর সঙ্ঘারামের দুর্ঘটনা হইতে যিনি তোমাকে উদ্ধার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে?"

মাধবী। "আজ্ঞে, হাঁ। সে কথা কি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব!"

সন্ন্যাসী। "তাঁহার নিকট হইতে সম্প্রতি একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে এখানে আসিতেছি।"

মাধবী। "সে পত্রে এমন কি কথা আছে, যাহাতে প্রভুকে কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিতে হইয়াছে?"

সন্ন্যাসী। "তাহাতে তোমার পরিচয় লিখিত আছে। তোমার পিতা সোমেশ্বরসিংহ বরেন্দ্রীতে সুপরিচিত ছিলেন। দুষ্ট প্রকৃতি হরির চক্রান্তে পড়িয়া তোমাকে যে কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা মহারাজ রামপালদেব পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছেন। মহারাজ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, যথাকালে দুষ্টের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন। আপাততঃ তোমার এখানে অবস্থান করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বরেন্দ্রী রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তোমার পৈতৃক বিষয় উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং তোমাকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে মহাস্থান-দুর্গে গমন করা আবশ্যক।"

মাধবী। "প্রভু, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, সেই মহাত্মা যিনি আমাকে দেদ্দপুরের নিদারুণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায়?"

সন্ন্যাসী। "অবগত হইয়াছি, তিনি কুমার কাহ্নুর দেবের সহিত মিলিত হইয়া হরির পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন।"

মাধবী। "প্রভু তাঁহার সহিত বোধ হয় সুপরিচিত। তাঁহার পরিচয় আমার নিকট প্রকাশ করিতে কি কোন বাধা আছে।"

সন্ন্যাসী। "কিছুমাত্র বাধা নাই। তিনি বীরাগ্রগণ্য সুরথসেনের পুত্র কেদারেশ্বর। তিনি এক্ষণে মহারাজ রামপালদেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ"—

সন্ন্যাসী আরও কি বলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু দেখিলেন, মাধবীর দেহ সহসা বাত্যাতাড়িত লতিকার ন্যায় কম্পিত হইতেছে—তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে—মূর্চ্ছার পূর্ব্বলক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার বক্তব্য স্থগিত করিয়া সস্নেহে মাধবীর মস্তক স্পর্শ করিলেন। সন্ন্যাসীর পবিত্র স্পর্শে দেখিতে দেখিতে মাধবীর চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিলেন "বৎসে, বোধ হয় শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু তোমার মানসিক অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি এক্ষণে বিশ্রামার্থ গমন কর। এখানকার সকলেই আমার সুপরিচিত। আমার জন্য তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আগামী কল্য প্রত্যূষে যাহাতে তোমাকে লইয়া যাইতে পারি তাহার বন্দোবস্ত করিব।"

অতঃপর সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মাধবী ও স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে তথা হইতে ধীরে ধীরে স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

কালিদাস ও ভবভূতি।

(৯)

(গত সংখ্যা ৩৭৪ পৃষ্ঠা হইতে ক্রমাগত।)

অতঃপর আমরা কালিদাসের "রঘুবংশ" কাব্যের সহিত ভবভূতির "উত্তর-রামচরিত" নাটকের তুলনা করিয়া দেখিব। "রঘুবংশের" চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ সর্গে রামচরিতের এই অংশ গ্রথিত হইয়াছে। "রঘুবংশের" সহিত "উত্তররামচরিতের" তুলনার সময়ে আমরা যথারীতি প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ হইতে প্রোক্ত বিষয়ের অধ্যাহার করিয়া পাঠকবর্গকে উভয় কবির মধ্যে কেহ কাহারও নিকট ঋণী কিনা তদ্বিষয়ে বিচার করিবার যথাসম্ভব সুযোগ প্রদান করিব।

প্রথমেই চতুর্দ্দশ সর্গের বিখ্যাত পঞ্চবিংশতম শ্লোকে কালিদাস বলিতেছেন,—

"তয়োর্যথা প্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থানাসেদুষোঃ সদ্মসু চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তানি দুঃখান্যপি দণ্ডকেষু সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্॥"

"বন বিবরণ চিত্র শোভিত ভবনে
মনোমত জায়াপতি ভুঞ্জিলা বিষয়;
যে দুঃখ পাইয়াছিলা দণ্ডক-কাননে
স্মরি তাহা মনে এবে সুখের উদয়॥২৫॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

দুঃখের বিষয়, স্বর্গত কবি গুণাকর দাস মহাশয়ের অনুবাদ বড়ই ক্লিষ্ট হইয়াছে। আসল কথা এই যে রামচন্দ্র উত্তম শিল্পিগণ দ্বারা তাঁহার প্রাসাদের ভিত্তিসমূহে তাঁহাদের উভয়ের বনবাসের বিবিধ চিত্রাবলী লেখাইয়াছিলেন। সেই সকল চিত্র দেখিয়া পূর্ব্বের অনুভূত সেই দাম্পত্য-প্রণয়-সম্ভোগ সুখের কথা তাঁহাদের মনে উদয়িত হইত এবং সেইজন্য পূর্ব্বের বনবাস জনিত দুঃখের কাহিনীও এখন সুখের কারণ বলিয়া বোধ হইত। যে সকল পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে ভবভূতি কালিদাসের পরবর্তী কবি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই শ্লোকটিতে "উত্তর-রামচরিতের" প্রথম অঙ্কের বিখ্যাত ও বিস্তৃত "চিত্রদর্শন" দৃশ্যাবলীর বীজ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভবভূতি এই শ্লোকটির (idea অথবা) ভাব লইয়াই তাহার যথোপযুক্ত সম্প্রসারণ (Developement) পূর্ব্বক নিজের নাটকের "চিত্রদর্শন" দৃশ্য সাজাইয়াছেন।

যদ্যপি কালিদাস এবং ভবভূতির মধ্যে কালিদাসকে পূর্ব্বগামী বিবেচনা করিবার অভ্রান্ত ও স্বতন্ত্র প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে উক্তরূপ অনুমান সঙ্গত হইতেও পারিত ; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং ওরূপ অনুমান আদৌ ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। শাস্ত্রসঙ্গত অনুমানের মূলে যে সকল উপাদান থাকা নিতান্ত আবশ্যক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। প্রত্যুতঃ, যদি কেহ তুল্যরূপ অনুমানের বলে কালিদাসকে ভবভূতির পরগামী এবং অনুকারী বলিয়া মত প্রকাশ করেন, তাঁহার এবম্বিধ মতও তুল্যরূপ বলবৎ হইবে—প্রকৃতপক্ষে এরূপ অনুমান কোনও পক্ষেই যুক্তিসঙ্গত নহে সুতরাং পরিত্যাজ্য।

ভারতবর্ষে যে অতি প্রাচীনকাল হইতে রাজগণের প্রাসাদ অথবা দেবালয় প্রভৃতির ভিত্তি অতি সুন্দর বিবিধ বর্ণময় চিত্রে চিত্রিত হইত, তাহার প্রমাণ এখনও দক্ষিণাপথের "এলিকান্টা" ও "অজন্টা" প্রভৃতি গুহামন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ওড়িশা প্রদেশের "খণ্ডগিরি" এবং "উদয়গিরি" দর্শনের সৌভাগ্য যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাও দেখিয়াছেন, উদয়গিরি-মধ্যস্থ রাণী হংসপুরের গৃহ-ভিত্তিতে পৌরাণিক বিষয় সমূহ কিরূপ ভাবে খোদিত হইত। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, তক্ষণ এবং চিত্রশিল্প প্রাচীন ভারতে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কালিদাসের পক্ষেও যেরূপ চিত্র শোভিত গৃহের পরিকল্পনা স্বাভাবিক হইয়াছে * ভবভূতির

* কালিদাসের "শকুন্তলা" এবং "মালবিকা" নাটকে চিত্র-লেখন-বিদ্যার উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। "মেঘদূত" কাব্যের উত্তর মেঘে, অলকার গৃহভিত্তিগুলি যে চিত্রে পরিশোভিত ছিল, তাহার উল্লেখ প্রথম ও ষষ্ঠ শ্লোকে পাওয়া যায়। প্রথম শ্লোকে কবি অলকার প্রাসাদ সমূহের সহিত মেঘের উপমা দিয়াছেন,—ছবির সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"বিবিধ রুচির ছবি অগণন
শোভে তথা, যথা রাম ধনু তব,"

অর্থাৎ—তোমার গায়ে যেমন রামধনু, অলকার প্রাসাদ ভিত্তিতে তদ্রূপ চিত্রাবলী শোভা পাইতেছে। আর ষষ্ঠ শ্লোকে মেঘকে যক্ষ বলিতেছে,—

"যথা সদাগতি পবনের বরে
তবরূপধারী জলধরগণ
পশি প্রাসাদের উপরের ঘরে
গৃহচিত্রে করি দোষ উৎপাদন—
তরাসেতে যেন তখনি পলায়"—ইত্যাদি। লেখকের অনূদিত।

"মেঘদূত" হইতে উদ্ধৃত।

কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ মান্দাশোর লিপিতে (Vide Fleet's Inscription No 18) একাদশ শ্লোকে "নিবিষ্টচিত্রকর্মাণি প্রাসাদমালাভিরলঙ্কৃতানি গৃহানি" র বর্ণনা আছে। এই লিপি ৫২৯ সংবৎ অথবা ৪৭২ খৃষ্টাব্দে খোদিত।

কেও তদ্রূপই "চিত্রদর্শন" দৃশ্যাবলীর রচনা সুসঙ্গত হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনার নিমিত্ত ভারতীয় কোনও প্রাচীন কবিকেই অন্যতরের শরণাপন্ন হইতে হইত না, ভবভূতিকেও হয় নাই। আর যদি একখানি প্রাচীন গ্রন্থ বিশেষের আদর্শ হইতে সংকেত গ্রহণ করা কবি ভবভূতির পক্ষে অত্যাবশ্যকই হইয়া থাকে,—রামায়ণই তজ্জন্য প্রচুর ছিল। রামায়ণেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অযোধ্যানগরীতে মহারাজ দশরথের প্রিয়তমা মহিষী কৈকেয়ীর প্রাসাদেও চিত্রগৃহ (picture gallery) ছিল। দেখুন,—

"লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ।
দান্তরাজতসৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাবৃতম্ ॥১৩॥"

অর্থাৎ কৈকেয়ীদেবীর প্রাসাদ অন্যান্য নানাবিধ বিচিত্র বস্তু ভিন্ন—"লতাকুঞ্জ, চিত্রগৃহ, এবং গজদন্তময়ী (ivory), রজতময়ী ও সুবর্ণময়ী বেদিকা সমন্বিত চম্পক, ও অশোকাদি বৃক্ষসমূহে শোভিত বৃক্ষবাটিকাদ্বারা সুভূষিত ছিল।" সুতরাং "চিত্রদর্শন" দৃশ্যাবলীর জন্য ভবভূতি যে কালিদাসের নিকট ভাব ধার করিয়াছিলেন, এরূপ "রায়" দিবার কোন যুক্তি সঙ্গত হেতু নাই।

(২) তাহার পর সীতার গঙ্গাস্নানের "সাধ" সম্বন্ধে।

রঘুবংশে—

"সা দৃষ্টনীবারবলীনি হিংস্রৈঃ সংবদ্ধবৈখানসকন্যকানি।
ইয়েষ ভূয়ঃ কুশবন্তি গন্তুং ভাগীরথীতীর তপোবনানি ॥২৮॥"

১৪শ সর্গ।

"বাসনা করিলা সীতা যেতে পুনরায়,
গঙ্গাতীরে কুশপূর্ণ রম্য তপোবনে,
পূর্ব্বসখী মুনিকন্যা আছেন যথায়
ভুঞ্জে যথা ধান্যরাশি বন্যপশুগণে ॥২৮॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

উত্তররাম চরিতে, সীতার বাক্য—

"জাণে পুণোবি পসন্নগম্ভীরাসু বণরাঈসু বিহরিঅ পবিত্ত-ণিম্মলসিসিরসলিলং ভঅবদিং ভাঈরহিং ওগাহিস্সং তি।"

অর্থাৎ "সাধ হইতেছে যে পুনরায় প্রসন্ন গম্ভীর বনরাজি মধ্যে পরিভ্রমণ এবং পবিত্র নির্ম্মল-শীতল-সলিলা ভগবতী-ভাগীরথীতে অবগাহন করি।"

এই সীতা-দোহদের মূলও রামায়ণে ;—যথা,—

"স্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৩০॥
তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব।
গঙ্গাতীরোপবিষ্টানামৃষীণামুগ্র তেজসাম্ ॥৩৩॥
ফলমূলাশিনাং দেব পাদমূলেষু বর্ত্তিতুম্।
এষ মে পরমঃ কামো বন্যমূল-ফলভোজিনাম্ ॥৩৪॥" ইত্যাদি

উত্তরাকাণ্ড, দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

"বৈদেহী মৃদুহাস্য করিয়া রামকে বলিলেন,—'রঘুনন্দন, পবিত্র তপোবন দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত বাসনা হইয়াছে। দেব, ফলমূলাহারী উগ্রতেজা গঙ্গাতীরবাসী ঋষিগণের চরণ তলে অবস্থিতি করিতেও ইচ্ছা হয়।'', (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)।

(৩) সীতার অপবাদ সম্বন্ধে জনশ্রুতি—

রঘুবংশ,—

"স কিংবদন্তীং বদতাং পুরোগঃ স্ববৃত্তমুদ্দিশ্য বিশুদ্ধবৃত্তঃ।
সর্পাধিরাজোরুভুজোঽপসর্পং পপ্রচ্ছভদ্রং
বিজিতারিভদ্রঃ ॥৩১॥ *
নির্বন্ধপৃষ্ট স জগাদ সর্বং স্তবন্তি পৌরাশ্চরিতং ত্বদীয়ম্।
অন্যত্র রক্ষোভবনোধিতায়াঃ পরিগ্রহান্মানবদেব দেব্যাঃ ॥৩২॥"

১৪শ সর্গ।

* অপসর্প অর্থে গূঢ়চর "অপসর্পশ্চরঃ স্পর্শঃ" ইতি চামরঃ। "উত্তর রাম চরিতে" ও "অপসর্প" কথাটি আছে। স ময়া পৌরজানপদেষ্বপসর্পঃ প্রহিতঃ"। রামের বাক্য, প্রথম অঙ্কের ৬ষ্ঠ শ্লোকের পর। আভিধানিক শব্দ ব্যবহারের অধিকার সকলেরই সমান; সুতরাং এই হেতুকে কাহাকেও অনুকারী বলা সঙ্গত নহে।

রাবণ বিজয়ী রাম, বিশুদ্ধ চরিত,
বিশাল ফণীন্দ্র জিনি বাহুযুগ যাঁর,
প্রিয় ভাবে ভদ্রচরে সুধিলা বিহিত
'কি কহিছে পৌরজন চরিত্র আমার?' ॥৩১॥"
"নীরব রহিল চর; আগ্রহে রাজার
নিবেদিল, সর্বকার্যে তব পৌরজন
প্রশংসিছে, প্রভু, বিনা সীতার গ্রহণ,
বহুদিন ছিলা দেবী রাক্ষস মাঝার ॥৩২॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

উত্তর রাম চরিতে—

দুর্মুখঃ। (উপসৃত্য) জেদু দেব্বো।

রামঃ। ব্রুহি যদুপলব্ধম্।

দুর্মুখঃ। উপট্ঠবন্তি দেবং পৌরজাণপদা জহা বিসুমরিদা অহ্মে মহারাঅং পারং রাম দেব্বেণেত্তি।

রামঃ। অর্থবাদ এবৈষঃ। দোষং তু মে কথঞ্চিৎ কথয় যেন প্রতিবিধীয়তে।

দুর্মুখঃ। (সাশ্রম্) সুণাদু মহারাও। (কর্ণে) এব্বং বিঅ। ইতি।

রামঃ। অহহ! অতিতীব্রোঽয়ং বাগ্‌বজ্রঃ। (ইতি মূর্চ্ছতি)"

প্রথম অঙ্কে, চিত্র দর্শনের পর।

'দুমুখ'। (উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হউক।

রাম। বল, কি জানিতে পারিলে?

দুমুখ'। পৌরজানপদগণ সকলেই আপনার প্রশংসা করিতেছে, তাহারা বলিতেছে, 'আমরা রামচন্দ্রের সুশাসনে এতদূর প্রীত হইয়াছি যে মহারাজ দশরথের গুণগ্রাম বিস্মৃত হইয়াছি।'

রাম। এত তোষামোদ মাত্র। আমার দোষের বিষয় কিঞ্চিৎ বল, যাহাতে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি।

দুমুখ'। (অশ্রুপূর্ণ হইয়া) তবে শুনুন মহারাজ। (কানে কানে) এইরূপ, আর কি?

রাম। অহহ! অতি তীব্র বাক্যরূপ বজ্র! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন।)"

(লেখকের অনুবাদ)।

ইহারও মূল রামায়ণে; যথা—

"রাম! কাঃ কথা নগরে ভদ্র বর্ত্তন্তে বিষয়েষু চ ॥৪॥
মামাশ্রিতানি কান্যাহুঃ পৌরা জানপদা জনাঃ।
কিঞ্চসীতাং সমাশ্রিত্য ভরতং কিঞ্চ লক্ষ্মণম্ ॥৫॥ ইত্যাদি।
ভদ্র। স্থিতাঃ শুভাঃ কথা রাজন্ বর্তন্তে পুরবাসিনাম্ ॥৭॥ ইত্যাদি।
রাম। কথয়স্ব যথাতত্ত্বং সর্বং নিরবশেষতঃ ॥৯॥
শুভাশুভানি বাক্যানি যান্যাহুঃ পুরবাসিনঃ।
শ্রুত্বেদানীং শুভং কুর্যাং ন কুর্যানশুভানি চ ॥১০॥ ইত্যাদি।
ভদ্র। শৃণুরাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্।
চত্বরাপণরথ্যাসু বনেষূপবনেষু চ ॥১৩॥
দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্।
অশ্রুতঃপূর্বকৈঃ কৈশ্চিদ্দেবৈরপি সদানবৈঃ ॥১৪॥

রাবণশ্চ দুরাধর্ষো হতঃ সবলবাহনঃ।
বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ সহ রাক্ষসৈঃ ॥১৫॥
হত্বাং চ রাবণং সংখ্যে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনরানয়ৎ ॥১৬॥
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্যতু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্ ॥১৭॥
লঙ্কামপি পুরীং নীতামশোকবনিকাং গতাম্।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি ॥১৮॥
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথা হি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে ॥১৯॥
এবং বহুবিধা বাচা বদন্তি পুরবাসিনঃ।
নগরেষু চ সর্বেষু রাজন্ জনপদেষু চ ॥২০॥"

উত্তরকাণ্ড, ত্রিপঞ্চাশসর্গ।

অর্থাৎ—

রাম। ভদ্র, নগরে অথবা রাজ্যে কি কথার আলোচনা হইয়া থাকে; বিশেষতঃ নগর এবং গ্রামবাসী ব্যক্তিগণ আমার সম্বন্ধে কি কি কথা লইয়া আন্দোলন করে? অথবা সীতা, ভরত এবং লক্ষ্মণের সম্বন্ধেই বা কি কি কথা বলাবলি করে? ইত্যাদি।

ভদ্র। রাজন্, নগরবাসিগণ অনেক ভাল ভাল কথারই আলোচনা করিয়া থাকে। ইত্যাদি।

রাম। নগরের লোকেরা ভাল অথবা মন্দ যে যে কথা বলিয়া থাকে, তাহা সকলই যথাযথ ভাবে আমাকে খুলিয়া বল; সেই গুলি শুনিয়া আমি সৎকার্যে প্রবৃত্ত এবং অসৎ কার্যে নিবৃত্ত হইব। ইত্যাদি।

ভদ্র। রাজন্, তবে শুনুন! বন, উপবন, দোকান, চক, রাজপথ প্রভৃতি স্থানে নগরের লোকেরা যে সকল ভাল এবং মন্দ কথা বলে, শুনুন। তাহারা বলে, 'রাম অতিশয় কষ্টসাধ্য কার্য, অর্থাৎ সমুদ্রে সেতু বন্ধন,—করিয়াছেন, পূর্বে মানুষের কথা দূরে থাকুক দেব দানবেরাও করে নাই,—এমন কি শুনেও নাই! অগণ্য সৈন্যের সহিত অদ্ভুৎ পুষ্পকরথের অধিকারী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ রাবণকে রাম নিহত করিয়াছেন! সহস্র সহস্র রাক্ষস, ভল্লুক ও বানরগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন! রামচন্দ্র যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া, অবমাননা ও কোপ বিস্মৃত হইয়া সীতাকে পুনরায় অন্তঃপুরে আনিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে সীতার সমাগম সুখ কত প্রবল দেখ! রাবণ বলপূর্ব্বক সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া লঙ্কায় লইয়া গিয়া অশোকবনে রাখিয়াছিল, সেখানে সীতা ত রাক্ষসরাজের বশে ছিলেন,—সেই সীতাকে রাম কেমন করিয়া ঘৃণা না করিয়া পারিতেছেন! এখন দেখিতেছি আমাদিগকেও আমাদের স্ত্রীগণের এবংবিধ আচরণ সহ্য করিয়া যাইতে হইবে; যেহেতু রাজার আচরণই প্রজারা অনুকরণ করিয়া থাকে। হে রাজন্, সমস্ত নগর, এবং গ্রামে গ্রামে অধিবাসিবর্গ এই প্রকার বহু কথা কহিতেছে।"

রামের গূঢ়চরের নাম রামায়ণ এবং রঘুবংশ মতে "ভদ্র" এবং উত্তররামচরিতের মতে "দুর্মুখ" ভবভূতি চরের কার্য্যানুরূপ নামকরণ করিয়াছেন। সে প্রকৃতই অন্বর্থনামা পুরুষ বটে।

(৪) লক্ষ্মণ যে সীতাদেবীকে রথে লইয়া, মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনের উৎকণ্ঠে ভাগীরথীতীরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন,—তৎসম্বন্ধে রঘুবংশ, রামায়ণ এবং উত্তররামচরিতে একরূপই আছে। অনর্থক শ্লোক উদ্ধার করিয়া স্থান গ্রহণের আবশ্যকতা নাই।

(৫) সীতা নির্বাসনের আদেশ দিবার পর রামচন্দ্রের চিত্তক্ষোভের বর্ণনা রামায়ণ, রঘুবংশ এবং উত্তররামচরিতে বিদ্যমান্ আছে। "উত্তররামচরিত" নাটক, সুতরাং উহাতে রামচন্দ্রের কাঁদাকাটির একটু বাড়াবাড়ি আছে। ঐস্থলে রঘুবংশে দুইটী শ্লোক আছে; যথাঃ—

(১) "রাজর্ষিবংশস্য রবিপ্রসূতেরুপস্থিতঃ পশ্যত
কীদৃশোঽয়ম্।
মত্তঃ সদাচারশুচেঃ কলঙ্ক পয়োদবাতাদিব দর্পণস্য ॥৩৭॥
(২) সা নীয়মানা রুচিরান্ প্রদেশান্ প্রিয়ংকরো মে প্রিয়
ইত্যনন্দৎ।
নাবুদ্ধ কল্পদ্রুমতাং বিহায় জাতং তমাত্মন্যসিপত্রবৃক্ষম্ ॥৪৮॥"

১৪শ সর্গ।

(১) "চিরশুদ্ধ রাজবংশে, আমারি কারণে
সূর্যকুলে এ কলঙ্ক হইল ঘটন;—
মেঘবাষ্প পরিপূর্ণ বায়ু পরশনে
যেমতি মলিন হয় স্ফটিক দর্পণ।৩৭।

(২) "নানা রম্যস্থান সতী পথে পথে হেরি
আনন্দে ভাবেন পতি প্রিয়কারী কত;
না জানেন কল্পতরু-রূপ পরিহরি
আজি তিনি অসিতরুরূপে পরিণত!।৩৮।"

৺নবীনচন্দ্র দাসের অনুবাদ।

উত্তর চরিতে—

(১) "যৎ সাবিত্রৈর্দীপিতং ভূমিপালৈ-
র্লোকশ্রেষ্ঠৈঃ সাধুচিত্রং চরিত্রম্।

মৎসংবন্ধাৎ কশ্মলা কিং বদন্তী
স্যাচ্চেদস্মিন্ হন্ত ধিঙ্ মামধন্যম্ ॥৪২॥

(২) "অপূর্ব কর্মচণ্ডালময়িমুঞ্চে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্ ॥৪৬॥"

প্রথম অঙ্ক।

(১) "ত্রিলোকে পরম পূজ্য সম্মান ভাজন,
সূর্যবংশ অবতংস নরপতিগণ,
প্রতিভা প্রদীপ্ত চারু চরিত্র প্রভায়
যে কুলে উজ্জ্বল কীর্ত্তি রাখিলা ধরায়,
সেই কুলে আমা হ'তে পাপের সঞ্চার
কলঙ্কিনী কিংবদন্তী করিবে প্রচার!
নিদারুণ অপযশ ছাইবে সংসার!
হতভাগ্য আমি! মোরে ধিক শতবার!! ৪২।

(২) "কর্মবশে আমি, মুঞ্চে, চণ্ডাল নিষ্ঠুর;
আর কেন? ত্যজ মোরে, ভ্রম কর দূর!
চন্দনের ভ্রমে তুমি তীব্র জ্বালা ময়
বিষম বিষের বৃক্ষ করেছ আশ্রয়!" ।৪৬।

লেখককৃত অনুবাদ।

এই উদ্ধৃত শ্লোক দুইটীর মধ্যে উভয় কবিরই প্রথমটিতে 'পরমপবিত্রসূর্যকুলে কলঙ্ক পড়িল' বলিয়া রামের আক্ষেপ আছে এবং দ্বিতীয় দুইটীর মধ্যে কালিদাস রামচন্দ্রকে প্রথমে কল্পতরু ও পরে নরকের অসিপত্র বৃক্ষের (যাহার পত্রাবলী ছিন্নার খড়্গের মত) সহিত এবং ভবভূতি রামচন্দ্রকে প্রথমে চন্দনবৃক্ষ ও পরে বিষবৃক্ষের সহিত এবং উভয়েই সীতাকে তদাশ্রিতা লতার সহিত তুলনা করিয়াছেন।" ভুলনা "বিখ্যাত সুপবিত্র সূর্যকুলে কলঙ্ক পড়িল" এই আক্ষেপ রামের পক্ষে এতই স্বাভাবিক যে, যে কোন কবি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তিনিই উহার উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণেও আছে—

"পৌরাপবাদ সুমহান্ তথা জনপদস্য চ।
বর্ততে ময়ি বীভৎসা সা মে মর্মাণি কৃন্ততি ॥৩॥
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকুনাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্ ॥৪॥" ইত্যাদি।

উত্তরকাণ্ড, পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অর্থাৎ—"ইক্ষ্বাকুদিগের বিখ্যাত বংশে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকের কুলে জন্মিয়াছেন। সুতরাং পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা আমার যে নিরপরাধ অপবাদ দেয়, সেই নিন্দাবাদ আমার মর্ম বেদনা দিতেছে। (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)। আর নায়ককে বৃক্ষের সহিত ও নায়িকাকে লতার সহিত তুলনা ভারতীয় সাহিত্যে অত্যন্ত সাধারণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুইটী শ্লোকের জন্য ভবভূতিকে কালিদাসের নিকট ঋণী বলিতে পারা যায় না।

(৫) সীতা-বিরহিত রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমান-পত্নীর স্থলে স্বর্ণময়ী সীতাপ্রতিকৃতি দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিবার কথা "রঘুবংশ" এবং "উত্তররামচরিতে" আছে, কিন্তু উহার মূল রামায়ণে। সুতরাং ইহা কালিদাস অথবা ভবভূতিকে ঋণী করিতে হয় নাই।

(৬) লবণ দৈত্যের অত্যাচার এবং রামচন্দ্র প্রেরিত শত্রুঘ্ন দ্বারা লবণ বধ। এই ঘটনাও রামায়ণ, রঘুবংশ এবং উত্তরচরিতে আছে। উত্তরচরিতে এই ঘটনার কেবল উল্লেখমাত্র আছে এবং উহা যখন রামায়ণে আছে, তখন এসম্বন্ধে ভবভূতির পক্ষে কালিদাসের ঋণ গ্রহণ করার আবশ্যকতা হয় নাই। রামায়ণ এবং রঘুবংশের মতে যেদিন লবণদৈত্যের বধার্থী শত্রুঘ্ন মথুরা যাইবার পথে বাল্মীকির আশ্রমে রাত্রিযাপন করেন, সেই রাত্রিতেই সীতাদেবীর যমজপুত্র লাভ ঘটে। ভবভূতির কল্পনা মতে সীতার পুত্র-জন্মব্যাপার ভাগীরথীর সলিলতলে ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহার নাটকে শত্রুঘ্নকর্তৃক লবণ ব্যাপারের কোনরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই।

(৭) শম্বূক বধ। উত্তররামচরিত, রঘুবংশ এবং রামায়ণে এই বৃত্তান্ত আছে। রামায়ণ এবং রঘুবংশের মতে রামচন্দ্র শম্বূকবধ করিবার পরে অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে গিয়াছিলেন;—সুতরাং শম্বূক দাক্ষিণাপথেই তপস্যা করিতেছিল। এই শম্বূক সম্বন্ধীয় মূল বৃত্তান্তমাত্র অবলম্বনে কবি ভবভূতি তাঁহার নাটকের সর্বোৎকৃষ্ট দুইটী অঙ্ক,—দ্বিতীয় ও তৃতীয়,—রচনা করিয়াছেন। "ছায়াসীতা'র অসামান্য কল্পনা ভবভূতির নিজস্ব। শম্বূকবধের ঘটনার জন্যও ভবভূতিকে রামায়ণ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের আশ্রয় লইতে হয় নাই।

রঘুবংশের বর্ণিত আখ্যায়িকার সহিত "উত্তররামচরিত" নাটকের আখ্যায়িকার মিল এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পর আর কোন মিল নাই। সীতার নির্বাসনের পূর্বে অরুন্ধতী এবং রামচন্দ্রের মাতৃগণের সহিত মহর্ষিবশিষ্ঠ দেব রাজধানী অযোধ্যা হইতে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন, এই ঘটনা দ্বারা ভবভূতি রামকর্তৃক সীতানির্বাসনের সকল বাধা দূর করিয়াছেন।]

যেহেতু ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মবাদীবশিষ্ঠ অথবা সতীশিরোমণি অরুন্ধতী রাজধানীতে থাকিলে, তাঁহারা কখনও এরূপ অন্যায় কার্য—রাজলক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাবিসর্জ্জন—হইতে দিবেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই অলোকসামান্য শক্তিবলে পৌরজানপদবর্গকে সীতার অকলঙ্ক চরিত্রের কথা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেন। মহাকবি ভবভূতি এসম্বন্ধে ঋষিগণের এবং সাধ্বীদিগের চরিত্রের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। "উত্তরচরিতের" শেষ অঙ্কে অরুন্ধতী—প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

"ভো ভোঃ পৌরজানপদাঃ ইয়মধুনা বসুন্ধরা জাহ্নবীভ্যামেব প্রশস্যমানা ময়া চারুন্ধত্যা চ সমর্পিতা পূর্বং ভগবতা বৈশ্বানরেণ নির্ণীত পুণ্যচারিত্রা সব্রহ্মকৈকচ দেবৈঃ স্তুতা সাবিত্রকুলবধূর্দেব-যজনসম্ভবা জানকী পরিগৃহ্যতাম্। কথমিহ ভবন্তো মন্যন্তে।

লক্ষ্মণ ঃ—আর্য, এবমস্বয়ারুন্ধত্যা নির্ভৎসিতাঃ পৌরজানপদাঃ কৃৎস্নশ্চ ভূতগ্রাম আর্যাং নমস্কুর্বন্তি। লোকপালাঃ সপ্তর্ষয়শ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিরুপতিষ্ঠন্তে ॥"

সপ্তম অঙ্ক।

"অরুন্ধতী। ওহে নগর এবং গ্রামবাসিজনগণ, ভগবতী বসুন্ধরা এবং জাহ্নবী এই সীতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আনিয়াছেন, আমিও তাঁহাদের সহিত একযোগে ইহাঁর প্রশংসা করিয়া ইহাঁকে স্বামি সকাশে সমর্পণ করিতেছি; ভগবান্ বৈশ্বানর পূর্বেই ইহাঁর চরিত্রের পবিত্রতা নির্ণয় করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার সহিত অন্যান্য দেবগণও ইহাঁর স্তুতি করিয়াছেন,—এই সেই সূর্য্যবংশ দেবযজ্ঞ সমুৎপন্না জানকীকে তোমরা গ্রহণ কর। বল, এ সম্বন্ধে তোমাদের মত কি?

লক্ষ্মণ। (রামকে সম্বোধন করিয়া) আর্য, পৌরজানপদবর্গ মাতা অরুন্ধতী কর্তৃক এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া—নিখিল ভূতগণের সহিত আর্যা সীতাকে প্রণাম করিতেছে। লোকপাল এবং সপ্তর্ষিগণ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা অভিনন্দন করিতেছেন।"

লেখককৃত অনুবাদ।

ভবভূতি যাহা করিয়াছেন, উত্তরকাণ্ডের কবি তাহা করিতে সাহস করেন নাই। উত্তরকাণ্ডের কবি-কল্পিত বাল্মীকি বলিয়াছিলেন,—*

"ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্মচারিণী।১৫।

... ...

ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।

সুতৌ তবৈব দুর্দ্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ব্রবীমিতে ॥১৭॥

প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।

নস্মরাম্যনৃতং বাক্য মিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥১৮॥"

১০৯ নবাধিক শততম সর্গ।

"দাশরথি রাম, এই সীতা সুব্রতা এবং ধর্মচারিণী···আমি সত্য কথা বলিতেছি, জানকীর গর্ভজাত এই দুর্দ্ধর্ষ যমজ তনয়যুগল তোমারই পুত্র। রঘুনন্দন, আমি প্রচেতার দশম পুত্র; আমি পূর্বে কখনও মিথ্যা কথা বলিয়াছি, ইহা স্মরণ হয় না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই দুইটী তোমারই তনয়।" (বঙ্গবাসীর, অনুবাদ) কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।)

কিন্তু এত শপথ করিয়াও ফল হইল না। প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইল না। অগত্যা রামচন্দ্র সীতাকে পুনশ্চ পরীক্ষা দিতে আজ্ঞা করিলেন। অবমানিতা সাধ্বী এবার অভিমানে পুড়িয়া গেলেন; বলিলেন, "আমি যদি প্রকৃত সতী হই, ভগবতী বসুন্ধরা যেন আমাকে স্থান দেন।" তাহাই হইল, সতীবাক্যে ধরিত্রী সিংহাসন লইয়া আবির্ভূত হইলেন, এবং কন্যাকে পাতালে লইয়া গেলেন। চরাচর রামের সহিত হাহাকার করিয়া উঠিল!

ভবভূতি স্বীয় অলৌকিকী প্রতিভাশক্তি দ্বারা সাধ্বীবাক্যের মহিমা ঘোষণা এবং নিজ নাটককে মধুর মিলনামৃত সেচনে পরম উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন। নাটকের দর্শকগণ অঙ্কশেষে রাম সীতার মিলন দৃষ্টি করিয়া ধন্য হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সীতার চরিত্র সম্বন্ধে ভবভূতি এরূপ দৃঢ় প্রতীতিশীল যে তিনি অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার চরিত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় আদৌ অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রাজর্ষি জনক এবং আর্যা অরুন্ধতীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে অযোধ্যান্তঃপুরের কঞ্চুকী বৃদ্ধ গৃষ্টি (রামায়ণের ঘৃষ্টি) যখন বলিলেন,—

"রামভদ্রস্যাপি দৈবদুর্যোগঃ কোঽপি। যৎকিল সমন্ততঃ প্রবৃত্তবীভৎসকিংবদন্তীকাঃ পৌরাঃ। ন চাগ্নিশুদ্ধিমনল্পকাঃ প্রতিয়ন্তীতি দারুণমনুষ্ঠিতং দেবেন।"

"জনক ঃ—(সরোষম্) আঃ! কোঽয়মগ্নিনার্মাস্মৎপ্রসূতি-পরিশোধনে? কষ্টমেবংবাদিনা জনেন রামভদ্রপরিভূতা অপি পুনঃ পরিভূয়া মহে।"

* উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি প্রণীত নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, সে কথা পূর্বেও বলিয়াছি।

"অরুন্ধতী—(নিশ্বস্য) এবমেতৎ। অগ্নিরগ্নিরিতি বৎসা প্রতি লঘূন্যক্ষরাণি। সীতেত্যেব পর্য্যাপ্তম্। হা বৎসে,—

শিশুর্বা শিষ্যা বা যদসি মম তত্তিষ্ঠতি তথা
বিশুদ্ধেরুৎকর্ষস্ত্বয়ি তু মম ভক্তিং দ্রঢ়য়তি।
শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতাং
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ ॥১১॥"

চতুর্থ অঙ্ক।

"কঞ্চুকী। রামভদ্রের সে এক দৈব-দুর্যোগ। তাহার ফলেই ত সমস্ত প্রজারা সমস্বরে ঘৃণিত কিংবদন্তী লইয়া জল্পনা করিতে লাগিল! দৈব বিরুদ্ধ বলিয়াই ত তাহারা সীতার শুদ্ধিতেও বিশ্বাস করিল না!

"জনক। (সক্রোধে) আঃ! আমাদের কুলের কন্যার চরিত্র শোধনে অগ্নি কে একেত রামভদ্র আমাদিগকে অবমানিত করিয়াছেন,—তাহার উপর আবার এইরূপ লোকো আমাদের অবমাননা করে!

অরুন্ধতী। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা তাহাই বটে! বাছার চরিত্রের নিকট 'অগ্নি' বলিয়া বড়াই করা ভাল দেখায় না,—অগ্নি'ত তাহার কাছে তুচ্ছ কথা! 'সীতা' এই বলিলেই ত তাহার চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত হইল। হা বৎসে—

"অয়ি সীতে, শিশু তুমি, শিষ্যা তুমি বটে,
যাই হও, সে সম্বন্ধ থাকুক তেমন,
পবিত্র চরিত্র তব আমার নিকটে
করিয়াছে দৃঢ়তর ভক্তির বন্ধন।
নারী তুমি, শিশু তুমি, তাহে কিবা হয়?
ত্রিলোক বন্দিতা তুমি, জানে জগজন,
গুণীর পূজার হেতু শুধু গুণচয়,
বয়স অথবা লিঙ্গ নহে কদাচন ॥১১॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

"মহাবীর চরিতের" আলোচনা সময়ে আমরা বলিয়াছি, কালিদাস প্রথম হইতেই রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভবভূতি তাঁহাকে ধীরোদাত্ত শ্রেণীর আদর্শ মনুষ্য ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। "উত্তর চরিত নাটকে" ও এই আদর্শ অব্যাহত আছে। তবে দুই একস্থলে পূর্ববৎ "লোকনাথ" "শরণ্য" (দ্বিতীয় অঙ্কের ত্রয়োদশ শ্লোক) "জগৎপতি" (তৃতীয় অঙ্কের দশম শ্লোক) প্রভৃতি শব্দের অর্থ ইচ্ছা করিলে ঈশ্বরার্থবোধক করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহাদের সাধারণ

পালক ধার্মিক রাজা। "পরমেশ্বর" শব্দ রাজা—অর্থে মহাবীর-চরিতে দ্বিতীয় অঙ্কে, পঞ্চাশৎ শ্লোকের মধ্যে জামদগ্ন্যের উক্তি) এবং "জগতীপতি" শব্দেও অর্থে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে (দ্বাবিংশতি শ্লোক, দশমসর্গ ও পঞ্চপঞ্চাশৎ দ্বাদশসর্গ) ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, "উত্তর রামচরিতে" নায়ক মনুষ্যরূপেই চিত্রিত হইয়াছেন।

"রঘুবংশ" কাব্য ব্যতীত কালিদাসকৃত অন্য কোন কাব্য হইতে গৃহীত কোন ভাব ভবভূতির এই নাটকে পাওয়া যায় কি না? আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে উভয় কবির কোন কোন কবিতায় ভাবের সাম্য অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়; তবে সেরূপ ত গ্রীক্, পারসী, অথবা ইংরাজী কাব্যেও প্রচুর পাওয়া যায়। সেরূপ ঐক্য দেখিয়া কোনও কবিকে অপরের নিকট ঋণী বলিয়া ধারণা করা যে আদৌ সঙ্গত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পাঠকগণের তৃপ্তির নিমিত্ত সাম্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি;

(১) জনস্থান প্রবাহিনী নির্ঝরিণীর বর্ণনা,—ভবভূতির—

"ইহ সমদশকুম্ভাক্রান্তবানীরমুক্ত-
প্রসব সুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভর পরিণাম শ্যামজম্বূনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিশ্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ ॥২০॥"

উত্তর রামচরিত, দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিন্ধ্যগিরির পাদদেশে প্রবাহিতা ক্ষীণকলেবরা নর্মদার বর্ণনা,—কালিদাসের,—

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি
র্জম্বূকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥২০॥

মেঘদূত, পূর্বমেঘ।

(২) জনস্থানে সীতার সহিত স্বহস্ত প্রতিপালিত করিকলভ প্রাপ্ত যৌবন তাহার বধূ করেণুকে কিরূপ প্রেমাদর করিতেছে, তদ্বিষয়ে ভবভূতি,—

"অরুন্ধতী—(নিশ্বস্য) এবমেতৎ। অগ্নিরগ্নিরিতি বৎসা প্রতি লঘূন্যক্ষরাণি। সীতেত্যেব পর্য্যাপ্তম্। হা বৎসে,—

শিশুর্বা শিষ্যা বা যদসি মম তত্তিষ্ঠতি তথা
বিশুদ্ধেরুৎকর্ষস্ত্বয়ি তু মম ভক্তিং দৃঢ়য়তি।
শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতাং
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ ॥১১॥"

চতুর্থ অঙ্ক।

"কঞ্চুকী। রামভদ্রের সে এক দৈব-দুর্যোগ। তাহার ফলেই ত সমস্ত প্রজারা সমবয়ে ঘৃণিত কিংবদন্তী লইয়া জল্পনা করিতে লাগিল! দৈব বিরুদ্ধ বলিয়াই ত তাহারা সীতার শুদ্ধিতেও বিশ্বাস করিল না!

"জনক। (সক্রোধে) আঃ! আমাদের কুলের কন্যার চরিত্র শোধনে অগ্নি কে দে একেত রামভদ্র আমাদিগকে অবমানিত করিয়াছেন,—তাহার উপর আবার এইরূপ লোকেরা আমাদের অবমাননা করে!

অরুন্ধতী। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ তাহাই বটে! বাছার চরিত্রের নিকট 'অগ্নি অগ্নি' বলিয়া বড়াই করা ভাল দেখায় না,—অগ্নি'ত তাহার কাছে তুচ্ছ কথা! 'সীতা' এই কথা বলিলেই ত তাহার চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত হইল। হা বৎসে—

"অয়ি সীতে, শিশু তুমি, শিষ্যা তুমি বটে,
যাই হও, সে সম্বন্ধ থাকুক তেমন,
পবিত্র চরিত্র তব আমার নিকটে
করিয়াছে দৃঢ়তর ভক্তির বন্ধন।
নারী তুমি, শিশু তুমি, তাহে কিবা হয়?
ত্রিলোক্ বন্দিতা তুমি, জানে জগজন,
গুণীর পূজার হেতু শুধু গুণচয়,
বয়স অথবা লিঙ্গ নহে কদাচন ॥১১॥"

লেখককৃত অনুবাদ।

"মহাবীর চরিতের" আলোচনা সময়ে আমরা বলিয়াছি, কালিদাস প্রথম হইতেই রামচন্দ্রকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভবভূতি তাঁহাকে ধীরোদাত্ত শ্রেণীর আদর্শ মনুষ্য ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। "উত্তর চরিত নাটকে" ও এই আদর্শ অব্যাহত আছে। তবে দুই একস্থলে পূর্ব্বৎ "লোকনাথ" "শরণ্য" (দ্বিতীয় অঙ্কের ত্রয়োদশ শ্লোক) "জগৎপতি" (তৃতীয় অঙ্কের দশম শ্লোক) প্রভৃতি শব্দের অর্থ ইচ্ছা করিলে ঈশ্বরার্থবোধক করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহাদের সাধারণ অর্থ

প্রতিপালক ধার্মিক রাজা। "পরমেশ্বর" শব্দ রাজা—অর্থে মহাবীর-চরিতে (দ্বিতীয় অঙ্কে, পঞ্চাশৎ শ্লোকের মধ্যে জামদগ্ন্যের উক্তি) এবং "জগতীপতি" শব্দেও ঐ অর্থে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে (দ্বাবিংশতি শ্লোক, দশমসর্গ ও পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোক দ্বাদশসর্গ) ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, "উত্তর রামচরিতে" নায়ক রামচন্দ্র মনুষ্যরূপেই চিত্রিত হইয়াছেন।

"রঘুবংশ" কাব্য ব্যতীত কালিদাসকৃত অন্য কোন কাব্য হইতে গৃহীত কোন কোন ভাব ভবভূতির এই নাটকে পাওয়া যায় কি না? আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে এরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে উভয় কবির কোন কোন কবিতায় ভাবের সাম্য অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়; তবে সেরূপ সাম্য ত গ্রীক্, পারসী, অথবা ইংরাজী কাব্যেও প্রচুর পাওয়া যায়। সেরূপ ঐক্য ধরিয়া কোনও কবিকে অপরের নিকট ঋণী বলিয়া ধারণা করা যে আদৌ সঙ্গত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পাঠকগণের তৃপ্তির নিমিত্ত সাম্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি;

(১) জনস্থান প্রবাহিনী নির্ঝরিণীর বর্ণনা,—ভবভূতির—

"ইহ সমদশকুম্ভাক্রান্তবানীরমুক্ত-
প্রসব সুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভর পরিণাম শ্যামজম্বূনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিশ্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ ॥২০॥"

উত্তর রামচরিত, দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিন্ধ্যগিরির পাদদেশে প্রবাহিতা ক্ষীণকলেবরা নর্মদার বর্ণনা,—কালিদাসের,—

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি
র্জম্বূকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥২০॥

মেঘদূত, পূর্বমেঘ।

(২) জনস্থানে সীতার সহিত স্বহস্ত প্রতিপালিত করিকলভ প্রাপ্ত যৌবন তাহার বধূ করেণুকে কিরূপ প্রেমাদর করিতেছে, তদ্বিষয়ে ভবভূতি,—

"লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সংপাদিতাঃ
পুষ্যৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষ-সংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতঃ কামং বিরামে পুন-·
র্যৎস্নেহাদনরালনালনলিনীপত্রাত পত্রং ধৃতম্ ॥১৬॥"

উত্তর রচিত, তৃতীয় অঙ্ক।

বসন্তসহায় মন্মথের আগমনে হিমালয়ের সানুদেশে শিবের আশ্রয়ের নিকটে প্রেম-নিষিক্ত-হৃদয়া করিণী কর্ত্তৃক প্রিয়তমের অর্চনার বর্ণনায় কালিদাস,—

"দদৌ রসাৎপঙ্কজরেণুগন্ধি গজায়গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সংভাবয়ামাস
রথাঙ্গনামা ॥৩৭॥"

কুমার সম্ভব তৃতীয় সর্গ।

(৩) দণ্ডকারণ্যে বনবাস কালে সীতা করতালি দিয়া ময়ূর নাচাইয়াছিলেন,—তদ্দর্শনে রামের উক্তি,—ভবভূতি,—

"ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তিচক্ষুঃ-
প্রচলিত চটুলভ্রূতাণ্ডবৈর্নর্তয়ন্ত্যা :
করকিসলয় তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্যমানং
সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি ॥১৯॥"

উত্তর চরিত, তৃতীয় অঙ্ক।

অলকায় যক্ষপত্নীর ময়ূর নাচান, যক্ষের উক্তি—কালিদাস—

"তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলেবদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়-সুভগৈর্নর্তিত কান্তয়া মে
যা মধ্যাস্তে দিবস বিগমে নীলকণ্ঠ সুহৃদ্ বঃ ॥"১৬॥

মেঘদূত, উত্তর মেঘ।

(৪) রামের স্পর্শে সীতার সাত্ত্বিকভাবের বর্ণনা,—ভবভূতি—

"সম্বেদরোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী-
জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা।
মরুন্নবাম্ভঃ পরিধূতসিক্তা-
কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব ॥৪২॥"

উত্তর চরিত, তৃতীয় অঙ্ক।

মন্মথের সান্নিধ্যবশতঃ শিবের নিকটে অনূঢ়া গৌরীর সাত্ত্বিকভাবের বর্ণনা,—কালিদাস,—

"বিবৃণ্বতীশৈলসুতাপিভাবমঙ্গৈঃস্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতাচারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্যশু বিলোচনেন ॥৬৮॥"

কুমার সম্ভব, তৃতীয় সর্গ।

(৫) প্রিয়জনের সম্মুখে দুঃখের কৌ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,—ভবভূতি—

"সংতানবাহীন্যপিমানুষাণাং দুঃখানি সংবন্ধিবিয়োগজানি।
দৃষ্টে জনে প্রেয়সি দুঃসহানি স্রোতঃ সহস্রৈরিব
সংপ্লবন্তে ॥৮॥"

উত্তর চরিত, চতুর্থ অঙ্ক।

ঐ সম্বন্ধে কালিদাস—(রতি-বিলাপ)

"তমবেক্ষ্যরুরোদসা ভৃশং স্তনসংবাধমুরো-জঘান চ।
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে ॥২৬॥"

কুমার সম্ভব, চতুর্থ সর্গ।

অর্থাৎ—

(১) রামচন্দ্র শম্বূককে বধ করিয়াছেন। তাহার দেহমুক্ত আত্মা তপস্যার ফলে দিব্য দেহ লাভ করিয়াছে। সেই দিব্য দেহধারী শম্বূক স্বর্গধামে প্রস্থান করিবার পূর্বে রামচন্দ্রকে তাঁহার বনবাসের প্রিয়ভূমি জনস্থানের শোভা দেখাইতেছেন। তিনি মহারণ্যের বর্ণনা মুখে বলিতেছেন,—

"এই স্থানে——মদকল বিহগের ভরে
বানীর ব্রততী-চ্যুত কুসুম-সুবাসে
বাসিত শীতল স্বচ্ছ সলিল ঝর্ঝরে
নির্ঝরিণী কুল তীব্র তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে

সুপক্ক-সুকৃষ্ণ জম্বুফলভারে নত
তরুকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে হইয়া প্রহত
কল্লোলের রোল তুলি ধাইছে কেমন।
মোহিতেছে একেবারে নয়ন-শ্রবণ!" ॥২০॥

উত্তর রাম চরিত, দ্বিতীয় অঙ্কে।
লেখককৃত অনুবাদ।

তুলনা,—রামগিরিতে (জনস্থানের সন্নিহিত বটে) নির্ব্বাসিত প্রিয়াবিরহে উন্মত্ত যক্ষ শৈলসানুতে নূতন মেঘ দেখিয়া তাহাকে অলকায় প্রিয়তমার নিকট দৌত্যকার্য্যে পাঠাইতেছে, সে মেঘকে পথিমধ্যে বিন্ধ্যপাদ প্রবাহিতা নর্ম্মদানির্ঝরের বারি আহরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে উপদেশ দিতেছে, সে বলিতেছে,—

"তিক্তগজমদে সুরভি সে নীর,
বহে জম্বুকুঞ্জ করি প্রক্ষালন,
বর্ষণেতে লঘু তোমার শরীর
পান করি তাহা করিবে গমন;
সেবিলে সলিল গুরু হবে দেহ,
বায়ু উড়াইতে নারিবে তোমায়,
লঘুজনে কভু মানে না কো কেহ
সার আছে যার ধন্য সে ধরায় ॥২০॥" মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘ।

লেখককৃত "মেঘদূত" হইতে উদ্ধৃত।

এখানে জম্বুকুঞ্জে নির্ঝরিণীর প্রতিহত হওয়ার বর্ণনায় সাম্য আছে।

(২) শূদ্রতাপস শম্বূককে বধ করিবার পরে রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। পূর্ব্বের বনবাস-সখী বন-দেবতা বাসন্তীর সহিত রামচন্দ্র পূর্ব্বপরিচিত স্থান সমূহ দেখিতেছেন। সীতার প্রতিপালিত একটি করিশিশু প্রকাণ্ডকায় যূথপতিতে পরিণত হইয়া তাহার সহচারিণী করেণুর সহিত প্রেমাভিনয় করিতেছে। তাই রামচন্দ্র অতি সন্তুষ্টচিত্তে বাসন্তিকাকে সেই দৃশ্য দেখাইয়া বলিতেছেন,—

"লীলারঙ্গে উপাড়িয়া মৃণাল কোমল
অরপি প্রিয়ার মুখে, মত্ত প্রেমভরে
বিকসিত শতদল-বাসিত-শীতল
সলিল-গণ্ডূষ পুনঃ দিতেছে আদরে।
স্নেহবশে শুণ্ডযোগে ছাড়িয়া ফুৎকার
শরীরে শীকর সেক করিছে যতনে,
সরস মৃণাল দণ্ড সহিত আবার
পদ্মপত্র ছত্র তুলি রোধিছে তপনে! ॥১৬॥" উত্তর রাম চরিত,
তৃতীয় অঙ্ক। লেখককৃত অনুবাদ।

তুলনা,—কালিদাস করেণু কর্ত্তৃক গজরাজের সেবার বর্ণনা করিয়াছেন,—

"সরোবরে হেরহ কেমন করিণী পরম প্রেমভরে
সরোজ পরাগ-সুরভিত মুখ বারি দেয় করিবারে!
অর্দ্ধভুক্ত কোমল মৃণাল চঞ্চু হতে লয়ে আপনার
চক্রবাক কতই আদরে অরপিছে বদনে প্রিয়ার! ॥৩৭॥" কুমার সম্ভব,
তৃতীয় সর্গ। লেখককৃত অনুবাদ, পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত।

(৩) পূর্ব্বৎ রামচন্দ্র বাসন্তীর সহিত জনস্থানের শোভা দেখিতেছেন। বাসন্তী রামকে দেখাইলেন,—'দেব এ দিকে দেখুন, আপনার প্রিয়তমা সেই যে শিশুটিকে কত যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ঐ সে এখন যৌবনোদ্দীপ্ত আবেগে বধূর সহিত কদম্বশাখে কেকারব করিতেছে। রাম বলিলেন,—

"হে ময়ূর যবে তুমি ঘুরি চক্রাকারে
নাচিতে আনন্দ ভরে, প্রিয়া বারে বারে
তালি দিয়া সুকোমল কিসলয় করে
নাচা'ত তোমারে কিবা! হরষের ভরে
সে চারু চটুল ভুরু নাচিত কেমন!
ঘুরিত ফিরিত নীল-নলিন-নয়ন!
পুত্র সম ছিলে তুমি আমা দোঁহাকার,
তাই স্নেহভরে আজি স্মরি বার বার! ॥১৯॥" উত্তর রাম চরিত,
তৃতীয় অঙ্ক। লেখককৃত অনুবাদ।

তুলনা,—কালিদাস যক্ষের মুখে, তাঁহার প্রিয়া যে ময়ূর নাচাইতেছেন, সেই কথা বলিয়াছেন—

"সে দু'টি তরুর মাঝেতে কেমন
স্বর্ণ-যষ্টি এক রয়েছে উত্থিত,
শিরোভাগে তার স্ফটিক আসন
নিম্নে বেদী নীলমণিতে রচিত;
তব-সখা শিখী হরষিত মন
দিবাশেষে বসে আসিয়া তথায়,
তালে তালে তুলি বলয় নিক্কণ
প্রিয়তমা মোর তাহারে নাচায় ॥১৬॥" মেঘদূত, উত্তর মেঘ।

লেখককৃত "মেঘদূত" হইতে উদ্ধৃত।

(৪) ঐ জনস্থানে পূর্ব্বপরিচিত শত শত সুখ-স্মৃতি-পরিপূরিত দৃশ্যগুলি পুনঃ দেখিতে শোকে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়াছেন; ছায়ারূপিণী সীতার করস্পর্শে

তাঁহার চেতনা হইল, এ দিকে আবার অঙ্গের স্পর্শে সীতারও দেহে সাত্ত্বিক ভা
আবির্ভাব হইল। তাহা দেখিয়া নদীদেবী তমসা সস্নেহে বলিলেন,—

"প্রিয়-স্পর্শ-সুখ-স্বেদ-সলিল-সিঞ্চিত
পুলকে আকুল তনু বাছার কেমন!
নববারিধারাধৌত পবনে কম্পিত
বিকচ-কোরক-শোভী কদম্ব যেমন! ॥৪২॥" উত্তররাম চরিত,
তৃতীয় অঙ্ক। লেখককৃত অনুবাদ।

তুলনা,—মদনের শরক্ষেপ হেতু শিবসান্নিধ্যে অবস্থিতা দেবীর সাত্ত্বিকভা
বর্ণনায় কালিদাস,—

"উঠিল ভাবের তরঙ্গ তুমুল
শৈল দুহিতারও হৃদয় মাঝার,
নব-বিকসিত কদম্ব মুকুল
সুষমা ধরিল অঙ্গ সুকুমার।
আনত বদন আনত নয়ন
লাজেতে ঈষদ্ বঙ্কিম করি,
রহিলা বালিকা পরম শোভন
ভাব-বিভূষিত মূরতি ধরি! ॥৬৮॥" কুমার সম্ভব, তৃতীয় সর্গ।
লেখককৃত অনুবাদ, পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত।

(৫) বাল্মীকি-তপোবনে রাজর্ষি জনককে দেখিয়া তাঁহার সীতা-বিয়োগ-জনি
সন্তাপ শতগুণ বাড়িয়া যাইবে—এই ভয়ে কৌশল্যা কাতরা হইতেছেন; অরুন্ধ
বলিলেন,—

"এ বিষয়ে আর সংশয় কি?

"আত্ম-জন-বিরহেতে জনম যাহার,
অসহ্য যাতনাময় যার তীব্রধার,
যেই শোক-স্রোতস্বিনী অবিরাম ধায়,
প্রিয়জনে নিরখিলে সেও পুনরায়
অনন্ত তরঙ্গ তুলি ভীমগরজনে
ভাসায় হৃদয় দেশ প্রলয়-প্লাবনে! ॥৮॥" উত্তররাম চরিত, চতুর্থ অঙ্ক।
লেখককৃত অনুবাদ।

তুলনা,—সদ্য স্বামি-শোক-সন্তপ্তা-রতিদেবী বন্ধুবর বসন্তকে দেখিয়া বড়ই কা
হইয়া পড়িলেন,—কালিদাস বলিতেছেন,—

"নেহারি তাহারে রতি আহা!
কাঁদিলা কতই হাহাকারে,
করাঘাতে কতই হানিলা
কোমল উরসে বারে বারে,
স্বজনের সমুখেতে হায়!
শতগুণে বাড়ে দুঃখ রাশি,
কে যেন দুঃখের তরে নিজে
রুদ্ধ দ্বার খুলে দেয় অসি! ॥২৫॥" কুমার সম্ভব, চতুর্থ সর্গ।
লেখককৃত অনুবাদ, পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত।

এরূপ ভাবের ঐক্য সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিলে অনেক পাওয়া
যাবে; ইহার উপর নির্ভর করিয়া কেহই কোন কবিকে পরানুকারী বলিবেন না,—
অন্ততঃ বলা ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

"উত্তররাম চরিত" নাটকে দুইটী শ্লোকে "বিবর্ত" কথাটি পাওয়া যায়,—যথা—

(১) একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদা
দ্ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিব শ্রয়তে বিবর্তান্।
আবর্ত বুদ্বুদতরঙ্গময়ান বিকারা
নম্ভো যথা সলিল মেব হি তৎসমস্তম্ ॥৪৭॥ চতুর্থ অঙ্ক।

(২) বিদ্যাকল্পেন মরুতা মেঘানাং ভূয়সামপি।
ব্রহ্মণীব বিবর্তানাং কাপি প্রবিলয়ঃ কৃতঃ ॥৬॥" ষষ্ঠ অঙ্ক।

এই "বিবর্ত" শব্দ দেখিয়া ভবভূতিকে শ্রীমদ্ আচার্য্য দেব শঙ্করের পরবর্ত্তী
বলিতে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ আছে।
যাহা হউক, এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মীমাংসা করা আবশ্যক। আচার্যদেবের পূর্বে এই
"বিবর্ত" শব্দ আমাদের উপনিষৎ এবং দর্শনাদিতে কিরূপে অর্থে ব্যবহৃত হইত ও
তাহার সহিত শঙ্করের গৃহীত অর্থের ঐক্য এবং অনৈক্য কতদূর ইত্যাদি এবং
ভগবান্ শঙ্করেরও সময় প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে। "মালতী-মাধব"
প্রকরণ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়া আমরা সাধারণভাবে কবি ভবভূতির সময়ের
সামাজিক, ধার্মিক ও দার্শনিক অবস্থার পরিচয় প্রদান করিব। অতঃপর, আগামী
বারে, আমরা "মালতী-মাধব" আরম্ভ করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

মন্দিরে।

মানসিক দুঃখ কষ্ট
গেল চ'লে বহুদূরে ;
শান্তি র'ল হৃদে মোর
সুখী করবার তরে।

শৈশবের ধুলা খেলা
উঠ্‌লো জেগে অন্তরে ;
নবীনের স্মৃতি সব
দূরে গেল ধীরে ধীরে।

নব নব আশা আজ
জাগ্‌লো মোর অন্তরে ;
নব প্রাণ হ'লো যেন
আসিয়ে এই মন্দিরে।

শ্রীবিজয়গোপাল বসুবর্ম্মা।

সমালোচনা।

পূর্ণ-প্রভা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও চট্টগ্রাম, বাণ্ডেল রোড্ চৌধুরী-হাউস হইতে গ্রন্থকার দ্বারাই প্রকাশিত।

পূর্ণ-প্রভা চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ দেববংশের বিস্তৃত বংশতালিকা সমেত বিবরণীমালা সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গের প্রতি বংশের বিবরণ এইরূপ ভাবে প্রত্যেক কৃতিব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্বাস্থ্য-মন্দির-পত্রিকা। কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসাগর, কবিভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও তদ্দ্বারাই ৭৮নং রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। অক্‌টভো ৩ ফর্ম্মা, বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

স্বাস্থ্য-মন্দির, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ঋতু পত্র ও সমালোচনী। আমরা দ্বিতীয় সংখ্যা বর্ষাঋতু পাইয়াছি। এই সংখ্যায় ছয়টী প্রবন্ধ, দুইটী কবিতা ও বিবিধ সংবাদ আছে। আমরা আশা করি কায়স্থ কবিরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতি সংখ্যায় সুলিখিত প্রবন্ধ দ্বারা এই পত্রিকা ভবিষ্যতে অলঙ্কৃত হইবে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহ সমিতির

চতুর্থ অধিবেশন।

২২শে ভাদ্র, ১৩২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টা।

৩৪নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(বর্ত্তমান বর্ষের সহঃ সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের ভবনে)

উপস্থিত :—

(১) কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর (প্রথমে সভাপতির আসনে, পরে সভাপতি স্বয়ং)
(২) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(৩) „ শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা, বি-এল্।
(৪) „ চারুচন্দ্র বসু, বি-এল্।
(৫) „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, এম্-এ, বি-এল্।
(৬) কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বর্ম্মা, এম্-এ।
(৭) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি-এল্।
(৮) „ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।
(৯) „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা।
(১০) রায় „ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্।
(১১) রায় „ বিনোদবিহারী বসু, বি-এ।
(১২) শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল বর্ম্মা।
(১৩) „ নিবারণচন্দ্র দত্ত।
(১৪) „ ডাক্তার ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা।
(১৫) „ কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বর্ম্মা।
(১৬) „ নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ব্যারিষ্টার।
(১৭) „ অবনীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।
(১৮) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, এম-এ।
(১৯) শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা।
(২০) „ হেমচন্দ্র ঘোষ।
(২১) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(২২) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা রায়।
(২৩) „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।
(২৪) „ উমেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, মোক্তার।
(২৫) „ তারকনাথ দেব বর্ম্মা, মোক্তার।

(উ) শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত সিংহ, বি-এল্।
(দ) „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্।
(বা) কুমার রাধিকাভূষণ রায় (সভাপতি)
(দ) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা। } সম্পাদক।
(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, বি-এল্।
(বা) „ রাধারমণ মজুমদার বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)।

অদ্যকার এই সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৬ জন শরৎবাবুর, ১ জন বসুগণের এবং ১২ জন উভয় পক্ষের লিখিত বজেট্ কমিটির মন্তব্য সমর্থন করিয়া পত্র লেখেন এবং সমিতিতে মতামত প্রকাশ করিবার জন্য ৬ জন শরৎবাবুকে, ১ জন নীতিশবাবুকে ও ১ জন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসুকে proxy নিযুক্ত করিয়া এবং ৩ জন উপস্থিত হইতে না পারিয়া সাধারণ ভাবে পত্র দিয়া সমিতির কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি, কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহোদয়, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় উপস্থিত না হওয়ায় এবং অদ্যকার সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, এরূপ বুঝিয়া এবর্ষের দক্ষিণরাঢ়ী সহঃ সভাপতি, কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভের প্রায় দুই ঘণ্টা পরে স্বয়ং সভাপতি মহোদয় উপস্থিত হইলে সহঃসভাপতি মহোদয় তাঁহাকেই আসন প্রদান করেন।

প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির গত তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পঠিত হইলে সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়, ঐ কার্য্য-বিবরণীর কতিপয় বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করিয়া সম্পাদকীয় কার্য্যের পদত্যাগ করেন। তৎপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎবাবু সেই সমুদয় আপত্তির একে একে উত্তর প্রদান করেন ও তৎসম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হয়। অনন্তর কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি নগেন্দ্র বাবুকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করায়, তিনি উহা প্রত্যাহার করেন এবং কার্য্য-বিবরণী সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নিয়োগ।

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীযুক্ত রঞ্জনলাল দেব মহাশয়কে, তাঁহার উপর অবিচারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখা হউক ও

তাঁহাকে পুনরায় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নিয়োগ করা হউক। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, 'রঞ্জনবাবুকে এই চিঠি লিখার ভার আমিই লইতেছি।' প্রস্তাবটি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপর সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "আমি এখন একটা কথা জানিতে চাই Letter of Proxy গ্রহণ করিতে পারা যায় কিনা?" যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "Proxy গ্রহণ বিষয়ে যখন নিয়মাবলীতে কোন বিধি বা নিষেধ নাই, তখন বিধি বলিয়া বুঝিতে হইবে।" নিবারণবাবু বলিলেন যে, joint stock company'র সাধারণ অধিবেশনে proxy চলে, কমিটিতে চলে না। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "নিয়মে যখন নিষেধ নাই, তখন proxy চলিবে না কেন?" সভাপতি বলিলেন, কমিটি মিটিংএ গ্রহণ না করাই ভাল। তখন সম্পাদক শরৎবাবু তাঁহার প্রস্তাব উঠাইয়া লইলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের রাজ-সম্মানে আনন্দ প্রকাশ।

হাটখোলা বানার্জি রোড্ নিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা মহাশয় গভর্ণমেণ্ট হইতে "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত হওয়ায়, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, সভার পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক অমৃতবাবুকে পত্র লিখা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্ম ভাবসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন, "ভাবসাগর মহাশয়ের ন্যায় নাড়ী-জ্ঞানী নাই বলিলেই হয়, তিনি আমাদের সভার একজন হিতৈষী সভ্য ছিলেন। আমি প্রস্তাব করি, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করা হউক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাইয়া সভার পক্ষ হইতে পত্র প্রেরণ করা হউক।" প্রস্তাবটি সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন।

সম্পাদক শরৎবাবু প্রস্তাব করিলেন, "স্বর্গীয় ভাবসাগর মহাশয়ের স্থানে সভার পরম হিতৈষী সভ্য, অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা, বি-এ, মহাশয়কে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য রূপে গ্রহণ করা হউক।" তৎপর সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় প্রস্তাবিত সদস্য ও সভ্যদের নাম অগ্রে বিজ্ঞাপিত হওয়া উচিত। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে তাহাই গৃহীত হইল।

চতুর্থ প্রস্তাব। বজেট কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৩২৫ সালের বজেট-কমিটির মন্তব্য :—

"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার বিগত ১৩২২, ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালের আয় ও ব্যয়ের গড়পড়তা হিসাব হইতে বর্ত্তমান ১৩২৫ সালে যে পরিমাণ আনুমাণিক আয় ও ব্যয় হওয়া সম্ভব তাহার তালিকা এইরূপ দেওয়া হইল। যথা :—

আনুমাণিক আয়।

১।	সভ্যের চাঁদা—	২২২৫৲
২।	প্রবেশিকা—	৮০৲
৩।	পত্রিকার গ্রাহক—	২০৫৲
৪।	পত্রিকা নগদ বিক্রয়—	২৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনের মূল্য—	১৭৫৲
৬।	সভার সাধারণ তহবিল বাৎসরিক দান—	১২০৲
৭।	বিবিধ আদায়—	২০৲
		২৮৫০৲

আনুমাণিক ব্যয়।

১।	কার্য্যের খরচ—		
	(ক) বেতন খাতে—	৯৪২৲	
	(খ) বাড়ীভাড়া খাতে—	২৪৫৲	
	(গ) ইলেকট্রিক্ আলো খাতে—	৪৮৲	
	(ঘ) সরঞ্জামী খাতে—	৪৫৲	
	(ঙ) মুদ্রণ খাতে—	২৮৲	
	(চ) ডাকমাশুল খাতে—	৫৩৲	
	(ছ) মাসিক অধিবেশনের নোটীশ ও তাহার ছাপান খরচ	২৪৲	
			১৩৮৩৲
২।	কায়স্থ-পত্রিকা খাতে—		
	(ক কাগজ—	৬০৬৲	
	(খ) মুদ্রণ—	৩৭২৲	
	(গ) দশহাজার বুক প্যাকেট্ করার খরচ—	৫৭৲	
	(ঘ) ডাকমাশুল—	১৮৫৲	
	(ঙ) দপ্তরী—	৪৯৲	
			১২৬২৲
৩।	বাৎসরিক অধিবেশন ও উৎসব খাতে—		
	(ক) অধিবেশনের ব্যয়—	১০০৲	
	(খ) কার্য্য-বিবরণী মুদ্রণ ৩৭৲ টাকা কাগজ ৪৪৲ একুনে—	৮১৲	
			১৮১৲
৪।	পাথেয় আদি সাধারণ বিবিধ খরচ—		৫০৲
			২৮৭৬৲

"ইহাতে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে ২৮৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে এবং ২৮৭৬৲ টাকা ব্যয় হইতে পারে, যাহার মধ্যে কার্য্যালয়েরই খরচ, আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক। অন্ততঃ গত ৩ বৎসর ঐরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। সভার পক্ষে ইহা বড় বাঞ্ছনীয় ও আশাপ্রদ অবস্থা নহে।

"কাগজের মূল্য যেরূপ ছিল ক্রমশঃ তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে; একারণ সম্প্রতি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি হইতে কায়স্থ-পত্রিকা ২ ফর্ম্মা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবস্থা বিবেচনায় উহা আপাততঃ ত্রৈমাসিক করা যায় কিনা সভা বিবেচনা করিবেন। কায়স্থ-পত্রিকায় যে সমস্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তন্মধ্যে সভা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বাদে আয় ও ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখা যায় যে ২২ সালে আন্দাজ ৫০৲ টাকা লভ্য, ২৩ সালে লভ্য একরূপ কিছুই হয় নাই ও ২৪ সালে আন্দাজ ৪৭৲ টাকা হইয়াছিল। মোটামুটি একটা ঐরূপ হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কতকগুলি বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদিগের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকা আদি পাইয়া থাকি ও তাঁহাদিগের কাগজে কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়; ইহাতে সভার বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না, অধিকন্তু তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাবে মাসিক ছাপা খরচ লাগিয়া থাকে। আর কতকগুলি বিজ্ঞাপন যাহা দেওয়া হয় তাহা জায়গা খালি থাকার জন্য কমমূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে; হারকন করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচিত হয় না; জায়গা খালি থাকিলে ছাপা খরচা ও কাগজ লাগে। এই সমস্ত কারণে বিনিময়ের বিজ্ঞাপন ও হারকন করিয়া দেওয়ার প্রথা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি।

"সভার কার্য্যালয় যদি বেলা ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করি; এরূপ হইলে ২টা ইলেক্ট্রিক্ আলোর দরুণ বাৎসরিক প্রায় ৫০৲ টাকা খরচ বাঁচিয়া যাইতে পারে।

"কায়স্থ-সভার অনুরাগী কোন সম্ভ্রান্ত সভ্যের বাটীতে যদি সভার কার্য্যালয় রাখার সুবিধা হয় এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন যদি পূর্ব্বের ন্যায় স্থানে স্থানে সম্ভ্রান্ত সভ্যের বাটীতে করার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে বাটী ভাড়া বাবত প্রায় ২৫০৲ টাকা বাঁচিয়া যাইতে পারে এবং ভিন্নস্থানে যাওয়ার দরুণ তৎ তৎস্থানীয় লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতে পারে।

"সভার নানাবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু মাসিক ৬৫৲ টাকা বেতন দিয়া সভা তাঁহাকে রাখিতে পারেন এরূপ বিবেচিত হয় না। সভার বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন মাসিক ৩০৲ টাকার অধিক দেওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সভার কার্য্যাধিক্য হইয়া থাকে, সে সময়ে কর্ম্মাধ্যক্ষের সাহায্যের জন্য অস্থায়ীভাবে লোক রাখিলে বিশেষ কিছু অসুবিধা দেখা যায় না। অপিচ যে সমস্ত অনুরাগী সম্ভ্রান্ত সভ্য আছেন, প্রয়োজনমত তাঁহাদিগের নিজের কর্ম্মচারীগণও সভার কার্য্যালয়ে আসিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষকে সাহায্য করিতে পারেন।

"এইরূপ ব্যবস্থা হইলে কার্য্যালয়ের খরচ প্রায় অর্দ্ধেক (অর্থাৎ আন্দাজ ১০০৲

টাকা) কমিয়া যাইতে পারে এবং সেই টাকা সভার আসল উদ্দেশ্যানুরূপ প্রচার, উপনয়ন, সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয় ও দাতব্য আদি কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে। ইহাতে সভার usefulness ও popularity বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তবে ব্যক্তিগত ভাবে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষের পক্ষে ইহা ক্লেশকর সন্দেহ নাই এবং সে সম্বন্ধে সভা যেরূপ ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।

"চিত্রগুপ্ত স্থায়ী ভাণ্ডারের (ইহার মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারের টাকাও আছে) ১৩১৬ হইতে ১৩২৪ সাল পর্য্যন্ত হিসাবে দেখা যায় যে মোট ২৪৪৮৶২ টাকা জমা হইতে ২৯০৲ টাকা দাতব্য খরচ হইয়াছিল। এই ভাণ্ডারে যে টাকা জমা হইয়া থাকে তাহার কেবল উপসত্ব খরচ করার অধিকার সভার আছে কিন্তু কতকগুলি টাকা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য ব্যয় করিতে হইবে এইরূপ উল্লেখ করিয়া কতিপয় মহাত্মা দান করায় সেই আসল টাকা ঐরূপ ভাবেই খরচ করা হইয়াছে (বুঝিবার সুবিধার জন্য ঐরূপ টাকাকে চিত্রগুপ্ত "অস্থায়ী" ভাণ্ডারের টাকা বলিয়া উল্লেখ করা হইল)। চিত্রগুপ্ত "স্থায়ী" ও "অস্থায়ী" ভাণ্ডারের টাকার হিসাব পৃথক্‌ভাবে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হওয়ায় হিসাব ঠিক বুঝা গেল না ; তবে অনুমান হয় "স্থায়ী" ভাণ্ডারের কিছু টাকা ঐরূপ "অস্থায়ী" ভাণ্ডারে খরচ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে চিত্রগুপ্ত স্থায়ী ভাণ্ডারে ১৩২১ সালের খরিদা ১৭০০৲ টাকার (২ কেতা) কোম্পানির কাগজ এবং ১৩২৪ সালের খরিদা ৫০০৲ টাকার (৫ কেতা) কোম্পানির কাগজ অর্থাৎ মোট ২২০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ ধনরক্ষকের নিকট জমা আছে এবং ১২৫৲ টাকা দশ টাকা হার সুদে সম্পাদক শরৎ বাবু সমিতির অনুমত্যানুসারে নিজ দায়ীত্বে হ্যাণ্ডনোটে কোন লোককে কর্জ্জ দিয়াছেন এবং ৫৩৶১০ টাকা নগদ মজুত আছে। উক্ত ২২০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজের বার্ষিক সুদ ৭৪৲ টাকা আন্দাজ যাহা পাওয়া গিয়া থাকে তাহা ৪টী কায়স্থ-বিধবা রমণীর সাহায্যের জন্য ব্যয় করা হয়। ২২ ও ২৩ সালে স্থায়ী ভাণ্ডারে টাকা যাহা জমা ছিল তদ্দ্বারা কোম্পানির কাগজ খরিদ না করিয়া ২৪ সালে খরিদ করা উচিত হয় নাই। সম্ভবতঃ সাধারণ তহবিলের আর্থিক অবস্থার অসচ্ছলতার জন্যই ঐরূপ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে চিত্রগুপ্ত "স্থায়ী" ও "অস্থায়ী" ভাণ্ডারের হিসাব পৃথকভাবে রাখা কর্ত্তব্য, অথচ তাহা সভার সাধারণ তহবিলের খাতা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

"আজীবন-সভ্যের দরুণ চাঁদার টাকা গত বৎসর পর্য্যন্ত সাধারণ তহবিলভুক্ত হইয়া খরচ হইত। গত বার্ষিক অধিবেশনে নিয়ম হইয়াছে যে সে টাকা চিত্রগুপ্ত স্থায়ী ভাণ্ডারে জমা হইবে। ১৩১৬ হইতে ১৩২৪ সাল পর্য্যন্ত ১৩ জন আজীবন-সভ্যের নিকট হইতে ১৩০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ওরূপ টাকা সভা আর ব্যয় করিতে পারিবেন না ; একারণ এক্ষণে খরচ কম করা নিতান্ত আবশ্যক।

"১৩২২ সালে 'দেবরাণী গুহ ভাণ্ডারে' ৩০০৲ টাকা ও 'মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারে' ২০০৲ শত টাকা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সদাচারী মহাত্মা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায় মহোদয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য সভায় দান করেন। ১৩২৩ সালের মাঘ মাসে (১লা ফেব্রুয়ারী

১৩২৩) সম্পাদক শরৎবাবু উক্ত ৫০০৲ টাকা সমিতির অনুমত্যানুসারে নিজ দায়ীত্বে ৲ টাকা সুদে একজনকে হ্যাণ্ডনোটে কর্জ্জ দেন। ঐ টাকা ওরূপভাবে invest করিয়া War Loan এ invest করা উচিত ছিল, অতএব এই ৫০০৲ টাকা ও পূর্ব্বলিখিত চিত্রগুপ্ত স্থায়ী ভাণ্ডার হইতে যে ১২৫৲ টাকা তিনি কর্জ্জ লইয়াছেন, তাহা অর্থাৎ ৬২৫৲ টাকা, সত্বর আদায় করিয়া War Loanএ invest করতঃ তাহা ধনরক্ষকের নিকট জমা রাখা কর্ত্তব্য। সম্পত্তিশালী এবং পদস্থ ব্যক্তিরও মৌখিক জামিন সভার টাকার পক্ষে নিরাপদ নহে।

শ্রীদয়ালচন্দ্র বসু। ২২।৪।২৫।
শ্রীবিনোদবিহারী বসু। ২৩।৪।২৫।
শ্রীমন্মথমোহন বসু। ২৩।৪।২৫।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। ২৪।৪।২৫।

"উপরিলিখিত মন্তব্যের সহিত আমাদের ভিন্নমত হওয়ায়, আমাদের নিজমত নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

"কায়স্থ-পত্রিকা ত্রৈমাসিক করিলে সভা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। মাসিক থাকা এবং নিয়মমত প্রতিমাসে একই সময় প্রকাশ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বিজ্ঞাপন বন্ধ করার কোন কারণ বুঝা যায় না। স্থান খালি যদি থাকে বিনিময়ে বিজ্ঞাপনের আপত্তি কি ?

"সভার কার্য্যালয় ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিলে চলিতে পারে না। সভার কার্য্যালয় যতদূর সম্ভব একই স্থানে রাখা আবশ্যক। ব্যক্তিবিশেষের বাটীতে কার্য্যালয় থাকিলে অনেকে আপত্তি করিবেন এবং সত্যসত্যই সুবিধাজনক নহে। ইহার অনেক আপত্তিও আছে।

"কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে আলোচনা অন্যায়। এক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়া যাহা স্থির হইয়াছে এবং অন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে আলোচনা আর হইবে না স্থিরীকৃত হইবার পর পুনরায় এ বিষয় উত্থাপন করা হইতে পারে না। কর্ম্মাধ্যক্ষের আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও কায়স্থ-জাতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের বিষয় সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ কম বেতনায় পাওয়া যাইলেও সভার লাভ হইবে বলা যায় না।

"প্রচার, উপনয়ন ও সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় সাধারণ তহবিল হইতে হওয়া, অন্ততঃ এ বৎসর আবশ্যক আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রচারের জন্য বর্ত্তমানে বেশী আবশ্যক হইবে না। বেতনভোগী প্রচারক রাখা যুক্তি সঙ্গত মনে হয় না। ভাল প্রচারক পাথেয় প্রায়ই আদায় করিয়া লইতে পারেন। Bonus দিলেই ভাল লোক পাওয়া যায়। সভার কার্য্যালয়ের ব্যয় অধিক হওয়া আশ্চর্য্য নয়। প্রথম প্রথম হইয়াই থাকে। সভার আয় বাড়িলে তবে 'ত' অন্যদিকে ব্যয় হইবে। প্রচার এককালীন দান হইতেই হইয়া আসিতেছে। সভার প্রচার-ভাণ্ডার করা আবশ্যক। উপনয়ন ভাণ্ডারও হওয়া আবশ্যক।

"সভার সাধারণ তহবিলের সহিত চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার, দেবরাণী-গুহ-ভাণ্ডার ও মহেন্দ্রনাথ-গুহ-ভাণ্ডারের কোন সম্পর্ক নাই এবং বজেট কমিটির রিপোর্টে এ সকল

ভাণ্ডারের কথা উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক। দাতব্য, চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার হইতে হইয়া থাকে ও হইবার কথা ; চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার বৃদ্ধির চেষ্টা আবশ্যক।

"১৩২৪সালের সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী আজীবন-সভ্যের চাঁদা চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিবে অর্থাৎ দাতব্য ভাণ্ডার বাড়িবে। এ নিয়মে সাধারণ তহবিল যেরূপ সামান্য কমিবে, দাতব্যের সুবিধাও তেমন হইবে।

"সভার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। নূতন ব্যবস্থা কতদূর সমীচীন বলা যায় না। যুদ্ধের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যেরূপে সভা চলিয়াছে তাহাতে সভার সাধারণ তহবিলে টাকা বাঁচিত। সভার স্থায়ী ব্যয় সমস্তই আবশ্যকীয়, তাহা না কমাইয়া সভার সাধারণ ব্যয়ের জন্য সভ্য ও চাঁদা বৃদ্ধি করা এবং মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হইলে বিশিষ্ট সভ্যদিগের নিকট এককালীন চাঁদা সংগ্রহ করা যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীশরৎকুমার মিত্র। ২৫-৪-২৫।
শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষ। ২৬-৪-২৫।"

সভারম্ভে প্রথমেই দয়ালবাবু বলিলেন যে, "তাঁহাদের মন্তব্যের বিরুদ্ধে শরৎবাবু ও নীতিশবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই অন্যায় ; কারণ শরৎবাবুরা যেন আমাদের উপর বিচার করিতে বসিয়াছেন।" শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বজেট-কমিটির সদস্যদের বক্তৃতা করার আপত্তি করিলেন। তৎপরে নিবারণবাবু প্রস্তাব করিলেন, যে "এই প্রস্তাব ও প্রচার সম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী প্রস্তাব এক যোগে আলোচনা হউক।" তৎপরে বিনোদবাবু ১৩২৫ সনের বজেট কমিটির রিপোর্ট ও প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। (মন্তব্য ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত হইল) মন্তব্য পাঠ শেষ হইলে তিনি প্রস্তাব করেন (ক) কায়স্থ-পত্রিকার বিনিময়ে বিজ্ঞাপন ও কমহারের বিজ্ঞাপন ছাপানের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হউক।

শরৎকিশোরবাবু জিজ্ঞাসা করেন "কম হারের বিজ্ঞাপন ও বিনিময়ের বিজ্ঞাপনের পার্থক্য কি ?" তদুত্তরে সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "কতকগুলি বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে আমরা বিজ্ঞাপন দাতার দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকা আদি পাইয়া থাকি ও তাঁহাদিগের কাগজে কায়স্থ-সভা ও কায়স্থ-পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, ইহাই বিনিময়ের বিজ্ঞাপন। আর কতগুলি জায়গাখালি থাকার জন্য কম মূল্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে, ইহাই কম হারের বিজ্ঞাপন। হার কম করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া সে গুলির জন্য সভা হইতে খরচ হয় না।" সভাপতি (কুমার মন্মথনাথ) বলিলেন "কম হারের বিজ্ঞাপন হউক বা বিনিময়ের বিজ্ঞাপন হউক যাহাতে আমাদের লাভ হয়, তাহাই করিতে হইবে। আমি বোধ করি এ বিষয়ের ভার সম্পাদক দ্বয়ের উপর দিলে ভাল হয়। তাঁহারা যেরূপ বুঝিবেন, সেইরূপই করিবেন।" সম্পাদক

বাবু বলিলেন "এ সম্বন্ধে কোন একটা defnite resolulion হইতে না। মনে করুন আটপেজী ফর্ম্মার একপাতা ফাঁক রহিল, সে স্থলে বিজ্ঞাপন দিলে, আমাদের ক্ষতি কিছুই নাই।" তৎপর সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে হইল যে বিজ্ঞাপনের ভার সম্পাদকদ্বয়ের উপর অর্পিত হউক।

(খ) বিনোদবাবু প্রস্তাব করিলেন, সভার কার্য্যালয় ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকা আবশ্যক। ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। যতীন্দ্রবাবু আপত্তি করিয়া বলিলেন, "সভার কার্য্যালয় ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিলে সভ্যগণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইবে।" যতীন্দ্রবাবু বলিলেন, "এবিষয়ে সম্পাদকদ্বয়ের মতামত কি অগ্রে জানা উচিত।" সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত যদি সভার কার্য্যালয় খোলা থাকে তবে কার্য্য কখনও সুরূপে চলিতে পারে না। কেন না ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অনেক সভ্যই আফিসে বা কলেজে থাকেন ; যে সময়ে সভ্যগণের সভায় আইসা সম্ভবপর নহে। তাড়া কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে, যে একজন কর্ম্মচারী দ্বারা সমস্ত কার্য্য ঐ সময়ের মধ্যে সুচারুরূপে হওয়া অসম্ভব। আগে যেখানে সভ্যের সংখ্যা একশত ছিল এখন সেই স্থলে তাহার দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সভ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যও বাড়িয়া গিয়াছে। একজন কর্ম্মচারী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিলেও সমস্ত কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না।" দয়ালবাবু বলিলেন, "সভ্যদের কার্য্যালয়ে আসিবার আবশ্যক কি ?" মন্মথমোহন বাবু বলিলেন "আমাদের মতে সকালে এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা ও বিকালে ৩টা বা ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্যালয় খুলিয়া রাখা উচিত। Calcutta University Institute সময় এই নিয়ম করাইয়াছি।" সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "সভার কার্য্যালয় দিনে যদি ৭।৮ ঘণ্টা মাত্র খোলা থাকে তাহা হইলে সকল কার্য্যেরই বড় বিলম্ব হইবে। দয়ালবাবু বলিলেন—"এমন কিছু জরুরী পত্র থাকে না যে সেই দিনই তাহার জবাব দেওয়া উচিত। ২।১ দিন উত্তর দিতে দেরী হইলে কোন কিছু বিগড়িয়া যায় না।" পুনরায় সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন 'সময় সময় এমন সকল জরুরী চিঠি ও টেলিগ্রাম আইসে কিম্বা সভ্য স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন, তখনই তাহার নির্দ্দিষ্ট পুরোহিতাদি প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়।' সম্পাদক নিবারণবাবু বলিলেন "আমি আমাদের অন্যতম সম্পাদক মহাশয়ের সহিত এ বিষয় একমত হইতে পারিলাম না। আমার আফিস সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। কোন্ পারে একজন কর্ম্মচারী দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইয়া উঠা অসম্ভব, কিন্তু আমরা

দুইজন সম্পাদক ও চারিজন সহঃ সম্পাদক যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সাহায্য করি, তাহা হইলে বোধ হয়, একজন কর্ম্মচারী দ্বারা যথেষ্ট কার্য্য হইতে পারে।' তাহাতে সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "সম্পাদকেরা তদারকের বেশী আর কাজ করিবেন, আশাকরা যায় না।" মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—'যখন পাহাড়ে বেড়াইতে যাইবেন বা আপনাপন বিষয় সম্পত্তি পরিদর্শনে গমন করিবেন, তখন কি হইবে?' নিবারণবাবু বলিলেন "আমার মতে সভার কার্য্যালয় সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ও বৈকালে ৩টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখা উচিত। একজন কর্ম্মচারীর পক্ষে যদি কার্য্য বেশী বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে অন্যকার সভাপতি মহাশয় ও বিনোদবাবু নিজ কেরাণীদের পাঠাইয়া দিয়া সাহায্য করিবেন।' সভাপতি মহাশয় (কুমার মন্মথনাথ) বলিলেন "আমাদের ইচ্ছা ব্যয় সঙ্কোচ করা। যতক্ষণ অবধি আফিস খোলা থাকিলে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।" যতীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কথা হইতেছে আপনারা whole time অফিসার রাখিবেন না time limit করিয়া দিবেন?" বিনোদবাবুর প্রস্তাবে "নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সভার কার্য্যালয় খুলিয়া রাখা হউক" নিবারণবাবু অনুমোদন করিলেন। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "আমি এ সম্বন্ধে একটি সংশোধিত প্রস্তাব করিতেছি—"অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য (whole time) অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত একজন কর্ম্মচারীকে সভায় রাখা হউক।"জগৎবাবু এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অতঃপর ভোট্ গ্রহণ করা হইল। ১২ জন ইহার সপক্ষে এবং ১৪ জন ইহার বিপক্ষে ভোট্ দিলেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হইল না। বিনোদবাবুর মূল প্রস্তাবটির জন্য ভোট লওয়া হইল, সপক্ষে ১২ জন এবং ইহার বিপক্ষে ১৬ জন ভোট্ দিলেন। ফলে বিনোদবাবুর প্রস্তাবটিও গৃহীত হইল না। তখন শরৎবাবুর প্রস্তাবের ভোট পুনরায় গণনা করিয়া দেখা গেল যে, তাঁহার প্রস্তাবের সপক্ষে ১৬ ও বিপক্ষে ১২ জন ভোট্ দিয়াছেন, সুতরাং শরৎবাবুর প্রস্তাবটিই গৃহীত হইল।

(গ) বিনোদবাবু প্রস্তাব করিলেন কায়স্থ-সভার অনুরাগী কোন সম্ভ্রান্ত সভ্যের বাটীতে সভার কার্য্যালয় রাখা আবশ্যক। নিবারণবাবু প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলেন। অধ্যাপক মন্মথবাবু বলিলেন "এই প্রস্তাবের 'সম্ভ্রান্ত' কথাটি বিশেষ আপত্তিজনক বলিয়া মনে করি। উহা প্রস্তাব হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক।" বিনোদবাবু তাঁহার প্রস্তাবের 'সম্ভ্রান্ত' কথাটি প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "আমি বলি এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য একটি শাখা সমিতি গঠিত হউক।

কিশোরবাবু তাহাতে আপত্তি করিলেন এবং বলিলেন "ইহাতে কার্য্যের সুবিধা উপস্থিত হইবে। মফঃস্বলের লোকে মনে করিবে, সারদাবাবুর অভাবেই সভা এইরূপ নানাস্থানী হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সহানুভূতির অভাবে সভা অবিলম্বে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই আমি এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারি না।" অতঃপর এই মতদ্বৈধের জন্য ভোট গ্রহণ করা হইল, সভ্যদের প্রস্তাবটিই গৃহীত হইল। এবং তদনুসারে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি শাখা সমিতি গঠিত হইল :—

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর।
রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল্।
" " বিনোদবিহারী বসু, বি-এ।
শ্রীযুক্ত শরৎ কিশোর বসুবর্ম্মা (অবসর প্রাপ্ত সবজজ)
" নিবারণচন্দ্র দত্ত।
সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয়।

[এই সময় এই বৎসরের সভাপতি কুমার রাধিকাভূষণ রায় আসিলেন।]

(ঘ) বিনোদবাবু প্রস্তাব করিলেন 'কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন আগামী আশ্বিন মাস হইতে ৩০৲ টাকা করা আবশ্যক।' নিবারণবাবু ইহা সমর্থন করিলেন। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন—"কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে আলোচনা করা অন্যায়। এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে 'কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে আর আলোচনা হইবে না' এরূপ স্থিরকৃত হইবার পর পুনরায় ঐ বিষয় উত্থাপন করা যাইতে পারে না। কর্ম্মাধ্যক্ষের আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও কায়স্থ-জাতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের বিষয় সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ কম মাহিনায় পাওয়া যাইলেও সভার লাভ হইবে, বলা যায় না। আর এক কথা আশ্বিন মাস হইতে মাহিয়ানা কমাইলে তাহা হইবে বে-আইনি ও হইবে"। চারুবাবু ও জগৎ ইহা অনুমোদন করিলেন। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বিনোদ বাবুর প্রস্তাবটি নিম্নলিখিত ভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া উপস্থিত করিলেন।—"কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন ৫০৲টাকা মাসিক করা উচিত।" নরেশবাবু ইহা অনুমোদন করিলেন। যতীন্দ্রবাবু বলিলেন—একজন ভাল কর্ম্মচারী মাসিক ৫০৲টাকা বেতনের কম পাওয়া যাইতে পারে না। ইনি সভার অনেক কাজ করিয়া থাকেন, ইনি শুধু যে কেরাণী তাহাও নহে, প্রচার কার্য্যেও বিশেষ দক্ষ। পত্রিকা-সম্পাদনেও বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন। ইনি যে সকল প্রবন্ধ লেখন তাহাও বিশেষ চিন্তা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এরূপ কর্ম্মচারীর বেতন যখন একবার ৬৫৲ টাকা স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় তাঁহার বেতন

কমাইয়া দেওয়া উচিত নহে। এরূপ করিয়া এক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্ধারণ অন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি পরিবর্ত্তন করিলে ভাল দেখায় না, নিজেদেরও মর্য্যাদা থাকে না।" অধ্যাপক মন্মথবাবু বলিলেন—"বজেট্ কমিটিতে স্থির হইয়াছে যে ব্যয়সঙ্কুলন করিতে হইবে। ইহা দুইটী উপায়ে হইতে পারে, প্রথম আয় বৃদ্ধি দ্বারা, দ্বিতীয় ব্যয় হ্রাস করিয়া। বজেট্ কমিটি আয় বৃদ্ধির অপেক্ষা ব্যয় হ্রাসের দিকেই বেশী দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সেইজন্য কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন কমান ব্যয় সঙ্কুলানের একটা মুখ্য উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সে কার্য্য এক্ষণে কিরূপে হইবে বুঝিতেছি না।" ইহাতে যতীন্দ্রবাবু বলিলেন—"আপনিই'ত আবার বজেট্ কমিটিতে বেতন কম করার পোষকতা করিয়াছেন।" উত্তরে পুনরায় অধ্যাপক মন্মথবাবু বলিলেন—"কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন ৩০৲ টাকা হওয়া উচিত,ইহাই বজেট্ কমিটির মন্তব্য। কিন্তু সেই সঙ্গে কমিটি বলিয়াছেন যে, কর্ম্মাধ্যক্ষকে সারাদিন কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করিতে হইবে না। তিনি অবসর মত অন্য কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু অদ্যকার সভায় শেষোক্ত মন্তব্য গ্রহণ না করিয়া স্থির করিলেন,কার্য্যাধ্যক্ষকে উদয়াস্ত সমস্ত দিন সভার কার্য্য করিতে হইবে। এরূপ স্থলে কর্ম্মাধ্যক্ষের ৩০৲ টাকার কম বেতন হওয়া উচিত নহে। বিনোদবাবু যে মন্তব্য পাঠ করিলেন, তাহাতে তিনি পরিষদের আয় ৫ গুণ বেশী, অথচ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ রামকমলবাবু মোট ৩০৲ পান, অতএব আমাদের কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সেই অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত মনে করেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পরিষদে যেমন ৫ গুণ আয়, তেমন ৫জন বেতনভোগী কর্ম্মচারী ও ৮জন অবৈতনিক সহঃসম্পাদক নিযুক্ত আছেন, সুতরাং সরল-পাটিগণিত অনুসারে সবেধন নীলমণি আমাদের একমাত্র সুযোগ্য কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন বোধ হয় অনুপাতে অধিক নহে। বিশেষতঃ সাহিত্য পরিষদের কার্য্য ও কায়স্থ-সভার কার্য্য যে একই প্রকার তাহারও প্রমাণ নাই। দুইটী বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের কিরূপে তুলনা সম্ভব হয়। আরও একটি কথা, আমাদের কর্ম্মাধ্যক্ষ শুধু কর্ম্মাধ্যক্ষের হিসাবে তাঁহার বর্ত্তমান বেতন পান না। কর্ম্মাধ্যক্ষের কাজ ব্যতীত তাঁহাকে আরও অনেক কাজ করিতে হয়। তিনিও যে আমাদের একজন প্রচারক এবং তাঁহা দ্বারা প্রতি বৎসর যে সভ্য সংগ্রহ হয়, তাহার পরিমাণ অপর প্রচারকসকল অপেক্ষা অনেক অধিক, একথা বিনোদবাবুও তাঁহার মন্তব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি কায়স্থ-পত্রিকা প্রকাশে বিশেষ সহায়ক এবং কায়স্থ-জাতি-তত্ত্বজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু লেখক, পরন্তু উপস্থিত অনেক সামাজিকও শাস্ত্রীয় প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকেই দিতে হয়। সভার এরূপ কর্ম্মাধ্যক্ষেরই প্রয়োজন, যা

...য়াছেনও তাহাই, সুতরাং এরূপ স্থলে সভা তাঁহার বেতন ৬৫৲ টাকা স্থির করিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বোধ হয় না—মনে হয় যোগ্যতারই পুরস্কার করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের নিয়ম এই, যদি কোন কারণে কোন পদের বেতন কমিয়া যায় তাহা হইলে সেই পদে তখন যিনি কাজ করিতেছেন, তাঁহার বেতন কমে না। তাঁহার পর যিনি সেই পদ পান, তাঁহারই বেতন কমিয়া থাকে। বজেট্-কমিটিতেও ইহাঁর কার্য্যের প্রশংসার উল্লেখ আছে, সেটিও মনে রাখা কর্ত্তব্য।" প্রীতিশবাবু বলিলেন—"আমাদের সভায় আয় অতি অল্প; চাঁদা বৃদ্ধি না করিলে আয় বৃদ্ধি হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে যে চাঁদা সংগৃহীত হয়, তাহার পরিমাণ সামান্য। আমাদের সভার আয়ের উপর ইহার স্থায়ীত্ব নির্ভর করিতেছে। শুধু ব্যয় কমাইয়া কি হইবে? আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ব্যয়গুলি স্থির রাখা উচিত মনে করি।" শরৎ কিশোর বাবু বলিলেন "যিনি যশের সহিত দীর্ঘ-কাল কাজ করিয়া ক্রমে ৬৫৲ টাকা বেতনে উন্নীত হইয়াছেন, তেমন কর্ম্মচারীর বেতন কোন সভাসমিতি এরূপ অন্যায়ভাবে কমাইবার জন্য জেদ করেন কিনা জানি না; আমাদের মতে বেতন কমান সম্বন্ধে আর আলোচনা করাই কর্ত্তব্য নহে।" এই সময় অধ্যাপক মন্মথমোহন বাবু বলিলেন যে "খরচ সঙ্কুলান জন্য বর্ত্তমানবর্ষের সভাপতি মহোদয় মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা হিসাবে সভাকে দান করিতে প্রস্তুত আছেন।" তাঁহার কথা শুনিয়া কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, দয়ালবাবু, বিনোদবাবু প্রভৃতি অনেকেই বলেন যে 'ওরূপ হইলে আর এ বৎসর কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন কম করার আবশ্যক নাই,এবং কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লন। রাত্রি অধিক হওয়ায় তিনি ও আরও কতিপয় সভ্য চলিয়া যান। এইরূপ বাদানুবাদের গোলযোগের মধ্যে সভাপতি মহাশয় (কুমার রাধিকাভূষণ)মন্মথমোহন বাবুকে জানান যে, তিনি মাসিক ৩০৲ টাকা দান করিবেন এরূপ বলেন নাই, বজেট্ কমিটির রিপোর্টের লিখিত হিসাবে বর্ত্তমান বৎসরে যে ৩০৲ টাকা অধিক ব্যয় হওয়ার কথা লিখা আছে, সেই টাকা তিনি দিবেন, ইহাই বলিয়াছেন। মন্মথমোহন বাবু প্রথমে ততটা অবধান করিতে পারেন নাই। পরে যতীন্দ্রবাবু কথাটা পরিস্কার করিয়া লইবার জন্য সভাপতি মহাশয়কে (কুমার রাধিকাভূষণ) জিজ্ঞাসা করায় তিনি যেরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইয়া বলিলেন যে এই বৎসরে একশত টাকার মধ্যে যাহা অভাব হইবে আমি দিতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর 'কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে আগামী বর্ষের বজেট্ কমিটি হওয়ার পূর্ব্বে আর এ বিষয়ে কোন আলোচনা হইতে পারিবে না।' এই প্রস্তাবে উভয় পক্ষের পুনরায় মতদ্বৈধ হওয়ায় সভাপতি ভোট্ গ্রহণ করেন।

তাহাতে এই প্রস্তাবের অনুকূলে ১৪ এবং প্রতিকূলে ৬ ভোট হয়। সুতরাং শরৎবাবুর প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

[এই সময় কুমার মন্মথনাথের বিশেষ অনুরোধে বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি কুমার রাধিকাভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।]

(৬) বিনোদবাবু প্রস্তাব করিলেন "মাসিক অধিবেশনগুলি সুবিধামত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্ভ্রান্ত সভ্যের বাটীতে করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" এই প্রস্তাবেও সম্ভ্রান্ত কথাটি আপত্তিজনক বোধ হওয়াতে 'সম্ভ্রান্ত' কথাটি পরিত্যক্ত হইল। সম্পাদক শরৎবাবু প্রস্তাব করিলেন যে 'গ' প্রস্তাবে যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, সেই কমিটির প্রতি এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার ভার দেওয়া হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই গৃহীত হইল।

(চ) চিত্রগুপ্ত, ও দেবরাণী-মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডার সম্বন্ধে। বিনোদবাবু বলিলেন যে, "এই সকল ভাণ্ডারের টাকা হ্যাণ্ডনোটে দাদন না করিয়া তাহা দ্বারা ওয়ারবণ্ড বা কোম্পানির কাগজ খরিদ করিয়া ধনরক্ষকের নিকট জিম্মা রাখা আবশ্যক।" সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন "পূর্ব্বে যে ৫০০৲ টাকা হ্যাণ্ডনোটে দেওয়া হইয়াছে, তাহা আগামী ৩১শে জানুয়ারীর ভিতর আদায় করিতে পারিব, তাহার পূর্ব্বে হইবে না। অবশিষ্ট ১২৫৲ টাকা বার্ষিক ১০৲ টাকা সুদে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বজেট্ কমিটির মন্তব্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহার আবশ্যকতা ছিল না, আমি নিজ হইতেই সেই টাকা এখনেই এই প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনারা ধনরক্ষকের নিকট গচ্ছিত রাখুন।" যতীন্দ্রবাবু বলিলেন "টাকা আপনার নিকট থাকিলেও যাহা আমার নিকট থাকিলেও তাহাই। টাকা আপনার নিকটই থাকুক।" কুমার অসীমকৃষ্ণ দেব বলিলেন—"এই ১২৫৲ টাকা ও ঐ হ্যাণ্ডনোটের দাদনেই থাকুক।" তখন অধিকাংশ সভ্য ইহা সমর্থন করিলেন। অতঃপর সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন—"দেবরাণী গুহ ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের টাকা দানকারী স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয়ই কোম্পানির কাগজ খরিদ দ্বারা ভাণ্ডারের আয় বাড়াইতে অনিচ্ছুক। তিনি সাধারণ ভাবে সুদে টাকা দাদন দিয়া ভাণ্ডারের আয় করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই টাকা যে ধনরক্ষকের নিকট রাখিতে হইবে সভার নিয়মাবলীতে এমন কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ দাতা তাঁহার দানপত্রে আমাকেও একজন ধনরক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত টাকা আমার নিকট থাকায় কোন দোষ নাই।" সম্পাদক শরৎবাবুর এই মন্তব্য অনেকেই সমর্থন করিলেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। নিবারণবাবু এই প্রস্তাব করেন যে, "বেতনভোগী স্থায়ী-প্রচারক নিয়োগ করা হউক।" শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা বলেন, "এ প্রস্তাব যখন গত বর্ষের ৭ম অধিবেশনে দিনাজপুরের মহারাজার সভাপতিত্বে, আর্য্য-বিদ্যালয়ে যে সভা হইয়াছিল তাহাতেই গৃহীত হইয়া গিয়াছে, তখন অদ্যকার ঐ প্রস্তাবে প্রত্যাহার করাই কর্ত্তব্য।" সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু ইহা সমর্থন করেন। সম্পাদক শরৎবাবু বলেন "বেতনভোগী প্রচারক রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না ভাল প্রচারক প্রায়ই পাথেয় আদায় করিয়া লইতে পারেন। প্রচারকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হওয়া উচিত। সভা বেতন দিয়া কত প্রচারক রাখিতে পারেন? অবৈতনিক ব্রাহ্মণ প্রচারক রাখিলে সভার উদ্দেশ্য প্রচারে বেশী কার্য্য হইবে।" শরৎ কিশোর বাবু বলিলেন, "বেতনভোগী প্রচারক রাখা যুক্তিসিদ্ধ কিনা অগ্রে স্থির হওয়া উচিত। আমি অনেকস্থলে ঘুরিয়া দেখিলাম—স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উৎসাহ ব্যতীত শুধু প্রচারক দ্বারা কোন উপকার হয় না।" অতঃপর যতীন্দ্রবাবু একটি সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন—"কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রচার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা কর্ত্তব্য।" সভাপতি মহোদয় ইহা সমর্থন করিলে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইল :—

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
" নিবারণচন্দ্র দত্ত।
রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা।
" যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা।
রায় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসু।
শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু।
সভাপতি ও সম্পাদকদ্বয়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন, "এ সম্বন্ধে যে শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতি স্থির করিয়াছেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে যে তিনটী বৃত্তি দেওয়া হইত সেইস্থলে এখন মাত্র ৫৲ টাকার বৃত্তি, যে সরকারী বৃত্তি পাইবে না, তাহাকে দেওয়া হইবে। চেয়ার, টেবিল প্রভৃতির জন্য যে টাকার প্রয়োজন তাহাও কমিটি এবার সভার নিকট না চাহিয়া তজ্জন্য ১০০০৲ হাজার টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট চাহিতে

বলিয়াছেন। তদনুসারে ডিরক্টরের নিকট দরখাস্তও পেশ হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সাধারণ ব্যয়ের জন্য অর্থের সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর পারিতোষিকের জন্য যে ১২৫৲ টাকা খরচ হইত এ বৎসর তাহাতে অধিক খরচ পড়িবে; পূর্ব্বে উহা বিদ্যালয়ের তহবীল হইতে খরচ হইত না। যিনি দিতেন, এ বৎসর তিনি দিতে পারিবেন না। কিন্তু বিদ্যালয় বিষয়ে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহাতে পারিতোষিকের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এ বৎসরের সভাপতি কুমার রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় তজ্জন্য ৫০৲ টাকা দিয়াছেন। বাকী টাকা চাঁদা করিয়া তোলা হইবে।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্কুল কমিটির মন্তব্য গৃহীত হইল। এবং স্থির হইল যে বৃত্তি সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা গত ম্যাট্রিকুলেসন্ পরীক্ষায় হইতেই চলিবে।

রাত্রি অধিক হওয়ায় এবং অনেক সভ্য ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া যাওয়ায় অপরাপর আলোচ্য বিষয়গুলি অদ্য আর আলোচিত হইল না। সভাভঙ্গ হইল। এই সময় যতীন্দ্রবাবু অদ্যকার সভার জন্য কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, তাঁহার বৈঠকখানা গৃহ ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এবং কুমার বাহাদুর সভাপতি ও রায় বিনোদ বিহারী বসু মহাশয়ের বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া সমবেত সভ্যবৃন্দকেও বিশেষ সৌজন্য সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকিশোর বসু।
সভাপতি।
১৫।১২।১৮।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্।
ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৩২৫ সালের বাজেট-কমিটীর রিপোর্ট ও প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসুর মন্তব্য।

(কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত হয়।)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার নিয়মাবলীতে সভার সর্ব্বপ্রকার আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ স্থির করিবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও প্রথমাবধি বার্ষিক অধিবেশনে কখনও উহা সভাকর্ত্তৃক স্থির করা হয় নাই; এবারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গত জ্যৈষ্ঠ মাসের অধিবেশনে কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন-সংক্রান্ত কথা উঠিলে বর্ত্তমান বর্ষের বাজেট স্থির করিবার নিমিত্ত একটী বাজেট-কমিটি গঠিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে বার্ষিক অধিবেশনে ঐরূপ কমিটীকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত বাজেট পূরণার্থ পেশ হওয়া উচিত।

বাজেট-কমিটীর অধিকাংশ সভ্যের মন্তব্যের মর্ম্ম এই যে, 'সভার আসল উদ্দেশ্যানুরূপ প্রচার, উপনয়ন-সংস্কার বৃদ্ধি, সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয়ের উন্নতি ও অন্যান্য কার্য্যে যে পরিমাণ ব্যয় হওয়া উচিত, তাহা করিতে হইলে সভার কার্য্যালয়ের খরচ, যাহা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা কমান আবশ্যক'। সভার প্রচারকের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রথম হইতেই স্থির করা আছে এবং সেই জন্য নিয়মাবলীর ৫ (উ) দফায় বিধানও আছে। গত ১৩১১ সাল হইতে ১৩২৪ সাল পর্য্যন্ত (১৪ বৎসরে) প্রচার-ভাণ্ডারে ১৩৪১৷৷৶০ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৭ বৎসরে প্রতি সনে ১০০৲ টাকার অধিক আদায় হয়, বক্রী ৭ বৎসরের মধ্যে কোন বারে যৎসামান্য আদায় হয় এবং কোন বারে একবারে কিছুই আদায় হয় নাই। উক্ত ১৪ বৎসরে প্রচার-কার্য্যে মোট ১৫৩৯ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ সালে প্রত্যেক বৎসর ১০০৲ টাকার উপর খরচ হয় এবং তাহাতে, ২৩ সালে—২০৯/৯ টাকা ও ২৪ সালে—৩৩৪/৬ টাকা খরচ হইয়াছিল। মোট খরচ হইতে প্রচার-ভাণ্ডারে জমা উক্ত ১৩৪১৷৷৶০ টাকা বাদ দিলে ১৯১৮/৯ টাকা উক্ত ১৪ বৎসরে সভার সাধারণ তহবিল হইতে খরচ হইয়াছিল বুঝা যায়, ইহাতে গড়পড়তা প্রত্যেক বৎসর ১৩৮০ টাকা হিসাবে (মাসিক ১৲ টাকার কিছু উপর) ব্যয় হইয়াছিল। মোটামুটী সাধারণ তহবিল হইতে এক রকম কিছুই ব্যয় করা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বৎসর প্রচার-ভাণ্ডারে কিছুই জমা হয় নাই এবং হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় না; এদিকে প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মাকেও বিদায় দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, সভ্যগণের স্বেচ্ছাধীন অনিশ্চিত দানের উপর নির্ভর করিলে প্রচার-কার্য্য কিছুতেই চলিতে পারে না।

উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা না হওয়ায় ক্ষত্রিয়াচার পুনর্গ্রহণকারিগণ অনেক স্থলেই নিপীড়িত হইতেছেন এবং কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের অবস্থা ভয়ঙ্কর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। অবস্থাহীন কায়স্থগণের উপনয়নের ব্যয়ের এবং সাহায্যপ্রার্থী দরিদ্র কায়স্থগণের সাহায্যের ব্যবস্থা করাও এই সভার অন্যতম

প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে চলে, সভার সাধারণ তহবিল হইতে তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত, না ব্যয়সাধ্য কার্য্যালয় রাখিয়া আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা তাহাতেই শেষ করা উচিত।

এ সম্বন্ধে সভা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কি করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক। পূর্ব্বে যে সমস্ত লোক প্রচারকের কার্য্যে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় বামাপদ পাল বর্ম্মা মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাঁহার দেহান্ত হওয়ায় প্রচার-কার্য্যের বড়ই বিঘ্ন হয়। ১৩২০ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রথম অধিবেশনে স্থির হয় যে, "এ বৎসরেও যথারীতি পূর্ব্ববৎ বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারক পাঠাইতে হইবে" (কাঃ পঃ শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু উপযুক্ত প্রচারকের অভাবে কার্য্যতঃ কিছুই না হওয়ায় ২১ সালের সমিতির তৃতীয় অধিবেশনে চারি শ্রেণীর ২৮ জন (অবশ্য অবৈতনিক) সম্ভ্রান্ত কায়স্থ মহোদয়গণকে লইয়া প্রচার-সমিতির পুনর্গঠন হয় এবং তাঁহারা কি ভাবে কার্য্য করিবেন, তাহার নিয়মপত্র মুসবিদা করিবার ভার জনৈক সদস্যের প্রতি অর্পিত হয়। (কার্ত্তিক সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তদনুসারে কোন কার্য্য না হওয়ায় ২২ সালের পঞ্চম অধিবেশনে স্থির হয় (পৌষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) যে, অন্ততঃ ৬ মাসের জন্য বেতন-ভোগী প্রচারক রাখা হইবে এবং সেই মত প্রায় ৬ মাস যাবৎ নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন কায়স্থ-পত্রিকায় ছাপান হয়:—"মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে একজন চরিত্রবান্, মিষ্টভাষী, সুবক্তা, বিনয়ী, বৈদ্যিকাচারনিষ্ঠ, শাস্ত্রকুশল প্রচারক আবশ্যক"। সেই বিজ্ঞাপনের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা একজন প্রার্থী হন্। সেই সময়ে যশোহরে সভার যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে তত্রত্য প্রাচীন উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় উপনয়ন প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন; ঐরূপ বিরাট সভায় একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল দেখিয়া কর্ম্মবীর মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয়, উক্ত সেন মহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য সরলবাবুকে আহ্বান করেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে যে গণ্ডগোল হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং সেই সময় হইতে সরলবাবুকে অস্থায়িভাবে ৬ মাসের জন্য প্রচারক নিযুক্ত করা হয়। তিনি ৬ মাস কার্য্য করিবার পরে পীড়িত হওয়ায় তাঁহাকে পরবর্ত্তী কয়েক মাস অর্দ্ধ বেতন দেওয়া হয়। তৎপরে কলিকাতায় যে বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে পুনরায় ১ বৎসরের জন্য তাঁহাকেই প্রচারক নিযুক্ত করা স্থির হয় এবং সে জন্য প্রচার-ভাণ্ডারে ২৪০৲ টাকা চাঁদা উঠে। তৎপরে ২৪ সালের সমিতির প্রথম অধিবেশনে প্রচারকের আবশ্যকতা সম্বন্ধীয় (তৃতীয়) প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় (আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং ষষ্ঠাধিবেশনে সভার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-বিষয়ক যে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল (পৌষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য), তাহার মধ্যে প্রচারকের আবশ্যকতাও লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু ১ খানি পুস্তিকা ছাপান ভিন্ন আর কোন কার্য্যই হয় নাই। তৎপরে সপ্তমাধিবেশনে (মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বর্ম্মা বাহাদুরের সভাপতিত্বে) প্রচারকের পদ স্থায়ী হইবে, এরূপ স্থিরীকৃত হয় (ফাল্গুন-সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম অধিবেশনে, গত বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের কর্ত্তব্য-নিরূপণ-সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে

উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন; সভার সকল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখিয়া প্রচারকগণ যাহাতে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করেন, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত উপদেশ দিবার জন্য সমিতি সম্পাদকগণকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং বিবাহ-ব্যয় হ্রাস করিবার সম্বন্ধে সচেষ্ট হওয়ার জন্য প্রত্যেক সভ্যকে অনুরোধ করা হইয়াছে (আষাঢ় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। গত অধিবেশনেও স্থির হয় যে, বর্ত্তমান বর্ষের বাজেট-কমিটীকে নির্দ্দেশ করা হউক যে, সভা হইতে স্থায়ীভাবে যাহাতে প্রচারকার্য্য চলিতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া যেন কমিটী ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বাপর সকল বার্ষিক অধিবেশনেই প্রচারকের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতাদিও হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত বিবরণী পাঠে দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি গুণবিশিষ্ট বেতনভোগী স্থায়ী প্রচারক রাখা সমিতি হইতে স্থির হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আবার সে সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বৈতনিক কি বেতনভোগী প্রচারক রাখা হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা বা অধিকার আছে বলিয়া বোধ হয় না। কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার কার্য্য দ্বারা মফস্বলের অনেকস্থলে সুফল প্রসব করিলেও কলিকাতায় বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিশেষ কোন কার্য্যই হইতেছে না। এখানকার অধিকাংশ কায়স্থই সভার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝেন না, অনেকে বুঝিয়াও অনাস্থা প্রদর্শন করেন এবং কতকগুলি সম্ভ্রান্তবংশীয় কায়স্থসন্তান অত্যন্ত বিরোধী। এই সমস্ত কারণে প্রচার-কার্য্য যে নিতান্তই আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!

কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৭ সাল হইতে ২৪ সাল পর্য্যন্ত মোট ১৫৮ জন নূতন সভ্য হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সভার সভ্যগণের ও শাখা-সভাসমূহের চেষ্টায় ২৭২ জন, বিনিময়ের বিজ্ঞাপনে ৫২ জন, সম্পাদক রাধাবাবুর দ্বারা ৭৩ জন, সম্পাদক নরেশ বাবুর দ্বারা ৩০ জন, সম্পাদক হিরণবাবুর দ্বারা ৬ জন, সম্পাদক নীতীশবাবুর দ্বারা ২ জন, কর্ম্মাধ্যক্ষ নগেন্দ্রবাবুর দ্বারা (প্রচার সহ) ৩৮৪ জন, প্রচারকগণ——বামাপদবাবু ৩ জন, হরিবাবু ১৯ জন, মধুবাবু ৬ জন, বৈকুণ্ঠবাবু ১ জন, হরিহরবাবু ৩৫ জন, রাধানবাবু ৩২ জন ও সরলবাবু (চট্টগ্রাম বাদে) ৪৩ জন। এ সমস্ত সংখ্যা পরীক্ষায় মিলাইয়া লইবার সুযোগ আমার ঘটে নাই, তবে কার্য্য-বিবরণীতে লেখা গিয়াছে যে, স্থানে স্থানে নূতন সভ্যের নামের প্রস্তাবক লেখা নাই; সে গুলি কাহার মধ্যে ধরা হইয়াছে ঠিক্ করা গেল না; যাঁহারা স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ কাহারও চেষ্টায় নহে) পত্র লিখিয়া বা মুখে জানাইয়া সভ্য হইয়াছেন, সে গুলি কর্ম্মাধ্যক্ষের সংখ্যার মধ্যে আছে কি না, তাহাও ঠিক্ করা গেল না। যাহা হউক কর্ম্মাধ্যক্ষের সংখ্যা মানিয়া লইয়া ৮ বৎসরের গড়পড়্তা ধরিলে বাৎসরিক ৪৮ জন হিসাবে হয়, প্রচারক সরলবাবুর নামীয় সংখ্যা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার ১৫ মাস কার্য্যকালের উপর পড়্তা করিলে বাৎসরিক ৩৪ জন হয়। অন্যান্য প্রচারকগণ, কত দিবস কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই, তবে কায়স্থাচার্য্য প্রচারক-শ্রেষ্ঠ বামাপদবাবু ১৩১৯ সালের ৭ই বৈশাখ স্বর্গারোহণ করেন; তিনি ১৭।১৮ সালে যে কার্য্য করেন, তাহার ফলে ৩ জন মাত্র সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রকাশ; সংখ্যাতেও ভুল

থাকিতে পারে। রামাপদবাবু, শ্রীশবাবু প্রভৃতি উপযুক্ত প্রচারকগণের দ্বারা উপনয়নের কার্য্য কিরূপ হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে কায়স্থ-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম না থাকায় জানিবার উপায় নাই, সরলবাবুর আমলে উহা লিপিবদ্ধ হওয়ায় কতকটা বুঝা যায়। তাঁহার ১৫ মাস কার্য্যকালের প্রচার-বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রায় ৮৪৪ জন কায়স্থের উপনয়ন হইয়াছিল যথা ;—২৩ সালের কায়স্থ পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় ১২৭ জন, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ২২৯ জন, আষাঢ় সংখ্যায় ৯৮ জন এবং ২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ৮ জন, শ্রাবণ সংখ্যায় ২৯ জন, ভাদ্র সংখ্যায় ৩৬ জন, কার্ত্তিক সংখ্যায় ৩ জন, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৫৫ জন, পৌষ সংখ্যায় ২৫৩ জন এবং চৈত্র সংখ্যায় ৬ জন। উক্ত পৌষ সংখ্যায় আরও প্রকাশ আছে যে, উক্ত প্রচারের ফলে যশোহরে সর্ব্বপ্রথম মহাসমারোহে ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হয়। গত বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সরলবাবু চট্টগ্রামে যাইয়া যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। কলিকাতা হইতে যে অধিবেশনে কেবল বর্ত্তমান সম্পাদকদ্বয় ও নীতীশবাবু উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমিও ছিলাম। সেখানে তাঁহার দ্বারা প্রচার কার্য্য যে ভালরূপই হইয়াছিল তাহা পত্রিকার গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা চলিয়া আসিবার পরেও সে অঞ্চলের কায়স্থগণের আগ্রহে তিনি আর ৪টি সভা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুটি সভায় তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন, যাহা পূর্ব্বে কখনও কোন স্থানে হয় নাই। চট্টগ্রামের সভায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত টোলবাসাইল-নিবাসী প্রচারক শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ও অতীব হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি কার্য্য প্রচারক দ্বারা (যেমন রামাপদবাবুর দ্বারা) বিশেষ বেশী রকম না হইলেও সভার প্রবর্ত্তিত মতামত যদি কায়স্থসমাজে ভালরূপ ঘোষিত হয় এবং তাহার ফলে বিবাহে দাবী দাওয়ার প্রচলন কম হয় ও উপনয়ন-সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলেও সভার প্রসার বৃদ্ধি হইল, বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত কারণে সভার সাধারণ তহবিল হইতে সম্ভবমত খরচ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে উপযুক্ত বেতনভোগী প্রচারক রাখার যুক্তি সমর্থন করে। শরৎবাবু ও নীতীশবাবু বাজেট-কমিটীর রিপোর্টে এ সম্বন্ধে যে পৃথক্ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে——অন্ততঃ এ বৎসর সাধারণ তহবিল হইতে প্রচার ও উপনয়নের জন্য ব্যয় করার আবশ্যকতা ত' নাই-ই, ভবিষ্যতেও বেশী আবশ্যক হইবে না, বেতনভোগী প্রচারক রাখাও যুক্তি সঙ্গত নহে, ভাল প্রচারক পাথেয় প্রায়ই আদায় করিয়া লইতে পারেন, বোনাস্ দিলেই ভাল লোক পাওয়া যায়, প্রচার এক কালীন দান হইতেই হইয়া আসিতেছে ; অতএব প্রচার-ভাণ্ডার ও উপনয়ন-ভাণ্ডার সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক——আবশ্যকত' বটেই, কিন্তু কার্য্যতঃ আজ ১৬ বৎসরেও ত' তাহা হইল না ; এই জন্যই সাধারণ তহবিল হইতে খরচের ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মত-প্রকাশ করিয়াছি।

গত ৮ বৎসরে সভার ২৯৮ জন নূতন সভ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যে স্থায়িভাবে আছেন তাহা নহে, প্রত্যেক বৎসরই যেমন কতকগুলি

নূতন সভ্য হন্, আবার কতকগুলি সভ্যের টাকা বাকি থাকা ইত্যাদি কারণে নাম বর্জ্জনও করিতে হয়, কাজেই মোটামুটি অন্ততঃ গত ৩ বৎসরে সভ্য সংখ্যা একরূপ সমানই আছে ধরা যাইতে পারে। যাহা হউক মোটের উপর ইদানীং সভ্যসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হওয়ায় সভার লভ্য, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কার্য্যাদির প্রসার বৃদ্ধি, কি হইয়াছে ? আয় যাহা বৃদ্ধি হইয়াছে, কার্য্যালয়ের খরচাই তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে ; এই কার্য্যালয়ের খরচার মধ্যে কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন যাহা অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে, তাহারই ইতিহাস এক্ষণে আলোচনা করা যাউক।

কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট অবগত আছি যে, ১৮ সালের বৈশাখ মাসে শরৎ বাবু তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন ও থাকিবার স্থান দিবেন বলিয়া নিযুক্ত করেন এবং তদনুসারে কায়স্থ-সভা হইতে ২০৲ টাকা ও তাঁহাদিগের 'সমাজ প্রেসের' অধ্যক্ষতা করিবেন বলিয়া প্রেস হইতে ৩০৲ টাকা বেতন দেওয়া স্থির হয় ; কিন্তু ইহা কোন কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ নাই। ১৯ সালের প্রথমাধিবেশনে শরৎ বাবুর প্রস্তাব মত তাঁহার ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া ২৫৲ টাকা হয় এবং ঐ সালের ২রা চৈত্রের (দশম) অধিবেশনে শরৎ বাবুর প্রস্তাব মত তৎপরবর্ত্তী বৎসর হইতে তাঁহার ১০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় ২০ সালে ৩৫৲ টাকা হিসাবে পাইয়াছেন। ২১ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠের (দ্বাদশ) অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু কিরণচন্দ্র দত্তের প্রস্তাব মত তাঁহার আরও ১০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৪৫৲ টাকা ধার্য্য হয়। ঐ সালের ১৪ই চৈত্রের (নবম) অধিবেশনে পুনরায় তাঁহার বেতন বৃদ্ধির জন্য শরৎবাবু অনুরোধ করায় ২২ সালের (ত্রয়োদশ) অধিবেশনে বিবেচিত হইবে, এইরূপ স্থির হয়। তৎপরে ২২ সালের ২৬শে বৈশাখের (ত্রয়োদশ) অধিবেশনে আরও ৫৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার পুরা বেতন ৫০৲ টাকায় দাঁড়ায় এবং ৩০শে জ্যৈষ্ঠের (দ্বিতীয়) অধিবেশনে তাঁহার কন্যার বিবাহের সাহায্য জন্য বিনাসুদে ৬ মাসের অগ্রিম বেতন অর্থাৎ ৩০০৲ টাকা হাওলাত দেওয়া স্থির হয় ও যেরূপ ভাবে আদায় দিতে হইবে, তাহাও ধার্য্য হয় ; কিন্তু সে নিয়মে তিনি পরিশোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ২৪ সালের ১৭ই আষাঢ়ের (তৃতীয়) অধিবেশনে স্থির হয় যে (ভাদ্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য), তাঁহাকে গত (২১।২২ ও ২৩ সালের) ৩ বৎসরের জন্য ১৫০৲ টাকা বোনাস্ দেওয়া হইবে এবং তাঁহার মাসিক ৬৫৲ টাকা হিসাবে বেতন বৃদ্ধি করিয়া সেই মাস (আষাঢ়) হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১০ মাসে উক্ত বক্রী ১৫০৲ টাকা আদায় করিয়া বর্ত্তমান ২৫ সাল হইতে ঐ ৬৫৲ টাকা হিসাবেই বেতন দেওয়া হইবে। পূর্ব্বে যে কয়েকটী অধিবেশনে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, সকল গুলিতেই এ বিষয়টী 'বিবিধ'র মধ্যে ছিল, দেখা যায়। শেষোক্ত অধিবেশনেও বিষয়টী যদিও প্রথম প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ আছে, তথাপি উহা যে 'বিবিধ'র মধ্যে ছিল, তাহা কার্য্য-বিবরণী পাঠেই জানা যায়, যথা :—(বসন্ত বাবু বলেন)—"কর্ম্মাধ্যক্ষের দেনা ও বেতনের বিষয় সভা-আহ্বানপত্রে পূর্ব্বে জানান হয় নাই, সুতরাং আগামী মাসের অধিবেশনপত্রে বিষয়টী উল্লেখ করিয়া সেই সভায় আলোচনা করিতে আমি অনুরোধ করি"। বসন্তবাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই অবশ্য সভাসমিতির সাধারণ নিয়ম, কেন না প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয়গুলি প্রকাশ্য ভাবে লিখিলে তাহা

দেখিয়া সভ্যগণ উপস্থিত হইবেন কি না স্থির করিয়া থাকেন। ইহাতে দেখা যায় যে, বেতনবৃদ্ধি সংক্রান্ত কোন অধিবেশনেই সকল সদস্যই তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করার সুবিধা পান নাই। কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট হইতে আরও অবগত হইয়াছি যে, ১৮ সাল হইতে ২২ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত তিনি সমাজ প্রেসের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন এবং সভা হইতে তাঁহার যখন যে পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, প্রেস হইতে সেই পরিমাণ বেতন কম দেওয়া হইয়াছিল; যে দিক্ দিয়াই হউক, তিনি ৫০৲ হিসাবেই পাইতেন। তাঁহার প্রেসের কার্য্য ত্যাগের পরে ৩০৲ টাকা বেতনে প্রেসের অপর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন্। ২২ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বার বেতনবৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনার সময় শরৎবাবু এ সমস্ত কথা সমিতিকে জানাইয়াছিলেন কিনা তাহা কোন কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ নাই। এইরূপ ভাবে বেতনবৃদ্ধি হওয়ায় ক্রমশঃ অত্যধিক ব্যয়-বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে।

কায়স্থ-সভার আয় মোটামুটি ৩০০০৲ টাকা ধরা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা সাহিত্য পরিষৎএর আয় প্রায় ৫গুণ বেশী। সেখানকার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে ৩০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন্; তিনি ইংরাজী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ, বিশেষ যোগ্য লোক। কায়স্থ-সভার কার্য্য অপেক্ষা পরিষদের কার্য্য অনেক বেশী, এমন কি তুলনাই হইতে পারে না; এবং ঐরূপ বেশী বলিয়াই তাঁহার অধীনে ৫।৬ কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহার বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ৩ বৎসর পূর্ব্বে ৬০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ ১০ বৎসরে তাঁহার বেতন দ্বিগুণ হইয়াছে, আর আমাদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন ৭ বৎসরে (বোনাসের ১৫০৲ টাকা ধরিলে বৎসর আরও কম হইবে) সওয়া তিনগুণ বৃদ্ধি হইয়া রামকমল বাবু অপেক্ষাও ৫৲ টাকা বেশী হইয়াছে। ইহাতে সামঞ্জস্যের অত্যন্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়। মোট কথা এই যে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া না দেখার দরুণ বেতন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

বাজেট-কমিটী ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কার্য্য করার জন্য ৩০৲ টাকা বেতনে কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের পোষকতা করিয়াছেন, এ কারণ বর্ত্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ সকালে ও সন্ধ্যার পরে অন্যত্র উপার্জ্জন করিতে পারেন; কয়েক বৎসর সমাজ প্রেসের অধ্যক্ষতা করায় তাঁহার ছাপাখানার কার্য্যে যে দক্ষতা হইয়াছে, তাহাতে সেইরূপ কার্য্য দ্বারা বা অন্য কোনরূপ রোজগার অনায়াসেই করিতে পারেন। ঐরূপ যোগাযোগ করিয়া লইতে হইলেও তাঁহার কিছু সময়ের আবশ্যক এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ঐ সময়ে কিছু অতিরিক্ত বেতন দেওয়া উচিত।

শরৎবাবু বাজেট কমিটীর পৃথক্ রিপোর্টে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে ——এক অধিবেশনে যে বেতন ধার্য্য হইয়াছে এবং অন্য অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে আর আলোচনা করা হইবে না স্থির হওয়ায় পুনরায় এ বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা করা অন্যায়*।——যে অধিবেশনে ৬৫৲ টাকা বেতন ধার্য্য হয়, তাহার কার্য্যপ্রণালী পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সালের যে অধিবেশনের কথা শরৎবাবু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠের (দ্বিতীয়

* কিন্তু প্রচার সম্বন্ধে কয়েক অধিবেশনে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আলোচনা করা তাঁহার মতে ন্যায়সঙ্গত।

অধিবেশন। উহার কার্য্য-বিবরণীতে এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপেই লেখা আছে, "কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর এই আলোচনা পরিত্যক্ত হইল" (শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য); কাজেই শরৎবাবু তাহার যে অর্থ করিয়াছেন—"আলোচনা আর হইবে না"—তাহা কষ্টকল্পনা মাত্র। "আলোচনা উপস্থিত পরিত্যক্ত হইল" —ইহাই উহার প্রকৃত অর্থ, কেন না সেই অধিবেশনের সভা-আহ্বান-পত্রে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বর্ত্তমান বর্ষের বাজেট সম্বন্ধে কোন কথাই ছিল না; কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইলে সভাপতি যতীন্দ্রবাবু প্রস্তাব করেন যে, সভার সর্ব্বপ্রকার আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব না বুঝিলে সভা কি বেতন দিতে পারেন, তাহা স্থির করা উচিত নহে; সকলে সেইরূপ মত করায় বাজেট-কমিটীর সৃষ্টি হয়। সেই আলোচনার সময় একথাও উঠে যে, এক অধিবেশনে বেতন যখন বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে, তখন পর বৎসরের অন্য অধিবেশনে তাহা কম করার অধিকার আছে কি না? তাহাতে যতীন্দ্রবাবু প্রভৃতি মত প্রকাশ করেন যে, সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কেন না বেতনাদি বিষয় সম্বন্ধে সভার আর্থিক অবস্থা এবং কর্ম্মচারীর পারগতা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই নিয়ম। কার্য্য-বিবরণীতে সকল কথা লিখিলে পুঁথি অনেক বাড়িয়া যায়, এ কারণ সংক্ষেপে মর্ম্ম লেখা হইয়া থাকে। শরৎবাবুকে এই সমস্ত স্মরণ করাইয়া দিলাম, বোধ হয় এখন তাঁহার সমস্তই মনে পড়িবে। নিয়মাবলীর ৩২ দফায় যখন কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে আবশ্যক হইলে পদচ্যুত করিবার পর্য্যন্ত অধিকার সমিতিকে দেওয়া হইয়াছে, তখন সভার অবস্থা বিবেচনায় বেতন কম করার অধিকার যে নাই, ইহা হইতেই পারে না, সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনা—"অন্যায়" নহে। কর্ম্মাধ্যক্ষ কার্য্যে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, তাহা আমাদিগের রিপোর্টেই প্রকাশ আছে, তবে তাঁহার 'জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধে সভা ব্যবহার করিতে পারেন এবং ভাল প্রবন্ধ হইলে তজ্জন্য সমিতির অনুমতানুসারে বোধ হয় বোনাস্ দেওয়ারও বাধা হইবে না।

শরৎবাবুর ন্যায় কায়স্থ-পত্রিকা ত্রৈমাসিক করা আমারও মত নহে। তবে সভার উদ্দেশ্যানুরূপ যাহাতে ভাল প্রবন্ধ ছাপান হয়, তদ্বিষয়ে সকলের, বিশেষতঃ লেখকগণের, যত্নবান্ হওয়া উচিত।

শরৎ বাবু লিখিয়াছেন, সভার কার্য্যালয় যতদূর সম্ভব, একই স্থানে রাখা আবশ্যক; আমাদিগের রিপোর্টেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কার্য্যালয় রাখার কোন প্রমাণই নাই, তবে কার্য্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন, মাসিক অধিবেশন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বাপর সভার কার্য্যালয় ব্যক্তি বিশেষের বাটীতেই ছিল, প্রথমে স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে, তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে, তৎপরে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে; তখন কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই, এক্ষণেই বা কি আপত্তি হইতে পারে বুঝিলাম না। উপস্থিত কার্য্যালয় যে বাটীতে আছে, তাহা ট্রাম লাইনের নিকট ভিন্ন আর বিশেষ কিছু সুবিধা নাই; একটী মাঝারি ঘরে কার্য্যালয় আছে এবং আর একটী অন্ধকারময় ছোট ঘর গুদাম স্বরূপ ব্যবহৃত হয় ও দরোয়ান থাকিবার একটী ছোট ঘর আছে; সিঁড়িটী জঘন্য এবং কার্য্যালয়ে যাইতে হইলে দিবসেই আলোকের আবশ্যকতা হয়। ইহারই ভাড়া

এবারে ৫৲ টাকা বৃদ্ধি হইয়া ২৫৲ টাকা হইয়াছে। অবশ্য দিনকাল বিবেচনায় এরূপ বাটীয়ও ভাড়া বেশী বলা যায় না, কিন্তু কায়স্থেতর অন্যান্য জাতিরও সভার কার্য্যালয় ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল বাটীতে আছে শুনিয়াছি। শরৎবাবু যদি এরূপ বুঝিয়া লিখিয়া থাকেন যে, সভার পক্ষে 'পর ঘরি' হইয়া থাকা গৌরবের নহে, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, উপস্থিত যেরূপ স্থানে কার্য্যালয় আছে, সেখানে থাকায় গৌরব আদৌ বৃদ্ধি হইতেছে না। সভ্য মহোদয়গণ একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বেলাবেলি একবার দেখিয়া আসিলেই সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন। বাজেট-কমিটীর রিপোর্টের মর্ম্ম এরূপ নহে যে, এখনই ভাড়াটীয়া বাটী ছাড়িয়া দিতে হইবে, তবে ব্যক্তি বিশেষের বাটীতে কার্য্যালয় রাখাতে সভার লাভ আছে, এ প্রস্তাব গৃহীত হইলে সেরূপ চেষ্টা হইতে পারে। ঐরূপ রাখা হইলে কোন কোন বিষয়ের অসুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কখনই গুরুতর হইবে না। একদিকে যেমন কিছু অসুবিধা, অন্য দিকে তেমন বাটী ভাড়া বাঁচিয়া যাইবে।

বাজেট কমিটীর রিপোর্টের একস্থানে লেখা আছে, "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের দরুণ ১২৫৲ টাকা, ১০৲ টাকা হার সুদে সম্পাদক শরৎবাবু সমিতির অনুমত্যনুসারে নিজদায়িত্বে হ্যাণ্ডনোটে কোন লোককে কর্জ্জ দিয়াছেন"; ইহা ভুল হইয়াছে; পরে শুনিয়াছি সমিতির অনুমতি লওয়া হয় নাই এবং কোন কার্য্য-বিবরণীতেও নাই। ঐ হ্যাণ্ডনোট ও উক্ত রিপোর্টের লিখিত ১৯১৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের ৫০০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট, শুনিয়াছি শরৎবাবুর নিকটে আছে। ঐ টাকা যে ২ জনকে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত শরৎবাবুর এক যোগে (অর্থাৎ Joint) হ্যাণ্ডনোট লইয়া ধনরক্ষকের নিকট জিম্মা রাখা উচিত ছিল। উক্ত ৫০০৲ টাকা ওয়ারলোনে কি জন্য খাটান হয় নাই, শরৎবাবুকে ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, ১৯১৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষীয় সমর ঋণ খোলে নাই। সে কথা ঠিক, কেন না তাহার ১ মাস পরে, ১৯১৭ সালের ১লা মার্চ্চ উহা গেজেটে ঘোষিত হয়, কিন্তু তাহার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে বিলাতি সমর-ঋণ খোলা হইয়াছিল এবং Statesman প্রভৃতি কাগজে ভারতবর্ষেও সত্বর খোলা হইবে, এরূপ আলোচনাও চলিতেছিল। ঐ ৫০০৲ টাকা শরৎবাবুর নিকট যখন প্রায় ৮।৯ মাস পড়িয়াছিল, তখন একটা নিরাপদ্ investment এর জন্য আর কয়েকদিন অপেক্ষা করিলে কিছু ক্ষতি ছিল না। উক্ত ১২৫৲ টাকা, যাহা হালে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই ৫৷৷০ টাকা সুদে বর্ত্তমান বৎসরের "ওয়ার লোনে" খাটাইতে পারা যাইত।

সভা-সংসৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার ভাণ্ডারের টাকা কোথায় কি ভাবে আছে, এবং তাহার উপস্বত্ব হইতে কি আয় হয় ও তাহা কিরূপ ভাবে ব্যয় হয়, তাহার সহিত সভার সাধারণ তহবিলের সম্পর্ক না থাকায় বাজেট-কমিটির রিপোর্টে যে "সকল ভাণ্ডারের কথা উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক" এইরূপ মর্ম্মে শরৎবাবু ও নীতীশবাবু লিখিয়াছেন। সাধারণ তহবিলের হিসাবের সহিত ঐ সমস্ত ভাণ্ডারের টাকা স্বতন্ত্রভাবে রাখাই পূর্ব্বাপর বেকেতা হইয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান বর্ষ হইতে যে নিয়মে রাখা উচিত, তাহা আমরা

রিপোর্টে নির্দ্দেশ করিয়াছি। নিয়মাবলীর ৩৫ ধারায় মূলধনস্থ স্থায়ী ভাণ্ডারসমূহের টাকার জন্য ধনরক্ষক দায়ী; অথচ রিপোর্টের লিখিত ৩২৫৲ টাকা সম্বন্ধে তিনি কিছুই অবগত নহেন, এরূপ বলিয়াছেন। ১৩২২, ২৩ ও ২৪ সালের বার্ষিক অধিবেশনে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে কেবল চিত্রগুপ্ত স্থায়ীভাণ্ডারের বিষয় উল্লেখ করা আছে এবং ১৩২২ সালের উক্ত মন্তব্যের এক স্থানে কেবল "শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্ম রায় এবং ৺দেবরাণী গুহের দান-গ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য" বলিয়া লেখা আছে, কিন্তু কত টাকা দান সভা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা কোথায় কি ভাবে আছে, ইহা কোন স্থানেই লিপিবদ্ধ দেখিলাম না। ২২ সালের পঞ্চম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে লেখা আছে (পৌষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)—২০০৲ টাকা 'মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় ট্রাষ্ট' বলিয়া জমা করিয়া তাহার সুদ যথা নির্দ্দেশক্রমে ব্যয় করা হউক—এইরূপ ধার্য্য হয়। 'জমা' করার অর্থ সভার সকল রকম টাকা যে খাতায় 'জমা' হয়, সেই খাতায় 'জমা' করা; সেরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা আমি অবগত নহি। কেতা-মত হিসাব রাখার ত্রুটীতেই ঐরূপ ভুল হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত কারণে রিপোর্টে স্থায়ী ভাণ্ডার-সমূহের কথা উত্থাপন করা "অপ্রাসঙ্গিক" হয় নাই; বিশেষতঃ সাধারণ প্রথা ও নিয়মানুসারে বাজেট-কমিটী এ সমস্ত দেখিতে বাধ্য। কমিটীর ঐরূপ অধিকার নাই মানিয়া লইলেও সভার টাকা কোথায় কি ভাবে আছে, তাহা জানিবার ও তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার সাধারণ অধিকার যে সভ্য মাত্রেরই আছে, তাহা শরৎবাবু নিশ্চিত অস্বীকার করিতে পারেন না; এ সম্বন্ধে আমাদিগের মতামতও সেইরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাঁহার মনে করিয়া লইলেই চলিত।

দেবরাণী ও মহেন্দ্রনাথ গুহ-ভাণ্ডারের দরুণ প্রাপ্ত ৫০০৲ টাকা সম্বন্ধে এক-খানা দলিলের মুসবিদা হইয়াছিল, কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ (১৩২১ বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। সে সংক্রান্ত কোন কাগজ থাকিলে ধনরক্ষকের নিকট থাকা উচিত। ১৩২২ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠের (দ্বিতীয়) অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায়, রংপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র নন্দী মহোদয় কায়স্থ-সভার সম্পাদকের বরাবর এক রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র দ্বারা একখণ্ড জমি রংপুর শাখা-সভার কার্য্যালয়ের জন্য প্রদান করিয়াছেন। উক্ত দলিল ধনরক্ষকের নিকট পাঠান না হইয়া থাকিলে সত্বর দাখিল করা উচিত।

শরৎবাবু লিখিয়াছেন যে, "যুদ্ধের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যে-রূপে সভা চলিয়াছে, তাহাতেই সাধারণ তহবিলে টাকা বাঁচিত"। ব্যয়বৃদ্ধি সম্ভবতঃ পত্রিকা-মুদ্রণ লক্ষ্য করিয়াই তিনি লিখিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বের হিসাব আমরা দেখি নাই, তবে মোটামুটি বুঝা যায় যে, যুদ্ধের (অর্থাৎ ৪ বৎসর) পূর্ব্বে কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন কমই ছিল। আমরাও তাই বলিতেছি—কার্য্যালয়ের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় বড়ই টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে। সভার বয়স ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অথচ শরৎবাবু বলিতেছেন "কার্য্যালয়ের ব্যয় অধিক হওয়া আশ্চর্য্য নয়। প্রথম প্রথম হইয়াই থাকে"। ইহা সঙ্গত মনে হয় না; তথাপি তিনি কার্য্যালয়ের ব্যয় না কমাইয়া সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি, চাঁদা বৃদ্ধি ও চিত্রগুপ্তভাণ্ডার বৃদ্ধি জন্য চেষ্টা করা এবং মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হইলে

[illegible] সভ্যদিগের নিকট এককালীন চাঁদা সংগ্রহ করা যুক্তিসঙ্গত [illegible] [illegible]। এ সমস্তই ত' ভবিষ্যতের অনিশ্চিত উপায়, তাহাতে উপস্থিতের কি? [illegible] শরৎবাবু লিখিয়াছেন আজীবন সভ্যের দরুণ চাঁদার টাকা বর্ত্তমান বর্ষ হইতে [illegible] ভাণ্ডারে জমা হইবে বলিয়া সাধারণ তহবিল "সামান্য" কমিবে। [illegible] বৎসরে আজীবন সভ্যের দরুণ ১৩০০৲ টাকা যাহা সভা খরচ করিয়া ফেলিয়া-[illegible], তাহার গড়পড়তায় বাৎসরিক আন্দাজ ১৪৫৲ টাকা হয়। গরীব সভার [illegible] ইহা "সামান্য" নহে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ব্যক্তি বিশেষের দোষোদ্ঘাটন করা আমার [illegible] নয়, সভার উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনায় যেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলিয়া [illegible] করিয়াছি, তাহাই আপনাদিগকে জানাইলাম, ইহাতে যে সমস্ত ভুল [illegible] ও ত্রুটী হইয়াছে এবং অবান্তর অনেক কথা আসিয়া পড়ার দরুণ আপনাদের অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বাজেট-কমিটীর নিম্নলিখিত মন্তব্য গ্রহণ জন্য প্রস্তাব করিলাম, যথা :—

(ক) কায়স্থ-পত্রিকায় বিনিময়ের বিজ্ঞাপন এবং কমহারে বিজ্ঞাপন ছাপানর প্রথা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

(খ) সভার কার্য্যালয় বেলা ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খোলা থাকা আবশ্যক।

(গ) কায়স্থ-সভার অনুরাগী কোন সভ্যের বাটীতে সভার কার্য্যালয় রাখা হইলে সভার লভ্য বিবেচনায় তাহার ব্যবস্থা করার জন্য একটী শাখা-সভা গঠন করা আবশ্যক।

(ঘ) কর্ম্মাধ্যক্ষের বেতন আগামী আশ্বিন মাস হইতে ৩০৲ টাকা ধার্য্য করা আবশ্যক এবং তাঁহাকে সকালে ও রাত্রিতে অন্য কার্য্যের যোগা-যোগ করিয়া লইতে হইবে বলিয়া আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ৩ মাসের জন্য তাঁহাকে আরও ২০৲ টাকা (মোট ৫০৲ টাকা) হিসাবে দেওয়া আবশ্যক।

(ঙ) মাসিক অধিবেশন সুবিধামত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সভ্যের বাটীতে হওয়ার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

(চ) চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের দরুণ ১২৫৲ টাকা, দেবরাণী গুহ ভাণ্ডারের দরুণ ৩০০৲ টাকা ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের দরুণ ২০০৲ টাকা, মোট ৬২৫৲ টাকা সত্বর আদায় করিয়া তাহা দ্বারা ওয়ার-বণ্ড বা কোম্পানির কাগজ খরিদ করিয়া ধনরক্ষকের নিকট জিম্মা রাখা আবশ্যক।

কায়স্থ-পত্রিকা

পত্রিকার পাঠকগণের প্রতি—

গত পৌষ মাসের কায়স্থ-পত্রিকার কার্য্য-বিবরণী মধ্যে রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয়ের মন্তব্য ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এখন অভিযোগ আসিতেছে যে, কেহ কেহ পৌষ মাসের পত্রিকা মধ্যে উক্ত মন্তব্য পান নাই। বাঁধনের দোষে এরূপ ঘটিয়া থাকিবে। এ কারণ সভ্য মহোদয়গণকে জানাইতেছি যে, যাঁহারা উক্ত পৌষমাসের কার্য্য-বিবরণী মধ্যে উক্ত মন্তব্য পান নাই, সংবাদ দিলেই তাঁহাদের নিকট উক্ত ক্রোড় পত্র পাঠাইয়া দিব।

সম্পাদক।

খুল্‌রে আঁখি ওঠ্‌রে বসে
ফেল্‌রে ভুলে লাজ।

দেখরে চেয়ে পূব নীলিমা
পর্‌ছে মোহন সাজ;
আয়রে উঠে বাইরে এবার
বল্‌না কেন লাজ?

রুদ্ধ দুয়ার খুল্‌রে এখন
বাইরে উঠে আয়;
পূব গগনে ওঠ্‌ল রবি
রক্ত বরণ কায়।

বিশিষ্ট সভ্যদিগের নিকট এককালীন চাঁদা সংগ্রহ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন। এ সমস্তই ত' ভবিষ্যতের অনিশ্চিত উপায়, তাহাতে উপস্থিতের কি?

শরৎবাবু লিখিয়াছেন আজীবন সভ্যের দরুণ চাঁদার টাকা বর্ত্তমান বর্ষ হইতে স্থায়ী ভাণ্ডারে জমা হইবে বলিয়া সাধারণ তহবিল "সামান্য" কমিবে। ৯ বৎসরে আজীবন সভ্যের দরুণ ১৩০০৲ টাকা যাহা সভা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার গড়পড়তায় বাৎসরিক আন্দাজ ১৪৫৲ টাকা হয়। গরীব সভার পক্ষে ইহা "সামান্য" নহে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ব্যক্তি বিশেষের দোষোদ্ঘাটন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, সভার উন্নতি ও স্থায়িত্ব কামনায় যেরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি, তাহাই আপনাদিগকে জানাইলাম, ইহাতে যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি ও ত্রুটী হইয়াছে এবং অবান্তর অনেক কথা আসিয়া পড়ার দরুণ আপনাদের অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বাজেট-কমিটীর নিম্নলিখিত মন্তব্য গ্রহণ জন্য প্রস্তাব করিলাম, যথা :—

[illegible] এবং [illegible] বিজ্ঞাপন

(ঙ) মাসিক অধিবেশন সুবিধামত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সভ্যের বাটীতে হওয়ার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

(চ) চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের দরুণ ১২৫৲ টাকা, দেবরাণী গুহ ভাণ্ডারের দরুণ ৩০০৲ টাকা ও মহেন্দ্রনাথ গুহ ভাণ্ডারের দরুণ ২০০৲ টাকা, মোট ৬২৫৲ টাকা সত্বর আদায় করিয়া তাহা দ্বারা ওয়ার বণ্ড বা কোম্পানির কাগজ খরিদ করিয়া ধনরক্ষকের নিকট জিম্মা রাখা আবশ্যক।

কায়স্থ-পত্রিকা

মাঘ, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

জাগরণ।

(১)

জাগ্‌রে এবার জাগ্‌রে এবার
ডাক এসেছে আজ;
খুল্‌রে আঁখি ওঠ্‌রে বসে
ফেল্‌রে ভুলে লাজ।

দেখরে চেয়ে পূব নীলিমা
পর্‌ছে মোহন সাজ;
আয়রে উঠে বাইরে এবার
বল্‌না কেন লাজ?

রুদ্ধ দুয়ার খুল্‌রে এখন
বাইরে উঠে আয়;
পূব গগনে ওঠ্‌ল রবি
রক্ত বরণ কায়।

(২)

ফুর্ ফুর্ ফুর্ বইছে বায়ু
মেল্‌ছে আঁখি ফুল ;
সুর্ সুর্ সুর্ কাঁপ্‌ছে পাতা,—
ছুট্‌ছে অলিকুল।

'ওঠ্‌রে ত্বরা' ঝঙ্কারিছে
মর্ম্ম বীণার তার ;
শুন্‌বে তাহার করুণ গীতি
গুঞ্জরে বার বার।

জাগ্‌রে এবার মেল্‌রে আঁখি
ঘুম কত্তরে আর ;—
দেখ্‌না চেয়ে বাইরে সে যে
খোল্‌রে হৃদয় দ্বার।

(৩)

ওঠ্‌রে এবার খোল্‌রে দুয়ার—
চল্‌রে তাহার পাশ ;
মিট্‌বে যে তোর অনেক দিনের
ব্যর্থ-মধুর-আশ।

তার সে গানে তার সে সুরে
বাঁধ্‌রে অবশ প্রাণ ;
ঢাল্ পরাণে তার মহিমা
ভুল্‌রে ও সব মান।

তাঁর চরণে রাখ্‌রে মাথা
ফেল্‌রে আঁখির জল ;
তাঁর সাথেতে দূর অচেনা
দেশ পানেতে চল্!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্গসমাজে "দাস" "দাশ" ও "শর্ম্মন্" শব্দের ব্যবহার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

৫। প্রথমতঃ কায়স্থজাতির দাসোপাধি।

সম্প্রতি বৈদিক, স্মার্ত্তিক, পৌরাণিক, তথা ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণ পরম্পরা পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কায়স্থজাতি মূল ক্ষত্রিয়জাতির একটি শাখা বিশেষ। এজন্য ইহাদিগের-নামান্তর কায়স্থ ক্ষত্রিয়। কায়স্থজাতির বীজপুরুষের নাম চিত্রগুপ্তদেব, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহাহইতে প্রথমে দ্বাদশ প্রকার কায়স্থের উৎপত্তি হয়। এই জাতির যে সম্প্রদায় ভারতের উত্তর পশ্চিম কাশ্মীর ও দক্ষিণ প্রদেশে বাস করে, তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার এ যাবৎ প্রচলিত আছে। আর যে সম্প্রদায় গৌড়দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন দ্বিজসংস্কার, বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কার কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা অনুমেয় যে, অপ্রাচীন কালে গৌড়রাজ্যে অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন তথা আগমোক্ত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে বেদের চর্চ্চার অভাব প্রযুক্ত বৈদিক ও স্মার্ত্তোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠান লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কিরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল তাহা তন্ত্রই সাক্ষ্য দিতেছে।* তখন অনেকস্থলে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের "অদর্শনে দেশে ব্রাহ্মণ মধ্যে যজ্ঞসূত্র ধৃত হইত।† ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতিগণের ঐ কারণে সংস্কার প্রথমে যজ্ঞব্যতীত, তদনন্তর অনন্ত্রকভাবে নির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। বোধ হয় এইরূপে কায়স্থজাতির উপনয়ন সংস্কার গৌড়দেশে বাস করিতে করিতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পশ্চাৎ এ বিষয় আরও কিছু বক্তব্য রহিল।

পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রকাশ যে, কায়স্থের বীজপুরুষ চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মার কায়া হইতে মসিহস্তে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সেজন্য কায়স্থগণ মসিজীবী বলিয়া প্রোথিত। ইহার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অনতিপ্রাচীনকালে অনেক কায়স্থ-রাজন্য কাশ্মীর ও

---

* "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥"

† "নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।"

গৌড়দেশে রাজ্যশাসন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পাঠকগণ হয়ত জানেন, কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় কায়স্থক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি আদিশূর নৃপতির কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গজ-কায়স্থ-কুলতিলক প্রতাপাদিত্যের কালেও কায়স্থগণ অসিহস্ত হইয়া রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। তবে ইহাও স্বীকার্য্য বটে যে, বহু কায়স্থ সন্তানেরা লিপিবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন। অধুনা বৃত্তি বিপর্য্যয়ের দিনে যদিও ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিকেই লিপিকার বৃত্তি অনুসরণে প্রবৃত্ত দেখা যায় তথাপি যেন কায়স্থগণ লিপিকার্য্যে সমধিক নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইদানীং সৌভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় বঙ্গীয় যুবকেরা জাতিনির্ব্বিশেষে সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই যুদ্ধাদি কার্য্যে সুখ্যাতিলাভে সমর্থ হইয়াছেন। তন্মধ্যে মনে হয়, কায়স্থ সৈনিকগণের অন্য জাতির লোক হইতে অধিকতর পারদর্শিতা প্রদর্শন করা সম্ভব। দেখা যায় বঙ্গের খ্যাতবংশীয় দুইজন কায়স্থ-সন্তান, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক ভারতরক্ষী সৈন্যসংগ্রহের প্রথম উদ্যোক্তা হইয়া অভীপ্সিত কার্য্যে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজনও হইতে পারিয়াছেন। শেষোক্ত মহোদয় আবার বঙ্গীয় বালক সৈন্যদল গঠনে কৃতকার্য্য হইয়া বঙ্গের নির্জ্জীব যুদ্ধপ্রবৃত্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ সকল কার্য্য কি পূর্ব্বোক্ত কায়স্থ কুলতিলকগণের দেহে ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবাহিতের উৎকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে না? যাক্ এখন সে কথা।

পাঠক মহাশয়েরা বিলক্ষণ অবগত আছেন, বঙ্গের কায়স্থজাতি চারি সম্প্রদায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ। ইহাদিগের মধ্যে দক্ষিণরাঢ়ী সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক এবং তাহাদের অনুকরণে বঙ্গজ কায়স্থদিগেরও কেহ কেহ আপনাদের উপাধির পূর্ব্বে 'দাস' এই শব্দ উপ-উপাধি রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পরন্তু সম্প্রতি আপনাদিগকে ব্রাত্য দোষাক্রান্ত ক্ষত্রিয় সন্তান জানিতে পারিয়া ঐ দোষ ক্ষালন জন্য হিন্দুসমাজের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা লইয়াছেন। তদনুসারে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যাঁহারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব ব্যবহৃত 'দাস' এই উপ-উপাধি বর্জ্জন করিয়া ক্ষত্রিয়োপাধি ধারণে তৎপর হইয়াছেন; যেমন রামকৃষ্ণ দাস বসুর স্থানে রামকৃষ্ণ বসুবর্ম্মা, শ্যামাচরণ দাস মিত্রর স্থলে শ্যামাচরণ মিত্রবর্ম্মা ইত্যাদি।

ক্ষত্রিয় কায়স্থদিগের মধ্যে মাসাশৌচ পালনের যে নিয়ম প্রচলিত আছে, কায়স্থগণ তৎপরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশ দিন মৃতাশৌচ পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে যাহা হউক, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যদি কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় সন্তান বটেন, তবে কি কারণে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদিগের মধ্যে কতক লোক শূদ্রোপাধি "দাস" শব্দ উপ-উপাধিরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন? এদিকে কায়স্থগণের সাধারণতঃ সামাজিক অবস্থা এবং অবলম্বিত আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে উহাদিগকে কিছুতেই মনুক্ত চাকরের জাতি বা শূদ্রবর্ণ মনে হইতে পারে না। অধিকন্তু উহাদের আকৃতি প্রকৃতি বিদ্যাবুদ্ধি * এবং বংশানুক্রমিক কেবল লেখকবৃত্তি ধরিলেও (যাহা দ্বিজাতি নিন্দিত প্রেষ্য বৃত্তি নহে) উহাদিগকে শূদ্র বলিয়া অবধারণ করা যায় না। অপর সামাজিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থের স্থান, ইহা প্রতীতি হয়; দেখাও যায় কোন কোন প্রসিদ্ধ ঘটক কারিকায় কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়াও উল্লিখিত আছে। এতাবতা জাতিত্ব পুরস্কারে কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করা সুসঙ্গত হইতেছে। তবে কতক কায়স্থ মধ্যে যে দাসোপাধি কোথা ও কিরূপে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে তাহা অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। পাঠকদিগের তদ্বিষয়ক কৌতূহল তৃপ্তির জন্য নিম্নে যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইতেছে।

ইতিহাস পাঠিমাত্রেই ইহা অবগত আছেন যে, মহারাজ আদিশূর (যাঁহার অপর নাম জয়ন্ত) বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিয়া বঙ্গের পূর্ব্ব-দক্ষিণভাগে স্বীয় রাজ্যস্থাপন করেন। রাজা আদিশূরের রাজত্বকাল লইয়া অনেক মতভেদ থাকিলেও খৃঃ ৭৩২ হইতে ৭৮২অব্দ পর্য্যন্ত ঐ রাজত্বকাল অবধারণ করা সঙ্গত হইতে পারে।† কথিত আছে রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জ দেশের রাজা বীরসিংহের নিকট হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ যাজ্ঞিকব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। কেননা তৎকালে তাঁহার রাজ্যে তাদৃশ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। তদনুসারে মধ্যদেশ—কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদিগের রক্ষক স্বরূপ অন্য পাঁচজন লোক আসিয়াছিলেন, যজ্ঞ সমাপনান্তে সঙ্গি-পঞ্চকের সহিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে উঁহারা সকলেই পুত্রকলত্রাদিসহ

* যদি কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের তালিকা অনুধাবন করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, ব্রাহ্মণ সংখ্যার পরেই কায়স্থের সংখ্যা, কেবল তাহাই নহে; "গুণক্রম" ধরিলেও ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থের স্থান, ইহা লক্ষিত হইতে পারিবে।

† শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত রাজন্যকাণ্ড ১০৭-৮ পৃঃ দেখ।

পুনরায় গৌড়রাজ্যে প্রত্যাগত হন। তদনন্তর তাঁহার সকলেই রাজদত্ত বিভিন্ন শাসন গ্রাম লাভ করিয়া তৎ তৎ স্থানে বাসস্থাপন করেন। কি নিমিত্ত উহারা সকলে স্বীয় স্বীয় জন্মভূমি চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া, গৌড়দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন, রাজা আদিশূর স্বকীয় রাজ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব পূরণ জন্য ঐ ব্রাহ্মণদিগকে এবং বিশেষ বিশেষ রাজকার্য্য সুসম্পাদিত হইবার জন্য সঙ্গী পঞ্চ জনাকেও কান্যকুব্জ হইতে পুনরায় স্বরাজ্যে আনাইয়া শাসন গ্রাম প্রদান পূর্ব্বক বাস করাইয়াছিলেন। আবার, কাহার কাহার মতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ দেশে ফিরিয়া গেলে তথাকার সমাজ-নেতৃগণ রাজা আদিশূরকে হীন জাতীয় মনে করিয়া তৎকৃত যজ্ঞে যাজন ও দান গ্রহণ করায় তাঁহাদিগের পাতিত্য ঘটিয়াছে, অবধারণ করেন। সেজন্য ঐ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে সমাজে পুনঃ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। এই হেতু ঐ ব্রাহ্মণেরা গৌড়রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া তথায় বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সঙ্গি-পঞ্চকেরাও বোধ হয় পতিত ব্রাহ্মণের সংসর্গ-দোষে পাতিত্য সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া উহাদিগকেও সামাজিকেরা সমাজে গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং ইহাদিগেরও ঐ ব্রাহ্মণদিগের সহিত গৌড়ে আসিয়া বাস করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এই বিভিন্ন মতের মধ্যে কোনটি সত্য তাহা অবধারণ করা সম্ভবপর না হইলেও প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর সঙ্গত মনে হইতে পারে। যেহেতু রাজা বীরসিংহ যখন স্বরাজ্য হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি রাজা আদিশূরকে ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়াই জানিতেন।* তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ সঙ্গীদিগের যজ্ঞে লিপ্ত থাকা বা প্রতিগ্রহের'ত কোন অধিকারই ছিল না; সুতরাং তাহাদিগের পাতিত্যের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা হউক, ইহা সকলেই বিশ্বাস করেন যে, ঐ ব্রাহ্মণ-সঙ্গীরা আর কেহ নহে, বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের ঘোষ বসু প্রভৃতি পাঁচ বংশের পূর্ব্ব বা বীজ পুরুষ। পরন্তু তাম্রশাসনাদি হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে, আদিশূরের পূর্ব্বেও পাশ্চাত্য দেশ হইতে মিত্র, ঘোষ, দত্ত, নাগ প্রভৃতি কায়স্থ বংশীয়েরা সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে গৌড়দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এস্থলে উহাদিগের বিশেষ পরিচয়ের প্রয়োজন নাই; কেবল উপরি উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ সঙ্গী কায়স্থ পঞ্চকেরই কথা উল্লেখ আবশ্যক হইতেছে। এই ব্রাহ্মণ সহযাত্রীদিগের জাতিপরিচায়ক তাদৃশ কোন ইতিবৃত্তের অভাবে আমরা রাজতরঙ্গিণী, মহানির্ব্বাণ-

* রাজতরঙ্গিণীতে প্রকাশ যে, কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড় কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতীয় এবং আদিশূরের কন্যা তাঁহার রাজমহিষী ছিলেন।

তন্ত্র এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটককারিকা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহা সকলেই জানেন যে, রাজা বল্লালসেন বঙ্গের কায়স্থদিগের কুল নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে কুলাচার্য্য ঘটকগণ কায়স্থ-বংশের কারিকা প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। কথিত আছে, ঐ সকল কারিকা আদিশূরের ৪।৫ শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। কাজেই উপযুক্ত ইতিবৃত্তের অভাবে আদিশূরের সময়ের ঘটনাবলী যথাশ্রুত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এই হেতু কায়স্থদিগের জাতি সম্বন্ধে প্রাচীন ও নব্য কারিকাকার ঘটকদিগের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দেখা যায়, কোন কারিকায় কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থকে ক্ষত্রিয়, কেহ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী, কেহ বা শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে কায়স্থগণ জাতিতে ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন ছিলেন। কালক্রমে তাঁহারা গৌড়ে বাস করিতে করিতে তাঁহাদের বংশধরেরা ব্রাত্যদোষে দুষ্ট ও শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছেন।* নতুবা তাঁহারা কদাচ শূদ্রজাতি ছিলেন না। আমরা কথিত উক্তি সমর্থনার্থ নিম্নে কয়েকটী প্রমাণ আলোচনা করিতেছি।—

(১) বঙ্গীয় দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থদিগের কারিকায় একাধিক স্থলে উক্ত আছে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকট হইতে সভৃত্য ও সদার ৫ জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। অপর, ঐ ভৃত্যগণ শূদ্র ছিলেন। পরন্তু কারিকায় আদিশূরের রাজসভায় উহাদিগের যেরূপ পরিচয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে উহারা শূদ্র বা ভৃত্য ছিলেন, ইহা প্রতীতি হয় না। ব্রাহ্মণ সঙ্গী ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ এবং দত্তের পরিচয়ে যেরূপ বিশেষণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কদাচ শূদ্র বাচক হইতে পারে না। দত্তোপাধিক সঙ্গীর পরিচয় এইরূপ, যথা—

"অহং চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী।
সু-দত্তকুলসম্ভবো নিখিল শাস্ত্র বিদ্যোত্তমঃ॥
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো।"

অর্থাৎ—মহারাজ! আমি কুলীনের প্রধান, নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ, দত্তবংশীয় পুরুষোত্তম। আপনার রাজ্য দেখিবার জন্য এই ব্রাহ্মণদিগের সহিত আগমন করিয়াছি।

অপর, অন্যান্য কারিকায় উক্ত আছে যে, মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র ও বিরাট গুহ এই চারিজন সঙ্গী সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের দাস বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। পঞ্চম পুরুষোত্তম দত্ত সেরূপ পরিচয় না দিয়া ব্রাহ্মণগণের

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত রাজন্য বা কায়স্থ কাণ্ডের ১ম অংশ দেখ।

রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে রাজভবনে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তম সঙ্গকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতেঽস্মি তবালয়ে॥"

রাজ ঘটক কারিকা—বিশ্বকোষ ধৃত।
কায়স্থ-কুলদীপিকা, সম্বন্ধ নির্ণয় ধৃত।

এতদ্ভিন্ন কায়স্থ-কৌস্তুভকার পুরুষোত্তমদত্তের উক্তি বঙ্গভাষায় এইরূপ ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

দত্ত কারো ভৃত্য নহে সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্য্যটন॥

লালমোহন বিদ্যানিধি ধৃত।

এক্ষণে জানা গেল, পুরুষোত্তম দত্ত কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য ছিলেন না, পরন্তু সঙ্গী মাত্র ছিলেন। এদিকে তিনি নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ, প্রধান কুলীন ও তীর্থপর্য্যটকও ছিলেন, কারিকাকার তাহা বলিতে ত্রুটী করেন নাই। অথচ এই তথাকথিত ভৃত্য যে কোন্ বর্ণ বা জাতীয় ছিলেন, ঘটকরাজ তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। পাঠকগণ! কোন শূদ্রের কি তাদৃশ বিশেষণে ভূষিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে?

(২) অপর, দেখা যাক্, অপেক্ষাকৃত নব্য ঘটক ধ্রুবানন্দের পুত্র সর্ব্বানন্দ কি বলিয়াছেন। ইনি স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ ঘটককৃত কারিকায় দৃষ্টি পূর্ব্বক 'কুলতত্ত্বার্ণব' নামক একখানি ব্রাহ্মণদিগের কারিকা সঙ্কলন করিলেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি কান্যকুব্জ হইতে গৌড় রাজ্যে আনীত ব্রাহ্মণদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহাদের সঙ্গী পঞ্চকের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই,—

"নৃপাদেশে তে শূরৈ রক্ষকৈঃ পঞ্চভিঃ সহ।
বিপ্রাদ্রাজন্যজাতৈ বঙ্গদেশং সমাযযুঃ॥"

অর্থাৎ কান্যকুব্জ নৃপতির আদেশে সেই ব্রাহ্মণেরা পঞ্চ বলবান রক্ষক (যাহারা ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভে উৎপন্ন) গণের সহ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

ইহাতে প্রতীতি হয়, এই নব্য ঘটক কায়স্থ পঞ্চকের উৎপত্তি বর্ণনায় তদীয় পিতৃদেব ও অন্যান্য বিখ্যাত ঘটকদিগের উক্তির বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। পিতা এবং পিতামহ স্থানীয় প্রাচীন ঘটকেরা ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের আগমন সম্বন্ধে

সমকালিক প্রচলিত কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া কারিকায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য ভুল থাকা সম্ভব এবং তাহা পুত্র বা পৌত্র স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক উৎকৃষ্টতর প্রমাণ সহায়ে সংশোধিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেননা প্রসিদ্ধ আছে "দোষো বাচ্যা গুরোরপি"। পরন্তু সর্ব্বানন্দের উক্তির পোষকে তাদৃশ প্রমাণ আছে কিনা অথবা উহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত, তাহা অনুশীলন করিয়া দেখা উচিত হইতেছে।

(ক) জানা যায়, প্রাচীন ও বিখ্যাত ঘটক দেবীবর এবং তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হরিনন্দ স্বীয় স্বীয় কারিকায় কায়স্থকে শূদ্র বা ভৃত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব কোন্ বা কোন্ কোন্ কারিকা প্রমাণে সর্ব্বানন্দ যে কায়স্থকে শূদ্র বা দাস বলিয়া মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি রূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। অধিকন্তু, যদিও শাস্ত্রানুসারে মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি ব্রাহ্মণ পিতার সদৃশ এবং মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া নির্দ্দেশিত, তথাপি তাহারা অনুলোমজাত সঙ্কর, সেজন্য শাস্ত্রে উহাদিগকে দ্বিজধর্ম্মী পরিগণিত করিয়াও দ্বিজাতির হেয় বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা অর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। যথা—

উশনা স্মৃতি :—

"হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাবষিক্তানাম্।"

কুল্লূকভট্টধৃত মনু ১০।৫ শ্লোকের টীকা।

অর্থাৎ হস্তী অশ্ব, রথ ও অস্ত্রধারণ শিক্ষা দেওয়া মূর্দ্ধাবষিক্তের বৃত্তি।

অতএব সর্ব্বানন্দ ঘটককৃত শ্লোকে মূর্দ্ধাবষিক্তের বিশেষণে যে যে শব্দ (শূর, রক্ষক,) প্রযুক্ত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা মূর্দ্ধাবষিক্তে কদাচ প্রযুজ্য হইতে পারে না; বরং তাদৃশ বিশেষণ ক্ষত্রিয় জাতিতেই স্বাভাবিক ও প্রযুজ্য হইতে পারে।* আর এক কথা মহারাজ বীরসিংহ সুদূর গৌড়দেশে

* "প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ণমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥"

মনু ১০।৮৯

"বেদাভ্যাস ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
... ... বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥"

মনু ১০।৮০

"শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্বভাবজং॥"

গীতা ১৮।৪৩

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে পাঠাইবার জন্য, তাহাদিগের সঙ্গে রক্ষাকার্য্যনিপুণ বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয় সন্তান না দিয়া মূর্দ্ধাবসিক্ত পঞ্চককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাও সঙ্গত মনে হয় না। এতাবতা ব্রাহ্মণ সঙ্গীদিগের জাতি নির্দ্দেশ বিষয়ে সদানন্দের উক্তি সাধু বলিয়া গ্রহণীয় নহে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি সদানন্দের উক্তি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত অথবা অপসিদ্ধান্ত প্রসূত? লেখক এই শেষরূপই মনে করেন। কেননা ইহা অসম্ভব নহে যে, সর্ব্বানন্দ ঘটক আবাল্য শুনিয়া আসিতেছিলেন, পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী ত্রিসপ্ততিবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। তিনি জ্ঞানোদয়ে "কলৌ ক্ষত্রিয় বৈশ্যৌ ন স্তঃ" এবং "মহানন্দী পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ" (শুদ্ধিতত্ত্ব) ইত্যাদি রঘুনন্দনীয় মন্তব্যের সহিত পরিচিত হইয়া তথা অমরকোষে ক্ষত্রিয় পর্য্যায়ে মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দ সন্নিবেশিত দেখিয়া বঙ্গীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী না হইয়া মূর্দ্ধাবসিক্ত ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মী বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সর্ব্বানন্দ অন্যান্য ঘটকের কৃত ব্রাহ্মণ সঙ্গীদিগের শূদ্র পরিচয়ের বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়াচারী মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি বলিয়া অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাই উপলব্ধি হয়। যদি বল যখন কোন কোন কায়স্থ কারিকাতেই উক্ত আছে যে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতিকে সদারভৃত্য পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ-পত্রী লিখিয়াছিলেন, আবার ঐ ব্রাহ্মণ সঙ্গীরা (তাহাদের মতে অন্ততঃ ৪ জন) যখন আদিশূর-রাজ-সভায় আত্ম পরিচয়ে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণগণের দাস বলিয়া ব্যক্ত করার কথা নির্দ্দেশ আছে, তখন তাহাদিগকে শূদ্রজাতি বলিয়া অবধারণ করাই'ত সঙ্গত হইতে পারে। তদুত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আদিশূরের যজ্ঞ নিষ্পন্নের ৪।৫ শত বৎসর অতীত হইলে কুলকারিকা সকল রচিত হয়, ইহা অনেকে স্থির করেন। তৎকালে তাঁহারা ব্রাহ্মণসঙ্গীগণের বংশধর বঙ্গীয় কায়স্থকুলকে উপবীতহীন শূদ্রাচারী দেখিয়া এবং তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চতুষ্টয়ের আত্মপরিচয়ের কিম্বদন্তী শুনিয়া তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া অবধারণ করত স্ব স্ব কারিকায় ভ্রমাত্মক বর্ণনা করিয়া যাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, ব্রাহ্মণ-সঙ্গীদিগের আত্ম-পরিচয়ের মধ্যে যে 'দাস' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা তাহাদিগের জাতি নির্দ্দেশক নহে, প্রত্যুত শিষ্টতাব্যঞ্জক উক্তি মাত্র। কেননা উহা দত্তনামা সঙ্গীর আত্মপরিচয়ে এবং উহাদিগের বর্ণনায় বিদ্যা, আচার ও বংশখ্যাতি জ্ঞাপক বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ তথা রাজা আদিশূর হইতে সম্মান লাভ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। যদিও পুরুষোত্তম দত্তের আত্মপরিচয়ে বিপ্রগণের দাসত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় তাহা সাধারণ শিষ্টাচারের ত্রুটী

প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য এবং তজ্জন্য তাঁহাকে উহার প্রতিফলও ভোগ করিতে হইয়াছিল; * কিন্তু ঐ পরিচয় হইতে অন্যান্য সকল সঙ্গীর শাস্ত্রজ্ঞতা, তীর্থপর্য্যটন-শীলতা এবং ক্ষত্রিয়োচিত রক্ষাবৃত্তির কথাও স্পষ্ট জানা গিয়াছিল। রাজ-সভায়-দত্ত নামাসঙ্গীর পরিচয়ের কোন প্রতিবাদ না করিয়া অন্যান্য সঙ্গীগণেরা তুষ্ণিম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, (অর্থাৎ মৌনং সম্মতি লক্ষণম্) তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, সঙ্গিপঞ্চকও শূদ্র ছিলেন না, প্রত্যুত ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। অন্যপক্ষে তাঁহারা যদি শূদ্রই হইতেন, তবে তাঁহাদের কুলীনত্বের প্রসঙ্গই বা কেন হইত? দত্ত সঙ্গীর নিষ্কুল হইবার রাজাজ্ঞাও যে একেবারে অসম্ভব হইত। তবে যদি প্রশ্ন কর যে, ক্ষত্রিয় হইয়া কেহ কি 'দাস' বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিয়া থাকে? তাহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে তাহা একালে অসম্ভব নহে। ভাবিয়া দেখ বসু ঘোষগণ শাস্ত্রজ্ঞান ও বিনয় গুণের বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্গী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা বর্দ্ধনের অভিপ্রায়ে আপনাদিগের দৈন্য স্বীকার করিবেন তাহাতে বৈচিত্র্য কি? তাঁহারা অবশ্যই জানিতেন "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" † এবং—

"বিপ্রস্য কিঙ্করো ভূপো বৈশ্যো ভূপস্য কিঙ্করঃ।
সর্ব্বেষাং কিঙ্করো শূদ্রঃ ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ॥" ‡

অতএব আদিশূর-রাজ-সভায় ব্রাহ্মণ সঙ্গিগণ জাতিতঃ ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহারা যে বিপ্রদাসত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞতা ও আর্য্যশিষ্টতানু-সরণতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এরূপ না হইলে রাজা আদিশূর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে যেরূপ ভূম্যাদি দানের সহিত কৌলীন্য মর্য্যাদায় বিভূষিত করিয়া স্বরাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন, উহাঁদিগের সঙ্গিগণকে সেরূপ কুলমর্য্যাদার সহিত (দত্ত সঙ্গীকে কুলমর্য্যাদায় বঞ্চিত করিয়াও) পাঁচখানি শাসন গ্রাম দিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করিতেন না। পক্ষান্তরে আদিশূরের রাজ্যে শূদ্র জাতির কিছুমাত্র অভাব ছিল না। অতএব তৎকর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে শূদ্রপঞ্চককে তথায় আনয়ন ও উহাঁদিগকে তাদৃশ সম্মান ও ভূমিদানপূর্ব্বক স্বরাজ্যে বসবাস করাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিতে পারে না। যদি স্বীকার করা যায় যে, ব্রাহ্মণের সঙ্গিপঞ্চকেরা

* "চকার নৃপতিঃ স তং বিয়নহীতো নিষ্কুলম্।"
দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা, শব্দকল্পদ্রুম ধৃত।
(কায়স্থ শব্দ)

† চাণক্য নীতি।

‡ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—শব্দ কল্পদ্রুমধৃত।

ক্ষত্রিয় সন্তান ছিলেন সুতরাং উপবিতীও ছিলেন (নগেন্দ্রবাবু তাঁহার রাজন্য বা কায়স্থকাণ্ডে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন) তবে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, তাঁহারা কিরূপে ও কতকাল হইতে শূদ্রাচারে পরিণত হইয়া বঙ্গীয় পূর্ব্বাধিবাসী কায়স্থদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন? এ সম্বন্ধে প্রকৃত কোন ইতিহাস না থাকায় উহার সঙ্গত উত্তর যেরূপ হওয়া সম্ভব, অতঃপর তাহার কথঞ্চিৎ উত্তর দেওয়ার প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

গৌড়-কাহিনী।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বদেশ যাত্রা!

সমস্ত রাত্রি মাধবীর নিদ্রাকর্ষণ হইল না। আহা! কেদারেশ্বর তো তাঁহাকে ভুলেন নাই। কেদারেশ্বর ছদ্ম অশ্বারোহী বেশে দেদ্দপুর সজ্ঞারামের সেই নিদারুণ বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন—কি আশ্চর্য্য, মাধবী তাঁহাকে চিনিতেই পারেন নাই। তাঁহাকে চিনিতে না পারায় কেদারেশ্বর তখন কি মনে করিয়াছিলেন? সেই ছদ্মবেশী যোদ্ধার কণ্ঠস্বর শুনিয়া একবার কেদারেশ্বরের স্বরের কথাই তাঁহার মনে হইয়াছিল,—সেই যোদ্ধার সুদীর্ঘ-আকৃতি তৎকালে ঠিক কেদারেশ্বরের আকৃতির কথাই তাঁহাকে মনে করিয়া দিয়াছিল—কিন্তু তিনি যে স্বয়ং কেদারেশ্বর হইতে পারেন, তাহা তো স্বপ্নেও তাঁহার মনে হয় নাই। না জানি কেদারেশ্বর তৎকালে মনে মনে কতই কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন। এক্ষণে কেদারেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সেই কথা লইয়া মাধবীর সহিত না জানি কত তামাসাই করিবেন। যাহা হউক, তিনি সাক্ষাৎ হইবামাত্র কেদারেশ্বরের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। তাহা হইলে কেদারেশ্বর কি তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন। হায়! কবে সে সুখের দিন আসিবে? কবে আবার কেদারেশ্বরের সহিত পুনরায় তাঁহার দেখা হইবে?—এইরূপ সহস্র সহস্র চিন্তায় তাঁহার নিশা নিমিষের ন্যায় অবসান হইয়া গেল।

প্রত্যুষে তঁহারা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর নিকট মাধবীর প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া রাজপুরীর সকলেই অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। কিন্তু এত শীঘ্র তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। জল পথে গমন সুবিধাজনক বলিয়া তাহারই ব্যবস্থা হইল।

তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই তাঁহারা নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনুকূল বায়ু প্রবাহ ও স্রোতের সাহায্যে সুদক্ষ নাবিকগণ নৌকা বাহিয়া দ্রুতবেগে চলিল। সুদূরপ্রসারী অনন্ত জলরাশি বক্ষে বহন করিয়া কলনাদিনী খরপ্রবাহিনী সুরধুনী সাগরপানে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরবর্ত্তী শ্যামায়মান তীরদেশ সুনীল আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী তটভূমি, যতদূর দৃষ্টিপড়ে, কেবলই হরিদ্বর্ণ নানা জাতীয় রবিশস্যে আচ্ছাদিত হইয়া অনিল প্রবাহে হিল্লোলিত হইতেছে। নানা প্রকারের সবুজ বৃক্ষরাজি ইতস্ততঃ বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া আছে। তাহাদের নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত শীর্ষগুলি নির্ম্মল সূর্য্য কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। শীতল বাতাস বহিয়া বহিয়া নদী বক্ষের উপর দিয়া—উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া মৃদু মৃদু বহিয়া যাইতেছে। লাল, নীল, শুভ্র, কৃষ্ণ—নানা রঙ্গের নানা জাতীয় পাখিগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে দিগ্ দিগন্তে উড়িয়া বেড়াইতেছে—কখন বা সুমধুর কাকলী ধ্বনিতে দিগ্‌বধূগণকে শব্দায়মান করিয়া তুলিতেছে। মাঠের স্থানে স্থানে গবাদি পশুগণ নীরবে নিরুদ্বেগে চরিয়া বেড়াইতেছে। অদূরে রাখাল বালকগণ মনের আনন্দে মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেছে! কৃষকগণ শীতকালের উষ্ণ মধুর আতপ তাপের মধ্যে নিশ্চিন্ত চিত্তে মাঠে মাঠে নানা প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—কেহ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে—কেহ বীজ বপন করিতেছে—কেহ বা শস্য সংগ্রহ করিতেছে। নাগরিক জীবনের কোলাহল ও উত্তেজনা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না।

নদীবক্ষে নানা শ্রেণীর সারি সারি অসংখ্য তরণী—কেহ স্রোতের অনুকূলে, কেহ প্রতিকূলে চলিয়াছে। কেহ ক্ষুদ্র—কেহ বৃহৎ—কেহ পুণ্যবাহী—কেহ ভারার্ত্ত—কেহ পাল খাটাইয়াছে—কেহ ক্ষেপণীযোগে চালিত হইতেছে—কেহ বা আরোহী লইয়া ছুটিয়াছে। নদীতীরে ছোট বড় বহু সংখ্যক বন্দর—বন্দরে বন্দরে বহু সংখ্যক বিপণি। নিম্নে বন্দরের ঘাটে বহু সংখ্যক নৌকা লাগিতেছে—ভাঙ্গিতেছে। নৌকাস্বামীগণ নানা দেশজাত বিবিধ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেছে—বিক্রয় করিতেছে। কোন কোন নির্জ্জন ঘাটে বর্ষীয়সী—প্রৌঢ়া, যুবতী, বালিকা,

ক্ষীণাঙ্গী, স্থূলাঙ্গী, গৌর-কৃষ্ণ-শ্যাম নানা শ্রেণীর নানা প্রকারের নানা বর্ণের রমণীগণ কেহ নদী জলে আবক্ষ নিমগ্ন করিয়া স্নান করিতেছে—কেহ বা স্নানান্তে কলসী-কাঁকে মন্থর গতিতে গৃহপানে চলিয়াছে—কেহ ঘাটে বসিয়া গল্প করিতেছে—কেহ একত্র হইয়া জটলা করিতেছে।

এইরূপ নানা প্রকারের অসংখ্য দৃশ্যরাজি দেখিতে দেখিতে তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। সুদূর চক্রবাল রেখার উপরে সূর্য্যদেবকে একটি প্রকাণ্ড সুবর্ণগোলকের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। পশ্চিম-কাশের পাতলা শুভ্র মেঘগুলি ক্রমে ক্রমে সমুজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। আকাশের গায়ে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখিগুলি কেমন সুন্দর দেখাইতে লাগিল। মাধবী একদৃষ্টে এই সব দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নিজের হৃদয়ের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। তাহাও যেন আজ অনন্ত আশার সমুজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ। শীঘ্রই কেদারেশ্বরকে দেখিতে পাইবেন—বহু দিবসের বিচ্ছেদের পর আবার কেদারেশ্বরের মধুর মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিবেন, এই একমাত্র চিন্তায় তাঁহার সমগ্র হৃদয়-কন্দর আজ পূর্ণ। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে অস্তাচলের পশ্চাতে ডুবিয়া গেলেন। জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্রমালা উদিত হইল—যেন দেববালাগণ আকাশের গায়ে সান্ধ্য-প্রদীপমালা জ্বালাইয়া দিলেন। ক্রমে অন্ধকার চলিয়া গেল। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। জ্যোৎস্নার বন্যায় আকাশ ও ধরিত্রী ভাসিয়া গেল। আজ সুদীর্ঘ দুঃখের পর মাধবীর হৃদয়েও আনন্দের বন্যা বহিতেছে। কত সুখ স্বপ্ন তাঁহার মানস নেত্রের সম্মুখে একে একে ভাসিয়া উঠিতেছে—কত মোহন চিত্র তাঁহার চিত্তপটে ধীরে ধীরে অঙ্কিত হইতেছে—তাহার সীমা নাই—সংখ্যা নাই—ইয়ত্তা নাই। তাঁহার কখন মনে হইতেছে যেন তাঁহাদের পৈতৃক আবাস—পৈতৃক বিভব সমস্তই ফিরিয়া পাইয়াছেন—কেদারেশ্বরের সহিত শুভপরিণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছেন—তাঁহারা পরস্পরের হাত ধরিয়া তাঁহাদের সেই সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন—চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণের নানা জাতীয় সুগন্ধি পুষ্পরাজি স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া হাস্য করিতেছে—মৃদুল গন্ধবহ ধীরে ধীরে গন্ধ আহরণ করিয়া রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে—নিম্নে সরোবরে চন্দ্রকরোজ্জ্বল সলিলরাশি গলিত স্ফটিকবৎ শোভা পাইতেছে—কেদারেশ্বর বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুরভি—সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর কুসুমগুলি তুলিয়া তুলিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেছেন—আর তিনি সরোবর সোপানে বসিয়া বসিয়া তদ্দ্বারা মাল্য রচনা করিয়া

কেদারেশ্বরের গলদেশে পরাইয়া দিতেছেন। এইরূপ শত শত চিন্তা তাঁহাকে মগ্ন করিয়া—উন্মাদিনী করিয়া তুলিতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন চলিতে লাগিলেন। নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে—নানা চিন্তার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় একটি ঘাটে আসিয়া তাঁহাদের তরী তীরলগ্ন হইল। এই স্থান হইতে একটি প্রশস্ত রাজপথ ঘুরিয়া ফিরিয়া মহাস্থান দুর্গপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া তাঁহাদিগকে মহাস্থানে যাইতে হইবে।

তরী তীরলগ্ন হইল বটে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একটা ভীষণ কোলাহল ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিল। সেটা তীরের দিক হইতে আসিতেছিল। তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখের প্রকাণ্ড প্রান্তরাভ্যন্তরে অদূরে অসংখ্য আলোক মালা জ্বলিতেছে—আর বহুলোকের কোলাহলে সে স্থান মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ চীৎকার করিতেছে—কেহ গর্জ্জন করিতেছে—কেহ আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ ডাকিতেছে—কেহ হাঁকিতেছে—শৃগালেরা রব করিতেছে—সারমেয়গণ কলহ করিতে করিতে ছুটিতেছে।

লোকনাথ স্বামী গম্ভীর ভাবে নির্নিমিষ লোচনে কিয়ৎকাল সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন "একটা ভীষণ যুদ্ধের শেষ চিহ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এখনই সমস্ত জানিয়া আসিতেছি। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তোমরা সাবধানে নৌকায় অবস্থান কর।" এই বলিয়াই তিনি লম্ফ দিয়া তীরে অবতরণ করিলেন এবং দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ অন্ধকার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

"ভীষণ যুদ্ধের শেষ চিহ্ন" এই কথাগুলি মাধবী শুনিবামাত্র তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। অঙ্গরাজপুরীতে প্রথম সাক্ষাৎকালে সন্ন্যাসী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মাধবীর স্মৃতিপথে উদিত হইল। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন যে, কেদারেশ্বর ও বাহুবলদেব পলায়মান হরির পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। তবে কি হরির সৈন্যদলের সহিত কেদারেশ্বরের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? যুদ্ধে তো জয় পরাজয়ের—জীবন মৃত্যুর নিশ্চয়তা নাই। তবে কোন পক্ষের পরাজয় হইল?—কে কে মৃত্যু মুখে পতিত হইল? কেদারেশ্বরের পক্ষের তো পরাজয় ঘটে নাই? অভাগিনী মাধবীর হৃদয়-দেবতা—জীবন সর্ব্বস্ব—ইহ পরকালের দেবতা—জীবনের জীবন কেদারেশ্বরের তো

কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? আর যদি কেদারেশ্বরের পরাজয়ই হইয়া থাকে—যদি যুদ্ধে কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে—যদি.....। মাধবী আর ভাবিতে পারিল না—সে নিদারুণ কথা মনে করিতেই তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মের স্রোত ছুটিল—অবশেষে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া শয্যার উপরে পতিত হইলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা বি-এল্।

নিঃক্ষত্রিয়।

স্বাস্তসাহী তাহেরপুরের প্রসিদ্ধনামা ভূমধ্যিকারী শ্রীযুক্ত শশীশেখরেশ্বর রায় বিগত মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ উপলক্ষে কাশীর 'ত্রিশূল' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ যে সৈন্য সাজিয়া যুদ্ধে যাইতে ও যুদ্ধ করিতে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মূলতঃ তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখিত। ঐ সকল প্রবন্ধ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া 'শোণিতাঞ্জলী' নাম গ্রহণ করত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানির ৪৬ পৃষ্ঠার পর পাদটীকায়, গ্রন্থকার ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত মতের পরিচয় দিয়াছেন, আমরা তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত করা কর্ত্তব্য বলিয়া নিম্নে আলোচ্য অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম :—

"পিতৃশত্রু ক্ষত্রিয় কুল সমূলে নাশ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরশুরাম শত্রু-শোণিত দ্বারা পাঁচটী সুবৃহৎ হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই শোণিত হ্রদ হইতে অঞ্জলিপূর্ণ রক্ত তুলিয়া লইয়া পরশুরাম পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। এখনও পঞ্জাব প্রদেশে এই পাঁচটী হ্রদ তীর্থ নামে খ্যাত রহিয়াছে। দ্বাপর যুগেও এই পাঁচটী মহাতীর্থরূপে পূজিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই শোণিত হ্রদ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—

"অমী রামহ্রদাপঞ্চ দৃশ্যন্তে পার্থ দূরতঃ।
তেষু সন্তর্পয়ামাস পিতৄন্ ক্ষত্রিয় শোণিতৈঃ॥"

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।"

'ক্ষত্রিয়কুল সমূলে নাশ' করার মূল শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলে সাধারণে উহা অনুধাবন করিতে যত্নবান হইতে পারিতেন। 'সমূলে' শব্দ প্রয়োগ করায়, লেখক তাঁহার পাঠকগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, পরশুরাম একেবারে সবংশে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন—বংশে বাতি দিতে কেহ ছিল না—ধরা-বক্ষে ক্ষত্রিয়ের নাম গন্ধ ছিল না। কিন্তু আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণে তাঁহার এই উক্তির অনৃতত্ব দেখিতে পাইতেছি। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ত্রেতার শেষ দ্বাপরের প্রথম সন্ধি সময়ে। এই মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যদি ক্ষত্রিয়কুল সমূলে নাশ প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে তৎপরে দ্বাপরে কৃষ্ণ ভীষ্মাদি ক্ষত্রিয়গণ কোথা হইতে কেমন করিয়া আবির্ভূত হইলেন? ক্ষত্রিয়কুল 'সমূলে' বিনষ্ট হইলে তাঁহাদের অস্তিত্বই বা পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় কেমন করিয়া? যখন পরশুরাম ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্য উদ্‌ভ্রান্তভাবে শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে ক্ষত্রিয় বীর প্রসেন রাজার মহিষীর গর্ভস্থ বালককে নিহত করিবার জন্য, তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, ক্ষত্রিয়কুল সমূল ধ্বংস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন গর্ভস্থ সন্তানকে ঘাতক ভার্গবের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য রাজমহিষী ভয়-ব্যাকুলচিত্তে পলায়ন করত, দাল্‌ভ্য মুনির শরণাপন্না হইলে, ভার্গব ও দাল্‌ভ্যের পরস্পর প্রতিশ্রুতিমূলে গর্ভস্থ বালক রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া, ক্ষাত্রবংশের শেষ নিদর্শন লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছিল। যদি রাজা বাহাদুরের কথিত ক্ষত্রিয় বংশ সমূলে বিনষ্ট হওয়ার কথাটা প্রকৃত হইত তাহা হইলে ভবভূতি প্রণীত "মহাবীর-চরিতে" রামের বিবাহ বাসরে পশুরামকে সয়তানের বেশে—ঘাতকের বেশে উপস্থিত হইতে দেখিতে পাইতাম না। ক্ষত্রিয়কুল সমূলে বিনষ্ট হইলে রাম দশরথাদিকেই বা আমরা কেমন করিয়া দেখিতাম? শোণিতাঞ্জলীর লেখক মহাশয় কি তাঁহার মনোজ্ঞ লেখনী ধারণ করিয়া আমাদিগকে এ বিষয়ে সন্দেহ মুক্ত করিবেন?

"রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ।
দত্তঃ কায়স্থধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥
প্রাপ্ত কায়স্থনামত্বাল্লেখ্যাবৃত্তিশ্চ ভূভৃতাম্॥"

স্কন্দ—রেণুকা ৪৭ অঃ ৪৪।৪৫ শ্লোক।

উল্লিখিত প্রমাণ বলে যদি রাজা বাহাদুর বলেন যে, পরশুরামের আজ্ঞায় গর্ভস্থ বালক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাতে আমাদের বক্তব্য যে—"ক্ষত্র-ধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ দত্তঃ কায়স্থ ধর্ম্মোঽস্মৈঃ" এই সকল পদের ধর্ম্ম শব্দের সহজার্থ ধর্ম্ম নহে এবং ঐ ধর্ম্ম শব্দের অর্থ জাতিও হইতে পারে না। জাতির সহিত ধর্ম্মের

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কারণ জাতিবিহিত কর্ম্মই শাস্ত্রে ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভগবান পরশুরামরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া ঐ ক্ষত্রিয় বালকের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার আজ্ঞা করিয়াছিলেন এইরূপ অর্থ কোন মতেই হইতে পারে না। কারণ—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ৪ অঃ ৮।

অতএব শ্রীভগবানের এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ ক্ষত্রিয় বালকের ধর্ম্ম নষ্ট করা হয় নাই। যখন ঐ বালক ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় নাই তখন সে যে জাতিভ্রষ্ট হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ—জাতির সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিশেষতঃ "প্রাপ্ত কায়স্থনামত্বাল্লেখ্যাবৃত্তিশ্চ ভূভৃতাং" এই বচনের দ্বারা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, উক্ত উভয়বিধ ধর্ম্ম শব্দের অর্থ বৃত্তি ভিন্ন জাতি বা জাতি বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম নহে। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ঐ ক্ষত্রিয় বালককে কায়স্থ ধর্ম্ম প্রদান করা হইয়াছিল এই কথা বলিবার পর কায়স্থ নাম প্রাপ্ত হইয়া রাজাদিগের লেখ্যবৃত্তি হইল। এই কথা শেষে মূল বচনে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ক্ষত্রিয় বালক ধর্ম্মচ্যুত হয় নাই—জাতিচ্যুতও হয় নাই। কেবল তাহার বৃত্তি ছেদ হইয়াছিল, কারণ—তিনি কায়স্থ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্যই "প্রাপ্ত কায়স্থনামত্বাল্লেখ্যা বৃত্তিশ্চ ভূভৃতাং" এই মূল বচন শেষে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ শ্লোকোক্ত মূল বচনটিই বিরুদ্ধ বাদীরা উদ্ধৃত রেণুকা মাহাত্ম্যের বচন গুলির মধ্যে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করেন না। আবার "দত্ত কায়স্থ ধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ" এই শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থ চিত্রগুপ্ত একটি মাত্র এবং তিনি ক্ষত্রিয় দেবতা। যদি বিভিন্ন জাতীয় অনেক চিত্রগুপ্ত দেবতা থাকিতেন, তাহা হইলে "চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ" এই বচন মূলে থাকিত না; অবশ্যই "চিত্রগুপ্তস্য" এই পদের তাহা হইলে কোন না কোন বিশেষণ থাকিত। উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বচন মূলে পাওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ, ধর্ম্মে ও জাতিতে এক, কেবল নামে ও কর্ম্মে পৃথক্। বৃত্তির সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। যথা—

"শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশুকৃষিবিশঃ।
আজীনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ॥"

মনু ১০ অঃ।৭৯ শ্লোক।

অর্থাৎ প্রজারক্ষণ নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্র ধারণ ক্ষত্রিয়ের জীবীকার্থ; বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি এই তিন বৈশ্যের জীবীকার্থ, কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দান, অধ্যয়ন এবং যাগ এই তিন কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ প্রযুক্ত হইতেছে যথা—

"ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ॥"

অত্রি ১৪।

অর্থাৎ যজন, দান ও অধ্যয়নই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং শস্ত্রাস্ত্র ধারিত্ব ক্ষত্রিয়ের জীবীকার্থ বা বৃত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ধর্ম্মের সহিত বৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। উল্লিখিত ক্ষত্রিয় বালকের শস্ত্রাস্ত্রধারিত্বরূপ ক্ষত্রিয় বৃত্তির ছেদ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে কায়স্থের লেখ্যবৃত্তি তাহাকে দেওয়ায়, কায়স্থ নাম প্রাপ্ত হইয়াও ঐ বালকের ক্ষত্রিয়ত্বের কোন হানি হয় নাই। অতএব কায়স্থের শস্ত্রধারিত্বরূপ ক্ষত্রিয় বৃত্তি না থাকায় তৎপরিবর্ত্তে লেখ্যবৃত্তি শাস্ত্রানুসারে কায়স্থকে দেওয়ায় কায়স্থেরও ক্ষত্রিয়ত্বের কোন হানি হয় নাই। কায়স্থের অস্ত্র ধারণ বৃত্তি নাই বলিয়াই যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় নহে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। সুতরাং ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ মূলতঃ এক। যাঁহারা কলিতে ক্ষত্রিয় নাই বলিয়া ঘোষণা করেন এবং যাঁহারা ক্ষত্রিয় বংশ পরশুরাম কর্ত্তৃক সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে বলিয়া ঢকা নিনাদে গগন বিদীর্ণ করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির বলিহারি দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

প্রজা সৃষ্টি করা ও সেই সৃষ্ট প্রজাকে রক্ষা করাই ভগবানের অভিপ্রেত ও কার্য্য ও বটে। ইহা লোকপ্রসিদ্ধ যে, পরশুরাম হিন্দুর এক অবতার বিশেষ। এক জনের পাপে বা দোষে সমগ্র জাতির ধ্বংস সাধিত করা, কার্য্যটি কি ভগবানের পক্ষে শোভমান—না কর্ত্তব্য? যাঁহারা হিংসা বা অজ্ঞতাবশে ক্ষত্রিয়কুল সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে তাঁহাদের এই উক্তিতে পরশুরামের অবতারত্ব বিঘোষিত না হইয়া পিশাচত্ব বিঘোষিত হইতেছে। কারণ একজনের দোষে লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী প্রাণীর প্রাণ সংহার ভগবানের কার্য্য হইতে পারে না—পিশাচের কার্য্য! একের দোষে বা পাপে অপরের দণ্ড, ইহা কোন্ শাস্ত্র বা বিজ্ঞান বা লোক সম্মত তাহা আমরা জানি না। অতঃপর রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য লেখনী তাহা বুঝাইবার জন্য অগ্রসর হইলে আমরা ধন্য হইব। আর, তিনি কেমন অবতার—কেমন জগন্মান্য—কেমন জগত পূজ্য "মহাবীরচরিতে" ভবভূতি বিশ্বামিত্রাদির মুখ দিয়া তাহা বেশ ফুটাইয়াছেন

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পরশুরাম একবিংশতিবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। নিঃক্ষত্রিয় শব্দের অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও সন্দেহ অপনোদিত হইতে পারে। সম্পূর্ণরূপে ক্ষত্রিয় নাশ হইলেই নিঃক্ষত্রিয় বলা যায়—নতুবা নহে। যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায় যে, প্রথম বার নিঃক্ষত্রিয় করিবার সময় ২।৪টা ক্ষত্রিয় পরশুরামের হাত হইতে পিছলাইয়া বা হাত ফস্‌কাইয়া পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া ২য় বার ক্ষত্রিয় বধের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ কারণেই একুশ বার পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বধের আয়োজন করিতে হইয়াছিল। যদি তাহাই হয় তবে কোন্ বৈয়াকরণিক ১ম হইতে ২১শ বার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বারে 'নিঃক্ষত্রিয়' শব্দ শাস্ত্র বক্ষে প্রয়োগ করিলেন, তাঁহার নামটি জানার প্রয়োজন। ১ম দ্বিতীয়াদি বারে যখন ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসাবশেষ রহিয়া যাইতেছে তখন 'নিক্ষত্রিয়' শব্দের প্রয়োগই অশুদ্ধ হইয়াছে এবং এরূপ স্থলে ঐ শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণ বিরুদ্ধও হইয়াছে। সুতরাং আমরাও সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ২১শ বারের পরও ধরাধামে ক্ষত্রিয় বিদ্যমান থাকিয়া পরশুরামকে বিদ্রূপ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করত বলিতেছিল যে, ধরাধাম নিঃক্ষত্রিয় হয় নাই, তোমাকে উপহাস করিবার জন্য এখনও প্রচুর ক্ষত্রিয় সশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে! আর একটি কথা আমরা সসম্ভ্রমে রাজা বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ১ম হইতে ২১শ বার পর্য্যন্তও ক্ষত্রিয় বংশ নির্ব্বংশ হইল, কিন্তু ২১শ বারেই যে ক্ষত্রিয় বংশ সমূলে বিনষ্ট হইল, তৎপরে আর ক্ষত্রিয়ের নাম গন্ধ থাকিল না, তাহার প্রমাণ কোথায়? একুশ বারের পরেও যে ধ্বংসাবশেষ ক্ষত্রিয় ছিল না তাহা কোন্ ঋষিবরের প্রণীত কোন্ শাস্ত্রগ্রন্থে পাইব?

যাহা হউক আমরা এ সম্বন্ধে আজ আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া রাজা বাহাদুরের অবগতির জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, সে কালের উচ্ছৃঙ্খল—বিপথগামী—ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকবুদ্ধি বিরহিত হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার ও শিক্ষা দিবার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সর্ব্বজনমান্য প্রধানতম পণ্ডিত নন্দকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ১২৭০ সালে মুদ্রিত ও কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার শিবচরণ কারফরমায়ের বাড়ী হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা" ৬১ সংখ্যার ৩৫ পৃষ্ঠায় কি লিখিত হইয়াছে দেখুন—

"পরশুরাম ক্ষত্রিয় বধে প্রতিজ্ঞা করিয়া একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রম মহেন্দ্রগিরি সন্নিকটে মহাস্থান। তিনি মহাবল পরাক্রান্ত, অদ্ভুত ক্ষমতাবান্ ঈশ্বরাবতার রূপে পরিচিত ছিলেন। নিঃক্ষত্রিয়পদে এককালিন সমস্ত ক্ষাত্রয় নাশ নহে, বাল-বৃদ্ধ-জরাতুর পরিত্যাগে কিশোর ক্ষত্রিয় নাশ করেন,

ঐ কালান্তরে বাল ক্ষত্রিয় কিশোরাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আসিয়া তাহাদিগকেও নাশ করিতেন, এরূপে ক্ষত্রিয় নাশ একবিংশতিবার করিয়া ছিলেন, তৎপরে আর করেন নাই।"

"... ... ... পরশুরামকৃত মহামারী সময়ে অনেকানেক ক্ষত্রিয়-স্ত্রী ব্রাহ্মণ গৃহে বিপ্রকন্যা বলিয়া লুকাইতা হইয়াছিল, ঐ সকল কন্যাগর্ভে বহুসংখ্যক পুত্র হয়, পরে তাহারাই ক্ষত্রিয়কুল বিস্তার করিয়াছিল। কিছুকাল পরে পরশুরাম নিজ সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বত-গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া তপোধর্ম্মে সংলগ্ন হন। তৎকালে তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে তদ্রাজধানী দিনাজপুরে বাণাসুর অধিকার করিয়া লয়। অপরাপর ক্ষত্রিয় সকল অপরাপর দেশ সকল অধিকার করিয়াছিল।"

অতঃপর আমরা অনুরোধ করি, রাজাবাহাদুর এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়া উপকৃত করিবেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মা ঘোষ চৌধুরী।

স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

কি উচ্চ প্রতিভালয়ে জন্মিয়াছ ধীর!
প্রতিভার লীলা খেলা স্বদেশ করেছে আলো,
কর্ম্ম গুণে স্বদেশের হল উচ্চ শির
সার্থক জনম তব ধন্য তুমি বীর!

ইংরাজ-রাজত্বে বল কে তোমার সম,
রাজকীয় উচ্চ পদে লভিয়াছে মনাসাধে
শ্বেতাঙ্গ বাঞ্ছিত সদা—অতি প্রিয়তম;
স্বদেশের হেনজন নাহি জানা মম।

এড্‌ভোকেট জেনারল হইলে যখন;
বিস্ময়ে স্বদেশবাসী, গাহিল আনন্দে ভাসি
প্রতিভার জয় গান সগর্ব্বে তখন;
ভাবিল ভারত ভাগ্যে ইহাই চরম!

তারপরে বড়লাট মন্ত্রণা সভায়,
আইন-সচিব হয়ে, কৃতিত্ব দেখালে গিয়ে
কৃষ্ণাঙ্গের অক্ষমতা নাশিলে ধরায় ;
চম্‌কে উঠিল যত শ্বেতাঙ্গ হৃদয় !

তব কর্ম্ম নিপুণতা করিল ঘোষণ,
ভারতের সুতগণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচক্ষণ
অযোগ্যতা দোষারোপ অতি অশোভন ;
জিত জাতি হয়ে তারা বিশ্বাস ভাজন।

তব সম ভাগ্যবান দুটী নাহি হেরি,
রাজার বিশ্বাস পাত্র, ভারতের কৃষ্ণগাত্র
আর কেহ নাহি হল ; তোমাকেই বরি,
সময়-সংসদে নিল ; যাই বলিহারি !

শান্তি-পরিষদে তুমি দেশ প্রতিনিধি,
রাজার আহ্বান পেয়ে, গিয়াছ গরবে ধেয়ে
সম্মানের পুষ্প বৃষ্টি শিরে নিরবধি
বর্ষিতেছে পরদেশে ভারতের বিধি !

প্রিভিকাউন্সেলে তুমি হয়েছ মেম্বর,
নাগরিক অধিকার, দিয়াছেন নৃপবর
ভারত-গগনে আজি তুমি শশধর,
তোমার কিরণে ধন্য ভারত-অম্বর !

কোন দিন যাহা নাহি চিন্তিয়াছি মনে,
স্বপনেও কভু যাহা, দেখি নাই ; আজি তাহা
সফল হইয়া গেল তব কর্ম্ম গুণে,
ভারত হইল ধন্য ইংরাজের দানে।

ভারতের সহকারী ষ্টেট্ সেক্রেটরী,
হইবে ভারতবাসী, একল্পনা হৃদে পশি
করেনি আনন্দদান একদিনও মরি !
অকস্মাৎ তুমি সেই পদ অধিকারী !

তুমি ধন্য, ধন্য তব রত্নগর্ভাদেবী,
দেশ ধন্য জাতি ধন্য, হইল তোমার জন্য
অক্ষয় প্রতিভালয়ে হও দীর্ঘজীবী ;
বড় হ'ক দেশবাসী তব গুণ সেবি !

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

ফতেয়াবাদ-আক্রমণ।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, মানসিংহ কর্ত্তৃক রাজা মুকুন্দরাম রায়ের ফতেয়াবাদ রাজ্য অক্রমণের বিবরণ আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি। বস্তুতঃ তাহা নহে, আমরা ফতেয়াবাদ রাজ্যাধিপতি মুকুন্দরামের অতি সাধের, অতি যত্নে ও কষ্টে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজের বক্ষঃরূপে পরিকীর্ত্তিত-ফতেয়াবাদ সমাজকে গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় জনৈক লেখক যে মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসহ্য বোধে, তদ্‌সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ফতেয়াবাদ আক্রমিত প্রবন্ধের নাম "বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রদ্বীপের প্রভাব।" লেখক মহাশয় চন্দ্রদ্বীপ সমাজের প্রভাব বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও মনক্ষুণ্ণ হইবার হেতু নাই। চন্দ্রদ্বীপের প্রভাব সমগ্র বঙ্গজ সমাজে অধুনা যতটা থাকুক বা না থাকুক, একদা চন্দ্রদ্বীপ-সমাজ বঙ্গজ-সমাজের শীর্ষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর না হইবেই বা কেন ? আদি সমাজ বিক্রমপুরের পতনের পরে সমস্ত কুলীন বংশই চন্দ্রদ্বীপ সমাজে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ফতেয়াবাদই বল, যশোর বা আধুনিক বিক্রমপুর সমাজই বল, সকল সমাজ প্রতিষ্ঠাতাকেই চন্দ্রদ্বীপ-সমাজ হইতে কুলীন আমদানী করিতে হইয়াছিল। শুধু কুলীনই বা বলি কেন, মধ্যল পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপ হইতে অন্যান্য সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিল। কাজেই চন্দ্রদ্বীপ সমাজের প্রভাব যে সর্ব্বত্র প্রসারিত একথা কে অস্বীকার করিবে ? ভাবিয়া দেখিলে সকলে এ তত্ত্বটুকুও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, যে চন্দ্রদ্বীপে যে যে বংশ কুলীন বলিয়া পূজিত ফতেয়াবাদ, যশোর, বিক্রমপুর সমাজেও সেই সেই বংশের বংশধরেরা কুলীন নামে সম্মানিত—পূজিত। অন্যরূপ ব্যবস্থা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কথা আরো একটু বিশদকরা

হউক, চন্দ্রদ্বীপের পদ্মনাভ সদানন্দ ঘোষের সন্তানেরা, গুণ্ডু, এড়ু, বিন ও বিদ গুহের বংশধরেরা, চন্দ্রপাণির সূর্য্য, মার্কণ্ডেয়, যুধিষ্ঠির বসুর অধস্তন পুরুষেরা, বৎস বসু ও আশ গুহের বংশজেরা অন্যান্য সমাজেও কুলীন বলিয়া মান্য ও গণ্য। কাজে কাজেই বলিতে হয়, সাক্ষাৎ ভাবে না হইলেও চন্দ্রদ্বীপের প্রভাব পরোক্ষভাবে সর্ব্ব সমাজেই বিস্তারিত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ রাজের প্রভাবাধীন না হইলেও উপনিবেশিক জার্ম্মাণগণের প্রভাবের জন্য যেরূপ আমেরিকার যুক্ত প্রদেশকে জার্ম্মাণ প্রভাবান্বিত বলা হয়, তদ্রূপ ফতেয়াবাদ, বিক্রমপুরাদি সমস্ত সমাজকে চন্দ্রদ্বীপের উপনিবেশী কুলীন প্রভাবাধীন জন্য চন্দ্রদ্বীপের প্রভাবান্বিত বলিলে অশোভন বা অন্যায় হয় না। পরিতাপের বিষয়, লেখক মহাশয়, চন্দ্রদ্বীপের প্রভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া ফতেয়াবাদ সমাজকে ঘৃণিত রূপে প্রতিপন্ন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও দৃষ্ট হয় না, এরূপ করিবার অনিবার্য্য কারণ না থাকিলেও বিদ্বেষ বশে তিনি হৃদ্‌গত হলাহল উদ্‌গীর্ণ করিয়া স্বসমাজ দ্রোহী সাজিয়াছেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যে অতি কঠোর।

ফতেয়াবাদ সমাজস্থ কুলীনগণকে কাপুরুষোচিত ভাবে আক্রমণ করার হেতু চন্দ্রদ্বীপ সমাজের প্রভাব" প্রবন্ধে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখককে ফতেয়াবাদের লোকেরা ফতেয়াবাদ সমাজের লোক বলিয়া স্বীকার করে না—উপেক্ষা করে—আদান প্রদান কালে যথেষ্ট অর্থের দাবী করে এবং কুলমর্য্যাদা ষোড়শ মুদ্রার ন্যূন গ্রহণ করিতে ফতেয়াবাদ সমাজের কুলীনেরা স্বীকৃত হয় না। এইরূপ অবস্থায় এই বিংশ শতাব্দীর আলোকে কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অধীর না হইয়া পারে?

প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিত আছে—"এখন ফতেয়াবাদের কথা বলিব। যে সমাজের আমি শ্রেষ্ঠ কুলীন শ্রীধরের সন্তান, তুমি মৌলিক গৌরীনারায়ের সন্তান চন্দ্রদ্বীপে সম্বন্ধ করিলে তুল্যভাবে 'বাঙ্গাল বলিয়া উভয়ই গৃহীত হই, সেই আমাদের ফতেয়াবাদের মস্তকাবনতির কথা বলিব।"

অনেকে হয়তঃ জানেন না, পরমানন্দী আমলের বিরোধের ফলে কয়েক শতাব্দী ফতেয়াবাদ ও চন্দ্রদ্বীপের কুলীন সন্তানগণের মধ্যে আদান প্রদান একেবারে বন্ধ ছিল। আত্ম-মর্য্যাদা-সম্পন্ন কোন কুলীন সন্তান আজও অবনতি স্বীকার করিয়া চন্দ্রদ্বীপের কুলীন আখ্যাতগণের সহ আদান প্রদান করেন না। উভয় শ্রেণীর কুলীনগণের মধ্যে যে বহু স্থানে পূর্ব্বে সংঘর্ষ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। চন্দ্রদ্বীপের কুলীনেরা ফতেয়াবাদের মৌলিকের সহিত কখন বা অনুন্নত কায়স্থগণের সহিত উদ্বাহের জ্বালায় রক্তের আদান প্রদান করিতে আসিতেন, তখনই উভয় সমাজের কুলীনগণের

পরস্পর বিদ্বেষ মূর্ত্তিমান হইয়া পড়িত। ফতেয়াবাদ সমাজস্থ কুলীনেরা সমতার দাবী করিলেই তাহারা মুড়ি মিছরি এক দরের কথা কহিয়া আপনাদের অসারত্বের পরিচয় দিতেন। ফতেয়াবাদের কুলীনেরাও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না—মুখের মত জবাব দিয়া নিরুত্তর ও সলজ্জ করিয়া ফেলিতেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল—"কাঁচিয়ালের পদ্মনাভ বংশের বিখ্যাত বাগ্মী বুলশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ৺হরিশ্চন্দ্র বেষ ঠাকুর, মাণিকদহের জমিদার ৺রামগতি রায় মহাশয়ের ভবনে এক বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের বহু কুলীন সন্তান বরযাত্রী হইয়া আসিয়া ছিলেন। ফতেয়াবাদ সমাজের কুলীনেরা সভাস্থ হইয়া চন্দ্রদ্বীপের কুলীনদিগকে সভাসীন হইবার জন্য আহ্বান করেন। তাহাতে চন্দ্রদ্বীপের কেহ কেহ গর্ব্বভরে বলেন, "ফতেয়াবাদে আবার সভাস্থ হইব কি—এখানে ত আমাদের সমকক্ষ কেহ নাই, এখানকার কুলীন মৌলিকদিগকে আমরা একরূপই মনে করিয়া থাকি—ইতর বিশেষ কিছু মনে করি না।" এই কথা শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র বলিলেন—"মহাশয়-গণ, ঘরের মধ্যে থাকিয়া বড়াই করিলে শোভন হয় না। সভায় আসিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারি, সবই সমান কিনা?" অতঃপর কুলীনেরা সভাস্থ হইলে ঘোষ ঠাকুর একটি গল্প বলিয়া তাঁহাদের অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করত নিরুত্তর ও অপ্রস্তুত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাত্মাগণ, আপনাদের জানা আছে, বর্ষার সময় আমাদের দেশ জলে ডুবিয়া থাকে; গরু চড়াইবার কোন সুবিধা থাকে না; গরীবেরা খড়ও সংগ্রহ করিতে পারে না। মাঠ হইতে নানা জাতীয় ঘাস কাটিয়া আনিয়া গরুকে খাইতে দেয়। গরু পেটের ক্ষুধায় ঘাস উদরস্থ করে—সে বিচার করিয়া ঘাস খায় না—তাহার ক্ষুধার মুখে ধান-পাট-দল-লতা প্রভৃতি সকল ঘাসেরই একদর। মহাশয়গণও পেটের জ্বালায় যখন ফতেয়াবাদে পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে আসেন, তখন, কুলীন মৌলিক ভালমন্দ বিচার করিবার আপনাদের সময়ও হয় না—আবশ্যকও হয় না; যেহেতু আপনাদের শুধু অর্থেরই প্রয়োজন!"

পূর্ব্বের বিদ্বেষের কাহিনী অধুনা কীর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন। আজকাল চন্দ্রদ্বীপের সুশিক্ষিত মর্য্যাদাসম্পন্ন কোন কুলীন বংশধরই ফতেয়াবাদ-সমাজের প্রতি অসম্মানজনক বাক্য প্রয়োগ করেন না, উত্তরোত্তর উভয় সমাজে প্রীতির প্রবাহই প্রবহমান দৃষ্ট হয়। তবে একেবারে যে চন্দ্রদ্বীপের কেহই অসদুক্তি প্রয়োগ করেন না, তাহাও নহে। যাহারা অশিক্ষিত—অনুন্নত এবং ফতেয়াবাদের আনাচ কানাচের অনুন্নত কায়স্থের রক্তে পরিপুষ্ট, তাহারা আজও ফতেয়াবাদের কুলীনগণের নিকট উপেক্ষা ও অপমান লাভ করিয়া তীব্র যাতনার অমোঘ ঔষধ স্বরূপ পরমানন্দী

অবমানের 'বাবা বোল' আওড়াল। ঐ শ্রেণীর কুলীনগণের সহিত ফতেয়াবাদের কুলীনেরা যে ওক্তি ভোজনও করেন না, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। লেখক এইরূপ গ্লানিকর কথা লিপিবদ্ধ করিয়া কি উদ্দেশ্য সাধন করিলেন, বুঝিতে পারা গেল না। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"মরা পদ্মার উত্তরাংশের ঘোষ বসু প্রভৃতি কুলীনদিগকে নিতান্ত উপেক্ষার সহিত দেখিয়া থাকেন। আদান প্রদান কালে বিপুল অর্থের দাবী করেন। কুলীন বিদায়ের সময়ে ষোড়শ মুদ্রার নিম্নে কেহ উচ্চ বিদায় লইতে চাহেন না। অথচ যদি কুলের পরিচয় দেই, তাহাতে অনেকেই আমার প্রতি আরক্ত দৃষ্টি করিতে ভুলিবেন না। * * * আমাদের এই ফতেয়াবাদ সমাজে যাহারা মরা পদ্মার দক্ষিণাংশে বাস করেন, তাঁহাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে খুজিয়া পাওয়া যায় না।" আহা! লেখকের ভদ্রতা কি অনাবিল! মরা পদ্মার দক্ষিণের কুলীনগণকে মূলশূন্য বলিয়া গালি দিতে তাঁহার কি অপার আনন্দ! মরাপদ্মার দক্ষিণের কুলীনগণের বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিলেই চক্ষুস্থির! পক্ষান্তরে মরাপদ্মার উত্তরের সকলেই বংশাবলী সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ যাহারা ফতেয়াবাদ সমাজে প্রকৃত কুলীন বলিয়া স্বীকৃত পূজিত, তাহারাই ভুঁই ফোঁড়! আর যাঁহারা ফতেয়াবাদের অন্তর্গত হইতে চাহেন, কুলীনেরা বহির্দ্দেশে থাকিতেই বাধ্যকরেন—সমাজ অভ্যন্তরে ঢুকিতে যাঁহাদের ইচ্ছাসত্ত্বেও সক্ষম হন না, তাহারা ভুঁই ফোঁড়'ত কিছুতেই নহেন; অত্যুচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন কুলীনের অবিসম্বাদিত বংশধর! লেখক ভুলিয়া গিয়াছেন, ইংরাজী শিক্ষার ভয়ে বংশাবলী রক্ষার প্রবৃত্তি মধ্যযুগে হ্রাস হইয়াছিল; তাহার ফলে অনেক বংশের বংশ তালিকা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাহারও বংশ বিবরণ গৃহদাহে কাহারও বা কীটের অত্যাচারে কাহারও অযত্নে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকের বংশাবলী অদ্যাপি অবিকৃত রহিয়াছে। যে চন্দ্রদ্বীপের তিনি প্রভার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের কয়জনেই বা বংশ বিবরণ জানেন? কুলাচার্য্যের প্রতি নির্ভর ব্যতীত তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই। সম্প্রতি আমি যশোর সমাজের কোন বৃদ্ধ কুলীনকে, তিনি কাহার সন্তান জিজ্ঞাসা করায় যে উত্তর করিলেন, তাহা নিতান্ত অসমীচীন—অথচ আমরা জানি, তিনি যশোরের কুলীন শ্রেষ্ঠ। অবশ্য আমি স্বীকার করি, প্রত্যেকেরই বংশ বৃত্তান্ত সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তা বলিয়া বংশাবলী বিনষ্ট হইয়া গেলেই যে কোন কুলীন ভুঁই ফোঁড় আখ্যা লাভ করিবেন, ইহা প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিই বলিবেন না। লেখক যে সকল কুলীনদিগকে 'মূলশূন্য'

বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার উর্দ্ধতন পুরুষেরা ঐ সকল কুলীন বংশকেই এযাবৎ কুলীনের সম্মান দিয়া আসিয়াছেন; এবং লেখকও তাহাদের সহিত আদান প্রদান যে গৌরবজনক মনে করেন না এমন নহে। তবে ষোড়শ মুদ্রার ন্যূনে কুলমর্য্যাদা তাহারা গ্রহণ করেন না—এই যা তাহার বিরক্তির হেতু! বলি বিরক্ত হইলেই কি বাপান্ত করিতে হয়! কেহ বড় হইতে চাহিলে তাহাকে নিন্দা করি না বরং উৎসাহ প্রদান করি। কিন্তু বড় হইবার প্রবল-বাসনা লইয়া যখন উচ্চস্তরের কাহাকে অযথা কেহ ছোট করিতে চাহে, তখন লগুড়াঘাত তাহার পৃষ্ঠদেশে আপতিত হইলে তজ্জন্য আমরা ক্ষুণ্ণ হইতে পারি না বরং কৌতুক অনুভব করি। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল—বলিবার সাধ থাকিলেও আর বলিতে পারা যায় না! আমরা জানি, লেখক বিশেষের এক কলমের খোঁচায় ফতেয়াবাদ সমাজ অবনত বা সমুন্নত হইবে না। যাহা আছে—তাহাই থাকিবে।

মিত্রবংশ যে বঙ্গজসমাজে একদা কুলীন ছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব নাই। পোষ্য-পুত্রে কুলং নাস্তি' এ কথাটি দ্বারাও তাহাদের কৌলীন্য সূচিত হইতেছে। কুল না থাকিলে পোষ্যপুত্র রাখিলেই বা কুল যাইবে কেন? এখন কথা হইতেছে, যে পোষ্যপুত্র একযোগে সকল মিত্রই কি রাখিয়াছিলেন? একজনের কুল হানির জন্য সকলের কুল নষ্ট হইতে পারে না। এক পোষ্যপুত্র রাখার জন্য সকল মিত্রের কুল নষ্ট হইয়াছে, আমাদের এমন মনে হয় না। চন্দ্রদ্বীপের রাজরোষে পতিত হইয়া জনৈক মিত্রের কুলনাশের কথা শ্রুত হওয়া যায়। তাহা হইলেও একজনের দোষে অন্যান্যের কুলহীন হইবার যুক্তি দুর্ব্বল। অথচ আমরা দেখিতেছি স্মরণাতীত কাল হইতে মিত্রবংশ বঙ্গজ সমাজে অকুলীনের স্থান ও মান লাভ করিয়া আসিতেছেন। ইহার হেতু কি? বিনা কারণে বা কোন একটি কারণে এরূপ হইতেই পারে না। আমাদের মনে হয়, কাহারও পোষ্যপুত্র গ্রহণ ফলে, কাহারও রাজরোষে, অন্য কাহারও বা বংশধরাভাবে, কাহারও বা অপকর্ম্ম নিবন্ধন কুলীনত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপে বঙ্গজ-মিত্র-কুলীন বংশ অকুলীন আখ্যা লাভ করিয়া কালযাপন করিতেছেন। লেখকের মিত্রবংশের নষ্টোদ্ধার চেষ্টা নিন্দনীয় নহে—যে কালে কাহারই কৌলীন্য নাই—সেইকালে মিত্রবংশের অভ্যুত্থানের প্রয়াস আমরা বলিতে পারি না। তবে রাতারাতি বড় করিবার চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে কর্ম্মের গুণে সমাজের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিবার উপদেশ প্রদান করাই বিধেয়। লেখক আশা করিয়াছেন, চন্দ্রদ্বীপের কুলীনগণের অকুলীনকে কুলীন করিবার শক্তি এখনও বিদ্যমান। আমরা ইহা জানি না।

আমাদের আর বলিবার কিছুই নাই। তিনি যেন কখনও স্বজনের প্রাধান্য স্থাপনের স্বার্থানুরোধে সমাজ বিশেষকে বা কুলীন বংশ বিশেষকে নিপীড়িত না করেন। করিলে ফল অতৃপ্তিকর হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ।

বঙ্গীয় কায়স্থগণ দক্ষিণরাঢ়ী, উত্তররাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। বহুকাল হইতে এইরূপ বিভাগ চলিয়া আসিতেছে। জাতিগত বৈষম্য কিছুই নাই। কেবল দেশভেদে বাসই এইরূপ শ্রেণী বিভাগের একমাত্র কারণ। ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থগণ এক সঙ্গে মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সহিত যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক, সমাজের বৈপুল্য সম্পাদন করিয়া জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির কামনা, বর্ত্তমান কায়স্থ আন্দোলন ব্যপদেশে সকলের মনেই জাগিয়া উঠিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে কতিপয় স্বজাতিবৎসল মহাত্মাগণের অক্লান্ত উদ্যম ও উৎসাহে, এতৎ সম্বন্ধে কলিকাতা মহানগরীতে ভারতীয় কায়স্থগণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সে সময় সকলে এক পংক্তিতে আহারাদি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক মিলনের পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন। পুনরায় সে অতুল আনন্দের দিন—সে শুভ সম্মিলনের দিন সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আপাততঃ বঙ্গীয় চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ শ্রেণীগত বিভিন্নতা বিস্মৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া করণ কারণ চালাইলেও জাতীয় একতার দিকে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যাইত। কেবল মুখেই কল্পনা জল্পনা চলিতেছে মাত্র। কার্য্যে এ পর্য্যন্ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। যদিও কেহ কেহ দুই এক পদ অগ্রসর হন বটে, কিন্তু আভিজাত্যে রোষ কষায়িত আরক্ত চক্ষু দেখিলেই পশ্চাদ্‌পদ হইয়া পড়েন। আভিজাত্যের অভিমান জাতীয় একতা এবং এক প্রাণতার সম্পূর্ণ অন্তরায়।

সম্প্রতি বারেন্দ্র কায়স্থের সমাজ এবং তাহার রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠক, সমাজের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে যদি কেহ অন্তরে বেদনা অনুভব করেন, তবে তাঁহার নিকট আমি করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

পূর্ব্বে দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহ এই চারি ঘরে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ গঠিত ছিল, পরে দাস, নন্দী, চাকী তিন ঘর মিলিত হওয়ায়, দেব দত্ত নাগ সিংহ দাস নন্দী চাকী এই সাতটী সম্ভ্রান্ত বংশ লইয়া উক্ত সমাজ পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে, কি ভাবে, কি কারণে এই পরিবর্দ্ধনশীল সমাজের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার কোন সন্তোষজনক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নানা জনে নানা রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। অতীতের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অনুমানের আলোক বর্ত্তিকার সাহায্যে যিনি যাহা খুঁজিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে কোথায়? কোন্ নিভৃত গুহায় নিহিত, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় একখানি হস্ত লিখিত ঢাকুর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন করিয়াছেন। উক্ত ঢাকুর পাঠে জানা যায়, যদুনন্দন নামক কোন এক ব্যক্তি তাহার প্রণেতা। যদুনন্দন কি জাতি, কোথায় বাস ঢাকুরে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। কায়স্থ হইলে সপ্ত ঘরের বংশাবলীতে তাঁহার নাম দেখা যাইত। ব্রাহ্মণ হওয়াই সম্ভব। কারণ ঢাকুর কুলজি লিখা ঘটকালী করা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণেরই প্রায় এক চেটিয়া ছিল। যদুনন্দনের জাতি বিচার এস্থলে অনাবশ্যক। তাঁহার ঢাকুরই আমাদের সমালোচনার বিষয়। তিনি ঢাকুরে ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ গঠিত হওয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং সর্ব্বাগ্রে দাস, নন্দী, ও চাকীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া, তাঁহাদিগকে একাসনে উপবেশন করাইয়া অনন্তর পর পর দেব, দত্ত, নাগ ও সিংহের আসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঢাকুরখানি কোন্ সময়ে প্রণীত তৎসম্বন্ধে ঢাকুরে কিছু উল্লেখ নাই। বলরাম রায়ের নাম থাকায় নাটোরের রাজবংশের অভ্যুদয়ের পরে রচিত হওয়াই অনুমিত হয়। তৎপূর্ব্বে হইলে বলরামরায়ের নাম ঢাকুরে স্থান পাইত না। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর রাজত্বকালে দিঘাপতিয়ার রাজবংশের পূর্ব্ব-পুরুষ দয়ারাম রায় তাঁহার মন্ত্রি ছিলেন। দয়ারামের মৃত্যুর পর কায়স্থপ্রবর বলরাম রায়ের মন্ত্রিত্ব কাল উপস্থিত হয়। যদুনন্দন বলরামরায়ের বংশাবলীতে "বারায়লক্ষের কর্ত্তা পুরুষানুক্রমে" লিখিয়াছেন। তদ্দ্বারা বলরামরায়ের পরেও তাঁহার দুই তিন পুরুষ পর্য্যন্ত উক্ত রাজ সংসারে মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, জানা যায়। এ সম্ভব ঐ সময়ে কি তৎপরবর্ত্তী কোন এক সময়ে, দাস, নন্দী, চাকীগণ অবস্থাপন্ন হইয়া, পাবনা জেলার অন্তর্গত অষ্টমনিষা গ্রামে বারেন্দ্র কায়স্থের একটা খণ্ড সমাজ স্থাপন করিয়া দাস, নন্দী, চাকীর প্রাধান্য ঘোষণা করেন। বোধ হয় সেই সমাজের বিবরণ এবং রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া তাহার অনেক পরে ঢাকুরখানি রচিত হইয়া থাকিবে। ঢাকুরে তাহার আভাসও পাওয়া যায়—

"প্রধান সমাজ মধ্যে অষ্টমনিষা গ্রাম।
উত্তম ক্রিয়াতে ব্যাখ্যা হইলা প্রধান॥"

(যদুনন্দন)

এই হিসাবে ঢাকুরের বয়স ৬০ হইতে ৭০ কি ৮০ বৎসর হওয়া অনুমিত হয়। বলরামরায়ের বংশাবলী বিশেষরূপে দেখিয়া এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশের ইচ্ছা থাকিল।

যদুনন্দন দাস, নন্দী, চাকীকে ১০৫এর, নাগকে ৯৬এর, সিংহকে ৮২৷৷৵০আনার এবং দেবকে ও দত্তকে ৬০ এর মাপ কাটীতে ওজন করিয়াছেন। তদনুসারে দাস, নন্দী, চাকীগণও ঐরূপ অসার তারতম্য পুরুষপরম্পরা হৃদয়ে পোষণ করত আপনাদিগকে সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিয়া দেব, দত্ত, নাগ, সিংহকে পর পর ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। করণ কারণও তাহাদের তিন ঘরের মধ্যেই সম্পন্ন করিতেছেন। কন্যাদায়ে বিব্রত কি অর্থের অভাব-অনাটন উপস্থিত হইলে, চারি ঘরের সহিত কখন কখন করণ কারণ চালাইতে দেখা যায়। যদুনন্দন তাঁহার ঢাকুরে কাশীদাসের এক আদি ঢাকুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তদনুসারে তাঁহার সংক্ষিপ্ত ঢাকুর বিরচিত হইয়াছে, লিখিয়াছেন। ইহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, যদুনন্দন কাশীদাসের আদি ঢাকুর দেখিয়াছিলেন। কিন্তু যদুনন্দনের ও কাশীদাসের ঢাকুর আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝা যায়—যদুনন্দন কাশীদাসের মূল ঢাকুর আদৌ দেখেন নাই। তাহা হইলে সপ্তঘরের সম্বন্ধে ওরূপ ভাবে তুলাদণ্ড ধারণ করিতেন না। সন্ধ্যাকর নন্দীর নাম গৌরবের সহিত উল্লেখ না করিয়াই থাকিতে পারিতেন না। সপ্ত ঘরের ঊর্দ্ধতন বংশাবলী যাহা কাশীদাসের ঢাকুরে অতি বিস্তীর্ণ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। কায়স্থ জাতির শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

"যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা॥
তাহাতে কুলজি সৃষ্টি কৈলা দাস বর।
বল্লাল মর্য্যাদা পরে হইল বহুতর॥"

(যদুনন্দন)

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে,—কাশীদাস আদিশূরের সময়ের আনীত কায়স্থগণের কুলজি লিখিয়াছেন। আদিশূরের ৩৯০ বৎসর পরে বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা

প্রদান করেন। ভৃগুনন্দী প্রভৃতি বল্লালের সমসাময়িক হইলে তাঁহাদের নাম কাশীদাসের ঢাকুরে স্থান পাওয়া অসম্ভব। কাশীদাসের আদি ঢাকুরে বল্লালের সময়ে কি পরে রচিত হওয়া অনুমান করিলে যদুনন্দনের ঐ সকল উক্তির অলীকতা প্রতিপন্ন হয়। উহা দ্বারা এবং কাশীদাস সপ্তঘরের আদি পুরুষগণের বঙ্গে আগমন সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার কাশীদাসের ঢাকুর না দেখাই সাব্যস্ত হয়। ঢাকুর খানি সংক্ষিপ্ত হইলেও যাহা নিতান্ত উল্লেখ যোগ্য তাহা ত্যাগ করিয়া কতিপয় মনগড়া অবান্তর কথায় তাহার কলেবর সজ্জিত করায়, আমাদের বিশ্বাস যদুনন্দন কস্মিন্ কালেও কাশীদাসের ঢাকুর দেখেন নাই। মূল ঢাকুরের কথা তাঁহার ঢাকুরে উল্লেখ থাকায় তৎ সম্বন্ধে ইহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে,—মূল ঢাকুর এবং তাহার ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা কল্পে লোক পরম্পরাগত একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছিল। সেই জনশ্রুতি লোক রসনার বিলোড়নে ক্রমে মূল হারাইয়া যদুনন্দনের সময়ে বিকৃত ভাবে পরিণত হইয়াছিল। যদুনন্দন সেই অপভ্রংশিক বিম্বদন্তী অবলম্বনে, তদানীন্তন্ সমাজের অবস্থানুসারে—স্বীয় উদ্ভাবনী কল্পনা শক্তির প্রভাবে, এবং যতদূর পারিয়াছেন, এদিক ওদিক্ হইতে দুই চারি কথা সংগ্রহ করিয়া, আদি ঢাকুরের উপর বরাত রাখিয়া, দাস, নন্দী, চাকীর অনুরোধনায় তাঁহাদের অনুকূলে, পয়ারছন্দে একখানা পাতড়া ঢাকুর লিখিয়া দিয়াছেন মাত্র। ন্যায় অন্যায়, সঙ্গত অসঙ্গ, সম্ভব অসম্ভব কিছুই বিবেচনা করেন নাই। নিরপেক্ষতা রক্ষা এবং একদেশদর্শীতার সীমাও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার ঢাকুরে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি সংরক্ষিত রহিয়াছে, বলা যাইতে পারে। তাঁহার ঢাকুরখানি সম্পূর্ণ কিম্বদন্তী মূলক। কিম্বদন্তী ইতিবৃত্তের মুখ্য উপাদান স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ উহা ক্রমেই বিকৃত ভাব ধারণ করে। কোন মূল গ্রন্থের আশ্রয় না লইয়া, শুধু জনশ্রুতি মূলে ভিত্তি স্থাপন করায়, ঢাকুর খানিকে প্রাণশূন্য দেহ এবং শালগ্রাম শূন্য বিগ্রহ বলিলেও চলে।

দাস, নন্দী, চাকীগণ তাঁহাদের তিন ঘরের মধ্যে করণ কারণ চালাইয়া, স্ব স্ব বংশের গৌরব এবং পবিত্রতা রক্ষা করিতেছেন বলিয়া মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু এদিকে যে কত রকম গর্দ্দা ও আবর্জ্জনা সমাজে প্রবেশ করাইয়া সমাজের বিকৃতি ঘটাইতেছেন, তাহা তাঁহারা ভ্রমেও চিন্তা করিয়া দেখেন না বা দেখিতে ইচ্ছাও করেন না। দাস, নন্দী, চাকী উপাধি থাকিলেই যথেষ্ট মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত যৌন-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ

করেন না। হরিনামের প্রক্ষেপ পড়িয়াছে, অর্থাৎ দাস, নন্দী, চাকী উপাধি পাইয়াছে, আর চাই কি! মূল বংশের উপাধি লাগাইয়া অনেক অমূলজ আধুনিক বংশ মূলবংশের দোহাই দিয়া, সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজ দেহ কলুষিত করিতেছেন, কত আগাছা, কু-গাছা পরগাছা-সমাজক্ষেত্রের নিরাবিলতা ধ্বংস করিতেছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। অথচ বল্লাল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, পলাতকাবস্থায় যাঁহাদিগের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের সহিত আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ, যাঁহাদিগের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে কুলগ্রন্থানুসারে কুলে কোনরূপ গ্লানি উপস্থিত হয় না, সেই আদিম দেব, দত্ত, নাগ, সিংহের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে, তাঁহাদিগের অন্ন ভোজন এবং তাঁহাদিগের সহিত এক পংক্তিতে আহার করিতে, ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইতে নাসাগ্র-ভাগ কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেই ক্রটীর ঘর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত করণ কারণে কুল অপবিত্র হইবে, কুলের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না মনে করিয়া, বতকগুলি হস্ত নির্ম্মিত দাস, নন্দী, চাকী আবিষ্কার পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের সহিত করণ কারণ চালাইয়া, গণ্ডীরক্ষা করিয়া আসিতেছেন; তথাপি দেব, দত্ত, নাগ, সিংহের সহিত যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সহজে রাজী নহেন। ইহাকেই বলে আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করা। ঐ সকল আওঞ্জালা দাস, নন্দী, চাকীর সহিত ক্রিয়া কলাপ চালাইয়া চরিতার্থ হইতেছেন। ইহাতে কুলের গৌরব কুলগ্রন্থের মর্য্যাদা কতদূর বজায় থাকিতেছে, দাস, নন্দী, চাকীগণ যে তাহা না বুঝেন এমন নহে, কিন্তু হিংসার চপেটাঘাতে—স্বার্থের তাড়নায় মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না বা বলেন না। সুপবিত্র গঙ্গাজল অপেক্ষা কলের জলের পবিত্রতা আজকাল অনেকেই অনুভব করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা স্বাস্থ্যের হিসাবে—হিন্দুত্ব রক্ষার হিসাবে নহে। ঐ সকল দাস নন্দী চাকীর সহিত যৌন-সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়াও তদ্রূপ গণ্য রক্ষার হিসাবে—সামাজিক পবিত্রতা বা শুক্র-শোণিতের বিশুদ্ধতা রক্ষার হিসাবে নহে।

মূল সপ্তঘরের সকলেরই বংশ মর্য্যাদা এবং আচার নিয়মের সমতা হেতু সকলের সহিতই সকলের করণ কারণের বিধান প্রচলিত আছে। তদনুসারে কার্য্য প্রয়োজন চলিয়া আসিতেছে। সপ্তঘরের কেহ হীন কার্য্য করিলে সমাজে চলিয়া যাইতেছে। বাহাত্তরঘরও বহুকাল হইতেই বেমালুম সমাজে মিশিয়া গিয়াছে।

"উত্তম কায়স্থবংশে উত্তম আচার।
সমাজ বাঁধিল তারা * লয়ে সপ্ত ঘর॥
জল দুগ্ধ একত্রেতে একাধারে রৈলে।
হংস যথা দুগ্ধ খায় জল নাহি গেলে॥
সপ্তঘর লইয়া হইল কার্য্য প্রয়োজন।
বাহাত্তর ঘরের কথা শুন দিয়া মন॥" যদুনন্দন।

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে বেশ উপলব্ধি হয়,—সদ্বংশজাত এবং সদাচারবিশিষ্ট সপ্তঘর কায়স্থ একসঙ্গে মিলিত হইয়া সমাজ সংস্কার করেন, এবং বংশশুদ্ধির জন্য সপ্তঘরের মধ্যেই কার্য্য প্রয়োজন সীমাবদ্ধ করেন। ইহার মধ্যে অবস্থা-বৈগুণ্যে কেহ সদাচার ভ্রষ্ট এবং সামাজিক ভাবে খাট হইলে অর্থাৎ সপ্তঘর ছাড়া অন্যান্য ঘরের সহিত কার্য্য প্রয়োজন চালাইতে থাকিলে, তিনি সমাজে হীনভাবে থাকিবেন। আবার সৎকরণে পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইলে হংসের জল ত্যাগ করিয়া দুগ্ধপানের ন্যায় সমাজ তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিবেন। ইহাই উপরোক্ত শ্লোকের প্রকৃত ভাবার্থ। বহুকাল হইতে এইরূপ উত্থান পতন-ভাব সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। এবং সমাজের মূলেও যখন উত্থান পতনের বীজ উপ্ত আছে; সপ্তঘরের মধ্যে জাতিগত, সমাজগত, রীতি-নীতিগত, আচার ব্যবহারগত, বংশমর্য্যাদাগত, জ্ঞান বিজ্ঞানগত কোন গত বিভিন্নতাই যখন দেখা যায় না, তখন এরূপ নাসিকা কুঞ্চন কেন? অন্যান্য ঘরের সহিত যাহাই হউক, মূল চারি ঘরের সহিত ওরূপ নাসিকা কুঞ্চনের অধিকার তিন ঘরের আদৌ নাই। এবং থাকিতেও পারে না! ইহার প্রকৃত কারণ,—অযথা দ্বেষ হিংসা এবং "হামবড়া" ভিন্ন আর কিছুই নহে। অভিমানের বশে অসূয়া পরতন্ত্র হইয়া দলাদলীর সৃষ্টি করা মনুষ্যত্ব নহে। উহাতে কেবল সমাজে দুর্ব্বলতা আনয়ন করা ভিন্ন আর কোনই ফল দেখা যায় না। দাস নন্দী চাকীগণ তাঁহাদের তিন ঘরের মধ্যে করণ কারণ চালাইলে, এবং দেব-দত্ত-নাগ-সিংহের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে না মিশিলে, তাঁহারাও তাঁহাদিগের চারি ঘরের সহিত করণ কারণ চালাইতে বাধ্য হইবেন না কেন? মোটেই সাত ঘর, তাঁহার মধ্যে চারি ঘর একদিকে, তিন ঘর আর এক দিকে দাঁড়াইয়া দল বাঁধিলে সমাজের থাকিল কি? ইহাতে সমাজেরই ক্ষতি আর কাহারো কিছুই নহে। সকলেই মানুষ কেহই বশিষ্ঠের কামধেনুর মল মূত্রে জন্মগ্রহণ করে নাই। দেব-

* অন্য একখানি হস্তলিপিতে "তারা" শব্দ স্থানে "পুনঃ" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

দত্ত-নাগ-সিংহগণ দাস-নন্দী-চাকীদের সহিত যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেরূপ করেন না। বরং প্রভূত ঘৃণাই করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠত্বের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে ঘৃণা দেখা যায় না। স্বজাতির প্রতি দ্বেষ হিংসা ঘৃণা প্রভৃতি যে সমাজের অঙ্গীভূত, যে সমাজে এক প্রাণতা নাই, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতির অভাব সে সমাজ যে সমাজই হউক না কেন, যতই ধনবান্ জ্ঞানবানের সমাবেশ হউক না কেন, এক স্বজাতিপ্রেমের অভাবে কস্মিন্‌কালেও উন্নতির উচ্চ সীমায় পদার্পণ করিতে সক্ষম হইবে না। জাতীয় বলবৃদ্ধি, সমাজের পুষ্টি সাধন, এবং সমাজের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া, করণ কারণের সুবিধা হইবে মনে করিয়া, দেব-দত্ত-নাগ-সিংহগণ সরল বিশ্বাসে দাস নন্দী-চাকীগণকে সমাজে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেন নাই। তাঁহারা যদি তৎকালে জানিতেন যে এই সকল দাস-নন্দী-চাকীর পরবর্ত্তীগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের বংশধরগণকে পরিণামে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ সংমিশ্রণে যোগ দিতেন কিনা সন্দেহ।

লোকচক্র বড়ই বিষম। লোকচক্রে ভগবান ভূত হইয়াছেন, যণ্ড অমর্ক আজ পর্য্যন্তও লোকচক্ষে 'সং' দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন! প্রতাপচাঁদ জালে পতিত হইয়া রাজ্য হারাইয়াছেন। লোকচক্রে না করিতে পারে কি? অত বড় দুটো প্রকাণ্ড মুনিই যখন হোঁৎকা গোঁয়ারগোবিন্দের বিশেষণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছেন, তখন অন্যের পরে কা কথা! দেব-দত্ত নাগ-সিংহগণ দাস-নন্দী-চাকীর বিষচক্ষে পতিত হওয়ার কারণও ঐরূপ কোন চক্রীর চক্র। দাস-নন্দী-চাকীগণ কেবল হিংসার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়াই দিন কাটাইলেন। সামাজিক উন্নতির দিকে আর দেখিলেন না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! আরও দুঃখের বিষয়, যে বিশ্ব-বিদ্যালয় বিনির্গত উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত যুবকগণও এই কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতেছেন। একেই'ত নানা কারণে চারি শ্রেণীর মধ্যে করণ কারণ বন্ধ থাকায় সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয়, তারপর স্ব-সমাজের মধ্যেও যদি এইরূপ ভুয়া অভিমানের বশে আদান প্রদান বন্ধ করিয়া সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করা হয়, তবে আর জাতীয় উন্নতির আশা কোথায়? সপ্তর্ষিমণ্ডল সম সপ্তঘর মিলিত সমাজের পবিত্রতা এবং উন্নতি সাধনকল্পে স্মরণাতীত কাল হইতে যে সকল সনাতন প্রথা সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, স্বার্থের প্ররোচনায় তাহা লঙ্ঘন করিয়া সমাজের গতি বিপরীত দিকে পরিচালিত করায় সমাজের অবস্থা দিন দিন হীন ও ক্ষীণ হইয়া, ক্রমে ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে। যে সমাজ দেব-দত্ত-নাগ-সিংহগণ দাস-নন্দী-চাকী প্রভৃতি মণিষীগণের যুক্তিসিদ্ধান্ত মূলক

সম্মিয়মাবলীর দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত, যে সমাজ সাম্য-মৈত্রীর শান্তি নিকেতন ছিল, সেই সমাজ আজ উপযুক্ত নেতা এবং জ্ঞানবান্ তত্ত্বাবধারকের অভাবে ক্রমেই কুৎসিত আকার ধারণ করিতে বসিয়াছে। সপ্ত ধাতু বিকৃত হইলে যেমন দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী, সমাজের সপ্তধাতু,—দেব-দত্ত-নাগ-সিংহগণ দাস নন্দী-চাকীর সদ্ভাব বৈপরীত্যে এবং কদাচরণে সমাজের পতনের অবশ্যম্ভাবিতা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। বায়ু পিত্ত কফ কুপিত এবং বিকৃত হইয়া সমাজকে ধ্বংসমুখে লইয়া যাইতেছে। যাঁহারা আভিজাত্যের মদিরায়-স্বার্থের চাটে দিবারাত্র বিভোর, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিকারের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সমাজে এখনও বহু নিদানজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টি এই উৎকট রোগ নিরসনে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্র লাল চৌধুরী।

সমালোচনা।

আদর্শ জীবনী। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজকুমার কাব্যস্মৃতিবেদতীর্থ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বাগবাদ সাধারণ হরিসভা ও অনাথ-ভাণ্ডারের সম্পাদক শ্রীযুক্তআশুতোষ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১৬ পেজী ২৷৷০ ফর্ম্মা, ৪০ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

"আদর্শ জীবনী" কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা বিচারপতি কায়স্থকুলতিলক ও কায়স্থ সামাজিক আদর্শস্থল ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্তজীবনী। পুস্তকে দুইটী বিভাগ আছে; প্রথম ভাগে অবতরণিকা দ্বিতীয় অংশে জীবনী বিশ্লেষণ এবং শেষাংশে সুরচিত একটি শোকগাথা আছে। এই আদর্শজীবনী দ্বারা পাঠকগণের অনেক উপকার হইবে—অনেক শিখিবার ও জানিবার আছে।

পিতৃ-বিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা। শ্রীহৃষীকেশ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। খুলনা-আড়া হইতে শ্রীঅমূল্যকুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডিমাই ১৬ পেজী, ১০ ফর্ম্মা ১৬০পৃষ্ঠা। ভাল কাগজে ছাপা, মূল্য ১, বাধাই ১৷০ পাঁচসিকা।

---

* প্রবন্ধ লেখক বারেন্দ্র-সমাজ সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বারেন্দ্র সিদ্ধ-সমাজ অনেকেই আপত্তি উথাপন করিবেন, সন্দেহ নাই। এ কারণ আমরা সিদ্ধ-সমাজের পক্ষ হইতে নিরপেক্ষা আলোচনা আহ্বান করিতেছি। কাঃ পঃ সঃ।

এই কবিতা পুস্তক খানিতে ভাব আছে, ভাষা আছে, মর্ম্ম বেদনার করুণ উচ্ছ্বাস আছে। কবিতাগুলি আমাদের নিকট ভালই বোধ হইল। কবিতানুরাগী ব্যক্তিগণ পাঠ করিলে নিরাস হইবেন না—আনন্দলাভ করিবেন।

সত্যপথ বা সত্যনারায়ণের কথা। পিতৃ-বিলাপ কাব্য লেখক কর্ত্তৃকই প্রণীত মূল্য ।০ আনা।

বঙ্গভাষায় সত্যনারায়ণের ব্রতকথা আরও কয়েক খানা আছে। এই খানার বিশেষত্ব এই সত্যনারায়ণের পূজার বিস্তৃত-পদ্ধতি ও স্কন্দপুরাণান্তর্গত রেবাখণ্ডোক্ত মূল সংস্কৃত কথা ইহাতে আছে। দত্ত মহাশয় তাহাই বঙ্গ ভাষায় ত্রিপদী পয়ারাদী ছন্দে সুন্দররূপ অনুবাদ করিয়াছেন। পুস্তকখানি ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুর পক্ষে উপযোগী হইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রচার বিবরণ ঃ—

১০ই কার্ত্তিক। ত্রিপুরা বিটঘর। প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বর্ম্ম মজুমদার মহাশয় এই স্থলে উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বৃহতী কায়স্থ-সভা হয়। সভায় শ্রীশবাবু ও মহেন্দ্রবাবু কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যানুরূপ বক্তৃতা করেন। সভার বহুসংখ্যক কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ অঞ্চলে কায়স্থের জাতীয় কথা এই প্রথম, এজন্য সভাস্থ সভ্যগণ কোনরূপ বক্তব্য প্রকাশ না করিয়া, বক্তৃদ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করেন।

১২ই কার্ত্তিক। বিটঘর হইতে মহেন্দ্রবাবুসহ প্রচারক মহাশয় কায়স্থপ্রধান মেহারীগ্রামে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য কায়স্থবৃন্দের যত্নাতিশয্যে এক কায়স্থ সভা হয়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র চন্দ্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রায় শতাধিক কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত কায়স্থবৃন্দের মধ্যে ঢাকার ডেপুটী পুঃ সুঃ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চন্দ্র এবং রংপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, এম্-এ, মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থলে প্রচারক মহাশয়দিগের বক্তৃতায় সকলেই কায়স্থজাতির জাতীয়তার প্রতি অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করত রাত্রিতে সভাভঙ্গ করেন।

৩০শে কার্ত্তিক। শ্রীহট্ট। প্রচারক মহাশয় এই স্থলে উপস্থিত হইলে রায়

বাহাদুর সুখময় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ, বি-এ প্রমুখগণ্যমান্য মহোদয়গণের চেষ্টা ও যত্নে টাউন্ হলে এক মহতি কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এল্. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় হাকিম, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, জমিদার, তালুকদার বহুসংখ্যক কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রচারক মহাশয় এই স্থলে কায়স্থের উৎপত্তি, বর্ণ নির্ণয় বঙ্গে আগমন, উপনয়নহীনতার কারণ, পুনর্গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, বঙ্গের বিভিন্ন সমাজ এবং ভারতবর্ষীয় সমগ্র কায়স্থ লইয়া এক বিরাট কায়স্থজাতি গঠন, বিবাহে পণপ্রথা নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দিলে, সকলেই উৎসাহ সহকারে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

১১ই অগ্রহায়ণ। করিমগঞ্জ। প্রচারক মহাশয় এই স্থলে উপস্থিত হইলে, আদায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস, উকিল, শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাস, মিলনবিস্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, সরকারী স্কুলের হেড্মাষ্টার ভারতচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, পুঃ ইঃ শ্রীযুক্ত রামগতি দে, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, প্রমুখ মহোদয়গণের চেষ্টায় এখানে এক কায়স্থ-সভার অধিবেশন হয়। জজ্ সরকারী উকিল, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব, বি-এল্, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই স্থলে প্রচারক মহাশয় সকলের সমক্ষে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিলে, সকলেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার এই সদনুষ্ঠানের জন্য নেতৃবৃন্দকে ও প্রচারক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করেন। অতঃপর প্রচারক মহাশয় করিমগঞ্জ হইতে ১৬ই অগ্রহায়ণ মৌলভীবাজারে উপস্থিত হইয়া "কাশীনাথ মধ্য ইংরাজী স্কুলগৃহে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র কর, বি-এল্, মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং ১৯শে ও ২০শে হবিগঞ্জে তত্রত্য প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত গুরুচরণ গুহ, বি-এল্, মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা করেন। এই সকল স্থানে প্রচার করিয়া প্রচারক মহাশয় বহু কায়স্থকে সভায় সভ্য করিয়াছেন, এজন্য প্রচারক মহাশয় সভার বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

কায়স্থসভার প্রচারক ব্যতীত ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল বর্ম্মা বিগত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন এবং অন্যত্র কায়স্থ-সভার পরমহিতৈষী সভ্য যশোহর গুয়াতলি নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় মাধবপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সিংহবর্ম্মা মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া যশোহর ত্রিলোচনপুরের জমিদার যোগেন্দ্রগোপাল মিত্র মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার বাটীতে গিয়া তথায় এক সভা করেন। পরেশবাবু ও দেবেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করেন। এবং শ্রীপঞ্চমীপূজার পরদিন উপবীত গ্রহণ করিবেন বলিয়া পুরোহিত সমক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রগোপাল মিত্র মহাশয়দ্বয় লিখিয়া মাত্র পত্রে স্বাক্ষর করেন।

উপনয়ন ঃ—

২রা পৌষ, ১৩২৫। বরিশাল-কাশীপুর বঙ্গজ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু নিজ ব্যয়ে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনারায়ণ শর্ম্মরায় কর্ত্তৃক উপনয়ন ও সাবিত্রী গ্রহণ করেন।

৪ঠা পৌষ, ১৩২৫। বরিশাল-কাশীপুর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে এই বঙ্গজ গ্রামের শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, যতীন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রনাথ গুহ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ, নিবারণ চন্দ্র দত্ত এই ছয় জন ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন ও সাবিত্রী গ্রহণ করেন। উক্ত শর্ম্মরায় মহাশয় আচার্য্য হইয়াছিলেন।

১২ই পৌষ, ১৩২৫। বরিশাল-কাশীপুর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটির কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে নিজ গ্রামের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, ললিতমোহন ঘোষ, রামকানাই ঘোষ, স্বর্ণকুমার ঘোষ, বসন্তকুমার ঘোষ, হরকুমার ঘোষ, যোগেশচন্দ্র ঘোষরায় ও সতীশচন্দ্র দত্ত এই ছয়জন বঙ্গজ কায়স্থ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ণ ও বৈদিকসাবিত্রী গ্রহণ করেন।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখন লাল ধর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, আমগ্রাম নিবাসী বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্য শ্রীযুক্ত লালবিহারী দেববর্ম্মা সিকদার মহাশয়ের ভবনে তাঁহার অর্থ ব্যয়ে এক কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত ৯জন বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত লালবিহারী দেবসিকদার, কাশীশ্বর দেব সিকদার, বসন্তকুমার হাজরা, নকুলেশ্বর হাজরা, মতিলাল হাজরা, মনমোহনদেব উকিল, সতীশচন্দ্রদেব উকিল, কৈলাসচন্দ্র দেববিশ্বাস, সর্ব্ব সাকিন আমগ্রাম; শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্তবর্ম্মা সাং কেন্দুয়া।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। উক্ত প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পেড়াগ্রাম-সানের পাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ও হরকুমার ঘোষ মহাশয়দিগের আলয়ে এককেন্দ্রে উক্ত গ্রামের সমস্ত কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ণ গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রের ব্যয় গৃহস্বামীই বহন করেন, এজন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপবীতীগণের নাম ঃ—

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ, বসন্তকুমার ঘোষ, কুলচন্দ্র ঘোষ, মহিমচন্দ্র দাস, রমণকৃষ্ণদাস, ভুবনমোহন দাস, ললিতমোহন দাস, অক্ষয়কুমার দাস, গোপালচন্দ্র দাস, আনন্দচন্দ্র দাস, মনোমোহন দাস, ক্ষীরোদবিহারী দাস, নিবারণচন্দ্র পাল, নগেন্দ্রনাথ দাস সর্ব্ব সাং সানেরপাড় (পেড়াগ্রাম)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং লক্ষ্মণকাঠী (জিঃ বরিশাল)। ইহাঁরা সকলেই বঙ্গজ।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। উক্ত প্রচারক মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও তত্ত্বাবধানে আমগ্রামের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে তদীয় ব্যয়ে কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া পরপৃষ্ঠায় লিখিত বঙ্গজ কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করত উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাম (অবসর প্রাপ্ত পুলীশ ইন্সপেক্টর্), পার্শ্বনাথ দাম, যোগেশচন্দ্র দাম, নরেন্দ্রনাথ দাম, যাদবচন্দ্র দাম, নগেন্দ্রনাথ দাম, সুধীরচন্দ্র দাম, হীরালাল দাম, অতুলচন্দ্র দাম, সুরেন্দ্রনাথ দাম, শ্রীমোহন দত্ত, গোপালচন্দ্র দত্ত, মনমোহন দত্ত, নিবারণ চন্দ্র দত্ত, তারকনাথ দত্ত কুমার দত্ত, কালাচাঁদ দত্ত, অখিলচন্দ্র দেব, কার্ত্তিক চন্দ্র দাস, হেরম্বনাথ দাস, সর্ব্ব-সাকিন—আমগ্রাম।

২০ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। উক্ত প্রচারক মহাশয়ের যত্ন চেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে সরমঙ্গল গ্রামে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস বর্ম্মার বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বঙ্গজ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ণ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রদেব তালুকদার, উমেশচন্দ্রদেব তালুকদার, পঞ্চানন দেব তালুকদার, রামনাথ দাস, কালীচরণ হোড়, শ্রীনাথদেব, বিশ্বনাথ দাস, জ্যোতিষচন্দ্র দাস, ললিতচন্দ্র দত্ত, নিশিকান্ত দাস, নিরঞ্জন দত্ত, অবিনাশচন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন দাস, কুমুদচন্দ্র দাস, গিরিশচন্দ্র নন্দী, সর্ব্বসাং সরমঙ্গল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং সানেরপাড়।

২০ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। উক্ত প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উপরুক্ত সরমঙ্গল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ পাল মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ পাল, হারাণচন্দ্র দাস, লোকনাথ পাল, বিরাজমোহন পাল যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ণ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৪ই পৌষ, ১৩২৫। বরিশাল-কাশীপুর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে স্বগ্রামের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ ঘোষ, খাপুরানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বসু, গাভানিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতকান্ত ঘোষ এই পাঁচজন বঙ্গজ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদ্বেষ ঃ—

গত ৩রা পৌষের "কাশীপুর-নিবাসী" শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পিতার ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন "কাশীপুর গ্রামের মধ্যে প্রায় দেড়হাজার ব্রাহ্মণ আছেন, তন্মধ্যে তারক বাবুর কুলপুরোহিত ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, তাঁহারা এক্ষণে সমাজের চাপ সহ্য করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। বরিশাল জিলার ব্রাহ্মণ সমাজে ইহা লইয়া আন্দোলন চলিতেছে, হিন্দু সমাজের শাসন যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে।" আমরা বলি চাপ না পড়িলে, তাহার প্রতিরোধের শক্তিপরীক্ষার সুযোগ হয় না। তাই মনে হয়, সামান্য চাপ পড়িয়াছিল, তাহাতে উক্ত ত্রয়োদশাহ-শ্রাদ্ধের অতি অল্প দিন পরেই একে একে চারিটী কেন্দ্র ঐ স্থানে স্থাপিত হইয়া একবিংশ জন কায়স্থ সন্তান ক্ষত্রিয়োচিত সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর ঐ যে সমাজ শিথিলের কথা লিখিয়াছেন, উহা কি জাতির বৈদিক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের প্রতিকূলে ব্রাহ্মণগণের অভ্যুত্থান না আর কিছু খেদ করিয়াছেন, অথবা ১৬ই পৌষের 'বাঙ্গালী' যে "বামুনের কায়স্থ বর্জ্জন"

সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, সম্পাদক মহাশয় কাশীপুরের ব্রাহ্মণ সমাজকে তৎপক্ষী হইতে উত্তেজিত করিয়াছেন? যদি শেষের পন্থা উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কায়স্থ রাজদত্ত-বৃত্তি গুলিরই বা কি কাশীপুরের ব্রাহ্মণ সমাজ নবশাক বাহী হইবেন? পরন্তু কি হইবে? সম্পাদক মহাশয় এই উপলক্ষে ২৪শে পৌষ পুনরায় লিখিয়াছেন "যাহারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে না, তাহারা মনে করে 'বংশজ' হইয়াছি, কি খাটি ক্ষত্রিয় আছি, তাহার নিশ্চয় নাই। শূদ্রের মেয়ে কায়স্থে বিবাহ করিয়া বংশজ হইয়াছে অনেক। এ সমস্ত লীলাময়ের লীলা বটে।" শূদ্রের মেয়ে কায়স্থে বিবাহ করিয়া কায়স্থ বংশজ হইয়াছে, তবার মেয়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুমার ব্রাহ্মণী করেন না কত দিন? সম্পাদক মহাশয় শূদ্র বলেন কাহাকে?

বিবাহ ঃ—

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। নদীয়া-মমিনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুশীলাবালার, ঐ জেলার বাঁশবাড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ দত্ত বর্ম্মার শুভ-পরিণয়ে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই।

ঐ দিন জেলা হুগলী-ধশা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী পার্ব্বতীবালা দেবীর, যশোহর-রাঘবদাঁড় নিবাসী ৺কেদারনাথ দেব মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান পঞ্চানন দেব শাস্ত্রোচিত ক্ষত্রিয় পদ্ধতি অনুসারে শুভ-পরিণয় হয়। এই দুইটী বিবাহের পাত্র পাত্রী দক্ষিণ রাঢ়ী।

শ্রাদ্ধ ঃ—

৭ই কার্ত্তিক, ১৩২৫। রাজসাহীর প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ রায় মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, ঠাকুরগাঁ এর সবডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত নবগোপাল রায় বর্ম্মা, এম্-এ, ক্ষত্রিয় পদ্ধতি অনুসারে ত্রয়োদশাহে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধে, স্থানীয় পুরোহিত ৫ জন ব্রতী ছিলেন। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কাব্যতীর্থ অধ্যাপক রূপে উপস্থিত হন। শ্রাদ্ধে বহু ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন ও আহারান্তে ভোজন দক্ষিণা গ্রহণ করেন। স্বজাতীয় নিমন্ত্রিত সকলেই উৎসাহে যোগদান করিয়া কৃতিকে উৎসাহিত করেন। নবগোপালবাবু এতদুপলক্ষে শতাধিক কাঙ্গালী ভোজন করান।

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩২৫। ফরিদপুর বাইশরসী নিবাসী ৺রসিকলাল গুহ বর্ম্মার শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে বাইশরসী, সতররসী, চারিরসী, শ্যামপুর, ভদ্রকান্দা, বিলভরা, বড়গ্রাম ও ব্রাহ্মণদী প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অন্যূন আড়াইশত কায়স্থ মহোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় জন দশেক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধ দিবসে ভোজনাদি করত! কায়স্থের সংস্কার কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। দরিদ্রদিগকেও পরিতোষ ভোজন অন্তে কিছু কিছু পয়সা প্রদান করা হইয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মার সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ বর্ম্মা উকিল মহাশয়ের সৌজন্যে ও আদর আপ্যায়নে নিমন্ত্রিত

পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। দক্ষিণ ফরিদপুরে যোগেশ বাবুই ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া প্রথম আদর্শ হইয়াছেন। তাঁহার সৎসাহসে ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ ব্রাহ্মণদী নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়কে। তিনি অকপট মনে কায়স্থ-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। স্বীয় আবসে জনৈক বৈদিক রাখিয়া ক্ষত্রিয়াচারী কায়স্থের বৈদিকাভাব দূরীভূত করিতেছেন। বিদ্বেষীবর্গের মুখে চুণ কালি লেপন করিতেছেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। নদীয়া জেলার বগুবিল নিবাসী মৃত বিনোদবিহারী সেন বর্ম্মার শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র সানুজ শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার সেন বর্ম্মা ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতা ভেদ করিয়া ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বাঁশবাড়ীয়া, নন্দীপুর, মালিহুদ, নগরবাঁকা, পোড়াদহ এবং চিথলিয়া প্রভৃতি গ্রামের উপবীতী ও অনুপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণ শ্রাদ্ধে ভোজনাদি দ্বারা কৃতিগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

১৩ই পৌষ, ১৩২৫। ভাঙ্গার অন্তর্গত কায়স্থ কুলভূষণ মহাত্মা ৺শশিভূষণ নন্দী মহাশয়ের জন্মভূমি নওপাড়া গ্রামে ৺ বনমালী গুহ বর্ম্মার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি মৃত্যু সময় একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অভয়চরণ গুহ বর্ম্মাকে বলেন, "দেখিও যেন আমার শ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে হয়।" পুত্রের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও পিতৃবাক্য রক্ষার জন্য ও স্বীয় কর্ত্তব্যানুরোধে ঋণ গ্রহণ করিয়াও পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। ঋণদাতাও ধন্য! তিনি বিনাসুদে দুই বৎসরে টাকা গ্রহণের সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দাদন করিয়া জাতীয়সংস্কার কার্য্যে অপরিসীম উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধের ইহাই বিশেষত্ব। আত্মীয় স্বজন সকলেই প্রায় শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছেন, শুধু গ্রামের কতিপয় দুঃশাসন যোগদান করেন নাই। ইহাতে কার্য্যের কোন বিঘ্ন হয় নাই। ভগবান কি প্রত্যেক গ্রামেই এই শ্রেণীর জাতিদ্রোহীদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন, তিনিই জানেন।

৬ই পৌষ, ১৩২৫। কলিকাতা গরাণহাটা নিবাসী হাইকোর্টের এটর্ণী শ্রীযুক্ত রজবিশোর দে মহাশয় তাঁহার ৺মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের নিমন্ত্রিত অনেক অধ্যাপক শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দে মহাশয়ের বিনয় নম্র-ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহার অবস্থামত বিদায় পাইয়াছিলেন। সাধারণতঃ এদেশের অধ্যাপক মহাশয়েরা—শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনুষ্ঠাতার গৃহে ভোজনাদি করেন না, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বরাহনগরের নিবারণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, কাশীপুরের যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, বালির সিমলার দেবেন্দ্রকৃষ্ণ বেদান্ততীর্থ, জেলে টোলার সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, কালীঘাটের সুরেন্দ্রমোহন সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ, ভবানীপুরের দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ, শ্যামবাজারের পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ ও ভূতনাথ স্মৃতিকণ্ঠ, কুমারটুলীর দ্বারকানাথ তর্কশাস্ত্রী, পাথুরিয়া ঘাটার হরিপদ মীমাংসাতীর্থ, রামবাগানের হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, শ্যামবাজারের প্রভাকর মীমাংসাতীর্থ, শ্যামপুকুরের হরনাথ শাস্ত্রী, শ্যামবাজারের

সীতানাথ সাঙ্খ্যতীর্থ, গরাণহাটার চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, মুজাপুরের শরচ্চন্দ্র স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি অধ্যাপকগণের শতাধিক ছাত্র নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধের পর দিবস কৃষ্ণবাবুর গৃহে ভূরি ভোজন করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

আনন্দবার্ত্তা ঃ—

উত্তররাঢ়ী কায়স্থকুলভূষণ বঙ্গের গৌরবরবি—ভারতাকাশের পূর্ণচন্দ্র রাইট অনারেবাল্ স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, সম্প্রতি 'লর্ড' উপাধি প্রাপ্ত হওয়ায় এদেশবাসী সর্ব্ব সাধারণ নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার গৌরবে গৌরবিত হইয়া—পুলকিতচিত্ত হইয়া ভগবৎসমীপে তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে সিংহ মহাশয় ভারত সরকার কর্ত্তৃক সমর-পরিষদে ভারত-সচিবের পরামর্শ দাতা হইয়া গমন করার কিয়দ্দিবস পরেই তথায় উক্ত পরিষদে ভারতবর্ষের পক্ষে সদস্য মনোনীত হন। তৎপর প্রাত্যাগমনকালে সম্রাট কর্ত্তৃক 'কিংস্ কাউন্সিল্' এই সম্মান প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বার সমর-পরিষদে গমন করিয়া ইনি রাজপুত্র না হইয়াও তথায় 'ফ্রিডাম অব্ দি সিটি অব্ লণ্ডন' এই অধিকার প্রাপ্ত হন। তৃতীয় বার বর্ত্তমান সন্ধি সঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি রূপে গমন করিয়া সম্রাট কর্ত্তৃক প্রথমে 'প্রিভি কাউন্সিলর' এই পদ প্রাপ্ত হন। কয়েক দিন পরে মহামন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জ কর্ত্তৃক ভারতের অণ্ডার সেক্রেটারীর পদ এবং তাহার কয়দিন পরেই 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। বৃটিশ উপনিবেশে যাঁহারা স্বাধীন ভাবে দেশ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত যে সকল অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই, সেই বৃটিশ-রাজ-সিংহের দানে ভারত আজ তাহার অধিকারী হইল। আমাদের আশা হয় ইহাই স্বরাজ দানের পূর্ব্বাভাস।

অনুসন্ধানের অভাব ঃ—

৪ঠা অগ্রহায়ণের 'কাশীপুর-নিবাসী' 'বিবাহিতার মৃত্যু' এই সংবাদ লিখিয়াছেন—"পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী বিচারপতি ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একটি কন্যার দেহান্ত ঘটিয়াছে। এই মেয়েটিকে সুখী করিবার জন্য রায় বাহাদুর কি না করিয়াছিলেন। সে বিধবা হইলে তাহার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়া ছিলেন এবং তজ্জন্য সমাজের পীড়নও সহিয়াছিলেন।" কাশীপুর-নিবাসী প্রবীণ সম্পাদক যে একজন দেশবিখ্যাত লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যাভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন, আমাদের এ বিশ্বাস ছিল না। সম্পাদক মহাশয় কোথায় জানিলেন, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, আমরা জানি স্বর্গীয় চন্দ্রমাধব বাবুর কোন পুত্রের নাম দেবেন্দ্রচন্দ্র নাই, এবং তদ্বংশে কাহারও বিধবা কন্যার বিবাহও হয় নাই। বরং আমরা ইহাই জানি, আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকীল, যশোহর বিদ্যানন্দ-কাঠী নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ী উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এবং তাহারই Influenza রোগে মৃত্যু হইয়াছে। আশা করি সম্পাদক মহাশয় তাঁহার এই প্রমাদসঙ্কুল ভ্রম সংশোধিত করিয়া লইবেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির পঞ্চমাধিবেশন।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥টা।

সভার কার্য্যালয়, ৮৯।১ গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(১) শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা, সভাপতির আসনে।
(২) „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
(৩) „ কেদারনাথ দেববর্ম্মা।
(৪) „ তারকচন্দ্র দেববর্ম্মা।
(৫) „ দয়ালচন্দ্র বসু।
(৬) „ নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।
(৭) „ নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(৮) „ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(৯) „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
(১০) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা রায়।
(১১) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(১২) „ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
(১৩) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। } সম্পাদক।
(১৪) „ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা (প্রচারক)।
(১৫) „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)।
(১৬) „ যতীন্দ্রনাথ ঘোষ (দর্শনার্থী)।

নদীয়া জেলাস্থ যশড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা, রাজসাহী গোড়ামাড়ার শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মচৌধুরী এবং চট্টগ্রামের উকিল শ্রীযুক্ত রামলাল সেন বর্ম্মা এই সকল দক্ষিণ রাঢ়ীয় সদস্যগণ অনিবার্য্য কারণে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ জানাইয়া পত্র লেখেন।

অদ্য সভাপতি বা সহঃ সভাপতিগণের মধ্যে কেহ উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে

ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে অবসর প্রাপ্ত সবজজ (১৩২১ সালের সহঃ সভাপতি) শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে এ বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ৪র্থ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হইলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সভার ভূতপূর্ব্বক প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় publicity boardএ বক্তা নিযুক্ত হওয়ার বিষয় সমিতিকে জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে উপস্থিত সদস্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর হইল।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যুতে উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মৃতগণের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সভার সমবেদনা জানান হউক :—

(ব) রাণী দিনমণি চৌধুরাণী, সাং সন্তোষ, জেলা ময়মনসিংহ।
(দ) ডাঃ প্রতুলচন্দ্র ঘোষ, সাং আম্বালা, পঞ্জাব।
(দ) শ্রীযুক্ত রমানাথ সরকার, এটর্ণি, কলিকাতা।
(বা) „ রাধাবল্লভ রায়, বি-এল্, উকিল, রাজসাহী।
(উ) রাজা সতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, সাং বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একজন বারেন্দ্র ও একজন বঙ্গজ সদস্যের মৃত্যু হওয়ায় এবং একজন উত্তর রাঢ়ী সদস্য বৃদ্ধি করিয়া লওয়ার প্রস্তাব হওয়ায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(বা) শ্রীযুক্ত বামাচরণ বর্ম্মা মজুমদার, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
(উ) „ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম্-এ, ঘোষ লেন্, কলিকাতা।
(ব) „ সুরেন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা, সাং হাবড়া।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(দ) ১। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু, সাং ১৭নং বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা।
(দ) ২। „ ফণীন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, সাং ঐ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা।

(দ) ৩। ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং শালখিয়া, হাবড়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা।

(ব) ৪। শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত, বি-এল্, উকিল, হাইকোর্ট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস।

(দ) ৫। „ আশুতোষ পাল, সাং গোপালপুর, নদীয়া জেলা।

প্রস্তাবক—সোমেশপুর শাখাসভার সম্পাদক।

(দ) ৬। „ শ্যামাচরণ বসু, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা (সম্পাদক)।

(ব) ৭। „ বসন্তকুমার রায়, এম্-এ, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ।
(ব) ৮। „ বসন্তকুমার ভৌমিক, সাং ১৩।১ ফকিরচাঁদ দে লেন, কলিকাতা।
(ব) ৯। „ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস, বি-এল্. দেওয়ান, বকরীবাড়ী ষ্টেট্,

সাং গোয়ালাপাড়া, আসাম।

(ব) ১০। „ বেণীমাধব ধর, সাং মাধবপুর, ত্রিপুরা।
(উ) ১১। „ রামচরণ সিংহ, সাং জুবুটী, বীরভূম জেলা।
(ব) ১২। „ হরেন্দ্রকুমার চন্দ, সুপারভাইজার্, সাং গোলকগঞ্জ, গোয়ালপাড়া,

আসাম।

(ব) ১৩। „ রজনীকান্ত বিশ্বাস, সাং খিতাপচর, চট্টগ্রাম।

উপরিলিখিত ৭ জনের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা (কর্ম্মাধ্যক্ষ)।

(ব) ১৪। „ অগ্নীশ্বর রায়, মোক্তার, সাং জামালপুর, ময়মনসিংহ জেলা।
(ব) ১৫। „ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গুহরায়, সাং ঐ
(ব) ১৬। „ অশ্বিনীমোহন ঘোষ, সাং ঐ
(ব) ১৭। „ চন্দ্রকান্ত দে, ডেঃ পুঃ ইন্স্পেক্টর্, সাং মাণিকগঞ্জ, ঢাকা জেলা।
(ব) ১৮। „ দুর্গাচরণ দত্ত, মোক্তার, সাং নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ জেলা।
(ব) ১৯। „ গোবিন্দচন্দ্র নেউগী, মোক্তার, সাং মাণিকগঞ্জ, ঢাকা জেলা।
(ব) ২০। „ সুরেশচন্দ্র বসু, সব্ডিভিসনাল্ অফিসার, সাং ঐ
(ব) ২১। „ আনন্দকিশোর মজুমদার, সাং বড়তলী, ময়মনসিংহ জেলা।
(ব) ২২। „ ভারতচন্দ্র বর্দ্ধন, উকিল, সাং নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ জেলা।

(ব) ২৩। শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়, উকিল, সাং নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ জেলা।
(ব) ২৪। „ শরচ্চন্দ্র নেউগী, মোক্তার, সাং মাণিকগঞ্জ, ঢাকা জেলা।
(ব) ২৫। „ ডাক্তার শশিভূষণ গুহঠাকুরতা, সাং ঐ
(ব) ২৬। „ তারকনারায়ণ চৌধুরী, সাং বনগ্রাম, ময়মনসিংহ জেলা।
(ব) ২৭। „ মহেশচন্দ্র নন্দী সাং ঐ
(ব) ২৮। „ দুর্গাচরণ রায়, সাং গঙ্গাসাগর, ত্রিপুরা।
(ব) ২৯। „ রমেশচন্দ্র পাল রায়, সাং ইব্রাহিমপুর, ঐ
(ব) ৩০। „ হরদয়াল পাল রায় সাং ঐ
(ব) ৩১। „ কুমুদচন্দ্র পাল রায় সাং ঐ
(ব) ৩২। „ মদনমোহন ঘোষ বি-এল্ উকিল, সাং কুমিল্লা, ত্রিপুরা।
(ব) ৩৩। „ রমণীমোহন দত্ত, এম-এ, বি-এল্ সাং ঐ
(ব) ৩৪। „ ত্রৈলোক্যনাথ রায় চৌধুরী, সাং বিটঘর, ত্রিপুরা।
(ব) ৩৫। „ উপেন্দ্রমোহন সিংহ, সাং দুর্গাপুর, ঐ
(ব) ৩৬। „ কৈলাসচন্দ্র দেব, উকিল, সাং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঐ
(ব) ৩৭। „ সুবোধচন্দ্র রায়, সাং জাফরগঞ্জ, ঐ
(ব) ৩৮। „ বিপিনবিহারী রুদ্র, সাং কুমিল্লা, ত্রিপুরা।
(ব) ৩৯। „ কামিনীকুমার দত্ত, উকিল, সাং ঐ
(ব) ৪০। „ মহেন্দ্রচন্দ্র রাহা, উকিল, সাং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঐ
(ব) ৪১। „ বিপিন্ বিহারী গুহ, সাং পীপড়িয়া, ত্রিপুরা।
(ব) ৪২। „ হরেন্দ্রকুমার মজুমদার, বি-এল্, সাং কুমিল্লা, ত্রিপুরা।
(ব) ৪৩। „ হরেন্দ্রকুমার দাস, সাং গান্দ্রা, ঐ
(ব) ৪৪। „ জয়চন্দ্র দত্ত, শিক্ষক, শ্রীহট্ট।
(ব) ৪৫। „ কালী প্রসন্ন দত্ত চৌধুরী, সাং ঢাকাদক্ষিণ, শ্রীহট্ট।
(ব) ৪৬। „ ডাক্তার বৈকুণ্ঠকুমার নন্দী, সাং শ্রীহট্ট।
(ব) ৪৭। „ অবনীমোহন রায় চৌধুরী, সাং কাইতলা, ত্রিপুরা।
(ব) ৪৮। „ রায়সাহেব সতীশচন্দ্র দে, বি-এল্, সাং করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
(ব) ৪৯। „ রাজচন্দ্র দাস, উকিল, ঐ

উপরিলিখিত ৩৬ জনের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (প্রচারক)

(ব) ৫০। „ অনুকূলচন্দ্র বিশ্বাস, মোক্তার, সাং হাজারী লেন, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল ঘোষ।
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, উকিল।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত রঞ্জনলাল সেন বি-এল্ উকিল।
„ „ বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি-এ।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ।

(ক) সভ্যের নাম পরিহার। যে সকল সভ্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ সত্ত্বেও বাকী চাঁদার টাকা দেন নাই, তাহাদের মধ্যে ৮জন বঙ্গজ, ১২ জন দক্ষিণরাঢ়ী, ৪ জন বারেন্দ্র এবং ২ জন উত্তররাঢ়ী মোট, এই ২৭ জনের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্যের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইল। তাঁহাদের নাম ঠিকানা ও বাকীও লিপিবদ্ধ হইল।

(খ) সভ্যের প্রবেশিকা রেহাই। নিম্নলিখিত সভ্যগণের প্রবেশিকা সর্ব্বসম্মতিক্রমে রেহাই করা হইল :—

(গ) শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্যারিষ্টার্, সাং ১৩নং কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ১৩২৫ সনে
(গ) „ জিতেন্দ্রনাথ পাল, সাং ২৬।৩ স্কটস্ লেন কলিকাতা ১৩২৪ সনে
(গ) „ সুরেশচন্দ্র পালিত, বি-এল্, সাং ৭৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ঐ
(গ) „ হীরালাল মিত্রবর্ম্মা, সাং সিরাজকাঠি, যশোহর জেলা ১৩১৯ সনে

(গ) সভ্যের অনাদায়ী চাঁদাদি সম্বন্ধে। সন ১৩২৩ সালে মনোনীত ৪জন সভ্যের চাঁদা ও প্রবেশিকা এ পর্য্যন্ত আদায় না হওয়ায় কিঞ্চিৎ বাদানুবাদের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, এই সকল সভ্যের প্রস্তাবকগণকে পত্র লেখা হউক এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির আগামী মাসের অধিবেশনে যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।

(ঘ) বিনামূল্যে পত্রিকা প্রদান সম্বন্ধে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বা সমিতিসমূহকে সম্পাদকগণ যতদিন পত্রিকা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিবেন ততদিন দিবেন এবং ইতঃপূর্ব্বে যাহা দিয়াছেন, তাহাও মঞ্জুর হইল :—

(১) জোড়বাগান ক্লাব্, কলিকাতা।
(২) বীণাপাণি লাইব্রেরী, গণপুর, বীরভূম জেলা।
(৩) মনমোহন লাইব্রেরী, রম্না, ঢাকা জেলা।
(৪) মাজু পাবলিক্ লাইব্রেরী, মাজু, হাবড়া জেলা।
(৫) রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী, রংপুর।
(৬) শ্রীপুর বেলভেট এসোসিয়েসন্, শ্রীপুর, ২৪ পরগণা।
(৭) শ্রীযুক্ত হরদেব রাম ব্যাস, সাং কলিকাতা।

(ঙ) পত্রিকা প্রকাশে বিলম্বের সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে কতিপয় পত্র প্রাপ্ত হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, পত্রিকা-সমিতিকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করা হউক।

(চ) সাধারণ সভ্যের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিতি ও মন্তব্য প্রকাশের অধিকার সম্বন্ধে। শ্রীযুক্ত হারালাল মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের এই বিষয়ে ৫ই শ্রাবণের পত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সাধারণ সভ্যের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিতি বা মন্তব্য প্রকাশের অধিকার নাই, কিন্তু সমিতির সভাপতি অনুমতি করিলে উক্ত অধিকার পাইতে পারেন।

(ছ) কার্য্যবিবরণী সম্বন্ধে পত্র। সম্পাদক শরৎবাবু শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্তবর্ম্মা মহাশয়ের বিগত ১০ই আগষ্ট তারিখের পত্রের মর্ম্ম সমিতিকে জ্ঞাত করাইলে যথেষ্ট তর্ক বিতর্কের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে কার্য্য-বিবরণীর খসড়া সমিতির সদস্যদের নিকট পাঠান আবশ্যক নহে এবং একজন কর্ম্মচারী ও এক জন দ্বারবানের দ্বারাও তাহা সম্ভবপর নহে, পুরস্ত ছাপাইয়া ডাকে বিতরণ করিয়া ব্যয় করাও যুক্তি সঙ্গত নয়, কিন্তু এবার হইতে সমিতির অধিবেশনের পর এক সপ্তাহ মধ্যে কার্য্যবিবরণীর খসড়া সম্পাদকেরা প্রস্তুত করায় সভার কার্য্যালয়ে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট রাখিবেন এবং যে সকল সদস্য পূর্ব্ব সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে আসিয়া খসড়া দেখিয়া যাইতে পারিবেন, এবং সম্পাদকদের কাহারও সম্মুখে যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন জানাইবেন।

(জ) অবৈতনিক প্রচারক পদ প্রার্থনা পত্র। এই পত্র প্রচার সমিতিতে দেওয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল।

(ঝ) বড়দিনের ছুটীতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন সম্বন্ধে। রাজসাহীর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্ম চৌধুরী মহাশয়ের এতদ্বিষয়ক পত্র গঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, অদ্যকার অধিবেশনের ১০।১২ দিন পরেই বড় দিন হইতেছে, এবং গণ্যমান্য অনেক সদস্যই কলিকাতায় থাকিবেন না, এ অবস্থায় এত শীঘ্র অধিবেশন করিবার আবশ্যকতা নাই।

(ঞ) সাহায্য প্রার্থনা পত্র সম্বন্ধে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের অবস্থা বিবেচনায় এ বৎসর আর নূতন সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে না। সাহায্যপ্রার্থীদের বৃত্তান্ত :—

১। মীমাংসা দর্শন পাঠার্থী—শ্রীঅনন্তকুমার দাস কাব্যতীর্থ, সাং পিঞ্জরী, ফরিদপুর।
২। কলেজে পাঠার্থী—(ক) শ্রীবিজনবিহারী বসু, সাং বাগের হাট কলেজ্।
(খ) শ্রীসুকুমার দেবরায়, সাং ফরিদপুর কলেজ্।
৩। হাইস্কুলে পাঠার্থী—শ্রীপ্রমদাকণ্ঠ দাস, সাং লক্ষ্মীপাশা হাইস্কুল্, যশোহর জেলা।
৪। বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পাঠার্থী—শ্রীলালমোহন সরকার, সাং ইলুহার, বরিশাল জেলা।
৫। বিধবার প্রার্থনা—শ্রীভবতারিণী দত্ত, সাং পাতালেশ্বর, কাশীধাম।
৬। দরিদ্র ব্রাহ্মণ—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, সাং বালিয়া, যশোহর জেলা।

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

'স্বাক্ষর'
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।

'স্বাক্ষর'
শ্রীবিনোদবিহারী বসু।
সভাপতি।
২৮।৯।২৫।

কায়স্থ-পত্রিকা

ফাল্গুন, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ১১ সংখ্যা।

বাজু-সমাজ।

বঙ্গজ-কায়স্থের বাজু-সমাজ কোন্ সময় কাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ করা কঠিন। খল্‌সীর রাহা বংশে একজন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর পুত্র 'মাধব' নামে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করিতে চাহেন, তিনিই রাজা হইয়া যে সমাজ সংস্কার করেন, তাহাতেই বাজু-সমাজের উৎপত্তি। আবার ইহাও দেখা যায়, মাধব রাহার পিতাই বাজু-সরকারের কতকাংশের প্রকৃত ভূম্যধিকারী বা রাজা ছিলেন, কিন্তু মাধব রাহা জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিত্তচ্যুত হইয়া পরে সামান্য জোতদার মাত্র থাকেন। অন্যদিকে শ্রীবৎসরাহার খুল্লপিতামহ মুকুন্দরাহা যিনি বাহিরবন্দের ব্রাহ্মণ জমিদার চাঁদরায়ের সুহৃদ ছিলেন, যাঁহার বিলুপ্তপ্রায় অট্টালিকা এখনও "রাজা মুকুন্দ বাড়ী" নামে সেরপুরে বিদ্যমান আছে, যাঁহার বিপুল বিভব—সরকার বার্কাবাদ ও পিঞ্জিরা তাহিরপুরের বিজয় লস্করকে ও সাঁতৈলের ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের সৃষ্টি করিয়া দিয়া ছিল।* যিনি স্বীয় সুহৃদ শম্ভুচাকীর বাহুবলে সুদূর ভূষণায় জমিদারী প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বরং সমাজ স্থাপক এবং রাজা বলা যাইতে পারে; তথাপি মাধব রাহাকে সমাজ স্থাপক বা রাজা বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ ইহা'ত ষোড়শ শতাব্দীর কথা; বাজু-সমাজের সূচনা যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হইয়াছিল এমনতর প্রমাণ কতকটা বরং সংগ্রহ করিতে

* বিজয়লস্কর মুকুন্দরাহাকে বার্কাবাদ ও পিঞ্জিরা হইতে কৌশলে বিতাড়িত করেন, এজন্য তাঁহার স্বাধিকারভুক্ত সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গতঃ আম্বিলাগাছী, বেলকা, বেড়িঘোড়া-ঘাট, সূর্য্যকুণ্ডী, সেরপুর, কুঠি ও তুলসীঘাট নামক মহাল গুলিও পরিত্যাগ করিতে হয়। এরূপ ঐতিহাসিক সংবাদ জানা যায়।

পারা যায়। এইজন্য আমরা জনপ্রবাদের রাজা মাধবকে আইন-ই-আকবরীর লিখিত ভোজ বংশীয় রাজা মাধব বলিয়া অনুমান করি।

ফলতঃ অদ্য আমরা যে বাজু-সমাজের কথা লিখিতে বসিয়াছি, এই 'বাজু' কথাটা যে প্রাকৃত ভাষা সম্পর্কে নহে—খাটি সংস্কৃত, তাহাও প্রাচীন অভিধানে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ শব্দের মূল প্রকৃতি দুইটী গণে আশ্রিত, চুরাদি গণের অর্থ 'মার্গণ-সংস্কার' এবং ভ্বাদিগণের অর্থ 'অন্ন'। আমরা শেষোক্ত অর্থটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টে পাইয়া (বাজুদেশ শস্য প্রধান) তাহাই গ্রহণ করিলাম, কেননা রাজা আদিশূরেরও পূর্ব্বতন কালে ভোজরাজগণের সময় এদেশে 'মার্গন-সংস্কার' হইত কিনা তাহার কোন নিদর্শন এখন পাওয়া যায় না, পরন্তু তৎকালে যে কায়স্থ-সমাজ ছিল, তাহারও ত কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং বর্ত্তমান বস্তু দ্বারাই অতীতের সত্য উদ্ধার করিতে হইল।

পাঠক, এস্থলে হয়তঃ বলিতে পারেন—সুপ্রসিদ্ধ "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সংস্কৃত অভিধানে বঙ্গজকায়স্থের যে বিবরণ 'ঘটককারিকা' হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে ;—

"এতেচৈকোনবিংশশ্চ গৌড়দেশাৎ সমাগতাঃ।
স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ॥
রাজরাট্ সপ্তপুরশ্চ রাজাপুরস্তথৈবচ।
বটগ্রামো মল্লপুরঃ পদ্মদ্বীপশ্চ লোহিতঃ॥
মল্লকোটির্লক্ষ্মীপুরঃ কেশিনীশ্চ কুমারকঃ।
কীর্ত্তিমতি র্নন্দীগ্রামো দেবগ্রামস্তথা স্মৃতঃ॥
বাটাজোড়ঃ স্বর্ণগ্রামো দক্ষপুরশ্চ মাগুবঃ।
মণিকোটি র্ভল্লকোটিঃ শম্ভুকোটিস্তথৈবচ॥
সিংহপুরোমৎস্যপুরো মেঘনাদ স্তথাপিচ।
ভল্লকুলিঃ সিন্ধুরাঢ়ঃ সুরপুরিস্তথা স্মৃতঃ॥
সমৃদ্ধ্যৈতানি গ্রামানি সপ্তবিংশাতিহৃষ্টধীঃ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্যঃ আদিশূরো নৃপোত্তমঃ॥"

এই সপ্তবিংশ গ্রামের মধ্যে বটগ্রাম, নন্দীগ্রাম, বরেন্দ্রদেশে ; দেবগ্রাম রাঢ়দেশে ; রাজরাট্ (রাজরা) লোহিত (লাঙ্গলবন্ধ) স্বর্ণগ্রাম ঢাকা জেলায় ; রাজাপুর, লক্ষ্মীপুর, কেশিনী (কাশিয়ানী) কুমার (কোঙরপুর) সোণাপুর (স্বর্ণপুর) ফরিদপুর জিলায়, বাটাজোড় ও দক্ষপুর যশোহর জিলায় ; সিংহপুর (সিংহমারী) মৎস্যপুর, ময়মনসিংহে পাওয়া যায়। আবার ঘটক বচন আছে ;—

"লোহিত্য-নন্দন সোঽয়ং লোহিত প্রবাসীচ যঃ।
সেনবংশাম্বুজঃ শূরো শ্রীমদ্ বল্লালনামকঃ॥
চকার রাজ্যবিস্তারং লোহিত্যাৎ স্বর্ণপুরকং।
স্থাপয়ামাস সাম্রাজ্যং চক্রবর্ত্ত্যভবন্নৃপঃ॥
জিত্বা লোহিত্যরাজানং শৈলাধিপাংশ্চ কোচকান্।
স্থাপয়ামাসপুরঞ্চ রামপালং মনোহরং॥"

অর্থাৎ যিনি লোহিতদেশে বাস করিয়া লোহিত্যগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন, সেনকুলের সেই বীর বল্লাল লোহিত্য হইতে স্বর্ণপুর পর্য্যন্ত দেশ বিস্তার পূর্ব্ব সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া চক্রবর্ত্তী রাজা হন। এই রাজ্য স্থাপন করিতে তাঁহাকে প্রথমেই লোহিত দেশের রাজাকে, তৎপর শৈলরাজার এবং তৎপর কোচরাজাকে জয় করিতে হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোচরাজ্য (কোচরাজ্য অর্থাৎ রঙ্গপুরের দক্ষিণাংশ কোচহাজো) পর্য্যন্ত বল্লালসেন জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। হণ্টার সাহেবের ইতিহাসে মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ কালেও শৈলমারী ও সিংহমারীতে কায়স্থ ভূস্বামীর পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগ্রন্থ আইন-ই-আকবরীতে দেখিতে পাওয়া যায়, গৌড়দেশের (জেন্নেতাবাদের) অব্যবহিত পূর্ব্বে সরকার মামুদাবাদের মধ্যে বাজুরাস্ত, রাজুকুশ ও চৈতন্যবাজু ; সরকার ঘোড়াঘাটের মধ্যে বাজুসোলাদসাহী, বাজুবন্দ জফরসাহী ; সরকার বার্কাবাদের মধ্যে জুয়ারিয়াবাজু এই পাঁচ অংশ এবং অবশিষ্ট সরকার বাজুহা নামে পরিচিত হইয়াছে। বাজুহাসরকার, যথা বড়বাজু, বেসেরিয়াবাজু, বেহোয়াইলবাজু, প্রতাপবাজু, পুকুরিয়াবাজু, দুঃখাবাজু, মুগাবাটীরাজু, সোণাবাজু, সাহাজিয়ালবাজু, জাফরোজিয়ালবাজু, কাটারমল-বাজু, কাটাবাজু, এবং হরিয়ালবাজু নামে পরিচিত। সম্রাট আকবরের সময় এই সুবৃহৎ বাজুদেশের ৩৩৮৭০৬০৫ দাম (৮৪৬৭৬৫৲ টাকা) রাজকর আদায় হইত। এই অষ্টাদশক বাজুর প্রথম ৫ অংশ পাবনা-বগুড়া ও রংপুরে এবং অপর ১৩টী বাজুর বড়বাজু পাবনা ও মাণিকগঞ্জে ও অবশিষ্ট দ্বাদশ বাজু ময়মন-সিংহ, জামালপুর ও ঢাকা জিলা এবং তাহার মহকুমার মধ্যে পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে মাণিকগঞ্জস্থ বাজু আবার রাজরানসাৎসাহী, মেবানে, খাবানা, হেরণা ও সেরালী এই পাঁচ মহাল ; রাজকর ৪১৭৮১৪০ দাম এবং প্রতাপবাজু, আবার সেলিমপ্রতাপ রহমানপ্রতাপ, চাঁদপ্রতাপ এই তিন অংশে বিভক্ত, রাজকর ৬৫০৬৭৩০ দাম।

উপরে রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক স্থাপিত কায়স্থ-সমাজ, ও সামাজিক কতিপয় স্থানের নাম, তৎপর রাজা বল্লালসেনের অধিকৃত দেশেরও পরিচয় দেওয়া গেল। এখন দেখা

যাউক, তিনি যে সকল কুলীনকে বঙ্গ সমাজ ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসস্থানের সন্ধান করা যায় কিনা :—

"বসুবংশেষু মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপুষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভূজমহাকৃতিঃ॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
এতে বঙ্গজা নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা॥"

মিশ্রকারিকা।

এই সকল কুলীন কায়স্থগণ মহারাজ বল্লালসেনাধিকৃত বঙ্গ-বিভাগে বাস করিতেন, এই মাত্র পরিচয় 'বঙ্গজা' বাক্যে উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু ভুলুয়ার রাজবংশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, কচুয়া নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় থাকদেবাত্মজ পরাক্রান্ত দনুজমর্দ্দন স্বীয় গুরু চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর মন্ত্রণাবলে চন্দ্রদ্বীপের কৈবর্ত্ত নৃপতি যাদব রায়কে বিদূরিত করিয়া স্বয়ং চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণের ও বঙ্গজ কায়স্থের কুলীনগণের সমীকরণ করেন। ঐ সমীকরণ কালে লক্ষ্মণবসু বংশীয় হংসবসু বর্ত্তমান থাকিলে ও তৎপুত্র মাত্র সোমকে ও পুষণ বসুর বংশধর দিগের সকলকে এবং দশরথ গুহের পুত্রদিগের বংশে লক্ষ্মণের পুত্র এবং ভরত-পুত্র সমীকৃত হন, কিন্তু উদন গুহ পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

এইরূপে উপেক্ষিত হওয়ার কারণ এদেশের প্রাচীন জমিদারীর ইতিহাস পড়িলে বুঝা যায়, কুলীন লক্ষ্মণ বসু বংশীয় হংসবসু পাটপশার জমিদারী পাইয়া ফতেয়াবাদের শাসনাধিন স্বীকার করেন। উদন গুহ মাতামহের বিষয় লোভে বর্ত্তমান মাণিকগঞ্জের অধীন (যাহাকে রাজা আদিশূরের সময় রাজরাট, আকবরের সময় রাজরানদীৎসাহী এবং ঘটকগণ যে স্থানকে রাজরা বলিয়াছেন, তথায়) রাজরায় বাস করেন এবং পাশ্চাত্য-বংশধর কোনও এক ব্যক্তি টেঙ্গরে (ভাওয়ালে) বাস করায় কুলচ্যুত হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই নাকি "নাস্তি কুলং ফতেবাদে টেঙ্গরে বাজবে তথা" এই বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা ইদিলপুরের ঘটকগণ বলেন। ফলতঃ ইহা দ্বারা আমরা, বুঝিতেছি, মহারাজ বল্লালসেনের অধিকৃত দেশের উত্তরাংশ সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত বরেন্দ্র এবং বাজুদেশ, পূর্ব্বদিকে লোহিতান্তর্ভুক্ত টেঙ্গর দেশ মহারাজ দনুজমর্দ্দনের হস্তচ্যুত হইয়াছিল এবং পশ্চিমে বাগড়ী ভূমির কতক হস্তগত হইয়াছিল। এজন্য বঙ্গে ও বাগড়ী নিবাসী রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের সমীকরণ করিতে পারিয়াছিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ও বাজুর কায়স্থগণের এক জনেরও পারেন নাই।

পরবর্ত্তীকালে চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ উপরুক্ত নীতি ভিন্ন আরও একটি সংকীর্ণ

নীতির অনুসরণ করেন। কেননা দেখা যায়, চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত খাঁপুরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য গুহ এবং বিক্রমপুরের অন্তর্গত চর্তুমণ্ডলে পুরপুত্র গোপালবসু ও বৈবকীনন্দন মিত্র, বেজগ্রামে বিনসায়কবসু, চাঁদনীতে গাত বসু বাস গ্রহণ করায় রাজা আক্রোশে ঐ সকল স্থানের অপবিত্রতা ঘোষণা দ্বারা তাঁহাদের কুল নষ্ট করেন। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি এইরূপ ঘোষণা করিলে, তৎফল ঐ রাজ্যের বহির্দ্দেশে গিয়া পড়িল। ইহার পূর্ব্বে রাজা আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-সমাজে—রাজা বল্লালসেন শাসিত মিথিলা ভিন্ন চতুর্ধাবিভক্ত বঙ্গ-সমাজে বিন্যস্ত হইয়া যাহা বঙ্গ-বিভাগে পড়িয়াছিল, তাহাতে বর্ত্তমান যশোহর জেলার পূর্ব্বাংশ হইতে উত্তরে পাবনার দক্ষিণ-পূর্ব্ব এবং বগুড়ার পূর্ব্ব, রংপুরের দক্ষিণ, সমগ্র ময়মনসিংহ, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে সমুদ্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে খুলনার পূর্ব্বার্দ্ধ ছিল। সুতরাং এই সমগ্র ভূখণ্ডই বঙ্গজ কায়স্থের মূল কেন্দ্র। এই ভূখণ্ড মধ্যে কোন্ বংশ কোথায় বাস করিতেন, নিশ্চয় বলা যায় না। তবে পালবংশের রাজত্বকালে যে দত্তবংশধরগণ চট্টগ্রামে বাস করিতেন, তাহা চক্রপাণি দত্তের পরিচয়ে চরক-টীকায় পাওয়া যায়। তৎপর নারায়ণ দত্ত, শ্রীধর দাস এবং সহদেব ঘোষ ইঁহারা যে রামপালের সান্নিধ্যে বাস করিতেন, 'সেখ শুভোদয়া' পড়িলে তাহা বুঝা যায়। বারেন্দ্র কায়স্থের সামাজিক বিবরণ পর্য্যালোচনা করিলে যশোহর জেলার শৌলকুপায় নাগবংশের বাসভূমি পাওয়া যায়। দশরথ গুহ যে বঙ্গবাসী ছিলেন না, তাহা দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের কুলগ্রন্থের পরিচয়ে পাওয়া যায়; তিনি রাঢ়খণ্ডে মানভঙ্গ হেতু বঙ্গবাসী হন এবং বঙ্গজ কুলগ্রন্থে আছে, তিনি বাজুর অন্তর্গত রাজরায় আসিয়া বিবাহ করেন। তৎকালে রেল-ষ্টিমার ছিল না, সুতরাং দূরদেশ হইতে রাজরায় আসিয়া বিবাহ করা সমীচীন নহে, বলিতে হয়, এ নিমিত্ত দশরথ রাঢ়খণ্ড হইতে গঙ্গার পথে আসিয়া হয়, ফতেয়াবাদে না হয় ধনধান্যপূর্ণ বাজুদেশে আবাস স্থান করিয়াছিলেন। গুহবংশ যে চন্দ্রদ্বীপ বা বিক্রমপুরে প্রথমে উপস্থিত হন নাই, তাহার অন্যতম প্রমাণ, বোষ বসু মিত্র বংশ প্রথম যেমন 'ঠাকুর' এই সম্মানে ভূষিত হইয়া ছিলেন, কিন্তু দশরথবংশে কোন পুরুষের মধ্যে সেই সম্মান কাহারও দৃষ্ট হয় না। দেববংশ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জিলার কানসোনায় ছিল, ইহা বারেন্দ্র-কায়স্থ-কুল বিবরণে জানা যায়। বসু ও মিত্র বংশধরগণ আদৌ বিক্রমপুর কি চন্দ্রদ্বীপে ছিলেন, জানিতে পারা যায় নাই। তবে এ কথা ঠিক্ যে, এই দুই বংশ বিক্রমপুর বা চন্দ্রদ্বীপের বাহিরে ছিল না—তাহা যদি হইত কুলপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ 'ঠাকুর' উপাধিতে ভূষিত হইতেন না—যে হেতু ঐ উপাধি এ দুই দেশেই নিবদ্ধ। আর এক কথা—যদিও বীরভূম জেলার

মিত্রভূম, এবং তাহার অদূরেই সিংহভূম জেলা এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা হইলেও এ-দুই স্থান যে আদিশূর-রাজ্যভুক্ত, বলিতে পারা যায় না—কেননা বংশের নামে দেশের পরিচয় থাকায়, সেই বংশের স্বাধীনতাই ঘোষণা করে। অতএব কি বিক্রমপুর, কি চন্দ্রদ্বীপ এই উভয়ের কেহই এ দাবী করিতে পারিবেন না যে, এই স্থানেই সমগ্র বঙ্গজ কায়স্থের আদি নিকেতন—বাজু ও ফতেয়াবাদ কুলীনগণের আদিবাস ভূমি নহে। অতএব তাঁহাদের কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক আবৃত্তিকৃত—

"চন্দ্রদ্বীপঃশিরঃস্থানং যত্র কুলীন মণ্ডলম্।
তদ্দেশমকৌল্যং মান্য যস্মাচ্ছিন্না ভোজৈকতা॥"

বচনটি খাটে না, কেন না, উপরে প্রমাণিত হইয়াছে, সমগ্র বঙ্গ ভূমিই কুলীনগণের আদি কুল স্থান।

আইন-ই-আকবরীমতে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ ১০৬৬ খৃঃ এবং দানসাগরে উহা রচনার যে সময় নির্দ্দেশ আছে, তাহা ১০৬৭ খৃষ্টাব্দ হয়। ঐ গ্রন্থখানি স্মৃতিবিষয়ক। এজন্য মনে হয়, ঐ গ্রন্থ তৎপ্রতিষ্ঠিত সদাচারসম্পন্ন সমাজের জন্য সমাজ-গঠনের সময়েই রচিত হইয়াছিল। ইহার পর ১২৮২ খৃঃ শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপে কচুয়ার রাজসিংহাসনে দনুজমর্দ্দনদেব অভিষিক্ত হন। এবং সেই সময় তিনি কতিপয় দেশ জয় করেন, তৎপর ১৫১৬ খৃঃ প্রথমে নিজ নামে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেন। তাহার পরই সমাজ-সমীকরণ, সম্ভবতঃ তাহাও ১৪২০ খৃঃ মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। সুতরাং রাজা বল্লালসেনের সমাজ-সংস্থাপন সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত এই প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর মধ্যে বিশাল ভূখণ্ডের আয়তন খর্ব্ব হইয়া বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ-বিক্রমপুর এই তিন খণ্ডভূমির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হইয়াছিল। বাজু ফতেয়াবাদের উপর চন্দ্রদ্বীপ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে নাই—এখনও—পারে না। পরন্তু একথাও বলিতে হইবে, এই সময় হইতেই বাজু ও ফতেয়াবাদ চন্দ্রদ্বীপ হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে।

রাজা দনুজমর্দ্দন কর্ত্তৃক যে উদনগুহ-বংশধরগণ ও হংসবসু স্বয়ং সমীকরণভুক্ত হন নাই, ঐ দুই বংশধরগণই বাজুসমাজে কৌলীন্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ ভাবে পাইয়া আসিতেছেন। ঐ গুহ বংশীয়গণ এখন মাণিকগঞ্জের অধীন বাষ্টিয়া, শ্রীবাড়ী; হংসবসুর সন্তানগণ নটাখোলা, শ্রীবাড়ী এবং ফরিদপুরের নিকট ভাজনভাঙ্গায় সকৌলীন্যে অবস্থান করিতেছেন।

শুধু উদনগুহ, হংস বসুর সন্তানগণ কেন, কার্ণ্য ঘোষবংশীয় মতিঘোষের সন্তানগণ পরবর্ত্তী কালে বাকী পরগণার জমিদারী পাইয়া এদেশে আসিয়া বাস করিলে

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি মতির বংশকে নিষ্কুল করিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই বাজু-সমাজে কুলীন বলিয়াই সম্মানিত হয়েন; তবে সকল কুলীনই যে সমান আসনে আছেন, এ কথা বলা যায় না। বর্ত্তমান কালে কাগমারীর জমিদার নন্দন গুহবংশীয় রায়-চৌধুরী এবং আলোয়ার বসুরায়গণ বাজু-সমাজে প্রায় আদান প্রদান করেন না এবং কোন সামাজিক সভায়ও উপস্থিত হন না—সম্ভোষের রাজবংশের জন্য পংক্তি-ভোজনের সভায় সর্ব্ব দক্ষিণে স্বতন্ত্রভাবে আসন রাখিতে হয়। ফলতঃ এরূপ রাখিলেও যে, টেপ্‌রা ও জয়পুরের গাভ বসু, চক ও গণকপাড়ার কোকবসু, খলসী, আড়রা, ভাদড়া, ডোহজানি, দান্যা ও কেদারপুর ও যাত্রাপুরের পৃথ্বিধব বসু, কুমুরিয়া ও আষৈদের চক্রপাণি, মালুচির কেদারপুরের কন্দর্প বসুর সন্তানগণ, জয়পুর ও রাখিলের রঘু মিত্রের সন্তানগণ, খুক্‌নীতে ঐ বংশের মিত্র মজুমদারগণ, কর্ণপাড়া, তেতুলঝোড়া, দৌলতপুরের থাকমিত্র বংশীয় মজুমদারগণ, চারিপাড়া ও মৈষা-মুড়ার ঈশ্বরাত্মজ জগন্নাথ এবং দৌলতপুরে সদাশিব ঘোষের ধারা, দত্তপাড়ায় পোড়া-দার সন্তানগণ, চাড়াবাড়ী, বাথুয়াজানি, চকমীরপুরের সদানন্দের সন্তানগণ, চন্দ্র-দ্বীপের কুলজ বঙ্কারির কার্ণ্যঘোষের বৃদ্ধ প্রপৌত্র এবং পুপির প্রপৌত্র দিগম্বরের সন্তানগণ; আড়রা, ভাড়রা, বেলতা, কেদারপুর, আদাজানের ছয়কড়ি ঘোষের সন্তান-গণ এবং কুলজ কৌবান্ত ঘোষের সন্তান মজুমদার ও রায় উপাধিতে খ্যাত বর্টিয়া চকরায়, এবং কুলজ ভাস্কর ঘোষের সন্তান বানাইলের খাসনবীস, কর্ণার ঘোষ; পুটের এড়গুহ বংশীয় পশুপতি, পাড়ার বশিষ্ঠ, টেপ্‌ড়া ও বেলতার ব্যাস, গাউজানা, বেড়াবুচিনার নেউগী উপাধিক নন্দন, বানাইলের খাসনবীস, বাফলা ও আড়া, আশকপুরের ও কুড়িকাহুনিয়ার রায়, আষৈদের মৌলিক, ও মজুমদার শিবানন্দ গুহের সন্তানগণ, আশবংশের বাণেশ্বর সন্তান সিমলিয়ার রায়গণ, শ্রীরাড়ী, ভাড়রা খাসনবীশ উপাধিক বিনগুহ এবং বেলতার গুহগণ ইঁহারা সকলেই কুলীন বলিয়া সমাজে সম্মান পাইয়া থাকেন। বাজু সমাজ স্বয়ং পরিচালনা ব্যতীত বাকলা চন্দ্রদ্বীপ-বিক্রমপুরের অনুজ্ঞায় পরিচালিত হয়েন না। তাহা হইলে তথাকার কুলহীন কুলজ গণ এ সমাজে কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইতে পারিতেন না। পরন্তু চন্দ্রদ্বীপের কুলীন পুপিঘোষের পুত্র অনন্ত ঘোষ বংশীয় যাঁহারা এই বাজু সমাজে বিষমপুর বাণিয়াজুরী প্রভৃতি স্থানে আছেন, তাঁহারা কুলজ বলিয়া গৃহীত হইতেন না।*

* আমি ঘোষ বংশীয় এজন্য মাত্র স্ববংশের যাঁহারা চন্দ্রদ্বীপে কুলীন থাকিলেও এদেশে কুলজ, তাহার উল্লেখ করিলাম, নতুবা গুহ, বসু বংশেও এদেশে কুলজ ও বংশজ আছেন। তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপ ও বিক্রমপুরে এখনও কুলীন বলিয়া সম্মানিত, কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া তাহাদের স্থানের উল্লেখ করিলাম না।

সুতরাং বাজু-সমাজ স্বাধীন ভাবেই আপনাকে পরিচালন করিয়া আসিতেছেন।

আরও এককথা বাজু-সমাজের কুলীনগণ চন্দ্রদ্বীপের সমীকরণেরও আয়ত্বাধীন নহেন, ইহা অসমীকৃত উদনগুহ-সন্তানদিগকে কুলীন করিয়া লওয়াতে প্রমাণিত হইতেছে।

উপসংহারে বক্তব্যঃ—আমরা পরার্থ বুঝিতে পারি না, স্বার্থটা ভাল বুঝি,—স্বপ্রাধান্যই ঘোষণা করিতে ভালবাসী, অন্যের পক্ষে অন্ধ থাকি, ইহাই এদেশের জল-বায়ুর দোষ। আমরা ব্রাহ্মণদিগকে দোষারোপ করিয়া থাকি—রাম হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত সুসংস্কৃত ক্ষত্রিয়প্রবরগণ বর্ত্তমান থাকিতে পরশুরাম কিরূপে নিঃক্ষত্রিয় করিলেন? বস্তুতঃ আমরাও কি তদ্বৎ বঙ্গজ মিত্রবংশের কৌলীন্যের সমীকরণ থাকাসত্ত্বেও বঙ্গে মিত্রবংশে কুল নাই বলিয়া বসি! আদত কথা কিন্তু এক মাত্র চন্দ্রদ্বীপে কিছুকাল মাত্র মিত্রবংশ না থাকাতেই ঐদেশাধিপতি বসুরাজগণ বঙ্গে মিত্রের অকুলীনতার কথা ঘোষণা করেন। বাজু-ফতেয়াবাদ-বিক্রমপুর একথার উপর আদৌ শ্রদ্ধা করেন না; আবার মনে হয়, বিক্রমপুর কিন্তু চন্দ্রদ্বীপগন্ধী তাই যা। আরও এককথা, চন্দ্রদ্বীপের 'কৌলীন্য' ব্যক্তিগত ছিল মনে হয়, কেন না হংস বসু ফতেয়াবাদে থাকায় তাঁহার কুল গেল কিন্তু তাঁহার অপর পুত্র সোমবসু চন্দ্রদ্বীপে গমন করায়, তিনি স্বয়ং, তৎপুত্র শঙ্কর এবং পৌত্র নারায়ণ সমীকৃত হন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ মজুমদার

বঙ্গসমাজে "দাস" "দাশ" ও "শর্ম্মন্" শব্দের ব্যবহার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রাজা আদিশূর বৌদ্ধ রাজগণকে পরাভূত করিয়া গৌড়ে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। * অতএব আদিশূরের বহুপূর্ব্ব হইতে গৌড়প্রদেশে

* আইন-ই-আকবরীমতে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে।
সম্বন্ধ নির্ণয় ২৬১ পৃঃ।
মতান্তরে খৃঃ ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে।
নগেন্দ্রবাবু প্রণীত ব্রাহ্মণকাণ্ড, চতুর্থ অংশ ৮৫ পৃঃ।

বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষণ ও প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম যে বিধ্বস্ত ও ম্লানভাবাপন্ন হইয়াছিল এবং তার ফলে বেদাদি চর্চ্চা ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপ হিন্দু সমাজে যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তাহার কতক পরিচয় ঘটককারিকায় পাওয়া যায়। আদিশূর রাজ্যস্থাপন করিবার পরে তিনি যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় রাজ্যের ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহাদিগের দ্বারা ঈপ্সিত যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারিবে কি না? তদুত্তরে ঐ ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিয়াছিলেন, কারিকায় তাহা এরূপ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। যথা—

"ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে খর্ব্বীকৃত কলেবরাঃ।
কথয়ন্তি নৃপাগ্রেষু সর্ব্বেধিকৃতমানসাঃ॥
কেন কেন বিধানেন যজ্ঞো বা ক্রিয়তে বুধৈঃ।
বয়ং সার্থ ন জানীমো বিধানং কিদৃশঃ ক্রতুম্॥"

শব্দকল্পদ্রুমধৃত, কারিকা।

ইহাতে প্রতীতি হয়, তৎকালে গৌড়দেশে যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াদি উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবে সমাজে বিরল অনুষ্ঠিত হইত। তান্ত্রিক মতে অধিকাংশ গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। অতএব ইহা অসম্ভব নহে যে, গৌড়বাসী ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির পূর্ব্বে প্রথমে যজ্ঞবিরহিত উপনয়ন সংস্কার, পশ্চাৎ উপনয়ন গ্রহণ প্রথা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল। সেই কারণে গৌড়বাসী চিত্রগুপ্তের বংশধর কায়স্থগণেরও উপনয়ন সংস্কার ও পৈতা লওয়া প্রথা তিরোহিত হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দ্বাচারিশত বর্ষ পূর্ব্বে যখন স্মার্ত্তগ্রন্থ প্রচার করেন, তখন, তিনি বঙ্গসমাজে ব্রাহ্মণ ও এই দুই শ্রেণীর লোকমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কায়স্থদিগকে তিনি আচারপরায়ণ দেখিয়া, তাহাদিগকে 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা শূদ্রের অন্বয় কখন ছিলেন না, ইহা ঘটককারিকা সাক্ষ্য দিতেছে। কায়স্থগণের পূর্ব্বে যে যজ্ঞসূত্র ছিল; পরে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার বিবরণ কারিকায় এইরূপলিপিবদ্ধ দেখা যায়। যথা

"গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমামদাঃ।
তত্ত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ততঃ কালে গতে চাপি আগমাদীক্ষিতাভবন্।
দিব্যজ্ঞানং যতোদত্তাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্যসংক্ষয়ম্॥

তস্মাদ্দীক্ষেতি সাপ্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।
আগমোক্ত বিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ॥
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্।
তান্ত্রিকা স্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রানামপি পারগাঃ॥"

ধ্রুবানন্দ কৃত বঙ্গজকায়স্থ কারিকা

উপরি উদ্ধৃত প্রমাণ ও যুক্তি পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চক ও তাঁহাদের সঙ্গী পাঁচজন গৌড়দেশে বসবাস করিতে করিতে কালক্রমে, তাঁহাদের বংশধরগণ তত্রত্য পূর্ব্বাধিবাসী সপ্তশতীর সহিত যেরূপ ব্রাহ্মণ সন্তানেরা, সেইরূপ কায়স্থের সহিত কায়স্থ সন্তানেরাও যৌন সম্বন্ধে ও ভক্ষ্য ভোজ্যতায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। দেখা যায়, এখনও সেরূপ সম্মিলন হইতে কতক বাকি রহিয়াছে। সকলে অবগত আছেন, আদিশূরের রাজত্বের কতক বর্ষ গত হইবার পরে বল্লালসেন গৌড়ের রাজসিংহাসনে অধিরোহন করিয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের সংস্কার মানসে পূর্ব্বপ্রচলিত কৌলীন্য প্রথার সংস্কার করিয়াছিলেন। দেখা যায়, উহার পরেও সময়ে সময়ে কুলাচার্য্যেরা উদিত হইয়া কৌলীন্য নিয়মের (ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে) স্বল্পবিস্তর সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দুলের বিখ্যাত মিত্র রাজার পূর্ব্বে কোন চেষ্টা হইয়াছিল কি না জানা যায় না। ইদানীং কিন্তু সেরূপ চেষ্টার (ঐরূপ সমাজের ব্রাত্য বৈশ্যদিগের মধ্যেও) আরম্ভ হইয়াছে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রঘুনন্দন কায়স্থদিগকে শূদ্রাচার দেখিয়া উহাদিগকে 'সচ্ছূদ্র' আখ্যা দিয়াছিলেন, অথচ তাহার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। বিস্ময়ের বিষয় পূর্ব্ব হইতে বঙ্গীয় সমাজে সচ্ছূদ্রের যে একটা শ্রেণী বিদ্যমান আছে এবং কায়স্থগণ যে সেই শ্রেণীর অন্তর্ভূত নহেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। অথবা সেরূপ অবগত থাকিলেও, তিনি উপনয়নহীনতা প্রযুক্ত কায়স্থগণকে সাধারণভাবে শূদ্রশ্রেণীতে গণ্য না করিয়া 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া সংজ্ঞিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে ইহাও সুনিশ্চয় যে, রঘুনন্দন কায়স্থদিগের দাসোপাধির কোন উল্লেখ কোথায়ও করিয়াছেন, ইহা জানা যায় না। এদিকে কোন কোন কায়স্থকারিকাকার অবিমৃষ্যকারিতা দোষে তাৎকালিক কায়স্থ বংশীয়দিগকে শূদ্রাচার দেখিয়া, উহাদিগের বীজপুরুষ কান্যকুব্জাগত কায়স্থপঞ্চককে স্ব স্ব কারিকায় 'শূদ্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি যেরূপ বলুন, কায়স্থ সন্তানেরা যতদিন হইতে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া শূদ্রাচার অবলম্বন

করিয়াছেন, তদবধি তাঁহারা সমাজে শৌদ্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সে সময় এক্ষণে অবধারণ করা অসম্ভব এবং সেরূপ ঘটনা একসময়েই উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও সম্ভবপর নহে।

বোধ হয়, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না যে, কায়স্থজাতির মধ্যে সাধারণ্যে দাসোপাধি প্রচলিত নাই। দেখা যায়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহ এবং উহাদের দৃষ্টান্তে কোন কোন মৌলিকের মধ্যে 'দাস' শব্দ উপপদ্ধতি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন, এই উপপদ্ধতির সূত্রপাত আদিশূরের কাল হইতে হইয়াছে। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী ও ২।১ স্থল ব্যতীত সুবৃহৎ বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে ঐ 'দাস' উপপদ্ধতির ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, উহা বংশবিশেষের বিশেষত্ব মাত্র। যাহা হউক, ইহা দেখা যায়, সকল কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রকৃত দাসোপাধিক লোক আছেন। উহারা মধ্যল্য বা সিদ্ধমৌলিক ৮ ঘরের অন্তর্ভূত একতম ঘরও কিরূপে শূদ্রবাচী দাসোপাধি কায়স্থ ক্ষত্রিয়—কায়স্থ-সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে দুরূহ, অথবা অসম্ভব বলিলেও সঙ্গত হয়। তথাপি উহার একটি নির্ণয়তের প্রস্তাব করিতেছি, সুবিজ্ঞ পাঠকগণ উহার সম্ভাব্য বা তদ্বিপরীত যাহা বিবেচনা করেন করিবেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভৃগু ও নারদোক্ত স্মৃতির ক্রমান্বয়ে সপ্ত ও পঞ্চদশ প্রকার দাসের নির্দ্দেশ দেখা যায়। তন্মধ্যে ভৃগুর "ধ্বজাহৃত" ও নারদের "যুদ্ধাহৃত" একার্থবাচী হইবে। কেননা যাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে ধরিয়া আনা হইত (war prisnors) তাহাদিগকে ঐরূপ উভয় নামেই অভিহিত করা সম্ভব হইতেছে। উহারা ক্ষত্রিয় বংশীয় হইলেও বিজয়ী রাজার দাস্যবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়া আপনাদের বর্ণোচিত সম্ভ্রম ও সংস্কারাদি হইতে চ্যুত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কালক্রমে আপনাদের সদৃশ গৌড়ের সংস্কারহীন সকল কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে সহজেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। সেরূপ না হইলে সকল কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ দাসোপাধিক এক ঘর কি প্রকারে বিদ্যমান থাকিল? আর ইহা অনুমেয় যে, উহাদিগের যুদ্ধাহৃত অবস্থায় প্রেষ্যব্যঞ্জক যে দাসোপাধি দ্বারা উহারা প্রথমে পরিচিত হইয়াছিল, তাহাই বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। পরন্তু উহারা প্রকৃত শূদ্রবংশোৎপন্ন থাকিলে ক্ষত্রিয় কায়স্থের তুল্য—তাদৃশ উচ্চতর শ্রেণীতে স্থানলাভ কখনও করিতে পারিত না।

অপর, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কান্যকুব্জাগত দত্ত ব্যতীত ব্রাহ্মণসঙ্গীদিগের মধ্যে তিনটি বংশ এবং তাহাদের অনুকরণে ২।৩টা মৌলিক কুলে 'দাস' এই উপপদ্ধতি

তস্মাদ্দীক্ষেতি সাপ্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।
আগমোক্ত বিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ॥
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্।
তান্ত্রিকা স্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রানামপি পারগাঃ॥"

ধ্রুবানন্দ কৃত বঙ্গজকায়স্থ কারিকা

উপরি উদ্ধৃত প্রমাণ ও যুক্তি পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চক ও তাঁহাদের সঙ্গী পাঁচজন গৌড়দেশে বসবাস করিতে করিতে কালক্রমে, তাঁহাদের বংশধরগণ তত্রত্য পূর্ব্বাধিবাসী সপ্তশতীর সহিত যেরূপ ব্রাহ্মণ সন্তানেরা, সেইরূপ কায়স্থের সহিত কায়স্থ সন্তানেরাও যৌন সম্বন্ধে ও ভক্ষ্য ভোজ্যতায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। দেখা যায়, এখনও সেরূপ সম্মিলন হইতে কতক বাকি রহিয়াছে। সকলে অবগত আছেন, আদিশূরের রাজত্বের কতক কাল গত হইবার পরে বল্লালসেন গৌড়ের রাজসিংহাসনে অধিরোহন করিয়া তত্রত্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের সংস্কার মানসে পূর্ব্বপ্রচলিত কৌলীন্য প্রথার সংস্কার করিয়াছিলেন। দেখা যায়, উহার পরেও সময়ে সময়ে কুলাচার্য্যেরা উদিত হইয়া কৌলীন্য নিয়মের (ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে) স্বল্পবিস্তর সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দুলের বিখ্যাত মিত্র রাজার পূর্ব্বে কোন চেষ্টা হইয়াছিল কি না জানা যায় না। ইদানীং কিন্তু সেরূপ চেষ্টার (ঐরূপ সমাজের ব্রাত্য বৈশ্যদিগের মধ্যেও) আরম্ভ হইয়াছে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রঘুনন্দন কায়স্থদিগকে শূদ্রাচার দেখিয়া উহাদিগকে 'সচ্ছূদ্র' আখ্যা দিয়াছিলেন, অথচ তাহার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। বিস্ময়ের বিষয় পূর্ব্ব হইতে বঙ্গীয় সমাজে সচ্ছূদ্রের যে একটা শ্রেণী বিদ্যমান আছে এবং কায়স্থগণ যে সেই শ্রেণীর অন্তর্ভূত নহেন, তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। অথবা সেরূপ অবগত থাকিলেও, তিনি উপনয়নহীনতা প্রযুক্ত কায়স্থগণকে সাধারণভাবে শূদ্রশ্রেণীতে গণ্য না করিয়া 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া সংজ্ঞিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে ইহাও সুনিশ্চয় যে, রঘুনন্দন কায়স্থদিগের দাসোপাধির কোন উল্লেখ কোথায়ও করিয়াছেন, ইহা জানা যায় না। এদিকে কোন কোন কায়স্থকারিকাকার অবিমৃষ্যকারিতা দোষে তাৎকালিক কায়স্থ বংশীয়দিগকে শূদ্রাচার দেখিয়া, উহাদিগের বীজপুরুষ কান্যকুব্জাগত কায়স্থপঞ্চককে স্ব স্ব কারিকায় 'শূদ্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি যেরূপ বলুন, কায়স্থ সন্তানেরা যতদিন হইতে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া শূদ্রাচার অবলম্বন

করিয়াছেন, তদবধি তাঁহারা সমাজে শৌদ্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সে সময় এক্ষণে অবধারণ করা অসম্ভব এবং সেরূপ ঘটনা একসময়েই উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও সম্ভবপর নহে।

বোধ হয়, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না যে, কায়স্থজাতির মধ্যে সাধারণ্যে দাসোপাধি প্রচলিত নাই। দেখা যায়, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহ এবং উহাদের দৃষ্টান্তে কোন কোন মৌলিকের মধ্যে 'দাস' শব্দ উপাধি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন, এই উপপদ্ধতির সূত্রপাত আদিশূরের কাল হইতে হইয়াছে। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী ও ২।১ স্থল ব্যতীত সুবৃহৎ বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজে ঐ 'দাস' উপপদ্ধতির ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ মনে করেন, উহা বংশবিশেষের বিশেষত্ব মাত্র। যাহা হউক, ইহা দেখা যায়, সকল কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক প্রকৃত দাসোপাধিক লোক আছেন। উহারা মধ্যল্য বা সিদ্ধমৌলিক ৮ ঘরের অন্তর্ভূত একতম ঘর। কিরূপে ঐ শূদ্রবাচী দাসোপাধি কায়স্থ ক্ষত্রিয়—কায়স্থ-সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে দুরূহ, অথবা অসম্ভব বলিলেও সঙ্গত হয়। তথাপি উহার একটি কিম্বদন্তির প্রস্তাব করিতেছি, সুবিজ্ঞ পাঠকগণ উহার সম্ভাব্য বা তদ্বিপরীত যাহা বিবেচনা করেন করিবেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভৃগু ও নারদপ্রোক্ত সংহিতার ক্রমান্বয়ে সপ্ত ও পঞ্চদশ প্রকার দাসের নির্দ্দেশ দেখা যায়। তন্মধ্যে ভৃগুর "ধ্বজাহৃত" ও নারদের "যুদ্ধাহৃত" একার্থবাচী হইবে। কেননা যাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে ধরিয়া আনা হইত (war prisnors) তাহাদিগকে ঐরূপ উভয় নামেই অভিহিত করা সম্ভব হইতেছে। উহারা ক্ষত্রিয় বংশীয় হইলেও বিজয়ী রাজার দাস্যবৃত্তি করিতে বাধ্য হইয়া আপনাদের বর্ণোচিত সম্ভ্রম ও সংস্কারাদি হইতে চ্যুত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কালক্রমে আপনাদের সদৃশ গৌড়ের সংস্কারহীন সকল কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে সহজেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। সেরূপ না হইলে সকল কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ দাসোপাধিক এক ঘর কি প্রকারে বিদ্যমান থাকিল? আর ইহা অনুমেয় যে, উহাদিগের যুদ্ধাহৃত অবস্থায় প্রেষ্যব্যঞ্জক যে দাসোপাধি দ্বারা উহারা প্রথমে পরিচিত হইয়াছিল, তাহাই বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। পরন্তু উহারা প্রকৃত শূদ্রবংশোৎপন্ন থাকিলে ক্ষত্রিয় কায়স্থের তুল্য—তাদৃশ উচ্চতর শ্রেণীতে স্থানলাভ কখনও করিতে পারিত না।

অপর, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কান্যকুব্জাগত দত্ত ব্যতীত ব্রাহ্মণসঙ্গীদিগের মধ্যে ৩।৪টি বংশ এবং তাহাদের অনুকরণে ২।৩টা মৌলিক কুলে 'দাস' এই উপপদ্ধতি

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাও কেবল দক্ষিণ রাঢ়ী এবং কুত্রচিৎ বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে; নতুবা উত্তররাঢ়ী, বারেন্দ্র ও সাধারণতঃ বঙ্গজ কায়স্থ সম্প্রদায় মধ্যে এই দাসোপাধি প্রচলিত নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি ঘটকের কায়স্থ-সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত শূদ্রোক্তি তৎ তৎ সমাজে আদৌ সম্মানিত হয় নাই। সেজন্য দেখা যায়, উত্তররাঢ়ী কায়স্থ সমাজের মধ্যে দাসোপাধিক কথা দূরে থাকুক, ঘোষ ঠাকুর, মিত্র ঠাকুর ইত্যাদি পরিচয় প্রচলিত আছে। আর বঙ্গজ শ্রেণীতেও গুহঠাকুরতা ইত্যাদি উপাধির ব্যবহার দেখা যাইতেছে।

অপিচ, ইহাও দেখা যায়, দক্ষিণ রাঢ়ীদিগের মধ্যে কোথায় কোথায় যে 'দাস' এই উপপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা বংশানুক্রমিক শিষ্টতাব্যঞ্জক ভিন্ন আর কিছু নহে; কেন না উহা ব্রাহ্মণ ও গুরুসম্পর্কীয় লোকের নিকট মৌলিক পরিচয়ে ও পত্র লেখার স্থলেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নতুবা ধর্ম্মাধিকরণে, দলিলপত্রে ও রচিত পুস্তকাদিতে নামের উত্তর ঐ 'দাস' শব্দ উপপদ্ধতিরূপে কখনও ব্যবহৃত হয় না। এতাবতা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কায়স্থজাতির মধ্যে কোথায় কোথায় 'দাস' শব্দ উপপদ্ধতিরূপে যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহা আদৌ শূদ্রবাচী নহে। এবং পদ্ধতিরূপে যে 'দাস' শব্দ এক ঘর কায়স্থের আছে, তাহাও শূদ্রত্বের পরিচায়ক নহে! ইদানীং আবার ঐ উপপদ্ধতিতে 'দাস' শব্দের ব্যবহার অনেকস্থলে পরিত্যক্ত হইতে দেখা যাইতেছে। সম্ভবতঃ অদূরভবিষ্যতে উহা কায়স্থ-সমাজ হইতে এককালে তিরোহিত হইয়া যাইবে। সেরূপ হইলে কাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি বা সমাজের শৃঙ্খলার কোনরূপ ব্যতিক্রমের আশঙ্কাও নাই। যাঁহারা উপবীত গ্রহণে পরাঙ্মুখ আছেন বা থাকিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বসু, মিত্র ও গুহদিগের কোন অসুবিধার ভয় নাই। কেবল ঘোষোপাধিকের পরিচয় দিবার কালে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ অথবা 'বর্ম্ম' শব্দ উপাধির পশ্চাৎ যোজনা না করিলে তাহাতে ঘোষোপাধিক নবশাখ বলিয়া ভ্রম হইতে পারিবে। ঐরূপ বালি-সমাজের দত্তেরা অপর দত্তবংশীয় কায়স্থ বা অন্য জাতির দত্তের সহিত অভিন্নরূপে পরিচিত হইবেন। আর দাসোপাধিক মৌলিক কায়স্থ 'দাসবর্ম্মা' এইরূপ উপাধি গ্রহণ করিলে আর কোন গোল হইবে না। যাহা হউক কায়স্থ-সমাজ মধ্যে যতদিন উপপদ্ধতি বা পদ্ধতিরূপ 'দাস' শব্দের ব্যবহার বিদ্যমান থাকিবে ততদিন চিরপ্রচলিত দন্ত্য-স-যুক্ত 'দাস' শব্দই ব্যবহৃত হইবে প্রতীত হয়; কেননা বক্ষ্যমান তালব্য-শ-যুক্ত 'দাশ' শব্দ কোন কায়স্থকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষী দেখা যায় না। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

গৌড়-কাহিনী।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিয়-সমাগম।

সেই আলোকমালাসমাকীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইয়াই লোকনাথস্বামী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অনুমান মিথ্যা নহে—দিবসে সত্য সত্যই তথায় মহাযুদ্ধ হইয়া

---

* এস্থলে লেখক সুযোগ মনে করিয়া ক্ষত্রিয় পরিচয়াভিলাষী কায়স্থ যুবকবৃন্দের নিকট ২টী প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং আশা করেন কায়স্থ-পত্রিকার অন্যান্য পাঠক মহাশয়েরা যেন উহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে অপরাধী না করেন। সে প্রস্তাব ২টী এই; যথা—

(১) কায়স্থেরা যদি ক্ষত্রিয় বংশধর বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতে চাহেন, তবে তাহাদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি বীর্য্যবান্ যুবক মসীবৃত্তি (writer's profession) পরিত্যাগ করিয়া, অসিবৃত্তি (যুদ্ধবৃত্তি) অবলম্বনে স্বদেশ রক্ষা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া, জীবিকা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হউন। কেননা রক্ষা কার্য্য ক্ষত্রিয়জাতির ধর্ম্ম।

(২) যখন ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, অনতিপ্রাচীনকালে কায়স্থ রাজারা কাশ্মীর, গৌড় প্রভৃতি রাজ্যশাসন ও রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুকাল যাবৎ তাঁহারা তৎ তৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি বৃটিশ রাজার অনুকম্পায় ভারতরক্ষী সেনাদল গঠনের ব্যবস্থা হওয়ায় বঙ্গের কায়স্থ কুলতিলক ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক এই দুই মহানুভব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রম, চেষ্টা, ও অধ্যবসায়ের দ্বারা অল্পকাল মধ্যে দ্বিসহস্রাধিক বাঙ্গালী যুবক সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ রক্ষী সৈন্যদল গঠন করিয়াছেন। সৌভাগ্য ও সুখের বিষয় এই নূতন বাঙ্গালী সৈন্যদল (শুনা যায়, অর্দ্ধেকের অধিক সংখ্যক কায়স্থ যুবক এই দলের অন্তর্ভুক্ত) ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস ও বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়া প্রভূত যশঃলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধুনা বৃত্তি বিপর্য্যয়ের দিনে বঙ্গের নানাজাতি যদিও উক্ত ভারতরক্ষী সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তথাপি ইহা স্পৃহনীয় হইতেছে যে, সকল সম্প্রদায়ের কায়স্থগণের কতকগুলি যুবক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়া যথোচিত উদ্যম, উৎসাহ ও সাহসের সহিত মাতৃভূমির রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকুন। যদ্দ্বারা আপনাদের মূল প্রাচীনবংশের ক্ষাত্রবৃত্তি ও লুপ্ত গৌরব পুনঃ পরিস্ফুরিত হইবে।

গিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আহত ও মুমূর্ষগণের স্তূপীকৃত দেহরাশি ও মৃত যোদ্ধাগণের পুঞ্জীভূত শবরাশিতে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আহতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও মুমূর্ষুর করুণ কাতরোক্তি শৃগাল কুকুরের ভীষণ কোলাহলের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র শ্মশানাপেক্ষাও ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও চন্দ্রালোকে দুই একজন সৈনিকপুরুষ সেই মৃত ও আহত দেহরাশির মধ্যে নিজ নিজ আত্মীয় বন্ধুর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে—কোথায়ও বা দস্যুদল যুদ্ধ পতিত বীরগণের নিশ্চেষ্ট দেহ হইতে মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। অদূরে শুভ্র শিবির শ্রেণী অসংখ্য সারিতে বিভক্ত হইয়া শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে বরফাচ্ছন্ন গিরিশিখর সমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আর খদ্যোতালোকের ন্যায় বহু সংখ্যক আলোক রেখা তাহাদের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

শিবির সমূহ মধ্যে একটি শিবির অপেক্ষাকৃত কিছু বৃহৎ। তাহাতে আলোকের সংখ্যাও কিছু বেশী। লোকনাথস্বামী সেই শিবির লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র একজন প্রহরী তাঁহার গতি রোধ করিল।

স্বামিজি বলিলেন, আমি একজন সন্ন্যাসী। তোমাদের আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

প্রহরী নিকটে আসিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীই বটে। তখন আর অধিক কিছু না বলিয়া সসম্ভ্রমে নিবেদন করিল।

ঠাকুর। "এ পথে অনুমতি না লইয়া গমন নিষেধ।"

স্বামীজি তখন দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "শিবির কাহার?"

প্রহরী। "মহারাজ রামপালদেব ও সেনাপতি কেদারেশ্বরের।"

নাম শুনিয়া সন্ন্যাসী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রহরীকে বলিলেন "মহারাজ ও সেনাপতির নিকট তাড়াতাড়ি একটা সংবাদ দিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

প্রহরী। "[illegible]"

সন্ন্যাসী। "সংবাদ দিতে হইবে যে লোকনাথস্বামী তাঁহাদের সাক্ষাৎ প্রার্থী।"

"লোকনাথস্বামী" এই নাম শুনিবামাত্র প্রহরী চমকিয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিল, আগন্তুক লোকনাথস্বামীই বটে। বাস্তবিক সমগ্র বরেন্দ্রমণ্ডলে লোকনাথস্বামীকে কে না অবগত আছে? তাঁহার পরোপকারের কথা—তাঁহার বিশ্বপ্রেমিকতার কথা—তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার কথা কাহার

অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে? প্রহরী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং একজন প্রতীহারকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ শিবিরাভ্যন্তরে সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

সংবাদ পাইবামাত্র রামপালদেব ও কেদারেশ্বর প্রতীহারের সহিত শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া লোকনাথস্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং মহাসমাদরে তাঁহাকে শিবিরাভ্যন্তরে লইয়া যাইয়া যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। কিরূপে ভীমের বন্দী হওয়ার পর, হরিপাল সসৈন্যে কৌশলপূর্ব্বক রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে—তারপর কেদারেশ্বর ও কাহ্নুরদেব তাহার পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করিলে কিরূপে হরি তাহার সৈন্যদলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে ভীমের উদ্ধারার্থ প্রেরণ করে। এবং অপরাংশ লইয়া কেদারেশ্বর ও কাহ্নুরদেবের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়—কিরূপে হরি কাহ্নুরদেবের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে এবং তাহার বিনষ্টাবিশিষ্ট সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করে—কিরূপে হরির প্রেরিত সৈন্যদল সহসা ভীমের রক্ষককে আক্রমণ করিয়া সংহার করত ভীমকে মুক্ত করে—কিরূপে হরি-প্রেরিত সেই সৈন্যদলের সাহায্যে ভীম পুনরায় জয়োৎফুল্ল রামপালদেবের ও কাহ্নুরদেবের মিলিত সৈন্যমণ্ডলীকে অতর্কিত আক্রমণ পূর্ব্বক কাহ্নুরদেবকে শমন সদনে প্রেরণ করে—তৎপর রামপালদেব ও কেদারেশ্বর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীম কিরূপে বর্ত্তমান রণস্থলে নীত হয় এবং ভীষণ যুদ্ধে রামপালের হস্তে পরাজিত ও নিহত হয়, এই সমস্ত বৃত্তান্ত রামপালদেব স্বয়ং লোকনাথস্বামীর নিকট একে একে নিবেদন করিলেন। অতঃপর লোকনাথস্বামীও তাঁহাদের নিকট, তাঁহার তথায় সেই অসময়ে আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন।

কেদারেশ্বর যখন অবগত হইলেন যে, অদূরবর্ত্তী তটিনীতটে নৌকা-মধ্যে মাধবী অবস্থান করিতেছেন, তখন রামপালদেব ও লোকনাথস্বামীর অনুমতি লইয়া মাধবীকে শিবিরে আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ নদীতটের অভিমুখে রওনা হইলেন। বরেন্দ্র-যুদ্ধের শেষ যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই যে তিনি মাধবীর সাক্ষাৎ লাভ করিবেন, তাহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু যাহা কল্পনাতীত ছিল, তাহা আজ সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হইতে যাইতেছে দেখিয়া, তিনি হৃদয় ভরিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। নদীতটে পৌঁছিয়া কেদারেশ্বর দেখিলেন, নাবিকেরা নৌকায় অভ্যন্তরে গোলমাল করিতেছে। নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় মাধবী রহিয়াছেন—কিন্তু সংজ্ঞাশূন্য। শুনিলেন, লোকনাথস্বামী চলিয়া যাওয়ার পরেই অকস্মাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। তখন কেদারেশ্বর কালবিলম্ব না করিয়া জল সিঞ্চন ও ব্যজনাদি দ্বারা মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় শীঘ্রই মাধবীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর চক্ষুরুন্মিলনপূর্ব্বক মাধবী কেদারেশ্বরকে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি স্বকীয় চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কেদারেশ্বর সহসা কোথা হইতে আসিলেন—মাধবী যে তথায় আছেন, তাহাই বা তিনি কিরূপে জানিতে পারিলেন, এই সব কথা বুঝিতে না পারায় সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট প্রহেলিকাবৎ বোধ হইতে লাগিল। ইহা কি সত্য—না স্বপ্ন তাহা পরিষ্কার উপলব্ধি করা, তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল। মাধবী মনে মনে ভাবিলেন, ভগবন্! ইহা যদি স্বপ্নই হয়, তবে মাধবীর সে সুখস্বপ্ন যেন আর ভঙ্গ না হয়—এই স্বপ্নাবস্থাতেই যেন তাঁহার চিরজীবন কাটিয়া যায়, আর যদি সত্যই হয়—আহা, তাহাও কি সম্ভব!—তাহা হইলে মাধবীর অপেক্ষা এ জগতে অধিকতর সুখী আর কে আছে? হা বিধাতঃ, মাধবীর সুখ যেন অমূলক না হয়।

সহসা কেদারেশ্বর আবেগভরে ডাকিলেন—'মাধবি!' স্বর্গের সঙ্গীত ঝঙ্কারের ন্যায় সে স্বর মাধবী চিনিলেন। আহা! সে স্বর কি মাধবী ভুলিতে পারেন। হায়! কতকাল হইল মাধবী সে স্বর শুনেন নাই! সে স্বর-লহরী আজ বহুদিন পর মাধবীর কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণের স্তরে স্তরে যেন অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিল!

তখন মাধবীর সমুদয় দ্বিধা—সমুদয় সন্দেহ চলিয়া গেল। তিনি সবেগে উঠিয়া বসিলেন - আবেগভরে কেদারেশ্বরের পানে চাহিলেন। বহুকাল অদর্শনের পর পরস্পরকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের মনে অপার আনন্দের স্রোতঃ বহিল। কত আশা আকাঙ্ক্ষার কথা—কত সুখ দুঃখের কথা বলিয়া তাঁহারা হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করিতে লাগিলেন। কিরূপে জীবনের নানা কার্য্যের মধ্যেও সর্ব্বদাই মাধবীর সুন্দর মুখখানি কেদারেশ্বরের হৃদয় দর্পণে প্রতিফলিত হইত—কিরূপে ঘটনাচক্রে দেদ্দপুর সম্ভারাম হইতে মাধবীকে অপহরণ করিবার ষড়যন্ত্র তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন—কিরূপে মাধবীকে রক্ষা করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন—মাধবীর অভাবে তিনি রাত্রি দিন কিরূপ কষ্ট অনুভব করিতেন—কিরূপ আকাঙ্ক্ষার সহিত তিনি মাধবীর সহিত মিলনের কামনা করিতেন, কেদারেশ্বর একে একে তাহা মাধবীকে শুনাইলেন। মাধবীও একে একে তাঁহার অতীত জীবন-কাহিনী কেদারেশ্বরকে শুনাইলেন। মাধবী যখন জানিতে পারিলেন যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের দিনে মেলার মধ্যে যে সন্ন্যাসী তাঁহার হস্তরেখা গণনা করিয়াছিলেন, তিনি ছদ্মবেশে স্বয়ং কেদারেশ্বর, তখন আর তিনি বিস্ময় চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা পরস্পরের সন্দর্শনে সে রজনীতে যে অপার আনন্দলাভ করিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত—তুলনার

অতীত—চিন্তার অতীত; তাহা ধর্ম্মের ন্যায় পবিত্র—সত্যের ন্যায় সুন্দর—অমৃতের ন্যায় মধুর।

অতঃপর তাঁহারা সেই রজনীতেই শিবিরে গমন করিলেন এবং পরদিবস সকলে মিলিত হইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি-এল্।

বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ।

(২)

"ভৃগুনন্দী বল্লালের অসদাচরণের প্রতিবাদ করায় বল্লাল ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কৌশলে কারামুক্ত হইয়া বল্লালের উৎপীড়ন অত্যাচারের আশঙ্কায় তাঁহার রাজ্যত্যাগ করিয়া, আত্মীয় মুরহর চাকী ও নরহরি দাসকে সঙ্গে লইয়া পলাতকাবস্থায় বরন্দায় কর্কোট ও জটাধর নাগ মহাশয়দ্বয়ের সন্নিধানে উপস্থিত হন। এবং বল্লালের স্বেচ্ছাচারের বিষয় নাগদ্বয় সমীপে ব্যক্ত করেন। কর্কোট ও জটাধর নাগ বিপন্ন স্বজাতিত্রয়কে তিনটী গাঁতি দিয়া, ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন। এবং স্বতন্ত্র পটি বন্ধনের জন্য অনুমতি করেন। তদনুসারে নাগ দাস, নন্দী, চাকীর একত্র পরামর্শে, যত্নপূর্ব্বক দেব, দত্ত, সিংহকে আনয়ন করিয়া সপ্ত ঘরে মিলিত হইয়া বরন্দায় "বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ" নামে এক একটি সমাজ ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক গঠিত হয়। এবং তাহাতে সাধ্য সিদ্ধ ভাবের অবতারণা করিয়া, দেব, দত্ত, নাগ, সিংহ সাধ্য এবং দাস, নন্দী, চাকীগণ সিদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।"—এই'ত গেল যদুনন্দনের ঢাকুরোক্ত "বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ" পত্তনের মূলভিত্তি। এখন দেখা যাউক,—ইহা কতদূর ন্যায়ানুমোদিত সত্য এবং যুক্তিসঙ্গত উক্তি। ভৃগুনন্দী প্রমুখ তিন ব্যক্তি বল্লাল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নাগ প্রভৃতির আশ্রয়ে যাইয়া তাঁহাদের গঠিত সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কি নূতন কোন সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। ইহাই এখন আলোচনার বিষয়। এতৎ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে, ভৃগুনন্দীগণের বরন্দায় নাগদ্বয় সন্নিধানে উপস্থিত, এবং ভৃগু কথিত বল্লালের স্বেচ্ছা-

চারিতা সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। যদুনন্দন ভৃগু-নন্দী প্রভৃতির বল্লালের রাজ্যপরিত্যাগের একটি মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তৎকালে, তৎসম্বন্ধে তিনটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ বল্লালের অসদাচরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ, দ্বিতীয়তঃ কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের দাসত্বস্বীকার করিয়া কাল্পনিক কৌলীন্য গ্রহণে অপমান বোধ, তৃতীয়তঃ বল্লালের মেল বন্ধন সময়ে হীনতা বশতঃ সমাজগ্রহণ না করা। এই তিনটী কারণে, অথবা তিনটীর কোন একটি কারণে,—খুব সম্ভব প্রথমোক্ত দুইটী কারণেই ভৃগুনন্দী "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জন" অথবা "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া, আত্মীয় দাস-চাকীকে সঙ্গে লইয়া, বল্লালের রাজ্য ত্যাগ করিয়া, নাগ প্রভৃতির সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব মনে করিতে পারি না। অনেকে এ কথাও বলিয়া থাকেন,—ভৃগুনন্দী এমন কি প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন যে, বল্লালের সভাসদ পণ্ডিতমণ্ডলী, অমাত্যবর্গ, সৎকুলজাত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ কেহই তাঁহার আচার ব্যবহারের অসততা অনুভব করিলেন না, সকলেই তাঁহার কৃত কুলপদ্ধতি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন, কোনই আপত্তি উত্থাপন করিলেন না, কেবল ভৃগুনন্দীই তাঁহার মতের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিয়া তৎকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া নাগাধিকারে প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় যাইবামাত্র ধুলপায়ে সিদ্ধপদ পাইয়া গেলেন, ইহা কি সম্ভবপর? পলাতকাবস্থাই যদি শ্রেষ্ঠত্ব লাভের হেতু হয়, তবে অন্যান্য শ্রেণীর কায়স্থগণ মৌলিকের আসন ত্যাগ করিয়া, ভৃগুর যজ্ঞে আহুতি দিয়া শ্রেষ্ঠপদ লাভের চেষ্টা করিতে ছাড়িতেন না। তারপর ভৃগুনন্দী নাগ কর্ত্তৃক বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাগরাজ বিপন্ন স্বজাতিত্রয়কে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং প্রভূত ধন সম্পত্তি দিয়া স্থাপন করিয়া স্বজাতিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞ হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীমোহন চৌধুরী মহাশয়ের মতে নাগদ্বয় বল্লালের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া ভৃগুকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় অন্ততঃ মনুষ্যত্বের খাতিরেও তাহার প্রত্যুপকার প্রদর্শন করা ভৃগুর পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া অম্লানবদনে সিদ্ধ পদ নিজে গ্রহণ করিয়া সাধ্যপদ নাগকে দিলেন! কেবল মুখে একবার সিদ্ধপদ নাগকে দিতে চাহিয়া আপ্যায়িত করিলেন! ইহাও কি সম্ভবপর? ইহাতে কি ভৃগু-চরিত্রে অকৃতজ্ঞতার ছায়া পতিত হইল না? ইহাকে কি নিম্নস্থান আশ্রয় করিয়া উচ্চ স্থান অধিকার করা বলে না? প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বোধ হয় এই সব কারণেই বল্লালের রাজত্বে ভৃগুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। তা যদি হয়, তবে

বারেন্দ্র-সমাজ এবং যদুনন্দনের ঢাকুর সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়া পড়ে। হয় বল্লালের পূর্ব্বে না হয় তাহার পরে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ গঠিত হওয়া দাঁড়াইয়া যায়। তৎকালে ভৃগুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, বল্লাল কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া হীন ভাবে কোণঠাসাবস্থায় থাকা অপেক্ষা, নাগাধিকারে যাইয়া নিরাপদ হওয়া অসম্ভব মনে করি না। কিন্তু তাই বলিয়া ভৃগু উচ্চ পদ গ্রহণ করিয়া নাগকে নিম্নে আসন প্রদান করিলেন, ইহা ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতেই পারা যায় না। এবং কোনও সভ্য সমাজ ইহা মনুষ্যোচিত বলিয়া অনুমোদন করিতেই পারেন না। কেন না, নাগরাজ ভৃগুর "অন্নদাতা ভয়ত্রাতা" নাগরাজই তাঁহাকে বল্লালের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি নাগরাজের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে তিনি নাগরাজকে নিম্নে আসন দিয়া নিজে উচ্চাসন গ্রহণ করিতেই পারেন না। আমাদের বিশ্বাস তিনি তাহা করেনও নাই। বিশেষতঃ ওরূপ ভাবে আসন নির্দ্দেশ করিয়া উপাধি বিতরণের ক্ষমতাও তৎকালে তাঁহার ছিল না। থাকিতেও পারে না। কেন না, তৎকালে তাঁহার পলাতকাবস্থা। নিজের আসনই অনির্দ্দিষ্ট। উহা কেবল যদুনন্দনেরই কল্পনা-প্রভব। অথবা তাঁহার দূষিত লেখনী নিসৃত বিদ্বেষ বাণী। দেব, দত্ত, নাগ, সিংহের প্রতি অবিহিত ব্যবহারমূলক অষ্টনিষার সমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া যদুনন্দন ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঢাকুরেরও সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। দাস, নন্দী, চাকীর অনুকূলে দাঁড়াইয়াছেন বটে, কিন্তু সত্য গোপন করিতে পারেন নাই। প্রবাহিত জলরাশির আবর্জ্জনার মধ্যে তাঁহার পবিত্রতা নিহিতের ন্যায় ঢাকুরের অনুকূল গতির মধ্যেই সে সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাহা পাঠকগণ ক্রমে দেখিতে পাইবেন। যদুনন্দন একদিকে ভৃগুর ন্যায়নিষ্ঠা এবং তেজস্বিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই; আবার অপর দিকে তাঁহাকে মনুষ্যত্বের সীমার বাহিরে লইয়া গিয়া অকৃতজ্ঞতার হস্তে অর্পণ করিয়া লাঞ্ছনা করিতেও বাকি রাখেন নাই। তাহা করুন তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু ভার্গবেরাও যে ঐ মতের পক্ষপাতী হইয়া ভৃগুর পুণ্যময় নামে কালি দিয়াছেন, ইহাই, দুঃখের বিষয়।

তারপর ভৃগুনন্দী নাগ সমীপে বল্লালের যে সকল কুকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন; বল্লাল-চরিত্রে এ সকল কুৎসিত আচরণ ছিল কিনা, এবং থাকিতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রাজনীতিবিশারদ সম্রাটের চরিত্রে, স্বেচ্ছাচারিতার ছায়া পতিত হওয়া এবং ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার বিষ পাওয়া, কতদূর সম্ভবপর তাহাও বিবেচ্য। গৌড়েশ্বর প্রাচীন সমাজকে লক্ষ্য করিয়া তদা-

নূতন ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে একটা আদর্শ-সমাজ স্থাপনের অভিপ্রায়ে কতিপয় সম্ভ্রান্ত সদ্‌গুণান্বিত সচ্চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। এবং সদ্‌গুণ শিক্ষার জন্য তাহার নয়টী লক্ষণও নির্দ্দেশ করেন। উক্ত নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া ক্রমে সমাজ পরিপুষ্ট হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এ সকল ব্যক্তিগণ গণ্ডী বাঁধিয়া থাকিবেন, আর কেহ সদ্‌গুণের অধিকারী হইলেও সেই গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, অথবা গুণহীণ হইলেও গণ্ডীচ্যুত হইবে না, ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি গুণের বিভাগ করিয়াছিলেন। জাতি বিভাগ করেন নাই। তাঁহার ডোম কান্তাররূপে মুগ্ধ হওয়া বৃত্তান্ত কেবল ঢাকুর ফুলজির মুখেই শুনা যায়। ঢাকুর কুলজির উপর নির্ভর করিয়া একজন সম্রাটের চরিত্রের দোষাদোষ বিচার করা সমীচীন নহে। বল্লালসেন তৎকালে ভৃগু নন্দী প্রভৃতিকে তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন মনে করেন নাই বলিয়াই বোধ হয় সমাজে উচ্চাসন দিতে পারেন নাই। উপযুক্ত আসন পাইলে তাঁহারা কখনই নাগ সমীপে উপনীত হইতেন না। এবং বল্লালের অযথা কুৎসাও কীর্ত্তন করিতেন না। বল্লাল সেন সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই গুণাগুণের বিচার করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে ভাবেন নাই যে, তাঁহার এই পরিণাম—মঙ্গলকর গুণবিভাগ উত্তর কালে কুৎসিত আকার ধারণ করিয়া সমাজে বিষময় ফল উৎপাদন করিবে। ধর্ম্ম এবং সমাজ প্রবর্ত্তকদিগের উদ্দেশ্যের পরিণাম অনেক স্থলে এই রূপই হইয়া থাকে। এইরূপ গুণের বিভাগ অন্যান্য সুসভ্য দেশেও আছে। কিন্তু আমাদের মত সে সকল দেশের গুণ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আচণ্ডালের মধ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া সভ্য সমাজের সহিত তন্ময়ভাব আনাইয়া দেয়। সেই জন্যই সে সকল দেশের সমাজ আমাদের দেশের সমাজ অপেক্ষা অনেকাংশে উচ্চ। যাউক সে যাহা হউক, অতঃপর ভৃগু নন্দী প্রভৃতি বরন্দায় উপনীত হইয়া, নাগ প্রভৃতির গঠিত সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কি নূতন কোন সমাজ গঠণ করিয়াছিলেন, এখন তদ্বিষয়ে পাঠক স্থির ভাবে বিচার করুন।

বিচার চারি অংশে বিভক্ত। যথা,—পূর্ব্বপক্ষ, প্রতিবাদ, সংশয়, আত্মপক্ষ-সমর্থন। যদুনন্দন নূতন সমাজ গঠনের পূর্ব্বপক্ষ, দেব-দত্ত-নাগ-সিংহ তাহার প্রতিপক্ষ। তাঁহার গঠিত সমাজের পক্ষ-পাতী। কাহার উক্তি সত্য এই সংশয়ের নাম ইহু। বিচারের নাম আত্মপক্ষ সমর্থন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই। কেবল দলিলী প্রমাণ কুলগ্রন্থ, ন্যায়সঙ্গত যুক্তি, এবং সিদ্ধের অনুমান; ইহাই অবলম্বন করিয়া উহার বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

"নন্দী বন্দী হৈলা এই হেন কাযে।
বলিতে লাগিলা নন্দী মরি আমি লাজে॥
এত ভাবি লিখন লিখিলা নরদাসে।
তেঁহ আসি মিলিলেন নন্দী সব পাশে॥
আছিল মুরারী চাকী কুটম্ব প্রধান।
তাঁহাকে আনিলা নন্দী করিয়া সম্মান॥
তিন জন একস্থানে বসিয়া নির্জ্জনে।
রাজার চরিত্র দোষ ভাবে মনে মনে॥
এথাতে থাকিলে রাজা করিবে অন্যায়।
ইহা ভাবি স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়॥
তাহাতে দিলেক নন্দী হিত উপদেশ।
এক পরামর্শ এই আছয়ে বিশেষ॥
এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে শিবনাগরায়।
তাহার সন্তান হইল দুই মহাশয়॥
শোলকূপ শরগ্রাম দুই ধামে স্থিতি।
ধনবান বলবান কীর্ত্তিমন্ত অতি॥
তথাতে যাইয়া যদি হই এক ঠাঁই।
তবে সে বল্লাল হাতে রক্ষা মাত্র পাই॥
এই ভাবি ভৃগু নন্দী আর নরদাস।
মুরারী চাকীরে লৈয়া গেলা নাগ পাশ॥"

(যদুনন্দন)

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে,—ভৃগু নন্দী বল্লালের মতের প্রতিবাদ করা, এবং তজ্জন্য তৎকর্ত্তৃক কারাগারে আবদ্ধ হওয়াকাল পর্য্যন্ত, নরহরিদাস ও মুরারী চাকী তথায় উপস্থিত ছিলেন না। পরে ভৃগুনন্দী তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য পত্র লিখেন। তাঁহারা আসিলে তিন জনে নির্জ্জনে বল্লালের কারাগারে বসিয়া, তাঁহার রাজ্যত্যাগের মন্ত্রণা করেন। এবং তিন জনেই কৌশলে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করেন। নরহরিদাস ও মুরারী চাকী তৎকালে কোথায় ছিলেন, এবং পত্রই বা কোথায় লিখা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধের কিছুই উল্লেখ নাই। পত্র পাইয়া তাঁহারা চলিয়া আসিলেন এবং ভৃগু সঙ্গে কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন। স্ত্রী-পুত্র বাড়ি ঘরের দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলেন না। এ সকল কথা কতদূর

সম্ভবপর, তাহাও বিবেচ্য। সে যাহা হউক, তিন জনেই একসঙ্গে কারাগার হইতে বহির্গত হইলেন। পথে দাঁড়াইয়া কোথায় যাইবেন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শিবনাগরায়ের কথা ভৃগুর মনে উদয় হয়, এবং "এইস্থানে ছিল পূর্ব্বে শিবনাগরায়। তাঁহার সন্তান হইল দুই মহায়য়॥" এই কথাগুলি আবৃত্তি করেন। "উক্ত এই স্থান" কথাটি শিবনাগরায় যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানের নির্দ্দেশক। সুতরাং শিবনাগরায় যেস্থানে ছিলেন, সেই স্থানেই যাইয়া ঐ কথাগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন, জানা যাইতেছে। শিবনাগরায় কোন স্থানে ছিলেন, এবং কর্কোটও জটাধর নাগই বা কোন স্থান হইতে শোলকূপ ও শরগ্রামে গিয়াছিলেন, যদুনন্দনের ঐ সকল উক্তি হইতে তাহার কিছুমাত্র অবগত হওয়া যায় না। তৎসম্বন্ধে কাশীদাস কি বলেন, দেখা যাউক।

"গণ-পতি তার বেটা, কুলে কিছু ছিল খোঁটা,
পালদেবের তনয়া লইলা।
তার পুত্র শঙ্করনাগ, কুলেশীলে অনুরাগ,
কুবচেতে অধিকারী হইলা॥
দেবদত্ত তার সুত, অশেষ মহিমাযুত,
নহাবনে কৈলা রাজধানী।
পালসনে হৈল সখ্য, অনেক সনয় দক্ষ,
পুত্র তার রুদ্র আর শিবানী॥
ধনপুত্রে লক্ষ্মীমান, কেহ নহে তৎসমান,
বাহুবলে বহু অধিকার।
কত নরপতি হটে, ভয়ে কেহ নাহি আঁটে,
লক্ষ সংখ্য যাহার যুঝার॥
উত্তরেতে বহু রাগ, শিবতুল্য শিবনাগ,
তার পুত্র কর্কোট জটাধর।
কি কব তাদের পুণ্য, সর্ব্বলোকে ধন্য ধন্য,
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু পর॥
দোঁয়ার আশ্রয় করি, ভৃগু নন্দী নরহরি,
মুরহর দেব তিন জন।
বল্লালের রাজ্য ছাড়ি, উত্তরেতে কৈলা বাড়ি,
যাঁহা হতে বারেন্দ্র গণন॥"

ঐ সকল পদ্যাংশ হইতে জানা যাইতেছে, শঙ্করনাগ কুবচের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবদত্ত মহাবনে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র শিবনাগ কুবচেই রাজত্ব করিতে থাকেন। কুবচ বর্ত্তমান কোচবেহারের নামান্তর, এবং কুবঞ্চের অপভ্রংশ শব্দ। বোধ হয় এই স্থানেই কাশীদাসের পূর্ব্ব বাস ছিল। যদুনন্দনের ঢাকুরে তাহার আভাসও পাওয়া যায়। যথা,—"কুবঞ্চ নগরে বাস নাম কাশীদাস। কুলে প্রধান বটে উত্তম সমাজ॥" শিবনাগের পুত্র কর্কোট ও জটাধর নাগ এই স্থান হইতেই, বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানের বহু পূর্ব্বে শোলকূপ ও শরগ্রামে যাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তথায় প্রভূত প্রতিভার সহিত অপ্রতিহত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বরন্দার রাজা নামে অভিহিত হয়েন। ভৃগু নন্দী নরহরিদাস, মুরারী চাকী বল্লালের রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ এই কুবচেই উপস্থিত হয়েন। তৎপর তথা হইতে বরন্দায় উক্ত নাগদ্বয়ের সন্নিধানে গমন করেন। ফল কথা,—তাঁহারা বল্লালের রাজ্য ছাড়িয়া কুবচের দিক দিয়াই বরন্দায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কুলগ্রন্থ, ইতিহাস এবং নানাবিধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠে জানা যায়,—পূজ্যপাদ চিত্রগুপ্তদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র হইতে সমুদ্ভূত দেব-দত্ত-নাগ-সিংহের আদি পুরুষগণ, সুদূর পশ্চিম হইতে আগমন করিয়া অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রদেশ সমূহে একাধিপত্য বিস্তার পূর্ব্বক বস বাস করেন। দাস, নন্দী, চাকীর আদিপুরুষগণ তাহার অনেক পরে আগমন করেন। কাহারো কাহারো মতে ভৃগুনন্দী বঙ্গ দেশেই বাস করিতেন। বঙ্গীয় সমাজ ৫৪।৫৫ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, দেব-দত্ত-নাগ-সিংহের আদিপুরুষগণ" আদিশূরের সময়েই আগমন করেন। "রাজন্যকাণ্ডে" দেখা যায়, দেববংশের আদিপুরুষগণ হরিদ্বার হইতে প্রথমতঃ অঙ্গ দেশে আগমন করেন। তথা হইতে প্রথম মহীপালের অমাত্য মহাত্মা একদেব গৌড়বঙ্গে আগমন করেন। আদিশূরের ৩৯০ বৎসর পরে বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। তাহার পরে ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ গঠিত হওয়া যদুনন্দনের ঢাকুরে দেখা দেখা যায়। তৎপূর্ব্ব উক্ত ৩৯০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত উক্ত চারি ঘরকে নিশ্চয়ই একটা সমাজ গঠন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। নতুবা এই চারিশত বৎসর কাল তাঁহারা কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করিতেন? তাঁহাদের কি কোন রূপ একটা সমাজ ছিল না? পুত্র কন্যার বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকল্প কোথায় কাহার সহিত সম্পন্ন করিতেন? মৃতদেহের সৎকারই বা কাহার দ্বারা সম্পাদিত হইত? এই সমস্ত আলোচনা করিতে গেলে তৎকালে, তাঁহাদের একটা স্বতন্ত্র সমাজ গঠিত থাকা স্বতই মনে উদয় হয়। বস্তুতঃ ছিলও তাই। ইহা ভৃগুনন্দীও জানিতেন। নতুবা তিনি কি

হাওয়া উদ্দেশে বরন্দাভিমুখে রওনা দিয়াছিলেন? একটা সমাজ আছে জানিয়াই গিয়াছিলেন। একটা প্রকাণ্ড রাজ পরিবার জ্ঞাতিহীন অবস্থায় এলোমেলো ভাবে যাযাবরের মত অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিন পলাতক আসিয়া জুটিলেন, নাগরাজ কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র পঠীবন্ধনের অনুমতি পাইলেন, দেব-দত্ত-সিংহ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে আনিয়া সমাজ গঠন করিলেন, তাহাতে সাধ্য সিদ্ধভাবের অবতারণা করিলেন, নিজেরা তিন ঘর সিদ্ধ হইলেন, চারি ঘরকে সাধ্যের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহারাও নিজস্ব ভুলিয়া, পূর্ব্বকৃত সমাজ বন্ধন ছিন্ন করিয়া আগন্তুকের কৃতকার্য্য শিরোধার্য্য করিলেন, কোনই আপত্তি করিলেন না। যদুনন্দনের এই সকল অরোব্যোপন্যাসের গল্প তাঁহার মতের পোষকতায় দাঁড়াইয়া তাঁহার ঢাকুরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতে পারে, কিন্তু বরান্দায় নূতন সমাজ গঠনের পুষ্ট প্রমাণ স্বরূপ দাঁড়াইতে পারে না। চারিঘর বিশিষ্ট-কায়স্থ-সন্তানের এত দীর্ঘকাল বিনা সমাজ বন্ধনে অবস্থিতি করা নিতান্ত অসম্ভব এবং বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা বহু পূর্ব্বে সুদূর পশ্চিম প্রদেশ হইতে গৌড় বঙ্গে আগমন করেন, এবং নানা স্থানে বস বাসের পর অবশেষে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বরান্দাভূমে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক, চারি ঘরে সমভাবাপন্ন এবং সমমর্য্যাদা বিশিষ্ট "বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ" নামে একটি সমাজ গঠন করেন। যে ভাবে সমাজ পরিচালিত হইবে তাহারও নিয়ম-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। পুত্র কন্যাগত কুলের কোনরূপ স্থায়ী বন্ধন তাহাতে প্রচলন করেন নাই। নাগরাজের অধিনায়কত্বে চারি ঘরের সমন্বিত যুক্তি ও শক্তি দ্বারা সমাজ পরিচালিত এবং পরিলক্ষিত হইবার বিধান প্রচলন করেন। খুব সম্ভব এই সমাজই বারেন্দ্র-কায়স্থের আদি সমাজ। ঢাকুর কুলজি এবং আনুপূর্ব্বিক ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই সাব্যস্থ হয়।

"তথাতে যাইয়া যদি হই এক ঠাঁই।
তবে সে বল্লাল হাতে রক্ষা মাত্র পাই॥"

তথাতে অর্থাৎ বরন্দায় যাইয়া নাগদিগের সহিত মিলিত হইলে বল্লালের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বরন্দায় কায়স্থদিগের একটা দল থাকা অনুমান অনর্থক নহে।

"উত্তম কায়স্থ বংশে উত্তম আচার।
সমাজ বাঁধিল তার লয়ে সপ্ত ঘর॥"

পূর্ব্বে এই শ্লোকে "তারা" শব্দ লিখা হইয়াছে। এখন দেখিতেছি "তার" শব্দ লিখিত আছে। "তারা" শব্দ থাকায় জানা যায়, সদ্বংশ জাত বহু কায়স্থ তৎকালে বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র সাতটি বংশ লইয়া সমাজ বর্দ্ধিত

হইয়াছিল। অন্য একখান হস্তলিখিত ঢাকুরে তার শব্দ স্থলে 'পুনঃ' শব্দ দেখা যায়। এরূপ স্থলে পূর্ব্বে চারিঘরে সমাজ থাকা সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। "পূর্ব্বেতে আছিল এক মিছিলে করণ। অধমে উত্তমে হইল কার্য্য প্রয়োজন॥" "বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লইলা তিন জন॥" যদুনন্দনের এই সকল উক্তি ও পূর্ব্বে সমাজ গঠিত থাকা এবং সেই সমাজে বল্লাল-মর্য্যাদা না থাকা প্রমাণ করিতেছে। নতুবা "পূর্ব্বেতে আছিল" "সমাজ বাঁধন পুনঃ" এই সকল উক্তি কখনই উক্ত হইত না। পূর্ব্বে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ না থাকিলে "বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য" এ কথাও থাকিত না। অতএব জানা যাইতেছে, ভৃগুনন্দী, নরহরিদাস মুরারীঠাকী বরন্দায় যাইয়া নাগদ্বয় হইতে প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, এবং উক্ত গঠিত সমাজেই প্রবেশ করেন। নিজেরা কোন সমাজ গঠন করেন না। ইহাই আমাদিগের ধারণা। তবে বল্লালের দুর্ব্যবহারে নূতন সমাজ গঠনের কল্পনা তৎকালে ভৃগুর মনে উদয় না হইতে পারে এমন নহে, কিন্তু বরন্দায় যাইয়া নাগ মহাশয়দিগের সমাজের নিয়মাবলীর সুশৃঙ্খলতা অবলোকন করিয়া, এবং তাহাতে কুলের কোনরূপ স্থায়ী বন্ধন না থাকা জানিতে পারিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে সেই সমাজেই মিশিয়া সমাজ পুষ্ট করিয়াছিলেন। নূতন কোন সমাজ গঠনের আবশ্যকতা-অনুভব করেন নাই। "নবকৃত কুল বাঁধা কোন প্রয়োজন।" যদুনন্দনের ঐ উক্তিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বোধ হয় চারি ঘরের সহিত তিন ঘর মিলিত হইয়া সাত ঘর হওয়ায়, সামাজিক রীতিনীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সিদ্ধান্ত করিয়া, যদুনন্দন, ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক সমাজ গঠিত হইয়াছে বলিয়া, যদুনন্দের ঢাকুর, বহুকাল ধরিয়া চীৎকার করিয়া করিয়া, লোকেদের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে। সেই জন্য বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজকে কেহ কেহ ভৃগু প্রবর্ত্তিত বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সভা স্থাপনের পর হইতে, ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ গঠিত হওয়া, এবং তিনি বারেন্দ্র কায়স্থের আদি পুরুষ থাকা উল্লেখে এ যাবৎ সে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তৎসমস্তই যদুনন্দনের ঢাকুরের প্রতিধ্বনি মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কোন সমাজ গঠন করেন নাই এবং বারেন্দ্র কায়স্থের আদি পুরুষও নহে। তিনি নন্দী বংশের আদিপুরুষ হইতে পারেন, সমগ্র বারেন্দ্র কায়স্থের আদিপুরুষ হওয়া কিরূপে সম্ভবে? কাশীদাসের ঢাকুর বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানের পরে রচিত হইয়াছে। তাহার অনেক পূর্ব্বে—এমন কি বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানেরও পূর্ব্বে চারিঘরে বরান্দাপ্রদেশে সমাজ স্থাপিত হয়। কাশীদাসের ঢাকুরের নাগবংশাবলীতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

হাওয়া উদ্দেশে বরন্দাভিমুখে রওনা দিয়াছিলেন? একটা সমাজ আছে জানিয়াই গিয়াছিলেন। একটা প্রকাণ্ড রাজ পরিবার জ্ঞাতিহীন অবস্থায় এলোমেলো ভাবে যাযাবরের মত অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিন পলাতক আসিয়া জুটিলেন, নাগরাজ কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র পঠীবন্ধনের অনুমতি পাইলেন, দেব-দত্ত-সিংহ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে আনিয়া সমাজ গঠন করিলেন, তাহাতে সাধ্য সিদ্ধভাবের অবতারণা করিলেন, নিজেরা তিন ঘর সিদ্ধ হইলেন, চারি ঘরকে সাধ্যের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহারাও নিজস্ব ভুলিয়া, পূর্ব্বকৃত সমাজ বন্ধন ছিন্ন করিয়া আগন্তুকের কৃতকার্য্য শিরোধার্য্য করিলেন, কোনই আপত্তি করিলেন না। যদুনন্দনের এই সকল অরোব্যোপন্যাসের গল্প তাঁহার মতের পোষকতায় দাঁড়াইয়া তাঁহার ঢাকুরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতে পারে, কিন্তু বরান্দায় নূতন সমাজ গঠনের পুষ্ট প্রমাণ স্বরূপ দাঁড়াইতে পারে না। চারিঘর বিশিষ্ট-কায়স্থ-সন্তানের এত দীর্ঘকাল বিনা সমাজ বন্ধনে অবস্থিতি করা নিতান্ত অসম্ভব এবং বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা বহু পূর্ব্বে সুদূর পশ্চিম প্রদেশ হইতে গৌড় বঙ্গে আগমন করেন, এবং নানা স্থানে বস বাসের পর অবশেষে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বরান্দাভূমে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক, চারি ঘরে সমভাবাপন্ন এবং সম-মর্য্যাদা বিশিষ্ট "বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ" নামে একটি সমাজ গঠন করেন। যে ভাবে সমাজ পরিচালিত হইবে তাহারও নিয়ম-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। পুত্র কন্যাগত কুলের কোনরূপ স্থায়ী বন্ধন তাহাতে প্রচলন করেন নাই। নাগরাজের অধি-নায়কত্বে চারি ঘরের সমন্বিত যুক্তি ও শক্তি দ্বারা সমাজ পরিচালিত এবং পরি-লক্ষিত হইবার বিধান প্রচলন করেন। খুব সম্ভব এই সমাজই বারেন্দ্র-কায়স্থের আদি সমাজ। ঢাকুর কুলজি এবং আনুপূর্ব্বিক ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই সাব্যস্থ হয়।

"তথাতে যাইয়া যদি হই এক ঠাঁই।
তবে সে বল্লাল হাতে রক্ষা মাত্র পাই॥"

তথাতে অর্থাৎ বরন্দায় যাইয়া নাগদিগের সহিত মিলিত হইলে বল্লালের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বরন্দায় কায়স্থদিগের একটা দল থাকা অনুমান অনর্থক নহে।

"উত্তম কায়স্থ বংশে উত্তম আচার।
সমাজ বাঁধিল তার লয়ে সপ্ত ঘর॥"

পূর্ব্বে এই শ্লোকে "তারা" শব্দ লিখা হইয়াছে। এখন দেখিতেছি "তার" শব্দ লিখিত আছে। "তারা" শব্দ থাকায় জানা যায়, সদ্বংশ জাত বহু কায়স্থ তৎকালে বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র সাতটি বংশ লইয়া সমাজ বর্দ্ধিত

হইয়াছিল। অন্য একখান হস্তলিখিত ঢাকুরে তার শব্দ স্থলে 'পুনঃ' শব্দ দেখা যায়। এরূপ স্থলে পূর্ব্বে চারিঘরে সমাজ থাকা সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। "পূর্ব্বেতে আছিল এক মিছিলে করণ। অধমে উত্তমে হইল কার্য্য প্রয়োজন॥" "বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লইলা তিন জন॥" যদুনন্দনের এই সকল উক্তি ও পূর্ব্বে সমাজ গঠিত থাকা এবং সেই সমাজে বল্লাল-মর্য্যাদা না থাকা প্রমাণ করিতেছে। নতুবা "পূর্ব্বেতে আছিল" "সমাজ বাঁধন পুনঃ" এই সকল উক্তি কখনই উক্ত হইত না। পূর্ব্বে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ না থাকিলে "বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদ্য" এ কথাও থাকিত না। অতএব জানা যাইতেছে, ভৃগুনন্দী, নরহরিদাস মুমারীঠাকী বরন্দায় যাইয়া নাগদ্বয় হইতে প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, এবং উক্ত গঠিত সমাজেই প্রবেশ করেন। নিজেরা কোন সমাজ গঠন করেন না। ইহাই আমাদিগের ধারণা। তবে বল্লালের দুর্ব্যবহারে নূতন সমাজ গঠনের কল্পনা তৎকালে ভৃগুর মনে উদয় না হইতে পারে এমন নহে, কিন্তু বরন্দায় যাইয়া নাগ মহাশয়দিগের সমাজের নিয়মাবলীর সুশৃঙ্খলতা অবলোকন করিয়া, এবং তাহাতে কুলের কোনরূপ স্থায়ী বন্ধন না থাকা জানিতে পারিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে সেই সমাজেই মিশিয়া সমাজ পুষ্ট করিয়াছিলেন। নূতন কোন সমাজ গঠনের আবশ্যকতা-অনুভব করেন নাই। "নবকৃত কুল বাঁধা কোন প্রয়োজন।" যদুনন্দনের ঐ উক্তিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বোধ হয় চারি ঘরের সহিত তিন ঘর মিলিত হইয়া সাত ঘর হওয়ায়, সামাজিক রীতিনীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সিদ্ধান্ত করিয়া, যদুনন্দন, ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক সমাজ গঠিত হইয়াছে বলিয়া, যদুনন্দের ঢাকুর, বহুকাল ধরিয়া চীৎকার করিয়া করিয়া, লোকেদের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে। সেই জন্য বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজকে কেহ কেহ ভৃগু প্রবর্ত্তিত বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সভা স্থাপনের পর হইতে, ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ গঠিত হওয়া, এবং তিনি বারেন্দ্র কায়স্থের আদি পুরুষ থাকা উল্লেখে এ যাবৎ সে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তৎসমস্তই যদুনন্দনের ঢাকুরের প্রতিধ্বনি মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কোন সমাজ গঠন করেন নাই এবং বারেন্দ্র কায়স্থের আদি পুরুষও নহে। তিনি নন্দী বংশের আদিপুরুষ হইতে পারেন, সমগ্র বারেন্দ্র কায়-স্থের আদিপুরুষ হওয়া কিরূপে সম্ভবে? কাশীদাসের ঢাকুর বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানের পরে রচিত হইয়াছে। তাহার অনেক পূর্ব্বে—এমন কি বল্লালের কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানেরও পূর্ব্বে চারিঘরে বরান্দাপ্রদেশে সমাজ স্থাপিত হয়। কাশীদাসের ঢাকুরের নাগবংশাবলীতে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

DOUBLE COLOUR

"দোয়ার আশ্রয় করি, ভৃগু নন্দী নরহরি,
মুরহর দেব তিন জন।
বল্লালের রাজ্য ছাড়ি, উত্তরেতে কৈলা বাড়ি,
যাহা হ'তে বারেন্দ্র গণন॥"

ভৃগুনন্দী, নরহরিদাস, মুরহর চাকী বল্লালের রাজ্য ছাড়িয়া, কর্কোট ও জটাধর নাগকে আশ্রয় করিয়া উত্তরে বাড়ী প্রস্তুত করেন, এবং বারেন্দ্র গণ্য হয়েন। অর্থাৎ ভৃগুনন্দী, নরহরিদাস, মুরহর চাকী বল্লালের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কর্কোট ও জটাধর নাগের আশ্রয়ে যাইয়া, তাঁহাদের কর্ত্তৃক প্রভূত ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া উত্তর অঞ্চলে বসতি ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন, এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে এবং যত্নে বারেন্দ্র কায়স্থ রূপে পরিগণিত হয়েন। "বারেন্দ্র গণন" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বে চারি ঘরে সমাজ থাকা পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। যদুনন্দন ও কাশীদাসের ঐ সকল উক্তি রূপান্তরিত করায় তাহার ঢাকুরে প্রকাশ করিয়াছেন।

"বল্লালের মত ছাড়ি, ভৃগুনন্দী নরহরি,
মুরহর দেব তিন জন।
পশ্চিম হইতে যবে, আইলা এ দেশে সবে,
নাগ হইতে হইল স্থাপন॥"

"যাঁহা হতে বারেন্দ্র গণন" এবং "নাগ হইতে হইল স্থাপন" এই দুই কথাই, পূর্ব্বে সমাজ গঠিত থাকার এবং সেই সমাজে ভৃগু নন্দীগণ প্রবেশ করার অনুকূলে। কেবল "পশ্চিম হইতে যবে, আইলা এদেশে সবে" এই কথা কয়েকটীর গরমিল। এই সকল অকাট্য এবং জাজ্বল্যমান প্রমাণের বিরুদ্ধে, এমন কোনও বলবৎ প্রমাণ বা যুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যদ্দ্বারা আমরা নূতন সমাজ গঠনের পক্ষ সমর্থন করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

মাননীয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথবসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় কাশীদাসের মূলঢাকুর সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং সেই ঢাকুর হইতে পর্য্যায়-ক্রমে দাস, দেব, নন্দী, চাকী ও নাগের বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার প্রণীত "রাজন্যকাণ্ডে" প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল বংশাবলীর মধ্যে বর্ত্তমান আকারের সাধ্য-সিদ্ধভাব সমাজ প্রচলিত থাকার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। কেবল দেববংশাবলীর মধ্যে "সাধ্যভাবে আনিময় সাধিন" এইরূপ এককথা দেখা যায়। বোধ হয় এই সাধ্য ভাবই পরিমাণে বর্ত্তমান আকারের সাধ্যসিদ্ধ-ভাবে পরিণত হইয়া সমাজে বিষম মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

তারপর সেই সাধ্য-সিদ্ধ ভাব বংশগত হওয়ায় সমাজের প্রভূত অমঙ্গলই সাধিত হইয়াছে। এবং তদ্ধেতু সমাজের একতা বন্ধন শিথিল হইয়া নানারূপ বিশৃঙ্খলতা ও দলাদলী দাঁড়াইয়া গিয়াছে। যদুনন্দন চারি ঘর অপেক্ষা তিন ঘরের প্রাধান্য দিয়াছেন। সপ্ত ঘরের মধ্যে যাঁহারা অষ্টমনিষার নব সমাজের মত গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে তিনি নির্গাম "নিকৃষ্ট পঠি মধ্যে প্রবেশ করিতে নারিল" ইত্যাদি নানাকথা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কোনও সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কেবল লেখনীমুখেই শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব উদ্গারণ করিয়াছেন। উপযুক্ত কারণাভাবে তাঁহার ঐ সকল উক্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমোদন করিতে পারা যায় না। কাশীদাসের ঢাকুরের সহিত তাঁহার ঢাকুরের অনেক অনৈক্য দেখা যায়। কাশীদাস অগ্রে দাস, তার পরই দেব, তারপর নন্দী, চাকী এবং নাগের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজে দাস তাই অগ্রে দাসের উল্লেখ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু কুলগ্রন্থ এবং ইতিহাস আলোড়ন করিয়া তাঁহার "রাজন্যকাণ্ডে" বাঙ্গালার ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে কর্ণসুবর্ণের দেববংশের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন। কাশীদাস ও গৌড়বঙ্গে দেববংশেরই প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়াছেন।

"দেববংশ মহাবংশ, কাণসোণায় অবতংশ,
খ্যাতি ভাতি সর্ব্বলোকে কয়।
রাজার দক্ষিণ হস্ত, গুণে জ্ঞানে সুপ্রশস্ত,
দাতা ভোক্তা গৌড়ে গরীয়ান॥" (কাশীদাস।)

নগেন্দ্রবাবুর বহুদিন ব্যাপী অক্লান্ত শ্রম এবং অর্থব্যয়ের ফলে কাশীদাসের ঢাকুর সংগ্রহ হওয়ায় বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের প্রভূত উপকারই সাধিত হইয়াছে। এবং অনেক গূঢ় রহস্যও বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বারেন্দ্র-কায়স্থের উর্দ্ধতন বহু পুরুষের নাম জানা গিয়াছে। দেববংশের রাহু অপসারিত হইয়াছে। নন্দী-কুল-গৌরব সন্ধ্যাকারকে অনেকেই নিজবংশ বলিয়া টান ধরিয়াছিলেন। কাশিদাসী ঢাকুরের কৃপায় তিনি নিরবচ্ছিন্ন নন্দীবংশীয় বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। যদুনন্দনের ঢাকুর সমালোচনার স্থলে কাশিদাসী ঢাকুরীর সম্বন্ধে যাহাদের সন্দেহ ছিল, তাহারও নিরসন হইয়াছে। এইরূপ অনেক তথ্যই বাহির হইয়াছে। এখন দেব-দত্ত-নাগ-সিংহ বেচারিরা যাদুনন্দনিক সিদ্ধহস্তাভিমানী দাস-নন্দী-চাকীগণের ভুয়া আধিপত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই বাঁচে।

উক্ত উক্তি কেবল দাস-নন্দী-চাকীর মধ্যেই প্রবর্ত্ত, সাধনা, সিদ্ধ এই তিন ভাব থাকা নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রবর্ত্ত কনিষ্ঠ, সাধনা মধ্যম, সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ। এই তিন ভাব ঐ তিন ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ তাঁহারা বরান্দায় যাইয়া সমাজে প্রবেশের জন্য প্রবর্ত্ত হইয়া সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়া সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সিদ্ধের জন্যই সাধ্যের সাধনার প্রয়োজন। উহা অপেক্ষা সাধ্যভাব যাহা চারি ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহা অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। শাস্ত্রে আরও তিন প্রকার সিদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়। যথা,—নিত্যসিদ্ধ, কৃপা-সিদ্ধ, সাধন-সিদ্ধ। দাস-নন্দী-চাকীগণ শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সিদ্ধপদবাচ্য। যে প্রকার সিদ্ধই হউক না কেন, সাধ্যের সাধনা ভিন্ন সিদ্ধ হওয়া যায় না। এইরূপ প্রণালীগত সিদ্ধই স্বাভাবিক। যদুনন্দনের মতে এই সিদ্ধপদ ভৃগুনন্দী নাগরাজকে দিতে আগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা না লইয়া তাঁহাকেই দিয়াছিলেন। সিদ্ধপদ যদি সাধ্যাপেক্ষা সম্মানার্হই হইত তবে নাগরাজ কি এতই আহাম্মুক ছিলেন যে, সম্মানার্হ পদ উপেক্ষা করিয়া ভৃগু প্রভৃতিকেই দিয়াছিলেন? যদি মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য কিম্বা ভৃগুনন্দীর সম্মান রক্ষার্থ দিয়াই থাকেন, তবে ভৃগুনন্দী কি এতই অকৃতজ্ঞ যে বলা মাত্রেই সিদ্ধপদ গ্রহণ করিয়া বসিলেন? কেন—নাগরাজ কি এতই অক্ষম ছিলেন যে, সিদ্ধপদ নিজে লইয়া বাঙ্গের সমাজের নেতৃত্ব করিতে পারিতেন না? তিনি নিজে সাধ্য, সিদ্ধের উৎপত্তি স্থল। ওরূপ সাধ্য-সাধনা-লব্ধসিদ্ধপদ তিনি সাধ্যাপেক্ষা সম্মানার্হ মনেই করিতে পারেন না, তাহা ভৃগুনন্দীও জানিতেন। তিনি কখনই নাগরাজকে সিদ্ধপদ অর্পণের প্রস্তাব করেন নাই। যদুনন্দন সাধ্যাপেক্ষা সিদ্ধের প্রাধান্য দিয়াছেন, তাই ভৃগুনন্দী কর্ত্তৃক সিদ্ধপদ নাগরাজকে প্রদত্ত হইবার প্রস্তাব, ঢাকুরে সন্নিবেশিত করিয়া নাগবংশীয়দিগের মনস্তুষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। বল্লালসেনওত অনেক কায়স্থকে কৌলীন্য দিয়াছেন, তাই বলিয়া কি সেই সকল কায়স্থগণ বল্লাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেন? ইহাও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে সাধ্য সিদ্ধ একটা ভাব মাত্র। কাহারও সম্মানাসম্মানের বিশেষণ নহে। উহা দ্বারা কেহ উচ্চ কেহ নীচ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভুল। যদুনন্দনও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"মূলজসমাজস্থান বুঝার কারণ।
সপ্তঘর সিদ্ধ-সাধ্য লিখি নিদর্শন॥"

মূল সামাজিকগণের সমাজ-স্থান, অর্থাৎ কে কোথায় বাস করিয়াছেন বা

করিতেছেন, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ সিদ্ধ-সাধ্যভাব লিখিত হইয়াছে মাত্র। কোন ব্যক্তি কি কুলের সম্মানাসম্মান জ্ঞাপনার্থ লিখিত হয় নাই। সাধ্য-সিদ্ধ ভাব সমাজে প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ এই যে, এই সমাজে যে সকল কায়স্থগণ ভবিষ্যতে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল সপ্ত ঘরের অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিতে হইবেক। ভৃগুনন্দী প্রভৃতিও এই ভাবেই বরান্দায় সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা লোক-সমাজের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। ন্যায়বান্ ও নীতিবান ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া সমাজ স্থাপন করেন। পরবর্ত্তীগণ সদাচার সদ্‌গুণে পরিপক্কতা দেখাইয়া পূর্ব্ববর্ত্তীগণের অনুমতি লইয়া সেই সমাজে প্রবেশ করিয়া থাকেন। গুণের মান্য চিরকালই আছে, এবং থাকিবে। যে কুলে যত গুণবানের উৎপত্তি সে কুল তত গৌরবান্বিত। গুণবানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কুলগৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়। নদীর গৌরব জলে, খাতে নহে। মানবের গৌরব গুণে বাংসপিণ্ডদেহে নহে। পিতা পিতামহের দোহাই দিয়া স্ফীতবক্ষে সমাজক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বেড়াইলে লোকে মানে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী।

সত্য-নিষ্ঠা।

পুরাকালেই কি অধুনাই বা কি জগতে যাঁহারা মহাপুরুষ আখ্যা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে প্রত্যেকেই সত্যনিষ্ঠ অকপটচিত্ত ছিলেন, বোধ হয়, ইহার প্রতিকূলে কোন সাক্ষ্য সংগৃহীত হইতে পারিবে না। মিথ্যাচার মিথ্যাভাষণ চিরকালই মানব-সমাজে ঘৃণা লাভ করিয়া আসিতেছে। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই সত্য-নিষ্ঠার গৌরব মহাত্মাগণের জীবনে প্রকটিত হইয়া মর্ত্ত্যকে সময় সময় ত্রিদিবে পরিণত করিয়াছে। জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন জানিয়াও মিথ্যাভাষণের সহায়তায় বা আত্ম-গোপনের প্রয়াস পাইয়া কোন মহাপুরুষই আত্মরক্ষা করেন নাই। যীশুখৃষ্ট যদি আত্মগোপন করিতেন অথবা বিপদকালে সত্য-পরায়ণতায় জলাঞ্জলি দিতে পারিতেন—অন্তরে, বাহিরে, মনে, মুখে যদি একরূপ না হইতেন, তাঁহার

অমূল্যজীবন ক্রুশে বিদ্ধ হইত না। সক্রেটিস্ যদি হৃদয়গত সত্যকে দেশাচারের প্রতিকূল বোধে প্রকটন করিতে ভীরু হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জগন্মান্য জীবন, বর্ব্বরোচিত আদেশে বিষপানে অস্তমিত হইত না। গ্যালিলিও যদি সত্য ভক্ত না হইতেন, পৃথিবীর ঘূর্ণন কাহিনী ধর্ম্মান্ধ অজ্ঞ সমাজে ব্যক্ত করিয়া প্রাণ হারাইতেন না। সত্যনিষ্ঠা না থাকিলে মহাপুরুষ হয় না—এবং মহাপুরুষ কখনও বিপদের ভয়ে বা সম্পদের লোভে মিথ্যাভাষণ—মিথ্যা আচরণের দ্বারা স্বীয় পবিত্র জীবন, সমুন্নতমন কলুষিত করেন না।

আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের সর্ব্ব প্রথম প্রেসিডেণ্ট্ জর্জ ওয়াশিংটন্ বাল্যে জনকের নিকট ভৎর্সনার অনির্ব্বার্য্যতা স্মরণ করিয়াও মিথ্যা কহিতে পারেন নাই—অপরাধের সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও স্থিরচিত্তে সত্য প্রকাশে সঙ্কুচিত হন নাই। সারাজীবন সত্য তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়াই, তিনি দেশমান্য, দেশের সুসন্তান হইতে পারিয়াছিলেন। আর এক মহাত্মা ক্রীতদাস সম্প্রদায় হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া স্বজাতিকে যেরূপ সমুন্নত করিতে পারিয়াছেন, তাহা বিশ্বরাজ্যে অদ্ভূত বলিতে হইবে। ইহাঁর নাম 'নিগ্রোবীর বুকার ওয়াশিংটন্'। ইহাঁর সত্যনিষ্ঠা অপূর্ব্ব! আর্য্যজাতির সত্যনিষ্ঠা সত্যকামের ন্যায় অকপটচিত্তে নিজের জন্মগত কুৎসা পরিব্যক্ত করিতে ও কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে নাই। তাঁহার স্বলিখিত জীবনীতে অতিশয়োক্তি ও অসত্য বর্ণনা কিছুমাত্র স্থান লাভ করে নাই। মুসলমান ধর্ম্মবীর হাতেম তাহার শিরোচ্ছেদের ঘোষণা অবগত হইয়াও রাজসকাশে অম্লানবদনে উপনীত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। পৌরাণিক আর্য্য নৃপতিবৃন্দ সত্যানুরোধে পত্নী পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে শাস্তি প্রদান করিতে বা পরিত্যাগ করিতে কখনও ছল অবলম্বন করেন নাই। মিথ্যাভাষণের বা সত্য গোপনের বিষময় ফল মহাভারতকারও জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করিতে ভুলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার আশ্রয় ও বন্ধু, আজীবন যিনি সত্যপরায়ণ, পরিহাস স্থলেও যিনি কখনও মিথ্যা কহেন নাই; সেই যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' শব্দাবলীর উচ্চারণে শঠতার আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া, স্বর্গ বাসের পূর্ব্বে নরক দর্শনে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভগবানের আদেশও মিথ্যাভাষীকে তৎফলভোগে বঞ্চিত করে না।

ইংরাজ রাজত্বের প্রাক্কালেও দেশে সত্যনিষ্ঠার পরিচয়ের স্বল্পতা ঘটে নাই। সহজে কাহাকেও আদালতে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করা যাইত না—মামলা করিতেও বড় কেহ অগ্রসর হইত না। ঋণগ্রহণ করিয়া কেহ অস্বীকার করিত না। বিক্রেতা

কখনও ক্রেতাকে ঠকাইবার চেষ্টা করিতে চাহিত না। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ তখনও প্রসার লাভ করে নাই। গুণীর গুণের খর্ব্বতা সাধনে তখনও লোকের প্রবৃত্তি জন্মে নাই। অপরের কীর্ত্তি আপনার নামে চালাইবার অভ্যাস তখনও লোকে লাভ করে নাই।

আর আজকার অবস্থা কি? উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মোকদ্দমার সংখ্যা ছারপোকার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে—মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে লোক দ্বিধাশূন্য হইয়াছে। সাধারণতঃ কথিতই হইয়া থাকে, সাক্ষীমাত্র করিলে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিয়া উপায় নাই, ব্যবসার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলিলে দোষ নাই। শঠের সঙ্গে শঠতা করাই চাই। সরলতার প্রকাশ করিলে সর্ব্বদাই ঠকিতে হয়; উহা মূর্খেরই শোভা পায়। অসত্যের আধিপত্যে সমাজ নরকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—স্বর্গের সুষমা শান্তিদেবী সঙ্গে লইয়া যেন কোন অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গিয়াছেন। অর্থের লোভে, যশের প্রলোভনে, মানের আকাঙ্ক্ষার তাড়নে সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে কেহই বড় সঙ্কোচ প্রকাশ করিতেছে না। সত্যের অসম্মাননায়, অসত্যের প্রাদুর্ভাবে সামাজিকগণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াও সত্যের সমাদর করিতে পারিতেছেন না। অসত্যের প্রেমশৃঙ্খল এত দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে, যে সত্যের উপলব্ধি করিবার শক্তিও সমাজ বহু পরিমাণে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এ শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে আমাদের আর রক্ষা নাই। সত্যনিষ্ঠা না জন্মিলে মোকদ্দমার প্রবৃত্তি হ্রাস হইবে না—ভেজাল খাদ্য দূরীভূত হইতে পারিবে না—মিথ্যাচার বিলুপ্ত না হইলে দেশের জন্য—সমাজের জন্য খাটীপ্রাণে মনসংযোগ কেহ করিতে পারিবে না—পরস্পরের একতা সংস্থাপন সম্ভব হইবে না—দেশে যোগ্যতম মহাপুরুষ জন্মিতে পারিবেন না। মিথ্যা নরকেরই সৃষ্টি করে—স্বর্গ গড়িতে পারে না। যদি স্বর্গ গড়িতে চাও—স্বর্গসুখ লাভ করিতে চাও—সত্যের শরণ লও—সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া মানব নাম সার্থক কর।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

কভু নয়, কভু নয়।

কুসুম সৌরভ ধরে
সে কি আপনার তরে ?
গন্ধবহ, গন্ধ লয়ে—
ঘরে ঘরে ফিরে বয়ে'
লক্ষ্য তার আত্ম-সুখোদয় ?
কভু নয়, কভু নয়।

শিখী নাচে মনোহর,
পাখী গায় সুখকর—
অমিয়া ঢালিয়া প্রাণে,
ত্রিদিবের দিব্যতানে
আপনার সুখ প্রত্যাশায় ?
কভু নয়, কভু নয়।

ফুল ফলে সাজি চারু,
লতিকা গুল্ম তরু
ধরায় সুষমা দানে,
শান্তিদেয় জীব-প্রাণে,
বিভোর কি আত্ম-ভাবনায় ?
কভু নয়, কভু নয়।

তৃষাতুরে বারি দিয়া,
ক্ষেত্রে নীর যোগাইয়া
জীবকুলে করে রক্ষা—
তটিনী প্রশস্ত বক্ষা
স্বার্থগন্ধ পোষে কি হৃদয় ?
কভু নয়, কভু নয়।

যেদিকে ফিরাই আঁখি
স্বভাবে এরূপ দেখি,
পর লাগি আত্ম-দান,
চাহিছে সবারি প্রাণ

অন্যবিধি মানুষে কি হয় ?
কভু নয়, কভু নয়।

স্বার্থপর নর হবে,
আত্ম-সুখে ডুবে রবে,
দেশ পানে তাকা'বে না,
সমাজকে ভাবিবে না
স্বভাবের এই অভিপ্রায় ?
কভু নয়, কভু নয়।

লয়ে অনুদার চিত,
কূপ-মণ্ডুকের মত
আত্ম-প্রাধান্যের গর্ব্বে,
উপেক্ষা করিবে সর্ব্বে
মনুষ্যত্ব ইহাকে কি কয় ?
কভু নয়, কভু নয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

সমালোচনা।

প্রতিজ্ঞা। এই পত্রিকাখানি পৌণ্ড্রকজাতির সামাজিক বিষয়ের আলোচনা লইয়া প্রতি সপ্তাহে ১১৪ নং হাজরা রোড, কালীঘাট, প্রতিজ্ঞা-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, ১৭শ বর্ষের ৩৮ সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পৌণ্ড্রিকা-সমাজের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সত্যালোকম্। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ বিরচিতম্, কলিকাতা ১০০ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডব্‌ল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী, ২ ফর্ম্মায় ; সংস্কৃত পজ্‌ঝটি ছন্দে একুশটী শ্লোকে নিবদ্ধ।

পণ্ডিতবর বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কর্ম্মে নিমজ্জিত সংসারীর কর্ম্মানুষ্ঠানেও যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে, তাহা ভাবময় ভাষায় বিবৃত করিয়া বস্তুতই কর্ম্মীর একটা সংশয় দূর করিয়াছেন। এজন্য আমরা এই পুস্তিকখানি সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। বস্তুতঃ অধুনা এমন উচ্চ ভাবপূর্ণ পুস্তক সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সপ্তদশ বার্ষিকাধিবেশন ঃ—

আগামী ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ ইং ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল শনিবার ও রবিবার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার-সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন ঢাকা নগরীতে করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ-শাখা-সভার উপর এ সভা ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। ঢাকার নেতৃবৃন্দও এই স্বজাতীয় মহাধিবেশন সুসম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হইয়াছেন।

শোকপ্রকাশ।

ভারত-সম্রাট্ শ্রীশ্রীপঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান, কুমার জন্ (Prince John) অকস্মাৎ অকালে পরলোকগমন করায় রাজদম্পতী শোকে অভিভূত হইয়াছেন এবং তৎশোকে রাজবল্লভ কায়স্থ জাতি মুহ্যমান হইয়াছেন। এইজন্য সভার পক্ষ হইতে আমরা ভগবৎ সমীপে সম্রাট্দম্পতির এই মহাশোকে শান্তি কামনা করিতেছি।

আনন্দ-প্রকাশ।

কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসুকাব্যার্ণব ৺কাশীধামের বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলী হইতে 'বেদান্তরত্ন' এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় নবদ্বীপের পণ্ডিত সঙ্ঘ হইতে 'তত্ত্বনিধি' এই উপাধি পাইয়াছেন। কাব্যার্ণব মহাশয় অনেক দিন হইতে হিন্দু-পত্রিকার গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছিলেন এবং রায় মহাশয় তাঁহার নব প্রকাশিত 'মানবতত্ত্ব' নামক পুস্তকে যে সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে এই 'তত্ত্বনিধি' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে। অপরত্র কায়স্থ-সভার পুরাতন সভ্য, ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পর্য্যবেক্ষক, রায়সাহেব অমৃতলাল মিত্র বর্ম্মা, বি-এ, সম্প্রতি লণ্ডনের রাজকীয় প্রত্নতত্ত্ব সমিতির "Fellow" নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এবং বসুমতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বঙ্গের জাতীয় ভাষার পত্রিকাসমূহের প্রতিনিধি হইয়া রাজ আহ্বানে ইউরোপের সমরক্ষেত্র পরিদর্শনান্তর প্রত্যাগত হইলে "প্রজাপতি-সমিতি" কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়াছেন। আমরা কায়স্থ-সভার পক্ষে এই সকল মহাত্মার সম্মান প্রাপ্তিতে আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত আনন্দ-প্রকাশ করিতেছি।

সভা-সমিতি ঃ—

২৫শে মাঘ, ১৩২৫। পাবনা-কুশাহাটা। পাবনার স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব-বর্ম্ম-বিদ্যারত্ন মহাশয় এই স্থলে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত মহাশয়ের সহায়তা লইয়া এক কায়স্থ-সভা আহ্বান করেন এবং সকলকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। তৎকালে সভাস্থ অনেকে বর্ত্তমান মাসে ব্রাত্যত্ব পরিহার করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হন।

২৬শে মাঘ, ১৩২৫। কলিকাতা। ফরিদপুরের প্রচার-সমিতির সুযোগ্য প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা ইতোমধ্যে কলিকাতায় আসিয়া, কয়েকদিন সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া কায়স্থগণের মধ্যে সভার উদ্দেশ্য প্রচার করেন। তৎফলে অনেকে ব্রাত্যত্ব পরিহার করিয়া বৈদিক সাবিত্রী-সংস্কারে সংস্কৃত হয়েন।

২৭শে মাঘ, ১৩২৫। পাবনা-বনওয়ারীনগর। প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্মপ্রাণ, ধনমধন্য পুণ্যাত্মা, কায়স্থ-কুল ভূষণ রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুরের রাজধানী বনওয়ারীনগরে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুরের উদ্যোগে ও ঐকান্তিক চেষ্টায়, রাজবাটীর বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে একটী মহতী কায়স্থ-সভা হইয়াছিল। কুমার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বর্ম্ম সরকার, বি-এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বর্ম্ম রায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত উমাচরণ রায়, শ্রীযুক্ত উমাচরণ বর্ম্ম মজুমদার, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুন্সী, শ্রীযুক্ত গতিনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত গোকুলবিহারী সরকার, বি-এ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল পাল, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস প্রভৃতি বারেন্দ্র, বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ী অন্যূন ৩০০ তিন শত সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য কায়স্থ ও স্থানীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার বর্ত্তমানবর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কায়স্থ-সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সুদীর্ঘ সারগর্ভ একটী বক্তৃতা করেন। সভারম্ভে সম্রাটের মঙ্গল কামনা করিয়া, প্রচারক মহাশয়—স্যার, এস্-পি, সিংহ বাহাদুরের "লর্ড" উপাধি প্রাপ্তির জন্য আনন্দ-প্রকাশ করিয়া সিংহ-বংশের গুণানুকীর্ত্তন করেন। তদনন্তর কায়স্থ সমিতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন, উপনয়নের অত্যাবশ্যকতা ও বিবাহে পণপ্রথা রহিত সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর, সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুরের অভিপ্রায়ক্রমে সিংহ মহাশয়ের 'লর্ড' উপাধি প্রাপ্তিতে শ্রীযুক্ত গোকুলবিহারী সরকার, বি-এ মহাশয় মহামান্য ভারতসম্রাট্ ও প্রধান মন্ত্রী বাহাদুরের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ

বক্তৃতা করেন এবং নিজ ব্যয়ে প্রচারক আনিয়া সভানুষ্ঠানের জন্য, তিনি সভাপতি মহাশয়কে, সর্ব্বশেষে কায়স্থ-সভা ও প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

উপনয়ন ঃ—

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। ৩নং অখিলমিস্ত্রীর লেন নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত কুমারনাথ ঘোষ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন।

১২ই মাঘ, ১৩২৫। বরিশাল-কাশীপুর। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গুহ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে শ্যামাচরণ বাবু স্বয়ং এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র গুহ, জ্যোতিষচন্দ্র গুহ, হীরালাল গুহ, হেমন্তলাল বসু এই পাঁচজন বঙ্গজ কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করেন।

১৩ই মাঘ, ১৩২৫। বরিশাল, কাশীপুর-কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বঙ্গজ শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ ঘোষ, সুখরঞ্জন ঘোষ, অনন্তলাল বসু, চন্দ্রকান্ত ঘরই, এবং দক্ষিণকাশীপুর-স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দেব এই পাঁচজন যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

১৭ই মাঘ, ১৩২৫। কায়স্থ-সভার কেন্দ্র। ঢাকা-হাসরা নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র রায় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন গ্রহণ করেন।

২২শে মাঘ, ১৩২৫। যশোহর-ত্রিলোচনপুর মিত্র বাটীর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রগোপাল মিত্র, রাজেন্দ্রগোপাল মিত্র এবং ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত অমরনাথ সিংহ, মনোমোহন সিংহ, কালীচরণ বসু, জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র (২) সৌরেশচন্দ্র বসু, বিজয়কৃষ্ণ দত্ত, কাদিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু, মাছুন্দিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র এই একাদশ জন দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এবং মাধবপুর কায়স্থ-সভার তত্ত্বাবধানে জমিদার মহাশয় দ্বয়ের ব্যয়ে সম্পন্ন হয়।

২৩শে, মাঘ, ১৩২৫। অগ্নিহোত্রি-ভবন-কেন্দ্র। ৯০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, নিবাসী শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের ভবনে, বীরভূম জিলার মাড়কোণা নিবাসী উত্তররাঢ়ী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সিংহ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করেন।

২৬শে মাঘ, ১৩২৫। কায়স্থ-সভার-কেন্দ্র। ফরিদপুর, আর্য্যদত্তপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, আদুলাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দেব তপাদার।

বকুলেশ্বর দত্ত, কুনিয়া সাকিনের শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র নাগ, অমৃতলাল দাস, আমতলীর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন আদিত্য, রমণীমোহন আদিত্য, জলধর দাস, হরলাল দত্ত, ঘটমাঝি নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন ঘোষ, ইশিরপুরের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন দেব, আশুপ্রসাদ দেব, উপেন্দ্রমোহন দেব, যজ্ঞেশ্বর দত্ত ও হরলাল দাস এই পঞ্চদশজন বঙ্গজ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২৬শে মাঘ, ১৩২৫। পূর্ব্ববঙ্গ-কায়স্থ-শাসন সভার উদ্যোগ ঢাকা-ব্রহ্মণকিতা শাখা নিবাসী, বঙ্গজ, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্তরায় মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করেন।

বিবাহ ঃ—

(আন্তর্গণিক)

২১শে মাঘ, ১৩২৫। রংপুর-কাকিনা। কাকিনার রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়ের প্রথমাকন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাবালার, হাবড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঘোষ মহশেয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ মাণিকচন্দ্র ঘোষ ব্যারিষ্টারের সহিত এবং দ্বিতীয়কন্যা শ্রীমতী সুনীতিবালার ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ধর্ম্মদাস ঘোষ এম্-এর সহিত শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মাননীয় রাজা বাহাদুর মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছেন। প্রত্যেক কন্যা জামাতাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার দানসামগ্রী-যৌতুক ও আভরণ দিয়াছেন। উভয় বরপক্ষই আনন্দিত হইয়াছেন। রাজা বাহাদুর বারেন্দ্র সমাজের চাকী বংশজ এবং উভয় বর পক্ষই বঙ্গজ সমাজভুক্ত, সুতরাং একদিকে কন্যা সম্প্রদান কার্য্যটি কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যানুরূপ "আন্তর্গণিক" হইল। রাজা বাহাদুর ১৩২১ সালে কায়স্থ-সভার সভাপতি ছিলেন, তিনি যে এইরূপ সম্প্রদান করিয়া সমাজের আদর্শ স্থাপন করিলেন, এজন্য আমরা সভার পক্ষে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। রাঢ়ী-বারেন্দ্রে আদান প্রদান পূর্ব্বেও কয়েকটা হইয়াছিল ; এবার বঙ্গজ-বারেন্দ্র হইল, কিন্তু এই নূতন কার্য্য বলিয়া উভয় পক্ষের সমাজ-মান্যগণ বিবাহ সভায় যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বন্যা পক্ষেও অষ্টমনিষা, পোতাজিয়া প্রভৃতির সিদ্ধ বংশীয়গণ এবং উভয় বরপক্ষে চন্দ্রদ্বীপ-বানরীপাড়ার গুহঠাকুরতা, চাঁদশীর বসুমজুমদার, বিক্রমপুরের রায়সবরের গুহমুস্তফী, পাইকপাড়ার মিত্রমুন্সী, কাঠালিয়ার দত্তরায় এবং ফতেয়াবাদের ওলপুরের বসুরায় চৌধুরীবংশীয়গণ সমবিত্যারে উপস্থিত হইয়া সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বরপক্ষ কাকিনা রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে হস্ত্যশ্বাদি সম্বলিত চতুরঙ্গ-বল বিবিধ মাঙ্গল্য ও বিচিত্র রাজ-পতকাদিসহ অগ্র পশ্চাতে শোভা যাত্রা পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া লয়। বরদ্বয় রাজবাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহারা কালীবাড়ীতে প্রণাম করিয়া আসিয়া সংযাত্রীগণের সহিত পটগৃহে মিলিত হন। অপরাহ্ণ ৪টার সময় বরদ্বয় বরণার্থ রাজ-বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। এবং বরণ কার্য্য শেষ হইলে নির্দ্দিষ্টলগ্নে কন্যাদ্বয়ের একে একে সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহ-সভায় রাজপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, যোগেন্দ্রাপ স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত উপস্থিত থাবেন। রাজ পুরোহিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী স্বয়ং পৌরোহিত্য এবং উভয় কন্যাকেই রাজা স্বয়ং সম্প্রদান করেন। এই সম্প্রদানকালে রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ রায় স্বারস্বত-হংস এই নবদম্পতী যুগলকে গভীর ধর্ম্মার্থপূর্ণ দুইখানি প্রীতিউপহার প্রদান করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রংপুরের কায়স্থ জমিদারবৃন্দের মধ্যে কেহ স্বয়ং, কেহ বা প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, এবং জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি রাজপুরুষগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতৎ-ব্যতীত গৌরীপুর, তাজহাট, ডিমলা প্রভৃতি স্থানের রাজন্যগণও প্রত্যেকে স্ব স্ব যোগ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। আমন্ত্রিত এই সকল মহাত্মাগণের জন্য রাজবাটীতে প্রায় দেড়শতাধিক বস্ত্রগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের জন্য যে প্রকার চৌষ্য, চৌষ্য, লেহ্য, পেয় আহারীয় ছিল, প্রজা সাধারণের জন্যও সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল এবং অনিমন্ত্রিতদিগের জন্য হোটেল, মুদিদোকানে অবাধ আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা বাহাদুর সকলের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। শুধু কায়স্থ-সভার পণ্ডিতবৃন্দের নিমন্ত্রণ না করায় সভাক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

এই বিবাহোপলক্ষে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ধর্ম্মদাসরায়ের যাত্রা এবং Lincolnshire Band, Bioscope, রামমূর্ত্তির মল্লক্রীড়া, নানাপ্রকার অগ্নিক্রীড়া প্রভৃতি দ্বারা প্রায় দশসহস্রাধিক প্রজা ও আমন্ত্রিতগণের চিত্ত বিনোদ করা হইয়াছে। এই শুভ কার্য্যে বাই, খেম্‌টা প্রভৃতি কুৎসিৎ কোন অনুষ্ঠান কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, ইহাই এই শুভ বিবাহের একটা বিশেষত্ব।

শ্রাদ্ধ :—

২৯শে পৌষ, ১৩২৫। বগুড়া জয়পুর। প্রসিদ্ধ কবিরাজ রাধাকান্ত বর্ম্ম-কবিরঞ্জনের মৃত্যুতে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মোহিনীকান্ত বর্ম্মকবিরত্ন ত্রয়োদশাহে আদ্য-

কৃত্য সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধে রায়কালীর টোলের অধ্যাপকগণ উপস্থিত থাকিয়া কৃতিকে গৌরবিত করিয়াছেন।

২রা মাঘ, ১৩২৫। ময়মনসিংহ। কায়স্থ-সভার গতবর্ষের সভাপতি, মান্যবর, রায় শ্রীনাথবর্ম্মরায় বাহাদুরের মাতৃবিয়োগে, তিনি ত্রয়োদশাহে তোরণশ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন। এই দানসাগর শ্রাদ্ধে বাশাইলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি, ধলছত্রের শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন, হাসরার শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার বিদ্যালঙ্কার, কোটালিপাড়ার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ কাব্যরত্ন, পাড়জোয়ারের, চন্দ্রমোহন বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দ, মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত সুধেন্দুনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, রমেশচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী, কিরণচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী এবং কুমুদকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি জমিদারবর্গ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহের প্রায় তিনশত ব্রাহ্মণ, সহরের হাকিম, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রায় সহস্রাধিক আমন্ত্রিত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধের ভূরিভোজন ক্রিয়া সম্পাদন করেন। রায় বাহাদুর এতদুপলক্ষে যেমন—অধ্যাপকাদি বিদায় করিয়াছেন, সেইরূপ প্রায় দুই শতাধিক কাঙ্গালীকেও পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া সদক্ষিন বিদায় করেন। এই শ্রাদ্ধে রায় বাহাদুরের কুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ক্রিয়া করান।

৭ই মাঘ, ১৩২৫। ফরিদপুর-জীবনলালা। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ নন্দী বর্ম্মার মাতৃবিয়োগে তদাদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হয়।

২৭শে, মাঘ, ১৩২৫। লক্ষ্ণৌ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কীর্ত্তিবর্ম্ম মহাশয়ের পত্নী বিয়োগে তদাদ্যকৃত্য, শ্রীযুক্ত হরিদাস ঘোষবর্ম্ম মহাশয়ের পত্নী বিয়োগে তদাদ্যকৃত্য, অবসর প্রাপ্ত মুন্‌সেফ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনবর্ম্ম মহাশয়ের পত্নী বিয়োগে তদাদ্যকৃত্য, এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নাগ মজুমদার মহাশয়ের পুত্রবধূর মৃত্যুতে তদাদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সকল শ্রাদ্ধে স্থানীয় উপবীতী অনুপবীতী কায়স্থ সকলেই যোগদান করেন।

সভ্যের তালিকা :—

কায়স্থ-সভার গত পৌষ মাসের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, সভার বর্ত্তমান বর্ষের সভ্যবর্গের নাম ঠিকানা চাঁদা আদায় করিয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। সভ্যগণের তালিকা প্রকাশ করিতে হইলে, উহার মুদ্রণ ব্যয় ১৪।০ এবং কাজগদ ১৯৲ দপ্তরী ও কুলি ২৷৷০ মোট ৩৬৲ ছত্রিশ টাকা খরচ পড়িবে। কতিপয় মহাত্মা

ঐজন্য চাঁদা ৮৲ টাকার দানের প্রতিশ্রুতি ঐ সভায় পাওয়া গিয়াছে। অপরাপর সভ্য মহোদয়গণ কিছু কিছু সম্পাদকের বরাবর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ঃ—

(দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন ও প্রদর্শনী)।

আগামী গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে, ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ, হাওড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের" দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। বাঙ্গালার সাহিত্যানুরাগী সুধী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এই সম্মিলনে যোগদান করেন, সহায় হন—ইহাই প্রার্থনা। যাঁহারা সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদক—অভ্যর্থনা-সমিতি "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন", হাওড়া পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনীর জন্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিবরণ সত্বর উক্ত লাহিড়ী মহাশয়কে জানাইবেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য-সামগ্রী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও যত সত্বর সম্ভব, পত্র দ্বারা আপনাপন অভিমত জানাইবেন। বিদুষী মহিলাগণের জন্য ও এই সম্মিলনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

ষোড়শ বার্ষিক কার্য্য বিবরণী ঃ—

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৬শ বার্ষিক অর্থাৎ চট্টগ্রামের মহাধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী—প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ সভ্যের পক্ষে মূল্য ৵০ আনা এবং সভ্য ব্যতীত কেহ গ্রহণ করিলে মূল্য ।৵০ আনা দিতে হইবে; কিন্তু ডাকমাশুল আর স্বতন্ত্র দিতে হইবে না।

প্রেরিত ঃ—

(ফরিদপুর কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রচার সমিতির তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ)।

দেখিতে দেখিতে আর একটি বৎসর অনন্তকালের কুক্ষিগত হইয়া গেল। প্রচার সমিতি ১লা ফাল্গুন ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গত বৎসর প্রচার-সমিতির যেরূপ সঙ্কটাপন্ন—জীবনসংশয়কর অবস্থা ঘটিয়াছিল, যেরূপ বিপদ জাল তাহাকে ঘিরিয়াছিল তাহাতে পুনর্ব্বার যে স্বকর্ত্তব্য পালনে সে অগ্রসর হইতে পারিবে এমন আশা পোষণ করা যায় নাই। ভগবানের অপার করুণায় সমিতি পুনর্ব্বার জাতীয়

কর্ত্তব্য পালন করিতে উদ্যোগী ও সাহসী হইয়াছে। আশা করা বোধ হয় অন্যায় নহে যে এবার গত বর্ষের ত্রুটী বিচ্যুতি-ও কর্ম্ম-অবনতাজনিত অগৌরব বিনষ্ট করিয়া সমিতি কর্ম্ম-পটুতার পরিচয় দিতে পারিবে। গতবর্ষে আদায়কারী মেম্বরগণও সমিতিকে কোনরূপ সাহায্য করেন নাই—স্বেচ্ছাপ্রচারকগণও উপনয়ন বিস্তারে তত আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। অর্থাভাবে বৈতনিক প্রচারক রাখা যায় নাই। সুতরাং উপনয়ন বিস্তার আশানুরূপ হয় নাই—সামান্য যাহা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ যোগ্য নহে। সম্পাদক যদিও দশজনের কর্ম্ম গৌরব লইয়া যশস্বী সাজেন, তাহার নিজের কৃতিত্ব বিন্দুমাত্রও নাই; তবু প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, গতবর্ষে সম্পাদকের বিপৎপাত ও মানসিক অবসন্নতাই সমিতির কর্ম্মহীনতা ও অর্থাভাবের অন্যতম কারণ। বিগত বর্ষে উপনয়ন বিস্তারে মনোযোগী না হইয়া থাকিলেও কতিপয় সদস্য উপবীতীগণের যথারীতি আচার পদ্ধতি প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিয়াও নিজেরা আদর্শ হইয়া সমিতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভাঙ্গার উকিল, সমিতির স্বেচ্ছাপ্রচারক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা তাঁহার মাতৃ-শ্রাদ্ধ দক্ষিণ ফরিদপুরে সর্ব্বাগ্রে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়া সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপর বর্ণি নিবাসী সমিতির সহায়ক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দেববর্ম্মা অনুজদ্বয়সহ মহাসমারোহে, ক্ষত্রিয়াচারে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। নওপাড়ার শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ গুহবর্ম্মা অর্থবলে বলীয়ান না হইয়াও উপবীতী কায়স্থের কর্ত্তব্য পালন করিতে ত্রুটী করেন নাই। পিতৃ-শ্রাদ্ধ তেরদিনে করিয়াছেন। দৌলৎপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তনে যথেষ্ট উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন; দুঃখের বিষয় তাঁহার চেষ্টা স্বগ্রামবাসী দুর্ব্বল চেতাদের জন্য সাফল্য লাভ করে নাই। তাঁহার স্বপরিবারে কোন সুযোগ উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে দোষ স্পর্শ করে নাই। ইঁহারা সকলেই সমিতির ধন্যবাদ ভাজন। গতবর্ষের কর্ম্মের উল্লেখ করিবার আর কিছু নাই। এবার যাহাতে সমিতি কর্ম্ম-নৈপুণ্যে আত্ম-তৃপ্তি বোধ করিতে পারে, তৎবিষয়ে সমিতির প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষীর যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য। আদায়কারী মেম্বরগণ ও স্বেচ্ছা-প্রচারকগণ—সর্ব্বোপরি চাঁদাদাতাগণ সমিতির প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন। আপনাদের শুভদৃষ্টি ব্যতীত সমিতির উদ্দেশ্য কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। অবসন্নতা দূর করিয়া সতেজে জাতীয় সংস্কার সাধনের সহায়তা করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করুন। মনে রাখিবেন, জাতির কলঙ্ক ব্যক্তিতে নহে—সমগ্রজাতিতে। সেই কলঙ্ক ক্ষালনের দায়ীত্ব কাজেই প্রত্যেকেরই শিরে ন্যস্ত। স্ব-কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর

হউন। দূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া আর লোক হাসাইবেন না। গতবর্ষের সর্ব্ব সাকল্যে আয় ৮৫।৵০ টাকা বাদ—সর্ব্ববিধ ব্যয় ৬১৶০ টাকা, উপনয়ন কেন্দ্রের ব্যয় ২৮৶০, মাহিয়ানা ২২৷৷০, প্রচারকের পাথেয় ৮৷৷০, চাঁদা আদায় ও যাতায়াত ব্যয় ১।৵১০, খাতা খরিদ ৵৫, পোষ্টেজ ৷৷৶৫) মোট বাকী তহবিল ২৪৶০ আনা মাত্র। উপসংহারে, সমিতিকে যাহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। হিতৈষীবর্গ মুক্তহস্ত হউন। জাতীয় দেবতার কৃপা শিরে বর্ষিত হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
সম্পাদক—প্রচার-সমিতি।
ফরিদপুর।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সপ্তদশবার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ষষ্ঠাধিবেশন।

২৮শে পৌষ, ১৩২৫, রবিবার অপরাহ্ণ ৪৷৷০টা।

কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়, ৮৯।১নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(ব) রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু বি-এ (সভাপতির আসনে)।
(ব) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(ব) „ শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।
(ব) „ জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু কাব্যার্ণব।
(দ) „ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(উ) কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ বর্ম্মরায় এম-এ।
(দ) „ শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু।
(ব) „ সুরেন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা বি-এ।
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
(ব) „ নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বি-এ, (ব্যারিষ্টার)।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা বি-এল্ (সম্পাদক)।
(বা) „ শ্রীশচন্দ্র বর্ম্মা মজুমদার, (প্রচারক)।
(দ) „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)।

বর্ত্তমান বর্ষের বঙ্গজ সহঃসভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল্, অন্যতম সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, গোয়াড়ীর উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায়, ও-বি-ই এবং নদীয়া যশড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা অনিবার্য্য কারণ ও শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র লিখিয়া দুঃখ জানাইয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি বা সহঃসভাপতিগণের মধ্যে কেহ অদ্য উপস্থিত না থাকায় (১৩২৩ সালের দক্ষিণ রাঢ়ী সহঃসভাপতি) শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সম্পাদক শরৎবাবুর অনুমোদনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে অদ্যকার অধিবেশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সমিতির কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মহাশয় পূর্ব্বাঙ্গ-ভাওয়াল নিবাসী, স্বভাবকবি, কায়স্থ-গৌরব শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে তাঁহার কবিত্ব ও চরিত্রের উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করিলে, উপস্থিত সদস্যবর্গ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া মহাকবির দেবাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

তৎপর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির গত পঞ্চমাধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত এবং অগ্রহায়ণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। কিন্তু ইহাও স্থির হইল, ১৩২৩ সনের চৈত্র মাসে প্রস্তাবিত সভ্য চতুষ্টয়ের নাম সভ্যের তালিকা হইতে পরিত্যাগ করিবার জন্য গত অধিবেশনে যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা মঞ্জুর হইলেও কায়স্থ-পত্রিকায় তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিয়া সম্ভ্রম নষ্ট করা না হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের রাজ-সম্মান প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ। বর্ত্তমান ইংরাজী নব বর্ষের প্রথম দিনে নিম্নলিখিত সভ্যমহোদয়গণ তাঁহাদের নামের পরে সন্নিবেশিত উপাধি সমূহে বিভূষিত হওয়ায় উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সভার এই আনন্দবার্ত্তা উপাধিপ্রাপ্ত মহোদয়গণকে লিখিয়া অভিনন্দিত করা হউক।

(দ) মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল্, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা, "সি-আই-ই"।

(বা) রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায়, বি-এল্, সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া, "ও-বি-ই"।

(দ) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ বি-এল্, এটর্ণি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, "এম্-বি-ই"।

(ব) শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসুবর্ম্মা, অবসর প্রাপ্ত সবজজ, কলিকাতা, "রায় বাহাদুর"।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ। নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যুতে উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—সমবেদনা সূচক পত্র লিখিয়া মৃতগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারগণের মধ্যে এক এক জনকে জানান হউক :—

(বা) কবিরাজ রাধাকান্ত দেববর্ম্ম কবিরঞ্জন, সাং জয়পুর, জেলা বগুড়া।

(উ) রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, পাইকপাড়া রাজবাটী, কলিকাতা।

(দ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সাং ঘরগোহালী, হুগলী জেলা।

তৃতীয় প্রস্তাব। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন। সম্পাদক শরৎবাবুর প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সরকার, পরলোকগত বারেন্দ্র সদস্য কবিরাজ রাধাকান্তদেব বর্ম্ম কবিরঞ্জনের স্থলে সদস্য মনোনীত হইলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

১। (ব) শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বি-এল্, মুন্সেফ, শ্রীহট্ট।
২। (ব) ,, হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, উকিল, ঐ।
৩। (ব) ,, প্যারীচরণ নন্দী, উকিল, করিগঞ্জ, ঐ।
৪। (ব) ,, রামগতি দে, পুলিশ সব ইনেস্‌পেক্টর, ঐ।
৫। (ব) ,, নবীনচন্দ্র লোধ সাং ভুঁইয়ারা, ত্রিপুরা।
৬। (ব) ,, নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এল্, উকিল, ঐ।
৭। (ব) ,, যতীন্দ্রকিশোর দত্ত রায়, করিমগঞ্জ, ঐ
৮। (বা) ,, গঙ্গাচরণ দত্ত, উকিল, চাঁপাই, মালদহ।
৯। (ব) ,, গিরিশচন্দ্র দেব চৌধুরী, জেইলার, মৌলভী-বাজার, শ্রীহট্ট।
১০। (ব) ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব, উকিল, হবিগঞ্জ ঐ।
১১। (ব) ,, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জমিদার, মৌলভী-বাজার, ঐ।
১২। (ব) ,, শ্রীশচন্দ্র দত্ত, বি-এ, করিমগঞ্জ, ঐ।
১৩। (ব) ,, চন্দ্রকুমার দেবরায়, বি-এল্, উকিল, হবিগঞ্জ, ঐ।
১৪। (ব) ,, হেমেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি-এল্ ঐ ঐ ঐ।
১৫। (ব) ,, প্রসন্নকুমারচন্দ্র, Senior Sub-Inspector of Police, মৌলভী-বাজার, শ্রীহট্ট।
১৬। (ব) ডাক্তার অন্নদাকুমার দাম, জমিদার, হবিগঞ্জ, ঐ।
১৭। (ব) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, এম-এ, বি-এল্; ই-এ-সি, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।

ইঁহাদের প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, (অবৈনৈতিক প্রচারক)

১৮। (দ) শ্রীযুক্ত কুমারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ১৯।১।১ মদনমিত্রের লেন, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (কর্ম্মাধ্যক্ষ)।

১৯। (দ) ,, সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস, সাং ৩৬৩নং অপার চিৎপুররোড, ১৩২৬ সনের জন্য।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, সম্পাদক।

২০। (দ) ,, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, ৯০।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—রায় বিনোদবিহারী বসু।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ (ক) গ্রাহক সংগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। আসাম বাঁশবাড়ী রেল ষ্টেশনের এসিষ্ট্যাণ্ট্ ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত শিবনাথ সেন মহাশয় আন্তরিক যত্ন দ্বারা এই কয় মাসে পত্রিকার অনেক গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

(খ) সভ্যের তালিকা মুদ্রণ সম্বন্ধে। কিরণবাবু গত ১৩২৩, সনের তাঁহার এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত করিলে বহু আলোচনার পর অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী স্থির হইল যে, যতশীঘ্র সম্ভব সভার সভ্যদের তালিকা (ঠিকানা সহ) পত্রিকার সহিত একবার প্রকাশ করা হউক এবং তজ্জন্য কাগজ বা মুদ্রণের যাহা ব্যয় হইবে তাহা চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করা হউক। উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত সদস্যগণ চাঁদা দিতে প্রস্তুত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু	২৲
কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়	২৲
রায় বিনোদবিহারী বসু	২৲
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	২৲
,, নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	২৲

(গ) প্রচারকের পুরস্কার সম্বন্ধে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বর্ম্মা মজুমদার মহাশয় পারিতোষিক পাইতে পারেন কিনা এবং পাইলে কিরূপ দেওয়া উচিত তাহা সম্পাদকেরা বিবেচনা করিয়া আগামী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতেতে জ্ঞাপন করাইবেন। সমিতির সেই অধিবেশনে এই বিষয়ের শেষ নিষ্পত্তি হইবে।

(ঘ) কার্য্য-বিবরণীতে অনুপস্থিত সভ্য সম্বন্ধে। কিরণবাবুর প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে অনুপস্থিত সভ্যেরা যে পত্র লিখিবেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম কার্য্য বিবরণীতে সন্নিবেশিত হইবে।

স্বাক্ষর। স্বাক্ষর।
শ্রীশরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা। শ্রীগঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।
সম্পাদক। সভাপতি।
১১।১১।১৯।

শ্রীরাধা গোপাল নন্দী। কোন্নগর। ১২।১।২৬.

কায়স্থ-পত্রিকা

চৈত্র, ১৩২৫। } নবপর্য্যায় ৯ম খণ্ড, ১২ সংখ্যা।

অসবর্ণ বিবাহ।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে পাটেল মহোদয়ের অসবর্ণ-বিবাহ-বিল লইয়া ঘোরতর বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। প্রাচীন সম্প্রদায় বলিতেছেন, "ইহা আমাদের হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী। এই বিল পাশ হইলে আমাদের জাতির এবং সমাজের অবনতি অবশ্যম্ভাবী।" আবার অপর দিকে নব্য যুবক সম্প্রদায় বলিতেছেন "এই বিল পাশ হওয়া উচিত। বৃদ্ধদের এই বিল সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশের অধিকার নাই। বিবাহ আমরা করিব, বৃদ্ধেরা নহে। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে আমরাই এখন প্রবেশ করিব, বৃদ্ধেরা ত কেবল একে একে বিদায় লইবেন মাত্র। অতএব আমরা যখন আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ কর্ত্তা, তখন বৃদ্ধদের এ বিষয়ে এত মাথা ঘামান কেন? আমরা যদি বুঝিতে পারি যে পাটেলের এই অসবর্ণ-বিবাহ-বিল পাশ হইলে আমাদের জীবন সুখময় হইবে, তবে কেন ইহা পাশ হইবে না?"

অতি উত্তম কথা এবং অতি বড় কথাও বটে। হে যুবক ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ তোমরা স্বেচ্ছায় যে গুরুভার বোঝা নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলে তাহার ভার সহ্য করিতে পারিবে ত? আজ যৌবন মদমত্ততায় পলিতকেশ বিজ্ঞ ও বৃদ্ধদের পরামর্শ তুচ্ছ করিয়া যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে তাহা সাধন করিতে পারিবে ত? ভাই সব, মনে করিওনা কার্য্যটি বড় সোজা। অধিমৃষ্যকারীর মত হুজুকে মাতিয়া—স্বার্থান্ধের মত নিজ জীবনের সুখে লুব্ধ হইয়া কোন মত প্রকাশ করিও না। আমাদের বিশ্বাস—আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ তাহাদের পছন্দ মত যে কোন জাতির কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে, এই কুৎসিত স্বার্থপূর্ণ আশায়

আশান্বিত হইয়া আমাদের উন্নত হিন্দুজাতির এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এই বিলের সমর্থন করিতেছেন। তাহারা বুঝিতেছে না যে এইরূপ বিবাহ আইন অনুমোদিত হইলেও সমাজ অনুমোদিত হইবে না। তাহারা একবারও এই বিল পাশ হইলে, তাহার ফল কি হইবে তাহা তলাইয়া দেখিতেছে না। তাহারাই আবার দেশের ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের ভার নিজেরা বহন করিতে চায়। যাহা হউক এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে এই বিল পাশ হইলে আমাদের দেশের এবং জাতির কিরূপ অবস্থা হইবে। যদি আমরা এই বিষয় আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে ইহাতে আমাদের দেশের এবং জাতির উন্নতি হইবে তাহা হইলে ইহা শাস্ত্র সম্মত হউক—আর নাই হউক, আমরা আনন্দের সহিত ইহা সমর্থন করিব। কিন্তু এইরূপ বিবাহ অকল্যাণকর জানিয়াও যে স্বার্থান্ধ স্বদেশ-দ্রোহী ইহা অনুমোদন করিবে সে হিন্দু নামের অযোগ্য।

প্রথমতঃ আমাদের দেখিতে হইবে, পেটেল যে আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় কি? এই আইন কাহাকেও জোর করিয়া ভিন্নজাতে বিবাহ করাইতে বাধ্য করিবে না। ইহার উদ্দেশ্য কেবল এই যে, যদি কেহ কেহ এইরূপ বিবাহ করে তাহা হইলে তাহারা আইনের চক্ষে বৈধপতি ও পত্নী বলিয়া এবং তাহাদের সন্তানেরা বৈধসন্তান বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, কেন এইরূপ বিবাহ হিন্দু আইন অনুসারে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না? তুমি হিন্দু ধর্ম্মের নিয়মাবলী পালন করিতেছ না অথচ তুমি হিন্দু? ইহা কিরূপ কথা। তুমি যদি খৃষ্টিয়ান্ কিম্বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিয়মাবলী পালন না কর, তাহা হইলে কে তোমাকে খ্রীষ্টিয়ান বা ব্রাহ্ম বলিবে? আমাদের হিন্দুধর্ম্মের ইহা একটি নিয়ম যে এক বর্ণের সহিত অপর বর্ণের বিবাহ হইতে পারে না; যদি কেহ এই নিয়ম ভঙ্গ করে তাহা হইলে সেত' হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম পালন করিল না, অতএব হিন্দু জাতিও তাহাকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। এখন কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অসবর্ণ বিবাহ কি আমাদের আর্য্য হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না? স্বীকার করি এইরূপ বিবাহ আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের দেখিতে হইবে যে, এইরূপ বিবাহ কোন্ সময় আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কোন্ সময় কেনই বা আর্য্য ঋষিরা ইহা বন্ধ করিলেন? ইতিহাস প্রভৃতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বৈদিকযুগের পূর্ব্বে যখন আর্য্যরা এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হন নাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনুলোম এবং প্রতিলোম এই দুই প্রকার বিবাহের প্রচলন ছিল। (আর্য্য জাতির ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি

নিম্ন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিতেন, ইহাকে অনুলোম বিবাহ বলে। পুনঃ বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর পুরুষ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিতেন এইরূপ বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে।) কিন্তু কালক্রমে যখন তাঁহারা এইরূপ বিবাহের কুফল অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন প্রতিলোম বিবাহ বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ জ্ঞান এবং সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহারা বুঝিলেন এবং দেখিলেন যে, অনুলোম বিবাহতেও কুফল ফলিতেছে, তখন অসবর্ণ বিবাহ একেবারেই রহিত করিয়া দিলেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে আর্য্য ঋষিগণ একটা খামখেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া অসবর্ণ বিবাহ অসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ এবং বহুদর্শিতার দ্বারা যখন দেখিলেন যে, এইরূপ বিবাহ জাতির এবং দেশের অকল্যাণকর তখন তাঁহারা ইহা বন্ধ করিয়া দিলেন। মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ শ্রুতি এবং স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র। এবং ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে ঋষিপ্রবর মনু খামখেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া—যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিয়া যান নাই। তিনি বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া বহুদর্শিতা এবং পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে যে সকল বিষয় আমাদের দেশের ও জাতির উপযোগী ও কল্যাণকর দেখিলেন, তাহাই হিন্দুধর্ম্মের আবশ্যক পালনীয় নিয়মাবলিরূপে লিপিবদ্ধ করিলেন। এই মনুসংহিতাই হিন্দুগণের প্রমাণ্য গ্রন্থ এবং হিন্দুগণ ইহার নিয়মাবলী পালন করিতেছেন বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অক্ষত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, এই মনুসংহিতার মধ্যেও ত আমরা অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাই। সত্য বটে মনুতেও আমরা এইরূপ বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা কেবল উদাহরণ স্বরূপ—যেমন বশিষ্ঠ বর্ণসঙ্কর বলিলেন, এইরূপ উদাহরণ পাই মাত্র। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, অসবর্ণ বিবাহ যে আমাদের দেশ এবং জাতির উপযোগী ও কল্যাণকর এবং হিন্দুধর্ম্মসঙ্গত তাহার কোন প্রমাণ পাই না, ইহা সত্ত্বেও আজ কিনা আমরা আর্য্যঋষিগণের শত সহস্র বৎসরের অধ্যবসায়ের কার্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বার্থের প্রেরণায়, তাঁহারা যে অসবর্ণ বিবাহের কুফল দর্শনে বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য দৃঢ় প্রযত্ন হইয়াছি। এবং প্রবর্ত্তনের কারণ দেখাইতেছি যে, ইহাতে আমাদের জাতির উন্নতি হইবে। কিন্তু কিরূপে যে উন্নতি হইবে তাহা প্রকাশ করিতেছি না।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ইহাতে একতার বন্ধন দৃঢ় হইবে। কিন্তু আমরা বলিতেছি যে, ইহাতে একতার বন্ধন আরও শিথিল হইয়া যাইবে। কারণ কোন ব্রাহ্মণ যদি কোন শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তিনি আইনের হিসাবে হিন্দু বলিয়া পরিলক্ষিত হইলেও—হিন্দুসমাজের নিকট হিন্দু বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, এবং চাতুর্বর্ণ্য সমাজে কোন এক বর্ণের মধ্যেও আপনার একটু স্থান করিয়া লইতে পারিবেন না, সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে তাহাকে একটী নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ কতগুলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে এবং তাহাই একতার বন্ধন ক্রমশঃ আরও শিথিল হইয়া যাইবে। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, নীচ জাতির প্রতি আমাদের যে ঘৃণা আছে, তাহা দূরীভূত হইবে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, এইরূপ ধারণা ভুল। কারণ নীচ জাতির লোক এই বিল পাশ হইলেও নীচ জাতীয়ই থাকিবে। এই বিলের সমর্থনকারীগণ তখন তাহাদের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের অবনত করিবার এবং তাহাদের উন্নত করিবার উদারতা টুকু বোধ হয় দেখাইবেন না। অতএব যত দিন না রাগাবাগ্‌দী নিজের চেষ্টায় উন্নত হইয়া তাহার প্রতি আমাদের যে ঘৃণা আছে, তাহা দূর করিতেছে, তত দিন বোধ হয় কোন ঠাকুরই তাঁহার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া ঘর আলো করিবেন না। যতদিন না আমরা শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা রাস্তার ঐ নীচ মুচির দলকে উন্নত করিতেছি, তত দিন পেটেল-বিল পাশ হইলেও বোধ হয়, আমাদের উদারনীতিক দল তাঁহাদের প্রাণ-প্রতীমা ভগ্নী, কন্যা (অমিয়া শান্তাকে) কালু ভুলোর অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া দিবেন না। অতএব নীচ শ্রেণীর প্রতি যে ঘৃণার দোহাই দিয়া পেটেল-বিল পাশের অনুমোদন করিতেছেন, সেই ঘৃণা দূর করিবার উপায় অসবর্ণ বিবাহ নহে—সেই ঘৃণা দূর করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষা বিস্তার, একমাত্র উপায় অবনত জাতির অন্ধকার হৃদয়ে শিক্ষার শুভ্র জ্যোতিঃ প্রদান। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, এই বিল পাশ হইলে "বরেরবাজার" কতকটা নরম পড়িবে।* কারণ কোন নিম্নবংশের লোক উচ্চবংশে নিজ কন্যা বিবাহ দিবার জন্য অধিক টাকা পণ দিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবেন না এবং উচ্চবংশের বরগণও বোধ হয় অর্থের লোভে নিম্ন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। অনেকে হয়ত এই স্থলে বলিবেন যে, ব্রাহ্মণের কন্যা যদি শূদ্র কিম্বা অন্য কোন নিম্ন শ্রেণীর পাত্রের সহিত বিবাহ হয় তাহা হইলে ত' তাহার আর পণ লাগিবে না। কথাটা

* আমাদের মনে হয় যে ইহাতে বরপণ আরও বৃদ্ধি পাইবে।

সত্য বটে, কিন্তু কোন হিন্দুই বোধ হয়—হিন্দু কেন, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান্ প্রভৃতি কোন ধর্ম্মাবলম্বীর কেহই সম্ভবতঃ নিজের বংশ মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া নিম্নজাতীয় পাত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইবেন না।

এখন আমরা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিব। সমর্থনকারীরা সকলেই বলিতেছেন যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই আইন আবশ্যক। তাঁহারা বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণও হিন্দু, শূদ্রানীও হিন্দু, অতএব তাহাদের সংমিশ্রণে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহাকে অহিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে বাধ্য করিতে হিন্দুদের কি অধিকার আছে? দুই হিন্দুর সংমিশ্রণে যে সন্তান হইল তাহার মধ্যে কি হিন্দুর রক্ত নাই। কেন সেই সন্তান নিজকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে না? আরও বলিতেছেন যে, বিবাহ করিবার জন্য কেহ হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইতে বাধ্য হইলে হিন্দু সমাজের কি লাভ? হিন্দুগণ কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে ইহাতে হিন্দু সমাজ কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে? অতি উত্তম যুক্তিই বটে! যখন আমরা ইহা শ্রবণ করি তখন প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মনে হয় যে, হিন্দু-সমাজ তাহাদের প্রতি ঘোর অবিচার করিতেছে। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা আমরা বলিতেছি, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। এইরূপ স্বাধীনতায় আমাদের হিন্দুধর্ম্ম অবনত হইবে। কারণ আমি হিন্দু সন্তান হইলেই যে হিন্দু হইব তাহার কোন অর্থ নাই। হিন্দুর সন্তান হইয়াও যদি আমার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা না থাকে, আমি যদি সেই পূজ্যপাদ আর্য্যঋষি-প্রণীত দেশের এবং জাতির কল্যাণকর নিয়মাবলী পালন না করি তাহা হইলে আমি কেন হিন্দু হইব? "আমি হিন্দু" "আমি হিন্দু" "আমি ব্রাহ্ম" "আমি ব্রাহ্ম" এইরূপ চীৎকার করিলেই আমি হিন্দু কিম্বা ব্রাহ্ম হইব না। আমরা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস থাকে এবং আমি যদি তাহার নিয়মাবলী পালন করি তবেই আমি ব্রাহ্ম, নতুবা নহে। অতএব যখনই আমরা দেখিতেছি যে কোন ব্রাহ্মণ কোন শূদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিতেছে, তখনই বুঝিতেছি যে, সে তাহার সনাতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হিন্দুত্বও লোপ পাইয়াছে। যদি তাহার হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসই থাকে তাহা হইলে সে কখনই দেশের এবং জাতীয় কল্যাণকর নিয়মকে পদদলিত করিতে সাহস করে না। অতএব সে মুখে "আমি হিন্দু" "আমি হিন্দু" বলিয়া চীৎকার করিলেও অন্তরে কখনই হিন্দু নহে এবং সেই জন্যই হিন্দুজাতি ও তাহাকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম।

তাহার পর ইহা মানব চরিত্রের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি যে যেরূপ শ্রেণীর লোক সে সেইরূপ শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া থাকে এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতে চাহে না। অধিবন্তু ইহা (sociology) বা সামাজিক দর্শনের ভিত্তি যে কোন উচ্চ বংশের লোকই বিশেষ কারণ ব্যতীত নিজের বংশ মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া কোন নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত বিবাহ প্রভৃতি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং এইরূপে তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেকে অবনত করেন না, অতএব কোন উচ্চ বংশের লোককে কোন নিম্ন শ্রেণীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে দেখিলে আমাদের মনে স্বতই উদিত হয় যে, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন গুরুতর কারণ আছে, যাহার জন্য সে নিজের বংশমর্য্যাদা তুচ্ছ করিয়া এইরূপ কার্য্য করিতেছে। তাই যখনই দেখি কোন ব্রাহ্মণ সন্তান কোন শূদ্র-কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে যাইতেছে, তখনই দেখিতে পাই, সেই ব্রাহ্মণ সন্তান আর ব্রাহ্মণ নাই, সেই হিন্দু সন্তান আর হিন্দু নাই, সে তাহার নিজ ব্রাহ্মণত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, নিজ হিন্দুত্ব পদদলিত করিয়া সেই শূদ্রানীর সৌন্দর্য্যের মোহে—নাহয় অর্থের লোভে—নাহয় অন্য কোন অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কামনায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ঐরূপ করিতেছে। এইরূপ নৈতিক অবনতিপূর্ণ বিবাহ আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমর্থন করে না। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব এবং এই জন্যই হিন্দুধর্ম্ম এত কঠোর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা কি এই অসচ্চরিত্র দুষ্কৃতিগণকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে চাও? তোমরা কি হিন্দু ধর্ম্মকে এত ছোট ও হীন করিতে চাও যে সে এই অসৎ লোকগুলিকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করুক। তোমরা কি চাও যে, তোমাদের সনাতন ধর্ম্ম এই দুর্নীতি পরায়ণ লোকগুলিকে উৎসাহ প্রদান করুক? তোমরা কি হিন্দু ধর্ম্মের নামে এইরূপ কলঙ্ক শ্রবণ করিতে চাও—যে "হিন্দুধর্ম্ম"নুসারে দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইতে পারে এবং তাহাতে সে হিন্দুধর্ম্মানুসারে পাপী বা দণ্ডনীয় হয় না? তোমরা কি এইরূপ কুপ্রবৃত্তি ও কুলালসাপূর্ণ বিবাহকে হিন্দুর বিবাহ বলিতে চাও? ভাই সব, যে হিন্দুধর্ম্মের গৌরবে আজ পর্য্যন্ত আমরা গৌরবান্বিত, যে হিন্দুধর্ম্ম অনাদি অনন্তকাল হইতে শত সহস্র বাধা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য দিয়া পূর্ণ প্রতাপে নিজের মহিমা ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, যে হিন্দুধর্ম্মকে পাশ্চাত্যজগৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, যে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ কেবল ঐহিক নহে পারলৌকিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ, যে স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী, পরন্তু লালসার পাত্রী ও বিলাসিনী নহে, যে স্ত্রী ধর্ম্মানুসারে

ইহকাল এবং পরকালের সুখ, দুঃখের অংশভাগিনী—সহধর্ম্মিণী, আজ কি সেই ধর্ম্মকে এত ছোট, এত হীন, এত অসম্পূর্ণ করিতে চাও? আজ কি তোমরা চাও যে (সেই আর্য্যঋষি প্রতিষ্ঠিত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম) সেই ধর্ম্মপত্নীকে লালসার পাত্রী রূপে বিলাসিনী ও বৈধ হিন্দু স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লউক? না না, ভাই সব, আমরা যে আমাদের পূজ্যপাদ আর্য্যঋষিগণের বহুকালের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে প্রতিষ্ঠিত এই সনাতন ধর্ম্মকে এত ছোট করিতে পারিব না, তাহার প্রতি এ কলঙ্কারোপ করিতে পারিব না, তাহার প্রতি এ কলঙ্কারোপ করিতে যে আমাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়! তোমরা বলিতেছ যে, "এই দুর্নীতিতে আমাদের হিন্দুধর্ম্ম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।" হউক হিন্দুধর্ম্ম ক্ষতিগ্রস্ত, তাই বলিয়া কি কতকগুলি অহিন্দুকে হিন্দু স্বীকার করিয়া লইয়া নিজের পোষ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে? তুমি যদি হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে পার, যদি হিন্দুধর্ম্মে তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা থাকে, তবে তুমি আইস, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ কর।

আর হইলেই বা তুমি হিন্দুর সন্তান, তোমার যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তুমি যদি হিন্দুধর্ম্মের নিয়মানুসারে না চল, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ কেন তোমাকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিবে? তাহাতে কি লাভ? কতগুলি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কিম্বা হিন্দুপৌত্তলিককে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কি লাভ? অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তাঁহারা যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বলিতেছেন, তাহা ন্যায় সঙ্গত নহে। কারণ এইরূপ স্বাধীনতা দিলে জগতের সমক্ষে হিন্দুধর্ম্ম হীন বলিয়া পরিগণিত হইবে। এইরূপ স্বাধীনতা লাভ করিতে হিন্দু ধর্ম্মকে তাহার গৌরবের—তাহার স্পর্দ্ধার জিনিস টুকু বিক্রয় করিতে হইবে। যদি হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ স্বাধীনতা দেয় তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে হিন্দুধর্ম্ম দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইবার স্বাধীনতা দিতেছে। তাঁহারা আরও যে বলিয়াছেন, ইহাতে 'আমাদের হিন্দুধর্ম্ম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে!' একথার মূলেও কোন ভিত্তি দেখিতেছি না। ইহাতে হিন্দু জাতির কলেবর বৃদ্ধি না হইতে পারে, হিন্দুজাতির কতগুলি দুর্নীতিপরায়ণ অহিন্দু পোষ্যের বৃদ্ধি না হইতে পারে, তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না। অনেকে হয়ত এইস্থানে বলিতে পারেন যে উল্লিখিত গুপ্তকারণ অন্যরূপও হইতে পারে। একজন ব্রাহ্মণ উদারতা, নীচকে উন্নত করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের বংশমর্য্যাদাকে তুচ্ছ করিয়া একজন শূদ্রানীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। স্বীকার করিলাম পারেন, কিন্তু একজন পারেন কিম্বা অমুক ব্যক্তি পারিয়াছেন

বলিয়া সকলেই পারিবেন না। অতএব সকলের উপর এ আইন পাশ হইতে পারে না। যখন সকলেই পারিবে, যখন সকলেই বিবেকানন্দ, রামমোহন রায়ের মত হইবে; যখন সকলের মন হইতে দুষ্প্রবৃত্তি দূরে পলাইয়া যাইবে, তখন যেন এ আইন পাশ হয়; তখন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আনন্দের সহিত ইহা সমর্থন করিব। এখন নহে, এখনও আমাদের দেশের সে দিন আইসে নাই। অনেকে বলিতেছেন যে, এমন উদারতাপূর্ণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে কেন তোমরা সঙ্কীর্ণ করিতেছ? যে উদারতার গুণে হিন্দুধর্ম্ম জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা কেন নষ্ট করিতেছ? অতি সত্যকথা। উদারতাই হিন্দুধর্ম্মকে অন্য ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টধর্ম্মের এই উদারতাটুকু নাই বলিয়াই তাহারা হিন্দুধর্ম্মের সমকক্ষ নহে। মুসলমানগণ বলিতেছেন, যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে কেহ স্বর্গে যাইতে পারিবে না। খ্রীষ্টিয়ানগণ বলিতেছেন যে, খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে কাহারও মুক্তি নাই, ব্রাহ্মগণও ঐরূপ বলিতেছেন। কেবল একমাত্র উদার হিন্দুধর্ম্মই বলিতেছেন যে, যে ধর্ম্মেই থাক খোদা, প্রভু, গড, কৃষ্ণ, কালী যে ভাবেই ডাক প্রাণের সহিত ভক্তির সহিত ডাকিতে পারিলে তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হইবে। বিভিন্ন ধর্ম্মে যে বিভিন্ন পথ, এই বিভিন্ন পথ দিয়া আমরা সকলে একই উদ্দেশ্যে একই স্থানে যাইবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। ইহাই আমাদের হিন্দুধর্ম্মের উদারতা, ইহাই আমাদের হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। এবং ইহার জন্যই হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কতগুলি দুর্নীতিপরায়ণ অহিন্দুকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা উদারতা নহে, এবং কতগুলি দুর্নীতিপরায়ণ অসচ্চরিত্রকে অহিন্দু বলিয়া ত্যাগ করিলে, হিন্দু বলিয়া গ্রহণ না করিলে, হিন্দুধর্ম্ম অনুদার বা সঙ্কীর্ণ হইবে না। অতএব আমরা দেখিতেছি যে পাটেলের এই অসবর্ণ-বিবাহ-বিল পাশ হইলে আমাদের দেশের জাতির এবং ধর্ম্মের ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। অধিকন্তু একজন ব্রাহ্মণ যেরূপ উচ্চভাবাপন্ন আদর্শে পূর্ণ, একজন শূদ্র কন্যা সেইরূপভাব পাইতে পারে না। এরূপ পাত্র পাত্রীতে যদি বিবাহ হয় তাহা হইলে তাহাদের কখনও আন্তরিক মিল হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের দাম্পত্য-জীবন সুখময় হওয়া কতকটা অসম্ভব। আবার এই আইন আমাদের হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপযুক্ত নহে। মনে করুন ব্রাহ্মণ জাতীয় দুই ভ্রাতার মধ্যে একজন সবর্ণের এক কন্যার এবং অপর জন অন্য বর্ণের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। পাঠক কি কখনও মনে করিতে পারেন যে, এরূপ হইলে ঐ দুই ভ্রাতার মধ্যে কখনও মনের মিল হইবে? কখনই নহে। একজন ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত একজন শূদ্র কন্যার মনের মিল অসম্ভব। সুতরাং একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ইহারা অক্ষম।

আমার বিশ্বাস এই সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে এমন কোন হিন্দুনামধারী স্বদেশ দ্রোহী সার্থান্ধ নাই যে, এই বিল সমর্থন করিবে। অনেকেই না বুঝিয়া হুজুকে মাতিয়া এই বিল সমর্থন করিতেছে। আমিও Institute Hall এর বক্তৃতা শুনিয়া হুজুকে মাতিয়া না, বুঝিয়া সমর্থনকারীদের মতে মত দিয়াছিলাম কিন্তু বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ইহা আমাদের দেশের, জাতির এবং ধর্ম্মের অনুপযোগী ও অকল্যাণকর।

হে যুবক ভ্রাতৃমণ্ডলি! তোমাদের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, তোমরা প্রথমে ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখ যে এই বিল পাশ হইলে দেশের, জাতির এবং ধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা হইবে, অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখ যে, ইহাতে আমাদের উন্নতি না অবনতি হইবে। তাহার পর নিজ নিজ মতামত প্রকাশ কর। হুজুকে মাতিয়া কোন মত প্রকাশ করিও না, এই আমার ঐকান্তিক অনুরোধ।

শ্রীসুকুমার গুহ।

ব্রাহ্মণ সম্পাদকের গাত্রদাহ।

এক শ্রেণীর লোক আছে, পরের শ্রী দেখিলে তাহারা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে—পরের দুঃখে আহ্লাদে আটখানা হয়। ব্রাহ্মণ-সমাজেও এইরূপ এক সম্প্রদায়ের অনুদার প্রকৃতির লোক আছেন, যাঁহারা কায়স্থ বা কয়স্থেতর জাতির কোনরূপ উন্নতি বা উন্নতির দর্শন করিলে মনোবেদনা অনুভব করেন, যাতনার তীব্রতায় উচ্চ চীৎকার করিয়া প্রতিবেশীর শান্তিভঙ্গ না করিয়া নিরস্ত হন না। সাধারণ ব্রাহ্মণ-সমাজেই যে এ শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য, ইহা সত্য হইলেও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাব নহে। দায়ীত্বপূর্ণ সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের মধ্যে এই শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তিকে আমরা জানি, ইঁহাদের মধ্যে নায়কের নায়ক মহাশয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সুবিধা পাইলেই কায়স্থকে মনের মত তিরস্কার করিতে, শূদ্র ও ক্ষুদ্ররূপে প্রতিপন্ন করিতে ছাড়েন না। ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের ধ্বজা উড়াইবার ব্যপদেশে কায়স্থকে ক্ষত বিক্ষত না করিলেই যেন তাঁহার চলে না। সম্প্রতি দেখিতেছি, আর একজন তাঁহার জুড়ীদার জুটিয়াছেন। ইনি বরিশাল হইতে প্রকাশিত "কাশীপুর-নিবাসীর"

সম্পাদক। কিছুদিন হইতে ইঁহার কায়স্থ-বিদ্বেষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কায়স্থজাতি নীরবে—অম্লানবদনে তিরস্কার হজম করিতেছে! ইহা যে জীবিত জাতির লক্ষণ নহে, তাহা অবিসম্বাদিত সত্য। ঢিল ছুড়িলে পাটকেল মারিতে হয়, ইহাই নীতি। পরন্তু কায়স্থ জাতিতে কতগুলি বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ও বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের জন্য ঢিলের বদলে পাটকেল মারাত দূরের কথা, ঢিল'ও ছোড়া যায় না। বৌদ্ধেরা অহিংসা পরমধর্ম্মের উপদেশ দেন—খৃষ্টানেরা বাগগণ্ডে চপটাঘাতের পরই দক্ষিণ গণ্ড এগিয়ে দিতে বলেন, বৈষ্ণবেরা কসসীর কানা মারিলে দৃঢ় আলিঙ্গণে—প্রেম বিতরণ করিতে চাহেন। বল মা তারা দাঁড়াই কোথা! ইহাদের মহত্ত্ব যে অসতেরা বুঝিতে পারে না, ইহা ইঁহারা বুঝেন না। অথচ আমরা দেখিতে পাই, নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় উঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার ফলে কায়স্থ সমাজের প্রভূত অমঙ্গল সংসাধিত হইতেছে। যদি আমাদের বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও বৈষ্ণবেরা নীরবে জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেন, জাতির আদর্শ গঠন করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে বিদ্বেষীগণের নীচতাকে উপেক্ষা করিলে কোন ক্ষতি ছিল না, তাঁহাদের ক্ষমা গুণকে আমরা প্রশংসাই করিতে পারিতাম, কিন্তু মহাত্মাগণ মুখে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা জাতির চিন্তা করেন, এমন কোন পরিচয় আমরা পাই নাই। কাজে কাজেই বলিতে হয়, তাহাদের ক্ষমা-বৃত্তি জাতির উপকার করিতেছে না। সাধারণ কায়স্থগণ একে আদর্শের অভাবে ভীরু কার্য্য-বিমুখ তাহাতে আবার বিদ্বেষীগণের বিদ্বেষদুষ্ট লেখন-ভঙ্গীতে উৎসাহ হীন, মর্ম্মাহত-এক্ষেত্রে যে যেমন, তাহার সহিত তেমন আচরণ করাই কল্যাণপ্রদ। যে, কায়স্থ জাতির গাত্রে মসী লেপন করিবে, তাহার জাতির গাত্রে আল্‌কাতরা লেপন করিতে পারিলেই ভবিষ্যতের অশান্তি দূর হইবে।

আজ 'কাশীপুর-নিবাসী' সম্পাদক মহাশয়ের সম্বন্ধেই দু'চার কথা আলোচনা করিব। তিনি তাঁহার স্বগ্রাম কাশীপুরবাসী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ বর্ম্মমহাশয়ের পত্নীর ত্রয়োদশাহে আদ্যকৃত্যের পর হইতে যেরূপ ক্ষিপ্তবৎ কায়স্থ সম্পর্কে লেখনীর সদ্ব্যবহার করিতেছেন, উপবীতি কায়স্থগণকে শ্লেষ করিতেছেন, কায়স্থ জাতিকে খাটো করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, অপ্রাসঙ্গিকরূপে কায়স্থগণের আদিপুরুষ (বঙ্গাগত) পঞ্চককে গালি দিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। বর্ত্তমান সনের ২৮শে ফাল্গুন, বুধবারের 'কাশীপুর-নিবাসীতে' "ছিল কি হইল কি?" নামে একটি প্যারা আছে। তাহাতে আমাদের দেশের পূর্ব্বকালের কার্পাস চাষ ও সূতা প্রস্তুতের কথা

আছে, বর্ত্তমান অবনতির কথা আছে, কাপাস প্রস্তুতের কথা আছে, বর্ত্তমান কাগজীগণের নিরুৎসাহের কথা আছে। পরিতাপের বিষয় পরিশেষে অপ্রাসঙ্গিকরূপে নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি দ্বারা প্যারাটি ও শোভিত আছে :—

"যজ্ঞোপবীতের প্রতি নানা সম্প্রদায়ের লোকের আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন চরকা ও কার্পাসের অভাবে যজ্ঞোপবীতের সুতীব্র ভীষণ প্রভাব উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব এবং ব্রাহ্মণ রক্ষার দিকে লোকের কৃপাদৃষ্টির অভাব ক্রমেই পরিলক্ষিত হইতেছে। খাঁটী ব্রাহ্মণের পেটে অন্ন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিরুৎসাহে ব্রাহ্মণ বংশধরগণ কুসংসর্গে থাকিয়া নিরয়গামী হইতেছে। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে মুনি ঋষিদিগের বংশধর আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। রাজা আদিশূর খাঁটী ব্রাহ্মণ না পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তাহাদের সঙ্গে পাঁচজন ভৃত্য আনাইয়া ছিলেন, তাহা সর্ব্বজন বিদিত; অতঃপর হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা একাগ্রহৃদয়ে কেহ করিবে না বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে। এক্ষণ ব্রাহ্মণ-সমাজ রক্ষার উপায় কি?"

কোথায় কার্পাস চরকা ও কাগজ কাগজীর কথা আর কোথায় আদিশূরানীত ব্রাহ্মণাদির কথা! বিদ্বেষে মানুষ না করে কি? আপন নাক কাটিয়াও পরের যাত্রা ভঙ্গ করে—অবোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াও পরকে গালি দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। "কাশীপুর-নিবাসী" সম্পাদক মহাশয়ও কায়স্থকে গালি দিবার এত অবসর ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি খাঁটী ব্রাহ্মণের অভাব হইতেছে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার কি স্মরণ হইতেছে না যে, খাঁটী ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশ হইতে প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে? যে দিন রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মেল বন্ধন হইয়াছে, সেই দিনকার কথা মনে করিলেও সম্পাদক বুঝিতে পারিতেন, খাঁটী ব্রাহ্মণ অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশ হইতে তিরোহিত হইতে বসিয়াছে "নাথাই ঘটার কন্যা, হাসাই খানাদারে, সেই কন্যা বিভাকল্প বন্দ্যোগঙ্গাধরে।" এই গোড়ার গলের কাহিনী পবিত্র ব্রাহ্মণ সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে কিনা জানি না। তারপর কুলীন ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের ভরার মেয়ে বিবাহ-সূত্রে জাতীয় রক্ত ব্রাহ্মণ-সমাজের পবিত্রতা ও খাঁটীত্ব রক্ষা করিয়াছে কিনা তাহাও বলিয়া দিতে চাই না। অন্যকে নিন্দা করিবার পূর্ব্বে আপন অবস্থা ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা ঝাঁঝিরার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা যত অধঃপতিত হই না কেন, অন্যকে চাপিয়া রাখিতেই হইবে—তিরস্কার করিতেই হইবে, এই ইচ্ছাই বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি সাধারণ

হিন্দু সমাজের অকৃপা ও বিদ্বেষের হেতুণ। সমাজের কৃপা পাইতে হইলে সমাজকে অসন্তুষ্ট করিয়া কেহই তাহা পাইতে পারে না। ক্ষতি করিয়াও কৃপালাভ করিব, আর এ সুযোগ মিলিবে না। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বজায় রাখিতে হইলে সমাজের সর্ব্ব জাতির উন্নতির সহায়ক হইতে হইবে, নচেৎ 'গায় মানে না আপনি মোড়ল' হইয়াই থাকিতে হইবে। সম্পাদক বলিয়াছেন—

"আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাহাদের সহিত পঞ্চ ভৃত্য আনিয়াছিলেন।" বস্তুতঃ এ কথা বঙ্গের কেহই অবগত নহে। এদেশের প্রত্যেকেই জানে, আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। পঞ্চ কায়স্থ যে পঞ্চ ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন না—শিষ্য ছিলেন, পঞ্চ ব্রাহ্মণের ন্যায় আদিশূরের সভায় পঞ্চ কায়স্থও যে পূজা লাভ করিয়াছিলেন, কান্যকুব্জ হইতে ঘোষ, বসু, মিত্র অশ্বে, দত্ত হস্তীতে, গুহ পাল্কীতে ও পঞ্চ ব্রাহ্মণ গো-শকটে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা স্বাক্ষর ব্যক্তিমাত্রই জানেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্র ও দেবীবর ঘটক ব্রাহ্মণ জাতীয় হইয়াও উক্ত পঞ্চ কায়স্থের যেরূপ পরিচয় কারিকা বলীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই পাঠ করিতে পারেন, এবং পাঠ করিয়া এমন কোন মূর্খ নাই যে বলিতে পারে, পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের ভৃত্য হইয়া আসিয়াছিলেন। ঠানদিদির উপকথার সাহায্যে বা মনঃকল্পিত কথা গড়িয়া কাহাকেও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করিতে যাওয়ার ধৃষ্টতা অনেকের থাকিলেও তাহা বুদ্ধিমানেরা বিশ্বাস করেন না। কোন দুষ্ট কায়স্থ যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পঞ্চ কায়স্থের পাচক রূপে বর্ণনা করে, তাহা কি, কেহ প্রত্যয় করিবে? আমরা লোকের নীচতা দর্শনে হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। যে পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে হস্তী-অশ্ব-পাল্কীতে আসিলেন, তাঁহারা হইলেন ভৃত্য! গোশকটে পদাতিকের বেশে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা প্রভু! এরূপ প্রভু ভৃত্যের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও পায় নাই। বাতুলের প্রলাপ হইলেও কতগুলি ব্রাহ্মণসন্তান ইহা বিশ্বাস করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করেন—মোমের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সুখে বাস করিতে চাহেন—সত্যের অনলে যে তাহা গলিয়া সুখ ভঙ্গ করে, ইহা বুঝিয়াও তাহারা বুঝে না।

কোন জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার মত নীচতা আর নাই। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের গৌরব, নানারূপ সমাজ ও দেশের হিতকারী একটি জাতিকে অপদস্থ করিবার প্রবল ইচ্ছা যে আত্মধ্বংসকারী, তাহা অসতর্ক ব্যক্তিগণ এক্ষণও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন না। এক্ষণও সময় আছে, ব্রাহ্মণ-সম্পাদক মহাশয়দিগের

কখনও কর্ত্তব্য নয়, দেশময় কায়স্থ-বিদ্বেষ ছড়াইয়া দেওয়া—কায়স্থের সংস্কার কার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়া। তাঁহাদের দেশের কথা, সমাজের কথা সর্ব্বোপরি, কায়স্থের কৃত উপকারের কথা স্মরণ রাখিয়া কায়স্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া আত্ম-প্রাধান্য বজায় রাখার উপায় বিধান করা সঙ্গত। ব্রাহ্মণের মান কায়স্থের কাছে। সেই কায়স্থের ক্রোধোদ্দীপন করিলে বঙ্গদেশের কল্যাণ যতটা হউক না হউক, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য লোপ হইবে নিশ্চিত। "কাশীপুর-নিবাসী" সম্পাদক ও নায়কের নায়ক মহাশয় যেন অতঃপর গায়ে পড়িয়া কায়স্থকে আক্রমণ না করেন, গাত্রদাহের পরিচয় দিয়া কায়স্থ-চক্ষে অশ্রদ্ধেয় না হন, ইহাই আমাদের শেষ নিবেদন। আক্রমণ না করিলে কায়স্থ কখনও ব্রাহ্মণের প্রতি আক্রমণ করিবেন না। কায়স্থ ব্রাহ্মণ যেমন কান্যকুব্জ হইতে এক সঙ্গে আসিয়া ছিলেন—মিলিয়া মিশিয়া বঙ্গের অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন, চিরদিনই যেন তদ্রূপ প্রেমের ও একতার সহিত বঙ্গের নানাবিধ মঙ্গলকর কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় জাতিরই ইহা স্মরণ রাখা চাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

গৌড়-কাহিনী।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

পূর্ব্ব-বর্ণিত ঘটনার অনতিকাল পরেই মহারাজ রামপালদেব বরেন্দ্র-মণ্ডলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। সমস্ত সামন্তবর্গ একবাক্যে তাঁহাকে 'গৌড়াধিপতি' বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। রামপালদেবের এই অভ্যুদয়ে বরেন্দ্রীমণ্ডলের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল—সকলেই তাঁহার অনুগ্রহ লাভে কৃতার্থ হইল। বীরবর কেদারেশ্বরও যথোচিত অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইলেন না। অনতিবিলম্বে তিনি তাঁহার পৈতৃক বিষয় ও মহাস্থান দুর্গের দুর্গাধ্যক্ষের পদ লাভ করিলেন। মাধবীও পৈতৃক প্রাসাদ ও বিষয়াদি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

যথাকালে মহাসমারোহে কেদারেশ্বর ও মাধবীর পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। স্বয়ং রামপালদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারী নানা প্রদেশাগত সামন্তবর্গ বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন ও সভার সৌষ্টব সাধন করিলেন। লোকনাথস্বামী ও মাণ্ডবী দেবীও সহসা আসিয়া বিবাহে যোগদান করিলেন। তদুপলক্ষে সকলে জানিতে পারিলেন যে, লোকনাথস্বামী কেদারেশ্বরের জ্যেষ্ঠতাত ও মাণ্ডবীদেবী রামপালদেবের সহোদরা। লোকনাথস্বামী যৌবনের প্রারম্ভেই উৎকট ধর্ম্ম পিপাসা নিবন্ধন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মাণ্ডবীদেবী সহোদর দ্বয়ের কারারোধের পর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রামপালদেব প্রিয় ভগ্নীকে পুনরায় সংসারাশ্রমে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। স্থবিরশ্রেষ্ঠ লোকনাথস্বামীও ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধূসহ আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। যে বরেন্দ্রীযুদ্ধে তাঁহাদের অবসাদ উপস্থিত হইলে, যিনি তাঁহাদিগকে উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীতে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়া বরেন্দ্রী বিজয়ের প্রধান কারণ স্বরূপ হইয়া ছিলেন, তিনি স্বয়ং মাণ্ডবী; তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না।

মহারাজ রামপালদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-দুর্গ রক্ষার ভার কেদারেশ্বরের উপর ন্যস্ত করিলেন। এবং কিয়ৎকাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরে বাস করিবার পর বিশেষ বিবেচনা করিয়া ভাগিরথী তীরে "রামাবতী" নাম্নী এক নূতন নগরীর প্রতিষ্ঠা করত তথায় রাজধানী স্থাপিত করিলেন এবং সামন্তচক্রসহ মহাসমারোহে নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে গমন করিলেন। অচিরকাল মধ্যেই রামাবতী নগরী বরেন্দ্রভূমির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম স্থান হইয়া উঠিল এবং মহাদ্রবিণ বেষ্টিত সাধু ও পুণ্যাত্মাগণের প্রিয়বাস হরিহর মূর্ত্তি শোভিত কনকময় অত্যুচ্চ লেখাধিকরণ, সুবৃহৎ শিবালয় ও বিশাল শৈলমালি তালীবদ্ধ সাক্ষাৎ অম্বুধি সদৃশ পুষ্করিণীর জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইতে লাগিল।

রামপালদেব একদিকে যেমন নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া বরেন্দ্রভূমির শোভাবর্দ্ধন করিলেন, অপর দিকে তেমনি নষ্টপ্রায় গৌড়রাজশক্তির পুনরুদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইলেন। বঙ্গের বর্ম্ম নৃপতি পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত বরবারণ ও নিজের রথ উপহার প্রদান পূর্ব্বক রামপালদেবকে আরাধনা করিলেন। তৎপর রামপালদেব কামরূপ জয় করিয়া গৌড়রাষ্ট্রভুক্ত করিলেন, উৎকল-রাজ চন্দ্রবংশীয় কেশরী নৃপতিকে পরাজয় করিয়া তৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং চোলগণকে নিহত করত, কলিঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য এই সকল বিজয় কার্য্যে কেদারেশ্বর রামপালদেবের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন।

যে দিন কেদারেশ্বর ও মাধবীর বিবাহ হইল, তাহার ঠিক দশ বৎসর পর ফাল্গুন মাসের অপরাহ্নে একদিন কেদারেশ্বর ও মাধবী মহাস্থান দুর্গের পশ্চিমোত্তর অংশে উদ্যানাভ্যন্তরে একটি শ্বেত মর্ম্মরাসনে উপবেশন করিয়া ছিলেন। অনবদ্য স্বাস্থ্য ও অতুলনীয় সৌন্দর্য্য সম্পন্ন একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক ও অষ্টবর্ষীয়া বালিকা তাঁহাদের সম্মুখে ছুটাছুটি করিয়া কখন ক্রীড়া, কখন হাস্য কখনও বা ক্রন্দন করিতেছিল। কখনও বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতির অনুসরণে ছুটিতে ছিল, কখনও বা সুরভি কুসুম লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছিল। অস্তগামী সূর্য্যের আরক্ত কিরণমালা বালক বালিকার মুখের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে অপরূপ সৌন্দর্য্যশালী করিয়া তুলিয়াছিল। কেদারেশ্বর ও মাধবী তাহাদিগের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাদিগের সেই ক্রীড়াকৌতুক দেখিয়া হাস্য করিতেছিলেন। আহা, তাঁহারাও বাল্যকালে এমনি করিয়া ক্রীড়া করিতেন—এমনি করিয়া তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহ করিতেন—মুহূর্ত্ত মধ্যে সে কলহ মিটাইয়া হাস্য ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেন—আবার হয়তঃ পরমুহূর্ত্তেই ক্রন্দনের রোলে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিতেন! বাল্য জীবনের এইরূপ বহু কথাই আজ মাধবী ও কেদারেশ্বরের মনে উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতেছিল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় জগৎ আচ্ছন্ন হইল। মাধবী ও কেদারেশ্বর আসাদে গমনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিতে পাইলেন, অদূরে একজন প্রতীহার শশব্যস্তে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। প্রতীহারকে দেখিয়া তাহার আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রতীহার তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া যথারীতি অভিবাদনান্তে নিবেদন করিল "প্রভু, একজন রুগ্ন শ্রমণ ধূপতারার মন্দিরে কয়েক দিন হইল অবস্থান করিতেছিল। তাহার এক্ষণে মৃত্যুকাল উপস্থিত! শ্রমণ প্রভু ও দেবীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থী।"

প্রতীহারের কথা শ্রবণ করিয়া কেদারেশ্বর কিয়ৎকাল কি যেন চিন্তা করিলেন। তাঁহার পর দুঃখকাতর হৃদয় যেন আলোড়িত হইল। তিনি প্রতীহারের সহিত কোনরূপ বাক্যব্যয় না করিয়া স্ত্রী ও পুত্র কন্যা সহ ধূপতারার মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলেন। মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই একজন আসন্ন মৃত্যু শ্রমণ তথায় শায়িত রহিয়াছেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রমণের নিষ্প্রভ চক্ষুর্দ্বয় যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার বাক্যরোধ হইয়াছিল; অতিকষ্টে শ্বাস গ্রহণ করত হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাদিগকে ও শিশুদ্বয়কে নিকটে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা নিকটে আসিলে শ্রমণ তাঁহার ক্ষীণশীর্ণ দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে উত্তোলন পূর্ব্বক শিশুদ্বয়ের মস্তকে স্থাপন করিয়া ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং উভয় হস্ত যোড় করত কেদারেশ্বরও মাধবীর নিকট যেন ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পর মুহূর্ত্তেই শ্রমণের চক্ষুর্দ্বয় স্থির হইল—ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

কেদারেশ্বর শ্রমণের ইঙ্গিত গুলির অর্থ ও কারণ পরিষ্কার বুঝিতে না পারিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, সেই শবদেহের পানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা বিদ্যুতালোকের ন্যায় স্মৃতির একটি ক্ষীণরেখা যেন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আহা, হরি,—একি তুমি?" হরির নাম শুনিয়া মাধবী দেবীও চমকিয়া উঠিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মৃত শ্রমণ হরিপালই বটে!

কেদারেশ্বর ও মাধবী মৃত দেহের সৎকারের জন্য লোকজন ঠিক করিলেন। তাঁহার আদেশে মহাসমারোহের সহিত শ্রমণের অন্ত্যেষ্টি ও পারলৌকিক ক্রিয়া সংসাধিত হইল। এবং তাঁহার ভগ্নাবশিষ্ট অস্থি মহাস্থান দুর্গের অগ্নিকোণে প্রাচীরের বহির্গাত্রে স্থাপিত হইয়া তদুপরি ইষ্টক দ্বারা একটি ক্ষুদ্র সমাধি নির্ম্মিত হইল। অদ্যাপি জনশ্রুতি মহাস্থানগড়ের প্রাচীরের বহির্দ্দেশস্থ একটি সমাধিতে "হরিপালের সমাধি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি-এল্।

ক্ষত্র-নারী।

সীতা।

জনম দুখিনী সীতা, জনকনন্দিনী,
কেঁদে ছিলে লঙ্কাপুরে অশোক কাননে
ত্রেতাযুগে;—আজো তাহা অয়ি বরাননে!
স্মরি' ভাসি অশ্রুনীরে দিবস যামিনী।
রাজার তনয়া তুমি, তুমি রাজরাণী,
তবু কাঙ্গালিনী বেশে প্রিয় পতিসনে,
সহিলে যন্ত্রণা বহু ভ্রমি' বনে বনে
অনলে পশিয়া হ'লে ত্রিলোক বন্দিনী।
জ্বলন্ত অনলাক্ষরে মানব-অন্তরে,
সুঅঙ্কিত তব কীর্ত্তি—আজো স্তরে স্তরে।
যতদিন রবে আর্য্য, র'বে আর্য্য স্থান,
ততদিন তব নাম ভুলিবেনা কেহ;—
ভুলিবনা "সীতা সতী" থাকিতে এ প্রাণ;
যতদিন পঞ্চভূতে না মিশিবে দেহ।

সাবিত্রী।

তিমির বসনা নিশি ভয়ঙ্করী বেশে
পশিল বিজন বনে, তবু কেন হায়!
একেলা র'য়েছ বসে, কিসের আশায়?
শার্দ্দূল-জঠরে আজ পশিবে কি শেষে?
"মৃত স্বামী প্রাণ পায়" আছে কোন দেশে,
কে কবে পেয়েছে বল, দেখেছ কোথায়?
হইয়াছে আয়ুশেষ তাই সে তোমায়,
ছাড়িয়া গিয়েছে চলি' কাল-স্রোতে ভেসে।

অরণ্যে রোদন বৃথা, বৃথা হাহাকার,
মৃত পতি ফিরে তব আসিবে না আর।
না-না ভ্রান্তে আমি হায়! চিনিনি তোমায়
বুঝিনি সতীর তেজ, সতীর ক্ষমতা,
সতীর চরণে শির দেবতা লুটায়
পতিপ্রাণা পা'বে সেত অতিতুচ্ছ কথা!

গান্ধারী।

সত্য বটে ভিন্ন দেহ সতীর, পতির,
তোমার আমার চোখে, কিন্তু তাই বলে,
পতি কভু নহে ভিন্ন নয়নে সতীর
দু'টি মিলে এক হ'য়ে গেছে প্রেমে গলে।
একের আনন্দে হেরি তৃপ্তি অপরের—
সুখে সুখ, হাস্যে হাসি, ক্রন্দনে ক্রন্দন,
এক হৃদি ক্ষুব্ধ হলে আঘাতে দুঃখের,
অপরের হৃদে হেরি তাহার স্পন্দন,
সতী-লতা, পতি তার সহকার তরু,
দুয়ে মিলে করে ভবে শোভার বিস্তার
নিমিষে লতার প্রাণে নিরাশার মরু—
দেখোদিবে, তরুমূলে হানিলে কুঠার।
পতি হ'তে ভিন্ন কভু নহে সতী নারী,
নয়নে বসন তাই বেঁধেছে গান্ধারী।

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরস্বতী।

বঙ্গসমাজে 'দাস' 'দাশ' ও 'শর্ম্মন্' শব্দের ব্যবহার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

দ্বিতীয়তঃ। অম্বষ্ঠ জাতির দাসোপাধি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাচীন আর্য্য-সমাজে বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইবার কিছুকাল [illegible] হইবার পরে চতুর্ব্বর্ণের পরস্পর সংমিশ্রণে বহুতর অন্তর-প্রভব জাতির উদ্ভব [illegible]য়াছিল। আমাদের আলোচ্যমান অম্বষ্ঠ জাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ভৃগু-[illegible]প্রোক্ত মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যা কন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতি [illegible]য়াছে। (১) ইহারা বিবাহোৎপন্ন কি না মূলে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ না [illegible]কার ভাষ্য ও টীকাকারগণ স্ব স্ব ধারণানুরূপ উহার বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ [illegible]য়াছেন। তন্মধ্যে প্রাচীনতম ভাষ্যকার ঋষি মেধাতিথি বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্যা নারীর গর্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি। (২) মনুর টীকাকারগণের [illegible]ধ্যে কেহ কেহ মেধাতিথির অনুসরণ করিয়াছেন, কেহ কেহ অম্বষ্ঠকে চৌরজাত, [illegible]র শূদ্রজাত, অপর কেহ বা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা নারীর গর্ভোৎপন্ন প্রকাশ [illegible]য়াছেন। এস্থলে তাহাদের উক্তি প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজনীয়। (৩) পরন্তু [illegible]তি প্রাচীন সুবিখ্যাত টীকাকার কুল্লূক ভট্ট কথিত মনুবচনের ব্যাখ্যায় কেবল [illegible]ণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্যা কন্যার অম্বষ্ঠের জন্ম, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। (৪) [illegible]নি স্বীয় উক্তি সমর্থনের জন্য কেবল যাজ্ঞবল্ক্যীয় অনুলোম বিবাহ এবং তদুৎপন্ন [illegible]দ পুত্র সম্বন্ধীয় সাধারণ বিধি অনুসরণ করিয়াছেন, অন্য কোন প্রাচীন [illegible]র্য্যের টীকা বা ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এদিকে দেখা যায়, নারদ-[illegible]ক মনুসংহিতায় উক্ত আছে, অম্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যা নারীতে একান্তর

(১) ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে। মনু, ১০ অ, ৮ শ্লোক।

(২) একান্তরা ব্রাহ্মণস্য বৈশ্যা, তত্র জাতোঽম্বষ্ঠঃ। ... ... কন্যাগ্রহণং [illegible]ত্রোপলক্ষণার্থমিতিব্যাচক্ষ্যতে বৈশ্যস্ত্রিয়া মিতমর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যং। (মেধাতিথি।)

(৩) ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতায় ১০ অ, ৮ম শ্লোকের রামচন্দ্র প্রভৃতির টীকা, বিশ্বকোষের [illegible]দ, ও মৎপ্রণীত 'বৈদ্য জাতিতত্ত্ব' দেখ।

(৪) কন্যাগ্রহণাদত্র উঢ়ায়ামিত্যধ্যাহার্য্যং বিন্নাম্বেষঃ বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন স্ফুটী-[illegible]চ। ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামুঢ়ায়ামম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে। (কুল্লূক)।

জাত। (৫) আবার ঐ সংহিতার স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ, মাগধ ও ক্ষত্তা এই তিন জাতি ক্ষত্রিয়াজাত। (৬) প্রথমোক্তিতে অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে বৈশ্যা নারীতে উৎপন্ন জানা গেলেও সে অম্বষ্ঠ বিবাহোৎপন্ন কিনা তাহা (ভৃগুর উক্তির ন্যায়) স্পষ্ট জানা যায় না। আর শেষোক্তি হইতে ক্ষত্রিয়া নারীতে মাগধ ও ক্ষত্তার সহিত অম্বষ্ঠের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। অথচ উহারা কিরূপে ও কাহা কর্ত্তৃক উৎপন্ন তাহা স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই। যখন যাজ্ঞবল্ক্যাদির সংহিতা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ক্ষত্রিয়া নারীতে বিহিত অনুলোম ক্রমে ব্রাহ্মণের উৎপাদিত সন্তানকে মূর্দ্ধাবষিক্ত বলে, (৭) তখন উহা বাদ দিলে বৈশ্য ও শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে ক্ষত্রিয়াতে ক্রমান্বয়ে মাগধ ও ক্ষত্তার জন্ম ইহা সহজেই প্রতীতি হয়। অতএব ক্ষত্রিয়া নারীতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে অবিহিত উপায়ে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের কিম্বা বৈশ্য ও শূদ্রের ঔরসে প্রতিলোমক্রমে উহার জন্ম ইহাই অবধারিত করিতে হয়। এতাবতা বুঝা যায়, ভৃগুর ন্যায় নারদও বৈশ্যানারীতে এক প্রকার অম্বষ্ঠের জন্ম উল্লেখ করিয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়ার গর্ভে অবিহিত উপায়ে পূর্ব্বোক্তরূপে একাধিক অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্রশাসনে দ্বিজাতি সবর্ণে বা অসবর্ণে হউক বিধি-বহির্ভূত, উপায়ে পুত্র উৎপাদন করিলে সে পুত্র বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ ব্রত সংস্কারহীন শূদ্রধর্ম্মা জাতি বিশেষে পরিগণিত হইবার যোগ্য হয়। (৮) অতএব নারদোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর অম্বষ্ঠ জাতি অবিবাহোৎপন্ন হীন শূদ্র বিশেষ বুঝিতে হইবে।

(৫) অম্বষ্ঠাত্রৌ তথা পুত্রাবেবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ।
একান্তরস্তু চাম্বষ্ঠো বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ সুতঃ॥
১২ অ, ১০০ শ্লোক।

(৬) অম্বষ্ঠোমাগধশ্চৈব ক্ষত্তাচ ক্ষত্রিয়াত্মজঃ।

(৭) বিপ্রান্মূর্দ্ধাবষিক্তো হি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ প্রিয়ঃ।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১ অ, ৯১।

(৮) দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে।
অব্রাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মা স জাতিতঃ॥
ব্রতহীনা ন সংস্কার্য্যাঃ স্বতন্ত্র স্থপি যে সুতাঃ।
উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন ব্রাত্যা ইব বহিষ্কৃতাঃ॥ কুল্লুকধৃত দেবল বচন।
মনু ১০ অ, ৫ টীকা।

এক্ষণে ভৃগু ও নারদোক্ত মনুবিধানের তাৎপর্য্য ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের অভিপ্রায় অনুসারে বুঝিতে গেলে এক জাতীয় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে বিবাহিত বৈশ্যা নারীর গর্ভে উৎপন্ন এবং অন্য একশ্রেণীর অম্বষ্ঠ অবিহিত উপায়ে বৈশ্যা নারীর গর্ভে দ্বিজাতি কর্ত্তৃক উৎপন্ন বুঝিতে হয়। এতদ্ভিন্ন শূদ্র ও বৈশ্য হইতে প্রতিলোম ক্রমে বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া নারীতে আরও দুই প্রকার অম্বষ্ঠ শ্রেণীর উৎপত্তি জানা যায়। (৯) অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমাণ সহায়ে কুল্লুক ভট্ট ভৃগুপ্রোক্ত মনু প্রমাণের যেরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বহু প্রকারের মধ্যে একতম এবং বিহিত উপায়ে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ জাতি বিশেষ, ইহা বুঝিতে হইবে মাত্র। পক্ষান্তরে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীনা প্রাচীন অপরাপর মনু ব্যাখ্যাতাদিগের মতে অম্বষ্ঠ জাতিত্ব পুরস্কারের (হিসাবে) অবিহিত সঙ্কর এবং অনেক স্থলেই হীনশূদ্র জাতি বিশেষ বলিয়া অগত্যা বুঝিতে হইবে। যদি আমরা মনুক্ত অম্বষ্ঠের সামাজিক অবস্থা ও বৃত্তি বিধান এই সঙ্গে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি তাহা হইলেও এই শেষোক্ত মতই অধিকতর সঙ্গত ও মনুর প্রকৃত অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীতি হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মন্বাদি শাস্ত্রে সাধারণতঃ একান্তরা অপেক্ষা দ্ব্যন্তরাজাত অপসদ পুত্র নিকৃষ্টতর রূপে গণ্য। তদ্ভিন্ন মনুর মতে একান্তর অনুলোমজ (অপসদ) ও প্রতিলোমজ (অপধ্বংসজ) সন্তানেরা তুল্যরূপে স্পর্শাদিযোগ্য। ঐরূপ দ্ব্যন্তর অনুলোম ও প্রতিলোমের সম্বন্ধেও সমান ব্যবস্থা। কেবল প্রতিলোমজ চণ্ডাল স্পর্শাদির যোগ্য নহে। (১০) এস্থলে সেই অবিহিত অনুলোমজই লক্ষিত হইতেছে; কেননা তাহা না হইলে অনুলোমজ অম্বষ্ঠ ও উগ্র, প্রতিলোমজ ক্ষত্তৃ প্রভৃতি ইহাদের সহিত সমাজে তুল্য স্থানীয় গণ্য হওয়া সম্ভব হইত না। দেখা যায়, মনু উহাদিগের সকলের জন্য একসঙ্গে দ্বিজাতির বিশেষ বিশেষ পরিচর্য্যা বৃত্তির বিধান দিয়াছেন। তন্মধ্যে অম্বষ্ঠের জন্য চিকিৎসা বৃত্তি। (১১) চিকিৎসা

(৯) স্মর্ত্ত রামচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত মনু-শ্লোকের টীকায় ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত যে দুই অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অন্যতম নারদোক্তির অনুরূপ, যথা—
নৃপকন্যায়াং বৈশ্যে উৎপন্নে শূদ্রে উৎপন্নে সতি উভৌ অম্বষ্ঠৌ ভবতঃ।
মনু ১০ অ, ৭, টীকা।

(১০) একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথাস্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি॥
মনু, ১০ অ, ১৩। ইহার কুল্লুককৃত টীকা দেখ।

(১১) * * অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্॥ ১০ অ, ৪৭

কার্য্য মানবধর্ম্ম প্রচার কালে আর্য্য-সমাজে কেন যে দ্বিজাতির, বিশেষ ব্রাহ্মণের, হেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহা এস্থলে বিবেচ্য বিষয় নহে। (১২) তবে এখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, কোন বিশিষ্ট কারণে চিকিৎসা কার্য্য দ্বিজাতির হেয় সেবা বা প্রেষ্য বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত এবং উহা অম্বষ্ঠ জাতির বিশেষ উপযোগী বোধে উহাদেরই উপজীবিকা স্বরূপ ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, ইহা জানা যায়। যদি কেহ অম্বষ্ঠের আকর নির্ব্বাচন বিষয়ে মনুর সহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মত বিরোধের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মন্বাদি ধর্ম্মপ্রযোজক ঋষিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাজের প্রচলিত দোষযুক্ত আচার বিষয়ক কুপ্রথার যথাসম্ভব সংস্কার করত তাহা পরবর্ত্তী সমাজের উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে তদনুরূপ ব্যবস্থা কালে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যেমন মানব-ধর্ম্ম প্রচার কালে দশ প্রকার পুত্র সমাজে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু পরাশরের কালে (অর্থাৎ প্রথম কলিতে) সেস্থলে তিন প্রকার, আর উপপুরাণের কালে দুই প্রকার মাত্র পুত্র বিহিত বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ঐরূপ মনুর কালে অনুলোম বিধানে স্ত্রীগ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র বিবাহ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ঘটিত না। সেজন্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার কালে ঐ নৈতিক দোষ নিরাকরণ অভিপ্রায়ে সর্ব্বত্র বিবাহ দ্বারা অনুলোমক্রমে স্ত্রীগ্রহণের স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন, ইহাই উপলব্ধি হয়। অম্বষ্ঠ জাতি তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যা নারীতে উৎপন্ন হইলেও যাজ্ঞবল্ক্য এই বিহিতোৎপন্ন অম্বষ্ঠের জন্য মনু নির্দ্দিষ্ট সাধারণ অম্বষ্ঠের চিকিৎসারূপ প্রেষ্য বৃত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক ইহা নিশ্চয় বটে, যখন বিহিত অবিহিত সকল প্রকার অম্বষ্ঠ চিরকাল ধরিয়া দ্বিজাতির সেবারূপ একই চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছিলেন, তখন বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহাদের শূদ্র বিশেষ জাতিত্বসিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ দেখা যায়, চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের স্মর্ত্ত নিবন্ধকার রঘুনন্দন যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সময়ে অম্বষ্ঠদিগের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার প্রচলিত ছিল না, জানা যায়। (১৩) ইহা অবশ্য তিনি বিহিত অম্বষ্ঠ লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন; কেননা অবিবাহোৎপন্ন কুণ্ড, গোলক এবং প্রতিলোমজ অম্বষ্ঠের উপনয়নের প্রসক্তি সম্ভব নাই। তাহারা চিরকালই সঙ্কর এবং হীন শূদ্ররূপে সমাজে কেবল স্পর্শ্যরূপে অবস্থান করিয়া আসিয়াছে। অতএব ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, যে সকল অম্বষ্ঠ

(১২) মৎপ্রণীত বৈদ্য জাতিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

পরিচিতেরা দাসোপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত হীন শূদ্র বিশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই। (১৪) অপর যে সকল অম্বষ্ঠ দাস-গুপ্ত, দত্ত-গুপ্ত, দাস-দত্ত বা তদনুরূপ যুগ্ম উপাধি ব্যবহার করেন, তাঁহারা হয় বিহিত অবিহিত অম্বষ্ঠের মিশ্রণ অথবা বক্ষ্যমান বৈদ্যজাতি সংস্রবে উদ্ভূত হইয়া থাকিবেন। নতুবা উহাদের 'দাস' যুক্ত মিশ্র উপাধির অন্য কোন কারণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। অতীব বিস্ময়ের বিষয়, অধুনা কতকগুলি নব্য সম্প্রদায়ের অম্বষ্ঠ পরিচিত বৈদ্য স্বীয় স্বীয় বংশানুক্রমিক ব্যবহৃত দন্ত্য 'স' যুক্ত "দাস" উপাধির পরিবর্ত্তে তালব্য 'শ' যুক্ত "দাশ" উপাধি (অবশ্য অযথাক্রমে) ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদ্বিষয়ে পশ্চাৎ আলোচনা করিতেছি। এক্ষণে বৈদ্যজাতির দাসোপাধির কথা এস্থলে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

তৃতীয়তঃ। বৈদ্যজাতির দাসোপাধি।

মন্বাদি প্রণীত প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বৈদ্যজাতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবল উশনার স্মৃতিতে উহার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এই উশনার স্মৃতি কতকাল পূর্ব্বে কোন্ দেশের আর্য্য-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এই সংহিতায় যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির অনুরূপ অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু তাহাদের জন্য মনুক্ত কেবল চিকিৎসা বৃত্তিই যে ব্যবস্থাপিত, সেরূপ উল্লেখ দেখা যায় না। তবে শস্ত্রজীবী (surgeon) বলিলে চিকিৎসা ব্যবসায়ীও বুঝাইতে পারে। তাহা হইলে উশনা অস্ত্রচিকিৎসা অম্বষ্ঠদিগের জন্য একতম বৃত্তি অবধারণ করিয়া থাকিবেন। কেননা তিনি অন্যান্য শূদ্রোচিত বৃত্তিও অম্বষ্ঠের জন্য উল্লেখ করিয়াছেন। (১৫) উশনা স্বীয় স্মৃতির অন্যত্র বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয়া

(১৩) অম্বষ্ঠাদীনাং উপনয়ন সংস্কার সত্ত্বেঽপি ইদানীন্তনানাম্ সংস্কারলোপেন শূদ্রত্বম্।
বাচস্পত্য-অভিধান, অম্বষ্ঠ শব্দ দেখ।

(১৪) যদিও কোষকার অমর সিংহ (যিনি ঈষদপি ভেদ স্বীকার করেন নাই) অম্বষ্ঠ শব্দে "অম্বষ্ঠো জারজো বৈদ্যঃ" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরন্তু সকল প্রকার অম্বষ্ঠ চৌরজাত বা জারজ নহে এবং কোন বৈদ্যই জাতিতঃ অম্বষ্ঠ নহে, তবে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য অনেক স্থলে সমান (চিকিৎসা) বৃত্তিক বটে।

(১৫) বৈশ্যাযাং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠো উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবোঽম্বষ্ঠবৃত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ॥
ধন্বজিনীজীবিকবাপি অম্বষ্ঠাঃ শস্ত্রজীবিণঃ।"
আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত উশনাস্মৃতি।

নারীতে বিপ্র কর্ত্তৃক চৌর্য্য অর্থাৎ বলাৎকার দ্বারা ভিষক্ বা বৈদ্য জাতি সমুদ্ভূত। (১৬) সেই বৈদ্যজাতি অম্বষ্ঠাপেক্ষা উচ্চতর মাতৃকুলে উদ্ভূত হইলেও অবিবাহিতোৎপন্ন বিধায় ইহাদিগকে হীন শূদ্ররূপেই পরিগণনা করিতে হইবে; কেননা উশনা ইহাদিগের জন্য মাতৃকুলের বৈদিকাচার অনুসরণের পরিবর্ত্তে তান্ত্রিক ধর্ম্ম আচরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই ইহাদের তদনুরূপ উপাধি 'দাস' ভিন্ন গত্যন্তর কি সম্ভব? অপর, পাঠকগণের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ অবগত হইতে পারেন, লেখক ১৪ বৎসর পূর্ব্বে 'বৈদ্যজাতি-তত্ত্ব' গ্রন্থে স্মৃতি প্রমাণের অপ্রাপ্তিতে কেবল মহাভারত ও পুরাণের প্রমাণ সহায়ে অম্বষ্ঠ জাতি হইতে পৃথক্ চিকিৎসা ব্যবসায়ী বৈদ্য জাতির উৎপত্তি রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পুনরুক্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কেবল মহাভারতের একটি প্রমাণ এস্থলে পুনরুদ্ধার করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। তাহা এই :—

"চণ্ডালো ব্রাত্য বৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্ত লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥"

অনুশাসন পর্ব্ব। ৪৯ অঃ

অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাত্য, এবং বৈশ্যের গর্ভে বৈদ্য এই তিন নিকৃষ্ট পুত্র লক্ষিত (উদ্ভূত) হইয়া থাকে।

মহর্ষি বেদব্যাস অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে মনুর অনুকরণে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যের গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি ও উহার দায়ক্রম ভীষ্মমুখে বর্ণনা করিয়া ঐ পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ে উপরোক্ত শ্লোকে বৈদ্যজাতির উৎপত্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেখা যায়, মহর্ষি মনু (ভৃগু-সংহিতায়) যেরূপ আকর হইতে অয়োগবের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মহাভারতকার সেই আকরোৎপন্নকেই বৈদ্য আখ্যা দিয়াছেন। দেশভেদে ও কালভেদে ঐরূপ বিভিন্ন জাতি সংজ্ঞা হওয়া বিচিত্র নহে। মনু যাহাকে অম্বষ্ঠ আখ্যা দিয়াছেন, মেধাতিথি বলেন, স্মৃত্যন্তরে তাহাকেই 'ভৃজ্জকণ্ট' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ঐরূপ এক আকরে জন্ম মার্গব আর্য্যাবর্ত্তে কৈবর্ত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। যাহা হউক উল্লিখিত উশনঃ স্মৃতি-প্রোক্ত, মহাভারত ও পুরাণ বর্ণিত বৈদ্যের আকরগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও

(১৬) নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ সম্ভূতো যো ভিষক্ স্মৃতঃ।
অভিষিক্তো নৃপস্যাজ্ঞাং প্রতিপাল্যস্তু বৈদ্যকঃ॥
আয়ুর্ব্বেদমণাষ্টাঙ্গং তন্ত্রোক্তং ধর্ম্মমাচরেৎ। ২৬।২৭।

সকল বৈদ্যই শাস্ত্র শাসনে জাত্যংশে বাহ্য সঙ্কর অর্থাৎ এক প্রকার হীন শূদ্র স্থানীয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইতেছে। কোন কোন অম্বষ্ঠশ্রেণী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে সেই সকল অম্বষ্ঠ ও এই বৈদ্য জাতি এক প্রকৃতিক, এক বৃত্তিক (এক চিকিৎসা ব্যবসায়ী) ও সমাজে তুল্যাবস্থ; তদ্ভিন্ন উহারা এক মাতুলালয়ে বসবাস—অনেক স্থলে পরস্পর মাসতুত ভ্রাতা সম্বন্ধে মাতৃকুলে অবস্থান নিবন্ধন উভয়ের মধ্যে কালক্রমে ভক্ষ্যভোজ্য ও যৌণ সম্বন্ধে সম্মিলিত হওয়া সুসম্ভব হইয়াছে। এবং তাহাই বৈদ্যদিগের অম্বষ্ঠ মিশ্রিত পরিচয় দিবার অন্যতম কারণ হইয়া থাকিবে। তবে হয়ত এখনও অনেক বৈদ্য অম্বষ্ঠ শ্রেণীর সহিত সংমিশ্রিত হইতে পারেন নাই, সেজন্য ও অন্যান্য কারণে অম্বষ্ঠ এবং বৈদ্য সমাজে অনেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত অবস্থায় আছেন, দেখা যাইতেছে। স্থূল কথা, উক্ত উভয় শ্রেণীর লোক বহুকাল যাবৎ সমাজে হীনশূদ্ররূপে পরিগৃহীত সুতরাং তাহারা স্বীয় আকরানুরূপ স্বাভাবিক উপাধিই (দন্ত্য 'স' যুক্ত) দাস পুরুষ পরম্পরায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ কি থাকিতে পারে? বিস্ময়ের বিষয়, কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে একদল অম্বষ্ঠ বা অম্বষ্ঠমিশ্র বৈদ্যসন্তান আপনাদিগকে "একতর" (১৭) ব্রাহ্মণ বলিয়া 'দাসের' পরিবর্ত্তে তালব্য 'শ' যুক্ত 'দাশ' শব্দ উপাধিরূপে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আবার তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ইদানীং তাহার উত্তর 'শর্ম্মা' উপাধি সংযোজনা পূর্ব্বক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আবার দেখা যায়, ঐ সঙ্গে 'কর' 'ধর' প্রভৃতি উপাধিধারী অন্যান্য কতকগুলি অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য সন্তানেরাও আপনাদের উপাধির পশ্চাৎ ঐ ব্রাহ্মণবাচী 'শর্ম্মা' উপাধি যোজনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা

(১৭) সকলই জানেন, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে একতর শব্দ দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। (দ্বিবহুনামেকোৎকর্ষে তরতমৌ। পাণিনি) অতএব আভিজাত্যাকাঙ্ক্ষী বৈদ্য সন্তানদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কোন্ দুই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন? বোধ হয় ইহার কোন সদুত্তর নাই? ভাল, যদি কেবল কোন এক প্রকার ব্রাহ্মণ বুঝাইবার উদ্দেশে ঐ একতর শব্দ অযথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সারস্বত, শাকদ্বীপী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে এমন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ লক্ষিত হওয়া আবশ্যক, যাহাদের সহিত বৈদ্যজাতির আচার ব্যবহার ও বৃত্তিতে সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। কিন্তু কৈ? দেখা যায় না। কৌতুকের বিষয়! পারসী ভাষায় 'একতরেঃ' একটি বিশেষণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার অর্থ এক প্রকার। বোধ হয়, সুবুদ্ধি বৈদ্য সন্তানেরা সমাজের অজ্ঞলোকের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপের অভিপ্রায়ে এই পারসীক শব্দকে সংস্কৃতের আকারে গঠিত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন! ইহা সুধীসমাজে অবশ্য উপহাসাস্পদ হইবে, সন্দেহ নাই।

আপনাদিগকে এক প্রকার ব্রাহ্মণ বলিয়া দৃঢ়ভাবে সপ্রমাণ করিবার জন্য আর একটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করিতে সাহসী হইয়াছেন। তাহা অগ্রে পাঠকদিগের গোচর করিয়া পশ্চাৎ 'দাস' ও 'শর্ম্মা' শব্দের নিরুক্তি ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র।

অসভ্য-বিবাহ।

অসভ্য-বিবাহ বলিলে আমরা কি বুঝি? অসভ্য জাতিদের মধ্যে যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত, তাহাই বুঝিয়া থাকি। সভ্য হউক আর অসভ্য হউক বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বিবাহ প্রথা বর্ত্তমান। সকল জাতির বিবাহ পদ্ধতিতে একটা নূতনত্ব প্রচলিত। সকল জাতির প্রধান সামাজিক কাণ্ড বিবাহ। এই বিবাহ যেরূপভাবে অসভ্য জাতির মধ্যে হইয়া থাকে, তাহাই আমাদের বর্ণনীয়। অসভ্য জাতি বলিলে কোল, ভীল, সাঁওতাল, নাগা, কুকী, জয়ন্তী, অহমীয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীর কথা মনে পড়ে। এই সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত তাহাই আমরা বিশদরূপে বর্ণনা করিব।

সাঁওতালী বিবাহ। সাঁওতালের বিবাহে একটি নূতনত্ব বর্ত্তমান আছে। সাঁওতালের মধ্যে বাল্য বিবাহ খুবই বিরল—বয়স্কা বালিকাই সাঁওতালদের বধূত্বে বরিত হয়। আমাদের যেমন কন্যা ও বর উভয় পক্ষের পিতামাতা বর ও কন্যা অন্বেষণ করেন, কিন্তু সাঁওতালদের কন্যাপক্ষ নীরব থাকে—বরপক্ষ হইতে কন্যার অনুসন্ধান চলে। কন্যার পক্ষের বরানুসন্ধান করা বড়ই গর্হিত কাজ, ইহাই তাহাদের মত। আবার অনেক স্থলে সাওতাল যুবক যুবতী পরস্পর পরস্পরকে মনোনীত ও নির্ব্বাচিত করিয়া লয়। এইরূপ নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন কোন পর্ব্ব বা মেলাতেই হইয়া থাকে। "সহরাই পর্ব্ব ও "হটিয়া মিলাই" এইরূপ নির্ব্বাচনের প্রসিদ্ধ স্থান ও সময়। কিন্তু নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন হইলেই যে বিবাহ হইবে তাহা নহে; মনোনয়নের পর কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলেন।

কখন স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। এমন কি হাসোদা ও সরযু যদিও পৃথক গোত্র তথাপিও এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ দেখা যায় না। আমাদের বঙ্গদেশের ন্যায় পণপ্রথা প্রচলিত। এদেশে বরপণ দিতে হয়* তবে আমাদের দেশের ন্যায় বরকর্ত্তারূপী কসাই নাই বা বলির ছুরীর মত "ফর্দ্দ" দ্বারা কন্যাকর্ত্তাকে জবাই করে না। তাহারা যদিও অসভ্য তবু এ বিষয়ে এতদূর সভ্য হইয়া কৃতিত্ব বা পৌরুষত্ব দেখাইতে পারে নাই। ধন্য বর্ত্তমানের সভ্য! তাহারা কন্যার পিতা মাতার অবস্থানুযায়ী পণ নির্দ্ধারণ করিয়া পণগ্রহণ করে। এই সমস্ত স্থির হইলে ওঝা অর্থাৎ পুরোহিত বিবাহের দিন স্থির করিয়া দেন। বিবাহের দিন স্থির, সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার। সাঁওতালদের পঞ্জিকা বা ঘড়ি নাই বলিয়া এক অভিনব উপায়ে দিন নির্দ্ধারিত হয়। দিন স্থির করিবার দিন হইতে বিবাহ দিন পর্য্যন্ত যতদিন বাকি থাকে ততগুলি সূতা একসঙ্গে বাঁধিয়া কন্যাপক্ষকে দেওয়া হয়। প্রতিদিন প্রভাতে একটি করিয়া সূতা বরপক্ষদিগের নিকট একখণ্ড নিমন্ত্রণ পত্র সহ প্রেরিত হয়। যেদিন সমুদয় শেষ হইবে সেইদিনই বিবাহের দিন। আবার কন্যাপক্ষের নিকট ঐরূপ সূতা প্রেরিত হয়।

আবার সাঁওতালদের মধ্যে কন্যাপণ প্রথাও প্রচলিত। কোন কোন সাঁওতাল সম্প্রদায়ে কন্যাপণ গ্রহণ করিয়া থাকে।† এই কন্যাপণ কন্যার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুলানী ও পিতামহী পাইয়া থাকে।

বিবাহের দিন ওঝার কাজ এক অদ্ভুত রকম দৃষ্ট হয়। ওঝা অর্থাৎ পুরোহিত একখানি শালপত্রোপরি সিন্দূর ও তৈল নিক্ষেপ করিয়া কর নিষ্পীড়ন করিতে করিতে নানারূপ মন্ত্রাবৃত্তি করিতে থাকে।

সপুরোহিত বর বিবাহ-দিবসে নববস্ত্র পরিধান করিয়া কন্যার গ্রামাভিমুখে রওনা হয়। বর কন্যার গ্রামে পৌঁছিলে কন্যার আত্মীয়া যুবতীগণ ও যোগমাঝি (গ্রাম্য নায়ক) চিৎকার করিয়া বিবাহ-বার্ত্তা ঘোষণা করে। তৎপরে গ্রাম্য দেবতার নিকট গমন করিয়া একপ্রকার নৃত্যের সহিত নব দম্পতীর দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনাসূচক গীত গাহিয়া থাকে। এইস্থানে গ্রাম্য যুবতীগণ এক একটী কলসী করিয়া জল লইয়া আইসে। এই সময়ে "জহার" অভিবাদন সমাপনান্তে যুবতীগণ রঙ্গরসের সহিত অভ্যাগতগণের পদে জল ঢালিয়া থাকে। যদি বর দিবাভাগে আইসে তবে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত এই সকল যুবতীগণ লইয়া আমোদ প্রমোদ চলিতে থাকে।

* Buckland's Travels in Highlands.

† পার্ব্বত্য-কাহিনী, ৯৪ পৃঃ।

সন্ধ্যা হইলে বর কন্যার বাড়ীতে যায়। তখন "ওঝা" "যোগমাঝির" সহিত পরামর্শ করিয়া লগ্ন নির্দ্ধারণ করিয়া কন্যাকে আনিবার জন্য আদেশ দেয়। তিনজন বা পাঁচজনে একটা ঝুড়ির ভিতর কন্যা বসাইয়া বরের নিকট কন্যাকে আনে। কন্যাকে লালপাড়শাড়ী কাংস্য ও লাক্ষা নির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিতে দেওয়া হয়। বিবাহ সময়ে ঐ তিনজন বা পাঁচজনকে তিন টাকা করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতেই তাহাদের সম্মান রক্ষা হইল। এইরূপ সম্মান রক্ষা না হইলে বিবাহ হয় না। বর তখন ভগ্নাপতি বা পিসার কাঁধে উঠিয়া কন্যার কপালে সিন্দূরেরফোঁটা দেয়। এই সময়ে চারিচক্ষের শুভমিলন হয়। তৎপরে প্রেমবিষয়ক গীত দ্বারা বর ও কন্যাকে অভ্যর্থনা করা হয়। স্বামী একপাত্র হইতে দুইগ্রাস খাবার লইয়া কন্যাকে দেয়। তখন আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বর-কন্যার ভোজন চলিতে থাকে। আহারান্তে আত্মীয় স্বজন বরকে তণ্ডুল দ্বারা যৌতুক দিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করে। বরও কন্যাকে লইয়া নব সংসার স্থাপনার্থ গৃহে প্রত্যাগমন করে।

আর একপ্রকার বিবাহ আছে। কোন যুবক বল প্রকাশ করিয়া কোন যুবতীর কপালে সিন্দূর দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে যোগমাঝির নিকট আনা হয়। যোগমাঝি পঞ্চায়তি করিয়া যুবকের নিকট হইতে একটি খাসী ও চাউলাদি লইয়া থাকে। তৎপরে উভয় পক্ষের পঞ্চায়ত মিলিয়া বিবাহ স্থির করে। যদি যুবতী অমত করে তবে আর বিবাহ হয় না। এই বিবাহ-প্রথা সাঁওতালগণের মধ্যে নিকৃষ্ট সম্প্রদায়গণের মধ্যে প্রচলিত।

সাঁওতাল-স্বামী স্ত্রীর উপর কোনরূপ অত্যাচার বা অসৎ ব্যবহার করে না। হে শিক্ষিত বঙ্গের আশা ভরসাস্থল যুবকগণ, অসভ্য বন্য জাতির নিকট নারীর সম্মান শিক্ষা কর। সাঁওতালগণ স্ত্রীর অধীন বলিয়া বোধ হয়। সাঁওতালগণের মধ্যে পুরুষের বহু বিবাহ ও বিধবাদের বিবাহ প্রচলিত; বিধবা হইলে মৃত স্বামীর জ্যেষ্ঠ কোন ভ্রাতাকে বিবাহ করা ইহাদের নীতি বিরুদ্ধ। সাঁওতাল-স্ত্রী স্বামী কর্ত্তৃক কোনরূপে উৎপীড়িত হইলে যোগমাঝির নিকট আবেদন করে, যোগমাঝি পঞ্চায়তি করিয়া বিবাহ বন্ধন ছেদন করিয়া দেয়। স্ত্রী ব্যাভিচারিণী বা কার্য্যাক্ষম হইলে বিবাহ ছেদন করণার্থ স্বামী যোগমাঝির নিকট অনুরোধ করে। যোগমাঝি বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিবার আদেশ দিয়া থাকে। স্বামী কন্যাপণও প্রাপ্ত হয়।

কুকী-বিবাহ। কুকীদের দুই প্রকার বিবাহ দেখা যায়। যথা—(১) অভিভাবকের নির্ব্বাচন, (২) স্বীয় মনোনয়ন। পাত্র পাত্রী গোপনে উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়িলে বিবাহার্থ অভিভাবকে জানান হয়। অভিভাবকগণ একত্রে বিবাহ স্থির করে। কুকীদের দশ বৎসর বয়স্কা হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স্ককন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। কুকীদের মধ্যে পণপ্রথা বড়ই প্রচলিত; তবে আমাদের মতন সভ্যজাতির পণ প্রথার মত নহে; দিতে পার আর না পার, বাড়ী বিক্রয় কর, স্ত্রীর গহনা বিক্রয় কর, শুকাইয়া মর তবুও তিন চারি হাজার টাকা পণ দাও! কিন্তু অসভ্য বন্য জাতিরও একটু প্রাণে দয়া মায়া মমতা আছে। এ জাতির মধ্যে বরপণ নাই, আছে কন্যাপণ। পাত্রপক্ষ হইতেই কন্যাপক্ষকে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত পণ দেওয়া হয়; এই পণের টাকা একবারে না দিতে পারিলে কিছু কিছু করিয়া মধ্যে মধ্যে দিয়া শোধ করা যায়।

ইহাদের বিবাহে বিশেষ কোন মাস তিথি বা দিন নাই। যে দিন বা যে সময় ইচ্ছা বিবাহ হয়। বয়স্থা কন্যার মনোনয়ন প্রথায় বিবাহ হয়। ইহাদের বিবাহে কোনরূপ পূজা বা মন্ত্র পাঠ করা হয় না। বর শোভাযাত্রাসহ সময়ে সময়ে কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে বর ও কন্যাপক্ষের অভিভাবকগণ উভয় পক্ষ মিলিয়া কন্যাকে আনিয়া বরের সম্মুখে মুখোমুখী করিয়া বসাইয়া দেয়,— মধ্যে একটা মদের কলসী থাকে; সেই মদের কলসীর মধ্যে নল লাগাইয়া বর ও কন্যার মদ্যপান করিতে হয়, এই সময়ে কন্যার পিত্রালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি বর ও কন্যার কেশ গুচ্ছ বাঁধিয়া দেয় এবং বর ও কন্যার মদ্যপান শেষ হইবার পূর্ব্বেই বর বা কন্যার সমবয়স্ক কোন যুবক বা যুবতী আসিয়া কেশ বন্ধন মোচন করে। তখন সকল আত্মীয় স্বজন মিলিয়া মদ্যপান ও মাংস আহার করিতে থাকে। আহারান্তে কাহারও কাহারও ঐ দিনে বাসর-শয্যা ও ফুলশয্যা হইয়া থাকে। যাহাদের ঐ দিন ফুলশয্যা হইবে? তাহারা গোধুলি সময়ে বরকে লইয়া কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ফুলশয্যা দিবসে বরপক্ষ হইতে কন্যাকে অলঙ্কার দ্রব্য গুলি দিতে হয়। বরপক্ষ বিবাহ দিবসে এই সমস্ত উপহার দিতে অসমর্থ হইলে সে দিন আর ফুলশয্যা হয় না। যেদিন ঐরূপ উপহার দিতে পারিবে। সেদিনই ফুলশয্যা হইয়া থাকে। শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময়ে কন্যার পিতামাতা বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষ স্বীয় অবস্থা ও সামর্থ্যানুযায়ী কন্যার সহিত বস্ত্র দিতে হয়। যে কন্যাপক্ষ যতদিন বেশী কন্যাকে বস্ত্র যোগাইতে পারিবে, বৈবাহিকের কাছে তাহার তত সম্মান। কন্যার বাড়ীতে ফুলশয্যা করিয়া দুইদিন গত হইলে বর স্ত্রীকে লইয়া নিজালয়ে আইসে।

কুকী-বালিকার বিবাহে পণের টাকা যাহা পাওয়া যায়, তাহা পিতা, মাতা, জেঠা, খুড়া, মাতুল ও রাজা এই ছয়জনের মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হয়।* আবার প্রায়শঃ ঐ টাকা পিতা বা রাজাকে দেওয়া হয় না। ভ্রাতাও কখন পণের টাকা পায় না। বিধবা-বিবাহ কুকীদের মধ্যে প্রচলিত। স্বামীর সম্পত্তি থাকিলে বিধবা-কন্যার বিবাহ হইলে সে ঐ সম্পত্তির সমস্ত অধিকারিনী হয়। স্বামীর প্রথম বিবাহের পুত্র থাকিলে, কন্যা আর উত্তরাধিকারিনী হইতে পারে না—পুত্রই পাইয়া থাকে, কিন্তু কন্যা পায় না। বিধবার দ্বিতীয় স্বামী প্রথম স্বামীর সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকে না।

এখানে পতিতা নারী লম্পট পুরুষের শাস্তি অসামান্যরূপে দেওয়া হয়। দুষ্ট পুরুষকে পুরুষানুক্রমে রাজার গোলাম হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু ভ্রষ্টা নারীকে কর্ণচ্যুত করে।† ভ্রষ্টা নারী লম্পট পুরুষ ইহাদের নিকট বড়ই ঘৃণার পাত্র। স্বামী ভ্রষ্টা নারীকে ত্যাগ করিতে পারিবে।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

একটি নূতন কথা।

বর্ত্তমান বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যা "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার ৩১১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের পাদটীকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, বার-এট্-ল মহাশয় লিখিয়াছেন—

"জনৈক কায়স্থ উকিল যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া তাঁহার মাতাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার মা দুই পা' পিছাইয়া গিয়া বলিলেন 'বাবা! তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াছ, কিন্তু আমি এখনও শূদ্রাণী আছি, তোমার প্রণাম গ্রহণ করিতে পারিব না, পাপ হইবে।' 'কি মা, আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন না? এমন ব্রাহ্মণ না হওয়াই ভাল, এই বলিয়া তিনি পৈতা ফেলিয়া তাঁহার মাকে প্রণাম করিলেন।"

---

* ভারতী—মাঘ, ১৩২৪।

† Kukis—এই পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, নারীর কর্ণছেদন ও পুরুষের মস্তক ছেদন প্রথা পূর্ব্বে ছিল; এখন ঐরূপ নিয়ম চলিতেছে।

ব্যারিষ্টার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এমন উক্তি কোথা হইতে বা কাহার নিকট হইতে সংগৃহীত করিলেন, ইহা প্রকাশ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহার এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না এবং উহা ভিত্তি-হীন বলিয়াই আমাদের ধারণা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার এই উক্তি দেশের শিক্ষিত মাত্রেরই নিকট অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইবে। কারণ বর্ত্তমান কায়স্থান্দোলনের সূত্রপাতের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সপ্তদশ বৎসরের মধ্যে কোন কায়স্থই জানেন না—মানেন না— স্বীকার করেন না এবং এ পর্য্যন্ত কোন কায়স্থই বলেন নাই যে, কায়স্থগণ পৈতা লইয়া বা পৈতা লইলে ব্রাহ্মণ হইয়া-ছেন বা হইবেন। কায়স্থ-সভার কর্ম্মকর্ত্তারাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই যে, কায়স্থেরা পৈতার জোরে ব্রাহ্মণ হইবেন। এ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক লক্ষ কায়স্থ পৈতা লইয়াছেন কিন্তু আমরা কোন দিনই কোন কায়স্থের মুখে শুনি নাই যে, তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ পৈতা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইয়াছেন। সেরূপ দুরাশা, সেরূপ অসঙ্গত আবদার, সেরূপ উচ্চাভিলাষ এবং সেরূপ অশাস্ত্রীয় আকাঙ্ক্ষা কোন কায়স্থের কোন দিন হইয়াছে বলিয়াও শুনি নাই ও তাহা স্বীকারও করি না। আর পৈতা লইলে যে ব্রাহ্মণ হয় এমন অশাস্ত্রীয়, অদূরদর্শীতাপূর্ণ, অর্ব্বাচীনতা ও অজ্ঞতা বিজৃম্ভিত উক্তি কোন্ উর্ব্বরমস্তিষ্ক প্রসূত তাহা কি কাহারও বুঝিতে বাকি আছে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজধর্ম্মীর উপনয়ন গ্রহণের অধিকার আছে এবং তাহা শাস্ত্রসম্মত ইহা শাস্ত্রদর্শী সমাজসেবী তীক্ষ্ণধীগণের স্বীকার্য্য। সুতরাং শাস্ত্র-প্রমাণে যে সকল জাতি দ্বিজত্বের অধিকারী, তাহাদের দ্বিজত্ব প্রাপ্তিতে বাধা দেওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে—দিলে তাহা যে কাহারও হৃদয়গ্রাহী বা গ্রহণীয় অথবা গ্রাহ্য হইবে তাহা যেন কেহ মনে না করেন। দেশ-কাল পাত্র অনুসারে এখন আর আগুনকে ছাই চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার উপায় বা সামর্থ্য নাই। এখন সকলেই স্ব স্ব শাস্ত্রীয় অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে চাহিতেছে এবং অগ্রজন্ম কায়স্থ সভার অনুসরণ করত ব্রাহ্মণাদি জাতিবৃন্দও সভা সমিতি সংস্থাপিত করিয়া স্বাধিকার লাভ করিতে সর্ব্বথা সচেষ্ট হইতেছেন। কায়স্থেরা কিরূপ উচ্চ লক্ষ্য লইয়া বর্ত্তমান জাতীয় উন্নতির আন্দোলন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ব্যারিষ্টার মিঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে রাজা রাধাকান্ত দেব মহোদয়ের ঠাকুর বাড়ীতে কায়স্থের কিরূপ জাতীয় যজ্ঞের বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের

বিভিন্ন ভাষাভাষী কায়স্থবৃন্দের এবং বিলাত প্রত্যাগত কায়স্থবৃন্দকে লইয়া কিরূপ সামাজিক ভোজন ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখিবার, শুনিবার, চিন্তা করিবার বিষয় বটে! কিন্তু কৈ! এ পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্মণ সমাজ কি কোন বিলাত ফেরত মুখোপাধ্যায় কি চাটুপাধ্যায়কে লইয়া নির্ব্বিবাদে সামাজিক ব্যাপারে যোগ দান করিয়াছেন? কায়স্থের এইরূপ জাতীয় উন্নতিজনক কার্য্য দেখিয়া যে বিদ্বেষীবৃন্দের হিংসার মাত্রা অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাদটীকার মন্তব্য জন্ম লাভ করে নাই তাহাই বা অবিশ্বাস করি কেমন করিয়া?

শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত। এ পর্য্যন্ত তিনিশতাধিক পণ্ডিত-প্রধানও সেইরূপ অভিমত প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখক মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিরূপ বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া অপ্রাসঙ্গিক ভাবে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ-প্রথাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য উক্ত পাদটীকার অবতারণা করত উপহাস করিয়াছেন, তাহা সুধীজনসম্মত কি না—শাস্ত্র সঙ্গত কি না পাঠক মহাশয়েরা তাহা বিবেচনা করিবেন। তিনি জাতিধর্ম্ম না মানিতে পারেন কিন্তু তাঁহারই ন্যায় ২।১০ জন কায়স্থ ব্যারিষ্টার যে সভার সভ্য, হিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষক আছেন, সে সভার কার্য্যকে তিনি উপেক্ষা করেন কেমন করিয়া? এবং যে সকল কায়স্থ ব্যারিষ্টার বা বিলাত প্রত্যাগত উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, করিতেছেন, তাঁহাদেরই বা উপহাস করেন কোন প্রমাণ বলে? তাঁহার জানা উচিত ছিল, তাঁহার ন্যায় ২।১০ জন কায়স্থ ব্যারিষ্টার ও বিলাত ফেরত স্বকীয় বর্ণ ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সমাজ-তত্ত্বানভিজ্ঞ বিশেষতঃ কায়স্থ-সমাজ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী ব্যারিষ্টার উক্ত পাদটীকার অবতারণাকে অনধিকার চর্চ্চা ও হাস্যজনক বলিয়া মনে নাও করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সমাজতত্ত্বে অভিজ্ঞ এবং কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে ইহা নিতান্তই হাস্যজনক হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ-মাত্র বিদ্যমান নাই।

বহুদিনের প্রচলিত ও আচরিত প্রথার, দুই দশ দিনে আমূল পরিবর্ত্তন অসম্ভব। বহু দিনের বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাকে ২।৩ বৎসরে সমূলে উৎপাটিত করাও সম্ভাবিত নহে। বঙ্গ-সমাজ বহুদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছেন যে, কায়স্থ-গণ উপবীত হীন এবং শূদ্র ও শূদ্রাণী স্বরূপেই তাঁহারা পরিচিত হইতেছিলেন, বিশেষতঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্তও বঙ্গীয় সমাজে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতীয়েরই উপবীত দেখা যাইত না সুতরাং সাধারণে ও বৃদ্ধ বৃদ্ধারা যে অজ্ঞতাবশে

আপনাদিগকে শূদ্র মনে করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের ও উপহাসের বিষয় কি আছে? বরং ঐরূপ ধারণাই সঙ্গত। বৃদ্ধারা কায়স্থের পৈতা দেখেন নাই—কায়স্থের উপবীতাধিকারিত্বের কথা কেহ তাঁহাদিগকে শুনান নাই—তাঁহারা জানিতেন—এখনও অনেক কায়স্থ বৃদ্ধা জানেন যে, বঙ্গে কেবল ব্রাহ্মণেরাই উপবীতের অধিকারী, অন্যে নহে, সেই ধারণার বশবর্ত্তীতা নিবন্ধন উপবীতধারী কায়স্থ উকিলপুত্রের বৃদ্ধা মাতার ঐরূপ উক্তি করা বিচিত্র বা আশ্চর্য্যের অথবা উপহাসের বিষয় নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি উকিল হইয়া, শামলা মাথায় দিয়া হয়কে নয় ও নয়কে হয় করিয়া, হাকিমদের কখন 'নায়ের' উপর গাড়ী, কখন গাড়ীর উপর 'না' দেখাইয়া, একই ধারায় সকলে এক হাকিমের নিকট একরূপ বৈকালে অন্য হাকিমের নিকট অন্যরূপ অর্থ করিয়া সকলে হাকিম ঠকাইতে মজবুত এবং আইনের বিধি ব্যবস্থা নজীর লইয়াই যিনি উদরান্নের সংস্থান করেন, তিনি যে কোন্ বুদ্ধি বিবেচনায় না জানিয়া শুনিয়া প্রকৃত তথ্য অবগত না হইয়া ও শাস্ত্রপ্রমাণ না লইয়া উপবীত গ্রহণ করত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, মনে করিলেন, ইহা প্রকৃতই বিশ্বাসের অযোগ্য ও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক উক্তি। কায়স্থ উকিল মহাশয় যে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া স্বকীয় বর্ণ ধর্ম্মের সন্ধান না লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার জন্য যে পৈতা লইয়াছিলেন, ইহা বর্ত্তমান কালোপযোগী উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিবার কাহারও প্রবৃত্তি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তথা কথিত কায়স্থ উকিল বাবুটি যদি যথার্থই পৈতা লইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ঘরের খবর লইয়া—কায়স্থেরা যে উপবীত লইয়া ব্রাহ্মণ হইতেছেন না, পরন্তু শাস্ত্রানুমোদিত স্বকীয় বর্ণধর্ম্ম ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া আত্মীয় স্বজনাদির মত লইয়া, ব্রাত্যত্ব খণ্ডনের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তবে পৈতা লইতেন। সুতরাং ব্যারিষ্টার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাদটীকার মন্তব্য সর্ব্বথা ভিত্তিহীন, অসার এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ উক্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ কোন কায়স্থ বিদ্বেষীর মুখে ঐরূপ অদ্ভুত উক্তি শুনিয়া, সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া ঐ অযৌক্তিক উক্তি তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা লেখক মহাশয়কে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি যে, যদি তিনি চক্ষে উকিল বাবুর পৈতা ত্যাগ দেখিয়া থাকেন এবং স্বকর্ণে মাতা পুত্রের উক্ত উক্তি শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি উপবীত ত্যাগী উকিল প্রবরের প্রচ্ছন্ন নামটি প্রকাশিত করিবেন, নচেৎ তাঁহার উক্তিকে কেহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মাচৌধুরী।

ভগবানে মন নিবদ্ধ রাখিবার উপায়।

কেহ কেহ বলেন, ভগবানে মন বাঁধিয়া রাখিবার উপায় নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান; কেহ বা বলেন, ঈশ্বরজ্ঞানই সে বিষয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। আবার কেহ বা বলেন, ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরে মন বাঁধিয়া রাখা যত সহজ অন্য কিছুতেই তেমন নহে। এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারও বা মত যে, যোগসাধনই ঈশ্বরে মন বাঁধিয়া রাখিবার পক্ষে অতি সহজ পন্থা। এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকগণ বিভিন্ন পন্থার অনুসরণকারী। গীতা কিন্তু পক্ষপাত শূন্য, গীতা এই কয়টি মতেরই পরিপোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ এই কয়টিই ভগবানে মন বাঁধিয়া রাখিবার প্রধান উপায়। এই বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য গীতা ব্যতীত অন্য কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না। গীতা কেবলমাত্র এই চারিটী মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—এই চারিটি মতের সামঞ্জস্যও দেখাইয়াছেন। গীতা বলিতেছেন, অগ্রে কর্ম্ম কর; বিনা কর্ম্মে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব; জ্ঞান হইলে ভক্তি আপনা হইতেই আসিবে, যে এই বিশ্বের মধ্যে ঈশ্বরের অচিন্ত্য কৌশল দর্শন করে, সে আপনা হইতেই ভক্তি ও বিস্ময়ে পরিপ্লুত হয়। বিনা জ্ঞানে অচলা ও অহৈতুকী ভক্তি উৎপন্ন হয় না। আর ভক্তি হইলে আপনা হইতেই জীব ঈশ্বর অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযোজিত ও সম্মিলীত হয়। গীতা দেখাইতেছেন, কর্ম্ম জ্ঞানের সোপান, জ্ঞান ভক্তির ও ভক্তি যোগের সোপান। গীতা হইতে ক্রমে এই বিষয়টি প্রতিপন্ন করা যাইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে নারায়ণ তুমি কোথায়ও কর্ম্মের প্রশংসা কর, কোথায়ও বা জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাক এরূপ মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে; অতএব তুমি নিশ্চ করিয়া বল, কোন্‌টির অনুষ্ঠান করিলে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারিব (অর্থা ভগবানে নিষ্ঠাবান হইতে পারিব)। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম যোগেন যোগিনাম্॥"

অর্থাৎ

পূর্ব্বে বলিয়াছি হে অনঘ আমি
আছে পৃথিবীতে নিষ্ঠা দুই মত।

সাংখ্যদের জ্ঞান কর্ম্ম যোগীদের
ইহাই জানিতে সতত নিশ্চিত॥

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাঁহারা জ্ঞান ভূমিতে আরূঢ় এবং চিত্ত শুদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে ধ্যানাদি দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা আর, যাঁহারা জ্ঞানভূমিতে অনারূঢ় কর্ম্মযোগাধিকারী, তাঁহাদের প্রতি জ্ঞানভূমিতে আরোহণের উপায় ভূতচিত্তশুদ্ধি-কর কর্ম্মযোগ দ্বারা ব্রহ্ম নিষ্ঠা ব্যবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু এই কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন নহে, কর্ম্মযোগ সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন। কর্ম্ম কদাপি ত্যাজ্য নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"নিয়তং কুরুকর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তেন প্রসিধ্যেদ কর্ম্মণঃ॥"

অর্থাৎ

অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ হয়
অতএব কর নিয়ত কর্ম্ম।
কর্ম্ম না করিলে কখন কদাচ
নাহি চলিবেক শারীর ধর্ম্ম॥

অনন্তর আমাদের মন কামাদি দ্বারা আবৃত ও বশীভূত। এই কামকে বিনাশ করিতে না পারিলে আমাদের উন্নতির কোনও উপায় নাই। ভগবান বলিয়াছেন :—

"ধূমেণাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমনেনচ।
যথোল্বেনাবৃতোগর্ভস্তথাতেনেদমাবৃতম্॥"

অর্থাৎ

অগ্নি যথা হয় ধূমেতে আবৃত
দরপণ যথা মল সহকারে।
গর্ভ যথা হয় জরায়ু আবৃত
সেইরূপ জ্ঞান অজ্ঞান আধারে॥

ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে হইলে, ভগবানে মন বাঁধিয়া রাখিতে হইলে যে জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশী কাম ইহাকে প্রতিবাধিত করিতে হইবে। কামকে দমন করিয়া জ্ঞানের বিকাশ সাধন করিতে হইবে। কামকে দমন করিতে হইলেই কর্ম্ম যোগের প্রয়োজন। তাই ভগবান বলিয়াছেন :—

"ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তপরাবুদ্ধি র্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥"

অর্থাৎ

দেহ হ'তে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিচয়
ইন্দ্রিয় হইতে মোদের মন।
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বহুগুণে
বুদ্ধি হ'তে আত্মা উত্তম ধন।
এরূপ বুঝিয়া করি আত্মস্থির।
কামরূপ শত্রু নাশিবে সুধীর ॥

এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা কামাদির বিনাশ সাধন ঘটে, সেই কর্ম্ম ক্রমে নিষ্কামতা প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মে পরিণত হয়, তখন আমাদের পূর্ণজ্ঞান জন্মে। তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

"সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

কিন্তু শুধু জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বরে মন বাঁধিয়া রাখা যায় না। ঈশ্বরের প্রতি মনকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিতে হইলে জ্ঞানকে ভক্তির সহিত সমন্বিত করিতে হইবে। ভগবান বলিয়াছেন :—

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ সমে প্রিয়ঃ ॥"

অর্থাৎ

প্রিয়বস্তু পেয়ে যেনা হৃষ্ট হয়
অপ্রিয় পেলেও করে না দ্বেষ।
সেই ভক্তিমান্ মম প্রিয়জন
নাহি শোক যার আকাঙ্ক্ষা লেশ ॥

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যখন আমাদের জ্ঞান ভক্তিসমন্বিত, যখন ঈশ্বরে ভক্তিবশতঃ শুভাশুভ কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সমর্থ হই, তখন আমরা আরও অধিকভাবে, আমাদের মনকে ঈশ্বরে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব এই প্রকার যখন আমরা একেবারে মুক্ত সঙ্গ হইয়া পড়ি, যখন আমাদের ভক্তি পরাকাষ্ঠা লাভ করে তখন জীব ও ঈশ্বর অবিচ্ছিন্নভাবে সংযোজিত ও সম্মিলিত হন। এই যোগী-জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাই ভগবান বলিয়াছেন :—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥"

অর্থাৎ

তপস্বী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ হয় শ্রেষ্ঠ বহু গুণ হ'তে জ্ঞানীগণ।
কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ অতি অতএব যোগী হও হে অর্জ্জুন ॥

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবানে মন বাঁচিয়া রাখার উপায়গুলি অতি বিশদভাবে বিবৃত দেখিতে পাই। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, গীতায় সাম্প্রদায়িকতা নাই, ভেদ জ্ঞান নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই। গীতা উদার সরল এবং বিশদ। জগতে এমন শাস্ত্র আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। হিন্দুদিগের সমস্ত দর্শন খুঁজিয়া যে ঈশ্বরবাদ মিলে না, এক গীতায় তাহার ছত্রে ছত্রে ঈশ্বরবাদ প্রতিভাসিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ স্থাপন গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির যতগুলি পন্থা রহিয়াছে, গীতা তাহার সমস্তগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, কাহারও নিন্দা করেন নাই, কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই। ভগবান বলিয়াছেন :—

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়িস্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎ কর্ম্মপরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি ॥
তথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতং।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগং ততঃ কুরুত যতাত্মবান্ ॥"

অর্থাৎ

আমারে যদ্যপি চিত্ত মিলাইতে নাহি পার।
অভ্যাসযোগের দ্বারা পেতে মোরে ইচ্ছা কর ॥
অভ্যাসে অক্ষম যদি হও মম কর্ম্মপর।
সদর্থে করিয়া কর্ম্ম পূর্ণ সিদ্ধি লাভ কর ॥
তাহাতে অক্ষম যদি মদ্ যোগ আশ্রয় কর।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যজি হও সদা মৎপর ॥

এইরূপ বহুবিধ ভাব গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সমস্তগুলিই সমগুণ সম্পন্ন নহে; কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ বা অধম। তাই ভগবান বলিয়াছেন :—

"শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফল ত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরতম্॥"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু বেদান্তরত্ন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর পক্ষপাত।

কায়স্থ-সমাজের অন্যতম সুহৃদ্, আমাদের মাননীয় প্রবীণ বন্ধু, আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহোদয় গত ফাল্গুন-সংখ্যা প্রতিভায় "প্রচারের আবশ্যকতা" নাম দিয়া এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ প্রবন্ধ পাঠে আমাদের বোধ হইল, তিনি যেন কায়স্থ-সভার দল বিশেষের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কায়স্থ-সভায় বর্ত্তমানে যে দুইটী দল হইয়াছে, ইহা গোপন করা সভার নিষ্প্রয়োজন। শ্রদ্ধাস্পদ কালীপ্রসন্ন বাবুর ন্যায় ব্যক্তির জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য নিরপেক্ষভাবে সত্য প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য এমন কথা আমরা বলি না, পরন্তু ব্যক্তিগতভাবে, বিনানুসন্ধানে শ্রুতবাক্যের সাহায্যে অপবাদ রটনা করা কখনই সমীচীন নহে। কায়স্থ-সভার সম্পাদক শরৎবাবু প্রচারের বিরোধী এ কথা ঠিক নহে; তিনি নানা কারণে শুধু বেতন ভোগী প্রচারকের দ্বারা প্রচারের সমর্থন করেন না। তাঁহার এই মতের সহিত আমাদের মিল হইয়াছে বলিয়াই যে আমরা তাঁহার নামে অসত্য কথার আরোপ করিয়া কায়স্থ-সমাজে তাঁহাকে খাটো করিবার চেষ্টা করিব, ইহা সঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে না। রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু মহাশয় প্রচারক রাখার সমর্থক হইলেও তিনি স্বয়ং এ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করেন নাই, শীঘ্র যে করিবেন এমন সম্ভাবনাও দেখা যায় না। বিনোদ বাবু উৎসাহী ও যোগ্য ব্যক্তি হইলেও তাঁহাকে নিজেদের জমিদারীর তত্ত্বাবধানের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করিতে হয়—জাতীয়কার্য্যে অধিক সময় লিপ্ত থাকিতে তাঁহার নিকট বড় আশা করা যায় না। তবু কায়স্থ-সভার হিত চিন্তা তিনি যতটুকু করেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

আমরা কোন কায়স্থের নিন্দা করিতে চাহি না। কর্ম্মহীন কাহাকেও প্রশংসা করিতে পারি না। সম্পাদক শরৎবাবুর অযথা সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিতে আমরা

অগ্রসর হই নাই। তিনি নাকি "পৈতা তুলসীর মালার ন্যায়, স্নানান্তে জপ করিবার সময় প্রয়োজন হয়, অন্য সময় ততটা প্রয়োজন হয় না" এই মতের সমর্থন করেন। কালীপ্রসন্ন বাবু এরূপ শুনিয়াছেন। আর এই শুনা কথার প্রতি নির্ভর করিয়া শরৎ বাবুর হস্ত হইতে কায়স্থ-সভাকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্যবর্গকে উত্তেজিত করিতে যত্নপর হইয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির বিদ্বেষদুষ্ট ব্যক্তিবিশেষের কথায় দায়ীত্বশূন্যভাবে মত প্রকাশ করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। অধিকাংশ সভ্যের মত যদি সম্পাদক শরৎবাবুর প্রতিকূলে হয়, তিনি সম্পাদক না হইলে তাঁহার বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ নাই। পরন্তু মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা নিন্দাজনক। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম, তিনি উপবীত সর্ব্বদা যথারীতি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তিনি স্বয়ং অনজও তনুজ তদ্রূপই করিয়া থাকেন। শরৎবাবু ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত ক্রিয়া কলাপ ক্ষত্রিয়ের ন্যায়ই সম্পাদন করিতেছেন। আদর্শ ম্লান করেন নাই। পিতার আদ্যকৃত ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন—অনেকের ন্যায় উপবীতী হইয়াও শূদ্রের ন্যায় অশৌচ ধারণ করেন নাই। আন্তর্গণিক বিবাহের আদর্শ সর্ব্ব প্রথম তিনিই! হইতে পারে, আমরা কায়স্থ-সভায় যেরূপ কাজ চাই, তাহা পাই না। ইহা শুধু সম্পাদকের দোষে যে হয় না, ইহা আমরা জানি! সম্পাদক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন উক্ত সমিতি শূদ্রাচারের প্রেমে যত দিন মগ্ন থাকিবে ততদিন আশানুরূপ কাজ হইবে না। সম্পাদক পরিবর্ত্তন করিলেও নহে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে যাহাতে অধিক সংখ্যক শূদ্রাচারী প্রবিষ্ট না হইতে পারে, কায়স্থ-সমাজ তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে সভার কার্য্য উত্তরোত্তর সন্তোষজনক হইবে। আমরা আর বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আশা করি, শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন বাবু শরৎবাবুর প্রতি আরোপিত আপত্তিজনক কথাগুলির প্রত্যাহারকরিয়া নিরপেক্ষতার পরিচয় দান করিবেন। কায়স্থ-জাতির মঙ্গল যেন আমাদের প্রার্থনীয় হয়—ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধ যেন আমাদিগকে বিপথগামী না করে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রাপ্তি স্বীকার :—

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। কায়স্থ-সভার পুরাতন এবং হিতৈষী সভ্য, ঢাকা, ৮নং বাসাবাটী নিবাসি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পালবর্ম্মা গত বার্ষিক অধিবেশনে, (এই ভাণ্ডারের প্রস্তাব উঠিলে) বার্ষিক ৩৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুত করিয়া এক টাকা তৎকালে দান করেন। বাকী ২৲ টাকাও গত ৮ই চৈত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা ধন্যবাদের সহিত তাঁহার দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

তর্কামৃত। মহামহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কলঙ্কার নব্যন্যায়ের প্রবেশিকারূপে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, তাহার মূল ও বঙ্গানুবাদ করিয়া 'ন্যায়-প্রবেশ' নাম দিয়া প্রথমভাগ প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, পুস্তকখানি সংশোধন করিয়া এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা বেশ সরল হইয়াছে। নব্যন্যায়-প্রাঠার্থীর পক্ষে মূল্য বেশ অল্প, ॥০ মাত্র। ২৮।২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, লোটাস্ লাইব্রেরী, অথবা বহুবাজার, ৪নং আরপুলি লেন প্রকাশকের নিকট প্রাতব্য।

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা :—

সন ১৩২৬ সালের বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা, আমরা উপহার পাইয়াছি। এবারকর রাজসংস্করণ ও (বর্ত্তমানে কাগজ নিতান্ত দুর্ম্মূল্য থাকিলেও) পূর্ব্ববৎ আইভরি ফিনিস্ কাগজে এবং উৎকৃষ্ট বান্ধান হইয়াছে। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার প্রচার দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। স্বর্গীয় মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহোদয় ইহার উন্নতি কামনায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহার প্রচার বৃদ্ধিতে আমরা বিশেষ আনন্দিত।

The Pearl. এই ইংরাজী সংবাদ পত্রখানি রাজনীতি পরিহার করিয়া, শুধু সংবাদ লইয়া মাসিক প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা প্রথমবর্ষের ৩য় খণ্ড, অর্থাৎ মার্চ্চসংখ্যা পাঠাইয়াছি। ১৭৩।২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, এস্-কে রায় ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারা যাইবে।

হিন্দু-রঞ্জিকা। এই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকাখানি, রাজসাহী-ধর্ম্ম-সভার মুখপত্র স্বরূপ বহুদিন হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। আমরা কায়স্থ-পত্রিকার

সহিত বিনিময় নিমিত্ত ৫০ ভাগ, ৪২শ সংখ্যা হইতে রীতিমত পাইতেছি। ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি বিষয়ে অনেক ভাল ভাল সংবাদ থাকে। বার্ষিক মূল্য, রাজসাহী সহরে ১৷৷০ মফঃস্বলে ২৲ টাকা। বেশ সুযোগ্য ব্যক্তি ইহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সভা-সমিতি :—

১১ই ফাল্গুন, ১৩২৫। যশোহরের অন্তর্গত মাধবপুর-কায়স্থ-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহবর্ম্ম মহাশয় সংবাদ পাঠাইয়াছেন—"স্থানীয় ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সিংহ মহাশয় স্বীয় সম্পত্তি পরিদর্শন করিতে গিয়া রাখালগাছী গ্রামে এক কায়স্থ-সভা করেন। সভায় রাখালগাছী, বাহিরগাছী, সাঁকো প্রভৃতি গ্রামের কায়স্থ-বৃন্দ উপস্থিত হন। শ্যামাচরণ বাবু সমবেত কায়স্থবৃন্দকে বিবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা কায়স্থগণের জাতীয় অধিকার, বর্ণ ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন। এবং সকলকেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া, অনেকে অবিলম্বে উপনয়ন গ্রহণ ও অনেকে সভার সভ্য হইতে অঙ্গীকার করেন।" এই প্রকার স্বজাতি-হিতৈষী সুধীবৃন্দের আন্তরিকতা সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে যেদিন প্রকটিত হইবে, সেই দিন কায়স্থগণের গৌরবের দিন হইবে। আমরা কায়স্থ-সভার পক্ষ হইতে শ্যামাচরণ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উপনয়ন :—

২৪শে মাঘ, ১৩২৫। বরিশাল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার গুহ মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে অনন্ত বাবু স্বয়ং এবং উকিল শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গুহ, সেলেক্‌টারীর কেরাণী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুহ, অন্নদাকুমার রায় এই চারিজন বঙ্গজ-কায়স্থ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী-সংস্কার গ্রহণ করেন।

২৪শে মাঘ, ১৩২৫। কলিকাতা-চেৎলা। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনারায়ণ শর্ম্মত্রিবেদী মহাশয়ের বাসার কেন্দ্র। বরিশাল কাশীপুর নিবাসী, বঙ্গজ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রীসংস্কার গ্রহণ করেন।

২১শে ফাল্গুন, ১৩২৫। চট্টগ্রাম। ছনহরার ভূম্যধিকারী, শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাপয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্রবিনোদ দত্তের যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে সাবিত্রী সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। এই কার্য্য স্থানীয় পুরোহিতই সম্পাদন করেন।

২১শে ফাল্গুন, ১৩২৫। পাবনা-বনওয়ারীনগর। বারেন্দ্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল রায় বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ প্রভাতকুমার এবং প্রদ্যোতকুমার রায়কে যথাশাস্ত্র

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন দেওয়াইয়াছেন। এই কার্য্যে কৃষ্ণবাবুর কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী আচার্য্য ছিলেন ও ৪।৫ শত ব্রাহ্মণ কায়স্থ নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করেন।

বিবাহ:—

১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৫। বহুবাজার-নেবুতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শোভার, সিমলা ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস সোম মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দাশরথির সহিত শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। শুনা গিয়াছে, এই বিবাহে হরিদাস বাবু কন্যা পক্ষের নিকট হইতে কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু বিবিধ সৎ কার্য্যের নিমিত্ত পঞ্চ সহস্রাধিক টাকা দান করিয়াছেন।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩২৫। বিশ্বকোষ-কুটীর। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার, যশোহর খাসিয়াল নিবাসী ৺মধুসূদন বিশ্বাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রও উপবীতী। বিবাহটী বিনাপণে ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন :—

গত মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় বর্ত্তমান মহাধিবেশন ঢাকানগরীতে করার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার মাননীয় সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ঢাকার বর্ত্তমান সময় বসন্ত ও ওলাউঠা রোগে সহরবাসী ভীত হইয়া পড়ায় তাঁহারা ইহাদের বন্ধে মহাধিবেশন করিতে চাহেন, এজন্য নড়াইল কায়স্থবৃন্দের আবেদনে। আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ, ১৩২৬ (ইং ১৯শে ও ২০ এপ্রিল) শনি ও রবিবার নড়াইলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সপ্তদশবার্ষিক অধিবেশন হইবে। কায়স্থবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া জাতীয় উন্নতি বিধানে সহায়তা করিয়া বাধিত করিবেন।

যাঁহারা সভায় যোগদান করিবেন, তাঁহারা অবিলম্বেই অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশীকুমার বসু মহাশয়কে হাটবাড়িয়া, পোঃ রতনগঞ্জ, নড়াইল (যশোহর) এই ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানাইলে, তিনি তাঁহাদের আহার অবস্থানাদির সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু সকলে নিজের বিছানা প্রভৃতি সঙ্গে লইতে ভুলিবেন না।

পুরোহিতের সাহায্য :—

কায়স্থ-সভার অন্যতম কেন্দ্রাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন কন্যা বিবাহের জন্য অর্থাভাব জানাইয়া, সভার নিকট সাহায্য কামনায় এক দরখাস্ত করেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি উক্ত দরখাস্তের মর্ম্ম সভার হিতৈষী সভ্যগণের নিকট বর্ত্তমান সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় নিবেদনার্থ বিধান করেন। তদনুসারে আমরা সভার সুহৃদ সভ্যগণের নিকট উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যাদায় হইতে উদ্ধার নিমিত্ত সানুনয় অনুরোধ করিতেছি—যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, দয়া করিয়া সভার সম্পাদকের বরাবর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

প্রেরিত পত্র :—

শরৎবাবু কেমন আছেন? আমার ঠিকানা উপরে দেওয়া আছে।* আমার ছোট মেয়ের বিবাহের কাহিনী কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। নিশ্চয় করিবেন। তুবা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইবেন। এই কাহিনী পাঠে কায়স্থ-সমাজের—সকল সমাজের উপকার হইবে। আমার জামাতার নাম শ্রীমান্ আশুতোষ গুহ বি-এ, বি এস্-সি (Manchester)। ইনি Serampur, Government Weaving College এর Offg. Principal। গত অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্ব অগ্রহায়ণ (১৩২৪ সাল) সে আমার মেয়ে রেণুকার বিবাহ হইয়াছে। এতদিন আমি কিছুই জানাই নাই। বিবাহিলাম, আর কেহ আপনাকে লিখিবেন। কেহই লিখিলেন না। বাধ্য হয়া আমার লিখিতে হইল। বিবাহের প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে পাত্রের বাড়ীতে (৯।১) বিডন্ রো) পাকা দেখা হয়। পাকা দেখার দিন নিম্নলিখিত ভদ্রলোক গুলী উপস্থিত ছিলেন :—

১। Mr. D. P. Ray
Land Acquisition Collector,
Caleutta.

২। Rai Sahib Ramani Mohan Mitra,
Personal Asstt. to the Excise
Commissioner, Bengal.

আমি দরিদ্র আপনার অবিদিত নাই। আমার বেহাই মহাশয়ের নাম শ্রীযুক্ত

* শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় স্বীয় পত্রের উপরে যে ঠিকানা দিয়াছেন, তাহা ৭-এ হরমোহন ঘোষ লেন, সুরা, বাগবাজার পোষ্ট, কলিকাতা।

সাহিত্য-সম্মিলনে আমন্ত্রণ ঃ—

এবার হাওড়া-সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন। আগামী ৬ই বৈশাখ, শনিবার হইতে অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বঙ্গের সাহিত্যসেবী সাহিত্যানুরাগী সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি।

আমরা সকলের ঠিকানা অবগত নহি। সুতরাং আমরা সকলকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করিবার সুযোগ পাইব না। তাই সাধারণভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবক ও সুহৃৎ সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি,—আসুন, ভাই ভাই সকলে একপ্রাণ একমন হইয়া মায়ের মন্দিরে অঞ্জলি দানের জন্য উপস্থিত হউন।

সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা যথাশক্তি করা হইতেছে। সম্মিলনের অধিবেশন জন্য হাওড়ার ময়দানে প্রকাণ্ড এক মণ্ডপ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; আর, সে মণ্ডপ বেষ্টন করিয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক বিবিধসামগ্রীপূর্ণ প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন হইতেছে। প্রতিনিধিগণের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য সঙ্গীত, নাট্যাভিনয়, ছায়াচিত্র প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইবে। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্য হাওড়ার ষ্টেশনের উত্তরস্থিত প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা স্থির করা হইয়াছে।

যে সকল সাহিত্যসেবী এই সম্মিলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর শ্রীহুর্গাদাস লাহিড়ী, অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক। "সাহিত্য-সম্মিলন," হাওড়ায় পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

সপ্তদশবার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সপ্তমাধিবেশন।

১১ই ফাল্গুন, ১৩২৫ রবিবার, অপরাহ্ণ ৪৷৷০টা।

কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়, ৮৯।১ নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(উ) শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (সভাপতির আসনে)।
(ব) " শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
(দ) " তারকচন্দ্র দেব বর্ম্মা।
(ব) " মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(উ) মান্যবর রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্ম বাহাদুর-এম্-এ, বি-এল্।
(উ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম্-এ।
(দ) " দয়ালচন্দ্র বসু।
(দ) " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।
(দ) " বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(দ) " মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, এম্-এ।
(বা) লেপ্টেণ্যাণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, বি-এ (সহঃ সম্পাদক)।
(ব) শ্রীযুক্ত নীতিশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বি-এ (সহঃ সম্পাদক)।
(উ) " আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, এম্-এ (সাধারণ সভ্য)।
(দ) " শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা, বি-এল্ (সম্পাদক)।

বর্ত্তমান বর্ষের বঙ্গজ সহঃসভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, অন্যতম সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্ম প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, রংপুরের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা, এবং দিনাজপুরের উকিল, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র শিকদার বর্ম্মা ইঁহারা শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র লিখেন।

অদ্যকার সভায় সভাপতি অথবা সহঃসভাপতিগণের মধ্যে কেহ উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্ম মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্ম মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির গত ষষ্ঠাধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পঠিত এবং পৌষ ও মাঘ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসবে প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। কায়স্থ-সভার আজীবন সভ্য ভবানীপুর, পদ্মপুকুর রোড্ নিবাসী মন্মথনাথ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিলেন। এবং সর্ব্ব-

সম্মতিক্রমে স্থির হইল, সভার এই সমবেদনা তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে জানান হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

১। (ব) শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়, (জয়কালজ) কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
২। (দ) „ প্রফুল্লচন্দ্র বসু, সাং ৪২-এ, গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)।
৩। (দ) „ মন্মথনাথ বসু বি-এ, সবজজ, রংপুর।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা (কর্ম্মাধ্যক্ষ)।
৪। (দ) „ সারদাপ্রসাদ সেন, মার্চেণ্ট, মতিহারী।
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা।

তৃতীয় প্রস্তাব। বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও সময় নির্দ্দেশ। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন,—এ সম্বন্ধে আমি গত বর্ষের সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীনাথ বর্ম্মরায় বাহাদুরের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়—বার্ষিক অধিবেশন এবার ঢাকানগরীতে হইতে পারিবে। এবং পূর্ব্বের রীত্যানুসারে গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধেই অনুষ্ঠিত হইবে। অনন্তর কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—এই মহাসভা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ শাখা-সভার সম্পাদক মহাশয়কে জানান হউক—আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ, ইং ১৯ ও ২০শে এপ্রিল শনি ও রবিবার ঢাকা নগরীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ১৭শ বার্ষিক অধিবেশনার্থ তিনি যেন অবিলম্বে আহ্বান পত্র প্রেরণ করেন। আর কালবিলম্ব না করা হয়; যে হেতু সম্মুখে অতি অল্প সময় আছে।

চতুর্থ প্রস্তাব। সারদাচরণ-আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে। সম্পাদক শরৎ বাবু বলিলেন এই বিদ্যালয়ে পারিতোষিক দেওয়ায় ক্রীত পুস্তকাদির মূল্যে যে বিল বিল পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মাননীয় সভাপতি (বর্ত্তমান বর্ষের) মহাশয় প্রদত্ত ৫০৲ টাকা বাদ, এখনও প্রায় ৮০৲ টাকা বাকী আছে। ঐ টাকা পরিশোধিত কি হইবে? এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সম্পাদকেরা বিবেচনা করিয়া কতিপয় সভ্যকে পত্র লিখিয়া ঐ ৮০৲ টাকা তুলিতে চেষ্টা করুন।

স্বাক্ষর
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক।

স্বাক্ষর
শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত।
সভাপতি।
২৬।১২।২৫

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।
৮৯।১ গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

সসম্মান সবিনয় নিবেদন—

১। বঙ্গ-দেশীয় কায়স্থ-সভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন যাহা বিগত ৬ই ও ৭ই বৈশাখ নড়াইলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অবৈধ হইয়াছে এই আপত্তিতে উহা রদ ও বাতিল করণের অভিপ্রায়ে কতিপয় সভ্য একটি বিশেষ-সাধারণ-সভা আহ্বান করার জন্য এক আবেদন (requisition) * করিয়াছেন।

২। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের কতকগুলি কার্য্যকলাপ সভার ক্ষতিজনক হইয়াছে এই হেতুবাদে কতিপয় সভ্য সেই সমস্ত কার্য্যের সুবিচার প্রার্থনা করিয়া আর একটী বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করার আবেদন (requisition) † করিয়াছেন।

উক্ত উভয় আবেদনপত্রের আলোচনা ও মীমাংসা জন্য আগামী ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ৮ই জুন রবিবার (দশহরার দিন) বেলা ৫ ঘটিকার সময় ২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একটী বিশেষ-সাধারণ-অধিবেশন হইবে। সভার নিয়মানুসারে পত্র দ্বারা মতামত (vote) গ্রাহ্য হয় না, এ কারণ এই গুরুতর বিষয় মীমাংসার জন্য মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বয়ং উপস্থিত হইবেন ইহাই সানুনয় প্রার্থনা ।‡

বশংবদ
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ
সম্পাদক।

---

* এই ১ম আবেদন (requisition)এর নকল ও নড়াইলের সভায় উপস্থিত সম্পাদকের কৈফিয়ৎ এই সঙ্গে পাঠান হইল।

† এই ২য় আবেদন (requisition) এর নকল এই সঙ্গে পাঠান হইল।

‡ বিশেষ দ্রষ্টব্য—মফঃস্বল হইতে যাঁহারা এই সভায় যোগদান করিবেন তাঁহারা অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ, ১৪৬নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায়, সভার অন্ততঃ ৫ দিন পূর্ব্বে পত্র লিখিলে তিনি তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবেন। অনুগ্রহ করিয়া শয্যা সঙ্গে আনিতে ভুলিবেন না।

DOUBLE COLOUR

১ম আবেদন পত্র।

মাননীয় বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

সসম্মান সবিনয় নিবেদন,

নিম্নলিখিত হেতুবাদে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্য অবিলম্বে কলিকাতায় উক্ত সভার একটী সাধারণ অধিবেশন হওয়া একান্ত প্রয়োজন বিবেচনায় আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী সভ্যগণ নিবেদন করিতেছি যে, আগামী ২১শে বৈশাখ রবিবার, কিম্বা যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত সাধারণ অধিবেশনের দিন ধার্য্য করিয়া এই আবেদনপত্রের প্রতিলিপিসহ বিজ্ঞাপন যথাসময়ে প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরণ করিয়া সভার মহাধিবেশন আহ্বান করা হউক। এই বৃহৎ সভায় সমস্ত সভ্যগণের উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনেক সভ্য উপস্থিত হইলে কায়স্থসভার গৃহে সমাবেশ হওয়ার আশা নাই, অথচ কোন ব্যক্তিবিশেষের বাটীতে সভার অধিবেশন হইতে অনেক সভ্যের গুরুতর আপত্তি আছে। এই বিবেচনায় কোনও সাধারণ স্থানে অধিবেশন করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

সভা-আহ্বানের হেতু

সভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন নড়াইলে হওয়ার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব করা হয় এবং তাহা নড়াইলে হইবে বলিয়াই গৃহীত হয়। কিন্তু নড়াইলে অধিবেশন হয় নাই, অথচ আমরা শুনিলাম যে, ব্রাহ্মণডাঙ্গার হাটবাড়িয়াতে কায়স্থসভার অধিবেশনের নাম করিয়া এ সভার অধিবেশন করা হইয়াছে! সুতরাং যে সভা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নিরূপিতরূপে হয় নাই, তাহা সভার বার্ষিক অধিবেশন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না!

১। কায়স্থসভার ৩৯ নিয়মাবলী অনুসারে বার্ষিক অধিবেশনের বিজ্ঞাপন সভ্যেরা অনেকেই ৭ দিন পূর্ব্বে পান নাই।

২। যাহাকে কায়স্থসভার বার্ষিক অধিবেশন নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাতে সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ও বার্ষিক হিসাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হওয়ায় প্রকৃতপ্রস্তাবে সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন এ যাবৎ হয় নাই।

৩। ১৩২৬ সনের কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠনসম্বন্ধে অনেকগুলি নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। যথা :—

(ক) যিনি বঙ্গজ সহঃ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তিনি সভার সভ্য হেন, এবং সভার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। পূর্ব্বে ১৲ টাকার

সভ্য ছিলেন, কিন্তু চাঁদা বাকী পড়ায় নাম কাটা গিয়াছে। তৎস্থলে যদিও তাঁহাকে ব্রাহ্মণডাঙ্গা-হাটবাড়িয়া-সভায় নূতন সভ্য করা হইয়া থাকে, তাহা এ যাবৎ কোন প্রকারে কার্য্যকর হইতে পারে না। বিশেষতঃ নিয়মানুসারে তৎকালে তিনি কি অপর নূতন সদস্য প্রবেশিকা প্রদান না করায় তাঁহাদিগকে প্রস্তাবিত পদ-প্রদান অবৈধ।

(খ) ২৮ (অ) নিয়মের ব্যতিক্রমে মফঃস্বলের (সকল জেলার) প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা নিয়মবিরুদ্ধ।

(গ) ২৮ (ই) নিয়মের ব্যতিক্রমে যাঁহাদের চাঁদা আদায় ১৩২৫ সনের, এমন কি তাহার পূর্ব্বে দুই বৎসরের বাকী আছে, এমন সভ্যের মধ্য হইতেও কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

(ঘ) ২৭ নিয়মের ব্যতিক্রমে দক্ষিণ-রাঢ়ীয়-সমাজ হইতে অন্য সমাজের তুলনায় অধিকতর সংখ্যার সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে।

৪। সভাপতির অভিভাষণ সমস্ত পাঠ করা হয় নাই, বা বিতরণ করা হয় নাই, ইহাও সভার নিয়মবিরুদ্ধ হইয়াছে।

৫। পূর্ব্বে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপন না দিয়া নিয়ম-পরিবর্ত্তন ও সংযোগ করা হইয়াছে। তাহা নিয়মবিরুদ্ধ হওয়ায় বলবৎ ও কার্য্যকরী হইতে পারে না। সাধারণ নিয়ম-প্রবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে হইলে তাহা নির্ব্বাহক-সমিতির দ্বারা অনুমোদিত হইলে, অথবা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে প্রস্তাবিত হইয়া বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন। এইরূপ নিয়ম গৃহীত হওয়ার জন্য এই প্রস্তাবিত অধিবেশনে উত্থাপিত হওয়া উচিত।

৬। সাধারণ অথবা বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি, সম্পাদক অথবা অন্য যে কোনও কর্ম্মচারী এবং সদস্য মনোনীত ও গৃহীত হইবেন, তাঁহাদের নামের তালিকা উক্ত প্রকার সভার অধিবেশনের বিজ্ঞাপনের সহিত উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

আগামী বর্ষের জন্য মাননীয় বিভাগীয় কমিশনর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে বার আই-সি-এস্, সি,আই-ই সভাপতি ও শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র ও রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করার জন্য ৩০শে চৈত্র রবিবার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে নিম্নপত্তিতে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত হয় তৎকালে কুমার মন্মথনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নাম সভাপতি পদের জন্য কেহ কেহ উত্থাপন করিলে, তাহাতে কতক সভ্য বিশেষ আপা

করেন। সেই সভাতে সম্পাদকের স্থলে অন্য কাহারও নাম কোন সভ্য উত্থাপন করেন নাই। দুঃখের বিষয়, সেই সভাটী অতিশয় অবৈধভাবে ভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। প্রকাশিত ব্রাহ্মণডাঙ্গা-হাটবাড়িয়ার সভার এই সকল কথা সম্পাদক মহাশয়ের প্রকাশ করা উচিত ছিল, অবগত হইলাম, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই।

আমরা আরও অবগত হইতেছি যে, অবৈধরূপে ব্রাহ্মণডাঙ্গা-হাটবাড়িয়াতে কায়স্থসভার বার্ষিক অধিবেশনের নামে যে সভার অধিবেশন হইয়াছে, তাহার কার্য্যপ্রণালী কোন অংশেই নিয়মানুসারে করা হয় নাই। উক্ত অবস্থাধীন আমরা নিম্নলিখিত কতিপয় প্রস্তাব এই সাধারণ অধিবেশনে বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রস্তাবাবলী—

১। যেহেতু গত ৩০শে চৈত্রের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অভিপ্রায়মতে নড়াইলে কায়স্থসভার কোন বার্ষিক অধিবেশন হয় নাই এবং ব্রাহ্মণডাঙ্গা হাটবাড়িয়াতে কোন সম্পাদকের কি কোন কর্ম্মচারীর, কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির বিনানুমতিতে কায়স্থসভার বার্ষিক অধিবেশন করার ক্ষমতা ও অধিকার ছিল না। অতএব সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ঈদের বন্ধে ঢাকা অথবা অন্য যে কোনও স্থানে হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, তথায় ঐ বার্ষিক অধিবেশন করা হউক।

২। যাবৎ এই বার্ষিক অধিবেশন না হয়, তাবৎ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য গত বর্ষের কর্ম্মচারিগণ এই সভার কার্য্য পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণভাবে পরিচালনা করিতে থাকিবেন।

৩। হাটবাড়িয়া-ব্রাহ্মণডাঙ্গায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিনানুমতিতে কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশনের নামকরণে কেন অধিবেশন করা হইল, তাহার কৈফিয়ৎ সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট গ্রহণ করা হউক এবং সেই কৈফিয়ৎ বিবেচনার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রতি অর্পণ করা হউক। ইতি ১৩ই বৈশাখ ১৩২৬ সাল।

বশংবদ—

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা।
শ্রীবসন্তকুমার মিত্র।
শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।
শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা।
শ্রীরেবতীমোহন রায়চৌধুরী (কাব্যতীর্থ)
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।

বশংবদ—

শ্রীবামাচরণ মজুমদার বর্ম্মা।
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।
শ্রীনীতিশচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীগোপালচন্দ্র দে।
শ্রীঅনিলকৃষ্ণ পাল।
শ্রীসুশীলকৃষ্ণ মিত্র।

শ্রীহেমন্তকুমার দত্ত।
শ্রীহীরালাল মিত্রবর্ম্মা।
শ্রীবসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা।
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীননীলাল দত্ত।
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু বর্ম্মা।
শ্রীসনৎকুমার পাল।
শ্রীনন্দলাল সরকার।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুহ রায়।
শ্রীবসন্তকুমার সরকার।
শ্রীহেমকুমার মিত্র।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীকালীচরণ মিত্র।
শ্রীশিশিরকুমার বসু।
শ্রীবসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।
শ্রীরজনীমোহন দে বর্ম্মা।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ কর।

১ম আবেদন-পত্র সম্বন্ধে সম্পাদকীয় কৈফিয়ৎ।

সসম্মান সবিনয় নিবেদন—

গত ১৩ই বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা প্রমুখ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কতিপয় সভ্য সাধারণ-সভা আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে যে পত্র দিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পত্রে যে কৈফিয়ত লইবার কথা আছে, তদুপলক্ষে নিম্নে কয়েকটী বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম :—

সভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্মণডাঙ্গা-হাটবাড়িয়ায় হওয়া সম্বন্ধে যে আপত্তি উঠিয়াছে, তদুত্তরে আমার নিবেদন—ব্রাহ্মণডাঙ্গা-হাটবাড়িয়া নড়াইলের অন্তর্গত এবং সভা হইতে উক্ত বার্ষিক অধিবেশনের যে নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হইয়াছিল (কাঃ পঃ চৈত্র-সংখ্যা ৫৫৮ পৃঃ) তাহাতেই প্রকাশ আছে যে, হাটবেড়িয়া, রতন-গঞ্জ, "নড়াইল" বলিয়াই লোকপ্রসিদ্ধ। অতএব সেখানে বার্ষিক অধিবেশন হওয়া অবৈধ হয় নাই। এসম্বন্ধে নড়াইলের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত রায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

কাশীপুর
১৭-১-২৬

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু—

সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়ের ১৬ই বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। রূপগঞ্জ, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, হাটবাড়িয়া নড়াইল ছাড়া নহে। সমস্তই পাশাপাশি পল্লী। প্রথমে আমাদের বাটীতে সভা হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। পরে আমি সভার কর্ত্তৃপক্ষ

গণকে বলি এ সময় জল-ঝড়ের দিন, যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ওখানে এরূপ কোন আচ্ছাদিত স্থান নাই যেখানে এত বড় সভা হইতে পারে। এ কারণ আমাদের বাটীর কিছুদূর দক্ষিণে ব্রাহ্মণডাঙ্গার আমার খুল্লতাতভ্রাতা শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ রায়ের বাটীতে সভার অধিবেশন করার পরামর্শ দিই এবং আমাদিগের বাটীতে কায়স্থ-মহোদয়গণের থাকিবার ব্যবস্থা করি। কারণ বৃষ্টি হইলে তাঁহার নাটমন্দিরে অনায়াসে সভা হইতে পারে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় দিন যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীমান্ জিতেন্দ্র তাহার নাটমন্দির না থাকিলে সভা হওয়া অসম্ভব হইত। এ সভার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তাহা লেখা বাহুল্য। সভায় উপস্থিত হওয়া আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ যাইতে না পারায় তারযোগে জানাইয়াছিলাম নিবেদন ইতি,—

বশংবদ—
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

১। কায়স্থ-সভার ৩৯ সংখ্যক নিয়মে আছে—

"সম্পাদক প্রত্যেক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সাধারণ অধিবেশন-স্থলে অন্ততঃ ৭ দিন পূর্ব্বে এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন-স্থলে অন্ততঃ ৩ দিন পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সভ্যগণকে জ্ঞাপন করিবেন।"

উক্ত নিয়মানুসারে সভার ৭ দিন পূর্ব্বে পত্র পাঠাইলেই যথেষ্ট, কিন্তু সভা হইতে গত ২৮শে চৈত্র (১১ই এপ্রেল) তারিখে অর্থাৎ বার্ষিক অধিবেশনের ৯ দিন পূর্ব্বে পত্র বিলি শেষ করা হইয়াছিল। ইহাতে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয় নাই।

২। সভার গত বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ও হিসাবসম্বন্ধে গত বর্ষের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ হওয়ায় আমি নাম দিতে অসম্মতি প্রকাশ করি। এই সমস্ত কারণে উক্ত অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে আলোচনা "স্থগিত" হয়। আবেদনপত্রে উহা "সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত" হইল বলিয়া যাহা লেখা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। যখন বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করার সাধারণ সভার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তখন উহার আলোচনা "স্থগিত" রাখায় কিছুই অবৈধ হয় নাই।

৩। ১৩২৬ সালের কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির গঠনসম্বন্ধে নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া মনে করি না।

(ক) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় বঙ্গজ সহঃ-সভাপতি নির্ব্বাচিত

হইয়াছেন। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং তাঁহার প্রবেশিকা এবং চাঁদাও আদায় করা হইয়াছে। তিনি কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি নাই। তবে তিনি কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইতে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যপ্রচারকল্পে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার অতিবৃদ্ধ বয়সে কায়স্থ-সমাজের যেরূপ সেবা করিতেছেন, তাহা বঙ্গদেশে কাহারও অবিদিত নাই।

(খ) ২৮ (অ) নিয়মের ব্যতিক্রমে কোন কার্য্য করা হয় নাই। সভা আহ্বান করিবার জন্য ১ম আবেদনপত্রে লেখা হইয়াছে, "মফঃস্বলের (সকল জেলার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন," ইহার অর্থ বুঝিলাম না। সকল জেলার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইলে এদিকে নিরূপিত সংখ্যা হইতে অনেক বেশী হইয়া যায়। কায়স্থ-সভা-স্থাপন হইতে যেভাবে বরাবর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন, এবারও সেই পূর্ব্ব প্রথা অনুসারেই নির্ব্বাচন হইয়াছে।

(গ) ২৮ (ঈ) নিয়মের ব্যতিক্রমে দুই বৎসরের অধিক যাঁহাদের চাঁদা বাকী আছে, তাঁহাদিগকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য করা হয় নাই। তবে যাঁহাদের এক বর্ষের চাঁদা বরাবর ভিঃ পিঃ দ্বারা আদায় হইয়া থাকে, সভা হইতে তাঁহাদের নামে যথাসময়ে তাগিদ পত্র বা ভিঃ পিঃ না যাওয়ায় যথারীতি টাকা আদায় হয় নাই, তজ্জন্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নাম তাঁহাদের বিনা দোষে বাদ দেওয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি ও মূল সভা সমীচীন মনে করেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যেরূপ নিয়মে কার্য্য করা হইয়া আসিতেছে, এবারে তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই।

(ঘ) ২৭ নিয়মের ব্যতিক্রমে দক্ষিণ-রাঢ়ীয়-সমাজ হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষেও অন্য সমাজের তুলনায় অধিক সংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ই এইরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন। মাননীয় কিরণচন্দ্র দে মহাশয় স্বর্গীয় সারদাবাবুর রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া গত বৎসর চট্টগ্রামে কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশনে দক্ষিণরাঢ়ীয়-সমাজ হইতে ২৪ জনকে মনোনয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং তাহাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এবার বরং বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি বহু বাদানুবাদের পর দক্ষিণ-রাঢ়ীয় হইতে ৪ জনকে কমাইয়াছেন।

৪। সভাপতি মহাশয় অসুস্থতাহেতু উপস্থিত হইতে না পারায় রায় বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় মহাশয় গত বার্ষিক অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার পর তিনি সময়ের স্বল্পতা প্রযুক্ত

যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে আমি সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছি। তাহাতে সভার নিয়মবিরুদ্ধ কোন কার্য্য হয় নাই। তাঁহার মুদ্রিত অভিভাষণ বিতরণ সম্বন্ধে আমি কোন নিষেধ করি নাই, বরং বিতরিত হইতে দেখিয়াছি এবং আমার নিকট হইতেও কেহ কেহ ছাপা অভিভাষণ লইয়াছিলেন। উহা বিতরণের সময় অত্যন্ত গোলযোগ হইতে থাকায় এবং সভার কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে থাকায় তৎকালে বিতরণ বন্ধ করা হইয়াছিল।

৫। সভার ৬০ (ই) সংখ্যক নিয়মানুসারে পূর্ব্বে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপন না দিয়াও বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব মূল সভায় উঠিতে পারে। বাস্তবিক তদনুসারেই কার্য্য করা হইয়াছে।

৬। বার্ষিক অধিবেশনে সভার কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নামের তালিকা বিজ্ঞাপনের সহিত পূর্ব্বে প্রকাশ করিবার কোন নিয়ম নাই এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বার্ষিক অধিবেশনেও এরূপ প্রথা অবলম্বিত হয় নাই।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে ৩ জনের নাম সভাপতিরূপে প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত হইলেও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম সাধারণভাবে গৃহীত হয় নাই। সম্পাদকের নাম সম্বন্ধে সে অধিবেশনে কিছুই স্থির হয় নাই। বিশেষতঃ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি হইতে কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব করিবার পক্ষে কোন নিয়ম নাই এবং সে আপত্তিও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে উঠিয়াছিল, বরং সভার ৬ (হ) নিয়মানুসারে কর্ম্মচারী নিয়োগাদির যদড়া প্রস্তুত করিবার অধিকার বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির উপর ন্যস্ত আছে, তাহা হউক কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে যাঁহাদের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল, আমি সম্পাদকরূপে তাঁহাদের সকলের নাম বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে জানাইয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন কর্ম্মচারী ও সভ্য-নিয়োগ সম্বন্ধে যে সকল পত্র আমার হস্তগত হইয়াছিল, তাহাও আমি বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতিতে যথারীতি উপস্থিত করিয়াছিলাম। সুতরাং সম্পাদকের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার প্রতিপালনে আমি বাধ্যমত ত্রুটি করি নাই।

বার্ষিক সভার আয়োজন কালে অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের মাতৃদেবীর অকস্মাৎ দেহাত্যয় হওয়ায় বার্ষিক সভার সমস্ত আয়োজনই আমাকে করিতে হইয়াছিল এবং তিনি নড়াইলের সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় তথায় আমাকেই সম্পাদকের সমস্ত কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এ কারণ সভার কর্ম্মচারী-রূপে কর্ত্তব্যবোধে আমি আমার এই কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

বশংবদ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

(বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার অন্যতম সম্পাদক।)

২য় আবেদন পত্র।

(কেবল সভ্যগণের জন্য)।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয়

বরাবরেষু—

সবিনয় নিবেদন—

নড়াইলের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গত বার্ষিক অধিবেশনে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়কে বর্ত্তমান বর্ষের সম্পাদক মনোনীত না করিয়া তাঁহাকে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির জনৈক সভ্য নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। সেই অধিবেশন রদ ও বাতিল করিয়া শরৎ বাবুকে সম্পাদকত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ এবং সভার উপর তাঁহার সার্ব্বভৌমিক একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় একটি বিশেষ সাধারণ-সভা আহ্বান করার জন্য তাঁহার ভ্রাতা, শ্যালক, ভগিনীপতি প্রমুখ আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি কতিপয় সভ্য এক requisition করিয়াছেন। শীঘ্রই সভা-আহ্বানের ব্যবস্থা হইতেছে। উহা আহ্বানের পূর্ব্বে আমরা নিবেদন করিতেছি যে. গত বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ২২শে ভাদ্রের ৪র্থ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীতে * প্রকাশ আছে যে, শরৎবাবু সভার ক্ষতিজনক কতকগুলি অবৈধ কার্য্য করিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ গত ৪ঠা বৈশাখের "নায়ক" সংবাদ-পত্রে "শাস্ত্রি-সম্পাদক-সংবাদ" শীর্ষক প্রেরিত পত্রে বাহির হইয়াছিল। উক্ত ভাদ্র হইতে প্রায় ৮ মাস হইল শরৎবাবু তৎসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ বা কৈফিয়ৎ এযাবৎ কায়স্থসমাজকে দেন নাই। এ অবস্থায় তাঁহার কোন কৈফিয়ৎ নাই ইহাই অনুমান হয়। এজন্য সভার নিয়মাবলীর ১৩ (অ) দফা মত আমরা নিম্নলিখিত হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক আপনাকে জানাইতেছি ও চাহিতেছি যে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক উক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের এই সমস্ত কার্য্যের সুবিচার করিয়া তৎপ্রতিবিধান-কল্পে যত সত্বর হয় কলিকাতায় একটি বিশেষ সাধারণ সভার অধিবেশন করা হউক :—

১। উক্ত ২২শে ভাদ্রের অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণীর মর্ম্ম এই যে, ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে শরৎবাবু কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মাকে সভা হইতে মাসিক ২০৲ টাকা ও তাঁহাদের 'সমাজ প্রেসের' অধ্যক্ষতা করিবেন বলিয়া প্রেস হইতে মাসিক ৩০৲ টাকা মোট ৫০৲ টাকা বেতন দেওয়া স্থির করতঃ নিযুক্ত করেন। তৎপরে শরৎবাবু ১৩১৯ সাল হইতে ক্রমশঃ তাঁহার বেতনবৃদ্ধির পোষকতা করিয়া ১৩২২ সালের বৈশাখ হইতে তাঁহার পুরা বেতন ৫০৲ টাকা করাইয়াছিলেন এবং তাহার পরমাসে তাঁহাকে ২০০৲ টাকা হাওলাৎ দেওয়াইয়াছিলেন। ১৩২৪ সালের আষাঢ়ের অধিবেশনে উক্ত ৩০০৲ টাকার মধ্যে ১৫০৲ টাকা ২১।২২।২৩ সালের

* গত পৌষ মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় বাহির হইয়াছে।

দরুণ এককালীন 'বোনাস্' ও অবশিষ্ট ১৫০৲ টাকা আষাঢ় হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে বেতন-বৃদ্ধি করিয়া পরিশোধ করার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধি হারেই অর্থাৎ ৬৫৲ টাকা হিসাবেই গত ১৩২৫ সালে তিনি বেতন পাইয়াছেন। এই সমস্ত কার্য্য এইরূপ কৌশলে সাধিত হয় যে, বেতন-বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকাশ্যভাবে কোন অধিবেশনের আহ্বান-পত্রের 'আলোচ্য বিষয়ে লিখিয়া সভ্যগণকে জানিতে দেওয়া হয় নাই, 'বিবিধ'র মধ্যে ফেলিয়া তিনি মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ ১৩১৮ সাল হইতে ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত শরৎবাবুদিগের উক্ত 'সমাজ প্রেসের' অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন এবং সভা হইতে তাঁহার যখন যে পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, প্রেস হইতে সেই পরিমাণ বেতন কম দেওয়া হইয়াছিল; অর্থাৎ যে দিক্ দিয়াই হউক তিনি ৫০৲ হিসাবেই পাইতেন। প্রত্যেকবার বেতন-বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনার সময় শরৎবাবু এ সমস্ত কথা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে জানান নাই। এই ভাবে তিনি সাধারণের অর্থে তাঁহাদের নিজস্ব 'সমাজ প্রেসের' অধ্যক্ষতা করাইয়াছিলেন। এইরূপ অবৈধ কার্য্যের জন্য শরৎবাবু সভার আনুমানিক ২০০০৲ দুই হাজার টাকার উপর ক্ষতি করিয়াছেন। ইহার প্রতিকার করা হউক।

২। উক্ত ৪র্থ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে চিত্রগুপ্ত ও দেবরাণী-মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ভাণ্ডারের টাকা সম্বন্ধে শরৎ বাবুর উক্তি লেখা আছে—"আমি নিজ হইতে সেই টাকা (৬২৫৲ টাকা) এখনি প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনারা ধনরক্ষকের নিকট গচ্ছিত রাখুন।" তাহাতে ধনরক্ষক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"টাকা আপনার নিকটে থাকিলেও যাহা, আমার নিকট থাকিলেও তাহাই; টাকা আপনার নিকটই থাকুক।" যতীনবাবু শিষ্টাচারের অনুরোধে ওরূপ বলিলেও শরৎ বাবু অদ্যাবধি সে টাকা নিজের নিকটেই রাখিয়াছেন। শরৎবাবু গত বৎসরের বজেট-কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে যে পৃথক মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে স্থায়ী ভাণ্ডারসমূহের টাকা কাহার নিকট কি ভাবে আছে তাহা সাধারণকে জানাইতেও তিনি অনিচ্ছুক। (তাঁহার উক্তি এই—"সভার সাধারণ তহবিলের সহিত.....ভাণ্ডারের কোন সম্পর্ক নাই এবং বজেট-কমিটির রিপোর্টে এ সকল ভাণ্ডারের কথা উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক।") স্থায়ী ভাণ্ডারের টাকা এরূপভাবে পরিচালন করার তাঁহার কোনই অধিকার নাই এবং তাহা সম্পূর্ণ অবৈধ। উক্ত ৬২৫৲ তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া ধনরক্ষকের নিকট গচ্ছিত রাখা হউক।

৩। সভার নিয়মানুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সভ্য সভা হইতে কোন প্রকার আর্থিক লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমে শরৎবাবু ১৩১৮ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের 'সমাজ প্রেসে' এবং ১৩২৪ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের 'মিত্র প্রেসে' সভা-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রিকা, পুস্তক, নোটীস, হ্যাণ্ডবিল ইত্যাদি ছাপাইয়া আসিতেছেন।

৪। সভার নিয়মাবলীর ৪২ ধারায় লেখা আছে যে, "সম্পাদক সভার মাসিক আয়-ব্যয়-বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং তিন মাস অন্তর আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া চতুর্থ মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত

করিবেন", কিন্তু তদনুসারে কার্য্য হয় নাই। শরৎ বাবু ও কর্ম্মাধ্যক্ষ উপেন্দ্রবাবু মাসিক হিসাব রাখিয়া থাকেন। গত বৎসরের অন্যতম আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কয়েকবার হিসাব পরীক্ষা করার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে হিসাব পত্র যেরূপ গোলমেলেভাবে রাখা হয়, তাহা পরীক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব এবং যে প্রণালীতে রাখা উচিত বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা প্রতিপালিত হয় নাই। তিনি এবং অন্যতম সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই। অবশেষে হেমবাবু বিরক্ত হইয়া সভায় পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। গত বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে বাৎসরিক আয়-ব্যয় চেক্ না হওয়ায় গত ৩০শে চৈত্রের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে সমিতির জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল মহাশয় দ্বারা বার্ষিক আয়-ব্যয় হিসাব দুই দিনের মধ্যেই কোন গতিকে পরীক্ষা করাইয়া লওয়া অগত্যা স্থির হয়। শরৎবাবু ও তাঁহার অধীন কর্ম্মাধ্যক্ষ উপরোক্তভাবে হিসাবের কার্য্যে তাচ্ছিল্য করিয়া অবৈধতার ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। অতএব তাঁহার আমলের সমস্ত হিসাব, পত্র রীতিমত পরীক্ষা করাইয়া সভার টাকা পাওনা হইলে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হউক। তাঃ ২১।১।২৬।

বশংবদ—

স্বাক্ষর শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়।
" " গঙ্গাচরণ দেব বর্ম্মা।
" " কালিদাস বিশ্বাস বর্ম্মা।
" " ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেব বর্ম্মা।
" " সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা।
" " জিতেন্দ্রনাথ পাল।
" " অক্ষয়কুমার সরকার।
" " রবীন্দ্রকুমার বসু।
" " ললিতমোহন মিত্র বর্ম্মা।
" " পুলিনচন্দ্র দে।
" " যোগেন্দ্রনাথ বসু। (১ম)
" " আশুতোষ কাব্যতীর্থ কবিরাজ।
" " বিষ্ণুপদ দে।

বশংবদ—

স্বাক্ষর শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা।
" " নলিনাক্ষ সরকার।
" " কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।
" " যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা।
" " বিধুভূষণ বিশ্বাস।
" " নলিনীকান্ত বসু।
" " হীরালাল চৌধুরী।
" " জিতেন্দ্রনাথ সেন বর্ম্মা।
" " হৃদয়নাথ রাহা।
" " আনন্দকৃষ্ণ সিংহ।
" " যোগেন্দ্রনাথ বসু (২য়)
" " যামিনীকুমার মিত্র।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।
৮৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

সসম্মান সবিনয় নিবেদন—

বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬ সাল) তারিখে একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিয়া যে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই আপনার হস্তগত হইয়া থাকিবে। সেই পত্রসংলগ্ন দুইখানি আবেদন-পত্রের (requisition) অধিকাংশ স্বাক্ষরকারী উক্ত পত্রদ্বয় প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় যে ২ খানি আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি এই সঙ্গে প্রেরিত হইল। আগামী ২৫শে জ্যৈষ্ঠের বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে ইহা বিজ্ঞাপিত হইবে।

বশংবদ
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ
সম্পাদক।

প্রথম আবেদন-পত্রের প্রত্যাহার পত্র।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন—

গত ১৩ই বৈশাখে বিগত বার্ষিক অধিবেশনের অবৈধতা উল্লেখ করিয়া তদ্বিষয়ে বিচারার্থ এক সাধারণ সভা আহ্বান করিতে এক আবেদন-পত্র আপনাকে পাঠাইয়াছিলাম। আপনি তদনুসারে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে এক সাধারণ সভা আহ্বান করিয়াছেন কিন্তু উক্ত আবেদন পত্র লিখিবার পর আমরা অনুসন্ধানে এবং পুনর্বিচার করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি তাহাতে উক্ত গত বার্ষিক সভার বৈধতা সম্বন্ধে আমাদের আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা উক্ত পত্র প্রেরণের জন্য দুঃখিত হইলাম এবং উহা প্রত্যাহার করিলাম।

বশংবদ—

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা।
শ্রীবসন্তকুমার মিত্র।
শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা।
শ্রীরেবতীমোহন রায়চৌধুরী (কাব্যতীর্থ)
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু।
শ্রীহেমকুমার দত্ত।
শ্রীননীলাল দত্ত।
শ্রীসনৎকুমার পাল।
শ্রীনন্দলাল সরকার।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা।
শ্রীপঞ্চানন ঘোষ।

বশংবদ—

শ্রীবামাচরণ মজুমদার বর্ম্মা।
শ্রীপ্রিয়নাথ বসু।
শ্রীনীতিনচন্দ্র ঘোষ।
শ্রীগোপালচন্দ্র দে
শ্রীঅনিলকৃষ্ণ পাল।
শ্রীসুশীলকৃষ্ণ মিত্র।
শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।
শ্রীকালীচরণ মিত্র।
শ্রীশিশিরকুমার বসু।
শ্রীমণীন্দ্রনাথ কর।

২য় আবেদন পত্রের প্রত্যাহার পত্র।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ২১শে বৈশাখ তারিখে আমাদের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র (requisition) আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং ঐ আবেদন-পত্র এবং ১৩ই বৈশাখে প্রেরিত অপর এক আবেদন-পত্রের বিচারের জন্য আগামী রবিবার কায়স্থ-সভার সাধারণ অধিবেশন আহূত হইয়াছে। আমাদের ঐ আবেদন-পত্রে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় এবং ১৩ই বৈশাখে প্রেরিত আবেদন-পত্রের (requisition) স্বাক্ষরকারীদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কয়েকটী দোষারোপ করা হইয়াছে। এরূপ করার জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত এবং এই পত্র দ্বারা আমাদের সেই আবেদন-পত্র প্রত্যাহার করিতেছি। আপনি কায়স্থ-সভার সভ্যবর্গকে আমাদের এই পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইবেন ইতি।

বশংবদ—

স্বাক্ষর শ্রীগঙ্গাচরণ দেব বর্ম্মা।
" " ধনেন্দ্রনাথ মিত্র দেব বর্ম্মা।
" " সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা।
" " জিতেন্দ্রনাথ পাল।
" " অক্ষয়কুমার সরকার।
" " ললিতমোহন মিত্র বর্ম্মা।
" " পুলিনচন্দ্র দে।
" " যোগেন্দ্রনাথ বসু। (১ম)
" " আশুতোষ কাব্যতীর্থ কবিরাজ।
" " বিষ্ণুপদ দে।
" " যামিনীকুমার মিত্র।

বশংবদ—

স্বাক্ষর শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা।
" " নলিনাক্ষ সরকার।
" " কেদারনাথ দেব বর্ম্মা।
" " যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা।
" " বিধুভূষণ বিশ্বাস।
" " নলিনীকান্ত বসু।
" " হীরালাল চৌধুরী।
" " জিতেন্দ্রনাথ সেন বর্ম্মা।
" " হৃদয়নাথ রাহা।
" " যোগেন্দ্রনাথ বসু (২য়।

উপর্যুক্ত স্বাক্ষরকারী মহোদয়গণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে পত্র দিয়াছেন তাহা আমি স্বীকার (accept) করিলাম। আমি এ প্রসঙ্গে যে উকিলের চিঠি তাঁহাদের দিয়াছি তজ্জন্য দুঃখিত ও তাহা প্রত্যাহার করিলাম এবং উক্ত চিঠি অনুসারে উক্ত ২১শে তারিখের requisition বাবদে ভবিষ্যতে কোন মামলা মকদ্দমা করিব না এবং মামলা মকদ্দমা করিবার দাবী অত্র পত্র দ্বারা পরিত্যাগ করিলাম। ইহা সত্ত্বেও যদি করি তাহা সর্ব্বথা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে আর প্রকাশ থাকে এই প্রত্যাহার পত্রদ্বয় উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ প্রমাণ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

বশংবদ

শ্রীশরৎকুমার মিত্র।

" " বিষ্ণুপদ দে।

" " যামিনীকুমার মিত্র।

BLANK PAGE(S)

Tight Binding

BRITTLE PAGES.

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন।

৯ই ও ১০ই বৈশাখ, ১৩২৩ সাল, শনিবার ও রবিবার, যশোহরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভাধিবেশনের পূর্ব্ব দিন হইতেই দলে দলে স্বজাতীয় প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিত সভ্যগণ যশোহরে আগমন করিয়াছিলেন। ষ্টেশনে উৎসাহী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বেচ্ছাসেবক বালক ও যুবকগণ অভ্যাগতদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত ছিলেন এবং সভার শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিনিধিগণের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন ও সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং সভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। চাঁচড়ার কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ বর্ম্মরায়, যশোহরের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এল্, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কেশবলাল রায় চৌধুরী, বি-এল্, রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর, বি-এল্, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদার, যশোহর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায় চৌধুরী, উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বি-এল্, শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন ধর, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি-এল্, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ঘোষ ও উকিল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রভূষণ ঘোষ প্রভৃতি অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ আগন্তুক প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিতদিগের অভ্যর্থনা, আহার, বাসস্থান ও সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিতে তৎপর ছিলেন। পত্র-পুষ্প-মালা সুশোভিত এক সুবিস্তীর্ণ মণ্ডপে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সহস্রাধিক ভদ্রমহোদয় আসন পরিগ্রহ করিলে সভাস্থানে উৎসাহ ও একপ্রাণতার সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই জাতীয় যজ্ঞের উদ্বোধনে যোগদান করিতে বাঙ্গলা ও অন্যান্য স্থানের বহু ঋত্বিক্ আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা, নড়াইলের রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুর, চাঁচড়ার কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ বর্ম্মরায়, টাকীর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল্ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সহঃসম্পাদক শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, জমীদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, মিঃ প্রমথনাথ বসু, বি-এস্-সি, এফ-জি-এস্, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার পি, সি রায়, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মৃণাল-

কান্তি ঘোষবর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-
রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, প্রমথনাথ দত্ত, বার-এট্-ল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র
মিত্র শাস্ত্রী, রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, "বিশ্বদূত
সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, রঙ্গমহালের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালহরি
বর্ম্মচৌধুরী, পাটনা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ক
এম-এ, বি-এল্, হাটবেড়িয়ার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়, নড়াইলের শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচ
রায়, শ্রীধরপুরের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, বাঘুটিয়ার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ, বেবাগদির শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু (মোক্তার), জঙ্গলবান্ধালে
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ, পাঁজিয়ার শ্রীযু
আশুতোষ বসু, উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র সেন, ফরিদপুর-প্রচার-সমিতির সম্পাদ
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা, কায়স্থ-সভার প্রচার
শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, বাকুড়ার সবজজ শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসুবর্ম্মরায়চৌধুরী
কটকের শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর বর্ম্মরায়, মতিহারীর শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা, বরিশালে
শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার, বি-এল্, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার, ওলপুরে
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রায়চৌধুরী, ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বর্ম্মরায়
বি-এল্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কায়স্থসভার নিমন্ত্রিত অধ্যাপকদিগের ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন এবং যশোহর জিলার অধ্যাপকদিগের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ, পণ্ডিত বামনদাস বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য এবং মাননীয় মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ব্যারিষ্টার, রায় বাহাদুর পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় (জজ) ও শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র রায় এবং পরিদর্শকদিগের মধ্যে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর ও রেভাঃ মিঃ রীড্স্এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনুপস্থিতগণের নাম :—

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক সভায় উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপক সংবাদ প্রেরণ করেন :—

তারযোগে :—

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস, সাং কলিকাতা।
২। „ চন্দ্রকুমার ঘোষ, সম্পাদক, বরিশাল কায়স্থ-সভা।

৩। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়, সাং চম্পানগর (ভগলপুর)।
৪। „ নরেন্দ্রনাথ সিংহ, সাং মাগুরা।
৫। „ রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, সাং বাঁকিপুর।
৬। „ মাননীয় রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, সাং গৌরীপুর (আসাম)।

পত্রদ্বারা :—

১। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা, সাং ফরিদপুর।
২। „ কৈলাসচন্দ্র বসু, সাং শ্যামপুকুর।
৩। „ চৌধুরী গুরনারায়ণ, জমীদার সাং সামহরি, (গয়া)।
৪। „ জানকীনাথ বসু, মুন্সেফ্, সাং হরিচালি, খুলনা।
৫। „ জানকীনাথ মজুমদার, জমীদার, সাং দিনাজপুর।
৬। „ নরেশচন্দ্র বসু, সাং ভবানীপুর।
৭। „ রায়সাহেব নন্দকুমার বসু বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
৮। „ নীরোদকুমার রায়, সাং কাশীপুর, কলিকাতা।
৯। „ রায়বাহাদুর নৃত্যগোপাল বসু, সাং নর্সিংপুর (মধ্যভারত)।
১০। „ পুলিনবিহারী মিত্র, সহঃসম্পাদক, জোড়াবাগান ক্লাব্ কলিকাতা।
১১। „ প্রিয়নাথ রায়, সাং হরিনাথুর, দিনাজপুর।
১২। „ প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা মজুমদার, সাং পাবনা।
১৩। „ বিপিনবিহারী দত্ত, সাং কেরণ (জলপাইগুড়ি)।
১৪। „ বিপিনবিহারী সেন বিদ্যাভূষণ, সাং কটক।
১৫। „ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, সাং কলিকাতা।
১৬। „ ভূপতিচরণ দত্ত, সাং রাজারামপুর, যশোহর।
১৭। „ মদনমোহন গুহ, উকিল, সাং কুমিল্লা।
১৮। „ মধুসূদন সরকার, সাং ইলুহার, বরিশাল।
১৯। „ মধুসূদন রায় বিশারদ, সাং পাবনা।
২০। „ মন্মথমোহন বসু, সাং কারমাটার।
২১। „ রায়বাহাদুর মহেন্দ্রলাল মিত্র, সাং হুগলি।
২২। „ কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর, সাং কলিকাতা।
২৩। „ সম্পাদক, মাগুরা কায়স্থ-সভা।
২৪। „ যতীন্দ্রনাথ বর্ম্মমজুমদার, সাং অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ।
২৫। „ যোগেন্দ্রনাথ সরকার, সাং মাগুরা।

২৬। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র রাহা বর্ম্মা, সাং লক্ষ্মণদিয়া, ফরিদপুর।
২৭। „ শচীপতি চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, বীণাপাণি লাইব্রেরী।
২৮। „ শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, উকিল, কলিকাতা হাইকোর্ট।
২৯। „ সম্পাদক, শ্রীপুর কায়স্থ-সম্মিলনী।
৩০। „ রায় হরিমোহন চন্দ্র বাহাদুর, সাং দার্জ্জিলিং।
৩১। „ হেমন্তকুমার রায়, নড়াইল হাউস্, সাং কাশীপুর।
৩২। „ হৃদয়নাথ মজুমদার, সাং কটক।

প্রথম দিনের কার্য্য।

আশীর্ব্বাদ।

৯ই বৈশাখ, শনিবার, অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় ঐক্যতানবাদ্যের সহিত সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রথমে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বরচিত নানার্থগর্ভা কবিতা পাঠ ও চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ভূপামরেন্দ্র সদসীহ সুবর্ণপুষ্পৈঃ
কায়স্থকৌস্তুভ! মিলদ্‌গুরুসৌম্যকাবৈঃ।
প্রীত্যা প্রসাধিতমিদং শ্রবণং ত্বদীয়ং
মন্দার কূট কবিতা কিমলঙ্করোতি॥

তৎপর পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ, নড়াইলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্যা-সাগর মহাশয়দ্বয় শুভশ্লোক উচ্চারণ করিয়া মাঙ্গলিক ধান্যদূর্ব্বাদ্বারা সভাপতি মহাশয়কে এবং সম্মেলনে সমবেত কায়স্থমণ্ডলীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আবাহন।

তৎপর যশোহর জেলান্তর্গত হরিতলা পোষ্ট আফিসের অধীন মনোখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বর্ম্মকবিকুসুম-বাচস্পতি ঐক্যতান সহযোগে স্বরচিত আবাহন-কবিতা পাঠ করিলেন,—

(১)

আর কেন ভাই, মলিন বদন ?
হের সমুদিত জাতায় তপন।
উজলি ভারত, ক্ষত্রিয় সুত
করিছে মাতার চরণ বন্দন।

(২)

যাঁরা ধনে মানে গুণে গরীয়ান্
শৌর্য্যে বীর্য্যে আছিল প্রধান,
উত্থান পতন, বিধির বিধান,
কেন তবে আর বিষাদে মগন।

(৩)

আজি শুভক্ষণে কর দৃঢ়পণ,
"শূদ্রাচার সবে করিনু বর্জ্জন,
ক্ষত্রিয় আচার করিয়া গ্রহণ—
জাতীয় কলঙ্ক করিব মোচন।"

(৪)

পবিত্র করিলা যে জাতির নাম
প্রতাপাদিত্য রাজা সীতারাম,
কালীরায়, মেনাহাতী খ্যাতিমান্,
বীরত্বে ধরণী ভূষণ।

(৫)

জন্মিয়া কবি শ্রীমধুসূদন
করিলা দীপ্ত যাঁদের বদন ;
দীনবন্ধু—বঙ্গ উজল রতন
কবিকুলমণি জানে সর্ব্বজন।

(৬)

জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লকুমার,
নব নব তত্ত্ব করি আবিষ্কার,
বিজ্ঞানাচার্য্য বিদিত সংসার,
কায়স্থ-কুলের গৌরব-কেতন।

(৭)

ঘোষ বংশ চূড়া চন্দ্রমাধব ;
স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র বংশোদ্ভব,
দ্বারকানাথের বিদ্যা বিভব
উজলিল শ্রেষ্ঠ বিচার আসন।

মুছে ফেলে দাও এ মোহ মন্ত্র
ন্যায় পথে সবে ধাও।
মিথ্যার মস্তকে করি পদাঘাত
'দাসত্ব' তুলিয়া দাও।
নাশিতে এসব মিথ্যা অপবাদ
সাধিতে আপন কাজ,
উদ্ধারিতে ধ্রুব, সত্য, শুভ যাহা
পরিয়া ন্যায়ের সাজ—
এসহে ক্ষত্রিয় আজ।
এই সে যশোর যশের আকর
সর্ব্বাঙ্গে যশের সাজ
তাহারি জীর্ণ কুটিরে তোমরা
এসহে ক্ষত্রিয় আজ।
দিল্লীর ঈশ্বর—জগদীশ্বর
তাঁহারও আসন টলে,
প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায়
মেনাহাতীর ভুজবলে।
বক্ষে ধরিয়া এহেন রত্ন—
মুছিল জাতির লাজ,
তাহারি জীর্ণ কুটীরে তোমরা
এসহে ক্ষত্রিয় আজ!
কাব্য কাননে দীনবন্ধু
ফুটাল প্রসূন মালা;
সৌরভে পূরিল বাণী মন্দির
সাজাইয়া নানা ডালা।
সন্তান যার রচি 'মধুচক্র'
মুগ্ধ করিল দেশ,
মাতৃ ভাষায় হইল ভাবের
অপরূপ সমাবেশ।
সন্তানের স্মৃতি শোভিছে যাহার
মস্তকের হেম তাজ,

(৮)
এ জাতি কখনো না ছিল ক্ষুদ্র,
কে বলিবে এরা অধম-শূদ্র,
কেন বৃথা আর বচন-যুদ্ধ?
স্বজাতি সেবায় সঁপ প্রাণ-মন।

(৯)
"কর স্বজাতির শিক্ষা-প্রসার
কুরীতি কুপ্রথা কর পরিহার,
অতীত গৌরব ফিরিবে আবার—
অচিরেগো পুনঃ নবীন জীবন।"

(১০)
বিধাতার নাম হৃদয়ে ধরিয়া,
উপহাস বাধা তুচ্ছ করিয়া,
মহিমা স্মরিয়া হিত আচরিয়া—
সার্থক কর শুভ সম্মিলন।

তৎপরে নিম্নলিখিত আবাহন কবিতাটীও শ্রীযুক্ত কামিনীকান্ত বসুর দ্বারা গীত হয়—

বিশ্বপতির মহা আহ্বানে
জাগিছে বিশ্ব সারা;
রহিবে কি পড়ে ক্ষত্রিয় বাঙ্গালী
গৃহকোণে আধ মরা?
ভুলে পিতৃ পিতামহের মহিমা
মুগ্ধ কেন যাদুমন্ত্রে?
লুপ্ত করিয়া আত্ম গরিমা
দীক্ষিত শূদ্র-তন্ত্রে!
ছিন্ন করিয়া ঐক্যবন্ধন,
ঘৃণা দ্বেষে সবে রত,
একই জননী-গর্ভ প্রসূত
পশু পক্ষীর মত।

তাহারি জীর্ণ কুটীরে তোমরা
এসহে ক্ষত্রিয় আজ।
ব্রহ্মচারিণী মানকুমারীর
মানে, শোক তাপ ক্ষুণ্ণ,
'অঞ্জলি' তাঁহার মধুরিমাময়
সৌরভে চৌদিক পূর্ণ।
যাহার খনির এমন মণি
দীপ্ত করে নারী-সমাজ,
তাহারি জীর্ণ কুটীরে তোমরা
এসহে ক্ষত্রিয় আজ।
নিমাই প্রেমেতে হ'য়ে মাতোয়ারা
শিশির গাইল গান,
বরষিল দেশে কি অমিয়ধারা
জুড়াল জীবের প্রাণ।
ভগীরথরূপে আনিল সাধক
বিদেশী বিজ্ঞান তত্ত্ব,
দধীচির মত পরের কল্যাণে.
বিকাল আপন স্বত্ব।
যাহার আকাশে অকলঙ্করূপে
প্রফুল্লচন্দ্র করে বিরাজ
তাহারি জীর্ণ কুটীরে তোমরা
এসহে ক্ষত্রিয় আজ।
বালকের গুণে মুগ্ধ আজি
বিদেশের বহু বিজ্ঞ,
প্রতিভায় যার অপ্রতিভ
প্রাচীন প্রবীণাভিজ্ঞ।
সে নীলরতন যে দেশের ধন
ক্ষোভে তার কিবা কাজ ?
তাইত তাহার জীর্ণ কুটীরে
মিলনাহ্বান আজ।

পৌরুষ ত্যাগ, জ্ঞান প্রতিভা
ভক্তিপ্রেম যার সাজ,
ক্ষত্রিয়ের এই লীলা নিকেতনে
এসহে ক্ষত্রিয় আজ—
ভেদজ্ঞান ভুলি দাও কোলাকোলি
জাগিয়া উঠুক বিরাট সমাজ।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সম্ভাষণ।

অনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি চাঁচড়ার কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ সিংহ বর্ম্মরায় মহাশয় তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করিয়া প্রতাপশালী প্রতাপাদিত্য, মহাবীর সীতারাম ও সুকবি মধুসূদনের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত যশোহরে সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন—

"নমোঽস্তু বিষ্ণবে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হেতবে।
খগেন্দ্রকেতবেঽপার-সংসারপারসেতবে ॥"

মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ,—

কাঞ্চন সংসর্গে লব্ধ-জ্যোতি কাচের ন্যায় যাঁহার সংস্পর্শে জীব-হৃদয় উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়,অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে অতলস্পর্শী সাগরতল পর্য্যন্ত যাঁহার অলৌকিক মহিমার নিদর্শন, যিনি সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে আদর্শরূপে এই মরজগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন; যাঁহার অনুকূল ঘটনাই ধর্ম্ম, প্রতিকূল ঘটনাই অধর্ম্ম, ইচ্ছা পূরণের প্রতিজ্ঞাই সন্ধ্যা, যাঁহার স্বরূপ চিন্তাই ধ্যান, যাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্যই জ্ঞান—সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত জগদেকনিদান প্রেমময় ভগবানের ইচ্ছায় মাহামান্য ভারতেশ্বর ইংরাজ রাজের সুশাসনে এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ ভূদেব ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে—আমরা আজ ভবাদৃশ মহনীয়কীর্ত্তি মহাত্মাদিগকে যশোহরে সম্মিলিত হইতে অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

আজ ভারতের নিভৃত কক্ষে সমাসীন, সর্ব্ববিধ উন্নতিকর কার্য্যে উদাসীন, রোগক্লিষ্ট যশোহর ধন্য !

আজ বঙ্গীয় কায়স্থ-কুলতিলক, মহাপ্রাণ মহানুভব ব্যক্তিবর্গের শুভ সম্মিলনে, জাতীয়তার উদ্বোধনে, জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত আমরা ধন্য !!

আজ পুণ্যালোকোদ্ভাসিত সুধী মণ্ডলীর পূত পাদস্পর্শে যশোহরের প্রতি রেণুকণা ধন্য ! শত ধন্য !!

একদিন মহাপ্রতাপ প্রতাপাদিত্যের অংশুমালায় যে যশোহর সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, মহাবীর সীতারাম রায়ের অভ্যুদয়ে যে যশোহর তেজস্বী ও মনস্বিগণের আবাস-স্থল বলিয়া অভিহিত হইত ; সুকবি মাইকেলের কবিত্ব ছটায় যে যশোহরের যশোহর নাম সার্থক হইয়াছিল, যে স্থানের ব্যক্তিবৃন্দ পিতৃভক্ত রামচন্দ্রের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণতা, রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় জিতেন্দ্রিয়তা, সত্যশীল যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যানুরাগ, ন্যায়নিষ্ঠ ভীষ্মের ন্যায় পৌরুষ প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাজিতে বিভূষিত ছিল, আজ সেই স্থানে, সেই পুণ্যময় ক্ষেত্রে কি প্রতিভা, কি মনস্বিতা, কি দৃঢ়চিত্ততা, সর্ব্ব বিষয়ে পশ্চাৎপদ কয়েকটী রুগ্নমানব, সেই অনন্ত গৌরবময় স্থানের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আপনারা মহানুভব, উদারহৃদয়, তাই অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্ববিধ দীনতার আবাস স্থল, অন্তঃসারশূন্য যশোহরে পদার্পণ করিয়াছেন।

আপনাদিগের ন্যায় গুণিগণাগ্রগণ্য মহোদয়গণকে অভ্যর্থনা করিবার আমার কোন গুণ নাই, সাহস নাই, শক্তিও নাই; তাই যদিও কবির কথায় বলিতে হইতেছে—

"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি দুর্ব্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ॥"

তথাপি আপনাদিগের গুণরাজি আমাকে এই চপলতার কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করায় আমি অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি।

আমার দীনতা ও অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ত্তব্যে প্রতিপদেত্রুটি অবশ্যম্ভাবী ; একারণ সানুনয় প্রার্থনা, উদারহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণ নিজ নিজ গুণে সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থজাতি কালের বশবর্ত্তী হইয়া অধঃপতিত। এজাতির উন্নতিকল্পেও লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হওয়া কায়স্থ জাতীয় ব্যক্তি বর্গের সকলেরই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে ত্রিতাপহারী ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় বালার্কের কনককিরণসম্পাতে সমুৎফুল্ল শতদলের ন্যায় ভদ্রমণ্ডলীর হৃদয়পদ্ম সমভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে এবং বৈশাখের সুতীব্র আতপ উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমান সভায় ভবাদৃশ মহাত্মগণের শুভাগমনের উদ্দেশ্য সফল হইলে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।"

অভিভাষণ পাঠান্তে কুমার বাহাদুর সভার চতুর্দ্দশ বর্ষের সভাপতি নড়াইলের জমিদার বংশের প্রতিনিধি রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত রায় বাহাদুরকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সভাপতি রায় বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভামণ্ডপ ঘন করতালিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের গলে মাল্য প্রদান করা হইলে তিনি নিম্নোদ্ধৃত নাতিদীর্ঘ সুযুক্তিপূর্ণ অভিভাষণটী পাঠ করিলেন,—

সভাপতির অভিভাষণ।

জগতের সমস্ত কার্য্য যাঁহার ইচ্ছায় নিয়মিত হইতেছে, যাঁহার কৃপায় অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হইতে পারে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, এবং যাঁহার প্রভাবে মৃতও পুনর্জ্জীবন লাভ করিতে পারে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করি যেন কায়স্থ-সভা তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া সত্য ও কর্ত্তব্যদৃষ্টি, বিঘ্ন অতিক্রমে ক্ষমতা ও কর্ম্মময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়।

যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচার্য্য, যাঁহারা সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে সমাজের একনিষ্ঠ হিতসাধক ছিলেন, যাঁহারা পরোপকারে নিজ প্রাণ দানে কুণ্ঠিত ছিলেন না, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠ, কশ্যপ, দধীচির বংশধর, সমবেত ভূদেব ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া সভার উন্নতি ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

উপস্থিত স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আমার সাদর অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনাদের ইচ্ছাক্রমে আজ আমি এই কায়স্থ-সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতেছি। এই গুরুভার বহনে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না। প্রতিনিধি রূপে আপনাদের প্রত্যেকের শক্তির অংশ লইয়া অদ্য আমি কার্য্য নির্ব্বাহ করিব, সফলতা লাভ করিলে আপনাদেরই প্রশংসা, ত্রুটী থাকিলে তাহা আমারই অক্ষমতার পরিচয় দিবে।

এই চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। সংক্ষেপতঃ কায়স্থজাতির স্ববর্ণবিহিত পুরুষপরম্পরাগত উচ্চ সম্মান সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন এই সভার উদ্দেশ্য।

আত্মসম্মান বোধ না থাকিলে কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহার আত্ম-সম্মান আছে, তাহার অন্তঃকরণ কখনও নীচগামী হয় না, এবং যাহার চিত্ত উন্নত, তাহার অধোগতি হইতে পারে না। কায়স্থজাতির প্রত্যেকের মনে এই আত্ম-সম্মান প্রবোধিত করা, কায়স্থ-সভার এক উদ্দেশ্য। এই

বিরাট কায়স্থ-সমাজের অন্তর্ভূক্ত কত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এখনও আপনাদিগে প্রকৃত সম্মান বুঝিতে পারেন নাই। এই বোধ না হইলে, তাঁহারা প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। এবং সমাজে যতদিন এইরূপ লোক থাকিবেন, ততদিন সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়। আত্মসম্মান সংরক্ষণ করিতে হইলে আত্ম-জ্ঞান প্রয়োজন। আমি কে, তাহা যদি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তবেই আমার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা আমার পক্ষে সুসাধ্য হয়। প্রত্যেক কায়স্থের ভাল করিয়া জানা উচিত, তাহার জাতির মর্য্যাদা কতটুকু, সনাতন বর্ণাশ্রম সমাজে তাহার স্থান কোথায়। কায়স্থজাতি বহুপূর্ব্ব হইতে হিন্দু-সমাজে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আইন-ই-আকবরীতে, প্রাচীনকাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত সুবাবাঙ্গালার হিন্দুরাজগণের যে বংশ-তালিকা আছে, তাহাতে মোট পাঁচটী রাজবংশের শেষোক্ত চারটীই কায়স্থ বলিয়া উল্লিখিত আছে। মুসলমান রাজত্বে কায়স্থগণ যে উচ্চ রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আমাদের দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণা ও কুলশাস্ত্র হইতে বুঝিয়াছি যে, কেবল মুসলমান আমল বলিয়া নহে, বাঙ্গলার ঐতিহাসিকযুগের প্রারম্ভ হইতেই এখানে কায়স্থ-প্রাধান্যের সূত্রপাত। স্বাধীন এবং সামন্ত নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেই কায়স্থ ছিলেন।

বারভুঞার অনেকে কায়স্থ। প্রতাপাদিত্য, কেদাররায়, সীতারাম রায়, রাজা রামচন্দ্র প্রভৃতি কায়স্থ ভৌমিকগণের যশঃ ও প্রতিষ্ঠা এখনও বিদ্যমান। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত কায়স্থগণ বঙ্গসমাজের এক প্রধান ও শক্তিশালী অঙ্গরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশও কায়স্থজাতি প্রচুর সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত স্বস্থান অধিকার করিয়া আছেন। যে জাতি পূর্ব্বকাল হইতে এরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের আত্ম-সম্মান বোধ থাকা উচিত। তাহাদের বংশ গৌরবের পরিচয় ইতিহাস দিবে। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ, আসুন আমরা এই মহোচ্চ বংশ গরিমা যাহাতে সংরক্ষিত হয়, সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। আত্ম-সম্মান আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, আমরা সামান্য নীচ জাতি নই, আমাদের ক্রিয়াকলাপ আচার ব্যবহার যেন এই সম্মানের উপযুক্ত হয়, যেন মানসিক ক্ষুদ্রতা ও দীনতা আমাদিগের বংশগৌরব কলুষিত করিতে না পারে। যদি এই নীতি অনুসারে আমরা কর্ম্ম করিতে থাকি, তবে কায়স্থ জাতি, উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে; এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান যুগে উন্নতির দিকে সকলকেই আহ্বান করিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জাতীয় জীবনের উল্লাস-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। ভারতেও প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব মঙ্গল সাধনের জন্য একতাবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। যদি প্রত্যেক জাতি স্বকীয় উন্নতি সাধনে সফলকাম হয়, তবেই সমগ্র দেশের মঙ্গল সম্ভব। ভ্রাতৃগণ! আসুন, আমরাও এই বিপুল জাতীয় সমারোহের সময় আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া অপর সকলের সহিত উন্নিতর পথে অগ্রসর হই। কায়স্থ-সভা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া অপর কোন জাতির স্বার্থে আঘাত করিবে এরূপ কেহ মনে করিবেন না। কায়স্থজাতি আপন সীমার মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গৌরব লাভ করিতে পারে কায়স্থ-সভার ইহাই লক্ষ্য। প্রাণি-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ সবল ও সুস্থ থাকিলে সমস্ত শরীর সুস্থ এবং কর্ম্ম-পটু থাকে। সমাজের অঙ্গস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি যদি সতেজ ও শক্তিশালী থাকে তবেই সমাজের মঙ্গল। কায়স্থজাতি বল সঞ্চয় করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির ও সমগ্রদেশের শরীরকে বল প্রদান করিবে ছাড়া অনিষ্ট করিবে না। ব্রাহ্মণগণ ও বৈশ্যগণ স্ব স্ব বর্ণের উন্নতি সাধন জন্য সম্মিলিত হইতেছেন, আমাদের কায়স্থ সভাও সেইরূপ স্বজাতির উন্নতির জন্য স্থাপিত হইয়াছে। দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে স্বভাবতই যে বন্ধুতার বন্ধন গঠিত হইয়া উঠে তাহা ছিন্ন করিতে যাওয়া প্রত্যেক জাতির পক্ষে অশুভ। ইহাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ থাকিলে পরিণামে সকলেরই অমঙ্গল হয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি যে যে জাতি বহুকাল একই দেশের জলবায়ু দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, একই ভাষায় পরস্পরের সুখ-দুঃখের আলোচনা করিয়াছে, দেশের পতনে ও উত্থানে যাহারা সমভাবে ফলভোগ করিয়াছে, যাহাদের একের সাহায্য ব্যতীত অপরের কোন কার্য্য সুসম্পাদিত হয় না, তাহাদের মধ্যে যিনি মনোমালিন্যের সূচনা করেন, তিনি অবিমৃষ্যকারী, তাঁহার দ্বারা স্বীয় জাতির প্রকৃত উন্নতি কখনও সাধিত হইতে পারে না। কায়স্থ-সভা এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক আছেন এবং অপর কোন জাতি কায়স্থ-সভা দ্বারা অনিষ্টাচরণের আশঙ্কা করিবেন না। হিন্দুর জাতি বিশেষের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ'ত নাই-ই, পরন্তু আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানলণের সহিতও আমাদের সৌহার্দ্দ্য অকৃত্রিম। তাঁহাদের সহিতও আমাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক আছে, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে সমগ্র দেশের উন্নতি সর্ব্বতোমুখী হইতে পারে না। ব্যবসায় ও সামাজিক জীবনের অঙ্গীভূত অন্যান্য কত অত্যাবশ্যক কার্য্য মুসলমান ভ্রাতারা সম্পাদন করিতেছেন; এজন্য তাঁহাদের প্রতিও আমাদের হৃদয় প্রীতিপূর্ণ। কায়স্থ-সভা

স্বসমাজের উন্নতি করিয়া অপর সকলেরই উন্নতির সাহায্য করিবে। সমগ্রদেশের উন্নতিও সেজন্য ইহার সফলতার উপর কতক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

উন্নতির জন্য স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা সকল সমাজেই আছে। কিন্তু যে সমাজ দেশকালাপাত্রানুযায়ী উপায় অবলম্বন করিয়া নিজ ইচ্ছা পরিচালিত করিতে পারে, সেই সমাজই নির্ব্বিঘ্নে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, অন্যে পারে না। মানব সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মজগতে যত বিপ্লব ঘটিয়াছে, উন্নতির ইচ্ছা উহার প্রায় প্রত্যেকটীর মূলেই বর্ত্তমান। যাহারা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস ছিল, অপরের ধর্ম্ম অসত্য, উহার লোপ করিয়া তাহাদের নিজের ধর্ম্মপ্রচার করিলে নিজের ও জগতের উন্নতি হইবে। যখন কোন দেশের নিম্ন-শ্রেণীর জনসমূহ অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে, তখন তাহারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছে যে, ঐ কার্য্য সমগ্র জনসাধারণের উন্নতির ভিত্তি হইবে। নরসমাজ এবম্বিধ যে সমস্ত বিপুল আয়োজনে আত্মশক্তি ব্যয় করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতে অনুসন্ধান করিলে পূর্ব্বোক্ত নীতির প্ররোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিবর্ত্তন কার্য্য ধীরতার সহিত না সম্পন্ন করিলে নূতন ও পুরাতনের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। একদল নূতনের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পুরাতনকে ধ্বংস করিতে উদ্যত, অপরদল নূতনকে অঙ্কুরেই দলিত করিয়া পুরাতনের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধপরিকর, এই দুই ভাবের যুক্তিযুক্ত সামঞ্জস্য সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু তাহাদের সংঘর্ষে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলেরই আশঙ্কা, একের স্বার্থ অটুট রাখিতে গিয়া, উভয়েরই স্বার্থ নষ্ট হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে চলিতে না পারিলে প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না। উন্নতির ইচ্ছার পরিচালনায় যদি অপরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে চাই, তবে পরের ক্লেশ ও বিদ্বেষের পাত্র হইতে হইবে, কিন্তু যদি সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকি, তাহা হইলেও উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। প্রথমোক্ত ত্রুটী আমাদের হইবে না। কায়স্থ-সভার নীতি এ বিষয়ে উদার, কিন্তু শেষোক্ত ত্রুটী যাহাতে না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

সময়ের সঙ্গে অখিল জগৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, পরিবর্ত্তন প্রকৃতির স্বভাব। মানব-সমাজও ঐ নিয়মের বহির্ভূত নহে। যিনি জন-সমাজে বাস করেন তাঁহাকে ঐ সমাজের জীবনস্রোতে গা ভাসাইতে হইবেই। কাল যে শিক্ষা দেয় তাহা অভ্রান্ত, ইহা যিনি দেখিয়া শিখিবেন না, তাঁহাকে একদিন ঠেকিয়া শিখিতে হইবে।

বাহ্য অথবা আভ্যন্তরীণ কারণ বশতঃ যখন সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যখন অশান্তি, চাঞ্চল্য, স্বার্থসংঘর্ষ সমস্ত অঙ্গকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, তখন যে প্রথা ও যে নীতি প্রবর্ত্তিত থাকে, তাহা অন্য সময়ে প্রযোজ্য নহে।

ইউরোপে মধ্যযুগে সর্ব্ববিধ বিপ্লবের মধ্যে যে কুপ্রথা, কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান যুগে জ্ঞান-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তৎসমুদয় লোপ পাইয়াছে। ভারতের অন্ধকার যুগে যে সকল দুর্নীতি সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সেগুলি দূর না হইলে সমাজ খর্ব্ব ও দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে। এই সমস্ত কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করিবার জন্য আমাদিগকে সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজের যখন এত দুর্দ্দশা, এত নির্জ্জীবতা, তখন উন্নতিশীল পাশ্চাত্য সমাজের মত উহাকে অবিকল পূর্ণ গঠিত না করিলে আমাদের উন্নতি সম্ভব হইবে না, এবং সমগ্র হিন্দু-সমাজই যখন ভগ্ন, মৃতপ্রায় হইয়াছে, তখন কায়স্থ-সভা করিয়া জাতি-বিশেষকে উন্নত করিবার প্রয়াস মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের ন্যায় নিষ্ফল। কিন্তু যদি আমাদের এই অসার জরাজীর্ণ হিন্দু-সমাজের সহিত পাশ্চাত্য সমাজের তুলনা করি, তবে এখনও দেখিতে পাইব যে, হিন্দু-সমাজে অদ্যাপি যে গুণাবলী বিদ্যমান, শান্তি, সন্তোষ, বিগ্রহ বিমুখতা প্রভৃতি যে সমুদয় মহত্ত্বের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা পাশ্চত্য সমাজ শত চেষ্টায়ও লাভ করিতে পারিতেছে না। হিন্দু-সমাজকে ঠিক পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে গঠিত করিতে যাইলে দেশে যে অশান্তি-বহ্নির সৃষ্টি হইবে তাহাতে ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যক্তি সকলেরই সর্ব্বনাশ হইবে! হিন্দু-সমাজের ভিত্তি ঠিক রাখিতে হইবে। উহার মূলে এখনও কীট প্রবেশ করে নাই। এই ভিত্তির উপর বিদেশীয় সমাজের গুণ সংগ্রহ করিয়া কারুকার্য্য রচিত হইলে সমাজসৌধ অতুলনীয় শোভা ধারণ করিবে।

এই সমস্ত কারণে সামাজিক সংস্কার অপরিহার্য্য হইলেও বহু বিবেচনাসাপেক্ষ। যে জিনিষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমি জানি না, তাহার সংস্কার করিতে যাওয়া আমার পক্ষে হঠকারিতা মাত্র। হিন্দু-শাস্ত্রে যে সমস্ত আচার ব্যবহারের নির্দ্দেশ আছে, যাঁহারা অবহেলা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার পরিবর্ত্তন করিবার অধিকারী নহেন। এই সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এই বিষয়ের আলোচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে প্রয়াস পাওয়া প্রত্যেক হিন্দু সন্তানেরই কর্ত্তব্য, কায়স্থ-সমাজের'ত কোন কথাই নাই। ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ সমাজের মঙ্গলের জন্য যে শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক

কায়স্থ-সন্তানেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত। এই কার্য্য ঋষিগণের জীবনব্রত স্বরূপ ছিল, সুতরাং ক্ষুদ্রতার, ভিত্তির উপর ইহা স্থাপিত হইতে পারে না। মহত্ত্বের জীবন্ত শক্তি ভিন্ন, তাঁহাদের কর্ম্মের পোষণ ও বৃদ্ধির সম্ভব হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রাদি আমাদের অশ্রদ্ধার বিষয় হইতে পারে না। আমরা যদি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চাই, যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা থাকে, তবে শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রীয় আহারাদি প্রতিপালন আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। কায়স্থ-সন্তান যাহাতে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্ন হয়েন ও তদনুসারে কার্য্য করেন, কায়স্থ-সভার সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রত্যেক জাতিরই চিন্তা ও কার্য্যের এক বিশেষত্ব আছে। শাস্ত্রাদি তদনুসারে রচিত হয় এবং আচার অনুষ্ঠানাদিরও সেই মত বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার বিপরীত আচরণ আত্মপ্রকৃতির সহিত বিরোধের তুল্য এবং অনুষ্ঠানই এই সমস্তের উপযোগিতার একমাত্র প্রমাপক। আমার পরিধেয় বসন শরীরের এবং ঋতুর উপযুক্ত কিনা সে বিচার অন্যের অপেক্ষা আমিই ভাল করিতে পারি। অতএব সংস্কার কার্য্যের পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় আচার, অনুষ্ঠান বিধিনিষেধগুলি অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে।

সকল দেশেই সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তনের ভার, সুযোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়। নিপুণ শিল্পী ভিন্ন যেমন গৃহসংস্কার সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, বরং সংস্কার অপেক্ষা সংহারের আশঙ্কা বেশী থাকে, সেইরূপ সমাজসংস্কারও যাহার তাহার হস্তে ন্যস্ত থাকিলে উন্নতি অপেক্ষা অবনতির পথই প্রশস্ত হয়। হিন্দু-সমাজের মঙ্গলের জন্য নূতন শাস্ত্রের প্রণয়ন বা পুরাতন শাস্ত্রের পরিবর্ত্তন, পূর্ব্বে হিন্দু রাজারা ঋষিগণই করিতেন। এক্ষণে রাজ-শক্তি দ্বারা ঐ কার্য্য সম্ভবপর না হওয়ায় ঋষির ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ঐ কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। পূর্ব্বে রাজশাসনের দ্বারা শাস্ত্রের সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন আমরা বিস্মৃত প্রতিপালিত হইত, অধুনা সেই শাসনের অভাব হওয়ায়, সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলই, যেন সমাজের সর্ব্বাঙ্গিণ উন্নতিই আমাদের লক্ষ্যস্থল হয়। দৃষ্ট হইতেছে। এই অবস্থা কোন সমাজের হিতসাধন করিতে পারে না, সমাজে শাসক না থাকিলে সমাজ উন্মার্গগামী হইয়া ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। সামর্থ্য থাকিলে কেহ কখনও সামাজের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় না, এবং স্বার্থ ও ক্ষণিক সুখের লালসা সামাজিক কার্য্য প্রণালীকে কলুষিত করে। এই শিক্ষা না পাইলে এরূপ শ্রদ্ধা হৃদয়ে স্থান পায় না। তারপর সমাজকে ভাল সমস্ত বিপদের হস্ত হইতে সমাজকে পরিত্রাণ করিবার জন্য শাস্ত্রপ্রণেতা আর্য্যঋষি গণের বংশধর পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সমাজরক্ষার প্রধান উপায়, দেশকাল পাত্রানুযায়ী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু কেবল এই কার্য্য করিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না, এই ব্যবস্থা যাহাতে সমাজে প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ও কায়স্থ-সমাজের নেতৃবর্গ এবিষয়ে যত্নহীন নাই, কিন্তু অকপট তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে হিন্দু-সমাজের প্রকৃতি ও মূল তত্ত্বাদি

হইলে কায়স্থ-সমাজের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কায়স্থ জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই একার্য্যে বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য।

যে প্রথা বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী নয়, তাহার অনুষ্ঠান যেমন উন্নতির বিঘ্ন উৎপাদন করে, পুরুষপরম্পরাগত সদাচারের লোপও তেমনি সম্মান হানিকর ও অধঃপতনের কারণ। যে সমস্ত আচার ও অনুষ্ঠান মানসিক উন্নতির সহায়ক, যদ্দ্বারা চিত্ত ভগবদ্ভক্তি উদ্বোধিত হয়, যে অনুষ্ঠানের দ্বারা পিতৃগণের প্রতি দৃঢ় ভক্তি এবং আত্মবংশমর্য্যাদার আস্থা হয়, সেই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের অভাব হইলে সমাজের অধোগতি সূচিত হয়। যে সমাজে এই অভাব দৃষ্ট হয়, তাহার ধনবল ও লোকবল থাকিলেও নৈতিক শক্তির অভাবে পরিণাম শোচনীয় হইয়া থাকে। কায়স্থ-সমাজে বর্ত্তমানে বাঞ্ছিতরূপ শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠানের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আচার ভ্রষ্টতা যাহাতে কায়স্থ সন্তানের উচ্চ বর্ণগৌরবকে কলঙ্কিত না করে, কায়স্থ-সভার ঐকান্তিক চেষ্টা সেদিকে প্রযুক্ত হউক। যখন প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তান তাহার সামাজিক কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় পালন করিবেন, যখন তাঁহাদের আচার-ব্যবহার শাস্ত্রীয় বিধির সম্যক অনুসরণ করিবে, তখন প্রত্যেকেই ঈশ্বরদত্ত নৈতিক বলে বলীয়ান্ হইবেন। পরের মতামতের সামাজিক মর্য্যাদার ন্যূনাধিক্য হইবে এ বিশ্বাসের ছায়াও তাঁহাদের মনে আসিবে না। পরহিংসার শতজিহ্বা তাঁহাদের অপযশ উচ্চারণের পূর্ব্বে জড়তা প্রাপ্ত হইবে। বঙ্গীয় আচার পালন বঙ্গীয় কায়স্থগণের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর এক প্রধান উপায় শিক্ষাবিস্তার। শিক্ষার দ্বারাই সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত করিতে হইলে, কায়স্থ-সমাজে শিক্ষার বহুল প্রচার করিতে হইবে। শিক্ষা শিক্ষার অভাব যে কোন সভ্য সমাজের কলঙ্কের কথা। কায়স্থ-সমাজের গৌরব এরূপ সমাজ-প্রেম প্রকৃত সামাজিক উন্নতি সাধিত করে, অন্যভাবের বশবর্ত্তী কেহ সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। হিন্দু সমাজের ধারাবাহিক প্রকৃতি ও মূল তত্ত্বাদি

অবগত হইবার পক্ষে আর্য্যশাস্ত্রসমূহ প্রকৃষ্ট দ্বার স্বরূপ। কায়স্থ-সমাজ বিরাট হিন্দু সমাজের বাহু স্বরূপ। হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তানের অবগত হওয়া উচিত, অপর জাতিগণের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ, তাহাদের সহিত কায়স্থগণের কর্ত্তব্য কি. ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার জন্য এবং হিন্দুত্বের লক্ষণ, আচার অনুষ্ঠানাদির মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তানেরই শাস্ত্রচর্চ্চা করা একান্ত আবশ্যক। কায়স্থ-সমাজ এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকিবেন না অবহেলার কুফল আমরা সকলেই ভোগ করিতেছি, আর কালবিলম্ব না করাই শ্রেয়ঃ এ বিষয়ে আমরা রাজদ্বারেও এক সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারি। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে কায়স্থ-সন্তানের প্রবেশাধিকার লাভের চেষ্টা করা কায়স্থ-সমাজের প্রথম কর্ত্তব্য। কায়স্থজাতির শাস্ত্রচর্চ্চায় সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং এ সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি করিবার কারণ নাই। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন আমরা এই প্রয়াসে আমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করি; কায়স্থ-সমাজ উদ্যম করিলে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শাস্ত্র শিক্ষার দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের অতীতের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হইবে, পরন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করিলে, দেখিতে পাই যে, জগতের সহিত আমাদিগকে সংশ্লিষ্ট থাকিতে হইবে। আমরা সকলকে বাদ দিয়া, এ বসিয়া থাকিলেও, অপরে আমাদিগের উপর আসিয়া পড়িবে। জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আধুনিক জগৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে যে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা অবজ্ঞার বিষয় নহে। এ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন। মানব সমাজের চিন্তা স্রোত কোন্ দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যের জানা উচিত। সামাজিক, রাজনীতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কত চেষ্টা কত দিন আরব্ধ হইয়াছিল, কোন্ চেষ্টার মূলে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ও পরিণামই কি এবং বর্ত্তমানে চিন্তাজগতে মানুষের কি কি ব্যাপার ও আয়োজন চলিতেছে মানবসমাজে বাস করিয়া এসব যিনি জানিতে ইচ্ছুক না হন, তিনি মানুষ হইয়া মানুষের কৃতকার্য্যতার ফললাভে বঞ্চিত থাকেন। এরূপ জ্ঞান-বিদ্বেষী ব্যক্তি কায়স্থ-সমাজে যত কম থাকেন, ততই আমাদের মঙ্গল। সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য জগৎ জাতীয় জীবনগঠনে যে শিক্ষা দিতে পারে, তাহা আমরা আর কুত্রাপি দেখিতে পাই না। আমাদের জীর্ণ সমাজ-দেহে বল সঞ্চার করিতে হইলে, জাতীয় জীবনের দীনতা ও অসাড়তা দূর করিতে হইলে, উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে

সকলকে জাতীয় উন্নতি কার্য্যে উৎসাহিত করিতে হইলে, এবং জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নৈরাশ্যের অন্ধকার দূর করিবার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

অধুনা আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষার জন্য বহুসংখ্যক বিদ্যালয় আছে, কিন্তু জনসংখ্যার হিসাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রচুর নয়। এই হেতু এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ দেশে অনেক সংখ্যক লোক শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত। কায়স্থ-সমাজের যে অংশ এই কারণে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাদিগের শিক্ষার ভার কায়স্থ-সমাজের স্বহস্তে লওয়া উচিত। কায়স্থ-সমাজে ক্ষমতাবান্, প্রতিপত্তিশালী লোকের অভাব নাই, তাঁহারা উদ্যোগী হইলে এ বিষয়ে সফলতা লাভ অতি নিকট।

আজকাল শিক্ষার কথা বলিতে গেলে উহা পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। স্ত্রীজাতির শিক্ষার কথা বিশেষ করিয়া না বলিলে সে চিন্তা আমাদের মনে উদিত হয় না; ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। সামাজিক জীবনের প্রধান কেন্দ্রই স্ত্রী। স্ত্রীজাতিকে বাদ দিলে সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ বাদ দেওয়া হয়। পারিবারিক, তথা সামাজিক জীবনের সুখ-শান্তি ও শৃঙ্খলা স্ত্রীজাতির উপর কতটা নির্ভর করে, তাহা সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন। সুতরাং স্ত্রীজাতি অশিক্ষিত থাকিলেই, আমাদের উন্নতির পথে কত বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাও সকলে বুঝিতে পারেন। যাহাদের উপর বর্ত্তমানে সংসারের মঙ্গল ও ভবিষ্য বংশের উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহাদের বুদ্ধি শিক্ষার দ্বারা পরিমার্জ্জিত না হইলে, তাহার কুফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। অধিকন্তু, সন্তানপালনের ভার স্ত্রীজাতির উপর, সন্তানের প্রকৃতি তাঁহাদের শিক্ষার উপর নির্ভর করে, তাহাদের সন্তানেরাই ভবিষ্য সমাজ। সুতরাং তাঁহারা নিজে অশিক্ষিত থাকিলে তাঁহাদের সন্তানেরা উন্নত হইবে কি প্রকারে? উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজ যে দুর্দ্দশায় পতিত রহিয়াছে, তাহার প্রতিকার প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য। কেবল কাব্য, সাহিত্য ও নাটক পড়াইলেই সুশিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষকে জীবনের কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তোলা। স্ত্রীশিক্ষাও এই নিয়মে দেওয়া উচিত। স্বধর্ম্মে আস্থা, সাংসারিক কার্য্যে নৈপুণ্য, পুরুষের প্রতি কর্ত্তব্য, বিবাহিত জীবনের অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি-নিষেধ, মাতৃত্বের গুরুতর দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা ব্যতিরেকে জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। বয়স অনুসারে এবং উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ও এবম্বিধ অন্যান্য বিষয়ে প্রত্যেক কন্যার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া উচিত। বিষয় ও বয়স ভেদে পিতামাতারই কন্যা-শিক্ষার ভার লওয়া কর্ত্তব্য।

কালক্রমে শিক্ষিত পাত্রের ন্যায় শিক্ষিতা গুণবতী পাত্রীরও আদর বাড়িবে এবং সুশীলা, দুঃখ ও নৈরাশ্যে সান্ত্বনা ও আশাস্থল এবং সকল বিষয়ে যাহার পরামর্শে নির্ভর করা যায়, এমন কন্যারত্ন পাইলে লোকে বিনাপণে আগ্রহের সহিত পত্নীত্বে গ্রহণ করিবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়। কায়স্থ-সমাজ এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহেলা না করিয়া সমাজে স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে সত্বর উদ্যোগী হউন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইলে আমাদের সামাজিক জীবনের দ্বিগুণ শক্তির আবির্ভাব হইবে। রমণীকুলের হস্তে যে বিপুল শক্তি আছে, যদি তাঁহারা শিক্ষিতা হইয়া উহা প্রয়োগ করেন, তবে আমাদের সমাজে অনেক দোষ শীঘ্রই নিরাকৃত হইবে, সমাজদেহে পূর্ণ জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইবে। যতদিন স্ত্রীজাতির উন্নতি না হয়, ততদিন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অসাড় হইয়া থাকিবে।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের এইটুকু বিবেচনা করিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য সমাজের ও আমাদের সমাজের স্ত্রীর আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের সমাজে স্বার্থ-ত্যাগই স্ত্রীর জীবন-ব্রত। স্বামী, পুত্রের জন্য হিন্দু-রমণী তিল তিল করিয়া নিজ জীবন দান করেন; আত্মসুখের কথা কদাপি তাঁহার মনে উদিত হয় না। নিজের শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আহার, অনাহার সমান জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া হিন্দু রমণী যে অতুলনীয় পরার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেন, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। এই আদর্শ যাহাতে একটুও খর্ব্ব না হয়, স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগিগণকে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সভা অনেক হইয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় কার্য্য খুব সামান্যই হইয়াছে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যতই কেন কথাবৃষ্টি হউক না, কন্যার পিতামাতার আন্তরিক কার্য্যগত সাহায্য না পাইলে সাফল্য লাভ হইবে না। আবার প্রত্যক্ষ কিছু লাভের আশা না থাকিলে তাঁহাদের এদিকে সহানুভূতি আসিবে না। অনেক কন্যার পিতামাতা মনে করেন যে, কন্যার জন্মই দুর্ভাগ্যের ফল, তাহার বিবাহের জন্য হয়ত সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, আবার লেখাপড়া শিখাইতে চেষ্টা করা কেবল অর্থের অপচয় মাত্র। পুত্রের শিক্ষার জন্য পিতামাতা অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া অর্থব্যয় করেন। কিন্তু কন্যার জন্য একখানা বর্ণমালা ক্রয় করাও অযথা অর্থব্যয় বলিয়া মনে করেন। এই সব কারণে বালক-বিদ্যালয়ের সংখ্যা যত বাড়িতেছে, বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা তত বাড়িতেছে না। ইহার প্রতিকারের জন্য একটী উপায় সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আমাদের কায়স্থ-সভা হইতে যদি

একটী স্ত্রীশিক্ষার ভাণ্ডার খোলা হয়, তবে কায়স্থ-সমাজে স্ত্রীশিক্ষার অনেক সাহায্য হইতে পারে। যদি ঐ ভাণ্ডার হইতে মধ্য-ইংরাজী (minor) বা প্রবেশিকা Matriculation পরীক্ষোত্তীর্ণ কায়স্থ-বালিকাকে বিবাহের সময় অবস্থানুসারে এক সঙ্গে কিছু অর্থ সাহায্য করা হয়, তবে অনেক পিতামাতাই কন্যার লেখাপড়া শিক্ষায় মনোযোগী হইবেন এবং একটী বৃত্তির জন্য হয়ত একশত বালিকা প্রতিযোগিতা করিবে। এই প্রকারে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার বাড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে শৈশব বিবাহের কুফল হইতে সমাজরক্ষা পাইবে। আশা করি কায়স্থ ভ্রাতৃগণ এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপযুক্ত সাহায্য দানে কুণ্ঠিত হইবেন না। এইরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল কথায় সন্তুষ্ট থাকিলে স্ত্রীশিক্ষার কোন উন্নতি হইবে না।

নৈতিক ও মানসিক শিক্ষার যেবন প্রয়োজন কার্য্যকরী শিক্ষারও সেইরূপ প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিল্প শিক্ষার অভাবে সমস্ত শিল্পই উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। শিল্পের উন্নতি ও অবনতির উপর অসংখ্য লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করে। অধিকন্তু শিল্প-কলার সাহায্য ভিন্ন কাহারও দৈনিক কোনও কার্য্য সম্পন্ন হয় না; অথচ আমাদের অবহেলায় উহা লুপ্তপ্রায়। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির কথাও আসিয়া পড়ে। ইউরোপে বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিকার্য্য দ্বারা লোকে অপরিমিত ফসল জন্মাইতেছে। আমাদের দেশে একটীবার কোন কারণে ফসল নষ্ট হইলেই অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক্ষেত্রের উর্ব্বতা বৃদ্ধির উপায় অবগত না হওয়ায় যে সমস্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিশাস্ত্র শিক্ষা দিলে তাহার লাঘব হইবে। কায়স্থ-সমাজ শিল্প ও কৃষি শিক্ষায় যত্নবান্ হউন। সমাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্রদেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

এতৎ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কয়েক বৎসরের জন সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজের লোকগণ ক্রমশই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। যে কার্য্য আগে নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু দ্বারা সম্পাদিত হইত, ক্রমে তাহা ভিন্ন সম্প্রদায় অথবা ভিন্ন প্রদেশের লোকের হস্তে গিয়া পড়িতেছে। যে সমাজে বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ, নিম্নশ্রেণীর লোকের অভাব পরিদৃষ্ট হয়, সে সমাজের পরিণাম ভয়াবহ। হিন্দু সমাজের এই বিষম বিপদের প্রতিকার প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য। কায়স্থসমাজও এ বিষয়ে অলস থাকিবেন না। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে পরিশ্রমের প্রকৃত মূল্য ও

মর্য্যাদা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যাহারা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করে এবং যাহাদের পরিশ্রমের উপর সমস্ত সমাজের জীবন নির্ভর করে, তাহাদিগকে অনেকে ঘৃণা করে। শিল্পীদিগের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ অত্যাবশ্যক তৈজস পত্রাদি না হইলে, আমাদিগের দিন যায় না, অথচ তাহারা আমাদিগের ঘৃণার পাত্র। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করে, তাহারই সমাজে ঘৃণ্য। ইহার ফলে ঐ সমস্ত শ্রেণীর যাহারা সুবিধা পাইতেছে, তাহারাই স্ব স্ব লাভজনক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া মসীজীবীর ব্যবসায়ে প্রবেশ লাভ করিতেছে।

বাহ্য চাকচিক্যের মোহ উহাদিগকে এত অভিভূত করিয়া ফেলে যে, বিলাসী হইবার আশায় লেখনী ধারণ করিয়া পরের দাসত্ব করাও তাহাদের বাঞ্ছনীয়। অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে পনর টাকা মাহিনার একজন কেরাণীর আবশ্যক হইলে দুই শত আবেদন আসিয়া পড়ে, কিন্তু মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে একজন ভাল সূত্রধর বা ভাস্কর পাওয়া যায় না। ডাক্তারী, ওকালতী, শিক্ষকতা প্রভৃতি ব্যবসায়গুলির কত দুরবস্থা তাহা সকলেই জানেন; এখন হইতে শিল্প প্রভৃতি পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি না দিলে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিণাম আশঙ্কাপূর্ণ। শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি এই ঘৃণা সমাজের পক্ষে সর্ব্বনাশকর। সদুপায়ে পরিশ্রম করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা যাহাতে সমাজে কলঙ্কের বোঝা না বহিয়া সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়া ও যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করিয়া জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষীরই কর্ত্তব্য। আজন্ম ঘৃণা ও অবমাননার পাত্র হইয়া থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায়, নিজের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে ও সর্ব্ব প্রকার উন্নতি নষ্ট হয়। পরিশ্রমের মর্য্যাদা যদি আমরা না বুঝি, তবে ক্রমে বাঙ্গালী সমাজের মস্তক মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, অন্যান্য অঙ্গ ক্রমে কালে সমস্তই লোপ পাইবে।

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অনেকে আজকাল বিলাত গিয়া থাকেন। আমাদের যে বিষয়ে জ্ঞানের অভাব সে বিষয়ে পরে কাছের না শিখিয়া উপায় নাই। বিদ্যা শিক্ষার প্রয়াস এদেশে চিরকাল প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। যাহারা বিদেশে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আসেন, তাঁহারা সমাজের উন্নতির সহায় হয়েন এবং এরূপ গুণী ব্যক্তি সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ। কায়স্থ-সমাজে যাঁহারা বিলাত প্রত্যাগত, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে কায়স্থজাতির বহুল ক্ষতির সম্ভাবনা। তাঁহাদের সহায়তায় তাঁহাদের উৎসাহে সমাজের অনেক উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং আরও আশা

করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা কায়স্থ-সমাজের উচিত নহে। সমুদ্র-যাত্রা শাস্ত্র সঙ্গত কি না সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ হইয়া গিয়াছে। কেবল সমাজের উন্নতির কথা মনে রাখিলেই ইহা বুঝা যাইবে যে, বিলাত প্রত্যাগত-দিগকে পরিত্যাগ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং সমাজের অনিষ্টকর। কায়স্থ-সমাজ এবিষয়ে যে উদারতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছেন, তাহার পরিণাম ফল শুভপ্রদ।

সামাজিক একতা, সামাজিক উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। কায়স্থ-জাতির যে চারিটী শ্রেণী আছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই ঐক্য সংস্থাপিত হইলে, কায়স্থ-সমাজের উন্নতি অতি সহজ হইবে। চারিশ্রেণীর কায়স্থদের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই। বঙ্গ, বরেন্দ্র প্রভৃতি দেশ বিভাগ অনুসারে তাঁহাদের বিভিন্ন নাম হইয়াছে। দেশ বিভাগানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে অধুনা প্রত্যেক জেলার কায়স্থগণ এক এক শ্রেণী গঠন করিতে পারেন। বস্তুতঃ সকল কায়স্থই এক শ্রেণী, তাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান দ্বারা একতা বৃদ্ধির চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। আমরা চারি শ্রেণী একতা বদ্ধ হইলে আমাদের উন্নতির পথ সহজ হইবে। আসুন ভ্রাতৃগণ, আমরা রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতি প্রভেদ বিস্মৃত হইয়া পরস্পরকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিতে শিখি। চারিশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে যদি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবে কেবল একতা বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে, অধিকন্তু বিবাহের নির্ব্বাচন ক্ষেত্রও প্রসারিত হইয়া কন্যা-বিবাহ-সঙ্কট অনেকটা দূর হইবে। ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থই মিলিত হইতে পারিব। হয়ত এই সুদিন এখন বহু সময় সাপেক্ষ, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ঠিক থাকা কর্ত্তব্য। সে দিনের কথা ভাবিলেও আনন্দে আপ্লুত হইতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা রহিত করিতে কায়স্থ-সমাজ যত্নবান্ হউন। এই নিষ্ঠুর প্রথা দ্বারা যে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা আজকাল অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে সন্তানবিক্রয় মহাপাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তথাপি হিন্দুভদ্রলোকগণ এই পাপ সঞ্চয় করিতে বিরত হন না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, কিন্তু অপর পক্ষে বর্ত্তমান সমাজে আর্থিক অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও প্রতীতি হয় যে, বিবাহিত জীবনের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া পূর্ব্বে কোন প্রকারে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা অনেকে বিজ্ঞতার কার্য্য মনে করেন। কয়েক

বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে বিশেষ আলোচনা হইতেছে, কিন্তু আশানুরূপ ফল এখনও দেখা যাইতেছে না। কারণ এদেশে জীবনসংগ্রাম দিন দিন যেরূপ কঠোর হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় না যে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্রলোকগণ পুত্রের বিবাহ দিয়া এক কালে কতকগুলি টাকা পাইবার ব্যবহারসম্মত উপায় সমাজের অনিষ্টকর বলিয়া সহজে ত্যাগ করিবেন। আজকাল সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে পণরহিত বিবাহের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। পাত্র পাত্রী পক্ষ উভয়েই ধনকুবের। বিবাহের সময় পণের জন্য কেহ কিছু দাবী করিলেন না, আর কাগজে ধন্যবাদের রব পড়িয়া গেল। কিন্তু এরূপ স্থলে পণ না লওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ কন্যার ধনী পিতা ইচ্ছা করিয়া মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কন্যাকে ও জামাতাকে মহামূল্য দ্রব্য সামগ্রী দান করেন। আবার যদি পুত্রের পিতার কোন অভাব না থাকে, তাহা হইলে তিনি অনেক সময়েই বিনা পণে পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের পুত্রের বিবাহ দিয়া দশবিশ হাজার টাকা পাওয়ায় বা না পাওয়ায় কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং পণ না লওয়াতে তাঁহাদের খুব বেশী স্বার্থত্যাগের পরিচয় দেওয়া হয় না। যদি কোন মধ্যবিত্ত, দরিদ্র ব্যক্তি বিনা পণে বা বিনা যৌতুকে দরিদ্রের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন, তবেই সে বিবাহকে প্রকৃত পণরহিত বিবাহ বলা যাইতে পারে। এরূপ বিবাহের কথা বড় শুনা যায় না।

আমাদের বিবাহ ব্যাপারে আরও একটী ত্রুটী আছে। কেবল আড়ম্বরের জন্য আমরা যে অর্থের অপচয় করি, তাহা অন্যভাবে ব্যয়িত হইলে সমাজ-হিতকর অন্য কত কার্য্য সাধিত হইতে পারে। এবিষয়েও কায়স্থ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সমাজ যদি আড়ম্বরশূন্য বিবাহ-কার্য্যের প্রবর্ত্তককে অবজ্ঞা না করেন, তবে এই অর্থনাশকর প্রথা অচিরে লোপ পাইবে।

সমাজের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, সমাজস্থ নিঃস্ব দরিদ্রগণকে সাহায্য করার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় ভাণ্ডার "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার" নামে অভিহিত। দরিদ্র কায়স্থ-বালিকার বিবাহে সাহায্য, দরিদ্র কায়স্থ-বালক-বালিকার শিক্ষায় সাহায্য ও দরিদ্র-কায়স্থ বিধবাদিগকে সাহায্য করাই ইহার উদ্দেশ্য। কলিতে দানই প্রধান ধর্ম্ম ; কায়স্থগণ এধর্ম্ম অবহেলা করিবেন না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। জাতীয় ভাণ্ডারে দান করিলে পরোপকারের পুণ্য এবং সামাজিক উন্নতির সহায়তা উভয় কার্য্যই সম্পাদিত হইবে। সহৃদয় কায়স্থগণ এদিকে দৃষ্টি-পাত করিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ।

কায়স্থ সন্তানগণকে আর একটী কথা বলিবার আছে। আজকাল চাকরী অনেকেরই যেন একমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পরাধীনতা কোন সমাজের শ্লাঘার বিষয় নহে। কায়স্থ-সন্তান যাহাতে স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, সেই চেষ্টা করুন। কায়স্থ-সমাজ এবিষয়ে উপদেশ দ্বারা ও অন্য প্রকারে তাহাদিকে পরিচালিত করিতে পারেন। চাকরী করিয়া সমাজের বা দেশের কাজ করিবার অতি অল্পই অবসর থাকে এবং আত্মোন্নতিও যথেষ্ট হইতে পারে না।

অধুনা কায়স্থ-সমাজের বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ঘটককুলের একেবারেই অভাব। এই অভাব দূরীকরণার্থ এই ভার কায়স্থ-সমাজ স্বহস্তে গ্রহণ করুন। কায়স্থ-সমাজ উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কায়স্থগণের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করুন। পূর্ব্বপূর্ব্ব সভায় এ প্রস্তাব উঠিয়াছে। এখন কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আসিয়াছে। আমাদের কায়স্থ-সভার চিরহিতৈষী বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আমাদের বিরাট কায়স্থ-সমাজের কুলশাস্ত্র রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং আমাদের বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কায়স্থ সভার সকলেই তাহা বিশেষরূপ অবগত আছেন। সেই কায়স্থেতিহাসের প্রথমখণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় যে গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আশাকরি কায়স্থমাত্রেই তাঁহার সহায় হইবেন।

আমার এই বক্তৃতা উপসংহারের পূর্ব্বে আপনাদিগকে একটী দুঃখের কথা বলিব। কায়স্থ-সভার যে সকল সভ্য সমাজ-হিতৈষণার দ্বারা সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদিগের অকাল মরণে আমি সভাপতি স্বরূপ গভীর দুঃখ প্রকাশ করত, তাঁহাদিগের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি। মৃত মহাত্মাদিগের মধ্যে খুলনা জেলার অন্তর্গত কাঁঠালগ্রামের কবিরাজ দ্বারকানাথ বসুবর্ম্মা, কাশী নিবাসী ডাক্তার ঈশানচন্দ্র রায়, এম্-বি, সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী রাজচন্দ্র চন্দ্র, এম্-এ, বি-এল্, হুগলীর ভূতপূর্ব্ব জজ কবিবর বরদাচরণ মিত্র, এম্-এ, সি-এস্, কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর, হিন্দু আইনের অদ্বিতীয় পণ্ডিত গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্, যশোহরের অন্তর্গত বাগুটীয়া নিবাসী ললিতভূষণ রায়, বগুড়ার বিখ্যাত সমাজ-হিতৈষী রায় বাহাদুর রজনীকান্ত মজুমদার, কলিকাতার বিহারীলাল পাল, দিনাজপুরের মহারাজার খুল্লতাত সুপ্রসিদ্ধ বাদিত্রবিদ্ হরেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্ম মহো-

দয়ের মৃত্যুতে কায়স্থ-সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজ-সেবকগণ ইঁহাদিগের কার্য্যস্থান অধিকার করেন, ভগবানের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা।

অতঃপর কিঞ্চিৎ সুসংবাদও আছে—ঢাকা শেখর নগরের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বি-এল্ এবং নর্সিংপুরের উকিল শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বসু বি এল্ সদাশয় গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাওয়ায় এবং কায়স্থসভার অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা C. I. E. মহোদয় চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের উচ্চপদে মহামান্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। দ্বিতীয় কথা, মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়, কে-সি-আই-ই, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমাদের কায়স্থ-সমাজের উন্নতিকল্পে নানাভাবে যত্নবান্ আছেন। ইঁহারা আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি সকলে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বজাতি ও সমাজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

আমি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাপতির পদে বরিত হওয়ার পর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির তিনটী অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারি নাই। ঐ কয়দিন রায় বিনোদবিহারী বসু বি-এ, সহঃ সভাপতি রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্-এ এবং মাননীয় শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা এম্-এ, বি-এল্, মহোদয় আমার অনুপস্থিতিতে মাসিক অধিবেশনের সভাপতির কার্য্য করায় আমি তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা বি-এল্ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী ইঁহারা কায়স্থ-সভার হিতকল্পে যে প্রকার কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে, তাঁহারা যে সভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। যদিও ইহা তাঁহাদের নিজের কার্য্য তথাপি তাঁহারা ধন্যবাদার্হ কারণ নিজের কার্য্যও অনেকে অবহেলা করেন।

যাবতীয় সভ্যগণের অভ্যর্থনা করিবার যে সুব্যবস্থা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চাচড়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ বর্ম্মরায় মহাশয় ও সভ্যগণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ধন্যবাদ দিয়া আমি আসন পরিগ্রহ করিতেছি!

সম্পাদকীয় মন্তব্য :—

অনন্তর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কায়স্থ-সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সন ১৩২২ সনের নিম্নোদ্ধৃত কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন :—

বিশ্বপাতা জয়দীশ্বরের কৃপায় এবং স্বজাতিবর্গের সহানুভূতিতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা গত শ্রাবণ মাসে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এখন পঞ্চদশ বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল। বাল্যাবস্থা শেষ হইল। শিশু সভায় প্রথম পাঁচ বর্ষ "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি" হিসাবে সভা সকলেরই আদর যত্ন পাইয়াছেন। তারপর "দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ"; তাহাও যথেষ্ট হইয়াছে। দেখা যাক অতঃপর কি হয়—

সভা নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে ধীরে ধীরে উদ্দেশ্য সাধন করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি সভা ইউরোপের যুদ্ধের জন্য মহাবিপদ-সলিলে পতিত। এই বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র কতদিনে শেষ হইবে জানি না! এই মহাসমর সংঘটিত হওয়ায় বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষই বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই এবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, কিন্তু সভার আয় কিছুমাত্র কমে নাই।

সভ্যসংখ্যা। আলোচ্য বর্ষে ৭৮ জন নূতন সভ্য, এবং একজন পুরাতন সভ্য আজীবন সভ্য হইয়াছেন।* ২টী নূতন শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও পত্রিকার ১৫ জন নূতন গ্রাহক হইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর ১৬৮ জন সভ্য ও ২৫ পত্রিকার গ্রাহক বাড়িয়াছিল। এদিকে আমরা অনেক সভ্য হারাইয়াছি, তন্মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মাননীয় সভাপতি মহাশয় সেই সকল লোকান্তরিত মহাত্মার বিবরণ দিয়াছেন। ২২ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন। ২ জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, ৬৮ জন চাঁদা দিতে না পারায় বা না দেওয়ায়, কিম্বা বাকী চাঁদার জন্য কোন উত্তর না দিয়া ভিঃ পিঃ ফেরৎ দেওয়ায়, তাঁহাদের নাম তালিকচ্যুত করা হইয়াছে। পত্রিকার পুরাতন গ্রাহকদিগের মধ্যে ১৪ জনকে হারাইয়াছি।

আয়-ব্যয়। আলোচ্য বর্ষে নিকষ আয় ২৯৬৪৸/১০ পাই। এতদ্ব্যতীত গত বর্ষের ৬২৯।৶৯ পাই টাকা তহবীলে মজুত ছিল। সর্ব্বসমেত ৩৫৯৪।৶৭ টাকা তহবীলে হয়। এই টাকা হইতে সর্ব্বপ্রকারে ২৯৯০৸/৯ পাই খরচ হইয়াছে।

* আলোচ্য বর্ষের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এককালীন ১০০৲ একশত টাকা সভায় দান করায় সভার নিয়মাবলীর 'অ' বিধি অনুসারে তিনি সভার আজীবন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অবশিষ্ট ৬০৩৷৶১০ পাই মজুত আছে। উহার মধ্যে ৩০০৲ টাকা কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের কন্যার-বিবাহে সভা তাঁহাকে হাওলাৎ দিয়াছেন ও জনৈক কায়স্থ-বিধবাকে প্রতিমাসে ৩৲ তিন টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হইতেছে। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের যে কোম্পানির কাগজ ধনাধ্যক্ষের কাছে আছে, তাহার সুদ বাহির হইলে এই টাকা সাধারণ তহবিলে পূরণ করা হইবে। থ্যাকার্‌স্পিংকের ব্যাঙ্কে ৬৭৲১০ চলিত হিসাবে দাদন রহিয়াছে; এবং কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক্ কর্‌পোরেশনের হাতে ২৫৲ টাকা জমা আছে; অবশিষ্ট ২১১৷৶০ তহবীলে রহিয়াছে। এবার প্রচার ও উপনয়ন খাতে কিছুমাত্র অর্থ সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু উভয় কার্য্যেই ব্যয় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সভার চাঁদা অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞাপন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে যেমন সংগৃহীত হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তেমন হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ ইউরোপের মহাসমর।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি। সমিতির এবার দশটী অধিবেশন হইয়াছে। যে দশটী অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে ২১ জন দক্ষিণরাঢ়ীয় ৭৯বার, ১৩ জন বঙ্গজ ৪১বার, ৭জন উত্তররাঢ়ীয় ১৪বার এবং ৪জন বারেন্দ্র সদস্য ৬বার সমবেত হইয়াছেন। এ বৎসর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সভার মুখ্য উদ্দেশ্যাদির বিস্তার ও প্রচার ভিন্ন, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত "কায়স্থ-শব্দের নাম নিরুক্তি" নামক প্রবন্ধের আলোচনা, শিক্ষার্থ দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রগণকে সাহায্য ও দরিদ্র বিধবাদের সাহায্য প্রদান, গভর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কায়স্থছাত্রের প্রবেশাধিকার চেষ্টা, সভার অধীন আর্য্য-বিদ্যালয়ের পরিচালন এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায় এবং ৺দেবরাণী গুহের দান গ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভার সকল উদ্দেশ্যগুলিই ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছে। প্রতিমাসে পত্রিকায় সমস্ত বৃত্তান্তই প্রকাশিত হয়, পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা মাত্র বলিব।

ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার। ক্ষত্রিয়ত্বের প্রচার এখন সমগ্র কায়স্থ-সমাজেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং সকলেই বুঝিয়াছেন যে আমরা ক্ষত্রিয়। এ বৎসরে এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা দিনাজপুরের মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের উপনয়ন গ্রহণ। বঙ্গদেশীয় প্রায় ১২ লক্ষ কায়স্থের মধ্যে ৬০,০০০ হাজারের উপর উপনীত হইয়াছেন অর্থাৎ প্রত্যেক কুড়িজনে ১জন উপনীত।

ভারতের সমস্ত কায়স্থকে এক সমাজভুক্ত করণ। এ বৎসর লাহোরে ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মেলন হইয়াছিল।

বঙ্গের সমাজ চতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাহ বিস্তার। আন্তর্গণিক বিবাহ এবার দুইটী হইয়াছে,

দুইটীই বঙ্গজ দক্ষিণরাঢ়ীয়ে। উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজ এ বিষয়ে এখনও নিশ্চেষ্ট আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহারা অনেকেই আন্তর্গণিক বিবাহে আপত্তি করেন না, কিন্তু অন্য দুই শ্রেণীর পণের দাবীর ভয়ে অগ্রসর হন না।

বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয়ের অল্পতা সাধন। এই প্রস্তাবটীই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। বিবাহে টাকা লইব না যাঁহারা এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এ বৎসর আমরা ১৯টী বিবাহের সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে দেনা পাওনা ঘটিত দুইটী, অপর ১৭টী বিবাহে পাত্রপক্ষ পণ কি যৌতুক প্রভৃতি কোনরূপ দাবী করেন নাই, বরং দুই এক স্থলে অর্থের প্রলোভনও উপেক্ষিত হইয়াছে। এই সকল মহাত্মাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

সভা-গৃহ। সভা-গৃহের অভাবে যে কি কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে এবং তদ্ধেতু যে কিরূপ ব্যববাহুল্য হইতেছে, তাহা নূতন কিছু বলিবার নাই। যেরূপ দুর্ব্বৎসর ও জাতীয় নিশ্চেষ্টতা, তাহাতে ভগ্নোদ্যম হইয়া থাকিতে হইয়াছে।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। আর্য্য-বিদ্যালয় সম্বন্ধে দান-পত্র রেজিষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কায়স্থ ছাত্রের পড়িবার এবং ব্রাহ্মণ ছাত্রের সহিত তুল্যাধিকার চাহিয়া গভর্ণমেণ্টকে প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে যে পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহার শেষ মন্তব্য সন্তোষজনক হয় নাই এবং যে পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের মন্তব্য সন্তোষজনক না হয়, ততদিন কায়স্থ-ছাত্রের বেদ-বেদান্ত ও স্মৃতি পাঠের কিছু করিবার সুযোগ হইতেছে না। এইজন্য এক সমিতি গঠন করিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইয়াছে। এ বৎসর একটী দরিদ্র কায়স্থছাত্রকে ৪৭৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। সভার চেষ্টায় অন্য একটী ছাত্রকে পুস্তক ক্রয়ার্থ ১০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাবাবু সভার পক্ষ হইতে কলিকাতা আর্য্য-বিদ্যালয়ের ৩২৪৷৶০ এবং দুইটী সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রকে ১২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আর্য্য-বিদ্যালয় হইতে হিসাব পাঠাইতে দেরী হওয়ায় শেষোক্ত ৩২৪৷৶০ এই বৎসরের সংক্ষিপ্ত হিসাবে উল্লিখিত হয় নাই।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে অতি অল্প টাকাই সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা বেশী বেশী টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া এবং সাক্ষাতে তাগিদ দিয়া এখন উদ্যমহীন হইতে

হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে আবশ্যক মত অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য করিতে পারা যাইতেছে না। তথাপি এবার কতিপয় দয়ার্দ্র সদস্যের অনুগ্রহে ৩টী বিধবাকে সাহায্য করা গিয়াছে। একটীকে ১২৲, একটীকে ৫৲ একটীকে ১০৲ টাকা।

সন ১৩২১ সালের শেষে ১৭১১৶১০ পাই, মজুত ছিল, ১৩২২ সালে ২৩১৲ টাকা মাত্র সংগ্রহ হইয়াছে। উভয় একুনে এই ভাণ্ডারের মোট মজুত ১৯৪২৶১০ ভারতবর্ষে প্রায় ২২ লক্ষ কায়স্থ, তন্মধ্যে বঙ্গদেশেই প্রায় ১২ লক্ষ। প্রত্যেকে যদি ১৲ টাকা করিয়া দেন, আবশ্যক মত টাকা সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে। শিক্ষায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ শীর্ষস্থানে, কিন্তু উত্তর পশ্চিমস্থ কায়স্থগণ কায়স্থ-পাঠশালার জন্য নিমেষের মধ্যে লক্ষাধিক টাকা তুলিয়া ফেলিলেন, এমন কি রাজবংশীরা তাহাদের স্থায়ী ভাণ্ডারে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা তুলিয়া ফেলিল, কিন্তু আমরা ১৫ বৎসরেও কিছুই করিতে পারিলাম না।

প্রচার। এবার প্রচার সমিতির কার্য্যের কোন কার্য্য-বিবরণ পাই নাই। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য কুমিল্লার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, প্রচারক শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা (যিনি সোমেশপুর শাখা-সভার প্রচারক ছিলেন), সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ও প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুবর্ম্মা রায় চৌধুরী মহাশয়দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সভা করিয়া লোকের বাটিতে উপস্থিত হইয়া, যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া, উপনয়ন গ্রহণের আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন এবং নানা স্থানে সভা-সমিতি স্থাপন ও সভ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এজন্য আমরা ঐ সকল মহাত্মার নিকট আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শাখা-সমিতি। এবার শাখা-সভাসমূহের মধ্যে প্রথমেই 'সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মিলনী'রকার্য্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সভার প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় এক প্রচার-সমিতি গঠন করিয়া নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুরের নানা স্থানে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। 'রংপুর কায়স্থ-সভা' বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠাইয়াই নীরব। পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভা কয়েক জনকে উপনীত করিয়াছেন। অপরাপর শাখা-সভার কার্য্যের কোন সংবাদ পাই নাই।

কায়স্থ-পত্রিকা। পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় কায়স্থ-পত্রিকা যথানিয়মিত ভাবে প্রতি মাসে ১লা তারিখে প্রকাশিত হইতেছে। উক্ত পত্রিকায় কায়স্থ-জাতি-তত্ত্বের ও বিবিধ বিষয়ের আলোচনা থাকায় দিন দিন তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িতেছে।

এই পত্রিকার বিনিময়ে এবার নানা ভাষার মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক ৭৫খানি পত্র পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে, ৪০খানি পুস্তকও সমালোচনার্থ পাইয়াছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এই বার্ষিক সভার অধিবেশনের সংবাদ 'বেঙ্গলী' 'অমৃতবাজার-পত্রিকা', 'ডেলীনিউজ', 'কায়স্থ-মেসেঞ্জার' ও 'আওয়াজা-ই-খাল্‌ক্' নামক ইংরাজী পত্রিকা, 'বঙ্গবাসী', সঞ্জিবনী', 'বিশ্বদূত', 'বিশ্ববার্ত্তা', 'প্রস্থন', 'আনন্দবাজার-পত্রিকা' 'দৈনিক-বসুমতী', 'কাশীপুর-নিবাসী' প্রভৃতি বাঙ্গলা পত্রিকায় প্রচার করায়, ঐ সকল পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১৩২২ সনের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

আয়।		ব্যয়।	
প্রবেশিকা আদায়	৭৬৲	সরঞ্জাম	৮৬৸৶০
সর্ব্বপ্রকার চাঁদা আদায়	২২৬০৷৶৬	বেতন	৭৩৫৷৷০
গ্রাহকের মূল্য আদায়	১৮৯৲	বাটীভাড়া	২৭৩৲
পত্রিকা বিক্রয়	২৪৷০	মুদ্রণ	১০০৩৸৶০
বিজ্ঞাপনের মূল্য আদায়	১১৭৸৶০	কাগজ	২২৬৷৷৶০
আমানত খাতে	৮১৷৶৩	আলো	২২৷৷৶০
ডাকমাশুল আদায়	৬৫৶০	ডাক ও টেলিগ্রাম	২৩৯৷৶০
সুদ আদায়	৯৶১	প্রচার	৫৯৷৷৶৩
কার্য্য-বিররণী বিক্রয়	১৷৷৶০	আসবাব	৪৪৷৶০
কমিশন আদায়	১২৷৩	কমিশন	১০৲
বাজে খাতে	২৸৶৯	গাড়ী ও ট্রামভাড়া	২৪৸৶৯
হাওলাত খাতে	১২৫৲	পুস্তকাগার	৪৷০
	২৯৬৪৸৶১০	দপ্তরী	১১৯৷৶৬
		আমানতী শোধ	৫৮৶৬
		উপনয়ন	৯৸৶৯
		পত্রিকা	১০৲
		বার্ষিক অধিবেশন	৩৬৲
		পারিতোষিক	৩৩৸০
		দাতব্য	৩৪৶০
		বাজে	৪৷৩
			২৯৯০৸৶৯

কৈঃ—জমা চলিত সনে ২৯৬৪৸৶১০
গত সনের মজুত তহবীল ৬২৯৷৶৯
৩৫৯৪৷৶৭
মিনাহ খরচ ২৯৯০৸৶৯
৬০৩৷৷৶১০

মজুতবিত্তং	৬০৩৷৵১০
এই হিসাব নির্ভুল দেখা গেল। জিম্বা থ্যাকারস্পিং কোং	৬৭৲১০
শ্রীবিনোদ বিহারী বসু (অডিটার) ঐ কলিকাতা ইং করপোরেসন্	২৫৲
৩০।১২।২২ ঐ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	৩০০৲
	২১১৷৵০

শ্রীশরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক।

কার্য্য-বিবরণী পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অনুমোদনে এবং শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে কার্য্য-বিবরণী গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। মহামান্য প্রজারঞ্জন ভারত-সম্রাট রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ বর্ত্তমান সময়ে যে- ন্যায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে তিনি অচিরে যাহাতে সর্ব্ব-প্রকারে জয়লাভ করেন এবং এই লোকক্ষয়কর পৃথিবীব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ যাহাতে শীঘ্র শেষ হয়, তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

সভাপতি মহোদয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে,শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মাননীয় বড়লাট সাহেবের দরবারে এই সংবাদ তারযোগে প্রেরণ করিবার অনুরোধ জানাইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহার ব্যবস্থা হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নবাগত রাজপ্রতিধি Lord Chelmsford বড়লাট বাহাদুরকে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা সভক্তি সম্ভাষণ জানাইতেছেন এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, তিনি যেন সভাকর্ত্তৃক গৃহীত প্রথম প্রস্তাবটী মহামান্য প্রজাবৎসল সম্রাটের গোচরে আনেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

অনুমোদক—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। এই প্রস্তাবও যথারীতি গৃহীত হইল উহা তারযোগে মাননীয় বড়লাট বাহাদুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন সন্ধ্যা ৭ টার সময় সভামণ্ডপে বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হইবে। সাধারণ সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় উকীল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর দণ্ডায়মান হইয়া কায়স্থ-সভার সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন।

আলোচ্য বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতি।

যথা নির্দ্ধারিত সময় বিষয়-নির্ব্বাচনী সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কায়স্থ-সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির স্থিরীকৃত আলোচ্য-প্রস্তাবাবলী পড়িয়া শুনান হইলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে এগুলিই আলোচনার জন্য অবধারিত হইল, কেবল, শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে শিল্প-শিক্ষার আবশ্যকতার কথা সংযোজিত হইল। এতদ্ব্যতীত বৃন্দাবন হইতে অগ্নিহোত্রী শ্রীযুক্ত হরিহর ঘোষবর্ম্মা, কটক হইতে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন-বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার, পাবনা হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বিশারদ ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার, বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষরায়, শ্রীপুর হইতে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ সেন,ঝিনাইদহের শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ দত্ত, মাগুড়ার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার, নড়াইলের শ্রীযুক্ত মালতীনাথ বসু, খুলনা কায়স্থ-সভা, এবং ঐ জেলার নলধা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত, স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ-সেন, জঙ্গলবান্ধালের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু ইঁহারা যে সকল লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমেই মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে মন্মথবাবুর প্রস্তাব আলোচিত হয়। তিনি প্রস্তাব করেন, "বিষয় নির্দ্ধারণ সমিতিতে কায়স্থ মহাসভার সভ্য ব্যতীত স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ এবং সাধারণ সভায় প্রস্তাব উত্থাপন-সমর্থনের অধিকার প্রদান করা হউক।" এই প্রস্তাবটী সম্বন্ধে মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভার নিয়মাবলী বুঝাইয়া দিয়া বলেন, "আমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্রই বক্তৃতা করিতে পারিবেন রেজেষ্টারীকৃত কোন সভা-সমিতির এমন নিয়ম নাই। তবে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ প্রস্তাব উত্থাপন সমর্থন উভয়ই করিতে পারেন, কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকার তাঁহাদের নাই।" এ কথায়ও বহু তর্কবিতর্ক হইয়া স্থির হয়—স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্যে একমাত্র অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যদিগকেই প্রস্তাব উত্থাপন-সমর্থনের ক্ষমতা দেওয়া হউক ও ভোটের অধিকারও প্রদত্ত হউক। অনন্তর রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় অপরাপর উপস্থিত প্রস্তাবগুলি যে মূল প্রস্তাবের সঙ্গে ঐক্য আছে, এক এক করিয়া তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির স্থিরীকৃত প্রস্তাবাবলীই আলোচনার

জন্য অবধারিত হয়। এই সময় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির কার্য্য শেষ হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিন।

১০ই বৈশাখ, ১৩২৩,রবিবার, প্রাতে ৭॥ ঘটিকা।

মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের সভাস্থলে আসিতে বিলম্ব হইবার সংবাদ পাওয়ায়, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় যতক্ষণ সভাপতি মহাশয় না আসেন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সভাপতিত্ব করেন।

কার্য্য প্রারম্ভে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় চারি প্রকার অর্থদ্বারা বিবৃত করিয়া সভার উদ্বোধন করেন।

কায়স্থবংশজলধৌ কলধৌতকান্তিঃ
সম্ভূয় শীতকিরণঃ কিরণেন সর্ব্বান্।
সন্তর্প্য চাতকগণানথ কৈরবাণি
শীর্ষ শ্রিয়ং স বিতনোতু যশোহরস্য ॥১॥
রাজ্ঞঃ সতীশস্য সুশাসনেন
দূরে গতান্যস্য কুশাসনানি।
যশোহরস্যাপি নবোপচারঃ
তন্নামসে নো বসতাৎ সভাস্থ ॥২॥

অতঃপর নির্দ্ধারিত প্রস্তাবাবলী আলোচিত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এ সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয়-কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি ক্ষত্রিয় বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কায়স্থমণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবটী উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই সভাপতির আসন হইতে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন, "প্রস্তাবটীকে ৩টী ভাগ করা যায়। (১) কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত কিনা? যদি মতভেদ না থাকে এ বিষয় বিচারের আবশ্যকতা নাই।

(২) যদি আমরা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত হই, উপনয়ন কর্ত্তব্য কিনা এবং ব্রাত্যত্ব দোষ খণ্ডন এতদিন পরে চলে কিনা?

(৩) যদি আমরা ক্ষত্রিয় না হই, তাহা হইলে উপনয়নের অবশ্য কোন কথাই নাই, কারণ আমরা তাহা হইলে অনার্য্য।"

তৎপরে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদিদের পক্ষ হইতে স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু (সাং বেবাগ্‌দী, বাঘুটিয়া, যশোহর জেলা) বলিলেন যে, কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। উপস্থিত সভ্যগণ এবং অপর সকলেই একবাক্যে তাহাই বলিলেন।

তৎপরে উপনয়ন কর্ত্তব্য কিনা এবং হইতে পারে কিনা তদ্বিষয়ে আলোচনা হইবে স্থির হওয়ায়, সারদাবাবু অগ্রেই উপস্থিত পণ্ডিতগণকে এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতে বলে এবং **পণ্ডিতপ্রবর শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন** মহাশয়কে আহ্বান করেন।

[প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বংশপরিচয় সভাস্থলে প্রকাশ করিলেন। নব্যস্মৃতির প্রথম প্রচারক পূজ্যপাদ ৺গোপাল ন্যায়পঞ্চানন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ, বিখ্যাত ৺রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চানন তাঁহার প্রপিতামহ, এবং ৺দেবীচরণ তর্কালঙ্কার পিতামহ। স্বনামধন্য ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ইহাঁর পিতৃব্য।]

স্মৃতিরত্ন মহাশয় ব্রাত্যত্ব-দোষ খণ্ডন হইতে যে পারে তদ্বিষয়ে কায়স্থের পুরাবৃত্ত বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করিলেন।

[এই সময় সভাপতি মহাশয় সভায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজাসন গ্রহণ করিলেন।]

স্মৃতিরত্ন মহাশয় তৎপরে তাহার মন্তব্যের সমর্থনে অল্পকাল পূর্ব্বে সংগৃহীত ৯১২ সালে লিখিত একখানি পুঁথি পড়িয়া দেখাইলেন যে ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থের উপবীত ছিল। তদনন্তর ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় যে প্রায়শ্চিত্তার্হ এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় আলোচনা করিয়া ইহার স্বপক্ষে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন।

পাঁজিয়া নিবাসী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই সময়ে **প্রতিবাদ** করিতে উঠিলেই তাঁহার সহচর কর্ত্তৃক প্রতিনিবৃত্ত হন।

অতঃপর **মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন** মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হয়, বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কি না। তদুত্তরে তিনি বলেন, "মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সার্ব্বভৌম, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহোদয়গণ যখন বঙ্গীয় কায়স্থের ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ত্ব ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন আমার মতও তাহাই—কায়স্থগণ যদি ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হন, তবে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন হইতে পারে।" পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী-চরণ তর্কতীর্থ** উঠিয়া বলিলেন, "অন্যে কি বলিয়াছেন, এ সভা বোধ হয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যে উপনয়ন হইতে পারে, তিনি এই যে বিধি দিলেন, ইহাই সভার আকাঙ্ক্ষেয় ব্যবস্থা, ইহাই সভা মহামহোপাধ্যায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যবস্থা কখন হয় না। 'নাসৌমুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নঃ।' একদল প্রধান প্রধান পণ্ডিত যখন বঙ্গীয় কায়স্থ জাতির উপনয়নের ব্যবস্থা দিতেছেন, তখন তাঁহাদের মত অনুসারে যজ্ঞোবীত গ্রহণ করা উচিত। আর যদি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করেন, তাহা হইলেও সেই মাননীয় পণ্ডিতগণের মতের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়।" এই কথা বলিতেই **রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী** মহাশয় বলিলেন, "আপনার কি মত?" উত্তরে **তর্কতীর্থ মহাশয়** বলিলেন, "ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকিলেও আমি কায়স্থাখ্য বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়গণের ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারি, যদি কেহ তাহাতে প্রতিবাদ করেন, তাহাও খণ্ডন করিতে প্রস্তুত আছি।" শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি বক্তৃতা করিতে অসমর্থ থাকায় এই বিষয় তিনি তর্কবিতর্ক করিতে প্রস্তুত আছেন জানাইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ (দক্ষিণরাঢ়ী)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (উত্তররাঢ়ী)। তিনি বলিলেন, "এ বিষয় বক্তৃতা করার আর বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি না। কেবল কয়েকটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে চাহি। চাঁচড়ার ও পাইকপাড়ার কুমারদের বাটী বরাবর ঠাকুরের অন্নভোগ হয়। পুরীর গোবর্দ্ধন মঠে কায়স্থরা অন্নভোগ দিতে পারেন। আমার স্ত্রীর পিতামহের উপবীত ছিল। তাঁহাদের মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত ঝিল্লি-খানপুরে বাটী। বসন্তরায়ের মাতামহের উপবীত ছিল। কায়স্থের উপবীত সর্ব্বত্রই বরাবর ছিল। যাঁহাদের নাই, তাঁহারাও লইতেছেন।"

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন (উকীল, সাং যশোহর) প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন "পৈতা ছিল গেল কেন? গঙ্গাপ্রসন্ন বাবুর স্ত্রীর পিতামহের পৈতা

না থাকিলে ক্ষতি কি হইত? পৈতা কি ঘড়ি চেন? ভাল ভাল গুণের অনুকরণের কথা ত' কেউ বলেন না দেখিতেছি! পৈতা লইয়া ফল কি? Sentiment মাত্র। ২।৩ জন ব্রাহ্মণ সাপক্ষে বলিলেন। শত শত আছেন যাঁহারা বিরোধী। পৈতা লইয়া ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। পাঁজিয়ায় কি হইতেছে সকলেই জানেন। ৺রামউত্তম ঘোষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বেড়াইয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ কায়স্থদের ঘনিষ্ঠতাই বঙ্গীয় কায়স্থের উন্নতির কারণ। উপনয়নের গোল উঠান অন্যায় ও অনিষ্টকারী। পৈতা লইলেই অশুদর্শন হয় না। দড়ি গলায় দিবার আমার আপত্তি নাই। কায়স্থ ক্ষত্রিয় সে বিষয় সন্দেহ নাই। তখন দড়ির আবশ্যকতা কি?"

সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত সরসচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (দক্ষিণরাঢ়ী)। তিনি সুদীর্ঘ, অতি মনোরম এবং উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা করেন। তাহার সারার্থ এই। "আধ্যাত্মিক উপকার বলিয়া কি কিছু নাই। সবই কি টাকার জন্য? মনু হইতে বরাবর দেখুন, শূদ্রেরই চিহ্ন কি, দ্বিজাতিরই বা কি? যদি মন্বাদির কথা না মানিতে চাহেন, ঐতিহাসিক কথাটা কি ঠেলিতে পারিবেন? উপবীত আর্য্যের চিহ্ন। উপবীত লওয়ার উপকারিতা আর কিছু না হউক নিজেকে উন্নত মনে করার উপকারিতা আছে। ভারতবর্ষের সকল কায়স্থ কখন মিলিবে না যতদিন না সকলে উপবীত হইবে। শিবজীর উপনয়নের কথা মনে আছে কি? ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহা-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণী দেখুন।"

(২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যা'মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি (দক্ষিণরাঢ়ী)। তিনি বলিলেন, "কায়স্থ যে শূদ্র নহে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এখন কথা পৈতা গেল কেন? সামাজিক আচার ব্যবহার দেখিয়া সকলেরই কারণ বুঝিতে পারা উচিত। শিখা ও তুলসী মালা গেল কেন? পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। উন্নতি নয়। প্রথম বিপ্লব তান্ত্রিক দীক্ষা। তান্ত্রিকেরা বেদ বড় মানে না। তাই বৈদিক দীক্ষা যায়। অবশ্য ক্রমে ক্রমে যায়—একেবারে যায় নাই। ময়নার দলের মিত্র বংশ এবং ঢাকা, বীরভূম ও মেদিনীপুরের কায়স্থ গুরুবংশ এখনও বিদ্যমান। আসামে পুরাতত্ত্ব পর্য্যটনে জানিলাম যে গৌরীপুরের রাজার আত্মীয় আসামী শঙ্করদেব বঙ্গের চৈতন্যের ন্যায় উচ্চস্থান অধিকার করেন। আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতার জন্যই ব্রাহ্মণেরা এখনও সমাজের শিরোমণি। * * * অন্যান্য জাতির চেষ্টা কায়স্থের বৃত্তি অপহরণ। তাহাদের চেষ্টার পরাকাষ্ঠাও লক্ষ্য রাখিলেন। নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। * * সদাসর্ব্বদা নিমন্ত্রণে অন্যান্য জাতির বিদ্বেষাচরণ ও আমাদের অপমান করিবার চেষ্টা কি কাহারও অবিদিত আছে?"

(৩) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (বঙ্গজ)। তিনি বলিলেন "কেহ কেহ বলে 'ক্ষত্রিয় ত' আছিই, বাহ্যিক একটা পৈতা থাকিল বা না থাকিল কি যায় আসে! বাহ্যিক দরকার নাই এ কথা ব্রাহ্মরা বা খৃষ্টিয়ানেরা বলিতে পারেন। প্রলাপোক্তি বলিলেও চলে। কই ব্রাহ্মণেরা ফেলে দিতে পারেন কি ?"

(৪) রায় ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব (বঙ্গজ)। তিনি একটী আনুসঙ্গিক প্রস্তাব করিলেন এবং বলিলেন, "সকলে সাবিত্রী গ্রহণ সময় সাপেক্ষ। এখন কর্ত্তব্য উপবীত কায়স্থদের এবং স্বপক্ষ ব্রাহ্মণদের সাহায্য ও রক্ষা।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রতিবাদ জন্য সভায় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও আর কেহ তাহার প্রতিবাদ করায় উপনয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রচারক শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবা উত্তেজনাময়ী ভাষায় পুনঃ বক্তৃতা করিলেন এবং কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয় দরিদ্র কায়স্থ যাঁহারা উপনয়নের ব্যয় নিজেরা বহন করিতে অসমর্থ এবং যশোহরেই সেই দিন উপবীত হইবেন তাঁহাদের জন্য ১০০ একশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

প্রস্তাবটী গৃহীত হইল। ১ জনমাত্র বিপক্ষ ভোট দেন।

[যশোহরে কায়স্থসভায় কার্য্যের সাফল্যে সভাধিবেশন ভঙ্গ হইবার অব্যবহি পরেই সেই দিনই ৬৯ জন এবং পরদিন ৫৬ জন, দুইদিনে মোট ১২৫ জন কা ব্রাতপ্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপবীতী হন।]

চতুর্থ প্রস্তাব। এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত ও সকলের শাস্ত্রবিহিত সমা সদাচারী হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। বঙ্গের উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কা হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনে কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ী)। তিনি বলিলেন"— প্রস্তাব দুইটী প্রতিবাদ করিবার কারণ আমি বুঝিতে পারি না। আমার দ্বি পুত্র, শ্রীমান্ শর কুমার, যিনি আপনাদের সভার একজন প্রধান সম্পাদক, ব

সমাজে বিবাহ করেন। তখন কেহ আপত্তি করেন নাই। পরেও কেহ করেন নাই। কাল আমার পৌত্রীর (শ্রীমান্ শরৎকুমারের জ্যেষ্ঠা কন্যার) বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পুরন্দরী খাঁর বংশের শ্রেষ্ঠ কুলীন বসুমল্লিক বংশে বিবাহ হইতেছে। তাঁহারা কুলকর্ম্মই করিবেন। আপত্তির ভয় করার কি আর কোন ভিত্তি আছে ? তৃণৈগুর্ণত্বমাপন্নে বদ্ধন্তে মত্তহস্তিনঃ। আমরা ২২ লক্ষ কায়স্থ। শত্রু অনেক তন্মধ্যে ঘোর শত্রু ঘরশত্রু ও বিধর্ম্মী কায়স্থেরা। অন্য দেশীয় কায়স্থের সহিত বিবাহ এখন দূরের কথা। কিন্তু potentiality চাই। বঙ্গে চারি বিভিন্ন শ্রেণী হইল কেন ? ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কায়স্থের প্রভেদ কেন হইল ? ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। কিন্তু এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন যে সকল চিত্রগুপ্ত সন্তান পূর্ব্বে একই ছিলেন। ব্রাহ্মণদেরও তাই। প্রবাদ আছে কালিদাস মালব দেশ হইতে লঙ্কায় গিয়া বিবাহ করেন। Charlemagneএর অধঃপতন ও মোগল রাজ্যের পতনের সহিত সমাজ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মেকলে (Macaulay) অনেকেই পড়িয়াছেন, আমি পুনরাবৃত্তি করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। ফল পাকিয়া পচিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পোকা জন্মায়। লক্ষ্মণ সেন যখন ভারতবর্ষের—অন্ততঃ উত্তর ভারতের—রাজত্ব গ্রহণ করেন তখনও আমরা একই ছিলাম। বিভিন্নতার কারণ—যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। ইংরাজরাজের সুশাসনে একত্রিত হইবার সুবিধা হইয়াছে। আমি বলি না যে প্রত্যেক বিবাহই অপর শ্রেণীতে হউক। কিন্তু এক স্থানের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ হইবে না কেন ?

"আপত্তির প্রধান কথা যতদূর বুঝি—কুলের গোলমাল। শাস্ত্র সঙ্গত কোন বাধা নাই। আমার মধ্যম পুত্রের বিবাহ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এবং অন্যান্য বড় বড় পণ্ডিতদের মত লইয়া দিয়াছিলাম। সবর্ণ এবং অসমান গোত্র হইলেই বিবাহ শাস্ত্রীয়। গুহ বঙ্গে কুলীন। মিত্র বঙ্গে কোন কোন স্থানে অকুলীন। সমাজ গতিশীল—হয় উন্নতি নয় অবনতির দিকে। পণের শতাব্দীর নিয়ম এখন চলিতে পারে কি না বিবেচ্য। বঙ্গজে পরমানন্দ, উত্তররাঢ়ীয়ে.....এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয়দের মধ্যে পুরন্দর আজকালের প্রচলিত সামাজিক নিয়মের প্রবর্ত্তক। নূতন নিয়ম আবশ্যক। প্রত্যেক শ্রেণীর ৫ জন করিয়া বসুন এবং নূতন নিয়ম করুন। Democratic ideas সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এক শত কুলীনে সহস্রাধিক অকুলীন আছে, মৌলিক ছাড়া। সকলকে দেখিতে হইবে। কুল ব্যক্তিগত। সামাজিক উন্নতি জাতিগত। কুল আর কতদিন কে মানিবে তাহাও দেখিতে হইবে।"

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু (দক্ষিণরাঢ়ী)। তিনি বলিলেন "শুধু কুলীন ও গোষ্টিপতিদের আপত্তি দেখিলে ত' চলিবে না। সমাজের উপকার দেখিতে হইবে। সত্য সত্যই মিলনের আপত্তিকারী কি কেউ আছেন? মৌলিকে মৌলিকে, বংশজে বংশজে বিবাহ কোথায় নাই? মিলন যতই হইবে ব্যয়সংক্ষেপের সুযোগ ততই হইবে।"

স্থানীয় মোক্তার **শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু** মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "নূতন ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন। বিপ্লবের সম্ভাবনা, বিবাহ বড়লোকেরা কলিকাতায়ই দেন। মধ্যবিত্তের উপায় কি? সর্ব্বত্র বিবাহ প্রচলিত হইলে যাহা কিছু সামাজিক বন্ধন আছে তাহা যাইবে। সর্ব্বাগ্রেই কি বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেই হইবে? সামাজিক অন্য-দোষ অগ্রে দূরীভূত করিবার চেষ্টা হউক।"

তৎপরে জঙ্গলবান্ধালের **শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু** মহাশয় বলিলেন "আন্তর্গণিক বিবাহ হওয়া কঠিন; এই প্রথা প্রচলিত হইলে, বলিতে কি দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের মুখ্য কুলীনদিগের কুল থাকিবে না, যেহেতু বঙ্গজ সমাজে প্রকৃত প্রস্তাবে কুলীন নাই। 'একতা একতা' খুব শুনা যায়। তুলসীদাসের দোঁহাটা মনে আছে কি? একতায় ব্রাহ্ম-সমাজ খুব অগ্রগামী। তাহলে ত' ব্রাহ্ম হইলেও হয়, আর তাঁহারাই কি এ বিষয়ে নির্দ্দোষ? কথা সত্য, কুল চিরকাল থাকিবে না। কিন্তু ব্যস্ত কেন?"

বাঘুটীয়ার **শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ** মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে মেলবন্ধন ধ্বংস হইবে এবং সমাজে কুল উঠিয়া গিয়া ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র এই তিন দল দাঁড়াইয়া যাইবে।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচবিদ্যামহার্ণব (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি বলিলেন "আমি ও ভূধরবাবু উভয়েই কুলীন। ভূধরবাবু আমার নিকট কুটুম্ব। তাঁহাকে দুই এক কথা বলিতে পারি। বিপ্লবের কথা বলা চলে না। কুলীনের সম্মান এখনই কি আছে? মুখ্যকুলীনেই সে সম্মান বুঝে। একজাইর চেষ্টা হইতেছে। বিপ্লব ত' আসিয়াছে, উপায় কি? মধ্যবিত্ত সমাজের প্রসার আবশ্যক। কলিকাতায় গুহরা কি দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনের ঘরে কাজ করেন নাই? বঙ্গজ সমাজেও অনেকেরও ত' কুল গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদেরই বাঁধাবাঁধি বরং বেশী।"

মাননীয় **শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র** মহাশয় বলিলেন, "মন্মথবাবু যাহা বলিলেন তাহা ঠিক নহে। রাঢ়ী বঙ্গজ একেরই সন্তান; সমাজ গঠনের সময় মিত্র বঙ্গে না যাওয়ায় তথায় মিত্র এবং গুহ রাঢ়ে না আইসায় গুহের রাঢ়ে কুল নাই।"

টাকীর রায় **শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী** মহাশয় বলিলেন, "তাহা ঠিক নহে; বঙ্গজ সমাজের অপর কুলীনত্রয়ের সহিতই মিত্রের প্রথম সমীকরণ পাওয়া যায় এবং একাদশ পর্য্যায় সমীকরণও অতি উচ্চ কুলীনের সহিত দৃষ্ট হয়; তৎপর পঞ্চদশ পর্য্যায় পর্য্যন্ত বঙ্গজ সমাজের ভাবগুলির প্রতিও দৃষ্টি করিলে মিত্রবংশের আজ উচিত প্রভৃতি ভাব থাকা জানা যায়। ইহার পরই মিত্রবংশের কুলীনদের কোন কথা জানা যায় না।"

পুনরায় **সারদা বাবু** বলিলেন—"আমরা আমাদের সমাজে যাহাদিগকে কুলীন স্বীকার করি নাই, সেই বঙ্গজের শ্রেষ্ঠ কুলীন গুহবংশে আমার মধ্যম পুত্রের বিবাহ দিয়াছি। পুনরায় আবার বলি দক্ষিণরাঢ়ীয়ের একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন (বসুমল্লিকবংশীয়) তাঁহার পুত্রের কুল করিবার জন্য আমার উক্ত পৌত্রীর সহিত বিবাহ দিতেছেন। অতএব এইরূপ শঙ্কা পরিহার করিয়া আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই সবদিক রক্ষা হইবে। কুলীনেরা নয় patrician, অপরে plebian—তাহাদের কি আর মেলা মিশির উপায় নাই? অধিকাংশের অভিপ্রায় কি এবং তাঁহাদের উপকার কিসে হইবে তাহাই দেখিতে হইবে। দুই একজন মুখ্য কুলীন এখন সকলের দিকে নজর করিয়া স্বার্থাভিমান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কুলিনত্বের উপর জোর দিয়া অপর সকলের দিকে নজর না করিলে বিশৃঙ্খলতা হইবে এবং সব যাইবে একেবারে। Magna Cartar কথা মনে আছে কি?

অতঃপর চতুর্থ প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে এবং পঞ্চম প্রস্তাবটী অধিকাংশের মতানুসারে গৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে ও অন্যান্য ভদ্র-মহোদয়গণকে (স্বেচ্ছাসেবকগকে বিশেষ করিয়া) সেই দিনই সন্ধ্যার পর একত্রে চতুঃশ্রেণী ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ ও অধুনা প্রচলিত সমাজের সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে কায়স্থ-সভা হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ-সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন

এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্র-ভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানে স্থানে (অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্র বা স্থানে) অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

মাননীয় সভাপতি মহোদয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, অনুমোদন করিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধ লইয়া দণ্ডায়মান হইলে সময়াভাবে প্রবন্ধটী পঠিত বলিয়া গৃহীত হয় :—

মাননীয় সভাপতি মহাশয়! সমবেত কায়স্থ ভ্রাতৃবৃন্দ! বিবাহে পণ গ্রহণের ফলে কায়স্থ সমাজের অবস্থা যে উত্তরোত্তর কিরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিবাহ ধর্ম্ম-মূলক প্রধান সংস্কার হইলেও, শুক্র-বিক্রয় মহাপাপ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইলেও বিবাহে পণ গ্রহণ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সমাজের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে, অর্থের মোহে পরমার্থ পদ-দলিত হইতেছে, আর্য্য ঋষিগণের মহা মহীয়সী বাণী উপেক্ষিত হইতেছে। আমাদিগের অবিবেচনায় বিবাহে পণ গ্রহণ একটা প্রথায় পরিণত হইয়াছে। অবাধে সমাজ সমক্ষে পণের দাবী করা হইতেছে, পুত্রের বিদ্যার নিদর্শন দেখাইয়া, আপনার সম্ভ্রমের পরিচয় দিয়া সম্পত্তির ওজন বুঝিয়া পণ আদায় করা হইতেছে!

আমাদিগের অপরিণামদর্শিতায় কন্যার বিবাহ একটা বিষম দায় হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে পিতৃ-মাতৃ দায় বিষম দায় বলিয়াই গণ্য ছিল, এখন কন্যা-দায় সকল দায়ের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছে। পিতৃ-মাতৃ-দায়ে তিলকাঞ্চনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কন্যাদায়ে বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থা! সমাজ কন্যাদায়ের জ্বালা বুঝিতে চাহিতেছেন না, কন্যাদায়গ্রস্তের দুঃখে সমাজের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হটতেছে না! সমাজ নিশ্চল! পাষাণ সদৃশ নিশ্চল!

আমাদিগের অর্থের মোহই সকল অনর্থের মূল হইয়াছে। আমাদিগের অর্থের মোহেই স্বাত্বিক ভাব এবং মনুষ্যত্বের মহান্ আদর্শসমূহ লোপ পাইতেছে। যিনি জননী, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী এবং কন্যারূপে দাব-দাহ-পরিপূরিত সংসারে শান্তির উৎস প্রস্ফুটিত করেন, যিনি মূর্ত্তিময়ী গৃহলক্ষ্মী-রূপে আমাদিগের পবিত্র অন্তঃপুর আলোকিত করেন, যাঁহার প্রাণপাত সাধনায় আমাদিগের সংসার নিরন্তর লক্ষ্মীশ্রী

সম্পন্ন থাকে, সেই প্রকৃতি রূপিণী কন্যা, সেই দেবী-প্রতিমা দুর্ভাগ্যের দূতী বলিয়া গণ্যা হইতেছেন!

কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলে সূতিকাগারেই মাতা মূর্চ্ছিতা হইতেছেন, কন্যার জন্ম-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পিতা ভাবী অর্থ নাশের চিন্তায় আতঙ্কিত এবং আত্মীয় স্বজনগণ বিষণ্ণ হইতেছেন। মাতা নবনীত পুত্তলী কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, সস্নেহে তাহার ফুল্ল কমলাননে অমৃত নিস্যন্দিনী হাস্য লহরী সন্দর্শন করিয়া শান্তি পাইতেছেন না। শশিকলার ন্যায় দিন দিন যেমনি কন্যা বাড়িতে থাকে, পিতা মাতার হৃদয় শোণিত তেমনি দিন দিন শুকাইতে থাকে। কিরূপে বরের সন্ধান করিবেন, কিরূপে রাশি রাশি টাকা সংগ্রহ করিবেন, সেই চিন্তা তাঁহাদিগের হৃদয়ে কালানল প্রজ্জ্বলিত করে।

একদিন আমাদিগের সমাজের অবস্থা, আমাদিগের মতি গতি অন্যরূপ ছিল। তখন কন্য ভূমিষ্ঠা হইলে গৃহে জগজ্জনীর আগমন হইয়াছে বলিয়া লোকে আনন্দিত হইতেন, গৌরীদান করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিবেন ভাবিয়া উল্লাসিত হইতেন, একঘর কুটুম্ব পাইবেন, বৈবাহিককে মিত্ররূপে, জামাতাকে পুত্ররূপে পাইবেন বলিয়া উৎসাহান্বিত হইতেন। তখন শাঁখা শাড়ী হইলেই কন্যার বিবাহ হইয়া যাইত।

এখন কন্যার বিবাহ গৌরীদান নহে, কন্যাদায় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এখন মুখে মন্ত্রপাঠ, অন্তরে সর্ব্বনাশের আশঙ্কা! এখন পাত্রপক্ষের সহিত কন্যাপক্ষের মিত্রতার পরিবর্ত্তে দেনা পাওনার সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, বৈবাহিক হইয়াছেন মহাজন স্বরূপ! তিনি কিরূপে বৈবাহিকের সঞ্চিত অর্থ গৃহজাত করিবেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কাতরতা, ভিক্ষা তাঁহাকে সঙ্কল্প চ্যুত করিতে পারে না, সমাজের দোহাই দিয়া, তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে পতিত হইলেও, জাতি কুলমান রক্ষা করিবার জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিলেও কোন ফল ফলে না। ধিক্ ধন লোভে!

পণ-পীড়নের কঠোরতা এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, লোকে অন্নের সংস্থান ভূ-সম্পত্তি এবং মাথা গুঁজিবার আশ্রয় পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, অকর্ণ ঋণপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া, বংশধরগণকে চিরদারিদ্র্য মুখে নিপাতিত করিয়া ও কন্যা পার করিতেছেন, বুকের পাষাণ নামাইয়া সর্ব্বনাশের মধ্যেও শান্তি পাইতেছেন! পণের আগুনে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইল, কত সোনার সংসার ছারখার হইল, কত স্বর্ণলতিকা ভস্মীভূতা হইল কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? ধিক্ "পণ-প্রথায়"!

কন্যাদায়ের পালা চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যিনি আজ পুত্রের বিবাহে সুদীর্ঘ ফর্দ্দ দিতেছেন, চক্ষুলজ্জা শূন্য হইয়া বৈবাহিককে পীড়ন করিয়া, পণ আদায় করিতেছেন, তাঁহাকেও কাল কন্যাদায়ের ভাবনায় আকুল হইতে হইতেছে। বৈবাহিকের নিকটে অমানুষিক দীনতা স্বীকার করিয়া পণের ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতে হইতেছে। ভুক্তভোগী হইয়াও পরের দুঃখ বুঝিতে, অবিশ্রান্ত অশ্রু বর্ষণ করিয়া, ও অন্যের অশ্রু মুছাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না। লজ্জার কথা!

ভ্রাতৃবৃন্দ! এই ভাবেই কি ঘৃণ্য, ধর্ম্মবিগর্হিত, মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত পণের আদান প্রদান চলিতে থাকিবে? এই ভাবেই কি আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইতে থাকিব? আপনারা কি সমাজ-বিধ্বংসী পণ-প্রথার মূলোচ্ছেদ কল্পে বদ্ধপরিকর হইবেন না? আপনারা কি দেশের মুখ চাহিয়া, ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া পণ-প্রথার মূলোচ্ছেদ কল্পে আত্ম শক্তি নিয়োজিত করিবেন না? আপনারা কি দুঃস্থ ভ্রাতা ভগ্নিদিগকে ধ্বংস মুখ হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন না? আপনারা না তাহাদিগের মুখ চাহিলে, তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে, কাহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিবে?

ভ্রাতৃবৃন্দ! পণপীড়ন কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন! যাঁহার মাথা গুঁজিবার আশ্রয় নাই, যাঁহার সূচাগ্র পরিমিত ভূ সম্পত্তি নাই, যাঁহার চালে খড় নাই, বাড়ে মাটি নাই, তাঁহার পুত্রও যদি একটি পাশ করে, কিম্বা ১৫।২০ টাকা বেতনে একটি চাকরিতে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তিনি পুত্রের বিবাহে অম্লান বদনে হাজার টাকার দাবী করিতে ছাড়েন না! আর অবস্থাপন্ন এবং পদস্থ ব্যক্তির পুত্র যদি বি-এ, এম্-এ, পাশ করে তাহা হইলে যে ৮।১০ হাজার টাকার দাবী করা হইবে, তাহা বিচিত্র নহে!

আজ কাল পরিজনবর্গের ভরণ পোষণ ব্যয় নির্ব্বাহ করা অনেকেরই পক্ষে সমস্যার ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের চাল বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকে প্রভূত উপার্জ্জন সত্বেও সঞ্চয়শীল হইতে পারিতেছেন না, সুতরাং কন্যার বিবাহ হয় কিরূপে? অনেকেরই তিন চারিটি কন্যা জন্মিয়া থাকে, তাঁহাদিগের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা ভাবিয়া দেখুন। অর্থাভাবে অনেকে কু-ঘরে অযোগ্য বরে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন।

সমাজের যত বিক্রম কেবল দুঃস্থ কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের সমক্ষে। তাঁহার চক্ষের উপরে শুক্র বিক্রয় করা হইতেছে, তিনি তাহা দেখিতে পান না, তাঁহার দৃষ্টি কেবল কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। শুক্রবিক্রেতা সমাজে

মস্তকোত্তলন করিয়া থাকুন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু দরিদ্র অর্থাভাবে বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা গৃহে না রাখে! তাহা হইলেই আর রক্ষা নাই! সমাজের এই দিব্য তুল্য-দৃষ্টি নিবন্ধন লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কন্যা পার করিতে বাধ্য হইতেছেন।

সমাজের ভয়েই কন্যাদায় এমন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, পুত্রের জনকগণ পণ আদায় করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুত্রকে চিরকুমার রাখা যায়, কিন্তু কন্যাকালের মধ্যে কন্যা পার করিতে হইবেই! হায় সমাজ! কবে তুমি পরমার্থের সমাদর করিতে শিখিবে, মনুষ্যত্বের মূল্য বুঝিবে, কবে তুমি দেব ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে; কত দিনে তুমি পণ-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিবে? লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে, লক্ষ কণ্ঠে তোমার মনুষ্যত্ব বিঘোষিত হইবে।

ভ্রাতৃবৃন্দ! পণের আগুনে আমাদিগের কত অর্থ যে ভস্মিভূত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই; অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল হইতে যে চিতা জ্বলিতেছে, তাহাকে নির্ব্বাপিত না করিলে আমাদিগের রক্ষা নাই। আর আমাদিগের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। এখনও যদি আমরা না সাবধান হই, আমাদিগের যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট হইবে। আসুন আমরা এই চিতা নির্ব্বাপিত করি। সকলেই বদ্ধপরিকর হউন, স্বার্থ-ত্যাগের কলস হস্তে লউন, অনুতাপের অশ্রুতে কলস পূর্ণ করুন, স্বজাতি প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া অবিশ্রান্ত জল বর্ষণ করুন, পণের চিতা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইবে, সমাজ শীতল হইবে। আপনাদিগের সে প্রবৃত্তি হইবে না কি? আপনারা জাতীর দৈন্য বিদূরিত করিবার জন্য, জাতীর কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন না কি?

এই "পণ-প্রথার" কুফল বুঝাইবার জন্য সংবাদ পত্রে যে কত আন্দোলন হইয়াছে, রঙ্গ-মঞ্চে কত যে অভিনয় হইয়াছে, কত সভা-সমিতি হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছুই হয় নাই। যাহারা বুঝে না তাহাদিগকে বুঝাইলে ফল হয়, কিন্তু যাহারা বুঝিয়াও বুঝিবে না তাহাদিগের নিকট সুফল লাভের আশা কোথায়? আমরা যখন কন্যা-দায়ের জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করি, তখন বলি, স্বার্থ ত্যাগ কর, "পণ-প্রথা" তুলিয়া দাও, কিন্তু যখন কন্যার বিবাহের পরে পুত্রের বিবাহের পালা পড়ে তখন সকল জ্বালা বিস্মৃত হই। তখন দুই হস্ত বিস্তার করিয়া পণের দাবী করি, তখন আর স্বার্থ ত্যাগের কথা মুখেও আনি না।

এই ভাবেই কার্য্য চলিতেছে, এই ভাবেই লুকোচুরি খেলা হইতেছে বলিয়া ফল হইতেছেনা। "পণ-প্রথার" বিষময় ফল সকলেই অল্পাধিক ভোগ করিয়াছেন। যাঁহাকে কন্যাদায়, ভগিনীদায়, পৌত্রী-দৌহিত্রীদায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী বা ভাগিনেয়ী দায়,

এমন একটা না একটা দায়ে বিপর্য্যস্ত হইতে হয় নাই এমন ভাগ্যবান পুরুষ কয়জন আছেন? এমন অবস্থায় কি আবার "পণ-প্রথার" কুফল বুঝাইবার, ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার আবশ্যকতা হয়? এমন অবস্থায়ও যদি আমাদিগের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে আর হইবে কিরূপে? আমরা সুশিক্ষিত হইয়াছি বলিয়া গর্ব্ব করি? পণ গ্রহণ কি আমাদিগের সুশিক্ষার পরিচয়? স্বজাতির দুঃখে অবজ্ঞা প্রকাশ করা, পীড়ন করিয়া অর্থ আদায় করা, হিন্দুর ধর্ম্মময়, পুণ্যময় বিবাহে ব্যবসায়ের ছায়াপাত করা কি আমাদিগের সুশিক্ষার নিদর্শন! আমরা যদি অশিক্ষিত হইয়া পণ গ্রহণে হস্ত কলুষিত করিতাম, তাহাও বরং শোভনীয় ছিল, কিন্তু আমরা শিক্ষিত হইয়া পণ গ্রহণ করিতেছি ইহা যে কলঙ্কের কথা!

"পণ-প্রথার" মূলোচ্ছেদ কল্পে আমাদিগের দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন যে ব্যর্থ হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ আমাদিগের আন্দোলনের মূলে সরলতা নাই. অটল সঙ্কল্প নাই, স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি নাই। আমরা কেবল সভা করিয়া সভায় প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্যের উদ্‌যাপন করিবার প্রয়াস পাই, আমরা সভার উদ্দেশ্য পালন করিতে, পরিগৃহীত প্রস্তাব মত কার্য্য করিতে চাহিনা !!

ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাদিগের এই অধিবেশন যেন ফাঁকা আওয়াজে পরিণত না হয়। আমাদিগের পণ-পরিবর্জ্জনের প্রস্তাবে যেন কার্য্যের সূচনা হয়। অটল সঙ্কল্পের উপরে, অকৃত্রিম সমাজ-হিতৈষণার উপরে, অতুলনীয় স্বজাতি প্রেমের উপরে আমাদির এই প্রস্তাবের ভিত্তি যেন সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়। দেশের লোক আমাদিগের কার্য্য কলাপ লক্ষ্য করিতেছেন, আমাদিগের স্বজাতিগণ আমাদিগের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন। অনেকেই বলিতেছেন, কায়স্থ-সমাজ কি করিতেছেন? তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন করিয়াও "পণ-প্রথার" মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেন না! আর যেন আমাদিগকে এইরূপ গঞ্জনা সহ্য করিতে না হয়। আসুন ভ্রাতৃবৃন্দ! আমরা যেন আমাদিগের স্বজাতিগণকে, আমাদিগের দেশের লোকদিগকে দেখাইতে পারি যে আমাদিগের প্রাণ আছে, আমাদিগের শক্তি আছে! সমাজের হিতসাধন কল্পে, জাতীয় উন্নতি কল্পে, স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমরা পরাঙ্মুখ নহি! সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে, অন্তরে স্বার্থ ত্যাগের সঙ্কল্প থাকিলে আমাদিগের আন্দোলন সফল হইবে। আজ আমরা যে "পণ-প্রথার" বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছি, তাহা ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। পণগ্রহণকারীদিগকে সভা-সমিতি করিয়া "পণ-প্রথার" প্রবর্ত্তন করিতে হয় নাই। তখন একের দৃষ্টান্ত অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছিল। আমরা পণ-পরিবর্জ্জন করিতে আরম্ভ

করিলেও একের দৃষ্টান্ত অন্যের অনুকরণীয় হইবে। ক্রমশঃ পণের মূল শিথিল হইয়া পড়িবে। উদ্ধরোত্তর সুফল পাওয়া যাইবে।

আসুন, স্বার্থ-ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হউন। এই প্রাচীন নগরী যশোহরে, এই কায়স্থ প্রধান স্থানে, পণের উচ্ছেদ সাধনের জন্য যে মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে তাহাতে পূর্ণাহুতি দিন, কায়স্থ-সমাজ হইতে এই পাপ প্রথার বিলোপ সাধন করুন, মনুষ্যত্বের, সমাজ-হিতৈষণার উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকটিত করুন, কায়স্থ-সমাজকে গৌরব প্রভায় সমুদ্ভাসিত করুন।

ভ্রাতৃগণ! আসুন, স্বার্থ ত্যাগের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করুন, দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত ভ্রাতাকে কোলে টানিয়া লউন, তাহার অশ্রু মুছাইয়া তাহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করুন। আপনাদিগের এই কীর্ত্তি জাতীয় ইতিহাসে, দেশের ইতিবৃত্তে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি উঠিবে, লোকে শতমুখে আপনাদিগের মহত্বের প্রশংসা করিবে।

প্রস্তাবটীও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। অনেক বেলা হওয়ায় সভা ভঙ্গ করা হয় এবং স্থির হয়, পুনরায় অপরাহ্ণ ৪টায় সভার কার্য্যারম্ভ হইল।

অপরাহ্ণ ৪টা।

সভাস্থল লোকপরিপূর্ণ হওয়ায় এবং সভাপতি মহাশয় উপস্থিত না হওয়ায়, স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে, সভাপতি মহাশয় যতক্ষণ না আসেন শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অস্থায়ী সভাপতি মনোনীত হন। সারদাবাবু অবিবেচিত প্রস্তাবগুলি আলোচনা না করিয়া বিবাহব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বক্তৃতা করিতে বলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যাহা বলিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই—"পূর্ব্বে কন্যা বিক্রয় ছিল। আজকাল পুত্র বিক্রয় হয়। এই জঘন্য প্রথার কারণ—ধর্ম্মভাবের অভাব, বিলাসিতা, অসদৃষ্টান্ত, বিজাতীয় কাপড়চোপড়ের অনুকরণ ও পরিধান। আমি বলি একটা সীমাবদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা হইয়াছে। কেউ এত টাকার বেশী বিলাতী জিনিষ কিনিতে পারিবে না এবং বিবাহে ইহার বেশী খরচ করিতে পারিবে না, নিয়ম করা হউক। বরদা রাজ্যে এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজপুতনায় বিয়ে না দিতে পারায় মেয়ে মেরে ফেলিত। এখানেও তাই দাঁড়াইবে।"

তৎপরে কটকের উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাবিনোদ সুললিত, সুদীর্ঘ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তাহার সারমর্ম্ম এই—"স্বায়ত্তশাসনের

উপায় নাই। এ বিষয় কঠোর নিয়ম আবশ্যক। বিষম ব্যাধির বিষম চিকিৎসা আবশ্যক। আর একটী কারণ কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি। এই বিষয় প্রতিকারের একটী উপায় কন্যার সংখ্যা কমান। তাহার উপায় আছে। নারীর আর মর্য্যাদা নাই।"

তদনন্তর বনগাঁর উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলিলেন—"এখনও অনেকে কৌলিন্যের মর্য্যাদা খুব একটা জিনিষ মনে করেন। এই প্রথা পরিবর্ত্তনের বিশেষ দরকার। এই মহাসভা মনে করিলেই তাহা সহজেই পারেন।"

অবশেষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় বক্তৃতা করেন। তাহার সারমর্ম্ম এই যে এই সভার আন্দোলনের ফল এইবার সূত্রপাত হইয়াছে, এই বেলা চেষ্টা আবশ্যক।

[এই সময় সভাপতি মহাশয় আসিয়া নিজ আসন গ্রহণ করিলেন এবং অবিবেচিত প্রস্তাবগুলি আলোচিত হইতে লাগিল।]

সপ্তম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থবালক বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ বিধবার সাহায্য করার জন্য এবং শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের সাম্বৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, সভায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সংরক্ষণ ও কায়স্থজাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্থান, অফিসের কার্য্যাদি ও মাসিক অধিবেশনের স্থান কলিকাতায় কোন সদর রাস্তার উপর শ্রী শ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য 'চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার' স্থাপিত আছে। এই সভা তদ্‌ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থমাত্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কবিকুসুম (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা (উত্তররাঢ়ীয়)। তিনি বলিলেন—"শক্তি তিনরূপ। মানসিক, আমাদের যথেষ্ট আছে। শারীরকও মন্দ নয়। আর্থিকেরই অভাব। কথায় কাজ চলে না। যে যা পারেন দিন। আমি এখনই ৫৲ টাকা যাহা নিজের কাছে আছে দিলাম।"

সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।

(২) শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (বঙ্গজ)।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল।

"চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার" সম্বন্ধে সপ্তম প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, সভাস্থলেই ৯৭।০এবং পরদিন ১০২৲ আদায় হয় এবং আরও কিছু স্বাক্ষরিতও হয়। অধিকন্তু খুলনা-শাখা-সভার সভাপতি উক্ত শাখা-সভা হইতে বার্ষিক ১৫৲ এবং বাঘুটিয়া নূতন বাটীর শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ বার্ষিক ৫৲ টাকা দরিদ্রের সাহায্যার্থ কায়স্থ-সভায় দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

অষ্টম প্রস্তাব। এই সভা কায়স্থমাত্রেরই উচ্চশিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন এবং যাহাতে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার, বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার, বহুল প্রচার হয় এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন। এবং কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কায়স্থ ছাত্রের বেদ, বেদান্ত ও স্মৃতি পড়িবার যে অন্তরায় আছে,তাহার প্রতিকারের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ দত্ত, এম-এ, ব্যারেষ্টার (বঙ্গজ)। তিনি বলিলেন যে কায়স্থের জাতীয় পেশা নাই। শিল্পশিক্ষা ও ব্যবসার চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত। তৎপরে তিনি শিল্পশিক্ষার উপযোগিতার বিষয় বক্তৃতা দিলেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এল (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি বলিলেন—"Theoriesএ কাজ চলে না, যাহাতে উপকার হইবে ও যাহা কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহাই করিতে হইবে। আমাদের মনের ভাব পরিবর্ত্তন আবশ্যক। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি, তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং।' তা' আমরা শেষটাই ধরিয়াছি। কিন্তু কেরাণিগিরি আর চলে না, জঘন্যও বটে। চাকরী কুক্কুরবৃত্তি। কৃষিবৃত্তিটা করিলে মন্দ কি? বেহারে কায়স্থেরা চাষ করে, পূর্ব্ববঙ্গে কিন্তু তাদের 'নাংলা কায়েত' বলে। কিন্তু সকলেই যদি চাষ করে, তাহলে আর নিন্দার কথা থাকিবে না। Co-Operative Societyর অধীনে জমী লইয়া অনেক কায়স্থ আজকাল চাষ করিতেছে। নীল চাষ ও চিনির ব্যবসা করাই বা মন্দ কি? নীলের চাষ আবার চলিবে।"

সমর্থক—(১)শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি Zemindari Co-operative Societyর কিরূপে কার্য্য হয় তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

(২)—শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ রায়সাহেব (বঙ্গজ)।

রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ সমর্থনকালে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ৫০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে উঠিয়া ২৫০৲ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। এতদ্ব্যতীত আরও ১০২৲ টাকা স্বাক্ষরিত হয়।

প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

নবম প্রস্তাব। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনের পূর্ব্ব অধিবেশনে শিক্ষার্থ সমুদ্রযাত্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন।

প্রস্তাবটী সভাপতি মহাশয় নিজে উত্থাপন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে ডিষ্ট্রীক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার্ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষ এই বিষয়ে সভাপতির অনুমত্যনুসারে বক্তৃতা করেন। তিনি আরও বলেন "শুধু শিক্ষার্থ কেন, দেশ-ভ্রমণ ও তত্ত্ব শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্যই বা সমুদ্রযাত্রায় আপত্তি কি? অর্থলাভের জন্যই বা দোষ কি?"

দশম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সকল কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচার-সমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় উত্থাপন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং বাঘুটিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূধরকৃষ্ণ ঘোষ যশোহরের কায়স্থগণের একটী শাখাসভা স্থাপনের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করেন। তৎপরে বাঘুটিয়ার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষবর্ম্মা মহাশয় বাঘুটিয়ায় একটী শাখা সভার প্রস্তাব করেন।

একাদশ প্রস্তাব। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক :—

সভাপতি :—

(উ) রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহবর্ম্মা, উকীল, হাং সাং বাঁকিপুর, বিহার।

সহঃ সভাপতিগণ :—

(উ) কুমার সতীশকণ্ঠ রায়বর্ম্ম, জমিদার, সাং চাঁচড়া, যশোহর জেলা।
(দ) শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, বি-এ, জমিদার, সাং নেবুবাগান, কলিকাতা।
(ব) রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ, হাং সাং বউবাজার, কলিকাতা।
(বা) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা চৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা, সাং মুর্শিদাবাদ জেলা।

কোষাধ্যক্ষ :—

(ব) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল্, সাং টাকী, ২৪ পরগণা, হাং সাং বরাহনগর, কলিকাতা।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ :—

(ব) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেনবর্ম্মা, সাং কলিকাতা।
(বা) ,, কৈলাসচন্দ্র সরকার, হাং সাং কলিকাতা।

সম্পাদকদ্বয় :—

(দ) শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এ, উকীল, হাং সাং কলিকাতা।
(উ) ,, যোগেশচন্দ্র সিংহবর্ম্মা, বি-এল্, উকীল, হাং সাং কলিকাতা।

সহঃ সম্পাদকগণ :—

(উ) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি-এ, হাং সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
(দ) ,, বসন্তকুমার মিত্রবর্ম্মা, জমীদার, সাং যশড়া, নদীয়া জেলা।
(ব) ,, বিশ্বেশ্বর বর্ম্ম রায়চৌধুরী, জমীদার, সাং মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা জেলা।
(বা) ,, প্রভাসচন্দ্র সেনবর্ম্মা, বি-এল্, উকীল বগুড়া।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ :—

উত্তররাঢ়ী :—

১। মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, কে-সি--আই-ই, সাং দিনাজপুর।
২। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ মহাশয়, সাং চম্পানগর, ভগলপুর, বিহার।
৩। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়বর্ম্মা, এম্-এ, জমীদার, সাং দিনাজপুর।
*৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মামৌলিক, সাং পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ জেলা।
৫। ,, রাধাকান্ত রায় বর্ম্মা, হাং সাং কলিকাতা।

* ইন মাসে আমা; পরলোক গমন করায়, তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, একসাইজ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট (হাং সাং কলিকাতা) সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৬। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, এম-এ, বি-এল, উকীল, হাং সাং বাঁকিপুর, বিহার।

৭। „ গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, হাং সাং মতিহারী, বিহার।

৮। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি-এল্, উকীল, হাং সাং ভগলপুর, বিহার।

৯। „ সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ, জমীদার, সাং ভগলপুর, বিহার।

১০। „ পূর্ণচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, বি-এ, হাং সাং রাইগঞ্জ, দিনাজপুর জেলা।

১১। „ কান্তিচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, হাং সাং বহরমপুর।

১২। „ প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা, সাং পোপাড়া, মুর্শিদাবাদ জেলা।

১৩। „ বিপিনবিহারী ঘোষ, বি-এল্, উকীল, হাং সাং মাল্‌দা।

১৪। „ গোপালহরি ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী, সাং রামনগর, যশোহর জেলা।

১৫। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বি-এল্, উকীল, হাং সাং গয়া, বিহার।

দক্ষিণরাঢ়ী :—

১। রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, এম্-এ, হাং সাং বৈদ্যনাথ জংসন।

২। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্ম, এম্-এ, বি-এল্ সাং পানিসেহোলা, হুগলী জেলা।

৩। রায় কিরণচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, জমীদার, সাং কাশীপুর, কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, সাং কলিকাতা।

৫। „ কিরণচন্দ্র দেবর্ম্মা, সি-আই-ই, হাং সাং চট্টগ্রাম।

৬। „ নিবারণচন্দ্র দত্ত, সাং কলিকাতা।

৭। „ কিরণচন্দ্র দত্ত, সাং লক্ষ্মীনিবাস, কলিকাতা।

৮। „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা, এম্-এ, অধ্যাপক, হাং সাং কলিকাতা।

৯। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

১০। „ গোপালচন্দ্র দে, সাং কলিকাতা।

১১। „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

১২। „ যোগেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা, বি-এ, অধ্যাপক, হাং সাং কলিকাতা।

১৩। „ নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, সাং হাওড়া।

১৪। „ ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

১৫। „ বিধুভূষণ ঘোষ বর্ম্মা, বি-এল্, উকীল, সাং বাগেরহাট, খুল্না জেলা।

১৬। রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর, বি-এল্, উকীল, সাং যশোহর।

১৭। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ বর্ম্মা, সাং কলিকাতা।

বঙ্গজ :—

১। শ্রীযুক্ত শরৎকিশোর বসু বর্ম্মা, সবজজ, হাং সাং বাঁকুড়া।

২। „ চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার, বি-এল্, উকীল, হাং সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

*৩। „ রসিকলাল রায়, হাং সাং কলিকাতা।

৪। „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা রায়, হাং সাং কলিকাতা।

৫। „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী, হাং সাং কলিকাতা।

৬। কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেব ভাবসাগর, হাং সাং কলিকাতা।

৭। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘোষ রায়, সাং বরিশাল।

৮। „ জয়ন্তকুমার বসু বর্ম্মা, বি-এল্, উকীল, সাং ঢাকা।

৯। „ কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, সাং রংপুর।

১০। মাননীয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বর্ম্মা, বি-এল্, সাং মৈমনসিংহ।

১১। রায়সাহেব নন্দকুমার বসুবর্ম্মা, বি-এ, পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাং সাং কলিকাতা

১২। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, সাং ভেলানগর, ত্রিপুরা।

১৩। „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, হাং সাং কলিকাতা।

১৪। „ সুরেন্দ্রনাথ গুহ, বি-এল্, উকীল, হাং সাং ভবানীপুর, কলিকতা।

১৫। „ সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম্-এ, অধ্যাপক, হাং সাং কলিকাতা।

বারেন্দ্র :—

১। রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী, সাং কাঁকিনা, রংপুর জেলা।

২। কুমার ক্ষিতীশভূষণ রায় বর্ম্মা, সাং তাড়াশ, পাবনা জেলা।

৩। রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, উকীল, সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা।

৪। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, সাং হরিপুর, রংপুর জেলা।

৫। „ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, সাং ছাতারপাড়া, রাজসাহী জেলা।

৬। „ হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা, এম্-এ, অধ্যাপক, হাং সাং কৃষ্ণনগর, নদীয়া জেলা।

৭। „ যাদবানন্দ রায় বর্ম্মা, সাং ঘুঘুডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

৮। „ রাধাবল্লভ রায়, বি-এল্, উকীল, সাং ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

৯। „ বেণীমাধব সরকার বর্ম্মা, সাং নাটোর, রাজসাহী জেলা।

* ইনি শ্রাবণ মাসে পরলোক গমন করায়, তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, বি-এ (হাং সাং কলিকাতা) সদস্য মনোনীত হইলেন।

১০। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বর্ম্মা, সাং কুড়িগ্রাম, রংপুর জেলা।
১১। কবিরাজ রাধাকান্ত সরকার বর্ম্মা, সাং জয়পুর, বগুড়া জেলা।
১২। শ্রীযুক্ত রাইচরণ রায় বর্ম্মা, সাং পাবনা।
১৩। „ হৃদয়নাথ মজুমদার বর্ম্মা, সাং কুষ্টিয়া, নদীয়া জেলা।
১৪। „ মাধবচন্দ্র সিকদার বর্ম্মা, উকীল, সাং দিনাজপুর।
১৫। „ সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, সাং ঘুঘুডাঙ্গা, ২৪ পরগণা।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা (উত্তররাঢ়ীয়)।

সমর্থক—(১) শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার বর্ম্মা (বারেন্দ্র)।
(২) „ শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (বঙ্গজ)।

প্রস্তাবটী সোল্লাসে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

দ্বাদশ প্রস্তাব। আগামী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, বি-এল্ (দক্ষিণরাঢ়ীয়)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (বঙ্গজ)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদারবর্ম্মা (বারেন্দ্র)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে যথারীতি গুডফ্রাইডের ছুটিতে আগামী বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব। ব্রাহ্মণগণ, কায়স্থ-প্রতিনিধিবর্গ, গত বর্ষের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব। অভ্যর্থনা সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত (দক্ষিণরাঢ়ীয়)। তিনি ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ বি-এল্ (বঙ্গজ)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গোপালহরি ঘোষবর্ম্মা (উত্তররাঢ়ীয়)।

প্রস্তাবটি সোল্লাসে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

রাত্রি ৭॥ টায় সভা ভঙ্গ হয়।

এই সময় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সভাস্থ কায়স্থ মহোদয়গণকে পুনরায় **আন্তর্গণিক ভোজের** নিমন্ত্রণ করেন। ভোজটী শ্রীধরপুরের বাবুদের বাসাবাটীতে হয়। রাত্রে চারিশ্রেণীর প্রায় ৬৫০ জন কায়স্থ মহোদয় অতিশয় প্রীতির সহিত আহার করিয়াছিলেন।

আহারান্তে অধিকাংশ প্রতিনিধি আপনাপন গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে প্রচারক সরলবাবু সভাপতি মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার স্বজাতি কায়স্থ কর্ম্মচারীগণের বৈদিক সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "উপনয়ন গ্রহণে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা বৈদিক সাবিত্রী গ্রহণ করিবেন, যদি তাঁহারা কখন কোন সামাজিক বিপদে পড়েন, আমাকে জানাইলে সাধ্যানুরূপ প্রতিকারের চেষ্টা করিব।" এই কথা বলিলে কর্ম্মচারীগণ মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে ও সরলবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া অবিলম্বেই উপনয়ন গ্রহণ করিবেন জানাইলেন।